এডুকেশন গেজেট।

ও

সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।

নূতন সন্দর্ভ।

৪১শ খণ্ড।

সন ১৩১৬ সাল।

(ইংরাজী ১৪ই এপ্রেল ১৯০৯ হইতে ১৩ই এপ্রেল ১৯১০ পর্য্যন্ত.

বুধোদয় প্রেস।

চুঁচুড়া।

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নূতন সন্দর্ভ। ৪৩শ খণ্ড ১ম সংখ্যা। } ৩রা বৈশাখ শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ১৬ই এপ্রেল ১৯০৯ খৃঃ অব্দ। } এডুকেশন গেজেটের আয় "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" উৎসর্গীকৃত

এডুকেশন গেজেটের

প্রচার এবং উপকারিতা, বুদ্ধিমান্‌ সকলেরই উপেক্ষিত ভাবে বিবেচনা করা হয়। ইহাতে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ বা প্রাপ্তপত্র উদ্ধৃত করার কাহারও কোন প্রকার আপত্তি নাই।

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত উৎকৃষ্ট কাগজে পাঁচ টাকা। সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। দুই টাকায় কম পাঠাইলে সাধারণ সংস্করণের প্রত্যেক সংখ্যায় মূল্য চারি আনা হিসাবে বাদ দিয়া যে কত সংখ্যা হয়, তাহাই দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের প্রত্যেক পংক্তি ১ম ও ২য় বার প্রকাশে ৵০, আর ততোধিকবার প্রকাশে /০, ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য এবং পেটেণ্ট ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম, কর্ম্মখালির এবং ডাক্তার [illegible] বিজ্ঞাপন একবার মাত্র বিনামূল্যে ছাপা যায়।

এডুকেশন গেজেটের ও বিজ্ঞাপনের মূল্য

অগ্রিম দিতে এবং চুঁচুড়া (Chinsurah) পোষ্টাফিসে আমার নামে মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইতে হয়। কুপনে স্পষ্ট করিয়া নাম ঠিকানা ও পোষ্টাফিসের নাম লেখা আবশ্যক।

ভূদেব বৃত্তি।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি কার্য্যতঃ রক্ষা [illegible] করিয়া অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থ যাহারা যত কিছু যাহা যে কোন উপলক্ষে "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। একণে প্রদত্ত টাকার টাকাপিছু বিশ্বনাথ ফণ্ডের মূলধনে "জমা" এবং উহার আয় হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে "ভূদেব বৃত্তি" সকল স্থাপিত হইতে থাকিবে। [illegible] আত্মার্থিকাবেদ্যক বটে, বিদ্যার্থিকাবেদ্যক বটে, রাজ্যপরিচালনে কিছু [illegible]। এবং লোকাচার আছে। সমস্ত ভারতের অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে এ সকল সম্বন্ধে একবারে [illegible] [illegible] বৃত্তি স্থাপিত এই যাহা হবে কিছু কিছু দিলেই সকলে যে [illegible] সৎ [illegible] [illegible] [illegible] লৌকিক করিয়া দেখিতে এবং একটি স্থায়ি ফণ্ড ও পবিত্র কার্য্যের অধিক সংগ্রহ হইতে পারেন।

গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোট টাকা [illegible]

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বন্ধুর [illegible] কল্যাণার্থ—

[illegible]

এডুকেশন গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী ঃ—

১। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রত্যেক পুরস্কারের পরিমাণ ২ টাকা। প্রত্যেক মাসে তিনটী করিয়া পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক মাত্রেই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পুরস্কারের কুপন থাকিবে।

২। একজন গ্রাহক তিনটী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার একমাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। "এডুকেশন গেজেট পুরস্কার" বাহিরে, এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ মাসের প্রশ্নের উত্তর গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। উত্তরগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে। প্রথমেই প্রেরকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকা চাই। একাধিক ব্যক্তির উত্তর ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন।

বৈশাখের প্রশ্ন—

১। ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী "অধিভারতী" দেবীর সংস্কৃত ভাষায় একটি ধ্যান রচনা করিতে হইবে। উহাতে দেবী ভবিষ্যনা এবং গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা উঁহার অঙ্গের একদেশেই বিদ্যমান, তাঁহার স্নিগ্ধ সৌম্যভাব, তিনি সন্তানগণকে অন্নপ্রদাননিরত, ভবদুঃখহন্ত্রী মাতা, এইরূপ ভাব থাকিবে। সংক্ষেপে ৺অন্নপূর্ণা ধ্যানের সহিত "পুষ্পাঞ্জলি"তে অধিভারতী দেবীর যে মূর্ত্তির উল্লেখ আছে তাহা মিলাইয়া রচনা করিতে হইবে। যত অল্প পংক্তিতে ভাব রক্ষা হয় ততই ভাল।

২। পাঁজিতে যে বত্রিশের ঘর পূরণ আছে, সেই মত ঘর কাটিয়া ১,৮,৩,৬,৭,২ ৫ ৪ সংখ্যা পাঁজিতে যে যে ঘরে বসান আছে সেই সেই ঘরে ঐ গুলি বসাইয়া লইয়া দেখ যে, পাঁজিতে যে রকমে বত্রিশের ঘর পূরণ করা আছে তাহা ছাড়া আর কত রকমে ঐ বত্রিশের ঘর পূরণ করিতে পারা যায়।

৩। নিম্নলিখিত স্থলটিতে কথা ওলট পালট করিয়া বসাইয়া দেওয়া আছে। কথাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিষয়টি অর্থসঙ্গত কর।

বোধ হয় [illegible] শিল্পনির্ম্মাণ জ্ঞানের [illegible] করেন [illegible] [illegible] বোধ হয় মনুষ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনার উন্নতি আরম্ভ যখন হইতে

ইহারা সভ্যাবিষ্টায় এবং সমধিক সর্ব্বাপেক্ষা মহাত্মা তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে এই সকলের যে সকল অপেক্ষাই বড় বলিয়া ধর্ম্মোপদেশই আবশ্যক। আশ্চর্য্য পদার্থ অধিক চমৎকারজনক সকলের চিত্তাকর্ষক অতি রহস্য বস্তু তদপেক্ষাও এমত বিস্ময়জনক এবং অতীব গুহ্য জ্ঞান যেমন সুখ দুঃখের ব্যাপার জল বায়ু বহ্নি কিন্তু জ্যোতিষ্কগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর কিছুই নাই জীবন আরও বৈষয়িক। মূর্ত্তিমৎ নরগণের জ্ঞানস্বরূপ অবশ্য পূজ্য যাঁহারা সন্দেহ তাহার তাঁহারা যে হইবেন অতএব আর কি? প্রসিদ্ধ চিন্ময় হয়েন বলিয়া ঈশ্বরের অবতার তাঁহারা। অবতারোপাসনা ধর্ম্মপ্রণালী তাহার নাম এই অবস্থায় যে প্রচলিত হয়। দিন দিন উপাসনা মনুষ্যদিগের অবতার উপায় আরম্ভ হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধির হয়। অবতারেরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ স্বরূপে চিন্ময় নরজাতির উক্ত কারণ সমীপে পরিচিত হয়েন; ধর্ম্মপথের আদর্শ প্রাপ্ত ঐ পথিক এবং জনগণ হইরা হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

ষড়পুর স্কুলের জন্য জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল শিক্ষক আবশ্যক। হিন্দুর আবেদন অধিকতর গৃহিত হইবে। ড্রিল ড্রইং জানা নূতন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বেতন ১০৲ টাকা বাসা পাওয়া যাইবে। অতি সত্বর নিজ নিজ প্রশংসা পত্রের অনুলিপিসহ আবেদন করুন

দিনাজপুর—নিংপুর স্কুলের জন্য জনৈক মাষ্টারের আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা এবং বাসা।

জেলা ঢাকা পোঃ সাহামেদীপুর মইং স্কুলে এক জন হেঃ পঃ। বেতন ১২—১৫৲ টাকা এবং বাসা।

প্রাপ্তপত্র ।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা । (১৪৯)

যদি তাহাই হয় তবে 'মুমুক্ষু' কে ? "মুখ্য' সেই আদিম, যিনি ইচ্ছা করিয়া এই যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ইচ্ছার বিরাম না হইলে কাহার গত্যন্তর নাই। তবে কাহার গতির জন্য জীব এতকাল এতরূপ সাধন করিয়া আসিতেছে, তাহারই জন্য তিনি তাহাই করিতেছেন, জীব নিমিত্ত কারণ মাত্র (লক্ষ্য মাত্র) যাঁহারা পাশা খেলা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার মর্ম বেশ বুঝিতে পারিবেন। পাশার ক্রীড়াক্ষেত্র দেখ, মধ্যে চতুষ্কোণ ক্ষেত্র তাহার চারিধারে চারিটী শাখা ক্ষেত্র প্রত্যেক ক্ষেত্র তিন ভাগে বিভক্ত তাহার এক এক ভাগে আটটী করিয়া চব্বিশটী ঘর সুতরাং সেই চারিটী শাখা ২৪ × ৪ = ৯৬ অঙ্কে বিভক্ত। তিনটি পাশা আর ষোলটী গুটি লইয়া চারিজনে খেলিতে হইবে। গুটীগুলি মধ্যক্ষেত্রে রক্ষিত, পাশা হাতে লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে যে দশক দান পড়িবে, তাহাই অবলম্বন করিয়া, মধ্যক্ষেত্র হইতে গুটী লইয়া সংখ্যানুসারে তাহা নিজ নিজ ঘরে রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হইবে, এখানে সকলেই সকলের প্রতিবন্দী। যিনি সংখ্যানুক্রমে যত অগ্রসর হইয়া চারিটী শাখা পথ অতিক্রম করিয়া নিজ শাখায় উপস্থিত হইয়া মধ্য ক্ষেত্রে যত শীঘ্র উঠিবেন তাঁহারই তত জিত হইবে এই জিত-হার জীবনক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত হইতেছে।

মধ্যক্ষেত্র কৈবল্যধাম, ব্রহ্মসন্নিধান, তথা হইতে জীব [ব্রহ্মাংশ] নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ত্রিগুণসম্পন্ন হওত জীবরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আইসে ক্রম বিকাশ সূত্রে গ্রথিত হইয়া স্তরে স্তরে সংজ-ভিত হওত উদ্ভিদ স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ুজ শাখাক্ষেত্র পর্য্যটন করিয়া মনুষ্যাকারে পরিণত হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয় নিচয় এবং জ্ঞান বিশেষিত হইয়া উপরোক্ত ছিয়ানব্বই ঘর (জীবনকাল) পার হইয়া আবার পারত্রিকে আসিয়া উপনীত হয় [সেই কৈবল্যধামে ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে, তখন তাহার সম্মুখে অধ্যাত্ম জগতের আবরণ উন্মুক্ত হয়। এখানে চারিজন [চারিকাল] [বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং জরা অবস্থা] প্রতিবন্দী সংস্কার কর্ম্মচক্রে ফেলিয়া ক্রমাগত ঘুরাইতে থাকে [যেমন যাইতে যাইতে পাকাগুলি কাঁচা হইয়া যায়] কৈবল্যে ফিরিয়া আসিতে মধ্যপথে তাই এত বিঘ্ন বিপদ। ইহাকে সংসারী লোকে "অদৃষ্ট" অকৃত দর্শন অগোচর কহে, এই অকৃতদর্শন অনভিজ্ঞতার অধিকরণ, চিদাকাশে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হইলেই তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এই পাশা খেলার বিবরণটি বিস্তারিতভাবে আমার লিখিত "ইন্দ্রিয় গ্রাম" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। মোক্ষপথের যাত্রী তাহার এক-খণ্ড শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়া দেখুন [মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র] অনেক সংশয় বিদূরিত হইবে

উপরিউক্ত দুইটী চিত্রে "ঈশ্বর সন্নিধান" নাই প্রথমটী তাহার বহুদূরে দ্বিতীয়টী তাহার পথে, সেই পথ না অন্তরে, না বহুদূরে, সেইপথ ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী; ঈশ্বর দূর হইতে বহুদূরেও যেমনি, নিকট হইতে নিকট হইতেও তেমনি, তখন তাঁহাকে দেখিবার আমাদের চক্ষু নাই, তিনি জ্ঞানময় সুতরাং তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান এত ভ্রান্ত যে তাহা দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার সন্নিধান লাভ কি প্রকারে হইবে? তিনি সকল কার্য্য কারণের কর্ত্তা বলিয়া অগ্রে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, সেই বিশ্বাস যত ঘনীভূত হইতে থাকিবে তত সেই কার্য্য কারণের মধ্যে তাঁহার মহিমার উপলব্ধি হইতে থাকিবে। সেই উপলব্ধি তাঁহার পথ দেখাইয়া দিবে, সেই পথে এই মায়া চক্র ঘুরিতেছে, সেই মায়া চক্র ভেদ করিবার উপায় তিনিই বলিয়া দিবেন। অগ্রে বিশ্বাস ক্ষেত্রে তাঁহার ভাব প্রতিফলিত হয়, অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমে তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তথায় অধিকক্ষণ অবস্থান করিলে ক্রমে ক্রমে সেই অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আইসে, তাহার পর চক্ষের দীপ্তি এমন প্রখর হইয়া উঠে যে তখন তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেইভাবে বিশ্বাসক্ষেত্রে প্রতিফলিত ভাব জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। সেই প্রত্যক্ষীভূত ভাবে জ্ঞান আত্মহারা হইয়া যাহা দেখে তাহাই ঈশ্বর সন্নিধান।

দেবর্ষি নারদ আসিয়া ধ্রুবের জ্ঞানচক্ষুঃ খুলিয়া দিলে, তিনি তখন সেই অনন্তকে অনন্তধারে দেখিয়াছিলেন, তাই জড় জঙ্গম, সকলের মধ্যে তিনি প্রকাশিত বোধ হইয়াছিল, সেই চক্ষে প্রহ্লাদ তাঁহাকে বিপদ সঙ্কুলের মধ্যে ভালরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া "বৈরাগ্যমেবাভয়ং' বলিয়া নির্ভীক চিত্তে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন—খ্রীষ্ট বিপদকালে "তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক" বলিয়া মহা কালভয় নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর সন্নিধানের এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস ভূমিতে যদি প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের কৃপায় জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া যায়, হৃদয় মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, দীনের দীনতা ঘুচিয়া যায়। তখন সেই বিশ্বাসে যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় তাহাই সাধিত হইয়া থাকে। জলপূর্ণ নদীবক্ষে চলিতে পারা যায়, পাষাণ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, প্রজ্বলিত অনল মধ্যে প্রবেশ করা যায় আত্ম সাধনে সমর্থ হইয়া, সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তেমনি শরীর হইতে আত্মা নিষ্ক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং মৃত্যুর পরপার আর ভয়সঙ্কুল বলিয়া বোধ হয় না।

বিশ্বাস ক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রতিভাত হইলে, সব ছাড়িয়া তাঁহাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই ঈশ্বর প্রীতিই জগতের কোন পদার্থে আর অনুরাগ জন্মাইতে দেয় না, সাধারণ কথায় তাহাকেই "বৈরাগ্য" কহে। "বৈরাগ্যমেবাভয়ং" সে বৈরাগ্যে আর ভয় থাকে না, সংসারের এই শোক, তাপ, দুঃখ ক্লেশ রোগ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার এক মাত্র বৈরাগ্যই ঔষধ। বৈরাগ্য কোন বাসনাকেই হৃদয়ে স্থান দান করে না। তখন সুখ দুঃখ মান অপমানের স্থান কোথায়? ভর্তৃহরি ঠিক বলিয়াছিলেন "তোমার গালি আছে তুমি দিতেছ আমার তাহা নাই, তাই দিতে পারিতেছিনা, আর প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহা লইতেছিনা।"

আমাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা

বড়লোক—প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা,—মহা পুরুষদের এক একটি প্রধান [illegible] থাকে। তাঁহারা এক একটি প্রধান ভাব সর্ব্বদা মনোমধ্যে পোষণ করেন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পারিবারিক কাজ কর্ম্ম এরূপ ভাবে করিতেন যেন তদ্দ্বারা সন্তান সন্ততিগণ কোন না কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কেবলমাত্র স্কুলের শিক্ষায় তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের শিক্ষা পর্য্যবসিত হইত না। অনুষ্ঠান আচরণ দ্বারা এবং বাচনিক অনেক বিষয় তিনি তাহাদের শিক্ষা দিতেন। ব্যবহারিক ভাবে অনেক শিক্ষা তাহাদের বাড়ীতেই হইত।

খুব প্রত্যুষে উঠা ভূদেব বাবুর অভ্যাস ছিল। সেই দৃষ্টান্তে বাড়ীর ছেলেরা কেহ সূর্য্যোদয় কালে বিছানায় শুইয়া থাকিত না। শৌচাদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সকলকেই করিতে হইত। কোন লোক এক দিন তাঁহাকে বলে যে, "আপনার বাড়ীর ছেলেরা সকলেই দেখিতে পাই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শৌচাদি শেষ করিয়া পাঠাভ্যাস প্রভৃতি করার জন্য প্রস্তুত হয়। অনেক বাড়ীতেই ছোট ছোট ছেলেদের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা দেখি না। ছোট ছোট ছেলেদের শৌচাদির নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে না, কিন্তু আপনার বাড়ীতে উহা কিরূপে সম্ভব হয় বুঝিতে পারি না।" উত্তরে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন মনে হয়, "ছেলেরা যখন ইচ্ছা তখন শৌচে যায়, শৌচের চেষ্টা না হইলে শৌচ হইবে কিরূপ? একথা মনে হইতে পারে কিন্তু ছেলেদের অভ্যাস করান চাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শৌচ হয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধি এবং সহজ বুদ্ধিতেও ইহার উপকারিতা বুঝা যায়। শৌচ না হইলে দেহ মন পরিষ্কার হয় না। উহা স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শৌচের অনভ্যাসে একাগ্রতা ও পবিত্রচিন্তা গুণের সম্যক্ স্ফুরণের ব্যাঘাত হয়। তোমার ছেলেকে যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শৌচ করাইতে চাও তবে ঐ সময়ে তাহাকে শৌচে যাইতে বাধ্য কর, প্রথম দু পাঁচ দিন তাহার শৌচ ঐ সময়ে না হইতে পারে, কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখিবে তাহার ঠিক ঐ সময়ে শৌচ হওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।"

দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিকৃত শিক্ষার দোষে আজ কালের অনেকে বেলায় উঠিতে অভ্যস্ত। ছেলেবেলায় অভিভাবকের সুশিক্ষার অভাবে এই কদভ্যাস জন্মিয়া থাকে। প্রাতরুত্থান প্রাতর্ভ্রমণ প্রাতঃসমীরণ সেবা যে কি সুখকর, কি আনন্দ জনক, কি স্বাস্থ্যোন্নতিকর তাহা এই সকল বেলায় উঠায় অভ্যস্তগণ জানিবার বুঝিবার চেষ্টাও করে না। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন পানের যে সুখ তাহা অস্থায়ী ও এ আনন্দের নিকট কিছুই নয়। যাহা আপাত মধুর ও সুখকর তাহাতেই অনেকের আয়াস ও যত্ন কিন্তু অনেকস্থলে তাহাই আমাদের ভাবী দুঃখ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীদীননাথ ধর. চুঁচুড়া

ওলাউঠা প্রতিষেধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

মহাশয়!

"কাজের লোক" নামক মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে সে গুলি সংকলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি। আরও অনেক কথা পরে প্রকাশার্থ পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল।

১। প্রত্যহ বা সপ্তাহে দুইবার করিয়া পল্লী গ্রামস্থ পাতকূয়া বা ইন্দারাতে জলের পরিমাণানুসারে ১৷৷ আউন্স হইতে ১ আউন্স পর্য্যন্ত পারম্যাঙ্গনেট অব্ পটাস্ দেওয়া বিধেয়। এক বালতী পরিষ্কার জলে উক্ত মাত্রায় উক্ত দ্রব্য গুলিয়া সজোরে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

পানীয় জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে জলের মাত্রা অনুসারে অল্প পরিমাণে পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাস্ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। উক্ত দ্রব্য এরূপ পরিমাণে পানীয় জলে মিশ্রিত করিবে, যেন জলের রং পরিবর্ত্তন না হয়।

২। প্রত্যহ প্রাতে ডাইলিউটেড সাল্‌ফিউরিক আসিড্ (Sulphuric Acid dil.) দশ ফোঁটা এবং peppermint Water, mixture করিয়া ব্যবহার বিধেয়। ছেলেদের বয়সানুসারে ১ হইতে ৫ ফোঁটা মাত্রা।

পলসীর ডাক্তার বাবু ... দত্ত ডাইলিউটেড সলফিউরিক্ আসিড্ ব্যবহারের পক্ষপাতী, তিনি বলেন, ভদ্রলোকগণের চাঁদা করিয়া গরিবদিগকে বিতরণ করা উচিত, কারণ ইহা সাধারণ বিপদ।

৩। জগদ্বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণের মত :—

ডাক্তার হেরিং বলিয়াছেন, জুতার ও মোজার মধ্যে গন্ধক চূর্ণ ব্যবহার করিলে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান ডাক্তার জার বলেন, হেরিং সাহেবের গন্ধকচূর্ণ ব্যবহারই উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক, বহুদর্শিতা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে; অন্য কোন প্রতিষেধক কার্য্যকরী হয় নাই। সকলে জুতার ভিতর গন্ধক চূর্ণ ব্যবহার করুন সুফল হইবে। ঘরের মধ্যে দরজার সামনে যেমন পাপোছ থাকে, একখানি বস্ত্রের উপর চূর্ণ-গন্ধক দিয়া রাখুন, মহিলাগণ তাহার উপর পা দিয়া যাতায়াত করিবেন। কিন্তু ছোট ছেলেদিগকে সাবধানে ধরিয়া রাখিবেন, যেন খাইয়া না ফেলে, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে

৪। অনেক প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মত, তামার মাদুলী, সিকি পয়সা কোমরে ধারণ করিলে, কলেরা হয় না। নেণীর টোটকা প্রয়াগের মধ্যেই এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৫। ডাক্তার জার বলেন, যাহারা প্রথম দাস্ত হইবার পর একবার মাত্র ১২ শক্তির ভিরেট্রম্ আব, ১ মাত্রা—যে পর্য্যন্ত আর দাস্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ব্যবহার করেন নাই তাহারা আক্রান্ত হয় নাই।

৬। পেটের পীড়ার সূত্রপাতে অথবা কলেরার উপসর্গ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বার দাস্ত হইবার পর নিম্নলিখিত বটিকা সেবন করিলে আক্রমণ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।

আকন্দর শিকড়ের ছাল ... ... ২ ভাগ
হলুদ চূর্ণ ... ... ১ ভাগ
পিপুল চূর্ণ ... ... ২ ভাগ
চুণ—(পানে খাইবার) ... ... সিকি ভাগ
আদার রস বটী বাঁধিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ।

উপরের দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে একটী পাথরের খলে ২৪ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে হইবে। মাঝে মাঝে আদার রস দিতে হইবে। পরে তাহাতে আট গ্রেণ পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ।৶০ আনায় হাজার বটিকা প্রস্তুত হইবে। গরীবদুঃখীর মধ্যে চাঁদা করিয়া এই বটিকা বিতরণ করুন।

প্রথম ভেদের পরেই ২।১টী বটিকা শীতল জল সহ দিবে। উদরাময় ও কলেরার প্রথমাবস্থায় ইহা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না।

উক্ত উপায় গুলি সাধারণ মুষ্টিযোগ নহে। বরোদারাজ্যে কলেরা সংক্রামক হইলে এই ঔষধটী ব্যবহৃত হয়। আজ ২০ বৎসর ধরিয়া উহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। নিষ্ফল হয় নাই।

সাধারণ সতর্কতা।

১। মল তরল হইলেই প্রতিকারের জন্য ক্ষণ বিলম্ব করিবে না। আরও ২ বার দেখি করিলেই সর্ব্বনাশ।

২। পচা পুকুরের জল স্পর্শ বা মুখে করিবে না। ভিজে কাপড় অনিষ্টকারক। শরীর গরম থাকিলে ভেদের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা করিবে না।

৩। অনিয়মিত সময়ে আহার, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মৈথুন অনিষ্টকারক।

৪। কোন প্রকারই মাদকদ্রব্য সেবন এমন কি অধিক তামাক খাওয়াও এ সময়ে অনিষ্টকারক।

৫। বাজারের খাবার, যাহাতে সর্ব্বদাই মাছি বসে, রাস্তার ধূলা লাগে তাহাতে কলেরা

বিষ সংক্রামিত থাকে, কদাপি খাইও না। মাছিতে বিষ বহন করে।

৬। নিজেদের পানীয় জলের পুকুর খিড়কী প্রাণপণে রক্ষা কর, যেন কেহ নষ্ট না করে।

৭। পেঁয়াজ খাইও না, ইহা রোগের বীজ শরীরে টানিয়া লয়।

৮। গন্ধক, ধূনা, আল্‌কাতরা পোড়ান উচিত, সাবধান হইয়া খড়ের গাদা পোড়ান ভাল।

৯। কাগ্‌জী লেবু কলেরার বিষ নষ্ট করে, জলের কল্‌সিতে ফোঁটাকতক দিলে জল পরিষ্কার হইয়া যায়, ব্যবহার করা মন্দ নহে। ভাতের সহিত লবণ খাওয়া মন্দ নয়।

১০। দুগ্ধ বিষসংগ্রাহক, গরম না করিয়া খাওয়াই উচিত নয়। এ সময় না খাওয়াই ভাল. নিমন্ত্রণ খাওয়া ও খাওয়ান উভয়ই অনিষ্টকর।

১১। যাহার তাহার ঘরে জল, পান, খাইও না, ইহাও দোষের।

১২। কদাচ খালিপেটে থাকিও না। বিশেষতঃ কলেরা রোগীর নিকট খালিপেটে যাইবে না।

১৩। সর্ব্বদা হৃষ্টমনে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই কৃপাভিক্ষা করিবে, হিন্দুর ঘরে ঘরে হরিনাম, চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ণ, গ্রাম্যদেব দেবীর পূজা করিবে, চিত্তের বল হইবে, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, ভীত হইও না, "নচদৈবাৎ পরং বলং" দৈব অপেক্ষা বল নাই, মৃত্যুর চিন্তা অপেক্ষা ভগবানের চিন্তায় প্রতিকার হইবে। বদ্ধপরিকর হও হরিনামে গগন প্রতিধ্বনিত কর। "হরিনাম মুক্তির কারণ" নিশ্চয় দুর্দ্দিন দূর হইবে। শ্রীঃ—

এডুকেশন গেজেট

৩রা বৈশাখ ১৩১৬ সাল ইং ১৬ই এপ্রেল ১৯০৯ সাল

গতবর্ষ।

১৩১৫ সাল অতীত হইল। এই বৎসরের সাধারণ রাজনৈতিক ও উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্যার হেনরি ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানের পর মিঃ এসকুইথ প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে শ্রমজীবিগণ কার্য্য না পাওয়ায় উঁহাদের সুবিধার জন্য বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে অনেকে তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। জর্ম্মণি পুনরায় শত্রুভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং তাঁহার জলযুদ্ধের আয়োজন প্রতি বৎসর বর্দ্ধিত হইতে থাকায় ইংরাজদিগকেও নিজেদের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

ইংলণ্ডে গত বৎসর অভূতপূর্ব্ব তুষারপাত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা কয়েক দিনের জন্য রেল গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। পথে মানুষ বাহির হইতে পারে নাই। স্বাভাবিক শক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যের ক্ষমতা যে কিছুই নয় এই সকল ঘটনায় তাহাই সম্যক্ প্রকাশ পাইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কংগ্রেস গত বৎসরে ইংলণ্ডের নূতন ঘটনা। অনেকগুলি কংগ্রেস হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশপদিগের "প্যান এংলিকান কংগ্রেস"ই প্রধান। গত দশ বৎসর হইতে ইহার আয়োজন হইতেছিল। বিশপ মণ্টগোমারি ইহার প্রধান উদ্যোগী। জুন মাসে ইংরাজ রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে এবং চীন জাপান প্রভৃতি দূর দেশ হইতে প্রায় ২৫০ জন বিশপ লণ্ডন নগরে সমবেত হয়েন। কয়েক দিন ধরিয়া লণ্ডন সহর ঐ সকল বিশপ এবং ইহাঁদের অনুযাত্রী বহুসংখ্যক যাজকে ভরিয়া গিয়াছিল। সেণ্ট পল্‌স ও ওয়েষ্টমিনষ্টার গির্জ্জাতে তিন দিন মহাসমারোহে উপাসনা কার্য্য হইয়াছিল। ২৪শে জুন সেণ্ট পল্‌স গির্জ্জায় শেষ উপাসনার দিন প্রায় ৩৩০,০০০ পাউণ্ড দান সংগ্রহ হয়। ফলকথা, এই সকল কংগ্রেসে ইংলণ্ডীয় চর্চ্চের প্রভাব নানাদেশে বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা।

বৎসর কাল মধ্যে জর্ম্মনিতে অনেক গুলি আভ্যন্তরীন গোলযোগ গিয়াছে। প্রথমতঃ উদার নৈতিক দলের প্রিমিয়ার নির্ব্বাচনে সার্ব্বজনিক অধিকার দিবার প্রস্তাব তত্রত্য পালিয়ামেণ্ট সভা নামঞ্জুর করায় প্রুসিয়ার প্রধান প্রধান নগরে সোসিয়ালিষ্টগণ নানা প্রকার সভা সমিতি প্রভৃতি দ্বারা আপনাদিগের অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং বার্লিন সহরে রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। অধিকন্তু ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ব্যবসায়ের অবনতির জন্য রাজকোষের অবস্থা সন্তোষ জনক নহে এবং আগামী বর্ষে নূতন কর বসাইয়া ২৩৬০০০০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে হইবে। অথচ খরচ পত্র খুব বেশী রকম হইলেও, এবং বেকার শ্রমজীবিদিগের সংখ্যা ইংলণ্ডের মত অধিক হইলেও, জর্ম্মণ জাতির গত কয়েক বৎসরে অসাধারণ উন্নতি ও অর্থাগম হইয়াছে একথা অনেকেই স্বীকার করেন। সংপ্রতি গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব সম্বন্ধীয় নানা প্রকার সংস্কারের সংকল্প করিয়াছেন। এবং জর্ম্মণ পালিয়ামেণ্ট সভায় ঐ বিষয়ের আলোচনা হইতেছে।

ফরাসী দেশের সম্বন্ধে গত বৎসর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। গত মে মাসে প্রেসিডেণ্ট ফেলিয়ারেসের লণ্ডনে সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত এবং জুলাই মাসে রেভালের রুশীয় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই বৎসরের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যাপার।

ইটালিও গত বৎসর এক রকম শান্তিতেই কাটাইয়াছে। অনেকদিন ধরিয়া রেলওয়ে সম্বন্ধীয় যে সকল সংস্কার হইবার কথা হইতেছিল তাহা আজও সম্পন্ন হয় নাই। দক্ষিণ ইটালী ও সিসিলি দ্বীপে যেরূপ ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলেও কষ্ট হয়। মেসিনা এবং রিজিয়ার অধিকাংশ ইহাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং দশ সহস্র লোক অকালে ইহাতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। বিপন্ন দিগের সাহায্য কল্পে নানাস্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে এবং এ যাবৎ অনেকটাকাও উঠিয়াছে।

রক্ষণশীল মন্ত্রীদিগের হস্তে স্পেন ধীরে ধীরে আর্থিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিউবা ও অন্যান্য উপনিবেশগুলি শাসনে রাখিতে ইদানীং আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইত। এক্ষণে কিউবা হস্তচ্যুত হওয়ায় স্পেনের আর্থিক সচ্ছলতা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। স্পেনের উদ্যমশীল ও লোকপ্রিয় রাজদম্পতী দেশের উন্নতি বিষয়ে মন্ত্রীদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিতেছেন। নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধের শত বার্ষিক স্মৃতিরক্ষা কার্য্য স্পেন অতীব বিজ্ঞতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছে এবং ফরাসীদিগের সহিত মিলিয়া সারাগোসাতে একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছে, ইহাতেই স্পেনের ফ্রান্সের সহিত সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পর্টুগালেও ভিমিয়ো যুদ্ধের শত বার্ষিক স্মৃতি-রক্ষার উৎসব হইয়াছিল। কিন্তু এখানে উক্ত কার্য্য স্পেনের ন্যায় দক্ষতার সহিত চালিত না হওয়ায় অনেক প্রকারে অসন্তোষ উৎপাদিত হইয়াছিল। ঘাতকের হস্তে রাজা ও যুবরাজের হত্যার পর হইতে স্পেনে বাস্তবঃ আর কোন গোলযোগ নাই। কিন্তু অনেক বিজ্ঞ লোকে এরূপ অবস্থাকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন না। উত্তর পক্ষীয়

লোক লইয়া যে মন্ত্রীসভা সংগঠিত হইয়াছিল সে সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লিসবন সহরে সম্প্রতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রজাতন্ত্রীদলের প্রাধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে এবং অন্যান্য সহরেও অনেকটা অসন্তোষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশ এতদিন রাজা লিওপোল্ডের খাস দখলে ছিল। ইহাকে রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার জন্ত পার্লামেণ্ট সভার সহিত রাজার অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, এক্ষণে ইহা রাজ্যভুক্তই করিয়া লওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় রাজন্তবর্গের সংস্রব আছে। কারণ ১৮৮৫ সালে বার্লিন সন্ধিতে ব্যবস্থা থাকে যে, বেলজিয়ম কঙ্গো প্রদেশ আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইলে অপর রাজাদিগের সম্মতি লইবেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট বেলজিয়মকে একথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন। এব পররাষ্ট্র সচিব সার এডওয়ার্ড গ্রে বেলজিয়মে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কঙ্গো প্রদেশ ইংরাজ অধিকৃত অন্যান্য প্রদেশ সকলের সহিত সংলগ্ন থাকায় উক্ত প্রদেশের সুশাসনের বিষয়ে লক্ষ্য রাখায় ইংরাজের স্বার্থ আছে। সুতরাং বেলজিয়ম যে কঙ্গো প্রদেশকে বেশ সুশাসনে রাখিবেন এবং দেশীয় লোকদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন ইহার কোন স্পষ্ট অঙ্গীকার না পাইলে ইংরাজেরা বেলজিয়মের কঙ্গো অধিকার কার্যে সম্মতি দিতে পারিবেন না। কিন্তু বেলজিয়ান গবর্ণমেণ্ট উক্ত পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে সুশাসনের কোনরূপ অঙ্গীকারের অভাব নাই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

বিনা রক্তপাতে অতীব দক্ষতার সহিত পরিচালিত তুরস্কের রাষ্ট্রবিপ্লব বৎসরের একটী প্রধান ঘটনা। ইহা দ্বারা উক্ত দেশের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র কতকটা প্রজাতন্ত্রে দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে সুলতান বিদ্রোহীদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শাসন প্রণালীর কোনরূপ সংস্কার করিবেন কিনা এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল। রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সুলতান সংস্কার কার্যে সম্মত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের অবসান সুশৃঙ্খলভাবে হইল, কিন্তু অন্ত এক ঘটনা ঘটিয়া তুর্করাজ্যে এমন কি সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা জন্মাইয়া দিল। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বুলগেরিয়া তুর্ক রাজ্যের একটী প্রদেশ ছিল। রুষ তুরস্ক যুদ্ধের পর ইহা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ৭ বৎসর পরে রুমানিয়ার পূর্ব্ব অংশ বিনা আপত্তিতে দখল করিয়া লওয়ায় বুলগেরিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়।

গত অক্টোবর মাসে রাজা ফার্ডিনাণ্ড সহসা বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহার দুইদিন পরে অষ্ট্রীয়া তুরস্কের দুইটী প্রদেশ (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়া) আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। অষ্ট্রীয়ার এই কার্যে বার্লিনের সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া ইউরোপে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইউরোপীয় শক্তি সমূহের নিকট তুরস্ক ও অষ্ট্রীয়ার বিবাদের মীমাংসার ভার পড়িয়াছে এবং আশা করা যায় যে বিনা রক্তপাতে এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গত বৎসর দুইটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হইয়াছে। ১ম প্রশান্ত মহাসাগরে রণতরী প্রেরণ ও ২য় নূতন প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন।

ভারতে ২৮শে ডিসেম্বর মান্দ্রাজে জাতীয় সমিতি আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি এবং দেওয়ান কৃষ্ণ স্বামী আয়ার অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইয়া সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হয়:—

(১) মহারাণী ভারতেশ্বরীর ১৮৫৬ সালের ঘোষণা বাণীর পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্রাট এডোয়ার্ডের ঘোষণাবাক্যের প্রশংসা এবং উহাতে আনন্দ প্রকাশ। (২) ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে কংগ্রেসের এবং সমগ্র দেশবাসীর আনন্দ জ্ঞাপন। (৩) আনার্কিষ্ট দলের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহের নিন্দাবাদ। (৪) দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিস ঔপনিবেশিকদিগের দ্বারা অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্রিটিস ইণ্ডিয়ানদিগেরও প্রতি অসৎ এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিবাদ। (৫) বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত করিয়া দেওয়া অথবা এমন ভাবে উহার পরিবর্ত্তন করা যাহাতে সমগ্র বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক একই শাসনের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট আবেদন। (৬) দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন উদ্দেশ্যে স্বদেশী শিল্পে উৎসাহ ও উহার উন্নতি সাধন জন্ত স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার। উহাতে নিজের যদি কতকটা স্বার্থত্যাগও করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। (৭) সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধিতে প্রতিবাদ। (৮) বিচার ও কার্য্যকরী সর্ভিসের পৃথক্‌ করণ বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা। (৯) সেনা বিভাগে এদেশবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে প্রার্থনা।

স্বদেশী জিনিসের কাটতি গত বৎসর কমে নাই বরং বস্ত্রাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃদ্ধিই পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট "অনেষ্ট" স্বদেশীর বিরোধী নহেন, উহার পোষকতাই করিয়া থাকেন। বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কাহারও প্রতি কোনও জোর জুলুম না করিয়া দেশের প্রতি অনুরাগ বশতঃ দেশীয় জিনিসের ব্যবহারে গবর্ণমেণ্ট অনুকূলতাই করিবেন। অনেকেই কলের চিনির ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় চিনির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে দেশীয় চিনির কাটতি বৃদ্ধি পাইয়া দেশীয় চিনির কারখানা গুলির শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে উহাদের অধোগতিই দেখা যাইতেছে। এরূপ হইবার একটি প্রধান কারণ শুনা যায় অনেক চিনির কারবারী কলের চিনিকে দেশীয় চিনি বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলকথা, দেশী চিনি যতটা কাটতি হইতেছে বলিয়া মনে হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নয়।

স্বদেশী বয়কট প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত, প্রজার মনে রাজার প্রতি অসন্তোষ ও বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি লেখা হইয়াছে উল্লেখে সরকার পক্ষ দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া ভারতে অনেক স্থানেই অনেকে বৎসর কাল মধ্যে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক রাজবিদ্রোহ সূচক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন উল্লেখে অভিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। বোম্বাই গবর্ণর এই দণ্ড কমাইয়া বিনাশ্রম ৬ বৎসর কারাবাস দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। "কাল" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ পরাঞ্জপে ১৯ মাসের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত তিলক ও শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে উভয়েই প্রিভিকৌন্সিলে আপীল করিয়াছিলেন, আপীলে কোনও ফল হয় নাই।

বৎসরের প্রারম্ভে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুইটি কিশোরবয়স্ক মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তথায় গমন করে। মিঃ কিংসফোর্ড তৎপূর্ব্বে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া রাজবিদ্রোহসূচক বক্তৃতাদি করা ও প্রবন্ধাদি লেখার মোকদ্দমা অনেকগুলি করিয়াছিলেন। অনেকে দণ্ডিতও হইয়াছিল। এই কারণে কিংসফোর্ড সাহেবের উপর অনেকের রাগ হয় এবং সেই জন্ত সম্ভবতঃ তাহাদেরই কাহারও কাহারও প্ররোচনায় উহারা এই কার্য্যে ব্রতী। ক্ষুদিরাম ও চাকির নিকট বোমাও মিলিয়াছিল। [illegible] ৩০শে

এপ্রেল রাত্রি প্রায় নয়টার সময় কিংসফোর্ড সাহেব যাইতেছে মনে করিয়া মজঃফরপুরের উকিল প্রিঙ্গল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যার গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বিবি ও তাঁহার কন্যা উভয়েই মারা পড়েন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে। চাকী আত্মহত্যা করে। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। বোমার সাহায্যে এই রূপে ইউরোপীয়ের হত্যা হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে বোমা প্রস্তুত এবং ইউরোপীয় মারা সম্বন্ধে একটা ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে হইতেছে। অতঃপর পুলিশের চেষ্টায় কলিকাতায় বোমার আড্ডা আবিষ্কৃত হয়। এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহে ক্রমে ক্রমে ৩০।৩৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ক্রমে ঐরূপ আটটী আড্ডায় অনুসন্ধান করেন তন্মধ্যে প্রধান মাণিকতলায় একটী বাগান বাড়ী, গ্রে স্ট্রীট লেনের একটি বাড়ী, নবশক্তি সংবাদ পত্র আফিস এবং বাগবাজারের একটি বাড়ী। ঐ সকল বাড়ীতে অনেকগুলি বোমা রিভলভর ও গুলি বারুদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই ব্যাপারের সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, প্রমুখ ৩০ জন লোককে এবং পরে আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থার্লি বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ১৫ জন লোকের এজাহার লয়েন। উহাতে এই প্রকাশ পায় যে, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর সংবাদপত্র সংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা বেশী হইয়া অনেকে দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে প্রতিশোধ লইবার বাসনায় আসামীদের দলের লোকে ডাকাতি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, বোমা প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত হয়, মেদিনীপুরে ছোটলাট বাহাদুরের গাড়ী উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা হয়, চন্দন নগরের মেয়রের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করা হয়, গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে একটি ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা হয়। ধরা না পড়িলে অল্প দিনের মধ্যেই ইহা কার্য্যে পরিণত করা হইত ইত্যাদি। এই সকল লোকের বিরুদ্ধে রাজার প্রতিকূলে যুদ্ধের আয়োজন করা প্রভৃতি অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। আসামীদের কাহাকেও জামিনে ছাড়া হয় নাই। ১৮ই মে হইতে মাঃ মিঃ বার্লির নিকট মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়া আসামীদিগকে দায়রার সোপরদ্দ করা হয়। আলিপুরে মিঃ সি পি বীচক্রফ্টের নিকট এই মোকদ্দমা হইতেছে। সরকার পক্ষে মাদ্রাজের ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আসামীদের পক্ষেও অনেক উকিল কৌন্সিল আছেন। সেশন আদালতে একশত ছাব্বিশ দিন মোকদ্দমার শুনানি হইয়া গিয়াছে। বিচার ফল বৎসর কালমধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

মেদিনীপুরে বোমার সংস্রবে সংলিপ্ত সন্দেহে মেদিনীপুরের পুলিশ রাজা জমিদার, উকিল প্রভৃতি দেড়শত লোকের নাম দিয়া এক তালিকা প্রস্তুত করেন। তন্মধ্যে নাড়াজোলের রাজা প্রমুখ ২১ জন লোককে অভিযুক্ত করা হয়। সকলকেই হাজতে রাখা হইয়াছিল। ঐ মোকদ্দমাও ব্যাপক কাল হয়। মোকদ্দমার শেষভাগে এডভোকেট জেনারল সরকার পক্ষে এই মোকদ্দমা চালাইতে নিযুক্ত হইয়া আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদির অবস্থা বুঝিয়া ১৮ জনের সম্বন্ধে অভিযোগের প্রত্যাহার করেন। ৩ জন আসামী দণ্ডিত হয়। এই মোকদ্দমার সংস্রবে সরকার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে উল্লেখে এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ ভাবের মোকদ্দমা সময় হইতে থাকায় এবং মোকদ্দমা সমূহের নিষ্পত্তি বিষয়ে অযথা কাল বিলম্ব হইতে থাকায় সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল আপাততঃ কেবল বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জন্য একটি নূতন আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন "ভারতের অপরাধিদিগের সম্বন্ধে ১৯০৮ সালের সংশোধিত আইন" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এই আইনের প্রথমাংশে এই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, সাধারণের অশান্তিজনক কোন কোন অপরাধে কাহাকেও অপরাধী বলিয়া সন্দেহ হইলে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল অথবা তাঁহার অভিমতি লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর লিখিত আদেশ দিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই আদেশ অনুযায়ী তদন্ত করিয়া দেখিবেন যে, যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হইয়াছে বস্তুতঃ সেই প্রমাণের উপর হইতে তাহাকে বিচারার্থ অর্পণ করা যাইতে পারে কি না। তদন্ত করিবার সময় আসামী বা আসামীর তরফে কোন উকিল কৌন্সিল অথবা অপর কোন ব্যক্তি তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের অনভিমতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। তদন্ত একতরফা হইবে। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝেন যে সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে বিচারার্থ অর্পণ করা যাইতে পারে না তবে তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। প্রমাণ যথেষ্ট থাকিলে আসামীকে বিচারার্থ হাইকোর্টে পাঠাইবেন। সেখানে তিনজন বিশেষ জজের নিকট বিচার হইবে এবং জুরি থাকিবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তে যে সকল খবর জানিতে পারিলেন সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া "ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন" অথবা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত অপর কোন কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে তদন্ত করার যুক্তিসঙ্গত কারণ যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ আসামীকে জামিনে খালাস দেওয়া হইবে না। অপর, ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছেন সেই সমস্ত সাক্ষীদের মধ্যে এক বা ততোধিক জন যদি মারা গিয়া থাকে অথবা হাইকোর্টে সেই সাক্ষীকে বা সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিতে পারা না যায়, এবং হাইকোর্ট যদি বুঝিতে পারেন যে সেই সাক্ষী বা সাক্ষীদের মৃত্যু বা অনুপস্থিতি আসামীর স্বার্থের জন্যই সংঘটিত হইয়াছে তবে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই সাক্ষীর এজাহার যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে প্রমাণ স্বরূপে তাহাই হাইকোর্ট গ্রাহ্য করিবেন।

আইনের দ্বিতীয়াংশে বেআইনি সভা সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সভাসমিতি অত্যাচার বা ভীতি প্রদর্শনমূলক কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠানে উৎসাহ দেয় বা সাহায্য করে, সেই সমিতির যাহারা সভ্য অথবা সভ্য না থাকিয়াও অন্য কোন প্রকারে উহার সাহায্য করে, অথবা নিজরাই ঐরূপ অত্যাচারাদিমূলক কার্য্য সকল করিয়া থাকে তাহারা দণ্ডার্হ হইবে; ঐ সকল সভা সমিতির অধ্যক্ষ এবং পৃষ্ঠপোষকগণ আরও বেশী পরিমাণ দণ্ডের যোগ্য হইবেন। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কোনও সভা সমিতিকে বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকিবেন, এবং কোনও সমিতি সম্বন্ধে এইরূপ ঘোষণার পর যাহারা উহার সহিত সংস্রব রাখিবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত দণ্ডদানের ব্যবস্থা হইবে। বিবাদ সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি এই নূতন আইন অনুসারে হইয়াছে।

বোমা বিভ্রাট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে, সকল উপায় বিধান করিয়াছেন, স্ফোটক পদার্থ সংক্রান্ত আইন ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের সংশোধন তন্মধ্যে অন্যতম। ১৮৮৪ সালের ভারতে স্ফোটক পদার্থ সংক্রান্ত আইন আকস্মিক দুর্ঘটনা-সমূহ নিবারণ জন্যই হয় ও সম্বন্ধীয় অপরাধ প্রশমনের জন্য হইটা হয় নাই। উহাতে অপরাধীর

কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন হাজার টাকা জরিমানা হইতে পারিবে এই ব্যবস্থাই ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে ঠিক মত কাজ হইতে পারিতেছে না বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার সংশোধন করেন। নূতন আইনে এই ব্যবস্থা হয় যে, যদি কেহ বে-আইনি পূর্ব্বক অথবা বিদ্বেষ বশতঃ কোন স্ফোটক পদার্থ দ্বারা এমন ভাবের স্ফোটন যদি করে যাহাতে জীবন নাশ বা সম্পত্তির নাশ হইতে পারে, অথবা স্ফোটন কার্য্য করণাভিপ্রায়ে এমন কোন কার্য্য করে বা চক্রান্ত করে যদ্দারা ঐরূপ উপতাপ ঘটিতে পারে, অথবা নিজের বা অপরের দ্বারা প্রাণহানি বা সম্পত্তিনাশ উদ্দেশ্যে স্ফোটনযন্ত্র প্রস্তুত করে বা নিজের নিকট রাখে, তাহাতে স্ফোটন হউক বা না হউক অপরাধীর দ্বীপান্তর দণ্ড, দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড এবং ঐ সঙ্গে জরিমানাও হইতে পারিবে। যে কেহ এই সকল কার্য্যে টাকা দিয়া, স্থান দিয়া, উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যেরূপে হউক যদি সাহায্য করে তবে সেও ঐরূপ অপরাধী গণ্য হইবে। যদি কেহ স্ফোটক দ্রব্য এরূপভাবে প্রস্তুত করে অথবা অতি সারে নিজের আয়ত্ত মধ্যে রাখে যাহাতে এমন সন্দেহ হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি আইন সঙ্গত উদ্দেশ্যে করিতেছে না বা রাখিতেছেনা, ঐরূপ করা বা রাখার সম্বন্ধে সে যদি তাহার আইন সঙ্গত উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে না পারে তবে তাহারও দ্বীপান্তর দণ্ড ও দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হইতে পারিবে। এই আইনানুসারে কাহারও বিচার করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অথবা সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুরের অনুমতি লইয়া তাহা করিতে হইবে।

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বুঝেন যে প্রাদেশিক কোন সংবাদ পত্রে খুন করিতে অথবা স্ফোটক দ্রব্য সংক্রান্ত আইনানুযায়ী কোন অপরাধ করিতে, অথবা অত্যাচার মূলক কোন কর্ম্ম করিতে প্রশ্রয় এবং উৎসাহ দিতেছে, তবে তিনি এই আদেশ দিতে পারিবেন যে, ঐ সংবাদ পত্র যে ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে অথবা হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে, অথবা ঐ ছাপাখানা যে বাড়ীতে আছে সেই খানে ঐ সংবাদ পত্র যদি ছাপা হয় বা হইয়া থাকে তবে সেই ছাপাখানা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। এবং ঐ সংবাদ পত্র যেখানে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সকল বাজেয়াপ্ত করিবার সময় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং যাহারা ঐ ছাপাখানা বা সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে বলিবেন। তিনি ঐ সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়াছেন ঐ আদেশ কেন কায়েম হইবে না সে পক্ষে মালিকদিগের কোন কথা বলিবার থাকিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তাহা বলিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হইলে মালিকেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ কায়েম হইবার পর পনর দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে বরিশালের বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত সঞ্জীবনীর সম্পাদক টাঙ্গাইল নিবাসী বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বানোরী পাড়ার বাবু মনোরঞ্জন গুহ, ঢাকা, বাকদি গ্রামের বাবু ভূপেশ চন্দ্র নাগ, ফরিদপুর লুনসিংয়ের বাবু পুলিন বিহারী দাস, বরিশালের বাবু সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতার বাবু সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও বাবু শচীন্দ্র কুমার বসু—ইঁহাদিগকে আটক করিয়া লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, রাউলপিণ্ডি ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে রাখা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই কার্য্য কতদূর যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে সে বিষয় লইয়া বিলাতের কমন্স সভায় বাদানুবাদ চলিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত উপতাপ নিবারণের জন্য এ যাবৎ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে প্রজার মনে রাজার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দিবার মত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি লেখা আর পূর্ব্বের মত নাই। কুলোকের কুশিক্ষায় ও প্ররোচনায় যে সমস্ত কাণ্ড ঘটিতেছিল এখন তাহার অনেক কম হইয়াছে। পুলিস বিশেষ সতর্ক থাকিয়া এই সকল ব্যাপারের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধ পরিকর আছেন। কোন কারণে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়ের আদেশ লইয়া পুলিস বড় ছোট নির্ব্বিশেষে লোকের বাড়ী সমস্ত খানা তালাসী করিতেছেন। ভারতের অনেক স্থানেই এইরূপ খানা তালাসী এখনও প্রায় নিত্যই হইতেছে। ফলে, গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব দমননীতি অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত গোলযোগের উচ্ছেদ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য অচিরেই সফল হইবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

কিন্তু এই সমস্ত নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত ব্যাপার জনকয়েক উচ্ছৃঙ্খল লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ভারতের সর্ব্বত্রই ভদ্রলোকেরা সভা করিয়া বোমা সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রাদির এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় হত্যা ও হত্যা চেষ্টায় আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। সরকারী উকিল বাবু আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যায় পর কলিকাতা টাউন হলে যে সভা হয় তাহাতে দেশের সম্ভ্রান্ত জনগণ ও নেতৃবর্গ সমবেত হইয়া এই সকল ব্যাপারের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ফলে, উচ্ছৃঙ্খল কয়েকটা ছেলে ছোকরা ও উহাদের পরামর্শ ও উৎসাহ দাতা জন কয়েক ব্যতীত দেশের ইতর ভদ্র কাহারও এরূপ বিষয়ে সহানুভূতি নাই। বিলাতের টাইম্‌স পত্র লিখিয়াছেন।——

"কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও আন্দোলনের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল। গত কয়েকমাস হইতে ইহা কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কলিকাতা এবং বাঙ্গালায় প্রায় সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বোমা প্রস্তুত কার্য্য যে খুব অধিক মাত্রায় চলিতেছে, ইহা, বেশ জানা গিয়াছে। ক্রমে ব্যাপার এরূপ গুরুতর হইয়া দাড়ায় যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট স্ফোটক পদার্থ সংক্রান্ত আইন জারি করিতে বাধ্য হন এবং রাজপ্রতিনিধি দেশভ্রমণে বহির্গত না হইয়া রাজধানীতেই থাকিয়া যান। অল্পদিন পরে বিচার কাল সংক্ষেপ করার সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়, কিন্তু দেশে একদিকে যেমন অসন্তোষ ও অশান্তি দেখা যাইতেছে অপরদিকে সেইরূপ দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে রাজভক্তির নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত সম্রাট ইহাদিগের রাজভক্তি প্রকাশে যে প্রীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার যোধপুরের রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক পঠিত বাক্য হইতেই বেশ বুঝা যায়; অধিকন্তু পার্লামেণ্ট সভা বন্ধ করিবার সময় ভারত সম্রাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন তদ্দ্বারা উৎসাহ পাইয়াই ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ এই অশান্তি ও উপদ্রবের সময়েও এদেশে রাজ্য শাসন প্রণালীর সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড মর্লি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ সংস্কার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির হইয়াছে তাহা লর্ড সভায় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং পার্লামেণ্ট খোলার পর হইতে এই সম্বন্ধে একটী নূতন বিল পার্লামেণ্টের বিবেচ্য হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন যে, প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যের সংখ্যা ও

ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে এবং উভয়বিধ সভাতেই প্রতিনিধি গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইবে।

প্রাদেশিক ও ভারতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহক সভাতেও দেশীয় সভ্য লইবার কথা হইতেছে। ভারতবর্ষে এবং লর্ড সভায় এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপারে অনেকের মনে হইয়াছে যে, রাজকার্য্য নির্ব্বাহক সভায় দেশীয় সভ্য গ্রহণ করা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই এবং মুসলমান ও অন্যান্য ন্যূন সংখ্যক জাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ভালরূপ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। যাহা হউক ভারতবর্ষের সকলেই গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনাদিগের দৃঢ় ভক্তি জানাইয়াছেন। বিল এখনও পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় অনুমোদিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় নাই।"

এই শাসন সংস্কারের প্রারম্ভেই গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি কার্য্য দ্বারা প্রজালোকের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস পি সিংহ বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার আইন সংক্রান্ত বিষয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এ দেশীয়ের পক্ষে এই রাজসম্মান এই সর্ব্বপ্রথম। অযোধ্যার সহকারী জুডিশিয়াল কমিশনারের পদ খালি হওয়ায় যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর ঐ পদে কোনও উপযুক্ত এদেশবাসীকে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে গত বৎসর কিছু হইয়া উঠে নাই। ইহার প্রধান কারণ অর্থের অসচ্ছলতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নূতন নিয়মানুসারে কাজ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে কোন্ কোন্ স্কুল কলেজ গবর্ণমেণ্টের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে বুঝিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পরিদর্শক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে কোন কোন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূক্ত করা হইয়াছে। কোন্ কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপনা করিবার সুবিধা হইবে না হইবে তাহা স্থির করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেইমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ১৯১০ সাল হইতে নূতন নিয়মানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহ আরম্ভ হইবে। সেই কারণে ১৯০৮ সালের এফ এ ও বিএ পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র অনুত্তীর্ণ হয় তাহাদের সুবিধার জন্য ঐ বৎসরে ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতেও অনেক ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা দান বিষয়ে উন্নতি ক্রমশই দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে অনেকটাই পোষকতা করিতেছেন। উহার জন্য এবং সাহিত্য বিজ্ঞানাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তির সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অনেকগুলি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতার শিল্প বিজ্ঞান সমিতি এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইয়া বৃত্তি অথবা পাথেয় দানের ব্যবস্থা করিয়া শতাধিক ছাত্র ইউরোপ জাপান প্রভৃতি স্থানে শিল্পাদি শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন।

দেশীয় ও বিদেশীয় ষ্টীমার কোম্পানীও অল্প-ভাড়ায় শিল্পাদি শিক্ষার্থি ছাত্রগণকে ঐ সকল স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য সভা সমিতি প্রভৃতিও এই কার্য্যে উৎসাহ ও সুবিধা করিয়া দিতেছেন। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এই শিক্ষার উন্নতি কল্পে অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। দেশীয় রাজ্যের রাজগণ বিশেষতঃ বরোদা রাজ এ বিষয়ে অনেক উৎসাহদান ও সাহায্য করিতেছেন। টাটার শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর উহার সমস্ত অংশ বিক্রীত হওয়ায় শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সাধনের দিকে এদেশবাসীর মন যে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য্য বৎসর কাল মধ্যে ভাল চলিয়াছে। ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলী এবং কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণসভা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া যে কার্য্য করিতে পারিবেন, উঁহাদের গত বৎসরের অনুষ্ঠান সমূহ হইতেও তাহা বুঝা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদিবার যাহাতে সুব্যবস্থা হইতে পারে সে দিকে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলী কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মন আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন। অভিভাবকগণও উহা এখন অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত পরীক্ষার ভার একমাত্র কেবল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের হস্তে যাহাতে না থাকিতে পায় তজ্জন্য একটি পরীক্ষা সভার সংগঠন হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভার সভাপতি হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় বলিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ এক বৎসর কাল ধরিয়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট অধ্যাপন ও মৌলিক গবেষণার উন্নতি সাধন পক্ষে সবিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেকটা কাজ করিতে পারিয়াছেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি যে, একমাত্র কেবল মৌলিক গবেষণার উন্নতির জন্যই দেওয়া হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। গাণিতিক বস্তু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে পোষ্ট গ্রাজুয়েট লেকচারার সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। দেশের ভার্ণাকুলার সাহিত্যের উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থার ইহাও অন্যতম উদ্দেশ্য। ছেলেদের পরিণাম যাহাতে ভাল হয় কলেজ সমূহের প্রকৃত শিক্ষাদানের উপযোগী সক্ষমতা যাহাতে থাকে, শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন মত উপকরণ সংগ্রহ এবং অর্থের সচ্ছলতা থাকে সে পক্ষে দেশস্থ ধনী মহোদয়গণ আপনাদিগকে সমাজের নেতৃ স্থানীয় ভাবিয়া নিজেদের দায়িত্ব যেন স্মরণে রাখেন. বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়া স্কুল সম্বন্ধে এই নূতন ব্যবস্থা করেন নাই। যাঁহারা সেরূপ বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। ছেলেদের পরিণাম ভাবিয়া স্কুল সমূহে ভালরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা. স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয় ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। অনেকস্থলে স্কুল সমূহে ছাত্রদিগের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা একান্ত শিথিল বুঝিয়া সিণ্ডিকেট সভা ঐ সমস্ত স্কুলের মেম্বর ও শিক্ষকদিগকে ভবিষ্যতে যাহাতে ছেলেরা নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলে সে পক্ষে সন্তোষজনক গ্যারাণ্টি দিতে বাধ্য করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই ইহার ফল ভাল হইয়াছে। বিগত এক বৎসর কালের মধ্যে অনেক কলেজ বিজ্ঞান পড়াইবার অনুমতি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিজ্ঞান চর্চ্চার উপকারিতা যে, অনেকটাই উপলব্ধ হইয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ। ভাল শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বৎসর কাল মধ্যে দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি কলেজ হইতে "ব্যাচিলার অফ্ টীচিং এই নূতন ডিগ্রি পাইবার মত শিক্ষক প্রস্তুত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এই কলেজ পরিচালিত হইবে। আর একটি কলেজ হইতে "লাইসেনসিয়েট ইন টীচিং ডিপ্লোমা পাইবার মত শিক্ষক প্রস্তুত হইবেন। লণ্ডন মিশনরী সোসাইটীর সাহায্যে এই কলেজ পরিচালিত হইবে. ইহাতে খুবই ভাল ফল হইবে আশা করা যায়. আইন শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আদর্শ আইন কলেজের প্রতিষ্ঠা সেনেট সভার অনুমোদিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান জন্যও গবর্ণমেণ্টকে অগৌণে আদর্শ কলেজ করিতে হইবে।

১৯০৭।৮ সালের আয় ব্যয় হিসাবে মোটের উপর গবর্ণমেণ্টের রাজকোষে ৪৫ লক্ষ ৯হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়। গত বৎসর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও রাজকোষে কিঞ্চিদধিক ৮৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরের শেষ না হইতেই দেখা যায় যে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৫ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকা বেশী হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ সম্বন্ধে অর্থসচিব মহাশয় বলিয়াছেন যে অনাবৃষ্টি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবনতির জন্য রাজস্ব ভালরূপ আদায় হয় নাই। গোধূম পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা ৬০ মণ কম জন্মিয়াছে। পাটের রপ্তানি ভাল হয় নাই। তুলার অবস্থাও মন্দ ছিল। অন্যান্য ফসলও অধিকাংশ স্থলে এক তৃতীয়াংশ কম ফলিয়াছিল। যুক্ত প্রদেশ সমূহে রীতিমত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, বোম্বাই মান্দ্রাজ পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে অল্পাধিক পরিমাণে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় জন সাধারণের সাহায্যার্থ কর্তৃপক্ষকে অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হওয়ায় রেলের আয়ও কমিয়াছে। লবণকর বনকর ডাক টেলিগ্রাফ টাকশাল খাল প্রভৃতি বিভাগের আয় কম হইয়াছে। বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় আমদানীমাশুল বিভাগের আয় পূর্ব্বের অনুমান অপেক্ষা ৩০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষের জন্য গত বৎসর ব্রহ্মদেশের চাউল ভারতেই অধিক পরিমাণে আমদানী করিতে হইয়াছিল, বিদেশে উহার রপ্তানি তেমন হয় নাই। এজন্য ঐ তণ্ডুলের রপ্তানি মাশুল হিসাবে যে প্রায় ১২৷৷০ লক্ষ টাকা আয় হইবার কথা ছিল তাহা হয় নাই. দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি জন্য যে টাকা ব্যয় করিবার কথা ছিল তাহা না হইয়া ১৭ লক্ষ এগার হাজার ৬৮০ টাকা কম হইয়াছে।

১৯০৭ সালে সুবৃষ্টি না হওয়ায় যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রভাব বৎসর কাল মধ্যে অনেকটাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পুষ্টাদিতে এক সময়ে লোক সংখ্যা ২৪ লক্ষ ষোল হাজারে দাঁড়াইয়াছিল. অক্টোবরের শেষভাগে এ সংখ্যা কমিয়া ৫৮ হাজার হয়। গত বৎসরে শেষার্দ্ধে বৃষ্টিপাত কোথাও প্রয়োজনমত হয় নাই, তবে শস্যের অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে অন্নকষ্টের ততটা প্রকোপ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

গত অক্টোবর মাসে হায়দারাবাদে ভয়ঙ্কর দৈবী বিপদ উপস্থিত হয়। দারুণ বন্যায় দশ হাজার লোক মারা গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশে জাকাখেল ও মোমান্দ জাতীয় পাঠানদিগের বিরুদ্ধে সমর অভিযান করিতে হইয়াছিল। স্যর জেমস্ উইলকক্স এই দুইটী অভিযান কার্য্যই অতি সুন্দররূপে শেষ করিয়াছেন। মোমান্দদিগকে দমন করিতে কিছু আয়াস পাইতে হইয়াছিল। কতকগুলি অবাধ্য আফগান জাতি উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু আফগান আমীর আপনাকে উক্ত ব্যাপারে সন্দেহ সংশ্রব শূন্য বলিয়া প্রকাশ করায় এবং কয়েকজন সর্দারকে শাস্তি দেওয়ায় এই সীমান্ত অভিযান গুরুতর ব্যাপারে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু দেশমধ্যে রাজনৈতিক অশান্তি হইতে ইহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গত বৎসর প্লেগের প্রকোপ সমগ্র ভারতে তৎপূর্ব বৎসর অপেক্ষা অনেকটা কম দেখা গিয়াছে। ১৩১৪ সালের শেষ সপ্তাহে সমগ্র ভারতে দশ হাজার ৬৬৫ লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৬০১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। গত বৎসর শেষ সপ্তাহে প্লেগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ৫৭১১ তন্মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে ৪৬৮৪ জনের। বৎসরের শেষ ভাগে কলিকাতা সহরে বসন্ত রোগ সংক্রামক হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

গত বৎসর দেশের নিম্নলিখিত কয়েকজন স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

(১) ৺কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি (৩রা চৈত্র ১৩১৫সাল) ইনি সর্ব্বদর্শনে সুপণ্ডিত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ. অতিশয় বিনয়ী ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। (২) কাশীধামের পণ্ডিত জয় নারায়ণ তর্করত্ন। ন্যায় শাস্ত্রে এরূপ প্রতিভাশালী পণ্ডিত আর ছিল না বলিলেও বলা যায়। নৈয়ায়িকদিগের অগ্রণী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। প্রৌঢ় বয়সে ইঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। (৪) ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক এবং কলিকাতা মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ ৺নগেন্দ্র নাথ ঘোষ (২৩শে চৈত্র ১৩১৫)

(৫) ৺আশুতোষ বিশ্বাস (২৮ শে মাঘ সন ১৩১৫ সাল) ইনি গবর্ণমেণ্টের তরফে দেশীয় লোকের প্রতিকূলে রাজবিদ্রোহ সূচক মোকদ্দমা চালাইয়া ছিলেন বলিয়া চারুচন্দ্র বসু নামক জনৈক কিশোরবয়স্ক ইঁহাকে গুলি মারিয়া হত্যা করে। বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হয়। হত্যা করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট আশু বাবুর পরিজনের জন্য যেরূপ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা সর্ব্বপ্রকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মহদন্তঃকরণেরই সূচক [৩] দিনাজপুরের পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র তর্কচূড়ামণি (২২ শে আশ্বিন, সন ১৩১৫ সাল)। কাব্য অলঙ্কারে সুপণ্ডিত এবং প্রাচীন কবিদিগের ধরণে সংস্কৃত কাব্য রচনায় ইঁহার ন্যায় সুকৌশলী ইদানীং আর কেহই ছিলনা বলিলেও বলা যায় [৬] মহামহোপাধ্যায় দ্বারকা নাথ সেন (২৯শে মাঘ ১৩১৫) ভিষক্ শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ মধ্যে একমাত্র ইনিই ইদানীং বর্ত্তমান ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসার প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকায় এই চিকিৎসাপ্রণালীর ক্রমশই উন্নতি দেখা যাইতেছিল। কবিরাজ দ্বারকানাথের মৃত্যুতে উহা যে অনেকটাই প্রতিহত হইল সে পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। [৭] বাবু নবীনচন্দ্র সেন, পলাশীর যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি লিখিয়া ইনি দেশীয় ভাষায় কাব্য রচয়িতা দিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া প্রশংসা লাভ করেন। [৮] বাবু মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য (৩ রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৫ সাল)। ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র, বিদ্যা ও বিনয়াদি গুণে পঞ্জাবে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পদ পাইয়া ছিলেন। সেই খানেই নিউমোনিয়া হইয়া মারা যান।

আবৃত্তি। (২).

ভাল আবৃত্তি স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রয়োজন আছে :—

(১) আবৃত্তিকারক যখন আবৃত্তি করিবেন তখন এরূপ করিয়া উহা করিবার চেষ্টা করিবেন যেন শ্রোতাকে উহা শুনিতে পাইবার জন্য আয়াস করিতে না হয়। (২) আবৃত্তি কারকের উচ্চারণ ভাল এবং শিক্ষিত লোকের মত হওয়া চাই। (৩) আবৃত্তি কারক এমন ভাবে আবৃত্তি করিবেন যেন তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া, তিনি যে আবৃত্তির বিষয়টুকু নিজে ভাল রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাহা বুঝা যায়, এবং আবৃত্তির গুণে উহার অর্থ শ্রোতায়ও যেন হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইতে পারে।

অনেকের কথা বেশ স্পষ্ট নয় কিন্তু সে ব্যক্তি নিজে উহা ততটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে

...রিতেছে যে, সে যে কথা কহিতেছে তাহা ...ষ্ট এবং সকলেই বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু ...ঃ তাহা নহে। আমরা যদি নিজেদের এবং ...রর কথা কহা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখি তাহা ...ন এ সম্বন্ধে অনেকটা ভাল বুঝিতে পারি। ...হইলে বুঝা যায় যে, অধর ওষ্ঠ দন্ত এবং ...া—ইহাদিগকে ইহাদের ঠিক ঠিক কাজ করা ...লইতে কতটা আয়াস করিতে হয়। প্রশস্ত ...া মুখ খোলা, মুখ বুজান, এদিকে ওদিকে মুখ ...ন, দাঁত বাহির করা, দাঁত ঢাকা, জিহ্বার ...ন্তব প্রসারণ ও সঙ্কোচন ওষ্ঠকে দন্তের উপরি- ...ন লইয়া গিয়া দন্ত প্রদর্শন, অধরকে দন্তের ...ভাগে লইয়া গিয়া দন্ত প্রদর্শন—এই গুলি মুখ ...লের ব্যায়াম। হাতে যেরূপ ডাম্বেল ব্যায়াম ...হইয়া থাকে, এইগুলি সেইরূপ মুখের ডাম্বেল ...াম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইগুলির অভ্যাস ...লে মুখের চারিদিকে যে সকল পেশী আছে ...ই পেশী গুলির ব্যায়াম হইয়া যথেচ্ছাভাবে উহা ...র সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিতে পারা যায়। ...ষ্ট আবৃত্তির পক্ষে মুখের এইরূপ ব্যায়াম আব ...ক।

কোন কোন ছেলে এরূপ আছে; তাহা- ...দের কোন কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে কষ্ট ...। তাহাদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবস্থা ...রিতে হইবে।

সাধারণতঃ সুস্পষ্ট আবৃত্তি করার পক্ষে; (১) ...রর উল্লিখিতরূপ ব্যায়াম চর্চ্চার প্রয়োজন হয়, ...) কঠিন কঠিন কথাগুলির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ...রার আবশ্যক হয় (৩) দেখিতে হইবে ছেলেরা ...ড়িবার সময় সব কথা যেন সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারণ ...রে, সেপক্ষে কোন রূপ তাচ্ছিল্য করা না হয়। ...ড়িবার সময় ছেলেদের শব্দের উচ্চারণে কোন ...প দোষ দেখিলে শিক্ষক মহাশয় তাহা সংশো- ...ন করিয়া দিবেন। শিক্ষক মহাশয় যখন ছেলে- ...দের সহিত কথা কহিবেন তখনও ছেলেদের উচ্চা- ...রণে কোনরূপ দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ...সংশোধন করিয়া দিতে ছাড়িবেন না, ফল কথা ...সম্বন্ধে নিয়ত এরূপ অভ্যাস রাখিলে ছেলেদের ...উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং সঠিক হইবার পক্ষে সহায়তা ...হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] গত বুধবার আলিপুরের ...মার মোকদ্দমার আসামীরা আপনাদের মত কারণ প্রদর্শন সহ লিপিবদ্ধ করিয়া জজের হস্তে দিয়াছেন। আসেসর বাবু গুরুদাস বসু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২২ ধারানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে দোষী বলিয়াছেন শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ সরকার, হেমচন্দ্র দাস এবং হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। আসেসর বাবু কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় এই কয়জন ব্যতীত শ্রীশিশির কুমার ঘোষকে ও ঐ অপরাধে দোষী বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে উভয়েই নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। অন্যান্য আসামীদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন এবং কাহাকে সন্দেহের সুবিধা দিতে বলিয়াছেন। বিচারক বলিয়াছেন, মোক দ্দমার রায় লিখিতে তাঁহার একমাস সময় লাগিবে।

[বর্দ্ধমান] মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজি- ষ্ট্রেট মিঃ আর জি কিলবি আই সি এস মহোদয়ের চাপরাসীকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায়। মিঃ কিলবি বিষ তুলিয়া লইবার জন্য তাহার ক্ষতস্থান চুষিয়া- ছিলেন। নিজের চিকিৎসার জন্য এখন তিনি কসৌলী গিয়াছেন। জগদীশ্বর অবশ্যই তাঁহাকে নিরাময় করিবেন। নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া মিঃ কিলবি একজন ভৃত্যের প্রাণরক্ষার জন্য যে কাজ করিয়াছেন ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই অতি বিরল।

[ঢাকা] আগামী ১৩১৬ সনের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ সামবার মধ্যাহ্ন হইতে ফরিদপুর সুহৃদ সভায় নানা বিভাগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। যাঁহারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে যথা রীতি আবেদন ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সম্পা- দকের নিকট পাঠাইবেন।

[সাধারণ] সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১২ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে বর্দ্ধ- মান প্রেসিডেন্সী এবং উড়িষ্যা বিভাগের প্রায় সকল জেলাতে এবং দার্জ্জিলিং সাঁওতাল পরগণা রাঁচি, মানভূম এবং কুচবেহারে বৃষ্টিপাত হই- য়াছে। শারদ ফসলের জন্য জমির পাট চলি- তেছে। এবং নদীয়া মজফরপুর মুঙ্গের ও কুচ- বেহারে বীজ বপন আরম্ভ হইয়াছে। অনেক জেলায় ইক্ষুরোপণ আরম্ভ হইয়াছে। রবিফসল সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গত সপ্তাহের সহিত তুলনায় এ সপ্তাহে সাধারণের ব্যবহার্য্য চাউলের দাম বর্দ্ধমান পাটনা, গয়া সারণ এবং সম্বলপুরে চড়িয়াছে এবং নদীয়া, সাহাবাদ ও চম্পা রণে কমিয়াছে। মেদিনীপুর, নদীয়া, মুরসিদাবাদ যশোহর, মজফরপুর, দ্বারবঙ্গ, মুঙ্গের, ভগলপুর, সম্বলপুর, রাঁচি পালামৌ এবং মানভূম হইতে গবাদি পশুর ব্যায়াম এবং মেদিনীপুর, যশোহর খুলনা, গয়া, চম্পারণ, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া এবং সাঁও- তাল পরগণায় উহাদের খাদ্য তৃণের অসঙ্কুলান হইতেছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের এবং উত্তর বেহারের স্থানে স্থানে পানীয় জলেরও অল্পতা ঘটিয়াছে। উত্তর বেহারে পুষ্করিণী এবং কূপ খননের ব্যবস্থা হইতেছে। মজফরপুর এবং ভগলপুরে দুর্ভিক্ষ পূর্ত্তে ১৮৫৪ লোক কাজ করিয়াছে। মজফরপুর দ্বারবঙ্গ, ভগলপুর, পূর্ণিয়া এবং পালামৌর ২৭৮৩৮ এবং পুরীতে ৫৪৪ জন দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্টকে অন্নদান করা হইয়াছে।

বিলাতের কমন্স সভায় মিঃ ম্যাকার্ণেশ প্রশ্ন করেন যে, কোন ব্যক্তি ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে ধৃত হইয়া যদি স্থানান্তরিত হন, আদালত হইতে অপরাধীস্বরূপে যদি তাঁহার দণ্ড না হইয়া থাকে তবে উক্ত আইনানুসারে আবদ্ধ থাকা হইতে মুক্ত হওয়ার পর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার পক্ষে তাঁহার কোন বাধা হয় কি না। উত্তরে মিঃ বুচানন বলিয়াছেন, লর্ড মর্লি একণে এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে উত্তর দিতে সমর্থ নহেন, তবে কেবল উক্ত আইনানুসারে স্থানান্তরিত হও- য়ার জন্য কাহার ব্যবস্থাপক সভায় বসিবার পক্ষে স্থায়ী ভাবের কোন বাধা হইবে না।

চেয়ার প্রভৃতির জন্য উৎকৃষ্ট পালিশ প্রস্তুত করিতে হইলে—

সাদা মোম	৩ আউন্স
কাষ্টাইল সোপ	আধ আউন্স
টারপিন	১ গীল

প্রথমে সাবান ও মোমটাকে চাঁচিয়া কাটিয়া সূক্ষ্ম কর, তাহার পর টারপিন তৈলটাতে মোমের গুঁড়াগুলা দিয়া ২৪ ঘণ্টা এক স্থানে রাখিয়া দাও। তাহার পর সাবানটাকে ১ গীল জলে ফুটাইয়া গলাইয়া ফেল এবং ইহাতে মোম এবং টারপিন তৈলকে যাহা একত্রে গলিয়া আছে, তাহা ঢালিয়া দাও। ইহা একটা চট্‌চটে আটার মত হইবে, কিন্তু তরল হইবে না। ইহাকে ফরনিচার পালিশিং পেষ্ট বলে। চেয়ার প্রভৃতিকে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া করিয়া এই প্রস্তুত পালিশটা একটু লইয়া মাখাইয়া দিবে। একটু শুষ্ক হইলেই ফ্লানেল দ্বারা ঘষিয়া দিলেই খুব ঝক্‌ ঝকে হইয়া যাইবে। তরল পালিশ বহিয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহা সুবিধা জনক।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ডেঃ মাঃ মিঃ আলফ্রেড বসু মুঙ্গেরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ভগলপুর বিভাগের ডেঃ মাঃ মিঃ মার্টিন পূর্ণিয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রোটেম ডেঃ মাঃ মৌঃ সৈয়দ তাজাম্বুল আলি উড়িষ্যা বিভাগে স্থাপিত হইলেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেঃ মাঃ মিঃ অতুলকৃষ্ণ রায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদন ক্রমে ছোটলাট বাহাদুর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ হেনরি হুইলারকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত করিলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু যোগেশ নাথ মাটে পাটনা বিভাগে স্থাপিত হইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

বিচার—১ম শ্রেণীর সবজজের পদে উন্নীত হইলেন বাবু—ললিতকুমার বসু, এই পদের বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করায় বাবু মহিমচন্দ্র সরকার। বাবু বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করায় বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী। ২য় শ্রেণীর সবজজের পদে উন্নীত হইলেন বাবু সূর্য্যনারায়ণ দাস অবসর গ্রহণ করায় বাবু উমেশচন্দ্র সেন, বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর উন্নতি হওয়ায় বাবু রামলাল দত্ত। ৩য় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন বাবু তারকনাথ দত্ত (বাবু উমেশচন্দ্র সেনের উন্নতি হওয়ায়), বাবু আশুতোষ সরকার (বাবু যুগলকিশোর দে অবসর লওয়ায়), বাবু অন্নদাচরণ সেন (বাবু প্রমথকৃষ্ণ সিংহ অবসর লওয়ায়), বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (বাবু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উন্নতি হওয়ায়)। মৌলবী আলি আহম্মদ (বাবু শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উন্নতি হওয়ায়।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল (সবওভরসিয়র বিভাগ এই বিভাগে প্রবেশার্থীদিগের দরখাস্ত আগামী ১৫ই জুন বা তৎপূর্ব্বে যেন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে যাইয়া পৌছে। এণ্ট্রান্স পাশ অথবা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কেল কিন্তু ইংরাজীও গণিত উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই) ছাত্রগণ এই বিভাগে অধ্যয়ন করিতে পারিবার মত গুণ সম্পন্ন এরূপ নিদর্শন দেখাইতে পারিলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। সবিশেষ জানিবার জন্য আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

জয়েণ্ট টেকনিক্যাল পরীক্ষা সভা

বেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন

১। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ শিবপুর।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ওভরসিয়রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

১ম বিভাগ

কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, এ ই পটল, ফণিভূষণ রায়।

২য় বিভাগ।

নরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, নীলরতন চট্টোপাধ্যায়, জি ব্যাটার বারি।

২। বেহার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল বাঁকীপুর

পারদর্শিতানুসারে—২য় বিভাগ

মহম্মদ আমীর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মহঃ সখীরুদ্দীন, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, রাম ভরসা সাকসেনা, চারুচন্দ্র মিত্র অভয়চরণ সান্যাল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ইনষ্টিটিউশন

৩। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল

পারদর্শিতানুসারে—২য় বিভাগ

নলিনীকান্ত মৈত্র, বিজয় চন্দ্র রায়, নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, হীরালাল মৈত্র, বিজেন্দ্র কুমার দত্ত, মুকুন্দলাল রায় চৌধুরী কার্ত্তিকচন্দ্র রায়।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সবওভরশিয়রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ

পি আর ডনকান, বিজয় কুমার গাঙ্গুলী, চন্দ্রশেখর সরকার, ধীরেন্দ্র মোহন মজুমদার, প্রাণনাথ মুখোপাধ্যায়, কিরণ চন্দ্র দাস; আশুতোষ ঘোষ, যোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, (ডি কে পেনকোল্ড, রমাপতি রায়) শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (এ ডি হল, বিশেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র নাথ দে, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার অধিকারী, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, কীর্ত্তিবাস চৌধুরী।

বেহার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল—পারদর্শিতানুসারে

দুঃখী রাম নন্দন, রামভজন লাল, চতুর্ভুজ সহায়, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ, রামলাল, শশিভূষণ রায়, অবাদেশ কুমার, রামবিলাস লাল, জগদীশ প্রসাদ মিশ্র, রাধাকৃষ্ণলাল, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, চণ্ডীপ্রসাদ মিশ্র, রামেশ্বর নাথ, মনসিজ সান্যাল, জগদেব নারায়ণ, সুবোধ চন্দ্র মিত্র, হরিসত্য মিত্র, সতীশচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্র নাথ ঘোষ, মহঃ ওসমান, যোগেন্দ্র মোহন গুহ বিশ্বাস, মহঃ জিলদার হোসেন, কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাগেশ্বর সহায়, মহিমারঞ্জন বসু, (এস ইকতেকারুদ্দিন এবং বৃ সিং)

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এফিলিয়েটেড টেকনিক্যাল স্কুল সমস্ত হইতে সবওভরসিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

১। ভিক্টোরিয়া স্কুল, কুর্শিয়াং

জেরাল্ড উইলকস, এডুইন দে ব্যাপটিষ্ট

২। গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল, রাঁচি

রেবতী কুমার ঘোষ, সৌরেন্দ্র নাথ বসু সু কৃষ্ণ ঘোষ জিতেন্দ্র চন্দ্র সেন গুপ্ত।

৩। মহিষাদল টেকনিক্যাল স্কুল মেদিনীপুর

গিরিজাকান্ত সান্যাল তুলসী রাম চক্রব পুলিন বিহারী মুখোপাধ্যায়।

৪। বর্দ্ধমান টেকনিক্যাল স্কুল

শ্যামসুন্দর বটব্যাল, ধনপতি মণ্ডল, ভূপেকুমার মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ মুখার্জ্জি বিভূরায়, অনুকূল চন্দ্র সরকার, রাধারমণ গুপ্ত, মণীনাথ ঘোষ, ভোলানাথ শর্ম্মা, বিভূতি ভূষণ মুখে অশ্বিনীকুমার মুখো, ব্রজেশচন্দ্র দাঁ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম

পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল

জিতেন্দ্র নাথ রায়, ক্ষীরোদ নারায়ণ সূত্রধর সুবোধচন্দ্র গুপ্ত, অনাথকৃষ্ণ দত্ত, ললিত মোহন চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র দে, লাল বিহারী সেন, কালীপদ মিত্র, সতীশ চন্দ্র সরকার, কেশবচন্দ্র ভৌমিক ললিত মোহন দেবনাথ, ক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী (জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, হরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী)

বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল

শ্রীশচন্দ্র চন্দ্র হীরালাল দে, হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেন্দ্রনাথ সেন, সুরেশচন্দ্র রায়, প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, কামিনী কুমার দাসগুপ্ত।

বিগত মার্চ মাসে স্কুলের "বি" ও "সি" শ্রেণীর যে শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহার ফলানুসারে দুই বৎসর স্থায়ী নিম্নলিখিত জুনিয়র বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে—

বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের

"বি" শ্রেণীর পরীক্ষা

১ম শ্রেণীর বৃত্তি—মাসিক ২০ টাকা।

সৈয়দ আবদুল কাদের ভগলপুর মদনমোহন দাস রংপুর, মেনহাজউদ্দীন আহমেদ পাবনা, সৈয়দ আবদুলকাদের ভগলপুর।

২য় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১৬ টাকা।

মাপতি চট্টোপাধ্যায় রাঁচি, নলিনীরঞ্জন খুলনা, বসন্তকুমার গুহ কমিল্লা, জ্যোতিশ্চন্দ্র গুপ্ত খুলনা।

৩য় শ্রেণীর বৃত্তি—মাসিক ১০ টাকা

বনেশ্বর চক্রবর্ত্তী বরিশাল, কুমুদিনীকান্ত রাঁচি, সতীশচন্দ্র আচার্য্য রামপুর বোয়ালিয়া কুমার সেনগুপ্ত বরিশাল, রমেশচন্দ্র সরকার া, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী পাবনা, আবদুল । ভগলপুর, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ঢাকা।

শিবপুর কলেজ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল, । ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল ইহাদের মধ্যে যেখানে া ছাত্রের স্থান সংকুলান হইতে পারিবে খানে যদি পাঠার্থী ছাত্র ভর্ত্তি হয় তবে বৃত্তি ানেই দেওয়া হইবে।]

সি" শেষ পরীক্ষা—কেবল বাঙ্গালার জন্য

ধেন লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর দক্ষিণ ন স্কুল। বৃত্তি দেওয়া হইবে কলিকাতা, মেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসে।

শিক্ষকদিগের পরীক্ষা।

উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুলের যে সকল শিক্ষক জীতে সাহিত্য অথবা অপরাপর বিষয় পড়া- থাকেন তাঁহাদের উচ্চারণ ও ইংরাজী লিখি- প্রণালী সম্বন্ধে পরীক্ষা আগামী ৫ই জুলাই বার বর্দ্ধমান বিভাগের ইনস্পেক্টর আফিসে ‌হইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী এণ্ট্রান্স অথবা টীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উর্দ্ধতন পরীক্ষায় ‌হইয়াছেন তাঁহারাই এই পরীক্ষা দিতে বেন। পরীক্ষার্থিগণ ২৫শে জুন বা তৎপূর্ব্বে ান বিভাগের ইনস্পেক্টরের আফিসে আবে- দন পৌঁছাইয়া দিবেন। ঐ আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি থাকে।

(ক) পরীক্ষার্থীর নাম

(খ) পিতার নাম

(গ) বাসস্থান (গ্রাম থানা ও জেলা)

(ঘ) লেখাপড়া কতদূর হইয়াছে।

(ঙ) এক্ষণে যে স্কুলে কাজ করিতেছেন সেই র নাম।

রখাস্তে যে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার কথা । থাকিবে সেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টি- ফিকেট পরীক্ষার্থিগণ সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটা- রির নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্ম্যাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই- য়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালি জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কি কিণ্ডারগার্ডেন জানা বুঝাইবে।

পাবঃবাড়িয়া মবা স্কুলে একজন ব্রাহ্মণ অথবা মাহিষ্য নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১২ টাকা এবং আবা প্রাইভেট পড়াইলে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। পোষ্ট যাটেশ্বরা জেলা ২৪ পরগণা।

জনৈক গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ বাদুলিয়া হাই স্কুল। ৩০৲ হইতে ৩৫৲ এবং আবা। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর নিকট আবেদন করুন। পোঃ বাদুলিয়া খুলনা।

একজন এণ্ট্রান্সপড়া মাষ্টার, বেতন ১০৲ টাকা ও আবা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু হেড মাষ্টার, খঞ্জপুর মইং স্কুল, পোঃ খান্দারপাড়, জেলা ফরিদ- পুর।

কলসুর মবা স্কুলে হেঃ পঃ। নূ নর্ম্মাল দ্বৈবা র্ষিক পাশ ড্রিল ড্রইং জানা চাই। ২০৲ টাকা এবং আপ্রা পোঃ কলসুর, জেলা ২৪ পরগণা।

জনৈক গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। কোটচাঁদপুর হাইস্কুল। ৪০ টাকা। ডাঃ সূর্য্যকুমার সেন পোঃ কোটচাঁদপুর, যশোহর।

আগুনশী মইং স্কুলে একজন নূঃ দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ টাকা। একটী ছাত্রকে পড়াইলে আবা পাইবেন। সওগথ আলি, সেক্রে টারী ৩নং ইলিয়ট লেন, কলিকাতা।

ছাপড়া (যশোহর) নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে জনৈক উপযুক্ত শিক্ষক। বেতন দশ টাকা ও আবা।

মানভূম জেলা বোর্ডের জন্য একজন ইন- স্পেক্টিং পণ্ডিত। ১৫৲ এবং মাসিক ৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট ভাতা। প্রথম শ্রেণীর ট্রেণিং স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাই। আগামী ২০শে এপ্রেল মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বি কোর্স গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। তোড়কোণা হাইস্কুল, বর্দ্ধমান। ৫০৲। অন্ততঃ দুই বৎসর টিকিয়া থাকা চাই।

একজন এফ এ। ২০ হইতে ২৫ টাকা গুণানুসারে। এবং নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত। ১৫৲ টাকা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। দাইহাট হাই স্কুল। পোঃ দাইহাট।

ভালগণিত জানা বিএ সহকারী হেঃ মাঃ। সাতক্ষীরা প্রাণনাথ চৌধুরী হাইস্কুল। আপাততঃ ৫০ টাকা। প্রাইভেট পড়াইয়া আবা।

ফুকরা হাই স্কুলে ড্রিল ও ড্রইং জানা শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত। বেতন ১৫৲ টাকা ও আবা ফুকরা পোঃ জেলা ফরিদপুর আবে দন করুন।

ভদ্রকালী মইং স্কুলে জনৈক এফ এ হেঃ মাঃ বেতন আবা বাদে ১৬ টাকা স্থানটী বি এন আর পুরী লাইনের বেনাপুর ষ্টেশনের দুই মাইল পূর্ব্বে শ্রীত্রিলোচন মিশ্র হেড মাষ্টার ভদ্রকালী পোষ্ট জেলা মেদিনীপুর

শংকচন্দ্র উ প্রা স্কুলের ইংরাজী জানা এক- জন প্রধান শিক্ষক। বেতন ৭ টাকা ও আবা। ৩০শে এপ্রেল মধ্যে আবেদন করিবেন। শ্রীমাণিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শংকাচন্দ্র কালু পোল, পোঃ আঃ ডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা (নদীয়া)

এফ এ হেঃ মাঃ। লোদনা বারশিয়ালী মইং স্কুল, বর্দ্ধমান, ২৫ টাকা। বাসা পাইবেন। প্রাই- ভেট পড়ান পাওয়া যায়। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সরকার এম এ, স্কুল সমূহের অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ বর্দ্ধমান।

জেলা রাজসাহী, কালীগঞ্জ বনমালী মবা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক। আপাততঃ এক বৎসরের জন্য। বেতন ১২৲ টাকা। পোষ্টাফিসের কার্য্য করিলে মাসিক ৫৲ টাকা অতিরিক্ত পাইবেন। নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম বার্ষিক ড্রিল এবং ড্রইং জানা শিক্ষক আবেদন করিতে পারিবেন। এই স্থান উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের আত্রেয়ী ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে নাগর নদী তীরে অবস্থিত। কুসুম্বী পোঃ (রাজসাহী)

ভাল ইংরাজী জানা ৩য় শিঃ। দশঘরা হাই স্কুল। এফ এ ২৫৲ টাকা আপ্রা। কলিকাতা ৫৬ নং শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন, (পূর্ব্বে নাম ছিল কাথিড্রাল মিশন লেন) শ্রীললিত কৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

টেপা তারামোহন মইং স্কুলে ড্রিল ড্রইং নূ নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। আপাততঃ ৪ মাসের জন্য। বেতন ১৮৲ টাকা। রাজবংশী অথবা মুসলমান হইলে আবা। ২০শে এপ্রিল মধ্যে আবেদন

করিতে হইবে। পোঃ টেঙ্গা মধুপুর, জেলা রঙ্গপুর।

বি কোর্স গ্রাজুয়েট আথবা এ কোর্স গ্রাজুয়েট (গণিত অপশনাল) ২য় শিঃ। কাঞ্চনতলা হাই স্কুল। বেতন ৪০৲ টাকা। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়। ই আই আর পাকুড় ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ কাঞ্চনতলা।

এক এ হেঃ মাঃ। ময়নাগুড়ি মইঃ স্কুল বেতন ৩৫৲। পরিবার লইয়া থাকিতে পারেন এমন বাসার ব্যবস্থা করিবার কথা চলিতেছে। স্কুলটি জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অধীনে। বি ডি রেলওয়ের দোমোহনী ষ্টেশন হইতে সাড়ে তিন মাইল। ২১ শে এপ্রিল মধ্যে আবেদন করিবেন। শ্রীরাধিকা নাথ নন্দী সব ডেঃ কঃ। পোঃ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

"সতী মালাবতী" নামক নাটক শিক্ষাদিতে উপযুক্ত একজন ও নৃত্য গীতাদিতে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে ১০ ১৫ টাকা শ্রীধ্রুব চরণ প্রধান ম্যানেজার, পোঃ মুগবেড়িয়া গ্রাম মাধবপুর জেলা মেদিনীপুর।

একজন ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ, ভাণ্ডারহাটী বি এম ইনঃ গুণানুসারে ২২৲ হইতে ৩০৲ হেঃ মাঃর নিকট আবেদন প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায় পোঃ ভাণ্ডারহাটী হুগলী।

ঢাকা জেলার জয় মণ্টপ সার্কেল স্কুলে মাসিক ১০৲ হইতে ১২ টাকা বেতনে ইংরেজী শিক্ষক এণ্ট্রান্স পাশ চাই। আবা পাইবেন।

আসানসোল ইঃ আই, আর হাই স্কুলে ড্রইং ও ড্রিল জানা নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন ২য় পণ্ডিত বেতন আপাততঃ মাসিক ১৫ টাকা হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মাসিক ৮৲ হইতে ১০ টাকা বেতনে একজন আয়ুর্ব্বেদীয় কম্পাউণ্ডার তৈল ঘৃত মোদক, ও ঔষধ প্রস্তুতে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। আহার ও বাসস্থান দেওয়া যাইবে। আবেদনকারী কায়স্থ হইলে ভাল হয়। শ্রীযোগেন্দ্র কুমার দে সরকার কবিরত্ন কবিরাজ রাজবাড়ী ফরিদপুর পোঃ অঃ রাজবাড়ী

এক এ এবং নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত ২৫৲ ও ১৫ টাকা। শালিয়াতোড় হাই স্কুল, পোঃ বালিয়াতোড়, জেলা বাঁকুড়া।

কেমিয়দিয়াড় মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা, পোঃ কেমিয়দিয়াড়, নদীয়া।

রায় দৌলতপুর পাবনা মইঃ স্কুলে ২০ টাকা বেতনে একজন এক এ পাশ হেঃ মাঃ এবং নূ নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক পাশ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আবা প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যাইবে।

লোকপাড়া মবা স্কুলে ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ ত্রৈবার্ষিক বেতন ১৬৲ ও বাসস্থান। সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী; পোঃ লোকপাড়া গড়ুটীয়া ভায়া, বীরভূম জিলা।

একজন ৩য় শিঃ কাটিয়াদি মইঃ স্কুল। ১০৲ ও আবা পোঃ কাটিয়াদি ময়মনসিংহ।

একজন সংস্কৃত কলেজের এফ এ। পাটুলী হাই স্কুল ২৫ টাকা।

পোঃ আলফাডাঙ্গা, জেলা যশোহর, পোঃ আলফা ডাঙ্গা বেলবাড়িয়া মধ্য শ্রেণী স্কুলে একজন এণ্টান্স পাশ হেঃ মাঃ বেতন দশ টাকা ও আবা। পোষ্টাফিসের কার্য্য করিলে কিছু পাইবেন।

সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত।

(উদ্ধৃত)

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মা সকল চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে যে এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাও, তাহারা সকলই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, এরূপ নহে, ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

জর্ম্মণ দার্শনিক কান্টের দর্শনে কতকটা সদৃশ মত দেখিতে পাইবে। তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কান্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা পড়িয়াছে, তাহাদিগকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেই হইবে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কান্টই প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তিনি দেশকালনিমিত্তকে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন শাঙ্করভাষ্যের ভিতর আমি এই ভাবের দুই একটী স্থল অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অদ্বৈত বেদান্তীদিগের এই মায়াবাদ মতটী একটু অপূর্ব্ব ধরণের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, আর এই মায়াপ্রসূত।

এই একত্ব, এই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই তাহাদের চরম লক্ষ্য। আর এখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া যদি ক্ষমতা থাকে ত তাহাদিগকে উহা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে তাঁহার মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে, সমুদয়ই ভ্রান্তিবিজৃম্ভণ, মায়া মাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও অথবা স্বর্ণপাত্রেই ভোজন কর, মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর অথবা অতি দরিদ্র ভিক্ষুকই হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহার বিপরীত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা বড় হইয়া নিজেদের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে। তাহারা যতদূর সাধ্য, সেই ক্ষমতার পরিচালন করিয়াছে, যতদূর সাধ্য, ভোগ করিয়াছে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহারা মরিয়াছে। আমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছি, তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ুঃ অতি অল্প।

এখানে আবার আর একটী বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতে ও হেগেল ও শোপেনহাওয়ার নামক জার্ম্মান দার্শনিকগণের মতের ন্যায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে বীজাবস্থায়ই নষ্ট করা হইয়াছিল, উহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া উহার অমঙ্গলময়ী শাখাপ্রশাখাকে আমাদের এই মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এই যে, সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা কুজ্ঝটিকাময় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন আর সাকার ব্যষ্টি উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর। (নেবুলি হইতে সৌরজগৎ প্রসবের কথাই হেগেলের মনে ছিল) অর্থাৎ অজগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মুক্তি হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ! ইহাই

মূল কথা, সুতরাং তাহার মতে বতই ার সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, তোমার আত্মা বনের বিভিন্ন কর্ম্মজালে আবৃত হইবে, তুমি উন্নত হইবে। পাশ্চাত্যদেশীয়গণ আমরা কি দেখিতেছ না আমরা কেমন বানাইতেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখি- কমন ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্ভোগ করিতেছি! ে দিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ তেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাহাকে ক্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অব্যক্তের ব্যক্ত করিতে বৃথা চেষ্টা মাত্র। এই সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ স্বরূপ তুমি, তুমি ক্ষুদ্র মৃৎ-পবলে প্রতিবিম্বিত করিবার া করিতেছ! কিছু দিনের জন্য ঐ রয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তথ ইতে আসিয়াছিলে, সেই খানেই ফিরিতে ইহাই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যের আবি লে ধর্ম্ম সাধনের সূত্রপাত হইল বুঝিতে ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম্ম বা নীতির মাত্র হইতে পারে? ত্যাগেই উহার "ত্যাগ কর." বেদ বলিতেছেন, "ত্যাগ ত্যাগ কর—ইহা ব্যতীত অন্য পথ

"ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

নের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের হ, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি হইয়া

ই ভারতীয় সকল শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহাত্যাগীর দখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছু জন্য সংসারের সহিত সংস্রব একেবারে গ করিতে হইয়াছিল, আর তাঁহা অপেক্ষা গী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমরা জনক বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। জনক বটে কিন্তু তাহারা কতকগুলি া ছেলের জনক মাত্র—তাহারা তাহাদের ভাত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও ঐ টুকুই তাহাদের জনকত্ব, পূর্ব্বকালীন ায় তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমা- াজকালকার জনকদের এইভাব! এখন হইবার চেষ্টা একটু কম করিয়া সোজা পথে দখি। যদি ত্যাগ করিতে পার তবেই ধর্ম্ম হইবে। যদি না পার, তবে তুমি

প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের যত পুস্তকালয় আছে. তাহার সকল গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু তোমার ভিতর যদি ঐ কর্ম্মকাণ্ড থাকে, তবে তোমার কিছুই হয় নাই; তোমার ভিতর ধর্ম্মের বিকাশ কিছু মাত্র হয় নাই।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়— "ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে"। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। তুমি যদিও দুর্ব্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো করিও না। বল আমি দুর্ব্বল—আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটভাব আশ্রয় করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া আপাতমধুর যুক্তি জাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার করিও না। অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত—নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা। হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বল যে আমি দুর্ব্বল। কারণ, এই ত্যাগটী বড়ই মহান্ আদর্শ। যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে।

সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয় তাহারা ধন্য। কারণ, তাহাদের শোণিতমূল্যেই সংগ্রাম বিজয় ক্রীত হয়। একটী ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে তাঁহাদের প্রধান আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় এক- মাত্র তাহা করেন নাই। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছ যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে কি দাঁড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস

গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা ঊর্দ্ধবাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। ত্যাগস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঝুটা সন্ন্যাসীকেও মানিতে হইবে। কারণ, যদিও ঐ গুলি অস্বাভাবিক, তথাপি সে মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্য্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতাপূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারত জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। ভগবান বুদ্ধ ভগবান রামানুজ, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত যথায় অতি প্রাচীন কাল হইতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছিল, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই দেশ কি এক্ষণে তাহার আদর্শসমূহে জলাঞ্জলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে, কতকগুলি ব্যক্তির পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, হইতে পারে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চিত আছেন, যাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কেবল কথার কথা মাত্র রহিবে না, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটি বিষয় যাহাতে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, তাহা আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাও একটী প্রকাণ্ড বিষয়। এই ভাবটী ভারতের বিশেষ সম্পত্তি— তাহা এই যে, ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। শুধু তাহাই নহে জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্র ঘোষণা করেন যে, শাস্ত্রপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বৃথা বাক্যব্যয়ে বা বক্তৃতা দ্বারা আত্মলাভ হয় না, উহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে উহা সংক্রমিত হয়। শিষ্যের যখন এই

অস্তর্দৃষ্টি হয়, তখন তাঁহার নিকট সমুদয় পরিষ্কার হইয়া যায়, তিনি তখন সাক্ষাৎ আত্মোপলব্ধি করেন।

আর এক কথা। বাঙ্গালা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরু প্রথা। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমিও তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা কর। যিনি বেদের রহস্য জানেন —গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হইবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানেন।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য

যেমন চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ চন্দনের ভারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলি অবগত নহে, এই পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ। ইহাঁদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। তাহারা যদি অনুভব না করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি শিখাইবে? বালক বয়সে এই কলিকাতা সহরে আমি ধর্ম্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বর দর্শনের কথায় সে [illegible] চমকিয়া উঠিত আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমায় বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব। শাস্ত্রের যথেচ্ছ অর্থ করিতে পারিলেই সে প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হয় না।

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।

শ্রোত্রিয়—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, অবৃজিন—নিষ্পাপ—অকামহত—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত তিনিই সাধু, বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন বৃক্ষে পুষ্পপত্রোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার প্রত্যুপকার চাহে না; কারণ, উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদান স্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।

"তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥"

তাঁহারা স্বয়ং জীবন সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিই গুরু আর ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

নিজেরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে; কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ মনে করিতেছে তাহারা সব জানে, শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন মার্গের পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন মার্গের আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন মার্গের অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই তোমরা অধিক বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে আর যতই তোমরা আজকালকার গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর; কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্য্যবান, স্থির, অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেক স্বরটীই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম সকল বিষয়েই অবনতি আসিল। উহার কারণ পরম্পরা বিচারের আমাদের সময় নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই সেই জাতীয় ব্যাধি, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় বীর্য্যের পরিবর্ত্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। যাও যাও—সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া এস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্য্যবান হও সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর, আর ভারতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র পথ।—উদ্বোধন (৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

মূল্য প্রাপ্তি

[illegible] অত্যাগামী গ্রাহকগণের [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাঁহা [illegible] ঐ সংখ্যা ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা [illegible] আছে দেওয়া থাকিবে। গ্রাহকগণ [illegible] এই পুস্তক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে টাকা [illegible] হইবে।

১২২৪। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী টী রিপণ কলেজিয়েট স্কুল হাবড়া ৩১

১২২৫। „ রাখহরি দাস বিষ্ণুপুর মধ্য স্কুল

১২২৬। „ হরেন্দ্রলাল দাঁ, গ্রাম সন্ধ্যাজোল

৩৬৭ ।" অবিনাশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ হেবচতুপ চকদিঘী

৪১৩ । „ গঙ্গাধর মজুমদার সাঃ পঃ ছয়ঘরি [illegible]

৩৪৪ । „ ত্রৈলোক্যনাথ রায় পঞ্চনন্দা, সাঃ পাকুল্যা ৩০

১২২৭। „ প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী সাঃ পঃ সাই সাঙ্গা ৩১

৩৯৫ । „ প্রকাশচন্দ্র দে, কাঁথি, জি,টী স্কুল

১২২৮। " গুরু ও [illegible]গণ, গড়বেতা, জিঃ [illegible] স্কুল

১২২৯। " বল্লভ ঘোষ, [illegible]কারবেতা উঃ স্কুল

১২৩০। „ বিপিনচন্দ্র কর, সাঃ পঃ আড়রা [illegible] স্কুল

১২৩১। " বঙ্কিমচন্দ্র রায়, কেতুপাড়া

১২৩২। " সেঃ রিডিং ক্লব, নবাবগঞ্জ ২৮

২১০ । ইন্দুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, ১৭১নং লোয়ার সারকিউলার রোড

১২৩৩। " হেঃ মাঃ কাউনিয়া মইং স্কুল ৩১

১২৩৪। " হেঃ পঃ মুকন্দিডাঙ্গা স্কুল

২১১ । মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, বাহাদুরপুর

৪১২ । " হোছিকদীন আহম্মদ, গ্রাম হাসির কুড়া

৪০৩ । " কৃষ্ণচরণ ভাদুড়ী, [illegible] স্কুল

৩৮১ । „ সেঃ আহিরীটোলা [illegible]

১২৭৫। " হেঃ মাঃ নলহাটী মইং স্কুল

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত [illegible] প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsurah

নাথ এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৫।২৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট কলিকাতা।

অঙ্কচালনা গীতিহার (গীতিহার) বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত) (কিণ্ডারগার্টেন কবিতাবলি সমেত) সাধারণ সংস্করণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল প্রণীত মূল্য——/১০

উক্ত প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তি শ্রেণীসমূহের নিমিত্ত এই পুস্তকে মানসাঙ্কের ৭৭টি সঙ্কেত ও প্রায় ৩০০ টি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কেতগুলি অভ্যাস থাকিলে যে কোন মৌখিক অঙ্কের উত্তর সহজে বাহির করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই এইরূপ একখানি করিয়া পুস্তক রাখা একান্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পাল প্রণীত, মূল্য—/৫ আনা।

২। সরল অভিধান। (প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষ্য বিশেষণাদি, স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ও ধাতুর অর্থ সহিত সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সুসংস্কৃত) কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীপ্যারীচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৶০ দশ আনা মাত্র।

এম, আর, দে এণ্ড ব্রাদার্স ২৯ (এ) হ্যারিসন রোড কলিকাতা

ড্রইংশিক্ষার যন্ত্রাদিবিক্রেতা

উৎকৃষ্ট ও রঙের বাক্স, তুলি, স্কেল, কম্পাস, সেট স্কোয়ার, ড্রইং খাতা, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

নং ৯৪০ ৩১।১।১৯০৯

লিখিবার কালী

১ প্যাকে ২ দোয়াত; ১ কৌটায় /১ সের প্রস্তুত হয়। মুদ্রাঙ্ক ১৪৪ প্যাক ১৷৷০; ১২ কৌটা ১।০ কাল ১২ প্যাক ২৲; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৶০ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ ভেরপাখিয়া মেদিনীপুর।

সচিত্র শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা।

(বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত)—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত —মূল্য /০

সচিত্র সহজ ড্রিল শিক্ষা।

ড্রিল শিক্ষা—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—

হেঃ পঃ শ্রীবটবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৶০

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা

(বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত) কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুগণের প্রথম শিক্ষার নিমিত্ত—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা। পি সি দাস—ম্যানেজার।

নং ৯৫০ ৩১।১২।০৯

মডার্ণ স্পেলিং বুক ৯ সংস্করণ প্রেসিডেন্সি পি দাস এণ্ড প্রকাশক ২০ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা

নং ৫৫৮ ১৮।৩।১৯০৯

ঔষধ।

এল, ভি, মিত্র, এবং কোং।

নববর্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু চিকিৎসকদিগের একমাত্র বিশ্বস্ত।

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তকালয়

২১ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হোমিওপেথিক মতের গৃহচিকিৎসার নিমিত্ত ওলাউঠা অব্যর্থ ঔষধপূর্ণ বাক্স সমেত ব্যবস্থাপুস্তক (প্রতি শিশি ড্রাম উচিত) মূল্য ৩, ৫, ১০, টাকা। ওলাউঠার প্রতিষেধক ক্যাম্ফার ১), সাধারণ রোগ চিকিৎসার বাক্স ১০, ১৫ ও ২০ টাকা, ইহার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসাতত্ত্ব ও ব্যবস্থা পুস্তক ২৷৷০, জ্বর পরীক্ষার তাপমান যন্ত্র ৩, ও ৭, পশু চিকিৎসা ২৷৷০, বাবা ডাক্তারি ২, জ্বর চিকিৎসা ৷৷০ ও ১৷৷০ ওলাউঠা, উদরাময় ও আমাশয়ের চিকিৎসা ৷৷০ অন্যত্র ঔষধ ও ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির মূল্যের তালিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

আমাদের ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে আমরা কলিকাতা মফঃস্বলের এই শ্রেণীস্থ ডাক্তারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং এখানকার ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকগণের নিকট অতি আদরণীয় প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিজ্ঞাপন।

জমিদারী ও সেটেলমেণ্ট কার্য্য জানা কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানা দুইজন কর্ম্মচারী। বেতন যোগ্যতানুসারে। ২৩শে বৈশাখ শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভদ্র পোঃ ও গ্রাম ইব্রাহিমপুর জেলা ঢাকা

ভামকুড় মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲। বাসা দেওয়া যাইবে। পোঃ ভামকুড় জেলা নদীয়া।

[illegible] মধ্য [illegible] নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১২ টাকা [illegible] বালিকা বিদ্যালয় হইতে ২৲ টাকা একুনে ১৪৲ টাকা পোঃ রতনপুর নদীয়া।

ঘুঘু ডাঙ্গা মিডেল মাদ্রাসার জন্য একজন এণ্ট্রেন্স পাশ ইংরাজী শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা আহার পাইবেন। শ্রীযুক্ত হাজী জমির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব ঘুঘু ডাঙ্গা ষ্টেট দিনাজপুর

বানিওর বিদ্যালয়ে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত বেতন দশ টাকা ও আহার। ইংরাজী জানা আবশ্যক প্রাইভেট পড়াইলে ও কিছু পাইবেন। পোঃ গলহাটী জেলা বীরভূম।

জেলা মেদিনীপুর দাতন রামচন্দ্র মইং স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বৎসরে একটাকা বৃদ্ধি হইয়া বেতন ১৬৲ হইতে ২০ টাকা।

জনৈক ইংরাজী জানা মাদ্রাসা শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মৌলবী। আমলা সদরপুর হাইস্কুল, নদীয়া। ২৫ টাকা।

লক্ষ্মীপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক পাশ একজন হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ১৫৲ ও আহার। মুসলমান অথবা কায়স্থ চাই। পোঃ কামারপাড়া, লক্ষ্মীপুর, রংপুর।

মলুটী মাইনর স্কুলে ২০ টাকা বেতনে এক এ হেঃ মাঃ। ১২৲ টাকা বেতনে ট্রেণিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ড্রিল মাষ্টার। প্রাইভেট পড়াইলে উভয়েরই আহার। লুপলাইন রামপুরহাট ষ্টেশনের ৭ মাইল পশ্চিমে মলুটী অবস্থিত। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মলুটী, পোঃ সাঁওতাল পরগণা।

খুলনা জেলার অন্তর্গত আখড়াখোলা ইউ পি সার্কেল স্কুলে একজন শিক্ষক। মুসলমান এবং মধ্য ও পার্শী ও উর্দ্দু কিছু জানা চাই। আহার বাদে বেতন ৮৲ টাকা। ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীগঙ্গাধর মজুমদার। পণ্ডিত। ছয়ঘরিয়া পোষ্ট ভায়া সাতক্ষীরা জেলা খুলনা।

কাঁটালপুর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৪৲ টাকা। আহার পাইবেন। প্রাইভেট বাবদ আরও দুই তিন টাকা পাইবেন। পোঃ খামারগাছি। জেলা হুগলী।

একজন আমীন। বেতন ২০৲ টাকা। শ্রীমাধব কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার মুরাতিপুর গ্রাম কাঁচরাপাড়া পোঃ ই বি এস আর।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। আড়াগোড়া। হাইস্কুল ৫০৲ টাকা। পোঃ আড়ংঘাটা জেলা খুলনা।

গাছা উঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ে আধুনিক ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ ও আর একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ সেকেণ্ড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ১০—৫৲। আহার দেওয়া যাইবে। শ্রীযদুনাথ হালদার হেড পণ্ডিত বসিরহাট গুরুট্রেণিং স্কুল। বসিরহাট পোঃ ২৪ পরগণা।

রাণীহাটী মধ্য স্কুলে এফ এ ফেল বা এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ১৮ ও ১৫৲ টাকা ও আহার। পোঃ বারুইপাড়া মালদহ। শ্রীরেয়াজতুল্লা বিশ্বাস রাণীহাটী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৫০)

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতির্ম্ময় গগনপথে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি জ্যোতির্বিশিষ্ট সূর্য্যদেব যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া এই বিশ্বকে বিকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ন্যায় জ্যোতিঃ আর কোথায়? চন্দ্রমা নিজে জ্যোতির্বিশিষ্ট না হইয়াও যে মধু মাখা জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া থাকেন তাহার দৃশ্যও অনুপম। মেঘ মধ্য হইতে সৌদামিনী তড়িৎগতিতে যে জ্যোতি প্রকাশিত করে তাহা দেখিলে চমকিত হইয়া উঠিতে হয়। গগনপথে আর যে কত প্রকার জ্যোতি (উল্কা) কত আকারে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। আবার নিম্নপ্রদেশে দেখ অগ্নি জ্যোতি প্রকাশ করিয়া বনমধ্যে দাবানল রূপে, জল মধ্যে বাড়বানল রূপে, ভূ-গর্ভে অগ্ন্যুৎপাতরূপে প্রকাশিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম পর্ব্বত মালা প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে। এ সমস্তই বাহিরের জ্যোতি বাহিরে থাকিয়া প্রদীপ্ত রহিয়াছে

অন্য দিকে অন্তঃসলিলবাহিনী (ফল্গু নদীর ন্যায়) অন্তর্ব্বাহিনী জ্যোতি অন্তর্ভূত হইতে বহির্গত হইয়া যে অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে তাহার জ্যোতিও অপূর্ব্ব। সে কালে অন্ধকার রজনীতে চকমকী ঠুকিয়া জ্যোতিঃ বাহির করিতে হইত, তাহাতে প্রদীপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে ঘরের অন্ধকার অপসারিত হইত। তখন প্রয়োজনীয় বস্তু খুঁজিয়া লইতে আর কাল বিলম্ব হইত না সেই রূপ আমাদের দেহের মধ্যে এক আত্ম জ্যোতিঃ বর্ত্তমান আছে, বিষয়মদে মত্ত থাকিয়া, বাহিরের চিন্তায় ব্যাকুল থাকায়, কখন তাহা দেখিতে পাই না কিন্তু সেই জ্যোতিঃ সতত সহস্রার দ্বারা ধরিয়া সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তন্ত্রকারেরা তাহাকেই শিরোমধ্যস্থ সহস্রদল পদ্ম কহেন, তদুপরি পরমাত্মা বিরাজিত। এই বিরজ তমাঃ জ্যোতিঃ একবার জ্ঞান চক্ষের সম্মুখে পতিত হইলে সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্তরাকাশ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। বারাণসীস্থ মহাত্মা শ্যামাচরণ লাহিড়ী, নিজের শিষ্যদিগকে এই জ্যোতিঃ দেখাইয়া ভক্তিত করিতেন, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের লেজা রায় বাহাদুর শালীগ্রামের শিষ্যগণ এই জ্যোতিঃ দেখিয়া পরমাত্মার দর্শন পাইলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজকগণ ধ্যানস্থ হইয়া এই সহস্র দল পদ্মের উপর খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ প্রলম্বমান দেখিতে পান। বস্তুতঃ এই জ্যোতিঃ তাহার কিছুই নহে, সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ ভগবান, সকল বস্তুর অন্তর বাহিরে জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রকাশিত থাকিলেও তিনি নয়ন মনের অগোচর এই মানবের জ্ঞান বুদ্ধির বহু দূরে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে জীবের অনন্তকাল প্রয়াস পাইতে হইবে।

কোন সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলে কে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। আর তাহার সৌন্দর্য্য না দেখিতে পাইলে এমন শোভনতম সৌন্দর্য্য দাতার মহিমা কে বুঝিবে? তাই তিনি সকল অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন। সেই জ্যোতিকে আয়ত্ত করিতে হইবে, অন্ধকার গৃহে দীপালোক যথেষ্ট থাকিত। সেই গৃহের পারিপাট্য সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সে কালের বাবুদিগের নাচ ঘরে তাহার জ্যোতিঃ কত মনোহর বলিয়া বোধ হইত, তাহার পর কিরোসীন্ তৈল আবিষ্কৃত হইলে, তাহার দীপমালা কি সুন্দর দৃশ্যই দেখাইয়াছিল? তাহার পর বাষ্পীয় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে লোকে অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বস্তু দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ করায়ত্ত হইলে, লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ই বাহিরের দিকে প্রসারিত। তাহাদের তৃপ্তি সাধনার্থ সকল জ্যোতিঃ সকল সৌন্দর্য্য বাহিরের দিকেই প্রয়োজন, সুতরাং অন্তর জ্যোতিঃ দেখিবার জন্য অন্তর চক্ষু কয় জনের খুলিয়াছে? যাহাদের খুলিয়াছে তাহারা উপরোক্ত প্রকারের জ্যোতিঃ দেখিয়া বিমোহিত।

কিন্তু সেই জ্যোতিঃ দেখিবার বস্তু বটে, উপরোক্ত রূপে মাত্র নহে। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চৈতন্য দান করিবার নিমিত্ত যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্র (Galvanic Battery) ব্যবহৃত হয় প্রাণায়াম কালে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রে জল দ্বারা আচমন করত, বায়ু দ্বারা অন্তর বাহ্য পরিশুদ্ধ করিতে হয় তাহার পর ঐ সহস্রার বৈদ্যুতিক জ্যোতি জ্ঞান ক্রিয়া দ্বারা (by will power) সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত করিয়া নিরাময় হওত ধ্যানস্থ হইতে হয়। এই প্রতিক্রিয়াতেই "আত্মজ্যোতিঃ" বিকাশিত হইয়া থাকে।

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

(৪৯০ শ্লোক হইতে)

সেই বিচক্ষণ রাজা জয়াপীড় কাহাকেও নিজের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না কিন্তু পণ্ডিতদের সহিত স্পর্দ্ধা করা বড়ই ভাল বাসিতেন।

রাজা অপেক্ষা পণ্ডিত বলিয়া যে তাঁহার বেশী খ্যাতি হইয়াছিল তাহা বহুকাল চলিয়া গিয়াছে তথাপি আজিও বর্ত্তমানের মত কোন দোষেই মলিন হয় নাই।

ঐ বিদ্যানুরাগী রাজা পণ্ডিতদের এত বাধ্য হইয়া ছিলেন যে দিক্‌দেশাগত অর্থানম্র রাজার পণ্ডিতদের অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটনা সুকঠিন বুঝিয়া প্রথমেই পণ্ডিতদের বাড়ীগুলি পরিপূর্ণ করিতেন।

রাজা নানাস্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া এত পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে অন্য রাজাদের রাজ্যগুলি একেবারে এরূপ পণ্ডিতশূন্য হইয়া পড়িল যে, সেই সব স্থানে পণ্ডিতের চাঞ্চল্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি মন্ত্রিবর শুক্রদত্তের পাকশালার প্রধান কর্ম্মচারী অক্রিয়কে পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া সমাজে বড় করিয়া ছিলেন।

সেই সময়ের প্রধান পণ্ডিত উদ্ভট ভট্ট প্রতি দিন লক্ষসুবর্ণ মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিয়া ঐ ভূপতি জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত হইয়া ছিলেন।

বলিরাজা শুক্রচার্য্যকে যেমন সহায় পাইয়াছিলেন তেমনি সেই রাজাও কুট্টনীমত নামক গ্রন্থের রচয়িতা সুকবি দামোদর গুপ্তকে আপনার বুদ্ধির সহায় রূপে পাইয়া প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া ছিলেন।

মনোরথ; শঙ্খদত্ত, চটক ও সন্ধিমান তাঁহার সভায় সুকবি ছিলেন এবং বামন প্রভৃতি আচার্য্যেরাও তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতেন।

তিনি রাজ্য মধ্যে আচার্য্য ধর্ম্মের কিছু কিছু প্রবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, পরে স্বপ্নে পশ্চিম দিকে সূর্য্যদেবের উদয় দেখিতে পাইয়া অদ্ভুত স্বপ্ন বলিয়াই প্রশংসা করিলেন। সেই রাজা অনুভবযোগ্য ভাব সমুদয়ের আস্বাদ বিশেষ বিদিত ছিলেন বলিয়াই তাদৃশ অদ্ভুত দর্শনেও বিচলিত না হইয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃতিস্থই থাকিলেন।

যেমন বৃষভেরা (ষাঁড়েরা) নানাবিধ ভোজ্য বস্তু পাইয়াও ভোজন ব্যতীত আর কিছু ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না সেই মত বিচার হীন স্থূল বুদ্ধি অন্ধরাজাদের কাছেই ঘটনার কোন বৈচিত্র্যই অনুভব হয় না।

চিন্তারূঢ় ব্যক্তির সহমরণাভিলাষিণী প্রিয়তমার গাঢ়ালিঙ্গন যেমন অনুভূত হয় না কিম্বা স্বাভাবিক বিকার নিবন্ধন স্মৃতিহীন পাগলের উক্ত বলিয়া পানে ও যেমন কোন অবস্থা বিশেষ হয় না অথবা মৃতদেহে ফুলের মালা পরাইয়া দিলেও যেমন তাহার গন্ধ অনুভব করিয়া কিছুই আমোদ হয় না সেই মত চিত্তহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছে সুন্দর ঘটনা বৈচিত্র্য অনুভূত না হওয়ায় বিফলই হইয়া থাকে। দুই খানি আর্সিতে যেমন প্রতিবিম্ব অনেক দেখা যায় তেমনি মদ্য ও পরাক্রম এই দুটী বিষয়ে সেই রাজার একটী মাত্র মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্রাকার ধারণ করিয়াছিল।

এক সময়ে একটী দূত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা পাইবার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাকে তিনি লঙ্কেশ্বরের নিকট হইতে পাঁচটী রাক্ষস লইয়া আইস বলিয়া আদেশ করিলেন।

সেই সন্ধিবিগ্রহকার্য্যে সুনিপুণ নীতিজ্ঞ দূত এই রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে দৈববশে সাগরমাঝে নৌকা হইতে যেমনি পড়িয়া যাইলেন প্রকাণ্ড তিমি মাছ তাঁহাকে গিলিয়া একেবারে পর পারে লঙ্কাতীরে লইয়া গেল। তথায় তিমিকে বিদারন করিয়া দূত বাহির হইল।

তথায় লঙ্কানাথ বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তিমান্ বলিয়াই মানুষকে বড়ই ভাল বাসেন, তিনি ঐ দূতের কাছে রাজার আজ্ঞা পত্র পাইয়া তদনুসারে পাঁচটী রাক্ষস সমভিব্যাহারে দূতকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা জয়াপীড় প্রচুর ধন দিয়া প্রত্যাগত দূতের আশা পুরাইলেন ও রাক্ষসদের সাহায্যে এক প্রকাণ্ড সরোবর পূরণ করিয়া সমতল করিলেন। তথায় জয়পুর নাম দিয়া একটী অমরাবতীর মত সৌন্দর্য্য শালী অপূর্ব্ব রাজধানী প্রস্তুত করাইলেন।

সেই পুণ্যকারী রাজা ঐ রাক্ষসদের দ্বারাই নগরের মাঝে এক অপূর্ব্ব বৌদ্ধদের ধর্ম্মালয় এবং প্রকাণ্ডাকৃতি তিনটী বুদ্ধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ভগবতী জয়াদেবীরও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবং তথায় চতুর চূড়ামণি অনন্তশায়ী ভগবান্ কেশবের এরূপ সুন্দর প্রতিমা বসাইলেন যে তাহাতেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুলোক বাস ছাড়িয়াও নিশ্চয়ই সন্নিহিত হইলেন বলিয়া বিবেচনা হইতে লাগিল।

কেহ কেহ বলে যে তিনি ঐ রাক্ষসদের দ্বারা আরও কিছু কর্ম্ম করাইয়া কেশব মূর্ত্তির কাছে অপূর্ব্ব সরোবরও নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

ভগবান কংসরিপু রাজাকে ঐ সরোবরের মাঝে দ্বারকার মত পুরী নির্ম্মাণের আদেশ দিলে তিনি সেইরূপ স্বপ্নে অপূর্ব্ব নগরী প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। আজিও লোকে ঐ জয়পুরের মধ্য সরোবরে দ্বারকাছায়ী আছে বলিয়া উল্লেখ করে।

ঐ নরনাথের প্রধান মন্ত্রী জয় দত্ত সেই জয়পুর নগরে একটী ধর্ম্মশালা করিয়া দিলেন এবং রাজার দাসীপুত্র মথুরাধীশ্বর রাজা প্রমোদের জামাতা পুণ্যশীল আচ স্বনাম সঙ্কেতে আচেশ্বর মহাদেবের স্থাপনা করিলেন।

তিনি পুনরায় নানা উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন তখন তাঁহার বড় হস্তী সৈন্যের কাছে অত্যুচ্চ সাগর কূলও ছোট দেখাইতে লাগিল। তাঁহার অনুগামিনী সেনা পূর্ব্ব সাগরে পৌছিলেও হিমালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না। সুতরাং হিমালয় নিঃসৃতা ভগীরথানুগামিনী ভগবতী ভাগীরথীর মত শোভা পাইতে লাগিল।

স্মৃতিশক্তিক্ষয়ে ব্রাহ্মীশাক

স্মৃতি শক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর সংসারে উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। অল্প আয়াস স্বীকার করিলে আমরা বালক দিগের ও আমাদিগের স্মরণ শক্তির উন্নতি সাধন করিতে পারি। বাল্যকাল স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধনের উৎকৃষ্ট সময়, সেই সময়ে বালকদিগের উপর একটু প্রখর দৃষ্টি রাখিলে তাহারা সংসারপথে ভাল পথিক হইতে পারে। একটা ভোঁতা ছুরীকে অনবরত ধার দিলে তাহার ধারের যেমন একটু উৎকর্ষ সাধন হয় তেমনি স্মৃতি শক্তি হীন বালককে একটু যত্ন করিলে তাহার স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে।

স্মৃতি শক্তি হ্রাস হইবার কয়েকটী কারণ লিখিত হইল :—

১। পিতা মাতা বিকলাঙ্গ বা বিকৃত মস্তিষ্ক হইলে;

২। পিতা মাতার পারদ দোষ থাকিলে,

৩। উৎকট পীড়া হইলে;

৪। অসৎ সংসর্গে থাকিলে;

৫। কুচিন্তায় মত্ত ও মনকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিলে;

৬। অসদুপায়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিলে,

৭। অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন করিলে;

৮। বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে;

উপরি উক্ত কারণগুলির মধ্যে প্রথম তিনটী কারণের উপর বালকগণের কোন হাত নাই। তবে চেষ্টা ও যত্ন করিলে উক্ত তিন কারণে স্মরণ শক্তি হ্রাস হইলেও তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।

নিম্নে কয়েকটী পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ লিখিত হইল। ইহা সেবনে স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধন হইতে দেখা গিয়াছে।

১। ব্রাহ্মীশাক এক প্রকার ক্ষুদ্র লতানে গাছ। ইহা জলাভূমিতে হইয়া থাকে, এই গাছ শাক শুদ্ধ গাওয়া ঘৃতে ভাজিয়া কিছু দিন খাইলে স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু ব্যক্তিগণেরই স্মরণ শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মীশাকে শ্লেষ্মাকে নষ্ট করিয়া মস্তিকের যাবতীয় দোষ দূর করে। ইহার আর একটী গুণ এই যে, কর্কশ কণ্ঠকে সুকণ্ঠ করিয়া তুলে, এবং কিছুদিন নিয়ম মত ব্যবহার করিলে অস্পষ্ট ভাষীর (তোৎলার) কথার জড়তা দূর হয়।

২। গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, বচ, হরীতকী, শঙ্খ পুষ্প কুড় ও শতমূলী এই সমুদয় সমাংশে লইয়া উত্তম করিয়া পেষণ করত গাওয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩। হস্তিকর্ণ ও পলাশের ছাল সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে গাওয়া ঘৃত সহ খাইলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪। প্রাতঃকালে উঠিয়া শীতল জল দ্বারা চক্ষু, মুখ ও কপাল ধুইয়া ফেলিলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫। মনকে স্থির করিয়া পড়া মুখস্থ করিলে শীঘ্রই তাহা মুখস্থ হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়—

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি খাঁটুরা পোঃ আঃ (২৪ পরগণা)

কম্‌।

জয় কেশব মাধব দেববর
প্রতি মানব মানস দীপ্তিপর।
বুধি সংস্কৃত দানববৃন্দ হরে
ভবসাগর তারণ পুণ্যতরে।

নববারিদ চিক্কণ কান্তিহর
মধুসূদন বামনরূপধর!
নয় মঙ্গল লাঞ্ছিত নারদেহ
মুরমর্দ্দন পাবন সর্ব্বগেহ।

বনমালি বিধুন্দ শীর্ষবর
বিধিচিত্তবিমোহন পদ্মকর।
ধৃত কাঞ্চনদণ্ড গোপপতে
পরমপদ সাধন সুকমতে।

অঘসাগর মজ্জন ভূধপরং
পরিপালয় কৃপাময় জীবকুলং।
ভজনাপর সজ্জন পাল
জগতাং হিতসাধক মঙ্গল হে।

ভব সর্জ্জন পালন সংহৃতিকৃৎ
যদুনাথ সমুজ্জ্বল পীতভৃৎ।
শিখিপুচ্ছ সমুজ্জ্বল চিত্রশিখ
প্রণতাশ্রিত রক্ষক ভক্তসখ।

খগবাহন রঞ্জন পীতপট
ভবরঙ্গ সুশোভন দিব্যনট।
কলরঞ্জন রবাহত ধেনুচর
বিনিবারিত মানব সর্ব্বভয়।

সুখদায়ক তারক সর্ব্বগুরো
জন মানস হর্ষক কল্পতরো।
ভবসিন্ধু নিমজ্জিত পাপিকুলং
পরিরক্ষসি দুর্গতি নাশ চিরং।

প্রণমামি শঙ্খ সুভপত্রধৃগং
কমলাকরসেবিতপাদযুগং।
পতিতাশ্রয় সেবকরঞ্জন হে
[illegible] কুরু মঙ্গলমত্র [illegible]
বাঞ্ছন পারাতীর্থোপনাম—

শ্রীনিত্যগোপাল শর্ম্মণা রচিতং শান্তিপুরস্থঃ।

আমাদের সন্তান সন্ততি-দের শিক্ষা (৩)

গুরুজনে ভক্তি, শিখার একটি প্রধান অঙ্গ। ইদানী এই শিক্ষার ত্রুটি হইতেছে। বিনয়ের পরিবর্ত্তে ছেলেদের মধ্যে ঔদ্ধত্যই বেন বেশী দেখা যাইতেছে। এরূপ হইবার কারণ কি তাহার বিচার এস্থলে করিব না। কিরূপ শিক্ষায় এ ভাব ছেলে দের মধ্যে না জন্মিতে পারে তাহাই এস্থলের বক্তব্য বিষয়।

গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, বয়ঃপ্ত সম্মানার্হ ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন—এ সকল শিক্ষার উপযুক্ত স্থান—নিজগৃহ, এবং উপযুক্ত শিক্ষক—নিজের অভিভাবক। কি প্রণালীতে এই শিক্ষা দিতে হয়, ইহার মূলসূত্র কোথায়, বুঝাইবার জন্য শিক্ষাগুরু মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আমি যেটুকু দেখিয়াছি সেই টুকুই মাত্র এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।—

ভূদেব বাবু ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃ সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া ভাগীরথীর গর্ভে অবস্থিত গৃহের ফলফুলশোভিত প্রাঙ্গণে খানিকক্ষণ পাইচারি করিতেন। সেই আশ্রমতুল্য স্থানে আশ্রমের অধিদেবতাস্বরূপ সেই ঋষিমূর্ত্তি প্রাতঃকালে সন্দর্শন করিয়া অনেক সময়ে নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছি। প্রকৃতই তখন মনে হইয়াছে যেন মনের সমস্ত মলা পাপ বিদূরিত হইয়া গেল, নিজেকে পবিত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে দিন ভাল গিয়াছে।

খানিক পাইচারি করার পর তিনি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিতেন। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা সকলেই মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া পরিষ্কার হইয়া আসিয়া একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিত। অতঃপর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকলে মিলিয়া দেব দেবীর স্তব প্রণাম এবং নীতিশ্লোক আবৃত্তি করিয়া পিতা মাতা গুরুজনকে প্রণাম করিয়া পাঠাগারে গিয়া ব্রাহ্মণ প্রাইভেট শিক্ষককে প্রণাম করতঃ পাঠ আরম্ভ করিত। যখন ছেলেরা ভূদেব বাবুকে বেড়িয়া ঐরূপে শ্লোক সমূহের আবৃত্তি করিত সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া তখন মনে হইত যে পুরাকালের কোন মুনি ঋষিকে বেড়িয়া আশ্রমস্থ মুনি বালকগণ বেদধ্বনি করিতেছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ পূত রমণীয় দৃশ্য এখন আর আমাদের নয়ন পথে পতিত হয় না।

দেব দেবী এবং গুরুজন প্রতি যাহাতে বাল্যকাল হইতে বাড়ীর বালক বালিকারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিই রাখিতেন। হিন্দু না হইলে হিন্দুর ছেলের মঙ্গল নাই এটি তিনি বেশ বুঝিতেন এবং ছেলে পুলেদের হিন্দু করিবার, হিন্দু রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বথা বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিতেন। প্রাতরুত্থান প্রাতে স্তব স্তোত্র আবৃত্তি করা এবং গুরুজন পূজনে তাঁহার পরিবারস্থ ছেলে পুলেরা হিন্দু হইতে এবং হিন্দু থাকিতে পারিয়াছে। যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি করিত উহাদের মর্ম্মও তাহাদের জানা ছিল। নীতি ধর্ম্মের শ্লোকগুলির এইরূপ নিয়ত আবৃত্তির প্রভাবে ছেলে মেয়েদের নীতি ধর্ম্মের শিক্ষা হইয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন এই শ্লোকাবৃত্তির আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা নিজেই একসময়ে বলিয়াছিলেন, ছেলেদের এই সকল সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তির অন্যতম উদ্দেশ্য উহাদের মুখের জড়তা ভাঙ্গিয়া দেওয়া। মুখের জড়তা [illegible]। এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই।

অতঃপর ভূদেব বাবু বাড়ীর বাহিরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া আসিয়া সাংসারিক হিসাব পত্র দেখার পর স্নান করিয়া ছেলেদের লইয়া ঠাকুর ঘরে যাইতেন। সেখানে শালগ্রাম শিলা, নারায়ণী, ৺অন্নপূর্ণা বিগ্রহ আছেন। ছেলেদের ইহার পূর্ব্বে স্নান হইয়া যাইত। তিনি পূজা করিতেন, ছেলেরা বসিয়া দেখিত। পূজা শেষ হইলে তিনি সকলকে একটি একটি ফোঁটা দিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে যাইতেন। ছেলেরা তাঁহার নিকটে বসিয়া আহার করিত। যে সব পুত্র কন্যার ছেলে পুলে হইয়াছে তাহাদের এতদ্দ্বারা এই আভাস দিতেন যে, ছোট ছোট ছেলেরা কি খায় না খায়, তাহাদের কি খাওয়া এবং কি না খাওয়া উচিত, ভোজন স্থলে উপস্থিত থাকিয়া পিতা, মাতা গুরুজন এবং অভিভাবকের তাহা দেখা উচিত। পীড়ার সময় অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের ঔষধ ও পথ্য দেওয়াও যে কর্ত্তব্য, স্বীয় আচরণ দ্বারা [illegible] সকলকে ইহাও শিখাইতেন। [illegible] আপন ঘরে আসিয়া [illegible] সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতেন, [illegible]

আজ কাল [illegible] দেখিতে পাই, ছেলের অভিভাবক [illegible] লেখা পড়া জানেন, নিজের সময়ও [illegible] আছে, অথচ বাড়ীর ছেলেদের পড়াশুনা দেখায় তাঁহার যেন বিরক্তি বোধ হয়। প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বাড়ীর ছেলেদের পড়ার জন্য প্রাইভেট শিক্ষক রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ বিষয়টা কিরূপ করিয়া পড়াইতে হইবে প্রাইভেট শিক্ষককে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। একদিন প্রাইভেট শিক্ষক ছেলেদের শ্রুত লিখন লিখাইতেছেন। বই

দেখিয়া খানিকটা করিয়া বলিতেছেন, ছেলেরা লিখিতেছে, একই কথা দুইবার তিনবার করিয়া বলিতেছেন। ভূদেব বাবু শিক্ষকের এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিলেন, বলিলেন, "শ্রুত লিখন লিখাইবার সময় কোন কথা একবার ভিন্ন দুইবার বলিতে নাই। ছেলেরা যদি জানে যে শিক্ষক মহাশয় কোন কথা দুইবার তিনবারও বলিতে পারেন তাহা হইলে তাহাদের একাগ্রতা কমিয়া যাইবে। তাহারা শিক্ষকের প্রথম বারের কথা মন দিয়া নাও শুনিতে পারে, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় একবার ভিন্ন দুইবার বলিবেন না জানা থাকিলে প্রথম হইতেই উহাদের একাগ্রতা থাকিবে। একাগ্রতা অভ্যাসের ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। তবে একেবারে অনেকগুলি করিয়া কথা বলিলে ছেলেরা সেগুলি ধারণা করিয়া রাখিতে নাও পারে, সেইজন্য শ্রুতলিখন লিখান স্থলে প্রথম প্রথম একটী করিয়া কথা, পরে দুইটী পরে তিনটি এইরূপে বাড়াইতে হইবে। অভ্যাস হইয়া গেলে দেখিবে তুমি পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত একটি বাক্য বল একবারের বেশী দুইবার বলিতে হইবে না, ছেলেরা তাহা মনে করিয়া লিখিতে পারিবে।

পড়াশুনা স্থলে একাগ্রতা চাই। ছেলেরা শিক্ষকের নিকট বসিয়া পড়িতেছে, আর কয়েকটি ছোট ছেলে সেখানে খেলা করিতেছে চেঁচামেচি করিতেছে। কোন ব্যক্তি ছোট ছোট ছেলেগুলিকে ধমকাইয়া বলিলেন, "তোরা এখানে কেন চেঁচামেচি কচ্চিস, দেখ্‌ছিস এরা পড়ছে, যা তোরা বাইরে যা।" শুনিয়া ভূদেব বাবু বলিলেন, "না উহারা ঐখানে যা করছে তাই করুক, ওরা পড়ছে ওরা পড়ুক। ওদের চেঁচামেচিতে ওদের পড়ার ব্যাঘাত হবে, তবে আর একাগ্রতা কি। একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়াশুনা না করিলে পড়া শুনা হয় না। শ্রীদীননাথ ধর চুঁচুড়া।

এডুকেশন গেজেট

১০ই বৈশাখ ১৩১৬ সাল ইং ২৩শে এপ্রেল ১৯০৯ সাল

চৈত্রের পুরস্কারের ফল।

১ম প্রশ্ন—

পুরস্কৃত ব্যক্তি :—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রধান শিক্ষক নাড়াজোল মধ্য ইংরাজী স্কুল, নাড়াজোল পোঃ, জেলা মেদিনীপুর।

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণের নাম (গুণানুসারে)

১। নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রাজীবপুর ২৪ পরগণা) ২। মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় (লাহেবগঞ্জ ষ্টেট আইন আর) ৩। নলিনীরঞ্জন সরকার (মহম্মদ বাজার বীরভূম) ৪। কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় (নারুহট্ট বগুড়া) ৫। অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (হাবড়া) ৬; রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় মলিয়া, খুলনা)

উত্তর :—

এই বিষয়ে এখনকার ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া তৈলের ব্যবহার ছাড়িয়া দিতেছেন সেটী বৈধ অনুকরণ নহে। তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের কতকটা হানি হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে গ্রীক রোমীয় এবং ইহুদী প্রভৃতি জাতীয়দিগের মধ্যে তৈলের এবং বেসনের (ডাইলচূর্ণের) ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও অনেকানেক লোকের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সাবানই তৈলের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ সাবানে তৈল বা বসা প্রভৃতি তৈলবৎপদার্থ এবং ক্ষার মৃত্তিকা হইই থাকে উহাদিগের একত্রযোগ নিত্যপ্রয়োগ তাদৃশ তৃপ্তিকর বা স্বাস্থ্যকর না হইবারই সম্ভাবনা। অধিকদিন শুদ্ধ তৈল মাখিয়া এবং কোন কোন দিন মৃত্তিকা বা ভস্ম মাখিয়া স্নান করা যেমন শাস্ত্রাচার রক্ষার তেমন স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল। শাস্ত্রেও মৃল্লেপ এবং ভস্মলেপের বিধি আছে।

২য় প্রশ্ন :—

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ গুরুট্রেনিং স্কুল মাগুরা (যশোহর)

বিশেষ পুরস্কার (।০ আনা হিসাব প্রত্যেকটি) গুণানুসারে :—

১। নিত্যানন্দ দাস গুরুট্রেণিং স্কুল সুতাহাটা পোঃ মেদিনীপুর।

২। শ্রীবিনোদবিহারী পান হেড পণ্ডিত সোনামুখী মধ্য ইংরাজী স্কুল পোঃ সোনামুখী জেলা বাঁকুড়া

৩। শ্রীসঞ্জীবন গুপ্ত দোর কৃষ্ণনগর স্কুল সুতাহাটা, মেদিনীপুর।

৪। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস পোঃ যুগবেড়িয়া গ্রাঃ মাছনান জেলা মেদিনীপুর।

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণের নাম (গুণানুসারে)

১। ভুবনচন্দ্র মাইতি [মেদিনীপুর] ২। সারদাপ্রসাদ ঘোষাল [রাণীগঞ্জ] ৩। হরিশ্চন্দ্র প্রতিহার [ভড়া বাঁকুড়া] ৪। হরিলাল সাহা [ঝুমকা] ৫। মন্মথনাথ দুবে [পাকুড়] ৬। নিকুঞ্জবিহারী রায় [জেলা রংপুর] ৭। গঙ্গাচরণ ভদ্র [রঙ্গপুর] ৮। যতীন্দ্রমোহন রায় কামারজানি রংপুর ৯। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় [লাভপুর বীরভূম] ১০ অন্নদাপ্রসাদ দাস [হরিদেবপুর রংপুর] ১১। নকুলেশ্বর ঘোষ [ভাণ্ডারিয়া বরিশাল] ১২। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [জনার্দ্দনপুর মেদিনীপুর]

সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩ জন প্রেরক এই প্রশ্নটির ঠিক উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই কুপন আটিয়া না পাঠানয় পুরস্কার কিম্বা উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইলেন না। পুরস্কার প্রাপ্ত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের হস্তাক্ষর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রশংসার্হ।

(ক) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।
(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
(গ) রাজা রামমোহন রায়।
(ঘ) রাজা রাধাকান্ত দেব।
(ঙ) মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
(চ) লালা লাজপত রায়।
(ছ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
(জ) রাম গোপাল ঘোষ।
(ঝ) নবীন চন্দ্র সেন।
(ঞ) মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন।
(ট) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
(ঠ) মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর।

৩য় প্রশ্ন—পুরস্কৃত ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ পুজারি সাঁতরাগাছি মধ্য ইংস্কুলের সম্পাদক, পোঃ বাক্সাড় জেলা হাওড়া

বিশেষ পুরস্কার (॥০ আনা) শ্রীভুবনচন্দ্র মাইতি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বড়ামোহনপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় বাকুড়া পোঃ জেলা মেদিনীপুর,

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণের নাম (গুণানুসারে

১। হরিপদ রায় (আকুই বর্দ্ধমান) ২। রামবিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় (কুমড়াবাদ) ৩। পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (জোড়কোণা বর্দ্ধমান) ৪। অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া)

উত্তর—

(ক)

রসনা সুতৃপ্ত বটে মিষ্ট রসে হয়।
উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়॥
আপাত মধুর পাপ কার্য্যকালে বটে।
পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে॥
সন্তোষ পণ্ডক্ষ

(খ)

মহাহন্থ হনুমান লৌহে বান্ধে বুক।
মহাহন্থ চেপে ধরে পবন নন্দন ॥

কৃত্তিবাস, গ্রহণের যুদ্ধ ও পতন

[গ]

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর
সেইরূপ সমুদয় অবনী মাঝারে
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ
—জন্মভূমি

[ঘ]

আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগন মণ্ডল,
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি কেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর পথে, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিল দরশন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

[ঙ]

যেখানে যখন থাকি ভজিব তোমারে
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি আলোকে আঁধারে

মাইকেল জীবনীতে উদ্ধৃত মাইকেলের একটি কবিতা।

[চ]

না জানহ ইথে আছে কর্ণ মহাবীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির ॥
কিবা জামদগ্ন্য রাম কিবা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনী ॥
সকলে জিনিব আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র লহরী যথা রক্ষা করে কূলে ॥

কাশীদাস মহাভারত—কর্ণের আত্মশ্লাঘা

বিশ্বনাথ ট্রষ্টকণ্ড।

১লা বৈশাখ ১৩১৬ এই ট্রষ্টফণ্ডের সম্পত্তি ডিবেঞ্চারাদিতে নিম্নলিখিত রূপ ছিল :—

কলিকাতা পোর্ট ট্রষ্ট ৪॥০ সুদি	৭৫০০০৲
ঐ ঐ ৪৲	৬৩৫০০৲
গবর্ণমেণ্ট লোন ৩॥০	২০০০০৲
... রিং মিল ডিবেঞ্চার ৫৲	১০০০৲
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিঃ ০৲	৬৮৫০০৲
কার্ট প্রষ্টর ডিবেঃ ৪॥০	৭৪০০০৲
...কুড় অম্বর ডিবেঃ ৬৲	৩৫০০৲
...কোন ফরিদপুর ৭৲	৪৫০০৲
	২৩০০০০৲

মেঃ এণ্ড ইউল কোং নিকট কাগজ

খরিদের জন্ত জমা (আমা পাই বাদে)	১১৬২৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চলতি খাতায় ঐ	৬৩৪৪৲
চুঁচুড়ার আফিসে নগদ ঐ	১৲
বুধোদয় প্রেস আনুমানিক মূল্য	৫৯০০৲
চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ও ভেষজালয়ের ও এডুকেশন গেজেটের সংস্কৃত বাঙ্গালা ইংরাজী প্রভৃতি পুস্তক সংগ্রহ আনুমানিক মূল্য	৯৬০০৲

ডিবেঞ্চারগুলি সমস্তই বেঙ্গল ব্যাঙ্কে নিরাপদে রক্ষা জন্ত জমা আছে।

১৩১৫ সালে বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড হইতে ৮১টি অধ্যাপক বৃত্তি (প্রত্যেকটি বার্ষিক ৫০৲) ১৯টি ছাত্রবৃত্তি (প্রত্যেকটি বার্ষিক ৩০৲) দেওয়া হয়। পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিতরণ জন্ত বিদ্যোদয় নামক রসিক পত্রিকা গ্রহণে ৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে বৎসর কালে ৭২৩৲ খরচ পড়িয়াছে। চুঁচুড়া কদমতলা অমর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রবৃত্তি দিতে ২০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও একজন কবিরাজ বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দিয়া থাকেন। উহাতে উক্ত বৎসর খরচ পড়িয়াছে ৮৯৬ টাকা। পূজ্যপাদ ৺ ফণ্ড প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের পঞ্চদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিনে (১৭ই বৈশাখ ১৩১৬—৩০ শে এপ্রেল ১৯০৯, শুক্রবার বৈশাখ শুক্ল একাদশী) বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড সমিতির সভ্যগণ ফণ্ডের যথাসাধ্য বৃত্তি সম্বন্ধে পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন।

আবৃত্তি। (৩)

ছেলেদের আবৃত্তি ভাল করার পক্ষে একটু বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। ওদিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে আর বড় একটা কিছুর আবশ্যক হয় না। ছেলে যখন পড়িতে আরম্ভ করিল, দেখিতে হইবে, সে প্রত্যেক কথা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছে কি না। যে কথাটির উচ্চারণ সুস্পষ্ট হইল না শিক্ষক মহাশয় তখনি তাহার সংশোধন করিয়া দিবেন, এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়কে তন্ময় হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, বিরক্ত হইলে একেবারেই চলিবে না, ক্রোধ তৎকালের জন্ত এক কালে পরিহার করিতে হইবে, ছেলে কোনও কথা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিল না, শিক্ষক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিলেন। তখনও কিন্তু ছেলের উহা সংশোধিত হইল না, শিক্ষক মহাশয় আবার সংশোধন করিয়া দিবেন। তাহাতেও যদি না হয় আবার দিবেন। এইরূপ না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, এরূপ স্থলে বিরক্ত হইয়া সে ছেলেকে পড়াইতে ক্ষান্ত হইলে অথবা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিলে কোনই ফল হইবে না।

এই উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে অধিকাংশ ছাত্রকেই ভাল পড়িতে শিখান যাইতে পারিবে। একটা স্থল যদি কোন ছাত্রকে পরিষ্কার রূপে পড়িতে অভ্যাস করান যাইতে পারে, তাহা হইলে ওরূপ সহস্রস্থল ঐরূপ যত্নের দ্বারা তাহাকে পরিষ্কার রূপে পড়াইতে পারা দুঃসাধ্য হইবে না। সুস্পষ্টরূপে পড়িতে যাহাকে অভ্যাস করান যাইতে পারিবে ভালরূপ আবৃত্তিও তাহার অভ্যস্ত হইবে। অনেক বড় ছেলে অতি অসাবধানতার সহিত পড়িয়া থাকে। পড়িবার মুখে অনেক কথা তাহাদের ছাড় যায়, অনেক কথা অস্পষ্ট উচ্চারিত হয়। আইলওয়ার্থ ট্রেণিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ বার্ণেট বলেন, সেরূপ স্থলে একটি উপায় অবলম্বন করিলে এই দোষের পরিহার হইতে পারে। তোমার পড়ায় যদি ঐরূপ দোষ থাকে দেখ তবে পড়িবার সময় যে ঘরে বসিয়া পড়িবে, সেই ঘরের এক পার্শ্বে তোমার একজন বন্ধুকে বসাইয়া রাখিও। বন্ধুকে বলিয়া দিও তুমি পড়িবার মুখে কোনও কথা ছাড় দিলে বন্ধু যেন তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়া অথবা রুমাল নাড়িয়া তোমার কথার বাধা দেন। কথার জড়তা না ভাঙ্গিলে ভাল পড়া হয় না। তজ্জন্ত মুখের পরিচালনা বা মুখের ব্যায়ামের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা করা আবশ্যক। আবৃত্তি ভাল করিতে হইলে কথার জড়তা ঘুচান এবং সুস্পষ্ট রূপে কথা ব্যক্ত করা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক কথার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে পারা চাই। কথার প্রকৃত উচ্চারণ না হইলে কেবল সুস্পষ্ট রূপে কথা ব্যক্ত করিতে পারার কোন ফল নাই।

ভাল ভাল বক্তারা যেরূপ ভাবে কথার উচ্চারণ করেন, যেরূপ ভাবে আবৃত্তি করেন তাহার অনুকরণ করিতে পারিলে উচ্চারণ ব্যাকরণ প্রভৃতি ঘটিত অনেক দোষ সারিয়া যায়। এতগুলি কথা বলার পর সংক্ষেপে আর দুইটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতে পারে :—

(১) ভাল আবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের কোনও একটা বিশেষ ধরণ থাকে না, প্রাদেশিকতা থাকে না, ভাব ভঙ্গী স্বর উচ্চারণ প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা থাকে না। সেইরূপ লোক

যতদিন না স্কুল সমূহে শিক্ষকস্বরূপে পাওয়া যাইবে তত দিন পর্য্যন্ত স্কুল সমূহে ছেলেদের ভাল রূপ আবৃত্তি করিতে শিখান অসম্ভব হইবে বলা যাইতে পারে। (২) যাঁহাদের আবৃত্তি বিশুদ্ধ নয় তাঁহাদের আবৃত্তি বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করার পক্ষে একমাত্র প্রতিকার ভাল ভাল বক্তাদিগের অনুকরণ।

যে প্রবন্ধটি তোমাকে পাঁচজনের নিকট পড়িতে হইবে সেটী অগ্রে নিজে নিজে একবার পড়িয়া লও। বিষয়টি কি, কি ভাবে কথাগুলি বলা হইয়াছে তাহা নিজে প্রথমে পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লও। পাঠ্য বিষয়ের ভাব বোধ নিজের না পারিলে অপরের নিকট তাহা পরিষ্কার করিয়া পড়িতে পারা অসম্ভব, লেখকের প্রাণের ভিতর ঢুকিতে না পারিলে, গ্রন্থকার যে কথাটি যেরূপ ভাব মনে পোষণ করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহা উপলব্ধ করিতে না পারিলে তাঁহার লেখা ঠিক পড়িয়া উঠিতে পারা যাইবে না। লেখার মধ্যে কোথাও করুণ রস আছে, কোথাও ক্রোধ প্রকাশ আছে, কোথাও বা অপর কোন রস আছে। পড়িবার সময় সেই সেই রসের উদ্দীপনা করিয়া কিরূপে পড়িতে হইবে তৎসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। দেওয়ার আবশ্যকও নাই। কোথাও করুণভাবের উদ্দীপনা করিতে হইলে, ক্রোধ প্রকাশ করিতে হইলে বা অপর কোন রসের উদ্দীপনা করিতে হইলে স্বরের কিরূপ বিকৃতি করিতে হয় তাহা স্ত্রী পুরুষ এবং ছেলেদের জানা থাকে।

চক্ষুর ব্যবহার ও স্মৃতিশক্তি। (১)

ফিলাডেলফিয়ার সরকারী ইনডষ্ট্রীয়াল আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ লেলাণ্ড বলেন, "আমার কোন্ এক বন্ধু এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে লোকে সাধারণতঃ তাহাদের চক্ষুর ব্যবহার যে পরিমাণে করে, তদপেক্ষা আরও বেশী পরিমাণে যদি করিতে পারে তবে তাহাদের সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আমি বন্ধুর এই কথার সমর্থন করি। আমরা যেটুকু সুখ ভোগ করি তাহার অর্দ্ধেকটা নির্ভর করে কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকার উপর। নিষ্কর্ম্ম জীবনে সুখ নাই। কোন বস্তু স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার স্মৃতি মনের মধ্যে জাগরূক রাখার অভ্যাসে নিজেকে যেরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখা হয়, এবং তাহাতে যে আস্বাদন হইয়া থাকে উহা অতীব প্রীতিকর এবং মনোরম। এই সুখ ইচ্ছা করিলে সকলেই উপভোগ করিতে পারেন —ইহাতে পয়সা খরচ হয় না।

কোন বস্তু স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিলে তাহার একটা ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। এবং যখন ইচ্ছা মনে করিলেই চক্ষুদ্বারা হৃদয়পটে সেই ছবির দর্শন লাভ হয়। বয়ঃস্থ লোকদিগের অপেক্ষা ছেলেদের ইহা আরও ভাল হয়। মিঃ ফ্রান্সিস গাল্টন বলেন যে, এই ক্ষমতা পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের বেশী। এই রূপে স্মৃতি শক্তির পরিচালনা অল্প বিস্তর প্রায় সকলেরই সাধ্য। এই কার্য্যে যেমন স্থায়ী সুখ পাওয়া যায় এমন আর কিছুতে পাওয়া যায় না। ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে হয় না। এবং বিনা আয়োজনে যে কোন সময়েই ইহার পরিচালনা করিতে পারা যায়। ইহার পরিচালনা করিতে হইলে এক এক বারে এক একটি বস্তু লইয়া করিলে হয়, যুগপৎ অনেক গুলি অবলম্বনে হয় না। একটি বস্তু অবলম্বন করিয়া উহার আকার রঙ্গ প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়গুলি একটি একটি করিয়া স্মরণ কর। এইরূপে ঐ শক্তির পরিচালনা হইবে। কোনও স্ত্রীলোক তাহার কোন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উহা হইতে এই প্রসঙ্গের কয়েকটি সার কথা বুঝিতে পারা যাইবে। পত্র খানির একটি স্থলের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা গেল।

"আপনি চক্ষু স্মৃতি অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা কোন বস্তু দেখিয়া তাহা স্মরণে রাখার অভ্যাস সম্বন্ধে যে লেকচার দিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিতাকারে আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি যে প্রণালী অবলম্বনে ইহার পরিচালনা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন সেই প্রণালী অবলম্বনে শ্রীমতী অমুক তাঁহার ছোট ছেলেটিকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন তাঁহার ছেলেটি এই প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষায় খুব শীঘ্র শীঘ্রই শিক্ষা লাভ করিতেছে। আমার বিশ্বাস সকল চিত্রশিল্পীরই অল্পবিস্তর এইরূপ ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন, যদ্বারা একবার মাত্র দেখিয়াই অনেকগুলি জিনিসেরই সমগ্র প্রতিকৃতি আকার বর্ণ প্রভৃতি স্মরণে রাখিতে পারে। আমার স্মরণ হয় আমি এক সময়ে যুগপৎ বার খানি ছবি দেখিয়া আসি, সেই ছবি গুলি অঙ্কিত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আমার বন্ধুরা বলিলেন, তুমি এককালীন কতগুলি ছবির সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি প্রত্যেক ছবিখানির অঙ্কন কেবল মাত্র কালী কলম দিয়া করিলাম। সেগুলি স্বতন্ত্র একস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলাম। আপনার লেকচার পড়ার পর আমার ঐ গুলির সম্বন্ধে স্মরণ হইল। তখন ঐ গুলি বাহির করিয়া দেখিলাম, যদিও কালি দিয়া আঁকা বলিয়া ছবিগুলির আদরা মাত্র বুঝিতে পারা গেল, তথাপি দেখিলাম উহা হইতেই আমার সেই ছবিগুলির সম্বন্ধে সকল তথ্যই এক্ষণে স্মরণ পথে উদিত হইল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে জগতের অর্দ্ধেক লোক কিছুই দেখে না, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগকে দেখিতে লওয়ান যায়—তাহাদের চক্ষুর প্রকৃত ব্যবহার করান যায় তাহা হইলে তাহারা এক্ষণে যে পরিমাণে সুখ ভোগ করিতেছে, এবং তাহাদের জীবন সাধারণের উপকারে যতটা লাগিতেছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ তাহারা উপভোগ করিতে পায় এবং তাহাদের জীবন সাধারণের অধিকতর প্রয়োজনে আইসে।—

শিল্পবিজ্ঞান সমিতি।

এই সমিতির ষষ্ঠ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে হইয়া গিয়াছে। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর সভাপতি মনোনীত হইয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটির মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। উহা হইতে উক্ত সমিতির দ্বারা কতটা কাজ হইয়াছে এবং আরও কতটা কাজ হইতে পারিবে বলিয়া আশা করিতে পারা যায় তাহা বুঝা যাইবে।

ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি অথবা পাথেয় দিয়া এ বৎসরে যে একশতটি ছাত্রকে পাঠান হইয়াছে তন্মধ্যে ইংলণ্ডে যাইবেন ২৫ জন, ১৭জন জাপানে, ৩ জন জর্ম্মনীতে, ১ জন সুইডেনে ১ জন কানডায় এবং ৪ জন আমেরিকায়, অবশিষ্ট ৪৯ জন ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে যাইবেন, কোথায় এখনও তাহা ঠিক হয় নাই। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে ২০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে মাসে ৭৭৫ টাকা ব্যয় হইবে। এই ২০ জনের মধ্যে ৮ জন বিশ্ব বিদ্যালয়ের খুব ভাল গ্রাজুয়েট। সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি মাসিক একশত টাকা নদীয়া জেলার একজন হিন্দু যুবককে দেওয়া হইয়াছে। ইনি উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবেন। বাঙ্গালার ছাত্রদিগের মধ্যে ১১টি, পূর্ব্ববঙ্গে ৩, আসামের ২, বেহারের ৩, এবং

রিয়ার একটি বৃত্তিপ্রাপ্ত। বাঙ্গালার জন বৃত্তি প্রাপ্তের মধ্যে একজন ভারতবাসী ন আছেন। এবং বোম্বায়ের ৩ জনের মধ্যে জন মুসলমান। উৎকলের ছাত্রটি কলিকাতা বিদ্যালয়ের একজন বি এ। ইনি কার্য্যা কাল কেমিষ্ট্রী শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবেন ট ছাত্র কৃষি বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত যাইবেন জন যাইবেন কানাডায় আর একজন জাপানে রা প্রধানতঃ যে সকল শিল্প শিখিবার জন্য দশে যাইতেছেন সে গুলি এইঃ—ডার কাজ, মেকানিক্যাল এবং ইলেকটিক্যাল নিয়ারীং, সুতাকাটা, কাপড় বুনন, দেশালাই ান, গন্ধদ্রব্য, বোতাম, এনামেল, ছাতা, রং লগ প্রভৃতি।

এই ত গেল ব্যয়ের কথা। আয়ের কথা তে গেলে দুঃখ হয়। আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু য়াছে। তবে যাহা হইয়াছে তাহাতে ঐ সঙ্কুলান হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট কমিটী সমূহ ষ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বরাবরই সাহায্য করিয়া সিতেছেন। দেশের ধনী সম্ভ্রান্ত মহোদয় গের প্রদত্ত সাহায্যেই সমিতি আজও টিকিয়া ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ লোকদিগের কট হইতে আমরা আশামত সাহায্য পাইতেছি । তাঁহাদের নিকটেই আমাদের দাবী বেশী হেতু সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে প্রধানতঃ াকৃত হইবেন তাঁহারা।

কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে দেওঘরে যে ব্যবস্থা করা য়াছে তাহাতে কাজ ভাল চলিতেছে। তৎসংক্রান্ত যে কৃষি স্কুল আছে তাহাতে কাজ াল হইতেছে। অনেকগুলি ভাল বাড়ী স্তত হইতেছে। এরূপ আশা করা যায় অত্রত্য বি সংশ্লিষ্ট অনেকেই তথায় নিয়ত থাকিয়া বির উন্নতির জন্য যত্ন করিবেন, আর আজকাল ালায় একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, অনেক লি যৌথ কারবার দেশীয় লোকের টাকায় ালা হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। আর খের বিষয় হইবে, যদি দেখা যায় যে, যে শ্রেণীর াকেরা (মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক) এই সমিতির রা উপকৃত হইতেছেন সেই শ্রেণীর লোকে বন ইহাতে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য করিবেন।

সমিতি পাঁচ বৎসরে যতটা কাজ করিয়াছে াহা পর্য্যালোচনা করিলে এই সমিতির প্রয়োজনীয়তা কতদূর তাহা বুঝা যায়। এই কাল যে সমিতি শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিন শতা-ক ছাত্র বিদেশে পাঠাইয়াছেন। বড় কম কাজ নয়। রাজা রাম মোহন রায় প্রথমে বিলাত যান, তাহার পর হইতে আশী বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। কিন্তু এই আশী বৎসরে যত জন ছাত্র বিলাতে না গিয়াছেন, সমিতি এই কয় বৎসরে তাহা অপেক্ষা বেশী ছাত্র পাঠাইয়াছেন। এই ছাত্র দেশে ফিরিয়া কাজ কর্ম্ম সংগ্রহ বিষয়ে কোনই কষ্ট পায় নাই। অনেকে ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিভাবে কারবার খুলিয়াছেন, অতএব বলিতে পারা যায় আমাদের এই সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশী কার্য্য করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ক্রমশই এই সমিতির উন্নতি সাধন বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে ছেন। স্কুলসমূহে প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ মোটামুটি রকম কৃষিশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েকটা উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানাধীনে বিশেষ ভাবের কৃষি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষারও অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে বিশেষতঃ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীর বিরোধী নহেন, সম্ভবমত সকল রকম উপায়েই স্বদেশীর অনুকূলতা করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বাহাদুর বৎসর বৎসর এই সভায় আসিয়া উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবসর গ্রহণে সমিতির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। বর্ত্তমান ছোটলাট বাহাদুর স্যর এডোয়ার্ড বেকারের এই সমিতির উপর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। পাথেয় ফণ্ডে ইনি অনেকগুলি টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং এবং ঢাকায় যে ইণ্ডষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স বসিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর অনেক সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনিও এই সমিতির সাহায্যার্থ অনেক টাকা দিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শিল্প সমিতি বা শিল্প প্রদর্শনী বসিতেছে। আমাদের এই সমিতির উদ্যোগে প্রেরিত ছাত্র মধ্যে শিল্পাদি শিখিয়া যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম দিয়াছেন।

বাঙ্গালার রবি ফসল—১৯০৮।৯ সালে রবি ফসল সংক্রান্ত সরকারী হিসাব পাঠে জানা যায় যে, কোন কোন জেলায় ঐ ফসল সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কৃষকেরা বুনিতে আরম্ভ করে; কিন্তু ভূমি জলসিক্ত না থাকায় কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হয়। বৃষ্টির অভাবে ফসলের অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষতঃ উত্তর বেহারের যে সকল অঞ্চলে সরকারী পয়ঃপ্রণালী হইতে জল লইয়া ক্ষেতে দিবার সুবিধা নাই, সে সকল অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ কিছু বেশী হইয়াছে। জানুয়ারীর শেষভাগে এবং ফেব্রুয়ারীর প্রথমে যে বারিপতন হয় তাহাতে ঐ ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। রবি ফসলের প্রয়োজনীয়তা বেহার অঞ্চলেই কিছু বেশী, কিন্তু ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি-সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত না হওয়ায় ফসলের পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর উক্ত বৎসর এ প্রদেশে রবি ফসলের পক্ষে ততটা সুবিধাজনক হয় নাই। ৭৯২১৩০০ একর জমিতে এই ফসল গত বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৭।৮ সালে বোনা হইয়াছিল। এ বৎসরে ৫৮৬৬৮০০ একর জমিতে উহা বোনা হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরে যে পরিমাণ জমিতে এই ফসল বোনা হইয়াছিল, এ বৎসরে তদপেক্ষা ১২৩৯০০ একর কম জমিতে উহা বোনা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যে কয়টি জেলায় এই ফসলের প্রয়োজনীয়তা অধিক তন্মধ্যে ১৯টি জেলা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল জেলায় কোথায় কি পরিমাণ ফসল জন্মিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল:—বৰ্দ্ধমানে শতকরা ৭৮, সাহাবাদে ৭৭, সারণে ৭৩, গয়া এবং সিংহভূমে ৭২, সাঁওতাল পরগণায় ৭১, খুলনায় ৭০, চম্পারণে ৬৭, মুঙ্গেরে ৬০, পাটনায় ৫৯, ভগলপুর এবং পালামোয় ৫৫, মুর্শিদাবাদে ৫১, যশোহরে ৪৬, পূর্ণিয়ায় ৩৬, এবং দ্বারবঙ্গে ২৫।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ডেঃ মাঃ বাবু ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নং২ ছোটনাগপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। মুঙ্গেরের ডেঃ মাঃ মিঃ লুকাস সাঁওতাল পরগণায় সদরে বদলী হইলেন। প্রোটেম ডেঃ মাঃ মিঃ ধীরেন্দ্রলাল দে বর্দ্ধমান বিভাগে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ ম্যাকলিয়ড স্মিথ [illegible] বিভাগে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ [illegible] প্রবাল ছোটনাগপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। প্রোবে ডেঃ কঃ মিঃ ম্যাকগাভিন সাঁওতাল পরগণায় সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু মুক্তধারী সিংহ ভগলপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। উড়িষ্যা বিভাগের প্রোটেম ডেঃ মাঃ মৌঃ সৈয়দ তাজাম্মল আলি ভদ্রক মহকুমায় স্থাপিত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত মিঃ আর জি কিলবি আই সি এস মেদিনীপুরের মাঃ হইলেন। ভগলপুরের ডেঃ মাঃ মিঃ

ম্যাকপাতিন সাঁওতাল পরগণার সদরে বদলী হইলেন। সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ মিঃ টমসন ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। সুপালের ডেঃ মাঃ মিঃ সৈয়দ আহম্মদ নবাব ২ মাস ১৮ দিনের ছুটী পাইলেন। পুরীর ডেঃ মাঃ বাবু অটলবিহারী মৈত্র ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—যশোহরের মুঃ বাবু দেবেন্দ্র বিজয় বসু বর্দ্ধমানের সবজজ হইলেন। বাবু তারকনাথ বসু এম এ বি এল যশোহর সদরের মুঃ হইলেন। মতিহারীর মুঃ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সোম মজফরপুরের সবজজ হইলেন। বাবু সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল মতিহারীর মুঃ হইলেন। মজফরপুরের সবজজ বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী ১ মাসের এবং বর্দ্ধমানের সবজজ বাবু অতুলচন্দ্র বটব্যাল ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু বৈজনাথ সহায় নং ২ গয়ার সদরে এবং বাবু সুধীরকুমার সেন গুপ্ত উড়িষ্যা বিভাগে স্থাপিত হইলেন। বাবু ধনবাসি পাত্র আড়াই মাসের, বাবু কামেশ্বরপ্রসাদ ১ মাসের, সিবানের বাবু তারিণীপ্রসাদ বর্ম্মা ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। ভগলপুরের প্রোটেম সব ডেঃ কঃ বাবু অতুলচন্দ্র সোম পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন। বর্দ্ধমানের সব ডেঃ কঃ কঃ বাবু মণীন্দ্র নাথ বসু বর্দ্ধমানের সদরে স্থাপিত হইলেন। বাবু অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। প্রোবে সব ডেঃ কঃ মিঃ সি পাটুয়েল হাওড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রোটেম সব ডেঃ কঃ মৌঃ আমিনুর রসুল ভগলপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের বাবু প্রবোধচন্দ্র মজুমদার ডায়মণ্ড হারবারে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—বাবু জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন।

বাবু অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত পুরুলিয়া জেলা স্কুলের শিক্ষক হইলেন। বাবু সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিএ [নিম্ন অধস্তন শিক্ষা সর্ভিস] বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক হইলেন [অধস্তন শিক্ষাসর্ভিস ৮ম শ্রেণী]। আরা জেলা স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ বাবু উপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের সব ইনঃ হইলেন। বাবু ভূপেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী এই পদে নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। মিঃ সি ক্র্যান্সিস বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আফিসে প্রোটেম আসিষ্টান্ট হইলেন। ভগলপুরের ডেঃ ইনঃ বাবু দুর্গাপ্রসাদ তেওয়ারী এবং হাজারিবাগের ডেঃ ইনঃ বাবু শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী পরস্পরে পদ বদলাবদলি করিয়া লইলেন। বাবু তুলসীচরণ বসু বিএ শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের আপ্রেন্টিস বিভাগের কেমিক্যাল লেবরেটরী আসিষ্টাণ্ট পাকা হইলেন। পাটনা কলেজের লেবঃ আসিষ্টান্ট বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ১ বৎসর ১ মাস ৯ দিনের ফর্লো পাইলেন। মজফর জেলা স্কুলের ছুটীপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হেঃ মাঃ বাবু হরকান্ত বসু পুরী জেলা স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। তিনি না আসা পর্য্যন্ত উক্ত স্কুলের শিঃ বাবু ভৈরবচন্দ্র বসু সহকারী হেঃ মাঃ এবং কটক মইং স্কুলের বাবু জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ [নিম্ন অধস্তন শিক্ষাসর্ভিস ২য় শ্রেণী) শিক্ষক হইলেন (অধস্তন শিক্ষা সর্ভিস ৮ম শ্রেণী)। ছোটনাগপুর বিভাগের ইনঃ আফিসের ক্লার্ক বাবু জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় উক্তপদে পাকা হইলেন। রাঁচী সার্কেলের সহকারী সব ইনঃ মৌঃ মহঃ ধানবক্স নিম্ন সর্ভিস ৩য় শ্রেণী উক্ত সার্কেলের সবইনঃ হইলেন (৮ম শ্রেণী অধস্তন শিক্ষা সার্ভিস ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট বাবু বিনোদবিহারী সেন ১ মাস ৯ দিনের ছুটী পাইলেন। রাভেন্স কলিঃ স্কুলের শিঃ বাবু নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ হেয়ার স্কুলের শিঃ হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] "মাতৃপূজা" পুস্তক মুদ্রণ জন্য ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী বাবু নবীন চন্দ্র পাল অভিযুক্ত হন। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থর্ণহিলের নিকট মোকদ্দমার বিচার হয়। গ্রন্থকর্ত্তা ফেরার, তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। মুদ্রাকর বাবু নবীন চন্দ্র পাল গ্রন্থকারের এক ভাগিনেয়ের নাম দিয়া পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন। উহার বয়স ৯ বৎসর। ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ বালককে খালাস দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার কোন কোন কথার মর্ম্ম লিখিত হইল।—"গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক বলিয়াছেন, পুস্তক খানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে লিখিত, কিন্তু যে কেহ এই পুস্তক পড়িবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে পুস্তকে যে দৈত্যদের কথা আছে উহা ইংরাজদিগকেই বুঝাইতেছে এবং ভারতবাসীদিগকেই দেবতা বলা হইয়াছে। আমার বিবেচনায় গ্রন্থকার গ্রন্থখানি এমন যত্নপূর্ব্বক এবং কৌশলে রচনা করিয়াছেন যেন ইহা দ্বারা রাজবিদ্বেষ প্রচারিত হয়। আমি যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে আসামী নবীন বাবু যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। যখন এই পুস্তক ছাপা হয় তখন তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট এরূপ পুস্তক এখন যাহাতে ছাপা না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন, সুতরাং এরূপ সময়ে এরূপ পুস্তক ছাপা আরও বিশেষ দোষের কারণই হইয়াছে। যাহা হউক যেরূপ সময়ে এবং যেরূপ অবস্থায় আসামী এই পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা বিবেচনায় এবং অনেকদিন ধরিয়া এই মোকদ্দমা হইতে থাকায় আসামীর যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আমি মনে করিয়াছি আসামীকে খুবই লঘুদণ্ড দিব। আমি এই মোকদ্দমাটি একটি বিশেষ স্থল বলিয়া মনে করি—সেই জন্য এরূপ সমস্ত অপরাধে আসামীর যেরূপ গুরুতর সাজা হওয়া উচিত সেরূপ সাজা আসামীকে না দিয়া আমি আসামীর প্রতি দুইশত টাকা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিলাম মাত্র"।

হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি স্যার হেনরি জেঙ্কিন্সকে গত সোমবার হাইকোর্টের উকিল কৌন্সিলেরা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এড ভোকেট জেনারেল না থাকায় মিঃ হিল কৌন্সেল দিগের স্বপক্ষে এবং উকিল সভার সভাপতি বাবু উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় উকিল দিগের পক্ষ হইয়া তাঁহার প্রশংসা সূচক অনেকগুলি কথা বলেন। উত্তরে মিঃ জেঙ্কিন্স অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে এখানে পিউনি জজ থাকা অবস্থায় যদি ভাল কাজ করিয়া থাকিতে পারি তাহার কারণ এইমাত্র যে, আপনারা আমায় এজলাসে উপস্থিত হইয়া রাজভক্তির পরিচয় দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা বরাবরই আমার স্মরণ আছে। আমি আশা করি, আমি পুনরায় এখানে আসিয়াছি, আমাদের পরস্পরে সেই সাবেক সম্বন্ধ আবার সঞ্জীবিত হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় এক্ষণে কেবল বিচারকের রায় প্রকাশ হইতে বাকী আছে। উকিল বাবু নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারক মিঃ বীচক্রফটের বাটীতে স্বীয় মক্কেল শ্রীঅশোক চন্দ্র নন্দীকে জামিনে ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন; বলেন যে, আসামী অনেক দিন হইতে জ্বরে ভুগিতেছে। দিন দিন উহার ওজন কমিয়া যাইতেছে। এবং খুবই রক্তহীনতা হইয়াছে। বিচারক মহাশয় আসামীকে দুই হাজার টাকার

া দিতে আদেশ

চব নিযুক্ত হ

ডলাট বাহা

াতার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ মহাশয়ের ত মিঃ সিংহের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া তাঁহার র্বোচ্চ রাজ সম্মান লাভে প্রীতি প্রকাশ তাঁহাকে সম্বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মাননীয় ার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্রদলের মধ্যে অন্যতম। মাননীয় শ্রীযুক্ত াস বন্দোপাধ্যায় এবং হাইকোর্টের কয়েক- উকিল উপস্থিত ছিলেন। মিঃ সিংহ ধুতি, ণ ও চাদর পরিয়া আসিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার ক্ত দীননাথ ধর মহাশয় ইংরাজীতে একটি স্তুতি করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। একটি প্রাস- বাঙ্গালা গান গীত হইয়াছিল। সন্ধ্যা সাড়ে টায় আরম্ভ হইয়া পৌনে দশটার সময় সভা হয়।

[বৰ্দ্ধমান] শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন স্বামী মহাশয়ের যত্ন ও উদ্যোগে শ্রীরামপুরে টি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। চুঁচুড়া নাথ চতুষ্পাঠীর ছাত্র শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বেদান্ত ইহার অধ্যাপক মনোনীত হইয়াছেন। অধ্যা- মহাশয় বেদান্ত, সাংখ্য স্মৃতি, কাব্য ও ব্যাকরণ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরূপ পাঁচটি বিষ- য় উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর কয়জন আছেন না নাই। ফলে ইহাঁর অধ্যাপনায় চতুষ্পাঠী- যে ক্রমশঃই উন্নতি হইতে থাকিবে এরূপ াশা করিতে পারা যায়। অধ্যাপক মহাশয় রিটী ছাত্রকে অন্নদিয়া পড়াইতে প্রস্তুত াছেন। বেদান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠার্থী উপযুক্ত াত্র আবেদন করিতে পারেন।

বৰ্দ্ধমান সাতগাছিয়ার জমিদার বাবু অমৃত লাল ল ৫০ ফুট গভীর এবং ৫ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট কটি কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। উহাতে ায় ২ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। স্ত্রী রুষ উভয়ে যুগপৎ ঐ কূপ হইতে জল তুলিতে ারে এমন ভাবে উহাতে পরদা আড়াল করিয়া য়াছেন। বৰ্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেকক াই সি এস ঐ গ্রামে গিয়াছিলেন. তাঁহার ারণার্থ কূপটি তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়া ছেন।

[মান্দ্রাজ] গত মঙ্গলবার ১৩ই এপ্রেল উটকামুণ্ড হইতে যে ট্রেণ মান্দ্রাজে যাইতেছিল সেই ট্রেণের একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ইরোদ জংসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনটা বড় বড় পাথর গাড়ীর ইউরোপীয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হয়। ঐ গাড়ীতে কয়েকজন ইউরোপীয় ঈষ্টর পর্ব্বের অবসানে ঘরে ফিরিতে ছিলেন। সুখের বিষয় এবং ঐ বদমায়েসদিগের শিক্ষার বিষয় যে একটা পাথরও কোন ইউরোপী য়ের গায়ে লাগে নাই।

[চট্টগ্রাম] ত্রিপুরার জজ মিঃ কমিং ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ত্রিপুরা মহারাজের বাংলায় এক সভা হয়। হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। গান বাজনা, ভোজ, বাজী পোড়ান হইয়াছিল। মিঃ কমিং ও বিবি কমিং সমাগত সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরও ব্যব- হারে সমাগত সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। মিঃ কম [illegible] দয়ালু এবং এদেশীয়ের [illegible]পূর্ণ। তাঁহারা যখন [illegible] রেল [illegible] তখন অনেকেই উহাঁদের সঙ্গে [illegible] গাড়ীতে [illegible] নিয়াছিলেন।

[বোম্বাই] গণেশ দামোদর সভরকর, রাজদ্বেষ প্রচার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন এবং ষড়যন্ত্রে যোগদান অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। নাসিকের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন তাঁহাকে দায়রায় সোপরদ্দ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে আরও কয়েকটি বাড়ীর খানা- তালাশী মাহাট্টা পত্রিকা হইতে অমৃত বাজার পত্রস্থ করিয়াছেন। গারদ নামক স্থানের উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের একটি ছাত্রকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা গোয়ালিয়র হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে। বাড়ীতে অনুসন্ধানে কিছুই পাওয়া যায় নাই। ওয়াই নামক স্থানে একজন পাটোয়ারদারের বাড়ী খানাতালাশী করা হইয়াছে। ইনি মকরন্দ ম্যাগাজিনের ম্যানেজার। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই তালাশীর ওয়ারেণ্ট দিয়া ছিলেন। কোলাপুরে বালসিং নামক একজন কনষ্টে বলের বাড়ী তালাশ করিয়া অনেক পুস্তক ও কাগজপত্র পুলিস পাইয়াছেন। জিওটমাল নামক স্থানে শ্রীমহাদেব শ্রীধরের বাটীতে বারুদ ও ক্যাপ পাওয়া গিয়াছে। অনেক রকমের কাগজ পত্রও পুলিস লইয়া গিয়াছেন। নাসিকে মিঃ ক্লাড়কের বাড়ী খানাতালাশী করা হইয়াছে। গোদাবরী নদীতে ডুবরী নামাইয়া পুলিস অনু- সন্ধান করিতেছেন। কতকগুলা লোহার গরাদে খান কয়েক তরবারি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। একটি রিভলভারের অনুসন্ধান করা হইতেছে।

[ঢাকা] ঘোড়াশালার মোক্তার বাবু রমণী কান্ত মৈত্রের বাড়ী বিগত ১৯শে এপ্রেল তারিখে খানাতালাশী করা হয়। আর্জ্জির নকল এবং রজনীকান্ত গুপ্তের লেখা সিপাহী বিদ্রোহ নামক পুস্তক পুলিস লইয়া গিয়াছেন। এই বাড়ীর খানা- তালাশীর সংস্রবে বাবু অখিলচন্দ্র বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

[সাধারণ] বিগত ১৩ই ও ১৪ই তারিখে দুই দিন কনষ্টান্টিনোপলে এলোমেলোভাবে গুলি চালান হইয়াছিল। তাহাতে ৫১৪ জন আহত হয় এবং ১৭ জন মারা পড়ে। আডানা নামক স্থান হইতে পারে যে সংবাদ আইসে তাহা হইতে জানা যায় যে কয়েকশত লোক মারা গিয়াছে এবং অনেকের বাড়ী ঘর উচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হই- য়াছে। ব্রিটিশ ভাইস কনসাল মেজর ডাকটি উহাদি মুসলমান ও আর্ম্মেনীয়দিগের মধ্যে বিবাদ থামাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ডানহাত খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বন্দুকধারী তিনশত মুসলমান আডানা পরিত্যাগ করিয়া টার্সাস যাত্রা করিয়াছে। জর্ম্মানদিগের "লোরলি" নামক "গার্ডশিপ" মেসি নায় পাঠান হইয়াছে। মিঃ এসকুইথ গ্লাসগোতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, তুরস্ক গ্রেটব্রিটনকে এই কথা নিশ্চয় করিয়া জানা- ইয়াছেন যে, নূতন শাসনপদ্ধতীর অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করাই উহার অভিপ্রেত। গ্রেটব্রিটেন ইহাতে সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং তুরস্কের প্রতি বিশেষরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনে প্রতিশ্রুত হইয়া- ছেন। তবে যদি তুরস্ক তাঁহার শাসন সংস্কার নীতির পরিহার করেন তাহা হইলে গ্রেটব্রিটেন আর তুরস্কের প্রতি অনুমাত্র সহানুভূতি দেখাই- বেন না।

১৮ই এপ্রেল লণ্ডন হইতে তারযোগে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, সালো- নিকার পদাতি সৈন্যদলের [illegible] লোক পঙ্ক- কলা কনষ্টান্টিনোপলের [illegible] হামেদকয়ের দুর্গ সমূহ আক্রমণ করে। দুর্গস্থ সেনাদল রাত্রি যোগে দুর্গ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। [illegible] যে সকল সৈন্য আসিয়া যোগ [illegible] তাহাদের লইয়া সাত হাজার লোক হামেদ- করে অদ্য আসিয়া পৌঁছিবে এবং ৩২ এক দিনের

মধ্যে বিশ হাজার সৈন্য উপস্থিত হইবে মনে হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে দুইজন পাশা, তিনজন উলিমা এবং তিনজন ডেপুটী কেহাতাওজা নামক স্থানে বিদ্রোহী সেনাদলের নিকট আসিয়া বিদ্রোহ নিবারণের জন্য চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ যে কৈফিয়ত দেন সে কৈফিয়ত উহারা অগ্রাহ্য করে। নূতন শাসন সংস্কার প্রণালীর অনুসারী হইয়াই কার্য্যকরা হইবে একথা বিদ্রোহীদলকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার জন্য ২০ জন ডেপুটিকে পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে পাঠান হয়। মন্ত্রিদলের একটি সভা হইয়া ব্রিটিশ [illegible] নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হয় মিঃ ফিট্জ্ [illegible] এক প্রধান ড্রাগোমান দ্বিতীয় ডেপুটী [illegible] সঙ্গে যাইবেন কি না।—এই কথা বিদ্রোহী দিগকে বুঝাইয়া বলিবার জন্য যে, ইউরোপীয় শক্তি সমূহ তুরস্কের শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু এ কল্পনা শেষে পরিত্যাগ করা হয়। রুমিলিয়া প্রদেশ হইতে অনেক মুসলমান ও খৃষ্টান প্রধান পক্ষ এবং সৈনাদলের [illegible] মর্ম্মে তারে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] সভার উচ্ছেদ সাধন যদি না করা হয় তবে সকলে কনষ্টাণ্টিনোপলে অভিযান করিবে। আডানায় আর এখন কোন গোলযোগ নাই। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে পরে যে তারযোগে সংবাদ আইসে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলেকজাণ্ড্রেটার ব্রিটিস ভাইস্ কনসাল বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থানে খুবই গোলযোগ চলিতেছে। একখানা যুদ্ধ জাহাজ তথায় পাঠাইতে বলিয়াছেন, আরও জানাইয়াছেন যে টার্সাসে খৃষ্টীয়ানদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে এবং সহরের কতকটা অংশ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রিটিসের একখানা যুদ্ধ জাহাজ মার্সি. নার দিকে যাত্রা করিয়াছে। কনষ্টাণ্টিনোপলে বহু রাজনৈতিক দল, [illegible] সমূহ অধিবেশনাবিশেষে [illegible] পার্থক্য ভুলিয়া অটোমান ইউনিয়ন [illegible] করিয়াছেন।

আডানার সংবাদ আসিয়াছে যে [illegible] জন আমেরিকান মিশনারীকে হত্যা করা হইয়াছে। ফরাসী দিগের তিনখানা যুদ্ধ জাহাজ সামদার যে অংশে খুবই বেশী গোলযোগ সেই অংশে যাইতেছে। খৃষ্টীয়ান এবং বিদেশীয়গণ কনসুলেটে যাইয়া আশ্রয় লইতেছেন। আলেকজেণ্ড্রেটার একখানি ব্রিটিস যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইবার আদেশ হইয়াছে। কাপ্ট জেলায় লুটপাট চলিতেছে। হ্যাবেকরের সেনাদল বলিতেছে যে গত ১৩ই এপ্রেলের বিদ্রোহে যাহারা দলপতি ছিল তাহা দিগকে সাজা দেওয়া হউক, না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রবেশ করিবে না। মন্ত্রিদল এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। কনষ্টাণ্টিনোপল শান্ত হইয়াছে, কিন্তু লোকেরা বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত।

১৯ শে এপ্রেলের সংবাদ, আডানায় মিশনরী দিগকে তাঁহাদের ঘরের মধ্যে ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। টার্সাসে সহস্র লোক নষ্টগৃহ হইয়াছে। "ডেলি টেলিগ্রাফ" পত্রে প্রকাশ, টার্সাসে এবং আলেকজাণ্ড্রেটায় এক হাজার লোককে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। নয় হাজার সৈন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়াছে। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে উহারা এক্ষণে আঠার মাইল দূরে আছে। ঐ সেনাদলের অধিনায়ক বলিয়াছেন যে বিদেশীয় দিগের জীবন ও সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। আর আর সৈন্যদল কুলেলি, বর্গাস, স্মির্ণা, আরজিরাম এবং ত্রিবিজন্দ হইতে রাজধানী অভিমুখে আসিতেছে। ইউনিয়ন কমিটী সুলতানকে অঙ্গীকার অপালন জন্য দোষে দোষী বলিয়া তারযোগে জানাইয়াছেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নৌবিভাগের সেক্রেটরী বোষ্টন নগরে বক্তৃতা করিবার কালে প্রশান্ত মহাসগরে একখানি এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে একখানি প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ রাখিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

২০শে তারিখের সংবাদ, একটা জনরব উঠে যে সুলতান সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিস দূতগণের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই জনরবে একদল লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া ব্রিটিস দূত দলের আবাসস্থান ঘেরাও করিয়াছে।

মিঃ জন ডেভিডসন একজন কবি। বিগত মার্চ্চ মাস হইতে তিনি যে কোথায় গিয়াছেন কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিতেছে না। [illegible] অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না [illegible] শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণ বশতঃ তিনি আত্মহত্যা করিবেন একরূপ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে রয়টার তারযোগে জানাইয়াছেন যে, রুস অস্নাবাদে এক দল সৈন্য পাঠাইতেছেন। রুস বলিয়াছেন যে, অস্রাবাদে তুর্কেরা দুই হাজার লোককে হত্যা করিয়াছে। গ্রেটব্রিটেন এবং রুসিয়া বন্ধুভাবে সাহকে সমস্ত জানাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তুরস্ক এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কাগজ পত্রে স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে ১৯শে এপ্রেল। তুরস্ক বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

কয়েকটি কানপুর মিলের স্থানীয় এজেণ্ট মিঃ ব্রাউটন তাঁহার ভৃত্যদের অসদাচরণ জন্য অনেক বার ইতিপূর্ব্বে পুলিসকে জানাইয়াছেন। সম্প্রতি একজন পুলিস ইনস্পেক্টর এবং কয়েকজন কনষ্টেবল যাইয়া কলিকাতার চোরদিগের একটা দল বলিয়া মিঃ ব্রাউটনের চাকরদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

গ্লাসগোতে একটি ফুটবল খেলায় দুই পক্ষেরই "গোল" সমান হয়। কোন্ পক্ষ পুরস্কার পাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য আরও কিছু সময় বাড়াইয়া দিতে ষাট হাজার লোক সমবেত হইয়া প্রার্থনা জানায়। এই ব্যাপার লইয়া খুবই একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। খেলার স্থান জনতার লোকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। ইট ও ছুরী চালা হইয়াছিল। মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা খুবই গুরুতর রকমের হয়। জনতার লোকে তাঁবু প্রভৃতিতে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অশ্বারোহী পুলিসের চেষ্টায় উহা হইতে পায় নাই। ইট ও শিশি বোতল ভাঙ্গা দ্বারা ৫০ জন লোককে আহত করা হয়। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুলিসের লোক।

জমাট গঁদ। এটীও বিশেষ বিক্রয়ের সামগ্রী। একটা গঁদের শিশি বহিয়া লইয়া যাওয়ার বিপদ আছে, শিশি ভাঙ্গিলে কাপড় চোপড়, কাগজপত্র নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। জমাট গঁদে মুখের লালা বা সামান্য জল লাগাইলে কার্য্যোপযোগী হইবে।

জমাট গঁদ প্রস্তুত করিতে হইলে—

প্রথমতঃ ১ পাউণ্ড গম্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শিরীষকে জলে সিদ্ধ করিয়া খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লও। তাহার পর ৪ আউন্স আইসিংগ্লাসকে গরম জলে গলাইয়া শিরীষ এবং এই দুই জিনিষ একত্র করিয়া ইহাতে ১॥০ পাউণ্ড খুব সূক্ষ্ম পরিস্কৃত চিনি দিয়া ফুটাইতে থাক, এবং নাড়িতে থাক যখন ঘন হইবে, তখন ছাঁচে, বা গোল নলে ঢাল। পরে লম্বা লম্বা গঁদের ষ্টিকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলেই বিক্রয়ার্থ জমাট গঁদ প্রস্তুত হইল। মুখের লালায় বা সামান্য জলে এই গঁদ স্পর্শ করিয়া কাগজ পত্রে লাগাইয়া আঁটিয়া দাও, আঁটিয়া যাইবে। (কাজের লোক)

।চেম্বর অফ কমার্স, ৫ ব স্ব পা এবং উত্তর লপথ' কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ লইবার হইয়াছে তৎসম্বন্ধে রেলবোর্ডকে পত্র ন। ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয় এ সম্বন্ধে বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন সেগুলি নাইতে হইলে যে সকল সংবাদ আব- ওয়ে বোর্ড এ যাবৎ সে সমস্ত সংবাদ রিয়াছেন। একপক্ষ পরে এ সম্বন্ধে র প্রস্তুত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট

।সম্রাট কর্ফুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ইংলণ্ডেশ্বর ১৭ই এপ্রেল জেনোয়াতে পৌঁছেন, তথা হইতে ১৯শে তারিখে ন করিয়াছেন।

টীয় মেডিকেল সর্ভিসের ডিরেক্টর জেনা- র্জন জেনারেল বমফোর্ড সরকারী কর্ম্ম বসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এক মাসের য় বিলাত যাইবেন। কলিকাতা মেডি- লেজের অধ্যক্ষ লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল লুকিস নে ডিরেক্টর জেনারেলের পদে কার্য্য ।

তা "কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জ্জন্স" ।

ত মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে এই কলেজে দিয়া যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে র নাম গুণানুসারে নিম্নে লিখিত হইল :—

শেষ এল সি পি এস

দাকিষ্ণর রায়, এস জে শেঠ, বঙ্কিম বিহারী হরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, শিবরাজ, গোবিন্দ চন্দ্র ল বন্ধু গোস্বামী, এ আর সরমাই; খগেন্দ্র ন।

শেষ এল সি পি এস

আর কে পিল্লাই, সি আসিটেড মৃগেন্দ্র ল, যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, কে জে টমাস ডেলিস, হরিলালঃ এম ডি মেটা, , রাও মহম্মদ জেরাত আলি, আর এম সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মলহার বিষ্ণু ইনাম জর গোবিন্দ দত্তগুপ্ত, মহম্মদ হোসেন, নাথ সেন, জি কে পিল্লাই, রাম গোপাল ধ্যায়, সত্যেন্দ্র কুমার গুহ, সুরেন্দ্র চন্দ্র মাবদুর কাদের সরকার, মহম্মদ ওয়াহিদ, লাল চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রমথ ক্র. নীলকান্ত শালমল, জ্ঞানেন্দ্র নাথ চন্দ্র গুপ্ত, নলিনী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনী মোহন মৈত্র, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ গোলাম নবী, যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, মনোমোহন দে ডি আর এইচ মেজিস, গিরিশ চন্দ্র দাস অধিকারী, ই আলভারেজ, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মহম্মদ সাকি, সুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র নাথ পাল, প্রভাস চন্দ্র গাঙ্গুলী, কান্তিভূষণ সেন গুপ্ত, রায় ভূপেন্দ্র গুপ্ত।

শেষ ভি এল সি পি এস

অমূল্য চন্দ্র বসু, দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার চৌধুরী, শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ভবানীকান্ত দাস, বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত, বিনোদ লাল চৌধুরী, বনমালি সরকার, শচীনন্দন দত্ত, পুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়, ললিত মোহন মজুমদার, আবুর রসিদ, মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব দত্ত মিশ্র, মতি- লাল কুমার, পূর্ণচন্দ্র গুই, সত্যেন্দ্র লাল রায়, জীবানন্দ গোস্বামী, হীরালাল দেব বর্ম্মণ, হরেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, মাজিত উল্লা মোল্লা, গৌরদাস মাজি, রাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মসুরুজান, রমেশচন্দ্র পাল, হরিতারণ সিংহ রায়, নরেন্দ্র ভূষণ সরকার, প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথম এম সি পি এস

গোপেশ্বর মিত্র, নলিনীভূষণ ঘোষ, সূর্য্যকান্ত নন্দী, যোগেশচন্দ্র বসু।

পূর্ব্বের এম সি পি এস

কেশবচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

প্রথম এল সি পি এস

ম্যানুয়েল পিটার্স, বঙ্কবিহারী দাস, আজিজর রহমন, উমানাথ মুখার্জ্জি, উপেন্দ্রনাথ নস্কর, সুরেন্দ্র নাথ দাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার কর্ম্মকার, আর জি প্রধান, উপেন্দ্রনাথ কুমার, ত্রৈলোক্যনাথ সরকার।

প্রথম ভি এল সিপি এস

নটবর সাহা, লোকনাথ ঘোষাল, ভুবনমোহন দাস, নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, মোকাম্মাল হোসেন।

(২২৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয়—উত্তীর্ণ হয় ১০৪)

জয়েণ্ট টেকনিক্যাল পরীক্ষা বোর্ড

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সবওভরশিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।—

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল

(পারদর্শিতানুসারে)

প্রথম বিভাগ

আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেরম্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেনগুপ্ত, গোপালচন্দ্র ভাদুড়ী, (চিন্তা- হরণ দে, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), নগেন্দ্রপ্রসাদ সেন, রামগতি দত্ত শশাঙ্কভূষণ সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রমোহন দাস, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নাময় সেনগুপ্ত, রাজেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য, সর্ব্বানন্দ দত্ত (২য় পরীক্ষায়)

দ্বিতীয় বিভাগ

সতীশচন্দ্র গোস্বামী, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, কামাখ্যা পদ চট্টোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত, (যতীন্দ্রকুমার সান্যাল, সুরেশচন্দ্র দাস) সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বিজেশচন্দ্র সরকার, মণীন্দ্র কুমার মিত্র, দেবেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য, হরিপদ চক্রবর্ত্তী ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, শশিকান্ত বড়ুয়া, হেম চন্দ্র সেন, শরচ্চন্দ্র ঘোষ।

(নিম্নলিখিত ছাত্রগণ দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) বিনয়ভূষণ দাস গুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী, যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, অতুলচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, আশুতোষ মুখুটী, সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, অভয়চরণ দত্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র ঘোষ আশুতোষ দাসগুপ্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপা- ধ্যায়, মদন বিজয়সিংহ, সূর্য্যকুমার গুহ, বসন্তকুমার সেন।

৩য় বিভাগ

নগেন্দ্রনাথ সরকার

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সব ওভরসিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

জুবিলি আর্টিজন স্কুল, কমিল্লা

১ম বিভাগ

বেণীমাধব নাথ বাগচি, হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

২য় বিভাগ

রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হরেন্দ্র মোহন সরকার, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি ভূষণ গুপ্ত, নলিনী রঞ্জন ঘোষ, যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র পাল, রাসরঞ্জন সেন, বরদা কুমার মজুমদার, বসন্ত কুমার চৌধুরী, যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় অতুল চন্দ্র রায়চৌধুরী।

৩য় বিভাগ

ভারতচন্দ্র তালুকদার, যোগেশচন্দ্র মুখোটী

ডায়মণ্ড জুবিলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, রাজসাহী

২য় বিভাগ

যোগেন্দ্র চন্দ্র রায়, শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নন্দ লাল মজুমদার।

বি জি টেকনিক্যাল স্কুল, রংপুর

২য় বিভাগ

বিপিনচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র মোহন লাহিড়ী, মণি মোহন আচার্য্য।

৩য় বিভাগ

বিনোদবিহারী ঘোষ।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রনালি জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

ডিমলা দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনেক পাশ করা কম্পাউণ্ডার। বেতন ১৫ টাকা। শ্রীমথুরা নাথ মিত্র ডাক্তার দাতব্য চিকিৎসালয় পোঃ ডিমলা রংপুর।

পীরগঞ্জ মইং স্কুলে একজন ২য় পণ্ডিত। বেতন দশ টাকা। অন্ততঃ মইং পাশ চাই। সব রেজিষ্ট্রার পীরগঞ্জ আফিস পোঃ পীরগঞ্জ (দিনাজপুর)

মোকামতলা মইং স্কুলে একজন কিণ্ডারগার্টেন পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা মুসলমান হইলে ভাল হয়। শ্রীইব্রাহিম মুন্সি। পোঃ শিবগঞ্জ গ্রাম চাকা মুন্না জেলা (বগুড়া)

দি কোর্স গ্রাজুয়েট শিঃ। শালিহাটী হাঁশ বাল স্কুল। ৩৫ হইতে ৪৫ টাকা। একজন অণ্ডার গ্রাজুয়েট ২৫ টাকা হইতে ৩৫ টাকা এক জন হেঃ পঃ ১৫৲ হইতে ২০ টাকা। বাসা পাইবেন। ব্রাহ্মণ গাঁও, ঢাকা

অনেক এণ্ট্রান্স পাশ ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ প্রাইভেট শিক্ষক। ১২৲ ও আবা। শ্রীতারা সুন্দর রায় বি এল, উকিল, গাইবান্ধা, রংপুর।

সকলের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক একজন। ৭০ টাকা ও আবা। শ্রীকৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস উকিল, খুন্তি জেলা রাঁচি।

একজন ড্রিল এবং ড্রইং মাষ্টার কিণ্ডারগার্টেন জানা। ১৫৲ সারোয়াতলি হাই স্কুল, মণ্টগ্রাম।

সংস্কৃত ভাল জানা সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে ভাল একজন অধ্যাপক আহার বাসস্থান ও মাসিক দশ টাকা পাইবেন। স্মৃতিজানা থাকিলে অন্য আয়ের সম্ভাবনা আছে। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মিশ্র গুড়া হাটা পোষ্ট, মেদিনীপুর জেলা; ভাঁয়মণ্ড তায়া হারবার

গোপালপুর মইং স্কুলে এক এ পাশ হেঃ মাঃ। অঙ্ক ভাল জানা চাই। বেতন পনর টাকা। প্রাইভেটে আবা। পাঁচড়া ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল ব্যবধান। পোষ্ট গোপালপুর, (বীরভূম) ভায়া দুবরাজপুর।

আঁটপুর মইং স্কুলে মাসিক ১৫৲ বেতনে নূ ড্রিল ড্রইং জানা একজন ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। পোঃ আঁটপুর, হুগলী।

সংযম।

(উদ্ধৃত)

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু আত্মসংযমের অত্যাবশ্যকতা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎ সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্ দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥"

অর্থাৎ কর্ম্ম শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন করে, এবং [১] দেহ [২] মন ও [৩] বাক্যদ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং সেই কর্ম্মফলেই মানবের উত্তম, অধম ও মধ্যমগতি লাভ হয়।

[১] মন বা মনোময় কোষ আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয়। তাহাকে জয় করা ও সংযত করা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কারণ মন নিরন্তর বাসনার অনুগামী। ইহা অনুক্ষণ অভীষ্ট ও সুখকর বস্তু লাভের দ্বারা পরিচালিত। প্রবৃত্তি সকল ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র এবং মন তাহাদের কিঙ্কর হইয়া অনুক্ষণ তাহাদের প্রথমেই ভোগ্যবস্তু অন্বেষণে ধাবিত হয়। জীবাত্মার এই বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়শক্তি ও ইন্দ্রিয়যন্ত্রের প্রভুত্ব প্রদানপূর্ব্বক আত্মকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত

শিক্ষার্থিগণের মনঃ সংযমে একান্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। যখনই মন বিপথে যাইতে চাহিবে মহাবীর তখনি তাহাকে ফিরাইয়া সুপথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আত্মসংযম শিক্ষার ইহাই প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার।

মনঃসংযম, বাক্‌সংযম ও কায়সংযম—এই ত্রিবিধ সংযম মধ্যে মনঃসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্ব্বপ্রধান; কারণ বাক্য ও দৈহিক কার্য্য মানস পরতন্ত্র। মনকে বশে আনিতে পারিলে অপর সকলই বশীভূত হয়। চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ মনোজয়ের উপায় কি?' গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন করিলে ভগবান উত্তর করিলেন:—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

অর্থাৎ অধ্যবসায় সহকারে সংযম অভ্যাস করিতে করিতে এই দুর্দ্দম মনও সম্পূর্ণ সংযত হয়। ইহা ভগবদ্বাক্য; সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন:—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥"

অর্থাৎ দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ চেষ্টা করিলে মন নিশ্চয়ই বিজিত ও সংযত হইবে। মন সংযত না হইলে মানব কখনও সুখী হইতে পারে না।

[২] আত্মজয়ের দ্বিতীয় উপায় বাগ্‌দণ্ড। কথা কহিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া কথা কহা প্রয়োজন। বাক্যের ফলাফল বিচার না করিয়া কথা কহিলে অশেষ সঙ্কটে পড়িতে হয়। বাক্য প্রয়োগের হঠকারিতার জন্য কামজয়ী মহাবীর অর্জ্জুনকেও অনেক সময় বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারেন তবে আত্মঘাতী হইবেন। কিন্তু জয়দ্রথকে সেই দিন সাক্ষাৎ পাইবার কোন আশা ছিল না। অবশেষে তাঁহাকে সেই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্রদ্বারা সূর্য্যকে আবরণপূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের বহুপূর্ব্বে সন্ধ্যাভ্রান্তি ঘটাইতে হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা আগত দেখিয়া জয়দ্রথ অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলে অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার অবকাশ পাইয়াছিলেন। আর একবার যুধিষ্ঠিরের সহিত বিবাদ উপলক্ষে তাঁহার হয় ভ্রাতৃহত্যা নয় আত্মহত্যা করিতে হয় এমন সঙ্কট ঘটিয়াছিল। আর এক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া অর্জ্জুনকে মহাপ্রস্থান সময়ে পথে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুনের দেহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একদিনে সমস্ত শত্রু বিনষ্ট করিব। কিন্তু স্বীয় বীরত্বের অহঙ্কারে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহার পতন হইল।" যিনি বাক্যদণ্ডে সমর্থ, যিনি রসনাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আত্মজয়ের অধিক বিলম্ব নাই।

[৩] 'আত্মসংযমের তৃতীয় উপায় কায়সংযম।' কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দমন এবং সংযমন করা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ ইহার কুপ্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদিগকে পাপপথে নিমজ্জিত করিতে পারে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

শৈশবকালই দেহসংযমের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ সেই সময়েই সহজে ইহাকে জয় করিয়া সৎপথে চালিত করা যায়। দেহ অভ্যাসের দাস, যদিও প্রথম প্রথম সবলে জীবাত্মার ইচ্ছায় প্রতিকূলতা ও দ্রোহিতা করিতে চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু সামান্য অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলেই ইহা বিজিত ও আত্মার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবে। একবার অভ্যাস করাইয়া দিলে দেহকে অভ্যস্তপথে চালিত করা তত কষ্টসাধ্য নহে।

আত্মসংযমের অভ্যাস দ্বারা আমাদিগকে যে সকল পাপ ও দুঃখের মূল নষ্ট করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে স্বার্থপর বাসনাসমূহই প্রধান। কারণ, পার্থিব সুখ ও সম্পদের দুষ্পূরণীয় কামনা হইতে বহু দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই কামনা ত্যাগ দ্বারাই শান্তিলাভ হয়। কামনাপূরণ দ্বারা শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে; ইহা মঙ্কী বুঝিয়াছিলেন মঙ্কী লোভবশে ধনের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যত্ন ফলবতী হয় নাই। তাঁহার সম্পত্তির অবশেষ দ্বারা তিনি দুইটী গোবৎস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে হালবহনোপযোগী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাহারা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, তাহা একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রের গলে আবদ্ধ হওয়ায়, তাহাদের মৃত্যু হয়। এই শেষ দুর্ঘটনাতে মঙ্কীর ব্যবহার উন্মুক্ত হইল এবং তাঁহার কামনা চিরদিনের মত পলায়ন করিল। তখন মঙ্কী জ্ঞানগম্ভীরস্বরে গাহিলেন, "যে সুখের বাসনা করে তাহার বিষয় বাসনা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শুকদেব যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, প্রাপ্তকাম ও ত্যক্তকাম এই দুই জনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতর, কারণ কেহই এ পর্য্যন্ত বাসনার অবধি পায় নাই। হে আত্মা, তুমি এতদিন লোভের দাস ছিলে; আজ সে দাসত্ব ঘুচিয়াছে, এখন একবার স্বাধীনতা ও শান্তির মধুর আনন্দ উপভোগ কর। বহুদিন নিদ্রিত ছিলাম; আর ঘুমাইব না, এখন জাগ্রত হইলাম। হে বাসনা, আর তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। যখন যে বিষয়ে তুমি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছ, তখনই তদনুসারে তুমি আমার বল পূর্ব্বক নিয়োগ করিয়াছ; তাহা লাভ করা সম্ভব কি অসম্ভব তাহাও একবার ভাবিতে দাও নাই। তোমার বুদ্ধি নাই, তুমি নির্ব্বোধ—তুমি চিরদিন দুষ্পূরণীয়, নিরন্তর সর্ব্বভুকের ন্যায় জ্বলিতেছ—নিরন্তর তোমার অধিকতর আহুতি লাভের বাসনা। মহাশূন্যের ন্যায়—দিক্ কালের ন্যায়, তোমাকে পূর্ণ করা অসম্ভব। দেখিতেছি আমাকে দুঃখার্ণবে মগ্ন করাই তোমার একমাত্র বাসনা। আজ হইতে তোমাকে আমার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার বাসন ও বাসনার সহিত বর্জ্জন করিলাম। তোমার সঙ্গদোষে আমি কতশত বার হতাশ্বাস হইয়া কষ্টভোগ করিয়াছি। আজ তোমায় ত্যাগ করিয়া আমার মন শান্তিলাভ করিল। আজ হইতে যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, আর কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিব না; আজ আমি তোমায় শত্রু বলিয়া চিনিয়াছি। আজ তোমাকে সদলে ত্যাগ করিয়া, শান্তি, সংযম, ক্ষমা করুণা ও মুক্তি লাভ করিলাম।' এইরূপে মঙ্কী অত্যন্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব ইষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

যযাতি রাজার উপাখ্যানটি আরও শিক্ষাপ্রদ। চন্দ্রবংশে নহুষপুত্র যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেই কারণে তাঁহার শ্বশুর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন; সেই শাপে অকালে তাঁহাকে জরা আশ্রয় করিয়াছিল। পরে শুক্রাচার্য্যকে তুষ্ট করিলে, তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে সহস্র বৎসরের জন্য তোমার জরা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় যৌবন তোমাকে অর্পণ করিতে পারিবে। যযাতি তাঁহার পাঁচটি পুত্রকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহার প্রীতিসাধন জন্য স্বেচ্ছায় স্বীয় যৌবন তাঁহাকে অর্পণপূর্ব্বক সহস্র বর্ষের জন্য পিতার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইলেও বাসনার নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন বিষয়ভোগে বাসনার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু "ত্যাগেই তৃপ্তি"। তখন তিনি পুরুকে আহ্বানপূর্ব্বক সানন্দে নিজ জরা প্রতিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যৌবন ও স্বরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তখন তিনি তাঁহার জীবনের সার শিক্ষা এইরূপে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন:—

"ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ কামনা, কামোপভোগে কদাচ প্রশমিত হয় না, কিন্তু হবির্যোগে অগ্নি যেমন প্রবলতর প্রজ্জ্বলিত হয় সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মনকে কদাচ ইন্দ্রিয়গণের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যুত কি অন্তরেন্দ্রিয়, কি বহিরিন্দ্রিয়, তাহাদের সকলেরই নিরন্তর বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত ও সংযত করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাহ্যেন্দ্রিয় সকল মনের অনুগামী ও সাহায্যাপেক্ষী। সুতরাং মনই ইন্দ্রিয় সকলের রাজা এবং মনকে জয় করিতে পারিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। বুধগণ মানবের অন্তরস্থ [অর্থাৎ মানসজাত] দোষ সমূহকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়া তাহাদিগকে ষড়রিপু নামে অভিহিত করিয়াছেন, যথাঃ [illegible] (৩) লোভ, (৪) মোহ, [illegible] মাৎসর্য্য। এই মানসিক রিপু [illegible] বৎ হয় এবং ইন্দ্রি[illegible] জয় করিলে মানব দেববৎ হয়।

(১) কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি [illegible] কি চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই এক [illegible] বলিতেছেন যে কাম ও ইন্দ্রিয়সেবাদ মৃত্যু [illegible] ব্রহ্মচর্য্যে নিরাময় জীবনলাভ হয়। শিব সংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।

পাতঞ্জল দর্শন বলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যলাভ হয়।" জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র বলেন

"ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥"

পণ্ডিতগণ ব্রহ্মচর্য্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা বলেন। ডাক্তার নিকলস এ প্রসঙ্গে যাহা [illegible] তাহার মর্ম্ম এই যে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শরীরের রক্তের [illegible] শই নরনারীর রেতঃ বা বীর্য্যের মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও সুসংযত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ পুনর্ব্বিশোধিত এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে; মানবের জীবনী শক্তি রক্তের মধ্যে পুনর্গৃহীত ও শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী উদ্যমশীল ও বীর্য্যশালী করে। পক্ষান্তরে ইহার অপচয় দ্বারা মানুষ হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল এবং অস্থিরপ্রকৃতিক হইয়া পড়ে, তাহার

শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া বিড়ম্বিত হয়, স্নায়ুজাল হীনবল ও অকর্ম্মণ্য হয় এবং অবশেষে মূর্চ্ছা বা উন্মাদ রোগ এমন কি মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।" অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয় জন্য অনেক যুবককে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, একাগ্রতা বা ধারণাশক্তির অভাব, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মনের উদ্ভ্রান্ত, চিত্তের চাঞ্চল্য, অধ্যবসায়হীনতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, হৃৎকম্প অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

কাম দমন করিতে হইলে কুচিন্তার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে হইবে। চিন্তাই কর্ম্মের বীজ। কুচিন্তাই পাপের ভিত্তি। তাই যোগবাশিষ্ঠ বলেন—

"মনাগভ্যুদিতেবেচ্ছা ছেত্তব্যানর্থকারিণী।
অসংবেদনশস্ত্রেন বিষস্যেবাঙ্কুরাবলী॥"

"বিন্দুমাত্র অনর্থকারিণী ইচ্ছা মনে উদিত হইলে, অমনি যেমন বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবামাত্র ছেদন করা কর্ত্তব্য, তেমনই ভাবে অনহ্ভূতিরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।"

"প্রত্যাহার বড়িশেন ইচ্ছা মৎস্যং নিযচ্ছিত।"

প্রত্যাহার বড়িশের দ্বারা ইচ্ছা মৎস্যকে দমন করিবে। রূপজ মোহ ও স্মৃতি হইতেই কামের কুচিন্তা সকল উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং মানুষের রূপ বা শরীর কিরূপ জঘন্য তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, মন অনেক সময়ে কুচিন্তা বিমুখ হয়।

যোগোপনিষৎ বলেন

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে
স্বভাবদুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

অর্থাৎ "অপবিত্রদ্রব্যপূর্ণ, কৃমিজালসঙ্কুল, স্বভাবদুর্গন্ধি, মূত্রপুরীষময় এই কলেবরে মূর্খগণই ভোগলালসা করে; পণ্ডিতগণ তাহা হইতে নিবৃত্ত হন।" যোগ বশিষ্ঠে রামচন্দ্র বলিতেছেন :—

"স্বমাংসরক্তবাষ্পাম্বু
পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যং চেৎ
কিং মুধা পরিমুহ্যসি॥"

অর্থাৎ কোন রূপবতীর চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্প মূত্র, পুরীষ, নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখ, যদি তাহাতে কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে তাহাকে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হও কেন? শুকদেব বলিয়াছেন :—

"ব্রণমুখমিবদেহং পূতিচর্ম্মাবনদ্ধং
কৃমিকুলশতপূর্ণং মূত্রবিষ্ঠানুলেপং।
বিগতবহুরূপং সর্ব্বভোগাদিবাসং
ধ্রুবমরণনিমিত্তং কিন্তু মোহ প্রসক্ত্যা॥
ইদমেব জয়দ্বারং ন পশ্যসি জনার্দ্দন,
যত্রৈব যত্র সর্ব্বাণি যৌবনাদি ধনানি চ॥"

(যোগোপনিষৎ।)

"তুমি কি কখনও দেখিতে পাওনা যে এই দেহ ব্রণ মুখ দুর্গন্ধ চর্ম্মজড়িত, শতপ্রকার কৃমিবহুল, মূত্রবিষ্ঠানুলেপ, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, যদিও সকল প্রকার ভোগের বাস কিন্তু মোহপ্রসক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া রহিয়াছে; ইহাই জয়ের দ্বার; ইহা দ্বারা যৌবন ও ধন সকলই বিনষ্ট"। কতকগুলি রক্ত, মাংস, ক্লেদ প্রভৃতির সমষ্টি, পূতিগন্ধময় এই জুগুপ্সিত দেহে যাহার মোহ ও আসক্তি হয়, সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যে ক্লেদ, কলঙ্ক, মল, মূত্র ও শ্লেষ্মার ভিতরে স্বর্গসুখ পায়, সে কৃমির ন্যায় বিষ্ঠায় সন্তরণ করে মাত্র।

তাই শাস্ত্রকার জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবে দারগ্রহণ ও গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের বিধান করিয়াছেন। কুক্কুট কুক্কুটীর ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবায় জীবন যাপন করিবার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রম বিহিত হয় নাই। সাবিত্রীর পিতা—

"অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্র নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

"অপত্য উৎপাদনের জন্য তীব্র নিয়ম ও সংযম অবলম্বন করিলেন, যথাসময়ে মিতাহার করিলেন, ব্রহ্মচারী হইলেন, এবং জিতেন্দ্রিয় হইলেন।" অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সন্তানোৎপাদনের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় না হইলে গৃহস্থ প্রকৃত গৃহস্থই হইতে পারে না। ক্রোধ মনুষ্যের পরমশত্রু। ইহা মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া দেয়; মানুষকে পশুবৎ করে। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোষ্টকঃ॥"

খলতা, হঠকারিতা, দ্রোহিতা (নিজের বা পরের অনিষ্টাচরণ) পরশ্রীকাতরতা, পরের ছিদ্রান্বেষিতা, দেয় অর্থ প্রদানে বিমুখতা ও দত্তাপহরণ কঠোর ও কটু বাক্য প্রয়োগ এবং নৃশংসতা এই অষ্টদোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ক্রোধের অনেক বিষময় ফলের বর্ণনা পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

"আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেরয়েদযমসাদনং॥
ক্রুদ্ধোহি কার্য্যং তত্ত্বাপি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি।
নকার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোহনুপশ্যতি॥"

"ক্রুদ্ধব্যক্তি আপনাকে যমালয়ে প্রেরণ করে। সে উপস্থিত হয় না; উচিত কার্য্য কি কিরূপে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, ~~তাহা ক্রুদ্ধব্যক্তি~~ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা ক্রুদ্ধব্যক্তি দেখিতে পায় না।" চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে ক্রোধাধিক্য হইতে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, নাসিকা, হৃৎপিণ্ড বা পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব, রক্তবমন, হৃদ্‌রোগে প্রভৃতি কঠিন পীড়ার উৎপত্তি হয়। উপাসনা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা ছাপা থাকিবে এই নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩৮৭। বাবু সতীশ চন্দ্র বসু,
কাশীপুর মাইঃ স্কুল ৩১।৩।১০
১২৩৬ " বঙ্কিম বিহারী ঘোষ, করকাই
উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১২৩৭ " অন্নদা চরণ সেন, পাতিয়া ঐ
৩৭০ গোবিন্দ চন্দ্র দাস হেঃ পঃ
তেঁতুলিয়া উঃপ্রাঃ স্কুল ঐ
১২৩৮ " প্রমথনাথ মাইতি, হারিবেড়া ঐ
১২৩৯ " এস, সি, মুখোপাধ্যায় হরধাম
৩৮৬ " হেঃ মাঃ আমলা
সদরপুর হ.ই স্কুল ৩০।৪।১০
১২৪০ " বিভূতি ভূষণ সিংহ ঐ
১২৪১ " কিশোরী মোহন সিংহ মদনপুর স্কুল ঐ
১২৪২ " হেঃ মাঃ ফতেপুর স্কুল ঐ
১২৪৩ " হেঃ মাঃ গড় বাসুদেবপুর মাইঃ স্কুল ঐ
১২৪৪ " মহম্মদ গোলজার আলামীয়া
নিয়ামতপুর স্কুল ঐ
২২৫ " ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, সাইহাটী ২৮।২।১০
১১৮ " সেঃ নলীগ্রাম জয়শঙ্কর মধ্যঃ স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsurah

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৩)

ক্রমবিকাশ সূত্র ধরিয়া এই জীবজগতে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি বিচিত্র, সে সেই জ্ঞানবুদ্ধি বলে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিতে চাহিতেছে, শীত-বর্ষার সহিত বিবাদ করিয়া সেই প্রকৃতিকে উলঙ্গ করত তাহার গর্ভস্থ ধাতু মৃত্তিকা প্রস্তর কাষ্ঠ লইয়া বিশাল আরামস্থান নির্ম্মাণ করিতেছে, গ্রাম নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বজীবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, আর ভাবিতেছে সেই পৃথিবীর অধীশ্বর, কিন্তু সে যে, ঐশ্বরিক শক্তির কণামাত্র পাইয়া প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এতদূর আস্ফালন করিতেছে, তাহাতে প্রকৃতির ভ্রূক্ষেপও নাই, সে আপনার অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া হাসিতেছে ও মৃদুস্বরে কহিতেছে যে, হে মানব! তুমি যে বুদ্ধিবলে আকাশ পাতাল এক করিতে চাহিতেছ, বিজ্ঞান বলে কালে তাহা সম্ভবিত হইলেও তুমি কালের হস্ত হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। তুমি ভূগর্ভ খনন করিয়া, কত রত্ন উদ্ধার করিতেছ, আকাশের গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নিরূপণ করিতেছ, কিন্তু বলিতে পার তোমার এই শরীর মন্দিরে যে প্রাণ অধিবাস করিতেছে তাহার চিরনিবাসস্থান কোথায়? তোমার ন্যায় কোটী কোটী মনুষ্য এইরূপে আসিয়া এই শরীর মন্দিরে বসিয়া, তোমার ন্যায় রক্ত মাংসের ক্রীড়া পুত্তলি থাকিয়া কোথায় চলিয়া গেল! একবার অন্তরদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমার প্রাণের আধার এই শরীর মন্দিরে কত জীব বাস করিতেছে উহা তাহাদেরও কি আশ্রয় স্থান নহে? তুমি কত যত্ন, কত কষ্ট করিয়া, তোমার এই প্রাণের আধার শরীরকে আমার বলিয়া তাহার পোষণ করিতে চাহিতেছ, তাহা কি কেবল তোমারই জন্য? না, না, তাহা কেবল তোমার জন্যই নহে, তুমি যে আবরণে আবৃত (স্কিন) তাহা পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, সেই পরমাণুপুঞ্জের সহিত পুঞ্জ পুঞ্জ কীটাণু তন্মধ্যে বাস করিতেছে, তাহাদের গমনাগমনের পথ ঐ অসংখ্য লোমকূপ সকল, উহাদের প্রহরী স্বরূপে ঐ লোমাবলী তাহাদের দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বায়ু যোগে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ সাধন করিতেছে, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, তোমার এই সুন্দর শরীর মধ্যে আরো কতজীব পরমানন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তুমি কর্দ্দম মধ্যে কেঁচুয়ার কিলি বিলি দেখিলে, সর্প ভাবিয়া আতঙ্কিত হও, ঐ দেখ তোমার উদর মধ্যে তাহাদের অপেক্ষাও বৃহত্তর কৃমি সকল সর্পের ন্যায় সপরিবারে তথায় কিলিবিলি করিয়া বেড়াইতেছে, আমাকে তাহাদের জন্য ও তোমার ঐ শরীর হইতে মলসার যোগাইতে হয়। তাই ঐ দেখ তোমার শরীরের সরসতা ও কিরূপে পূর্ণ রাখিতে হইতেছে, তাহার পর আর একটু আগবাড়াইয়া দেখ, পর্ব্বত শিখর হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে যেরূপে সিক্ত রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে কত মীন, মকর কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর জীবগণ ভ্রমণ করিয়া আমার অন্বেষণ করিতেছে, কলহ বিবাদ করিতেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কতরূপ রসরঙ্গ করিতেছে, তোমার দেহস্থিত নাড়ী সকল তাহারই অনুরূপ, মস্তক হইতে উদ্গত হইয়া, জলস্রোতের ন্যায় শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে সেই প্রবাহে কত কীটাণু সন্তরণ দিয়া কতরূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। তোমার এই প্রাণের আধার শরীর একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, ইহাতে জল আছে, স্থল আছে আকাশ বায়ু, তেজ আছে, আবার তদুপর মনবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার আছে, এত গুলি প্রাণী লইয়া তুমি এই শরীর আধারে আমার আমার কাহাকে কহিতেছ।

নির্ম্মল গগনে মেঘরাশি সমাগত হইয়া বজ্র নিনাদ আরম্ভ করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ যেমন চমকিত হইয়া উঠে, প্রকৃতি দেবীর এই হৃদিদারক কথা সকল শ্রবণ করিয়া মানব স্তম্ভিত হইয়া উঠিল, এবং অনতিবিলম্বে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল, কথা ত সমস্তই সত্য, আমি আমার যে শরীরকে "আমার প্রাণের আধার ভাবিতেছি, তাহা যে বস্তুতঃই জঙ্গলময়, সে যে কোটী কোটী কীটাণুর বাসস্থান, আবার তাহাদের সঙ্গে মীন, মকর কুম্ভীরের ন্যায় শত শত জীব তথায় ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, এস্থানে থাকিবার তাহাদের সকলেরই হক্তে মৌরশী পাট্টা আছে, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহারো অধিকার বেদখল করে নাই; তবে তাহার জন্য দাবি আমার করিতেছি!

—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস পি সিংহ পুরাপুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, মহাশয় আইন সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড মেকলে, সার বার্ণিশ পিকক প্রভৃতি মহোদয়গণ এই পদে এক সময়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এত উচ্চ রাজ সম্মান এদেশবাসীর এই প্রথম। এই পদের বার্ষিক বেতন ৭৫ হাজার টাকা এবং সম্মানার্থ ৭টি তোপধ্বনি আছে। ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয় লর্ড মর্লি এই পদে এদেশবাসীকে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট মনোবল, সাহসিকতা ও উদার নৈতিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এদেশবাসিগণ এই নিয়োগে যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া নানাস্থানে সভা করতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদার নৈতিকতার প্রশংসা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে মিঃ সিংহের জীবনী সম্বন্ধে কতকটা জানিবার জন্য কৌতূহল স্বতঃই অনেকের হইতে পারে মনে করিয়া "প্রসূন" পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্র নাথের জীবন বৃত্তান্ত হইতে প্রধান প্রধান কথা গুলি সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রকাশার্থে পাঠাইতেছি:—

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রাইপুর নামক গ্রামে উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থকুলে সন ১২৬৯ সালের ১৩ই চৈত্র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। রাইপুরের এই সিংহ পরিবার বীরভূম জেলার মধ্যে আভিজাত্য ও [illegible] গৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সত্যপ্রসন্নের পিতার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহ। তিনি অতি ধীর ও সংযত ছিলেন। কিছুকাল মুঙ্গেরের কার্য্য করিয়া বর্দ্ধমানে সদর আমিনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র এবং তিন কন্যা, তন্মধ্যে দুই পুত্র শৈশবে প্রাণত্যাগ করে। সিতিকণ্ঠ তাঁহার সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। পুত্র ও কন্যা সকলকেই তিনি সমানভাবে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিজ গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্কুলটী একমাত্র সত্যেন্দ্র প্রসন্নেরই অর্থ সাহায্যে এখন [illegible] থাকিয়া তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তিনি পুত্রদের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিতেন, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুচিভাবে থাকিতেন। তাঁহার পত্নী মনোমোহিনী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিহিত বহরান গ্রাম নিবাসী মাধবলাল দাসের কন্যা। মনোমোহিনী রূপে গুণে উপযুক্ত স্বামীর যথাযোগ্য সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। খুব একটী বৃহৎ পরিবার মধ্যে থাকিয়াও তিনি জীবনে কখন কলহ জানেন নাই। দাসদাসীবর্গকেও

কখন উচ্চবাক্য বলিতেন না। মনোমোহিনী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন, এমন কি পুত্রগণ সমক্ষেও কখন উন্মুক্ত মস্তকে থাকিতেন না। তিনি আদর্শগৃহিণী ছিলেন, কখনও কাহাকে রূঢ় কথা না বলিয়া অত বড় পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। শিতিকণ্ঠ ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে এবং মনোমোহিনী ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে লোকান্তর গমন করেন। ইহাঁদের বিবিধ সৎগুণরাজিই তাঁহাদের সন্তানগণকে মানব সমাজের উচ্চস্তরে স্থাপন করিতে পারিয়াছে। শিতিকণ্ঠের পরলোক গমনের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রমাপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পরিবারবর্গের অভিভাবক হইলেন। রমাপ্রসন্ন বাবু বহুকাল যাবৎ বীরভূমে সরকারি উকিলের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থ পরোপকারে ব্যয়িত হইত। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত পড়াইয়া তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন বিলাতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। শিতিকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র দেবেন্দ্র প্রসন্ন বাটীতে অবস্থান করিয়া বিষয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। চতুর্থ পুত্র নরেন্দ্রপ্রসন্ন বীরভূম জেলা স্কুল হইতে পনর টাকা বৃত্তি সহ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল পরে ইনি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে সত্যেন্দ্র প্রসন্নের সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে আই এম এস উপাধি পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন। দক্ষতাগুণে যথাসময়ে মেজর উপাধি পাইয়া একণে অবসর গ্রহণ করিয়া সপরিবারে বিলাতে বাস করিতেছেন। সত্যেন্দ্র প্রসন্নের বয়স যখন দুই বৎসরমাত্র তখন তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। মাতা মনোমোহিনী অভিভাবিকা থাকিলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসন্নই সকলের অভিভাবক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন শৈশবে মার নিকট থাকিয়া স্বগ্রামে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তারপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসন্ন বাবুর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বীরভূম জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিবার নিয়ম ছিল। বীরভূম জেলা স্কুলে তখন স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সোম হেড মাষ্টার। তিনি স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া কোন ছাত্রকে ভর্ত্তি করিতেন না। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে পরীক্ষা করিবার জন্য একখানি ইংরাজী খবরের কাগজের কিয়দংশের মর্ম্মার্থ বুঝাইতে আদেশ করেন। সত্যেন্দ্র একবার মাত্র নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আবৃত্তি করিলেন এবং প্রকৃত মর্ম্ম অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। হেড মাষ্টার মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় স্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সোম মহাশয় একজন আদর্শ হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ বীরভূম স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মত শাসননিপুণ হেড মাষ্টার আজিকালিকার কালে আর বড় পাওয়া যায় না। তাঁহার শাসন ও শিক্ষা প্রভাবে বীরভূম স্কুল যাবতীয় মফঃস্বল স্কুল সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এখনও বলিয়া থাকেন Dear Birbhum School, but dearer Shib Babu বীরভূম স্কুল প্রিয় বটে কিন্তু তদপেক্ষা প্রিয়তর শিববাবু।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন যেমন অসাধারণ স্মৃতি ও মেধাশক্তি সম্পন্ন, তেমনি অতিশয় পরিশ্রমেও অভ্যস্ত ছিলেন। আমোদ প্রমোদের প্রলোভন তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পাঠালোচনা হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। জিলা স্কুলের বর্ত্তমান হেড মাষ্টার স্বনামখ্যাত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর সত্যেন্দ্র প্রসন্নের সহপাঠী। বন্ধু বৎসল সত্যেন্দ্রনাথ এখনও পূর্ব্বের মত সমভাবে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। শৈশবের প্রীতি ভালবাসা বয়সের সহিত আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময় ইহাঁদের একটা ছাত্র সমিতি ছিল। একটী কুলগাছের তলায় প্রায়ই এই সমিতির বৈঠক হইত। এজন্য সকলে ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "কুলতলাক্লাব"। এই ক্লাবে তাঁহারা রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার গল্পগুজব করিতেন, এমন কি কীর্ত্তনের গান পর্য্যন্ত করিতেন। রায় বাহাদুর রসময় মিত্র এখন কীর্ত্তন গানে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ক্লাবে নাটকাদির আংশিক অভিনয় হইত। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করিতেন। কুলতলা ক্লাবের স্মৃতি সত্যেন্দ্রের হৃদয় হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। সত্যেন্দ্র ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ১০ টাকা বৃত্তিসহ বীরভূম স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে সময় যোল বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্রগণের পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার না থাকায় তাঁহাকে এই বয়স লইয়া গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল। তারপরে যথাসময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে ল[illegible] করিয়া খুব প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। নরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র উভয় ভ্রাতারই শৈশবকাল হইতে বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সত্যেন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার মাজিগ্রাম বাসি কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনীকে বিবাহ করেন। সত্যেন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন সেই সময়ে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে নরেন্দ্রপ্রসন্নের সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ড গিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বাবধি বয়স লইয়া গোলমাল থাকায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ইংলণ্ডের লিন্কন্স ইনে প্রবেশ করিয়া তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তার পরে তিনি আইন সম্বন্ধীয় যাবতীয় পরীক্ষায় পুরস্কার সহ উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আইনের অধ্যাপক ও পরীক্ষকগণ তাঁহার আইন জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া এতদূর সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ৭ই জুলাই তারিখে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারি সনন্দ দান করেন। ইংলণ্ডে তাঁহার ছাত্রাবস্থায় কিরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল তাহা একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। একবার এক বৃদ্ধ সলিসিটার তর্ক্তের অনাটন বশতঃ অর্থলাভের আশায় এক পুরস্কার পরীক্ষায় উপস্থিত হন। কিন্তু পরীক্ষাগৃহে অপরাপর বহু ছাত্রগণের সহিত সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে উপস্থিত দেখিয়া হতাশ হইয়া প্রস্থান করেন। বৃদ্ধ সলিসিটার বুঝিয়াছিলেন যে, সত্যেন্দ্র বালক হইলেও তাঁহাকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করা তাঁহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। বিলাতে অবস্থানকালে সত্যেন্দ্র লাটিন জার্ম্মান, ফরাসি ও স্পেনিয় ভাষা শিক্ষা করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। এই সময়ে স্বর্গগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সূত্রে সিটি কলেজের আইনের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। পাইকপাড়ার রাজবংশের কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরও যথেষ্ট সাহায্য করিতে থাকেন। ইহা ছাড়া যাদবচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার গাঙ্গুলী প্রভৃতি তাঁহাকে ব্যবসায় কার্য্যে যথেষ্টরূপ সাহায্য

করেন। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় বলিয়াছিলেন—Mr. Sinha is marked for a great man অর্থাৎ মিঃ সিংহ একদিন একজন বড়লোক হইবেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন তেজস্বী জজ নরিস সাহেব একদিন বলিয়াছিলেন—Mr. Sinha will be Mr. Bonerjee one day. অর্থাৎ মিঃ সিংহ এক দিন মিঃ বনার্জ্জি হইবেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে হাই-কোর্টের এটর্ণি কার সাহেবের মোকদ্দমার সতে প্র প্রসন্নের অসাধারণ তর্কশক্তি ও গভীর আইন জ্ঞানের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই অসাধারণ আইনজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউনসেলের পদে নিযুক্ত করেন। ইহার পরে তিনি এডভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইতি পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন ভারতবাসীই এই পদ স্থায়িভাবে প্রাপ্ত হন নাই। সম্প্রতি তিনি ভারত সম্রাট্ কর্ত্তৃক গবর্ণর জেনারেলের মেম্বর বা ব্যবস্থা সচিবের সমুচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোন ভারতবাসীই ইতিপূর্ব্বে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীঃ—

এখন আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থদেহে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যথাযোগ্য ভাবে সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখুন ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন।

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

তাঁহার দিগ্বিজয় সময়ে মুম্মুনি প্রভৃতি সম্রান্ত রাজারাই রাত্রিকালে প্রচণ্ড চাণ্ডালদের সহিত একযোগে সেনাবাসের বাহিরে চারিদিকে ঘুরিতে থাকিয়া তাঁহার প্রহরীর কার্য্য করিতেন।

এবার ঐ রাজা পূর্ব্বদিকে নিজের বিনয়াদিত্য এই নামটী খ্যাপন করিয়া ঐ নাম সঙ্কেতে বিনয়াদিত্যপুর নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন।

অধিক অভিমানে হঠাৎ বেশী সাহসের কার্য্য করিতে গেলে অতিবড় রাজাদেরও সম্পদ সন্দেহ-দোলায় আরোহণ করে। তাহার উদাহরণ ঐ রাজাধিরাজ জয়াদিত্য। একদিন কএকটী বাছা বাছা সৈনিককে ব্রহ্মচারী সাজাইয়া তাহাদের সঙ্গে নিজেও ব্রহ্মচারী সাজিয়া পূর্ব্বদিকের অধীশ্বর ভীমসেনের দুর্গে নিঃশঙ্কে ঢুকিয়াছিলেন। রাজ্যে বহু দিন হইতেই জয়াদিত্যের পূর্ব্ববৈরী অজ্ঞের ভ্রাতা তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকিয়া বাস করিত। সে জয়াদিত্যের পূর্ব্বদিকে আগমনাবধি গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, এখন তাঁহাকে গোপনে দুষ্ট অভিসন্ধিতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজাকে গিয়া জানাইল।

অজগর দশায় পতিত নহুষ রাজা যেমন ভীম পরাক্রমশালী মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে জড়াইয়াছিলেন, সেইমত জয়াদিত্য পরাক্রান্ত রাজা হইলেও তাঁহাকে পূর্ব্বরাজ্যের ভীমসেন সুযোগ পাইয়া হঠাৎ বাঁধিয়া ফেলিলেন। সেই বীরজনের অগ্রেসর নরনাথ জয়াদিত্য এইরূপ অনুচিত বন্ধন দশায় পড়িলে, পৌরুষের প্রতিকূল দুর্দৈবই মাথা তুলিলেন বলিয়া বিবেচনা হইল।

সেই অভাবনীয় বিপদে পড়িয়াও জয়াপীড় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না বরং সতত উন্নতি কাম বলিয়াই বিপদ কাটাইবার নানারূপ উপায় ভাবিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সেই রাজ্যে জন সাধারণের এমন কি রাজারও ভয়াবহ লুতা রোগ রূপ আপদ আসিয়া জুটিল।

সেই রোগীকে একবার যে ছুঁইতেছিল তাহাকেও রোগ আক্রমণ করিয়া শেষে সংহার করিতেছে ইহা দেখিয়া ক্রমে যাহারই ঐ রোগ জন্মিল তাহাকে তাহার বন্ধু বান্ধবেরা দূরে ফেলিয়া আসিতে লাগিল।

জয়াপীড় বন্ধন দশায় থাকিয়া যেমনি ঐ সংবাদ শুনিলেন অমনি তাঁহার মুক্তির উপায় অবধারণ হইল। তিনি নিজভৃত্যের দ্বারা গোপনে একটি বস্তু সংগ্রহ করিলেন এবং সেই সকল পিত্তবর্দ্ধক বস্তু ভোজন করায় তাঁহার পিত্ত কুপিত হইল। তিনি জ্বরী হইয়া পড়িলেন ও তেকাটার আটা মাখিয়া অঙ্গে দূষিত ব্রণ বাহির করাইলেন।

এদিকে বিপক্ষ ভীমসেন ও রক্ষকদের মুখে রাজার অবস্থা শুনিয়া লুতাক্রান্ত বলিয়াই বুঝিলেন এবং নিশ্চয়ই বাঁচিবে না শুনিয়া দেশের বাহির করিয়া দিলেন।

মূর্খেরা সর্ব্বদা শাস্ত্ররূপ পাদপের উপহাস করে বলিয়া ঐ বৃক্ষ তাহাদের কাছে কখন অঙ্কুরেরও প্রকাশ করে না কিন্তু পণ্ডিতের বিপদ ঘটিলে ঐ বৃক্ষ সুফল প্রসব করিয়া অভাগ্য দূর করিয়া দিয়া থাকে।

ঐ সময় বিদ্বান্ ও পরাক্রমশালী মায়াবী নেপালাধিপতি অরমুড় ছদ্মবেশে তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

জয়াপীড় তাঁহার রাজ্যে যখন প্রবেশ করে তখন সে অভ্যর্থনা কিছু না করিয়াই দূরে চলিয়া গেল দেখিয়া তিনিও সসৈন্যে যে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন তাহাতে ঐ পথের মধ্যবর্ত্তী রাজাদের পরাজয় করা তাঁহার জন্য উদ্যোগে নিষ্পাদন করিতে হয় নাই, কারণ নেপাল রাজের অনুসরণ উপলক্ষ্যে উহা সহজেই ঘটিয়াছিল।

নেপালেশ্বর কখন গোপন ভাবে চলিতেছেন কখন বা কোন দেশে দূর হইতে তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল। শোন পাখী যেমন পাররার অনুসরণে এক বাসা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বাসা গাছের ডাল খোঁজ করে সেইমত জয়াদিত্যও পলায়িত শত্রুর অনুসরণে বাহির হইয়া একদেশ হইতে আর একদেশে এইরূপ চলিতে লাগিলেন।

শেষ যখন আর নেপালেশ্বরের কোন খবর পাওয়া যাইল না, তখন জয়াদিত্য দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া বিশ্রামের জন্য নিকটবর্ত্তী সাগরের তটে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন।

আমাদের সন্তান সন্ততি-দের শিক্ষা (৪)

এক সময়ে আমার কোনও স্নেহভাজন আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার আর চারিটী বন্ধু একত্রে কোন একটি বড় বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, বাড়ীর প্রাঙ্গনের চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার পর ঐ বাগান বাড়ীটীতে কত বিঘা জমি আছে একথা একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সকলেই অনুমান করিয়া এক একটী উত্তর দিলেন। উত্তর কিন্তু কাহারও ঠিক হয় নাই। সাড়ে চারি বিঘা বাড়ীটীর পরিমাণ কেহ দশ বিঘা, কেহ [illegible], কেহ আট বিঘা বলিলেন। সাত বিঘার কম কেহই বলেন নাই। ঐ কয়জনের মধ্যে বয়ঃস্থ সকলেই এবং অশিক্ষিত কেহই ছিলেন না।

স্নেহভাজন বলিলেন [illegible] সময় বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর [illegible] সাহেব তাঁহাকে একটি গৃহ কত হাত লম্বা হইবে অনুমান করিয়া বলিতে বলেন, সাহেব ও তিনি উভয়েই গৃহ মধ্যে ছিলেন। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে স্নেহভাজন বলিলেন গৃহটী ১৮ ফুট লম্বা হইবে। সাহেব ঐ কথায় "তা নয় অনেক বেশী হইবে" বলিয়া পরের কথাটি খাটাল [illegible]। এবং তৎপরে [illegible] লম্বালম্বি একদিকের ভিত হইতে আর এক দিকের ভিত পর্য্যন্ত সমান পাদ বিক্ষেপে মাপিয়া

বলিলেন ঘরটি ১৮ হাত লম্বা হইবে। এই কথা বলিয়া যেহ ভাজনের মুখের দিকে একটু তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক ভাবে দৃষ্টি করিলেন। স্নেহ ভাজন অপ্রতিভ হইয়া সাহেবকে বলিলেন, "আমাকে মাপ করিবেন, আমি ১৮ কিউবিট (হাত) বলিতে ১৮ ফুট বলিয়া ফেলিয়াছি"

সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ গৃহস্থকে ক্রয় করিতে হয়। অনেক সময় অনেক জিনিষ মাপ বা ওজন করিয়া কিনিবার সুবিধা হয় না, কুং করিয়া কিনিতে হয়। কাঠের গুঁড়ি বা চেলা কাঠ গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া বেপারীরা বিক্রয় করিতে আইসে। ঐ কাঠের গাড়ী দরদাম করিয়া কিনিতে হইলে গাড়ীতে কত কাঠ আছে কুং করিবার আবশ্যক হয়। অযথা বেশী করিয়া কুং করিলে ঠকিতে হয়। এবং অযথা কম করিলেও কুং মত দরে কিনিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় অনেক গৃহস্থকে এইরূপ ব্যাপারে ঠকিতেই হয়। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, সংসারাশ্রমে গৃহস্থকে এইরূপে অনেক কাজ করিতে হয়।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় লোকে মাপ এবং ওজন সম্বন্ধে খুবই ভুল করিয়া থাকে। একটা তাল গাছ, একটা বাঁশ কত হাত উঁচু বা লম্বা উহা অনেকেই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। সুক্ষ্মরূপে ঠিক করিবার কথা বলিতেছি না কতকটা কাছা কাছি যায় এরূপ ভাবেও বলিতে পারে না। চৌদ্দ ছটাক মাছ আঠার ছটাক আঁচ করিয়া সেই মত দরে কেনেন এমন লোকও অনেক আছেন।

এ সকলই শিক্ষার ত্রুটি. ছেলেবেলা হইতে ছেলেদের যদি এ সকল বিষয়ে নিয়ম মত শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে এরূপ ত্রুটির অনেকটাই পরিহার হইতে পারে। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাড়ীর প্রাইভেট শিক্ষককে ছেলেদের এইরূপ শিক্ষা নিয়ম মত ব্যবহারিক ভাবে দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত শিক্ষক ছেলেদের এই ভাবের শিক্ষা দিতেন। তাহার ফলে তাঁহার বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা ওজন ও মাপ সম্বন্ধে অনেকটা ঠিক ঠিক বলিতে সক্ষম হইত। একখানা ইট বা এক খণ্ড প্রস্তর ছেলেরা হাতে করিয়া উহা কত ভারি হইবে পরস্পরে অনুমান করিল। অনুমান কাহার কতটা ঠিক হইয়াছে বুঝিবার জন্য সেই জিনিষটা বাটখারা দিয়া পাল্লায় ওজন করা হইল। এইরূপ অভ্যাসে ছেলেদের জিনিসের গুরুত্ব সম্বন্ধে 'আঁচ' অর্থাৎ অনুমান অনেকটা ঠিক হইয়া যাইত। এই জমিটা কত হাত লম্বা হইবে জিজ্ঞাসা করায় ছেলেরা আঁচ করিয়া সকলেই এক একটা উত্তর দিল। কাহার উত্তর কতটা ঠিক হইয়াছে বুঝিবার জন্য মাপ কাঠির দ্বারা মাপিয়া দেখা হইল। এইরূপ অভ্যাসে ছেলেদের ওজন ও মাপ অনুমান করিয়া বলিবার ক্ষমতা জন্মিত।

অনেকের এমন অভ্যাস আছে ছেলেদের পড়া শুনা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তাহাদের ঠকাইবার মত প্রশ্নই করিয়া থাকেন। ভূদেব বাবু ইহার বিরোধী ছিলেন। এ সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে একদিন তিনি তাঁহার প্রাইভেট শিক্ষককে বলেন, ছেলেদের কেবলই ঠকাইবার মত প্রশ্ন করিলে তাহাতে উহাদের নিরুৎসাহ হয়। ছেলেদের পরীক্ষা লওয়াও হয় অথচ উহাদের নিরুৎসাহ না হইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এমন ভাবের প্রশ্ন সকল উহাদিগকে করা উচিত। আমি একবার কোন স্কুল পরিদর্শনে গিয়া ছোট ছোট ছেলেদের ভূগোলের পরীক্ষা লওয়ার জন্য ইউরোপ এসিয়ার মানচিত্র টাঙ্গাইতে বলিলাম। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি ইটালী দেখাও দেখি, সে আগ্রহের সহিত উঠিয়া আসিয়া ইটালী দেখাইল; আর এক জনকে বলিলাম তুমি দেখাও দেখি জাপান, সে সহজেই জাপান দেখাইল। এইরূপে আরও দু পাঁচ জন ছেলেকে খুব সহজ সহজ কয়েকটি প্রশ্ন করিলাম। সকলেই ঠিক ঠিক উত্তর করিল। তাহাদের মনে খুব উৎসাহ ও আনন্দ হইল। ইন্সপেক্টার একজামিন করিতে আসিয়াছেন, যে কয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা সকল গুলিরই উত্তর করিতে পারিলাম এই ভাবিয়া পাছে সেই উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে ছেলেদের একটুও অভিমান জন্মে এই আশঙ্কায় শেষ প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা ক্রিমিয়া দেখাও দেখি। কোন ছেলেই পারিল না। আমিও পরীক্ষা ঐ স্থানে শেষ করিলাম।

বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা, ব্যবহারিক ভাবের শিক্ষা যাহা আজ কালের ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে সমধিক মাত্রায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ শিক্ষা ভূদেব বাবু তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের দিতেন। পাঁটা একটা বলি হইলে সেইটা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার বাড়ীর ছেলেরা খুব ছেলে বেলায়ই শারীর বিধানের কিছু কিছু শিক্ষা পাইয়াছে। গাড়ী দেখিয়া ষ্টীম ইঞ্জিনের মোটামুটি শিক্ষা তাঁহার বাড়ীর ছেলেরা ছোট বেলায়ই পাইয়াছে। তিনি বাড়ীর ছেলেদের যখন যাহা দেখাইয়াছেন তাহা হইতেই কিছু না কিছু তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন।

শ্রীদীননাথ ধর, চুঁচুড়া।

কিণ্ডারগার্টেন।

'কিণ্ডার গার্টেন' শিক্ষা প্রণালী যখন সমস্ত সভ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আমেরিকা ও জর্ম্মনীর মত সরস্বতীর প্রিয়লীলা ভূমিতে যখন এই শিক্ষার এত আদর হইয়াছে, তখন ইহা আমাদের দেশে যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য সকলের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক, 'কিণ্ডার গার্টেন' শিক্ষা কি এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? "শিক্ষক সহচর" প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত আছে যে এই শিক্ষা দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ত্রিবিধ উপকার সাধিত হয় ইত্যাদি। অনেকে ঐ ভাবেরই উত্তর দিয়া থাকেন। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা দ্বারা কিরূপে যে এই ত্রিবিধ উন্নতি সংসাধিত হয়, তাহা অনেকেই আদৌ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। সরকার বাহাদুর যে উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য এত অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ততটা সার্থক হইতেছে না। সাধারণ লোকে অনেকে বলিতেছে, গোরুর বিষয়, বিড়ালের বিষয়, ফলের নাম, ফুলের নাম আদি শিক্ষা করিয়া আমাদের ছেলেদের লাভ কি? উহা কি আমাদের ছেলেরা জানেনা? গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার স্রোত হ্রাস করিবার জন্য এই এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষক যখন পাওয়া যাইবে তখন আর গবর্ণমেণ্টের প্রতি ওরূপ অযথা দোষারোপ থাকিবে না। কোন একটা নূতন প্রণালী অনুসারে কাজ কিরূপ হইবে তাহা বুঝিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রণালী দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি যে কি পরিমাণ সাধিত হইবে তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইলে এখনও অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

একটি কথা এ স্থলে বলিবার আছে। সরকার বাহাদুর যে সমস্ত পরিদর্শক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা এ শিক্ষার উপযোগিতা, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন ইহাই প্রার্থনীয়। বিষয়টি বেশ উপলব্ধ না হইলে ইহার উপর অনুরাগ জন্মিবে না। আবার শিক্ষক বা পরিদর্শক কর্ম্মচারি গণের জন্য

যে সব পুস্তক সরকার বাহাদুর বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিবেচনায় যেন বাহুল্য রূপে কিছু লেখা নাই যাহা আছে তাহাতে আমাদের ত তেমন সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয় না। এমন একখানি পুস্তক হওয়া প্রয়োজন যে তাহাতে বিশেষ রূপে লিখা থাকিবে কিরূপে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী শিক্ষা দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। উদাহরণ দিয়া উহা স্পষ্ট করিয়া না দেখাইয়া দিতে পারিলে উহা হৃদয়ঙ্গম করা অনেকেরই বোধ করি সুসাধ্য হইবে না। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ঐ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা ঐরূপ পুস্তক লিখিত না হইলে ফলদায়ক হইবে না।

শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু হেড মাষ্টার কাঁকড়া মধ্য ই· স্কুল।

ভাটপাড়া পরীক্ষা সমাজ।

ভাটপাড়া পরীক্ষা সমাজে গবর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা প্রতি বৎসর গৃহীত হইয়া থাকে। স্থানীয় ও বিদেশীয় বহুসংখ্যক ছাত্র ঐ স্থানে পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া দুই দিবস পরীক্ষা দিয়া থাকেন। বিদেশীয় ছাত্রদিগের আহার ও বাসস্থানাদি সমাজ হইতে দেওয়া হয়। এই সমাজ শিক্ষিত ধনিগণের সাহায্যেই চিরদিন ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বর্ষের ২০শে ও ২১শে চৈত্র দুই দিবস পরীক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় শতাধিক ছাত্র ১৮ই চৈত্র হইতে ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া সমাজ হইতে আহার ও বাসস্থান পাইয়াছিলেন। বৈদ্যপুর নিবাসী শিক্ষিত ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয় নিজমাতৃ-স্বর্গলাভ কামনায় এই ছাত্রদিগের আহারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ছাত্রদিগের উৎসাহার্থ ৩টি মেডেল দিতে প্রস্তুত আছেন। টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়, মেদিনিপুর মুগবেড়িয়া গ্রামবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ, ইটেচনা গ্রামবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ কুণ্ডু, ক·পল্লীর শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় (মোক্তার) শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সুর ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ দাস মহোদয়গণও এই সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিয়াছেন। কাঁকিনাড়া কাগজকলের ম্যানেজার মহোদয় পরীক্ষায় যে কাগজের প্রয়োজন হয়, তাহা সরবরাহ করিয়া থাকেন। সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে এই দান প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি বিদ্যানুরাগী ধনী মহোদয়গণ এইরূপ সহানুভূতি দ্বারা পরীক্ষা সমাজকে পুষ্ট করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সহঃ সম্পাদক ভাটপাড়া পরীক্ষাসভা।

এডুকেশন গেজেট

১৭ই বৈশাখ ১৩১৬ সাল ইং ৩০শে এপ্রেল ১৯০৯ সাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ

আগামী ৫ই জুলাই এই কলেজ খোলা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, কলিকাতা হাইকোর্টের তিনজন জজ, বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল, হাইকোর্টের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট উকীল, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের লিগাল রিমেমব্রান্সার, আইন ফ্যাকালটির তিনজন প্রতিনিধি, "ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটির" একজন প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইন কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলেজের প্রোফেসরগণের দুইজন প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিচালক কমিটী গঠিত হইবে। কলেজ এই পরিচালক কমিটীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিবে।

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বাগচি বি এ (কণ্টাব) এল এল ডি (ডবালন) ব্যারিষ্টার এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রোফেসর বাবু গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম এ বি এল এবং বাবু হারাধন নাগ (বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব ল লেকচারার) সহকারী প্রোফেসর—মিঃ হরেন্দ্র নাথ সেন এম এ বি এল ব্যারিষ্টার, মিঃ সুবোধ চন্দ্র রায় বিএ, এল এল বি [ক ার] ব্যারিষ্টার, মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন এম এ ব্যারিষ্টার, ডাঃ আবদুল্লা অল মামুন সুহ্রাবর্দ্দি এম এ, পি এইচ ডি, এল এল ডি ব্যারিষ্টার, বাবু জ্যোতিঃ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ বি এল [উকিল, হাইকোর্ট] বাবু হর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল [উকিল, হাইকোর্ট] বাবু আশুতোষ মুখার্জ্জি এম এ বি এল [উকিল, হাইকোর্ট], বাবু ব্রজমোহন মজুমদার এম এ বি এল [উকিল, হাইকোর্ট]।

প্রাত্যহিক ভাবে লেকচার সমূহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষিত বিষয়ের রীতিমত অনুশীলন করান হইবে। কলেজের ছুটীর পর ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে কলেজ লাইব্রেরীতে বাসয়া পুস্তক পড়িতে পাইবেন। তাঁহাদের এই পড়া শুনার তত্ত্বাবধান করিবেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় অথবা অধ্যাপকদিগের মধ্যে কেহ।

কলেজের ফী মাসিক ছয় টাকা। মাসিক এক টাকার হিসাবে একবৎসর স্থায়ী আটটি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে চারিটি বৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা অবশিষ্ট চারিটি বৃত্তির জন্ত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। সেই পরীক্ষার ফলানুসারে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল ছাত্র এই বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইবেন ঐ সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী জুলাই মাস হইতেই হিসাব করিয়া তাঁহাদের বৃত্তি দেওয়া হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বৃত্তি, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তির পর যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, সেই পরীক্ষার ফলানুসারে দেওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইন কলেজে অন্যূন একবৎসর কাল যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। ঐ বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৩২ টাকা এবং দুই বৎসর স্থায়ী। আইনের শেষ পরীক্ষার ফলানুসারে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইবে। ঐ পরীক্ষায় যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন এবং কলেজের অধ্যক্ষের আদেশ ও উপদেশের অনুযায়ী থাকিয়া যাঁহারা এম এল পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকিবেন তাঁহারাই ঐ বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে সকল ছাত্র পিতা মাতা বা অপর কোন অভিভাবকের সহিত একত্র বাস করেন না তাঁহাদের জন্য কলেজে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। ঐরূপ ছাত্র অর্থাৎ যাঁহাদিগকে কলেজ বোর্ডে থাকিতে হইবে তাঁহাদের উহার জন্য আবেদন পত্র যেন আগামী ১৫ই জুন বা তৎপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট আসিয়া পৌঁছে।

আবৃত্তি। (৪)

আবৃত্তি করিবার সময় তোমার যে স্বাভাবিক স্বর তাহার বিকৃতি করিও না। তুমি যে ঘরে বসিয়া আবৃত্তি করিবে যদি সে ঘরে কোন গোল-

মাল না থাকে তবে সুস্পষ্ট আবৃত্তি করিতে পারিলে ঘর বড় হইলেও তোমার অনুচ্চ স্বরও সকলের শ্রুতিগোচর হইবে। সুতরাং ঘর ছোটই হউক আর বড়ই হউক সেখানে বক্তৃতা করিবার সময় প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই, যেন সেখানে গোলমাল না হইতে থাকে। কোন খালি ঘরে তোমার একজন বন্ধুকে বসাইয়া তাঁহার সমক্ষে বক্তৃতা করিতে অভ্যাস কর। যদি দেখ ওই খালি ঘরে তোমার বন্ধু তোমার কথাগুলি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন তবে জানিও যে, জনপূর্ণ ঘরে গোলমাল না থাকিলে তোমার কথাগুলি সকলে আরও সহজে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইবেন। বক্তৃতা করিবার সময় লক্ষ্য রাখিও যে গোলমাল প্রভৃতি বাধা হেতু তোমার একটি কথা বা বাক্য শ্রোতৃবর্গের অশ্রুত না হয়। যদি দেখ সেরূপ হইল তবে সেই বাক্য বা সেই কথার আবার আবৃত্তি করিবে। আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বার বলিও এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে নিস্তব্ধতা না হওয়া পর্য্যন্ত অপর বক্তব্য বলিতে নিরস্ত থাকিও।

একটি ঘরের মধ্যে বক্তৃতা করিবার সময় তোমার কথা গুলি শ্রোতৃবর্গ ও সকলেই শুনিতে পাইবেন এরূপ ইচ্ছা যদি তোমার হয় তবে তোমা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যে শ্রোতা বসিয়া আছেন, তোমার কথাগুলি যেন তাঁহাকেই শুনিবার জন্য বলিতেছ এইরূপ ভাবেই কথা কহিও। ঘর ছোট না হইলে পুস্তক অথবা লেখা কোন কাগজ পড়িয়া বক্তৃতা করিবার সুবিধা হয় না। বড় ঘরে উহাতে অসুবিধা হয়। সকলে সকল কথা শুনিতে পান না অথবা বুঝিতে পারেন না। অনেক শ্রোতাদের মধ্যে তুমি যদি কোনও পুস্তক বা হস্তলিপি পড়িতে থাক অথবা মুখে বক্তৃতা করিতে থাক তবে দেখিবে কোন কোন শ্রোতার তোমার ঐ বক্তৃতা ভাল লাগিতেছে।

তোমার কথা যাঁহাদের ভাল লাগিতেছে বলিয়া তোমার মনে হইবে তুমি তাঁহাদের দিকেই মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতা করিতে থাকিবে। যাঁহাদের উহা ভাল লাগিতেছে না মনে হইবে তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বক্তৃতা করিবার আবশ্যক নাই।

বক্তৃতার মধ্যে কোথাও ক্রোধ বা করুণ ভাবের উদ্দীপনা করিতে হইলে সামান্যাকারে আবশ্যক মত অঙ্গভঙ্গী এবং স্বরের বিকৃতি করিও বাড়াবাড়ি কিছু করিও না। আবৃত্তি বা বক্তৃতার সম্বন্ধে এতাবৎ যাহা দেখা হইল তাহা সুলে একটু উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের শিখাইবার পক্ষে কোনই বাধা হয় না।

যাঁহাদিগকে অনেক সময় নিয়মিত বক্তৃতা বা লেকচার দিতে হয় তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মিঃ বার্ণেট কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

(১) যে ঘরে তাঁহারা শয়ন করিবেন সেই ঘরে যেন আলো ও বাতাস ভালরূপ খেলে, যেন জানালা খুলিয়া শয়ন করেন। (২) যতদূর সম্ভব নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় শরীরের ঊর্দ্ধভাগের বিস্তার না করিয়া অধোভাগের বিস্তার করিবার অভ্যাস করিবে। মাস কয়েক করিলেই এইটি অভ্যাস হইবে। পড়িবার সময় অথবা কথা কহিবার সময় ঐ অভ্যাস করিবে না। (৩) মুখ এবং ফুসফুসের ব্যায়াম করিবে। এই ব্যায়ামের সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে (ক) ২০ সেকেণ্ডের অনধিক কাল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে অভ্যাস কর। (খ) ১০ সেকেণ্ডের বেশী দম রাখিও না। এক এক দমে যত গুলি কথা বলিবে উহা যেন ১০ সেকেণ্ডের অধিক কালের জন্য না হয়। (গ) ২০ সেকেণ্ডের অধিক কাল একই রকম সুরে কথা কহিও না। (ঘ) যতদূর সম্ভব মুখ বাড়ান করিয়া কথা কহিতে অভ্যাস করিও মুখ সঙ্কুচিত করিয়া কথা কহিও না। জিহ্বা যেন বাহির না হয়। উহা মুখের ভিতরে গুটাইয়া রাখিতে অভ্যাস করিও। (৪) সব কথা গুলি যেন সুস্পষ্ট এবং ধারাল হয়। এক একটি কথা মুখ হইতে বাহির হইতেছে, যেন এক একটি বন্দুকের গুলি বাহির হইয়া তোমার সম্মুখস্থ দেওয়ালের গায়ে গিয়া লাগিতেছে এরূপ হয়।

(৪) অনেকক্ষণ ধরিয়া স্বর উচ্চ রাখিও না, মাঝে মাঝে নামাইয়া ফেলিবে। যদি গলায় ঘা থাকে কিংবা সর্দ্দি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে স্বর আরও নরম করিবে। (৫) বক্তৃতা করিবার সময় অধিক পরিমাণে পানীয় ব্যবহার করিও না। যদি বেশী পিপাসা পায় তাহা হইলে খুব অল্প পরিমাণে জল মাত্র খাইও। গরমের সময় ২।৩ বার কুলকুচা করিয়া জল ফেলিয়া দিও, (৬) পুস্তক অবলম্বনে যদি কোনও কথা বলিবার থাকে তবে পুস্তক দেখিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিও, (৭) টাইট কলার অথবা ওয়েষ্ট কোট পরিয়া বক্তৃতা করিও না। (৮) গোলমাল হইতেছে যদি দেখ তবে একটা কথা বা বাক্য দুইবার বলিতে হয়, তাহাও বলিও কিন্তু গোলমাল ছাপাইবার জন্য স্বরে উচ্চ করিয়া কথা কহিও না। (৯) বক্ষঃস্থল, ঘাড়, এবং গ্রীবার পেশী সমূহের প্রসরতা সাধন জন্য সহজ সহজ ব্যায়াম করিবে। ব্যায়াম করিবার সময় কথা কহিবে না, অথবা গান করিবে না। খোলা জায়গায় ব্যায়াম করিবে। যদি ঘরের ভিতরে করিতে হয় তবে যে ঘরে আলো ও বাতাস ভালরূপ খেলে সেইরূপ ঘরে করিবে।

ভারতের বিজ্ঞান সমিতি (২)

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, আমাদের এই সমিতি যেরূপ ধরণের, সমগ্র ভারতে সেরূপ ধরণের সমিতি আর একটিও নাই। এই সমিতিতে রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে দেশীয় ইউরোপীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই সহানুভূতি দেখাইয়া থাকেন। সমিতি হইতে যে সকল ছাত্রকে বিজ্ঞান শিখিবার জন্য বিদেশে পাঠান হইয়াছে, মিঃ ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানী এবং আপকার কোম্পানী সেই সকল ছাত্রের জাহাজ ভাড়ায় যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই সাহায্যটুকু ইঁহারা যদি না করিতেন তাহা হইলে প্রতি বৎসর আমরা যত ছাত্র বিদেশে পাঠাইতেছি কোনক্রমেই তত পাঠাইতে পারিতাম না। কারণ, সমিতি হইতে পাথের এবং বৃত্তি দিয়া যতগুলি ছাত্র পাঠাইতে পারা যায় তাহাদের সংখ্যা একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় মধ্যে আবদ্ধ। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা সমিতির ক্ষমতায় কুলায় না। অনেকগুলি খৃষ্টীয় যুবক সমিতি এবং উদারহৃদয় অনেক ইউরোপীয়, আমেরিকাবাসী এবং জাপানী ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের সমিতি হইতে বিদেশে প্রেরিত যুবকদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

সামান্য ছোট খাট শিল্প সম্বন্ধে অনেকটা কাজ করিতে পারা যায়। আমাদের সমিতি হইতে প্রেরিত ছাত্রগণ বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ঐরূপ সামান্য সামান্য দশ প্রকার শিল্পে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এখনই আপনারা জানিতে পারিবেন। দেশলাই, পেন্সিল, বোতাম, পসিলেন, চামড়া, সাবান, রঙ, বিস্কুট, মাদুর এবং ছাপার কালি—এইগুলি উহাদের দ্বারা নিরূপভাবে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আপনারা এখনই দেখিতে পাইবেন। নিমন্ত্রিতগণকে যে

বিসকুট এবং কেক খাইতে দেওয়া হইবে তাহা এই সমিতির চেষ্টায় শিক্ষিত ছাত্রদিগের মধ্যে একজনের কারখানায় প্রস্তুত। জাপানী মাছয়ের অনুকরণে যে মাছর ইহারা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা দেখিলে আপনাদের চক্ষে একটা নূতন জিনিষ বলিয়া বোধ হইবে। ছাপার কালি দেখিয়াও আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন। ভারতবাসী দ্বারা এই কালি প্রস্তুত এই প্রথম।

জগতের সমস্ত সভ্যজাতি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, শিল্পই দেশের উন্নতির মূল। আজ কাল দেশের লোকের অন্নচিন্তা খুবই বেশী হইতেছে। কি করিয়া দেশের লোকের অন্ন সংস্থান হইবে, ইহাই এখন সমস্যা। অবস্থা দিন দিন যেন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে! পাশ্চাত্য দেশ সমূহে যেখানে ব্যবসায় বাণিজ্যের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি, যেখানে শিল্পের এতদূর উন্নতি সেখানে, অনেক মজুরকে যদি কাজ না যোটায় নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় তবে ভারতের অবস্থা আর কি বলিব। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানতঃ বৈদেশিক দিগের মূলধনে চলিয়া আসিতেছে। শ্রমশিল্প সম্বন্ধে অধ্যবসায় ব্যতীত এদেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার পক্ষে অন্ত আর কোন উপায় আমিত দেখিতে পাই না। আমাদের দেশে শিক্ষার্থিদের মধ্যে সাহিত্যিক উন্নতির পরিবর্ত্তে এখন শিল্পবিষয়ক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা বেশী হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের এখন কর্ত্তব্য যাহাতে দেশের শিল্প বিষয়ে উন্নতি হয় তাহার জন্ত সচেষ্ট হওয়া। স্বদেশী জিনিষের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে এখন এরূপ ভাবে আমাদের কার্য্য করা আবশ্যক যেন, তাহাতে আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হই, এবং রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলেই যেন আমাদের সেই কার্য্যে পৃষ্ঠপোষক হন। "স্বদেশী" সম্বন্ধে আমাদের কার্য্য কিরূপ হওয়া উচিত আমাদের এই সমিতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই সমিতি দ্বারা যে কতটা ভাল কাজ হইতেছে তাহা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল মিঃ অরেঞ্জ এবং মিঃ কম্মিং প্রদত্ত রিপোর্ট হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রম শিল্প কার্য্যকে ছোট কাজ বলিয়া এতাবৎ অনেকেরই ধারণা ছিল, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন শ্রমশিল্প এবং শ্রম শিল্পী উভয়েরই আদরের দিন আসিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" আমাদের দেশে চির প্রসিদ্ধ কথা। আছে দেশের আর্থিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজের উপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে এই সমিতির পরিপুষ্টি সাধনে যত্ন করা। বিগত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে আমাদের সমাজের একটি সুবৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পাদি বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি সাধন বিষয়ে এই সমিতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন।

উন্নত দেশ সমূহ, বিশেষতঃ জাপান ও চীন যে পন্থা অবলম্বনে শিল্প সম্বন্ধে নিজেদের উন্নতি করিয়াছে এই সমিতিও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড হইতেও শিল্প শিক্ষার জন্ত ছাত্রগণ ইটালী এবং ইউরোপের নানা অঞ্চলে প্রেরিত হইত। আমেরিকাও ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। রুশিয়াও তাহাই করিয়াছিল। জাপান এবং চীন নিজেদের শিল্পাদি বিষয়ে উন্নতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন উহাই আমাদের পক্ষে বেশী কার্য্যকারী হইবে। জাপান প্রথমে স্বদেশীয় যুবকদিগকে ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প শিখিতে পাঠাইয়া দেন। ঐ সমস্ত যুবক শিল্প শিখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে উহাঁরাই আবার স্বদেশের সহস্র সহস্র লোককে নিজেদের শিক্ষিত বিদ্যা শিখাইতে আরম্ভ করেন। চীনও ঐরূপ উপায় অবলম্বনে দেশের শিল্পোন্নতি করিয়াছেন। চীন গবর্ণমেণ্ট আবার স্বদেশীয় যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত নহেন, ঐ সকল শিক্ষার্থীদিগের উপর চক্ষু রাখিবার জন্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সমূহ নিযুক্ত রাখিয়াছেন। চীন জাপান এইরূপে নিজের শিল্প সম্বন্ধে উন্নতি করিতে পারিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস ভারতও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে।

প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তির পাঠ্য সংস্কার।

প্রথম ও দ্বিতীয়মান লইয়া নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণী। এই দুই মানের বালক ও বালিকাদের পাঠ্য বিগত ১৯০৭ সালের জুন মাসের গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিভিন্ন মানের পাঠ্য সংস্কার জন্ত একটি বিশেষ কমিটী গঠন করেন। উক্ত কমিটী ৩য়, ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের পাঠ্য পুস্তকের সংস্কার করিয়া রিপোর্ট দেন। ঐ রিপোর্ট এবং উহার সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের মন্তব্য ১৯০৭ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে সাধারণের অবগতি এবং সমালোচনার জন্ত প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক সভা সমিতি, শিক্ষানুরাগী সরকারী বে সরকারী এবং অনেক ভদ্রলোকের নিকট গবর্ণমেণ্ট উহার সম্বন্ধে মতামত চাহিয়া পাঠান। অনেকে নিজেদের মতামত পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শ মত গবর্ণমেণ্ট পাঠ্য সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পাটীগণিত ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পাঠ্যের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ডেঙ্গুনেজ কমিশন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকল্পে ছেলেদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্য কিছু বাড়াইতে পরামর্শ দেন, তদনুসারে বালক ও বালিকা স্কুলের স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়ান হইয়াছে। ইংরাজী এবং ভূগোলের পাঠ্য সম্বন্ধে কতকটা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রাথমিক পদার্থ বিজ্ঞান পাঠ্য মধ্য হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ মান পর্য্যন্ত শ্রেণীর ছাত্রদিগের পক্ষে উহা অনুপযুক্ত পাঠ্য বলিয়াই বুঝা গিয়াছে। ড্রইং সম্বন্ধে পাঠ্য পরিবর্ত্তনাদি কিরূপ করা যাইবে তাহা স্থির করিবার জন্ত বিশেষভাবে একটি সব কমিটী গঠিত হয়। উক্ত কমিটীর পরামর্শে ঐ পাঠ্যের আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনাদি করা হইয়াছে। বালিকাস্কুল সমূহে সূচী কার্য্য শিক্ষা দিতে এ যাবৎ যতটা সময় ক্ষেপণ করা হইতেছিল অতঃপর উহার জন্ত তদপেক্ষা অনেক বেশী সময় দিবার কথা হইয়াছে, ফলে সূচীকার্য্যে মেয়েদের দক্ষতা যাহাতে বেশী হয় ইহাই উদ্দেশ্য। বিশেষ কমিটী সর্ব্বশেষে উল্লিখিত শ্রেণী সমূহের পাঠ্য সম্বন্ধে যেরূপ পরিবর্ত্তনাদির বিধান করিয়াছেন তাহা ছোটলাট বাহাদুরের অনুমোদিত হইয়াছে।

১৯০৭ সালের ১০ই জুনের গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এই স্থির হয় যে, বর্ত্তমান পাঠ্য অনুসারে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা ১৯১০ সালের শেষে গৃহীত হইবে। আর যে সকল ছাত্র ১৯১১ সালের শেষে গৃহীতব্য পরীক্ষা দিবার জন্ত ১৯১০ সালে পড়া আরম্ভ করিবে তাহারা সংশোধিত পাঠ্য পড়িয়া পরীক্ষা দিবে। ডিরেক্টর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ১৯১০ সালের শেষে যে সকল ছাত্র নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহারা ১৯১১ সালে যথাক্রমে ৩য় মান ও ৫ম মানের সংশোধিত পাঠ্য পড়িবে। সাবেক পাঠ্য পড়িয়া নূতন পাঠ্য পড়িতে ছেলেদের তেমন অসুবিধা হইবে বলে হয় না। বর্ত্তমান পাঠ্য অনুসারে ১৯১১ সালে উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ছাত্র বৃত্তি সম্বন্ধে শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যে সকল ছাত্র ১৯১২

সালের পরীক্ষা দিবার জন্য ১৯১১ সালে পড়া আরম্ভ করিবে তাহাদিগকে ১৯১১ সালে ঐ সংশোধিত পাঠাই পড়িতে হইবে। ১৯১২ সালে নূতন পাঠা সকল "মান" মধ্যেই প্রচলিত হইবে।

আগামী ১লা জুলায়ের পূর্ব্বে ছেলেদের কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী একসঙ্গেই খোলা হইবে। কলেজ ক্লাশের কাজ বেলা নয়টা হইতে সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত হইবে। কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন কলিকাতা সেনেট হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট করিতে হইবে। অন্য কোন বিষয় জানিবার থাকিলে তাহার জন্য ও আবেদন তাঁহার নিকট করা যাইতে পারিবে।

এম বি পরীক্ষার ফল

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ

প্রিলিমিনারী সায়েন্টিফিক এম বি

২য় বিভাগ (বর্ণমালা অনুসারে)

বকসি হেমেন্দ্রনাথ। বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রফুল্লচন্দ্র, রামরঞ্জন ও সন্তোষকুমার। ভট্টাচার্য্য তুলসী চরণ। দত্ত রাসবিহারী। ঘোষ নরেন্দ্র নাথ, ফণিভূষণ, সৌরেন্দ্রমোহন। গুহ পরেশ চন্দ্র, মৈত্র কুমুদনাথ, মিত্র যতীন্দ্রমোহন, নিয়োগী শ্রীশচন্দ্র, রায় প্রবোধ চন্দ্র, সরকার জ্যোতিঃপ্রকাশ, সাউ শরচ্চন্দ্র, সেন ব্রজমোহন. সেনগুপ্ত বিজয়ানন্দ, ওয়াল কাথলিন।

প্রথম এম বি পরীক্ষা

১ম বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

অতুলকৃষ্ণ সিংহ, যোগেশচন্দ্র দে, নন্দনী রঞ্জন সেন গুপ্ত।

২য় বিভাগ (বর্ণমালা অনুসারে)

বসু নৃপেন্দ্রকুমার, চট্টোপাধ্যায় রত্নেশ্বর, ঘোষ বীরেন্দ্রমোহন, লাহিড়ী পূর্ণচন্দ্র, মল্লিক বিধুভূষণ. মিত্র যতীন্দ্র মোহন, মুখোপাধ্যায় বনবিহারী, হরি মোহন, সরকার অখিলনাথ, সেন ব্রজমোহন, সেনগুপ্ত সুরেশ চন্দ্র।

দ্বিতীয় এম বি পরীক্ষা

২য় বিভাগ (বর্ণমালা অনুসারে)

ভট্টাচার্য্য শিবনাথ, দাস সতীশচন্দ্র, ঘোষ সুরেন্দ্র নাথ, গুপ্ত ক্ষেত্রমোহন, কুণ্ডু মণিলাল, মার্কমা গারেট রায় প্রবোধচন্দ্র।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ প্রিলিমিনারী সায়েন্টিফিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু প্রিলিমিনারী সায়েন্টিফিক এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য হওয়ায় ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন

বর্ণমালানুসারে

বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ, বসু সত্যেন্দ্র নাথ, ভট্টাচার্য্য পশুপতিনাথ, চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র, দত্ত শশিভূষণ, দে প্রবোধ কুমার, ঘোষ প্রফুল্লচন্দ্র, কানাই নরেন্দ্র নাথ, মৈত্র মদনমোহন, মুখোপাধ্যায় অনিলকৃষ্ণ, প্রসাদ দাস, সুরেশচন্দ্র সরকার

সরকার জীবন কৃষ্ণ সেন শৈলেন্দ্র চন্দ্র, সেন গুপ্ত বীরেন্দ্র নাথ, সিংহ জ্যোতিশ্চন্দ্র, ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধ চন্দ্র, সেন যোগেশ নাথ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ নূতন নিয়মানুসারে গৃহীত ১৯০৯ সালের প্রিলিমিনারী সায়েন্টিফিক এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

বর্ণমালানুসারে

বকসি কার্ত্তিকচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি ভূষণ, চিন্তাহরণ, জিতেন্দ্র কুমার, কালীপদ, শশধর, শিবচন্দ্র, সুরেশ চন্দ্র, বড়াল কনকচন্দ্র, বসু অম্বুজনাথ, হংসেশ্বর, হারাধন, খগেন্দ্র মোহন, মুরারি মোহন। ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণগোপাল, নগেন্দ্র নাথ, পঞ্চানন প্রসাদ, রাজচন্দ্র, সুরেন্দ্র নাথ। চক্রবর্ত্তী জিতেন্দ্রনাথ, সতীশ চন্দ্র। চন্দ্র মাণিক চন্দ্র।

চট্টোপাধ্যায়—অমূল্য কুমার, ভূধর ভূষণ, ধ্রুব মোহন মন্মথ নাথ, মুনীমোহন, রজনীকান্ত, সুরেশ চন্দ্র।

দাস—আশুতোষ যোগেশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ।

দাসগুপ্ত—শরচ্চন্দ্র।

দত্ত—অরুণ চন্দ্র হরিপদ কাঙ্গালী চরণ মনীভূষণ নরেন্দ্র নাথ।

দত্ত সরকার যামিনীকান্ত, দে সুরেন্দ্রনাথ জহরলাল লক্ষ্মীকুমার।

গঙ্গোপাধ্যায় অপূর্ব্ব প্রসাদ বিমলাচরণ রাধা রমণ

ঘোষ—খগেন্দ্র নারায়ণ ললিতকুমার নরেন্দ্র নাথ নীলরতন নিশানাথ রাধিকা প্রসাদ সত্যপ্রিয়।

ঘোষদস্তিদার সুরেশচন্দ্র

গুপ্ত মনোজ নাথ, প্রফুল্ল রঞ্জন, হাজরা বিনোদ বিহারী, হ্যানবি ক্যাথলিন, কুণ্ডু রাজেন্দ্র নাথ, লাহিড়ী অতুলচন্দ্র মল্লিক নিমাই চাঁদ ম্যাকহুইনি বি এইচ, মিত্র জামিনী মোহন, প্রভাত চন্দ্র, শশিধর।

মুখোপাধ্যায় ব্রজ কিশোর, যতীন্দ্র নাথ, রামকৃষ্ণ, শরদেন্দু ভূষণ।

মুন্সী খামাচরণ, নন্দন সুরেন্দ্রনাথ, নন্দী অশ্বিনী কুমার, মৌরতন লাল বর্ম্মা।

পাল জিতেন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র। পল ইভা, রক্ষিত হরিসাধন।

রায় দানবেশ্বর, নগেন্দ্র, নারায়ণ, শ্রীশচন্দ্র। রায় চৌধুরী অমলকুমার, সাহা ব্রজবল্লভ। সরকার হেমচন্দ্র, সুরেন্দ্র নাথ।

সান্যাল দুর্গাদাস, সরকার শ্রীশমোহন।

সেনগুপ্ত—দেবেন্দ্র চন্দ্র, প্রণব প্রসন্ন, সুরেন্দ্র নাথ, সিমগুস্ কুরেন্স, হীকি এলেন, উকিল অমূল্য চন্দ্র।

উদ্ভট কবিতা

বাশ্চারেড়্ধ্বজধগ্ধৃতোড়ুধিপতিঃ কুধ্রেড়্জজানি র্গণেড়্
গোরাড়ারুড়হীশ্বরোরুতর গ্রৈবেয়কভ্রাড়্রুঃ।
উড্বীড়্রুঙ্ নরকাস্থিভৃৎ ত্রিদৃগিভেড়ার্দ্রাজিনাচ্ছাদনঃ
স স্যাদম্বুমদম্বুদালিগলরুগ্ দেবোমুদে বো মৃড়ঃ॥

বার্=বাঃ=জল। বাশ্চার=মৎস্য। মৎস্যের ঈট্ (ঈশ্ ধাতু ক্বিপ=অধিপতি)=মকর। বাশ্চারেড়্ধ্বজধগ্=মকরধ্বজ অর্থাৎ মদনকে যিনি দগ্ধ করিয়াছেন। ধৃতোড়ুধিপতিঃ=ধৃত+উড়ু (নক্ষত্র) + অধিপতি অর্থাৎ চন্দ্রকে যিনি ধারণ করেন। কুধ্রেড়্জজানিঃ=কু (পৃথিবী)+ধ্র (ধৃ ধাতু ক) + ঈট্ (অধিপতি)। কুধ্র=পৃথিবীকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ পর্ব্বত। কুধ্রেট্=সেই পর্ব্বতের অধিপতি অর্থাৎ হিমালয়। কুধ্রেড়্জা=পার্ব্বতী॥ কুধ্রেড়্জা জানি=পার্ব্বতী জায়া যাঁর। গণেট্=প্রমথেশ্বর। গোরাড়ারুট্=গো + রাজ্ ক্বিপ্ + আ + রুহ্ ক্বিপ্=যিনি প্রধান বৃষভে আরোহণ করেন। অহীশ্বরোরুতর গ্রৈবেয়ক ভ্রাট্=অহীশ্বর=বাসুকি উরুতর=শ্রেষ্ঠ। বাসুকিরূপ উৎকৃষ্ট গ্রীবাভূষণ দ্বারা শোভমান। উড্বীড়্রুক্=উড়ু + ঈট্ + রুক্ অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার কান্তি। নরকাস্থিভৃৎ অর্থাৎ যিনি নরকঙ্কালের অস্থি ধারণ করেন, ত্রিদৃক্ অর্থাৎ ত্রিলোচন, ইভেট্=ইভ+ঈট্=গজরাজ, তাহার আর্দ্র আজন যাঁহার আচ্ছাদন। অম্বুমদম্বুদালিগলরুক্ অর্থাৎ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় (নীলবর্ণ) যাঁহার গলদেশের শোভা, এমন যে দেব মৃড় (মহাদেব) বঃ অর্থাৎ অস্মিন্ তোমাদের আনন্দের নিমিত্ত হউন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত অঃ মাঃ মিঃ আজারী স্টকের স্থিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেঃ মাঃ মিঃ অতুলকৃষ্ণ রায় মুর্শিদা-

বাদের সদরে স্থাপিত হইলেন। পাটনা বিভাগের ডেঃ মাঃ মৌঃ সৈয়দ ফিদা আলি সাহাবাদের সদরে স্থাপিত হইলেন। ত্রিহুতের ডেঃ মাঃ মিঃ ম্যাক্লিয়ড মুগাল মহকুমার বদলী হইলেন। মুরসিদাবাদের ডেঃ মাঃ বাবু নরেন্দ্র কুমার চৌধুরী মেহেরপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। নদীয়ার ডেঃ মাঃ বাবু রামসদন ভট্টাচার্য্য ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। প্রোবেঃডেঃ কঃ বাবু ফণিভূষণ মিত্র ভগলপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মৌঃ খন্দকার ফজলুল হক যশোহরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু দ্বিজেন লাল রায় ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের প্রোবেঃ ডেঃ মাঃ মিঃ বীরেন্দ্র লাল রায় মেদিনীপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। সারণের ডেঃ মাঃ মৌঃ মহঃ সাদিক গোপালগঞ্জ মহকুমায় বদলী হইলেন।

বিচার—ভগলপুরের মুঃ বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সবজজ হইলেন। বাবু শিবনন্দন প্রসাদ বি এল ভগলপুর সদরের মুঃ হইলেন। মুঃ বাবু সরোজ মোহন দাস গুপ্ত দ্বারবঙ্গ সদরের মুঃ হইলেন। নড়াইলের মুঃ বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ যশোহরের সদরে নিযুক্ত হইলেন। বাবু সুবোধ কুমার ভট্টাচার্য্য বি এল নড়াইলের মুঃ হইলেন। বাবু শিশির কুমার ঘোষাল এম এ বি এল বারাসতের মুঃ হইলেন।

পাটনা বিভাগের সব ডেঃ কঃ বাবু যোগেশ্বর নাথ মাটে, সাহাবাদের সদরে, উড়িষ্যা বিভাগের বাবু সুধীর কুমার সেনগুপ্ত পুরীর সদরে ত্রিহুতের বাবু সুরেশ চন্দ্র দে মজফরপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। বাবু ভিখারীচরণ দাস ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু অতুল বিহারী গোসাই ত্রিহুত বিভাগে স্থাপিত হইলেন। বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহ ভগলপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। মৌঃ সৈয়দ আকবর ১ মাস ১৫ দিনের ছুটী পাইলেন। বদলি উড়িষ্যা বিভাগে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করায় মৌঃ মঃ ইব্রাহিম খাঁ সাহেব প্রাদেশিক শিক্ষা সার্ভিসের ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। মিঃ ই এ লীকিউডার ৩য় শ্রেণীতে পাকা হইলেন। মিঃ সি ভবলিউ বারাস প্রোবেঃ ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। মিঃ এ বারিস ৪র্থ শ্রেণীতে পাকা হইলেন। মিঃ ই গ্রিন প্রোবেঃ ৪র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। মিঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ৫ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন। বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রোবেঃ ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বাবু ভগবতী সহায় ৫ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন।

মিস আডা টকার ৩ মাসের ছুটি পাইলেন। সব ইনঃ মৌঃ আবদুল আজিজ যশোহরে, মৌঃ অহিমুদ্দীন আহমেদ মুরসিদাবাদে, মৌঃ আবদুল আজিজ কলিকাতায় পাকা হইলেন। মতিহারী জেলা স্কুলের শিঃ মৌঃ মহঃ ইয়ুসুফ গয়ার সব ইনঃ হইলেন। পাটনা বিভাগের ইনঃ আফিসের ক্লার্ক বাবু সুরেন্দ্র মোহন গুহ উক্ত আফিসের প্রোবেঃ হেড ক্লার্ক হইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

শিক্ষা—নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯০৮ সালে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মেডেল পাইয়াছেনঃ—হেমন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী কটন কলেজ, প্রাণনাথ বাজ বড়ুয়া গৌহাটী কলিস্কুল, গোবিন্দ চন্দ্রশর্ম্মা জোড়হাট গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল, বীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিলেট হাইস্কুল; সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধুবড়ী গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল, সিদ্ধেশ্বর গোহাইন নওগং গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল, অন্নদাচরণ সূত্রধর রাম গোপাল মইং স্কুল, হরিনাথ গোসাই শিবসাগর মবা স্কুল, ললিত রাম দাস নলবাড়ী মইংস্কুল; সত্যরঞ্জন দাস রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল, চন্দ্রকুমার দে সুনামগঞ্জ জুবিলিহাইস্কুল; সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিলং হাইস্কুল নির্ম্মলচন্দ্র গোস্বামী শিলং হাইস্কুল শ্রীমতী সুরমা দেবী শিলং বাঙ্গালী বালিকাস্কুল, কা জানিটানই মসখার মিশন, নরেন্দ্রকুমার পুরকাইৎ করিমগঞ্জ হাইস্কুল। সুরেন্দ্র বিজয় পাল পটীয়া হাইস্কুল, সুহাসিনী সিংহ সিলেট মডেল বালিকাস্কুল, নরেন্দ্রনাথ দাস মৌলবী বাজার হাইস্কুল সিলেট।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি মহাশয় গত ৩রা বৈশাখ শুক্রবার বহুমূত্র রোগে মারা গিয়াছেন। ইনি যোগ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি ইঁহার অনাস্থা ছিল না। চিকিৎসাস্থলে অনেক বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় মত সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেন। বয়ঃক্রম ৪৫ এর কম হইয়াছিল। ইঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে।

"ভারতীয় স্বাস্থ্য সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় এই সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আপাততঃ কেবল মাত্র বাঙ্গালা ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশ লইয়া সমিতি কার্য্য করিবেন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার শাখাপ্রশাখা সমূহ গঠিত হইবে। সমিতির কার্য্য নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে হইবে :— স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপযুক্ত লোকের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা। স্ত্রীসভা এবং স্ত্রীদিগের বক্তৃতা। স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তিকা মুদ্রণ ও বিতরণ। স্থানীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষীয়কে জ্ঞাপন এবং স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সাহায্য করা। প্রয়োজন হইলে অন্যান্য সমিতির সাহায্য লওয়া। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রচার এবং স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য সমিতি সংস্থাপন। বক্তৃতা নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে হইবে—স্বাস্থ্য সমিতির প্রয়োজনীয়তা, পথ্যাপথ্য এবং পানীয় সম্বন্ধে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্ত্রীগণের প্রতি উপদেশ, রোগ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ, বায়ু সেবনের সাধারণ নিয়ম এবং স্বাস্থ্যের উপর উহার প্রভাব, নিজ গৃহে রোগীর শুশ্রূষা, নিত্য ব্যায়াম চর্চ্চা, স্বাস্থ্য সংস্কারক দিগের কার্য্যের গুরুত্ব, শিশুদের শরীর ও মনের বিকাশ সাধনের উপায়, বাজারের জিনিস খরিদ এবং স্বাস্থ্যকর রন্ধন প্রণালী, ভেজাল খাদ্য এবং কিরূপে উহার নির্ণয় হয়, বালক বালিকাদিগকে সুস্থ এবং সুখী করিবার উপায়, নিরামিষ আহার এবং শাক সব্জী প্রভৃতির নির্ব্বাচন, দুগ্ধ, পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন. দেশের প্রতি যত্ন। মাননীয় বাবু রাধাচরণ পাল মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে:— দ্বারবঙ্গের মহারাজ, কাশিমবাজারের মহারাজ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীরাধাচরণ পাল, মাননীয় সিরাজুল ইসলাম, মাননীয় সামসুল হুদা, মাননীয় শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী, ডাঃ ডি, সি, ঘোষ, বাবু মতিলাল ঘোষ, কুমারী বাউমার এম, ডি. ডাঃ কুমারী ঘোষ, ডাঃ শ্রীমতী কলথার্ট, মিঃ যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, ডাঃ কে আমেদ, মিঃ বঙ্কবিহারী ধর ডাঃ কুমারী কোহেন ডাঃ এস সি চৌধুরী

গত ৯ই বৈশাখ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে মাণিকতলার মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। গত জুন মাসের ৩রা তারিখে কার্ত্তিক

চন্দ্র দত্ত, বীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মণ্ডল ও কোকারাম মণ্ডল বাহ্রাস্তে ডাকাতি করে এবং বিশ্বম্ভর চৌকীদারকে ও বাহারালী নামক একজন লোককে নিহত করে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ওয়া খুন ইহারা পথিমধ্যে খামরাই নিবাসী উমানাথ দে ও কেপসাইনিবাসী গাহ্ন সৈখকে নিহত করিয়াছিল বলিয়াও অভিযুক্ত হয়। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মি: কেইন ইহাদের বিরুদ্ধে ৩৯৬,৩০২ ও ১৪৯ ধারায় চার্জ্জ করিয়া হাইকোর্টে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। মাননীয় চিফজষ্টিস, জষ্টিস মুখার্জী ও জষ্টিস করণডফ এই মোকদ্দমার বিচার করিতেছেন।

[চট্টগ্রাম] চট্টগ্রামের শ্রীরমণীমোহন দাস ও শ্রীবরদাকুমার চক্রবর্ত্তী রাজদ্রোহমূলক গানের বহি ছাপাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ১৫ই এপ্রেল তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মোকদ্দমা উঠিলে তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও বলেন যে, ঐ গানগুলি যে রাজদ্রোহমূলক তাহা তাঁহারা ততটা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা অপরাপর পুস্তক হইতে ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন মাত্র। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়ার পর আসামীদের নামে ১২৪ ক ধারায় অপরাধ সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

মাণিকগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব সবডিভিজনাল অফিসার মৌলবী আসায়দ্দিন আমেদ উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। জজ সাহেবের নিকট আপীল করা হইয়াছিল। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ বাহাল রাখিয়াছেন।

[মান্দ্রাজ] মান্দ্রাজের "স্বরাজ" নামক সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহ মোকদ্দমা রুজু করা হয় তাহাতে সেসন জজ প্রথম আসামী বোধিনারায়ণ রায়ের প্রতি ৯ মাস এবং দ্বিতীয় আসামী হরিশালাবোথামা রায়ের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করেন। সেসন জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজেরা প্রথম আসামীর প্রতি বাকি সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয় আসামীর প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জজেরা রায়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রথম আসামী নামমাত্র সম্পাদক, বিশেষতঃ সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার নাই।

[সাধারণ] শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র পরিব্রাজক নামক একব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে একটি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসার্থে মুর্শিদাবাদের লালবাগ দাতব্য চিকিৎসালয়ে যান। কোন ব্যক্তি দ্বারা পরিব্রাজক আহত হইয়াছেন সন্দেহ করিয়া হাস্পাতালের ডাক্তার পুলিশে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। পুলিশ আসিয়া আহত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় পরিব্রাজক বলেন যে, কাঁচড়াপাড়ায় এক জন শিখের সহিত তাঁহার বচসা হয়। ক্রমে হাতাহাতি হইয়া শিখ তাঁহার বক্ষঃস্থলে জুতাসহ লাথি মারে। পুলিশ সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে বহরমপুরের জেল হাস্পাতালে লইয়া গিয়াছেন।

তুরস্কে নব্য যুবক সম্প্রদায় বলিয়া যে দল তুরস্কে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য প্রয়াস পাইয়া শেষে কৃতকার্য্য হন তাঁহারা এক্ষণে বিদ্রোহী হইয়াছেন। স্যালোনিকা এই দলের কেন্দ্রস্থান। এতদ্ব্যতীত বার্লিন লণ্ডন প্যারিসেও ইঁহাদের আড্ডা আছে। নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর তুরস্কে পার্লিয়ামেণ্ট সভা বসিয়া আজ কয়েকমাস উহারও কাজ কর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। নব্যদল ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সকল দিকেই স্বমত বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করায় গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাদের অত্যাচারে যে মন্ত্রিদল গঠিত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিয়াছেন। অনেক রাজনীতিবিদ্ ইঁহাদের দলে যোগ দিয়াছেন। দল ক্রমেই বলশালী হইয়া উঠিয়াছে। কামেল পাশা প্রধান মন্ত্রী হইয়া এই দলের উপদ্রবে পদত্যাগ করেন। তাঁহার পর হালমী পাশা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ইঁহাদের উপদ্রবে মর্ম্মাহত হইয়া রাজপক্ষাবলম্বিগণ ইঁহাদের খর্ব্ব করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাটাকাটি মারামারি হইয়া গিয়াছে তাহা গতবারে পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। ২৪শে তারিখের সংবাদ, জিলডিজে বিদ্রোহীদিগের শিবির রাজপক্ষাবলম্বীদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা কোনরূপ বাধা না দিয়া আত্মসমর্পণ করে। কনষ্টাণ্টিনোপালে বিদ্রোহীদিগের যে দল ছিল তাহারা শুনা যায় বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই; তবে এক হাজারের অধিক হইবে এইরূপ অনুমান। ২৬শে এপ্রেলের সংবাদ সেলিমিয়া বারিকে চারি হাজার লোক ছিল। উহারা কোন বাধা না দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগকে গ্রেপ্তারের সুবিধার জন্য মার্শিয়াল আইন জারি করা হইয়াছে। মার্শিয়াল আদালতে বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্রোহ এবং মন্ত্রীদিগের হত্যার জন্য অনেক বাড়ী পুলিশ খানাতাল্লাসী করিতেছেন। অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদল ভুক্ত যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, সুলতান তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা সহজে আত্মসমর্পণ করিও, কোনরূপ বাধা জন্মাইও না। বিদ্রোহীদিগকে এখনও আমি আমার সন্তানের তুল্য জ্ঞান করি। রক্তপাত যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আর রক্তপাত হয় আমি ইচ্ছা করি না। সুলতানের এই কথায় বিদ্রোহীরা আর কোন বাধা দেয় নাই।

পঞ্জাবের উদ্যমশীল যুবকগণ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উন্নত প্রণালীর কৃষিবিজ্ঞানাদি বিষয়ে যাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে লাহোরের অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ সর্দ্দার বলবন্ত সিং মহোদয় কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি প্রদানে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই ভূসম্পত্তির আয় হইতেই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে।

শিশুরোগে কালমেঘ—কালমেঘের পাতা উত্তমরূপে বাটিয়া মটরের মত বড়ী করিয়া একটি প্রাতে ও একটী সন্ধ্যায় দুই বেলা দুইটী বড়ি শিশুকে খাওয়াইয়া দিলে তাহার জ্বর প্লীহা আরোগ্য হইয়া তাহার দেহ নিরাময় হয়। ২। কৃমি রোগে বালক দিগের কৃমি দোষ থাকিলে সোমরাজির বীচি কয়েকটা সৈন্ধব লবণ সংযোগে খাওয়াইলে কৃমি নষ্ট হইয়া যায়। আনারসের পাতার রস চুণের জল সংযোগে পান করাইলেও কৃমিকুল নষ্ট হয়। ৩। অর্শরোগে—কলার বোঁটা। অর্শের পীড়া থাকিলে একটী কাঁচকলার বোঁটা কাটিয়া তাহাতে গাওয়া ঘি মাখাইয়া আগুনের উত্তাপে গরম করত অর্শ স্থানে দিলে শীঘ্রই অর্শ সারিয়া যায়। ৪। কাটা ঘায়ে—আয়াড় বাগ, শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে আয়াড় বাগের পাতায় অল্প কলি চুণ মাখাইয়া সেই রস কাটা স্থানে লাগাইয়া দিলে শীঘ্রই সেই স্থান যোড়া লাগিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়। ৫। খোস পাঁচড়া—বুনা কচু, খোস পাঁচড়া হইলে তাহাকে কার্ব্বলিক সাবান দিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে ভাল করিয়া ধুইয়া সরিষার তেলে বুনো কচু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া সেই তেল উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া সেই তেল পাঁচড়ায় দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচড়া সারিয়া যায়। (পুরুলিয়া দর্পণ)

ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভারতবাসীর নির্ব্বাসন করিতেছেন, তাঁহারা নির্ব্বাসনের পরই পুনরায় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া নূতন প্রবর্ত্তিত বিধানে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট কারাবাস দণ্ডের ভয় দেখাইয়াও তাঁহাদিগের ট্রান্সভালে প্রবেশ করিবার বাধা দিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য সেখানকার রাজপুরুষগণ ঠিক করিয়াছেন যে, অতঃপর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগকে কেবল ট্রান্সভালের সীমান্ত পার করিয়া নেটাল প্রদেশে না পাঠাইয়া একখানা জাহাজে করিয়া দ্বীপান্তর বা দেশান্তরে পাঠান হইবে।

হেনরী কটন পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী হইতে এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সকল রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দমায় আসামীদের নাম, তাহাদের বিবরণ যে সকল বিচারালয়ে তাহাদের বিচার হইয়াছে, সেই সকল বিচারালয়ের নাম, চার্জ্জের বিবরণ এবং মোকদ্দমার ফলাফল প্রভৃতিসহ তালিকা চাহেন। তদনুসারে যে ১৯০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ দণ্ডবিধির ১২৪ ধারার "এ" প্রকরণ অনুসারে এবং ১৫৩ ধারার "এ' প্রকরণ অনুসারে উক্ত সময় পর্য্যন্ত ৫৮টী রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে সদ্ব্যবহারের জামিনাদি লওয়ার জন্যও ১৩টি মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল। আলিপুরের মোকদ্দমা ও ভদ্রসন্তানদের বিরুদ্ধে ডাকাতি মোকদ্দমাগুলি এই তালিকাভুক্ত হয় নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুর লর্ড মিণ্টো লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ পরিদর্শনে গমন করেন। এই উপলক্ষে লাহোরের আঞ্জমান ইসলাম সমিতি ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য ঐ স্থানে মিণ্টো মাঞ্জল নামে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

বিগত ৯ই এপ্রেল রাত্রি ১২টার সময় পুরুলিয়ার দুইটি ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়। ঐদিন দুইটী বাঙ্গালী যুবক ট্রেন হইতে নামিয়া এই দুই ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লয়, খানাতল্লাসীতে কোনরূপ সন্দেহজনক দ্রব্য পুলিশের হস্তগত হয় নাই। পুলিস যুবকদ্বয়কে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত করে তিনি তাহাদিগকে নানা বিষয়ে জেরা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিভাগের প্রযত্নে শিলঙে গোল আলুর ও তুলার আবাদ হইতেছে। রেশমের উন্নতি সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হইয়াছেন। গুটিপোকা সংরক্ষণের বিবিধ চেষ্টা হইতেছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগী পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় যিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন তাঁহাকে বোডেন সাহেবের প্রদত্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। অধুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শুনা যায় প্রস্তাব করিতেছেন, ভারতবর্ষে অথবা গ্রাজুয়েটদিগের এখন আর এই বৃত্তি দেওয়া হইবে না। কারণ ভারতবর্ষের ছাত্রগণ স্বভাবত সংস্কৃত বিষয়ে বিলাতী ছাত্রদের অপেক্ষা ভাল। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণই এই বৃত্তিলাভ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বৃত্তিপ্রাপ্তির পর এই সকল ছাত্র এদেশে থাকিয়া কোনও মৌখিক বিষয়ের আলোচনা করে না। তৃতীয়তঃ বৃত্তিদাতা বোডেন সাহেবের অভিপ্রায় এই ছিল যে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে ভারতবর্ষে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। ভারতীয় ছাত্রেরা সেরূপ কোনও কার্য্য করেন না, সুতরাং এই বৃত্তি পাইতে তাঁহারা অধিকারী কিনা তাহা বিবেচ্য।

বঙ্গোপসাগর হইতে মৎস্য ধরিয়া কলিকাতা ও মফস্বলে চালান দিবার জন্য একটী লিমিটেড কোম্পানী গঠিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। মিঃ গর্ডন রজার্স মিঃ ডবলিউ হ্যামিল্টন এবং একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী। ইহার মূলধন তিন লক্ষ টাকা, এবং ১৫ টাকা করিয়া অংশ বিক্রয় হইবে। এই কোম্পানীর লণ্ডনে ও কলিকাতায় দুইটী বোর্ড অব ডিরেক্টর হইবে এবং এই দুই স্থানেই অংশ বিক্রয় হইবে।

মহীশূরে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চোকাপ্পা হেব্বার নামক একব্যক্তি "মাইসোর ম্যারো" নামক এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার অধিকার প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রাও নামক এক ব্যক্তি আর একখানি কাগজ বাহির করিতে চাহেন। এই দুইজনের প্রার্থনাই মহীশূররাজ এই বলিয়া নামঞ্জুর করিয়াছেন যে, রামচন্দ্রের বয়স সবে বিশ বৎসর, চোকাপ্পা আরও ছোট। আবার সংবাদ পত্রের সম্পাদকের ভারগ্রহণ করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও ইহাদিগের মধ্যে কাহারও নাই। কেবল তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ইহাদিগের পশ্চাতে অন্য লোক আছে, তাঁহারা গোপনে থাকিয়া কার্য্য করিতে চাহেন।

...জনীর একখানি সংবাদ পত্রে নাকি এরূপ এক সংবাদ পরিবেশিত হয় যে, আমেরিকা ও রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে দেখিয়া জাপান শঙ্কিত হইয়া ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিবন্ধন ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। জাপানী দূত এই সংবাদে প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, এ সকল মিথ্যা জনরব মাত্র।

বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অন্যতম সভ্য মিঃ ম্যাকারনেস ভারতের অণ্ডার সেক্রেটরী মহাশয়কে প্রশ্ন করেন, বিগত ডিসেম্বর মাসে যে নয়জন ব্রিটিশ প্রজাকে বিনা অভিযোগে এবং বিনা বিচারে বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কারাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আর কত দিন ঐরূপ অবস্থায় রাখা হইবে, এবিষয়ে তিনি এক্ষণে কোনও কথা বলিতে পারেন কি না। উত্তরে অণ্ডার সেক্রেটরী মিঃ বুচানন বলিয়াছেন গত মঙ্গলবার এই বিষয়েই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি সেদিন যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত আর বেশী কোন কথা আজ বলিতে পারি না।

উক্ত পার্লিয়ামেণ্টের সভায় অন্যতম সভ্য মিঃ হোয়াইটহেড অণ্ডার সেক্রেটরী মহাশয়কে প্রশ্ন করেন, ১৯০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে প্রতি বৎসর গড়ে কতজন ব্রিটিস সৈনিক কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে এবং ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিয়াছেন। এবং ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়ে কতজন ঐরূপ কর্ম্মচারী শারীরিক অসুস্থতা জন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরে অণ্ডার সেক্রেটরী মহাশয় বলিয়াছেন, ১৯০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে ও ব্রহ্মদেশে ৪৭৬৩ জন ব্রিটিশ সৈনিক কর্ম্মচারী কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসরে গড়ে কতজন কর্ম্মচারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা অসম্ভব। কারণ কয়েক বৎসর চাকরী করার পর উক্ত কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন পাইবার অধিকার জন্মে। অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেরূপ স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শারীরিক অসুস্থতার কথা লিপিবদ্ধ থাকে না।

অমৃতবাজার পত্রিকায় আলাহাবাদের পাইওনিয়র সংবাদপত্রের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। পাইওনিয়ার বলিতেছেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ প্রবল ইউরোপীয় রাজশক্তির মধ্যে "অটোমাটিক" বন্দুকের প্রচলন হওয়ায়

সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এরূপ হইলে অধুনা প্রচলিত বন্দুকগুলি বাতিল হইয়া যাইবে। এবং লক্ষ লক্ষ ঐ বাতিল বন্দুক বাজারে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইবে। সম্ভবতঃ আফ্রিকা এবং এসিয়ার বন্দরসমূহেও ঐ বাতিল হওয়া বন্দুক জাহাজে চালান হইবে। মার্টিনি এবং মসার বন্দুক বাতিল হওয়ায় আরব, দক্ষিণপারশ্য, আফগানিস্থান এবং আফ্রিকার উপকূলভাগের অনেক স্থানেই উহার ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য চলিতেছে। ঐ বাণিজ্য বন্ধ করিবার কোন উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। উহাতে লাভ বেশী এবং তাহার তুলনায় আশঙ্কা কম। এখন যদি আবার বাতিল বন্দুক বাজারে আসায় বন্দুকের দর আরও পড়িয়া যায় তাহা হইলে উহার বাণিজ্য সম্ভবতঃ আরও বাড়িয়া যাইবে। এবং এখন যে সকল বন্দুক বাজারে বিক্রয় হইতেছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্যাটার্ণের বন্দুক মসকট এবং অন্যান্য বন্দরে চালান হইয়া আফগান এবং সীমান্ত জাতিরা উহা ক্রয় করিতে পারিবে এবং কালে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র এখনকার অপেক্ষা আরও ভাল হইয়া উহাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে। তখন ঐ সকল সীমান্ত জাতিরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎপাত ও অত্যাচার আরম্ভ করিবে, এবং গবর্ণমেন্টের পক্ষে সীমান্তে শান্তি রক্ষা খুবই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

অমৃতবাজার পত্রিকার বারাণসীস্থ সংবাদদাতা উক্ত পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিগত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মণিকর্ণিকা কুণ্ডের সাম্বৎসরিক পূজোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবারে অধিকতর সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানটি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বেদ পাঠাদি যথারীতি হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই প্রস্তাব হয় যে, ৺ কাশীধামে যে সকল গঙ্গাপুত্র আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদ মন্ত্রাদির বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিতে পারেন না। সেই কারণে ঐ স্থানে একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপিত হইলে ভাল হয়। গঙ্গাপুত্রদের ছেলেরা ঐ পাঠশালায় সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। প্রস্তাবটি সকলেরই অনুমোদিত হইয়াছে। সকলেই আশা করিতেছেন প্রস্তাবটি অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইবে।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A 2nd master and an 8th master for the Burpeta H E school on Rs 60 and 20 respectively. A B course graduate for the former, Entrance for the latter. Must stick for two complete sessions. Applications will be received till 20th May. As to the 8th post preference will be given to an Assamee.

A Hd master F A and teachership Examination passed and Mahishya or Kayastha by caste for the Bhogpore Mahishya M E school on Rs 15 rising to 25 per mensem. Boarding and lodging free. Must stick at least for a period of one year. Apply before 14th May 1909. Sagarbari po. Dt. Midnapore.

A strong graduate Hd master for the Chatmohor High school on Rs 60 per month. Must stick to the post for at least two years. Apply before 15th May, Po. Porswadanga (Pabna).

A Fourth master F A for the Naldanga Bhushan H E School on Rs 25 per month. Apply to Babu Amvika Charan Mukherji, Naldanga—Rajbati po, Dist. Jessore.

A B course graduate 2nd master for the Okarsa H E school Burdwan on Rs 40 a month.

A Brahmin Traibarsik Hd Pandit for Dantan Ram Chandra M E school on Rs 16 a month. Lodging free will be allowed.

A graduate Mathematical teacher for the Dighapatiya P N H School (Rajshahye) on Rs 50 will have to join by the end of June. Apply before 8th May.

For an aided H E school in a healthy Muffusil in the Khulna District (1) one M A on Rs 50 free board and lodging. (2) one graduate on Rs 45 (3) one graduate on Rs 35 free board and lodging. (4) one Entrance passed on Rs 10 board and lodging. Apply to Mr B Ghose. Babulia, Dt. Khulna via Satkhira.

For the Araihazar H E school (Dacca) a plucked B A on Rs 25 with free board and also a graduate on Rs 50 or Rs 45 with free board.• Must stick to their posts at least one session and must join their posts in June when the school reopens after the Summer Vacation. Apply to the Hd master.

For the Naraingury H E school (1) an Anglo Sanskrit teacher on Rs 35 to 40 according to qualifications An F A of the Sanskrit College preferred. (2) An anglo Persian teacher on Rs 25 to 30 according to qualifications. An Entrance passe candidate Apply to the Hd master.

অত্র মহিচরণ মইঃ স্কুলে জনৈক এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও আবা। পোঃ সুখান পুকুর বগুড়া।

মইঃ পাশ শিক্ষক আবা ও মাসিক বেতন ৫৲ টাকা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঘোষ পোঃ বাহিন কালিয়াভাঙ্গী গ্রাম (দিনাজপুর)

মইঃ স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲—১৬ টাকা প্রাইভেট পড়াইলে আবা। পোঃ গফর গাঁও, জিঃ ময়মনসিংহ।

মহামহোপাধ্যায় ৺ কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি।

(উদ্ধৃত)

শিরোমণি মহাশয় আর নাই; কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির ৺ কাশীধাম প্রাপ্তি হইয়াছে। যে অপূর্ব্ব বঙ্গীয় ধীশক্তি আজি চত্বারিংশ বর্ষ কাল ভারতের ভারতীয় পীঠস্থান বারাণসী ধামে সরস্বতী সিংহাসন পার্শ্বে অচল অটল ভাবে বর্ত্তমান হইয়া বাগ্দেবীর একান্ত সেবায় সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি শিবলোকে চলিয়া গিয়াছে। কৈলাসচন্দ্র এখন কৈলাসনাথের সেবায় ব্যাপৃত; ভারতে ভারতীর সেবা তাঁহার উদ্যাপন হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরব রবি অস্তাচলে।

আমরা স্বদেশীয় ধূয়া গাহিতে ক্রমেই বিদেশী ভাবে আত্মবিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। বিদেশীয় নাচে আমরা নাচিতে আরম্ভ করিয়াছি; বিদেশী ঠাটের গৌরব করিতে শিখিতেছি। কেবল যে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের গৌরব করি, এমন নহে, কন্দুক ক্রীড়নকারী রণজিৎকে দেখাইয়া আমরা কত না বড়াই করিয়া থাকি; কিন্তু দেশী ঠাটের দেশী রত্ন কৈলাস-কোহিনূর আমরা চিনিয়াও চিনি নাই; তাই বুঝিতে পারিতেছি না, আজি আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

যাঁহারা শিরোমণি মহাশয়কে কেবল মাত্র মহাপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা আমাদের কথা না বুঝিতেও পারেন; কিন্তু যাঁহারা সেই অগাধপাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে, সেই একান্ত নিরভিমান, শিশুসুলভ সরলতা, প্রগাঢ় অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, সম্পূর্ণ বিলাসবিতৃষ্ণা, কিশোরীর কোমল হৃদয়, যুবকের উদ্যম ও উৎসাহ— একদিনও দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছিলেন, দেশীয় ঠাটে বাঙ্গালী কিরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ হইতে পারে, তাঁহারাই আজি বুঝিবেন, আমাদের আজি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

কৈলাস শিরোমণি মহাশয়কে, দেখিবার ও বুঝিবার আমি বহুতর সুযোগ, সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছিলাম। তাঁহার পরিচয় আমি নানারূপে পাইয়াছিলাম সেই পরিচয়ের পরিচয় না দিলে আমি প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইব, মনে করিতেছি— তাই হৃদয়ের শোকানল তুষ স্তূপে চাপা দিয়া— সর্ব্ব সমক্ষে সেই পরিচয় প্রদান করিতেছি।

শিরোমণি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আমার পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী বন্ধু ও তদানীন্তন ইংরেজীওয়ালা ছিলেন। যুবা বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শিরোমণি মহাশয়ের পিতা আমার পিতাকে পাইলে, পুত্র শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব হইল, মনে করিতেন। পিতা তখন উলার মুনসেফ। উলার বামনদাস বাবু তখন বাঙ্গালির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াবান পুরুষ। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তৈলঙ্গ, কাশী, প্রয়াগ, মহারাষ্ট্র হইতে পণ্ডিত সকল তখন উলার ৺জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে আহূত হইয়া আগমন করিতেন। মহাসমারোহ হইত। পণ্ডিতদিগের, পাঁচ সাত দিন ব্যাপী বিচার চলিত। শিরোমণি মহাশয়ের পিতা সেই সমারোহে নিমন্ত্রিত হইয়া উলায় যাইতেন, আমাদের বাসায় থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন,—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গোলোক ন্যায়রত্নের ছাত্র— কৈলাসচন্দ্র। সুতরাং শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্র অবস্থা হইতে এই অধমের তাঁহার সঙ্গে পরিচয়। তখন তিনি তেজস্বী, মেধাবী, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন বিচার-পটু নৈয়ায়িক ছাত্র মাত্র। তখনই শুনতাম গোলোক ন্যায়রত্নের সেই প্রতিভা মণ্ডিত ছাত্র নাকি একদিন সভা-ভেদ করিতেন। সকলে ধন্য ধন্য করিত, পিতা মহাহৃষ্ট হইতেন। তখন আমার বয়স—অষ্টাদশ বৎসর মাত্র; তাঁহার— বয়স বিশ বাইশ। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় তখন কেন, আমি এখনই বা কি বলিতে পারি তবে তাঁহাকে ছাত্রাবস্থা হইতে আমার দেখা— এই কথা মাত্র আমার বলা।

তিনি আমার পিতাকে "দাদা" বলিতেন, আমি তাঁহাকে "খুড়া মহাশয়" বলিতাম; ব্রাহ্মণ কায়স্থ, পণ্ডিত মূর্খ,—বিষম ভেদ থাকিলেও, আমাদের মধ্যে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল, এমন কি মেয়েছেলের যাতায়াত ছিল।

শিরোমণি মহাশয়দের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কালনার নিকট—ধাত্রী গ্রাম। ধাইগাঁ-কালনা বলে। আমি সেখানে তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছি। পল্লীর প্রতিবেশী মণ্ডলে শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়াছি। দেশে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের কিরূপ প্রতাপ—বলি, তোমরা হয়ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইবে। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণী, চট্টোপাধ্যায়; দেশে বহুতর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শিষ্য এবং যজমান ছিলেন। অনেকে আবার একাধারে শিষ্য ও যজমান। ইঁহাদের অনেকের বাড়ীতেই দুর্গোৎসব হয়। দুর্গোৎসব চারি দিন, চণ্ডীমণ্ডপে নৈবেদ্য উপকরণ যা কিছু উৎসর্গীকৃত হইবে, সমস্তই শিরোমণি মহাশয়দের। সমস্তই তাঁহাদের বাটীতে পৌঁছিয়া দিতে হইবে। অন্য কোন ব্রাহ্মণ যে তাহা হইতে কিছু প্রত্যাশা করিবেন, তাহার উপায় নাই। কর্ত্তা যে অন্য কাহাকেও তাহা হইতে কিছু দিবেন তাঁহার সে সাধ্য নাই। এই প্রতিষ্ঠা প্রতাপবান ব্রাহ্মণকে সেই—সেই শিষ্য যজমান মণ্ডলীর মধ্যে দেখিলাম, সেই শিশুর মত সরল, অমায়িক, নিরহঙ্কার, দম্ভশূন্য—দশজনের মধ্যে একজন, সহজ-বিনয়ে সাদাসিদা বিচরণ করিতেছেন। নিজ গৌরবে সকলকে কোলে টানিয়া লইতেছেন কাহাকেও দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন না। এটা উৎসব উপলক্ষ। তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্রের অন্নপ্রাশন। ক্রিয়াবাড়ী।

শিরোমণি মহাশয় যখন অধ্যয়ন করেন তৎকালে নবদ্বীপের টোলে, যেরূপ সংযম শিক্ষা হইত— তাহা এখনকার উপর [illegible] ন্যায়রত্নের ন্যায়ের টোলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত দিগ্‌গজ ছাত্র। অধ্যাপক কাষ্ঠ তণ্ডুল যোগাইতেই শশব্যস্ত। ব্যঞ্জন মসলা তৈল ছাত্রগণকে আপনা আপনি মধ্যে যোগাড় করিতে হইত। গল্প আছে, টোলের ছাত্রেরা পাতা জ্বালিয়া পুঁথির পাঠ অভ্যাস করিতেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, "আমিই কত দিন তাহাই করিয়াছি। হয়ত কোন দিন দুপুর বেলা দুইটা চুনা মাছ পাওয়া গেল, কেবল কাঁচকলা সিদ্ধ খাইয়া হয়রান হইয়াছি—পড়িধার তৈল দিয়া মাছ কটা ভাজিয়া খাইলাম; তাহার পর রাত্রেতে তাল পাতা জ্বালিয়া পাঠ অভ্যাস করিলাম।" বাল্যে এই ঘোরতর সংযম শিক্ষা পাইয়া যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাঁহার পক্ষে সংযম একটা সিদ্ধির বস্তু হইয়াছিল,—সংযম করিলেই হইল, উহাতে কোন আয়াস করিতে হইত না।

নব্য ন্যায়ে মহা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শিরোমণি মহাশয় বারাণসী ধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে যান; সে আজি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা। কিছু দিন পরে কাশীর নূতন কলেজে তিনি নব্য ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন, বোধ করি, ব্যালাণ্টাইন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নব্য ন্যায় কিরূপ বিদ্যা তাহার কিছু জানিতেন না। শিরোমণি মহাশয়ের নিকট—একটু আধটু পরিচয় পাইয়া, তিনি বঙ্গালি পাণ্ডিত্যের একেবারে গোঁড়া হইলেন। সকল বিষয়েই পণ্ডিতজিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—বাধ্য হইয়া শিরোমণি মহাশয়কে সকল দর্শনই বিশেষ উদ্যম, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হইল। কাশী ধামে তখন সন্ন্যাসী শ্রেণী মধ্যে মহা মহা পণ্ডিত ছিলেন, শিরোমণি মহাশয় তাঁহাদের সাহায্যে সকল বিষয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত হইলেন।

বারাণসী ধামে আমি শিরোমণি মহাশয়কে তিনবার দেখিয়াছি। শেষবারে দুই পুত্র লইয়া তাঁহার পাকা বাড়ীতে [illegible] অবস্থান করিয়াছিলাম। তাঁহার [illegible] বিচিত্র। তিনি নীচেকার একটি ঘরে পড়াইতেন, আমরা অতিথি, সেই ঘরেই থাকিতাম। চৌকীর উপর পুরাণ শপ পাতা—তাহার মধ্যস্থলে একটা মলিন উয়াড় দেওয়া তাকিয়া বালিশ। সেই বালিশ বুকে দিয়া শিরোমণি মহাশয় সরুলিকা একটি খেলো হুঁকা হাতে পড়াইতেছেন। হুঁকা সরুলিকা বটে, কিন্তু কলিকা অনেক সময়ে সাগ্নিকা নহে। কিন্তু তিনি হুঁকা টানিতে বিরাম দিতেছেন না। দুই

জন ছাত্র পড়িতেছেন দীধিতির টীকা; দুইজন পড়িতেছেন—পঞ্চদশী; একজন পড়িতেছেন "শব্দার্থ প্রকাশিকা"; দুইজন হিন্দুস্থানী পড়িতেছেন 'পাণিনীর অষ্টাধ্যায়'; আর একজন হিন্দুস্থানী ন্যায় পড়েন, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে তাঁহার পরিচয় না থাকাতে তাঁহার নব্য ন্যায় পড়িবার সুবিধা হইতেছে না বলিয়া, তিনি পড়িতেছেন প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়—তাঁহাকে শিরোমণি মহাশয় বলিতেছেন ক আর র,—'কর' ব আর ল—'বল'। এমন সময় শব্দার্থ প্রকাশিকার ছাত্র—একস্থলে একটা পূর্ব্বপক্ষ বলিল। শিরোমণি মহাশয় বালিশ হইতে বুক তুলিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন, খেলো হুঁকাটায় কসে একটান দিলেন, বলিলেন, 'দেখত, আগুনটা নিভে গেছে বুঝি'। ছাত্রেরা পুঁথি হইতে মাথা তুলিল, মুচকি হাসিল, একজন আর একটা টাট্‌কা কলিকা আনিয়া দিল—শিরোমণি মহাশয় বলিলেন 'ঠিক'—তাহার পর খেলোয় জোরে টান দিয়াই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন; চুল চিরিতে লাগিলেন—ঘটত্বের চারিপুরু খোলস ছাড়াইলেন। তখন ডান হাতে হুঁকা বাম হাতে কাপড়টা আট কান, বিচার চলিতে লাগিল—সেই এক অদ্ভুত অধ্যাপনা।

মহা শোকের সময় শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়াছি—অচল অটল জলভরা মেঘের মত। শেষ বারে, মেলট্রেনের বিড়ম্বনায় আমরা গভীর রাত্রি কালে তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হই। আহারাদির কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু সেই রাত্রিতেই শিরোমণি মহাশয়ের একটি শিশু পৌত্র মারা পড়ে। আমার ছেলে দুটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; আমি জাগিয়া—আপনাকে নিতান্ত অভাগাবান মনে করিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলাম। খুড়া মহাশয়ের এমন বিপদ, কি করে, কাল প্রভাতে খুড়া মহাশয়কে মুখ দেখাইব, কিরূপেই বা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব। ঘুমাইয়ে পড়িয়াছি, উঠিতে একটু বেলা হইয়াছে,—দেখি খুড়া মহাশয় সচ্ছন্দে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন; একটু দুঃখিতের মত ভাবে বলিলেন "কাল তোমাদের ঘুমের বড়ই ব্যাঘাত হইয়াছে।" তাহার পর, আর দুঃখ নাই, ক্লেশ নাই, খানিকটা জীবন্ত খবরের কাগজের মত বলিলেন "কাল রাত্রিতে আমার একটি শিশু পৌত্র মারা গিয়াছে।" বলিহারি—সেই গাম্ভীর্য্য—বলিহারি—সেই ধৈর্য্য। তখন শিরোমণি মহাশয় পেন্‌সন্ লইয়াছেন। তাঁহার পুরা বেতন ছিল মাসিক ১০০৲ টাকা, সেই ১০০৲ টাকাই তাঁহাকে পেনসন্ দেওয়া হইয়াছে, আর তাঁহাকে কলেজের পরিদর্শক করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজ দেখিতে যান। মধ্যে মধ্যে? শিরোমণি মহাশয়—নিত্যই যাইতেন, কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার পড়া পড়াইয়া আসিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের একজন বাঙ্গালি ছাত্র তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত সময়ে আসিলেন, বিপদের কথা শুনিলেন, বলিলেন, "আপনিত আজি আর যাইবেন না—আমি বলিব এখন"। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "মুখে কেবল বলিবে কেন, এই আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি" বলিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। আর একটি কথা বলিলেই, আমি শিরোমণি মহাশয়ের যতটুকু জানিতাম, তাহার একরূপ পরিচয় দেওয়া হয়।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর, শিরোমণি মহাশয় আমাদের এখানে একবার আসেন। আমি পায়ের ধুলা লইয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে—সেই যে অগাধ গাম্ভীর্য্য তাহা যেন হঠাৎ উথলিয়া উঠিল, বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, শ্বাস পড়িল না, কোনরূপ স্পন্দন হইল না, সেই বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ের দুই কোণ দিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সেই ধারা দুইটিই চলিতেছে,—আর সমস্ত অঙ্গ অচল অটল। আমার চোখে জল দেখিয়া, তিনি সে ধারাও সম্বরণ করিলেন। বলিলেন "আমিও আমার সেই শেষ পৌত্রটিকে হারাইয়াছি। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ স্থির করিয়াছিলাম।" বুঝিলাম প্রকারান্তরে আমাকে বলিতেছেন—সংসারে তোমা অপেক্ষাও দুঃখী বিস্তর আছে। আছেই ত! হা ভগবন্! তাই কি অভাগাদের এক মাত্র সান্ত্বনা!!!

তেমন সরল হৃদয়ের সেই সহজ সান্ত্বনা, তেমন পবিত্র সহানুভূতি, আর বুঝি দেখিতে পাইব না। তেমন পুরা দেশী ধাতুর গড়া জিনিস আর বুঝি হইবে না! তেমন, বিদেশে যিনি বাঙ্গালীর গৌরব, বোধ করি, চির অস্তমিত হইল, হও ভাই, মিলে মিশে বড় নেশন হও, বাজাও ভাই বিজ্ঞানের ডঙ্কা দেশে বিদেশে; কিন্তু খাটি হিন্দু খাটি স্বদেশীর বিপুল গৌরবের ঠাট,—বুঝি এইবার যে ভাঙ্গিল, আর গড়িবে না। জানি না—বিধাতার মনে কি আছে?

পূর্ণিমায় শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও [illegible] তাঁহারা [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে [illegible] ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে [illegible] থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় [illegible] পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩৯৮ শ্রীযুক্ত হেঃ মাঃ বানিবহ মইঃ স্কুল ৩০।৪।১০
১২৪৫ " হেঃ পঃ নীলকামারি
সব ডিঃ ট্রেণিং স্কুল ৩০।৪।১০
১২৪৬ " সৈয়দ এমরাল আলি; সাঃ পঃ
দৃপারি গোর্দ্দী সাঃ স্কুল ঐ
৪০৬ " সত্যনাথ স্মৃতিতীর্থ, পোঃ পূর্ব্বস্থলী ঐ
১২৪৭ " আশুতোষ মণ্ডল,
শিঃ কুমীরকোলা মইঃ স্কুল ঐ
৪৪৬ " সারদাকান্ত সেন, গবর্ণমেণ্ট
পেন্সনার কুমিল্লা ঐ
৪১৮ " সেঃ চৈতন্য লাইব্রেরী
৪।১ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঐ
৩২৫ " যামিনী কান্ত সেন, ৩য় শিঃ
হাই স্কুল কুমারখালি ঐ
১২৪৮ " ছাত্রগণ, মনোহরপুর স্কুল ঐ
১২৪৯ " ছোলেমান মিয়া, হেঃ পঃ
বাঙ্গালী বাজনা স্কুল ঐ
১২৫০ " মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী,
বাহাদুর কাশীম বাজার ৫৲ ঐ
২৮৩ " হেঃ মাঃ টেপা,
টি, এম, মইঃ স্কুল ৩১।৩।১০
২৯১ " যোগীন্দ্র নাথ হালদার
হেঃ মাঃ জামালপুর মইঃ স্কুল ঐ
১২৫১ " গণেশ চন্দ্র সেন, মালখা নগর ঐ
৫০২ " হেঃ মাঃ সোনার কুণ্ড মবাঃ স্কুল ঐ
১২৫২ " উমেশ চন্দ্র পাল, ২য় শিক্ষক,
চেঙ্গমা বোর্ড স্কুল ৩০।৪।১০
১২৫৩ " বরদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া ঐ
১২৫৪ " মুন্সি জলীল উদ্দিন খাঁ,
বেড় হাটিজিয়া

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Educati n Gazette Chinsurah

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৫২)

মানবের মনে দিব্য জ্ঞান উদয় হইলে তখন সে বুঝিতে পারে, এই যে দীন হীন-মলিন ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি অমন কত কত মলিন জীব আমার এই প্রাণের আধার শরীরে অবস্থিতি করিতেছে, বাহিরের মলিনতাকেও দূর করিতে পারি, অষ্টপ্রহর যে মলিন জীবকে শরীর মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছি তাহাদিগকে তাড়াইতে পারি কৈ? যখন তাহা করিতে পারি না তখন আমাকে আমার এই সহজাত জীবদিগকে চির দিনই আপনার রক্ত মাংস দিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে। উঃ কি ঘৃণার বিষয়? যাহাদের চক্ষুঃ-কর্ণ-নাসিকা নাই জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা নাই, তাহারাই আমার অন্নের আস্তরণ হইল। জীবনের সঙ্গী হইল, জঠরের সামগ্রী হইল, সুখ দুঃখের সমভাগী হইল! মানবের মন এইরূপে বিলাপ করিতেছে দেখিয়া, প্রকৃতি দেবী অগ্রসর হইয়া কহিলেন। হে মানব! তুমি ইহার জন্য এত কষ্ট করিতেছ কেন? শরীর সম্বন্ধে তোমার যে দশা আমার ও সেই দশা, আমার হৃদয়ে যে কত শ্মশান জলিতেছে তাহা একবার চক্ষুঃ খুলিয়া দেখ। সমস্ত জীব জন্ম মৃত্যুর অধীন, জন্মিলেই যাহার মৃত্যু আছে তাহাদের ক্ষণিক সুখ দুঃখ দেখিয়া অত কাতর হইতেছ কেন? বাড়বানল উদগত হইয়া, কোটী কোটী জীবের সহিত মহারণ্য দগ্ধ করিতেছে, দাবানল উদ্ভূত হইয়া কোটী কোটী জীবের সহিত মহারণ্য দগ্ধ করিতেছে, ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া কোটী কোটী জীবের সহিত গ্রাম নগর উৎসন্ন দিতেছে, আগ্নেয় গিরিগণ অকস্মাৎ অগ্নি উদ্গী রণ করিয়া কোটী কোটী জীব ধ্বংস করিতেছে, আকাশ পথ হইতে বজ্রাঘাত আসিয়া কত জীবকে ধ্বংস করিতেছে, এ সকলও আধিদৈবিক ক্রিয়া তাহার উপর আধিভৌতিক ক্রিয়ার শক্তি দেখ—প্রতিদিন শত শত জীব সর্পাঘাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকের দংষ্ট্রাঘাতে প্রাণ হারাইতেছে তাহার উপর জর জাড়ী হাম-বসন্ত বিসূচিকা-ডেঙ্গু-প্লেগ প্রভৃতি মহামারী, জীবজগৎকে আক্রমণ করিয়া মহা বিভ্রাট আনয়ন করিতেছে। তাহাতে যাহারা রক্ষা পাইতেছে, জরা তাহাদিগকে জীর্ণ করিয়া যমালয়ে পাঠাইতেছে। অতএব জন্মের সহিত জীবজগতে এ সকল উৎপাত অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। এখন ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় দেখ।

জীবশ্রেষ্ঠ মানব এতক্ষণ তাহাই ভাবিতেছিল, প্রকৃতিদেবীর এই পরিদৃশ্যমান অকাট্য প্রমাণ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার পর যুক্তকরে সেই ভূতভাবন ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে প্রয়াসী হইল। বিশ্বাস ক্ষেত্রে মন একত্র করিয়া জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করত বাসনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া সেই মহাপ্রাণে আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ সমর্পণ করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিল। তখন দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইয়া এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর কি রূপে প্রাণের আধার হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দিয়া সেই মহাযজ্ঞের হুতাশনে নিজপ্রাণ আহুতি দিয়া সৃষ্টি তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিল।

"দশচক্রে ভগবান ভূত"।

এই প্রবাদ বাক্যটী বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ঐতিহাসিক রহস্য অনেক অনেক প্রকারে ভেদ করিয়া থাকেন। আমরা এস্থলে একটী প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া তাহার অর্থ অন্য প্রকারে সমর্থন করিব।

কোন স্থানের কোন এক গবর্ণমেণ্ট আফিসে অনেকগুলি দেশীয় কর্ম্মচারী মর্য্যাদার সহিত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন, সে কালের কেরাণী বাবুগণ প্রায় সকলেই "ধুঁটকাধুরে" তাঁহাদের বিদ্যার জোর না থাকুক কার্য্যকুশলতা সকলেরই আছে, তাহাতে তাঁহারা প্রতিপন্ন, বৎসরে বৎসরে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া বৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন, সুতরাং সকলেই পরম আহ্লাদে বিষয় কর্ম্ম চালাইয়া আসিতেছেন।

কালের গতিকেই হউক আর সময়গুণেই হউক উচ্চ শিক্ষার প্রসার বিস্তারিত হইয়া পড়িলে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র কৃতবিদ্য বাহির হইতে লাগিল, এখন তাহাদের স্থান কোথায়? কেহ আইন শিক্ষা করিয়া উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার হইতে লাগিল। কেহ শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া তদানুষঙ্গিক নানাবিভাগে নিযুক্ত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কেহ মূলধন লইয়া ব্যবসায়ান্তরে প্রবেশ করিল, কেহ উপায়ান্তর না দেখিয়া সংবাদ পত্রের সম্পাদকপদ গ্রহণ করিয়া জাতীয় শিক্ষার নবীন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তাহার পর যাহাদের ভাগ্য উপায় বিহীন তাহারা কেরাণীর কর্ম্মক্ষেত্র উজ্জ্বল করিবার মানসে আফিস অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ধুঁট আধুরে মহামতিগণ এই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইহাঁদের প্রবেশ "অনধিকার প্রবেশ" বৈ আর কি হইতে পারে। তাই তাঁহারা যে আফিসে যান "কর্ম্মখালি নাই" বলিয়া তাড়িত হন।

এইরূপ উমেদারীতে এক ব্যক্তি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এখন যাই কোথায়। একদিন সাহস করিয়া এক আফিসের বড় সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন। সাহেব দেখিলেন কৃতবিদ্য যুবক বেশ বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত, এরূপ লোক আফিসে আসিলে অনেক পত্র উদ্ধার হইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া তাহাকে আফিসে আনিয়া বড়বাবুকে বলিয়া দিলেন ইহাকে কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দেও, আর যদি কোন কর্ম্ম খালি থাকে তাহাতে নিযুক্ত কর। বড় বাবু তাঁহাকে অফিসে আনিয়া দুই একটী সামান্য কার্য্য দিয়া দেখিলেন তিনি অনায়াসে তাহা বোধ গম্য করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করিলেন। দুই চারি দিনে অফিসের সাধারণ কার্য্য হস্তগত করিয়া মন বুদ্ধির চালনার কার্য্য চাহিতে লাগিলেন, তখন বড় বাবু চমকিত হইয়া কহিলেন, আমরা বহুকষ্টে বহু দিনে যে কাজ করিতেছি তাহা তুমি দুইদিন আসিয়া কেমন করিয়া করিবে? কিছুদিন সবুর কর পরে সব বুঝিতে ও করিতে পারিবে। কথাটা সমস্ত আফিসে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তাহার পর একদিন, তাঁহার হস্তে নকল করিবার জন্য একখান পত্র আসিল, সেই পত্র খান ভুলে পূর্ণ, তাহা দেখিয়া তিনি বড় বাবুর নিকট তাহা লইয়া গিয়া ভুল সংশোধনের আদেশ চাহিলেন, বড়বাবুর চক্ষে সে ভুল পড়ে নাই, তিনি বলিলেন "আমাদের কেতাবতী ইংরাজী ঐ রূপই হইয়া থাকে উহাতে সাহেবেরা ভ্রুক্ষেপও করেন না, তুমি যথা দৃষ্ট, কাপি করিয়া যাও" তিনি তাহা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন কিন্তু কি করেন ভাবিয়া পত্রখানি বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া তাহার কার্য্য করিয়া যথাসময়ে সাহেবের সহীর (স্বাক্ষর) জন্য পাঠাইলেন অনেকগুলি পত্রের মধ্যে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া সাহেব আহ্লাদ সহকারে বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ পত্র

খানি কে ড্রাফ্ট (রচনা) করিয়াছে? এতদিন বড়বাবু দ্বিতীয় তৃতীয় বাবুরাই সে কার্য্য করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি তাহাই বলিলেন। সাহেবের তাহা মনঃপূত হইল না। তিনি কহিলেন এরূপ চিঠি আমার আফিসে কখনই লেখা হয় না, তবে সেই নূতন ব্যক্তিই লিখিয়া থাকিবে। যাহাহউক এখন হইতে তাহাকেই ড্রাফ্ট (রচনা) কার্য্যে নিযুক্ত করিব, এবং উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মখালি হইলেই তাঁহাকে দিবে। বড়বাবু বিমর্ষ হইয়া নিজস্থানে আসিয়া বসিলেন, তাহার পর পুরাতন বাবুদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমরা যে বন্যার জল ঘরে আনিয়া পুরিয়াছ সে দুই দিনে সব জল বাহির করিয়া মহাবিভ্রাট বাধাইবে এখন উপায় কি? সকলেরই মুখ বিষন্ন হইয়া গেল; উচ্চ উচ্চ বেতনভোগী দ্বিতীয়, তৃতীয়, বাবুর মুখে আর কথা নাই। সে দিন বিষন্ন মনে সকলে বাড়ী গেলেন; মনোমধ্যে ভাবনা কখন কাহার কর্ম্ম যায়।

সকল অফিসের ছোট বাবুরা, বড় বাবুর পাশ্বধরা, তাহারা বড়বাবুর আবশ্যকিক বুঝিয়া নূতন বাবুকে তাড়াইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, তাঁহাকে পদে পদে বিরক্ত করিয়া রাগাইতে লাগিল, কখন বিকৃত মুখে ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, সাহেব যে কার্য্য তাঁহাকে শীঘ্র করিতে দিয়াছেন, বিরক্তি ভাবে তাহা করিতে গিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি হইতে লাগিল, বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে বড় বাবু বলিতেন, সে বিস্তাবত্তা ফলাইতে গিয়া নিম্নপদস্থ লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা কলহ কচকচি করে, তাই কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয় না, অমুক বাবু তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমিও স্বচক্ষে কতবার দেখিয়াছি সে অকারণ নিম্নপদস্থ গরীব কেরাণীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কোন ত্রুটী দেখিলে তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। সে যে এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে এমন বোধ হয় না, এক এক দিন সে এমন অশিষ্টতা দেখায়, তখন মনে হয় এখনি উহাকে ধরিয়া আপনার নিকট আনি, আবার ভাবি গরিব লোক অন্ন চিন্তায় এখানে আসিয়াছে, কেন তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইব। সাহেব তাহা শুনিয়া অবাক্, বল কি? তাহাকে ত আমার শান্ত শিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, যাহা হউক তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিও, যুবা পুরুষের চাঞ্চল্য কার্য্যের ভার ঘাড়ে পড়িলে দুই দিনে চলিয়া যাইবে। তখন বাবু দেখিলেন উহার উপর সাহেবের বড়ই অনুগ্রহ।

তাহার কিছুদিন পরে নিম্নপদের এক ব্যক্তি বড় বাবুর মনের ভাব বুঝিয়া নূতন বাবুর চেয়ারের নিম্নে কতকগুলি আলপীন সাজাইয়া রাখিল, বাবু আসিয়া যেমন তথায় বসিবেন অমনি তাঁহার পাছায় সে গুলি ফুটিয়া গেল, তিনি সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে সকলে তাহার পশ্চাৎ ভাগে অসংখ্য আলপিন বিদ্ধ দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার পর বিদ্রূপ করিয়া কহিতে লাগিল, এ মাথার পাছে—চুল কাটিতে আসিয়াছ কেন? শীঘ্র শীঘ্র নিজের পথ দেখ নচেৎ শীঘ্র তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। তিনি তাহা শুনিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন "তোমরা কি ভদ্র ব্যবহার জান না? আমার অপরাধ কি যে আমার সহিত তোমরা এরূপ ব্যবহার করিতেছ? আমি এখনি সাহেবকে এই সকল কথা বলিয়া দিতেছি। এতগুলি কথা শেষ হইতে না হইতে বাবুরা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা বড়বাবুকে উপেক্ষা করিয়া সাহেবের নিকট যাইবে? এই বলিয়া তাহারা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল, কেহ অগ্রসর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল, কেহ তাঁহার হস্তস্থিত কাগজ পত্র লইয়া, পশ্চাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, কেহ তাঁহার কটীবস্ত্র ধরিয়া টানিয়া ভূতলশায়ী করিতে চাহিল, তখন আত্মরক্ষার জন্য অগত্যা তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বড় বাবু অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্তই দেখিতে ছিলেন, এখন সময় বুঝিয়া তড়িৎ বেগে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "শীঘ্র আসুন আপনার নূতন বাবুর কাণ্ড দেখুন" অগ্রেই সাহেবের মন কতক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া ছিল এখন যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সে বীর বিক্রমে কাহাকে পদাঘাত কাহাকে চপেটাঘাত কাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া বৈরনির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহাকে পাগল বৈ আর কি বলিবেন? তাহাই বলিয়া বড়বাবুকে শান্তিরক্ষার আদেশ দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন বড়বাবুর ইঙ্গিত মাত্রেই সব গোল মিটিয়া গেল, কৃতবিদ্য নূতন বাবু পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে তাকাইতে কেরাণীর কর্ম্ম সুখ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন

সত্য বটে সে কাল এখন আর নাই সে কালের সে পুরাতন বাবুরা এখন অন্তর্হিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের স্থান কৃতবিদ্য দলে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, তথাপি প্রকারান্তরে তাহা যে কোথাও বর্ত্তমান নাই এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

৺ জয়নারায়ণ তর্করত্ন।

ক্রমে দেশ যেন পণ্ডিতশূন্য হইতে চলিল, একজনের যেমন তিরোভাব হইতেছে, তেমন আর এক জনের ত আবির্ভাব দেখা যাইতেছে না। নিয়ত এইরূপ হইতে থাকিলে, অচিরেই সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞানের গভীরতা একান্তই যেন কমিয়া যাইবে। বলিয়া মনে হয়।

কাশী মহারাজের সভাপণ্ডিত কোটালিপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺ জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় শ্বাস ও উদরী রোগে ৫৩ বৎসর বয়সে গত ১৫ই চৈত্র ৺ কাশীলাভ করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় মধ্যে দশ বৎসর কাল নবদ্বীপ গবর্ণমেণ্ট চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অনেকানেক ছাত্র উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া অধ্যাপনা করিতেছেন। অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রেও ইনি অভিজ্ঞ ছিলেন। সকল দর্শনের বিদ্যার্থীই ইঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারিত। কাশী মহারাজের সাহায্যে মুদ্রিত, ইঁহার প্রণীত "তর্করত্নাবলী" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অশেষ শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ তর্করত্ন মহাশয়কে শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যিনি যতই প্রশংসা করুন তাহা অযথা হইবে না।

শাস্ত্রনৈপুণ্য বশতঃ সে কালের পণ্ডিতগণের ন্যায় ইনি প্রায়ই বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, পথ চলিবার সময়েও অঙ্গুলি সঞ্চালন ও ভ্রুভঙ্গী করিয়া, ইনি শাস্ত্র চিন্তার পরিচয় দিতেন। সে সময়ে নূতন লোকে তাঁহাকে দেখিয়া অপ্রকৃতিস্থ মনে করিত।

তর্করত্ন মহাশয় শাস্ত্রবিশ্বাসী, ক্রিয়াবান্, ঈশ্বর পরায়ণ ও বিশেষ দয়াশীল পণ্ডিত ছিলেন। কোনও সুজন জীবিকার কষ্ট জানাইলে, নিজে যাহা পারিতেন তাহাত দিতেনই, অধিকন্তু তাহাকে এমন সদুপদেশ দিতেন যে, তদনুসারে

আচরণ করিলে আর তাহার জীবিকার কষ্ট থাকিত না। এরূপ ঘটনা আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভক্তিকথার প্রসঙ্গ হইলে, ইনি উপনিষদ্, গীতা, শাণ্ডিল্যসূত্র ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ বলিয়া ভক্তির সমর্থন করিতেন। ভগবদ্ভক্ত জনগণ ইঁহার সঙ্গ করিতে ভাল বাসিত, তাদৃশ গায়কগণ ইঁহাকে গান শুনাইয়া বড় সুখ পাইত। তর্করত্ন মহাশয় নিজেও সুকণ্ঠ ছিলেন, অনেক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া সুন্দর সঙ্গীত করিতেন।

ঈদৃশ নানাগুণশালী, পরম আস্তিক বহু শাস্ত্রজ্ঞ একজন প্রধান অধ্যাপকের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার কখনও পূরণ হইবে কিনা বলা যায় না। আরও কষ্টের কথা যে, ইঁহার পুত্র সন্তান নাই, পতি পুত্রবতী একমাত্র কন্যা আছে। তর্করত্ন মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, আশা আছে তাঁহার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ঐ ক্ষতির পূরণ হইতে পারিবে। ভগবান্ ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্য,
৮ কাশীধাম।

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

অতঃপর তিনি পূর্ব্বসাগরাভিমুখে দুই তিন দিন সৈন্য লইয়া চলিলেন, তথায় তাঁহার সৈন্যদের পতাকাবসনগুলি সাগরকূলের বায়ু সম্পর্ক পাইয়া উড়িতে লাগিল।

ঐ সময়ে তাঁহার বামদিকে নদীর পর পারে সেই পলায়িত পূর্ব্ববৈরী অরমুড়ি নিজের রাজ্যে পক্ষে ছিন্নিক সৈন্যদের সমভিব্যাহারে লইয়া গোপনে অবস্থান করিতেছিল।

জয়াপীড় প্রচণ্ড ভেরীধ্বনি শুনিয়া শব্দানুসারে যেমনি দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি নেপালপতি অরমুড়ির অসংখ্য সৈন্য দর্শন করিয়া ঘৃতাক্ত বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন।

তিনি এদেশে আর কখন আসেন নাই বলিয়া পথের ভাব গতিক জানিতেন না একণে নদীতে জানু পরিমাণ মাত্র জল রহিয়াছে ও কোন বাধা বিঘ্ন নাই দেখিয়া ক্রোধের ভরে পদব্রজেই পার হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

সেই সাগর সঙ্গিতা নদীর এইরূপ ভাব যে শত্রুর মায়াজাল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি যেমনি জানুতোভয়ে নদীর মধ্যভাগপর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন অমনি সেই নদী অগাধ সলিলে বেলাভূমি পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া সাগরাভিমুখে স্রোতোবহা হইয়া উঠিল।

তখন রাজা জয়াপীড়ের হাতী ঘোড়া ও পদাতি লোকে পরিপূর্ণ সৈন্যরাশি সেই বর্দ্ধিতা নদীর তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল নদীস্রোতে রাজার বসন ভূষণ ভাসিয়া গেল তিনি দুইটী বাহুমাত্রের সাহায্যে তরঙ্গ কাটাইতে থাকিয়া স্রোতে বহুদূরে উপনীত হইলেন। তথায় তখন নদীর তরঙ্গরাশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কতক সৈন্যের করুণ ক্রন্দনে অপর কতকগুলির ভীষণ চীৎকারে দশদিক্ তুমুল হইয়া উঠিল।

তখন সেই শত্রুকারী নেপালনাথ কয়েকটী ভেলা বাঁধিয়া তাহার সাহায্যে জয়াপীড়কে জলের মাঝ হইতে উঠাইলেন ও পরমানন্দে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

এই সংসারে ভাগ্যের ও মেঘের অনুকূলতা চরণের পতি কোনই নিয়ম বাঁধা নাই, কারণ দৈব এক মাত্র অভাবনীয় প্রিয় সাধন করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আবার জীবের উৎকট অপ্রিয় বিধান করিয়া থাকেন এবং যে মেঘ বর্ষণ করিয়া তরুলতার গ্রীষ্ম সময়ের সন্তাপ উপশান্ত করিয়া থাকেন তিনিই আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের উপর দারুণ বজ্রপাত করিয়া থাকেন।

অরমুড়ির সেই কালগণ্ডিকা নদীর ধারে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল তথাকার সর্ব্বোচ্চ ঘরটীতে বিশ্বাসী রক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে জয়াপীড়কে রাখিয়া দিলেন।

কাশ্মীরনাথ আবার এই বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, কি উপায় করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া শোকে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

কলাবানদিগের মধ্যে চন্দ্রমা ও তেজস্বীদের মধ্যে দিবাকর ও যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে না পান এইভাবে অতি গোপনে নেপালনাথ জয়াপীড়কে সতর্ক রাখিয়া ছিলেন।

জয়াপীড় গৃহমধ্যে থাকিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না কেবল কখন কখন গবাক্ষছিদ্রে দৃষ্টি রাখিয়া সম্মুখের সেই নদীটীকে দেখিতে পাইতেন ও মনে মনে মুক্তির উপায় ভাবিতেন।

এবং তিনি সেই সময়ে নিজের অবস্থার পরিচায়ক যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি পণ্ডিতেরা করুণ হৃদয়ে তৎ সমুদয় স্মরণ করিয়া থাকেন।

জয়াপীড় এইরূপ অবস্থায় পড়িলে তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে দেবশর্ম্মাই প্রভুর পূর্ব্ব সম্মান স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। এবং নিজের দেহ বিনিময়েও প্রভুর হিত সাধন করিতে উদ্যত হইয়া দূতমুখে প্রিয়বাক্য দ্বারা অরমুড়িকে ভোলাইতে চেষ্টা করিলেন, আপনাকে জয়াপীড়ের সঞ্চিত ধনরত্নের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর সিংহাসনের অধিকার প্রদান করিব এই কথাও দূতমুখে জানাইলেন।

অতঃপর অরমুড়ির নিকট হইতেও দূত আসিলে পরস্পরের প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, মন্ত্রী দেবশর্ম্মা নেপাল রাজের কাছে গমন করিলেন, তিনি কালগণ্ডিকার পশ্চিম পারে সৈন্যদের রাখিয়া স্বল্প পরিজন মাত্র সমভিব্যাহারে পর পারে উপস্থিত হইলেন।

দেবশর্ম্মার আগমন শ্রবণ মাত্রে সামন্ত রাজারা অগ্রেসর হইয়া তাঁহাকে সভায় প্রবেশ করাইলেন অরমুড়িও নিজে বিশেষ সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে আসনে বসাইলেন।

তাঁহার পথশ্রান্ত আছ বলিয়া অরমুড়ি তাঁহাকে বিশ্রামার্থ নির্দ্দিষ্ট ভবনে পাঠাইলেন তিনি ও তথায় রাজপ্রদত্ত প্রচুর ভোগ্য বস্তু পাইয়া পরমানন্দে সে দিন যাপন করিলেন।

রাজা অরমুড়ি ও কাশ্মীর মন্ত্রী দেবশর্ম্মা পরদিন নির্জ্জনে বসিয়া পরস্পরে পরমানন্দে মধু পান করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের অবধারণ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন মহারাজ! জয়াপীড়ের প্রচুর ধনরত্ন সৈন্যের ভিতরই কাহারও কাছে আছে উহা কেবল নিজে ও তাঁহার কয়েকটী বিশ্বস্ত পরিজন ভিন্ন আর কেহই জানে না।

আমি তাঁহাকে নানারূপে বিশ্বাসী করিয়া বলিব যে ধনরত্নের প্রতিদানেই আপনার এই বিপদ হইতে মুক্তি হইতে পারে, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনার ধনরত্ন কোথায় রক্ষিত আছে। আমি এই জন্যই সমুদয় সৈন্য আনি নাই, কারণ অনেকের ভিতর হইতে ধনধনরক্ষী সৈন্যকে নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় সুতরাং তাহাদের এক একটিকে ডাকিয়া আনিয়া বাঁধিয়া ফেলিলে ভিতরের ভাব কেহ জানিতে পারিবে না তাহাতে কোন সৈনিক ক্রোধ করিবার কারণ পাইবে না।

হে নেপালরাজ! আমি এই প্রস্তাবে সম্মত করিলে আপনার সকল দিকই নিরুপদ্রব হইবে।

মিত্রশর্ম্মা এই কথায় অরমুড়িকে ভুলাইয়া সহজেই তাঁহার নিকট হইতে অনুজ্ঞা পাইলেন ও কারাবদ্ধ কাশ্মীরনাথের কাছে গমন করিলেন।

মন্ত্রিবর বন্দনগৃহে পৌঁছিয়া বিপন্ন প্রভুকে দেখিবামাত্র শোকাচ্ছন্ন হইলেন, কিন্তু নিজে ধৈর্য্য নিধি বলিয়া সেই শোক সম্বরণ করত ঘরটীকে একেবারে জনশূন্য করিয়া তাঁহাকে অতি মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন; বলি মহারাজ! আপনি তো নিজের প্রতিষ্ঠার মূলস্বরূপ তেজকে হারান নাই—যাহা থাকাতে অসমসাহসরূপ চন্দ্র কার্য্যের কল্পনা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এই কথায় জয়াপীড় তাঁহাকে উত্তর দিলেন মন্ত্রিন্ দেখিলেতো আমি তেজহীন হইয়া এই বন্ধন দশায় রহিয়াছি, এখন আমার সেই তেজ থাকিলেও কোন কি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভব হয়

মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! যদি আপনার তেজই ঠিক থাকে তাহা হইলে নিশ্চিতই জানিবেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যেই এই বিপদ সাগর পার হইয়াছেন। বলি এই গবাক্ষের ছিদ্র পথ দিয়া নদী জলে পড়িতে পারেন কি? তাহার পর পারে পৌঁছিলে আর কোন ভাবনা থাকে না কারণ সেথায় অশ্বারোহী সৈনিকেরা আপনারই [illegible] তাহারা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

ভূবিবরণ (১)

ভূতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, ভূগোল, এবং ভূবিবরণ প্রভৃতি আজকাল এখানকার বিদ্যালয় সমূহে যেরূপ ভাবে অধ্যাপিত হইতেছে তাহাতে তাহার প্রকৃত অর্থ, যথার্থ উদ্দেশ্য এবং প্রকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর সেকালের পদ্ধতি অনুসারে তোতার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য অপরিচিত ভৌগোলিক নামের তালিকা কণ্ঠস্থ করিলেই ভূগোল পাঠের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। লোপটকা কামাস্কাট্‌কার দক্ষিণ মুখস্থ করিয়া এবং পোপোকাটাপেটল, তানানারিবো, হনোলুলু, চুকিসাকা মানচিত্রে দেখাইয়া এখন আর কেহ ভূগোলবিদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কি ভারতে, কি জাপানে, কি ইউরোপে, সমগ্র সভ্যজগতে শিক্ষা প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল শাস্ত্রের প্রতি শিক্ষা পরিচালকগণের খর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ভূগোল শিক্ষা পদ্ধতির জীর্ণ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষায় ভূগোল শাস্ত্রের প্রকৃত মূল্য ও স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা হইতেছে। ভূগোল এক স্বতন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান শাস্ত্র বলিয়া সর্ব্ববাদী সম্মতিতে পরিগণিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোলের মর্য্যাদা ও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য পরীক্ষায়ও ভূগোল এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভূগোল নামে নূতন অর্থ যোজনা হইয়াছে, ভূগোল ক্ষেত্রের আয়তন ও প্রয়োগ প্রসারিত হইয়াছে, ভূগোল পাঠ ও পঠন প্রণালীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে।

ভূগোলের এত আদর, এত মান মর্য্যাদা, এত গৌরব কোথা হইতে হঠাৎ কেমন করিয়া হইল দেখিবার বিষয় বটে। শিক্ষাজগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়, জর্ম্মনী ও জাপান তাহা চাক্ষুষ প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে জর্ম্মনী ও জাপান সভ্য জগতের শিক্ষাগুরু। বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রণালী উদ্ভাবনে, শিশু উদ্যানের ক্রীড়ায় পদ্ধতিতে এবং ভূতত্ত্বে নবগৌরব যোজনা করিতে সর্ব্বত্রই জাতীয় শিক্ষা সংস্কারে জর্ম্মনী অগ্রণী। ইংলণ্ড ও আমেরিকা আজ জর্ম্মনী ও জাপানের অনুবর্ত্তন করিয়া গৌরবে গরীয়ান। জর্ম্মনীই সর্ব্বপ্রথম ভূবিদ্যার উচিত মর্য্যাদা স্বীকার করেন। এই অত্যাবশ্যক 'ভূবিদ্যা' কি, ইহা শিক্ষার লক্ষীভূত বিষয় কি এবং তাহাতে উপকারই বা কি, এই বিদ্যা অধ্যাপনার নিমিত্ত শিক্ষকের কিরূপ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিলে ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, ভূগোল শাস্ত্র যথাযথ শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত কি কি উপাদান আবশ্যক, অন্যান্য কোন্ কোন্ শাস্ত্রের সহিত ভূতত্ত্বের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—এই সকল বিষয় বিচার ও নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন।

ভূপৃষ্ঠের বিবরণকে সাধারণতঃ ভূগোল কহে। কিন্তু ভূগোল শাস্ত্র বিশেষভাবে মনুষ্যের আবাস ভূমি যে পৃথিবী তাহারই বিষয় বর্ণনা করে। এই ধরাপৃষ্ঠে যে সকল বিষয় আমাদের জীবন ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজন, পৃথিবীর যে সকল অংশ জনেকের ব্যবহার উপযোগী, মানব সমাজের উন্নতির অনুকূল এবং মানব সভ্যতার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংসৃষ্ট তাহারই উজ্জ্বল চিত্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ভূগোলের উদ্দেশ্য বিষয়। যে ধরণীতলে মানবের জন্ম, স্থিতি ও গতি; যে বায়ুমণ্ডলী হইতে মানব শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে; যে সলিল দ্বারা মানবের শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদন করে, যান বহন করে অবগাহন বারি ও পানীয় সরবরাহ করে, আবর্জ্জনা ধৌত করে; যে লবণাম্বুরাশি দেশ দেশান্তরে পোত বহন করিয়া মানবের বাণিজ্য সুগম, সুকর, সহজ করিয়া দেয়; যে সকল ভূচর খেচর, জলচর এবং উভচর মানবের অস্তিত্ব সুখবিধানের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাদের বিশদ বর্ণনা এবং বিস্তারিত বিবরণই প্রকৃত ভূগোল বিবরণ। মানব শক্তি ভূপ্রকৃতির যত টুকু ধরিতে এবং বুঝিতে পারে, মানব বুদ্ধির নিকট ধরাতল যেরূপ ভাবে প্রতীয়মান হয়, এবং যে সকল চিরপরিবর্ত্তনীয় নৈসর্গিক ঘটনা অহরহ আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘটিতেছে এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাই ভূগোল শাস্ত্রের আলোচ্য ও বর্ণনীয় বিষয়

আমাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা (৫)

ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপনয়ন সংস্কারের সময় অগ্নি সমক্ষে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিতে হয় তাহার মধ্যে একটি "ন স্বপামি"। আচার্য্য মাণবক অর্থাৎ উপনেতব্য শিশুকে বলেন, "মা দিবা স্বাপ্সীঃ" দিনে ঘুমাইও না। মাণবকে বলেন "ন স্বপামি" ঘুমাইব না। উপনেতব্য ব্রাহ্মণ শিশু উপলক্ষণ মাত্র, নতুবা দিবা নিদ্রা কাহারও পক্ষেই বিহিত নহে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শতপুত্র বিনষ্ট হইলে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর আমার পুত্রগণ কখনও দিবাতে নিদ্রা যায় নাই এবং রাত্রিতে দধিভোজনাদি আয়ুঃক্ষয়কর কোন কর্ম্ম করে নাই, তবে তাহাদের এমন অকালমৃত্যু কেন হইল? ফলে, আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া দিবানিদ্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

কিন্তু এই নিয়মের ব্যভিচার ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ছেলেদের দোষ বিরল। অধ্যাপক মহাশয় যদি স্বয়ং নিদ্রা যান ছাত্রগণ ত নিদ্রা যাইবেই। শিক্ষক নিদ্রা যাইলে ছাত্রের নিদ্রা যাওয়া কি করিয়া বারণ হইবে পিতা নিজে দিনে ঘুমাইয়া পুত্রকে দিবানিদ্রায় জন্য তিরস্কার করিলে ফল হয় না। আদর্শ চাই।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেলা ১১টার মধ্যে ভোজন শেষ করিয়া আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন। সংবাদ

পত্র পড়িতেছেন অথবা কোন পুস্তক পড়িতেছেন, সরল ভাবে উপবেশন করিয়া, কোন কিছু লিখিতেছেন ত হাতের উপর কাগজ লইয়া ঠিক খাড়া ভাবে বসিয়া, শোয়া ত দূরের কথা, এ সকল কাজ তাঁহাকে কখন তাকিয়া হেলান দিয়াও করিতে দেখি নাই। এই আদর্শে তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের দিবাভাগে নিদ্রা অথবা তন্দ্রা আমার নয়ন গোচর কখন হয় নাই।

শাস্ত্রে আছে, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" ছেলেদের যেমন সুশিক্ষা দেওয়া উচিত, মেয়েদেরও সেইরূপ সুশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, ছেলেদের যে রকম শিক্ষা যে ভাবে দেওয়া হইবে, মেয়েদের ও সেই রকম শিক্ষা সেই ভাবে দেওয়া হইবে। অনেকে কিন্তু এইটুকুই ভুল বুঝিয়া থাকেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে, ছেলেদের যেমন উহাদের উপযোগী সুশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, মেয়েদের ও সেইরূপ উহাদের উপযোগী সুশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার খুবই পক্ষপাতী থাকিলেও স্কুলে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। একবার একজন লোক তাঁহার নিকট বালিকা স্কুলের সাহায্যার্থ এককালীন কিছু দান প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু তাঁহার অভিজ্ঞতায় স্কুলে বালিকা শিক্ষার একটি বিরুদ্ধ ফলের কথা এমন ভাবে বলিলেন যে সে ব্যক্তি আর চাঁদার কথা মুখেও আনিতে পারিল না। এরূপ হইলেও কিন্তু তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা যেরূপ শিক্ষিত—সুভদ্র হিন্দুগৃহস্থের মেয়েদের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত—এমনটুকু [illegible]

দের ব্যাকরণ সংস্কৃত পড়াইতেন। ছোট ছোট নাতনীদের কাছে বসাইয়া মুগ্ধবোধ পড়াইতেছেন দেখিয়াছি। কেহ ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ পড়িতেছে। খানিকটা আবৃত্তি করিয়া উহার অর্থবোধ হইলে সেই অংশের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতে বলিতেন। এইরূপ অভ্যাসে সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ তাহাদের এতদূর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল যে, পরে রঘুবংশ কুমার সম্ভবের অনেকগুলি সর্গ উহারা অতি সুন্দর পদ্যে অনুবাদ করিয়াছে দেখিয়াছি। সংস্কৃতের আবৃত্তি ও উচ্চারণের দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। একবার তাঁহার একটি ছাত্রীকে তাহার সংস্কৃত পাঠ এমন পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সুমধুর ভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলাম যে, তৎকালে আমার এমন বোধ হইয়াছিল যে, যেন সেই পুরাকালের কোন আশ্রমবাসিনী মুনিকন্যা গুরুকে সংস্কৃত পড়িয়া শুনাইতেছেন। সুভদ্র হিন্দুর ঘরের মেয়েকে লিখিতে পড়িতে শিখানর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার মত এমন সুকৌশল যদি তাঁহার পরিজ্ঞাত না থাকিবে তবে শিক্ষাগুরু বলিয়া সাধারণের অত ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন তিনি কেন হইবেন?

কত ভাবে কেমন ধরণে তিনি শিক্ষা দিতেন তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়া এবারের প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি:—

সহর অঞ্চলের অনেক বড় মানুষের বাড়ীর মেয়েরা বাবীর গাড়ী করিয়া অনেক সময়ে আত্মীয়তা রক্ষার ছলে এবাড়ী সেবাড়ী বেড়াইয়া আসেন। এটা ভূদেব বাবু কতকটা বাড়াবাড়ি মনে করিতেন। তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা যাহাতে এ সুযোগ তেমন না পান সেই জন্য তাঁহার দুইখানি গাড়ীই টপবিহীন অর্থাৎ মাথাখোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করায় এক দিন বলিয়াছিলেন, মেয়েরা গাড়ী করিয়া এখানে সেখানে অনর্থক আত্মীয়তা রক্ষা উদ্দেশে বেড়াইতে যায় এটা তিনি ভাল পছন্দ করেন তেমন না। তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা যাহাতে এ সুযোগ না পায় সেই জন্যই তাঁহার বাড়ীর গাড়ী ওরূপ মাথা খোলা করিয়াছেন। তিনি নিয়মিত রূপে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সদালাপ এবং নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন এবং গল্প করিতেন। তাহাতেই মেয়েরা বেশী তৃপ্তি বোধ করিতেন, এখানে ওখানে বেড়াইতে যাইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তিই হইত না।

এক একদিন তিনি পরিজনস্থ এক এক জন স্ত্রীলোককে ডাকাইয়া বলিতেন; দেখ, কাল অমুকের সহিত এক সঙ্গে আমি ভোজন করিব, অমুক অমুক তরকারী তুমি রাঁধিও। রান্না ভাল হইলে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন ও স্থল বিশেষে পুরস্কার দিতেন।

এক সময়ে তাঁহার বাড়ীর নীচেকার একটি ঘর অপরিষ্কার দেখিয়া উহা পরিষ্কার করাইতে বলেন। কিন্তু মেয়েরা তাহা করায় নাই দেখিয়া তিনি অন্য কোন কথা না বলিয়া বলেন যে, কাল অমুকের সহিত আমি একত্রে ভোজন করিব। ভোজনের স্থান যেন ঐ ঘরটায় (সেই অপরিষ্কৃত ঘরটিকে উদ্দেশ করিয়া) হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁহার নিমন্ত্রিতকে লইয়া সেই ঘরে ভোজন করিয়াছিলেন। আমি সে সময়ে সে ঘর দেখিয়াছিলাম—সিঁদুর টুকু পড়িলে তাহা খুঁটিয়া তুলিয়া লওয়া যায়।

শ্রীদীননাথ বসু।

পৌরাণিক আখ্যান

মৃত্যু কি?

হিতোপদেশকার লিখিয়াছেন—

রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাং॥

অর্থাৎ, রোগ, শোক পরিতাপ, বন্ধন ও ব্যসন,—এইগুলি দেহিগণের নিজকৃত অপরাধরূপ বৃক্ষের ফল।

গীতায় আছে—

জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে
ন ত্বং শোচিতুমর্হসি

অর্থাৎ জন্ম হইলে মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণও নিশ্চিত। উহা অপরিহার্য্য বিষয়। এই হেতু ধীর ব্যক্তিগণ উহার জন্য শোক করেন না।

কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বড়ই শোকার্ত্ত হইলেন। ভগবান বেদ ব্যাস তাঁহার সেই শোক দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পিতামহ মৃত্যু কি পদার্থ। কিরূপেই বা উহার সৃষ্টি হইল। মৃত্যু সম্বন্ধে সকল কথা আপনি আমাকে বলুন।

রাজার এই কথায় বেদব্যাস [illegible] হে যুধিষ্ঠির! পুত্রশোকাতুর রাজা অকম্পনকে দেবর্ষি নারদ মৃত্যু সংবাদ যাহা শুনাইয়াছিলেন তাহাই আমি তোমাকে [illegible], শ্রবণ কর।

অকম্পন নামে [illegible] রাজা ছিলেন। তাঁহার [illegible] পুত্র ছিল। সেই রূপগুণসম্পন্ন [illegible] হতে রাজা অকম্পন বড়ই কাতর হইলেন। একদিন দেবর্ষি নারদকে পাইয়া রাজা অকম্পন কহিলেন হে দেবর্ষে! আমি পুত্রশোকে বড়ই কাতর হইয়াছি। মৃত্যুর ইতিহাস সম্বন্ধে আমাকে সকল কথা বলুন, আমি শ্রবণ করি। নারদ কহিলেন সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা জীব জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন ক্রমেই জীবের

সংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে পৃথিবী আর উহার ভার সহ্য করিতে পারেন না। তখন তিনি জীব সংহারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে না পারায় তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। সেই ক্রোধে অগ্নির উৎপত্তি হইল। সেই অগ্নিতে জীব জগৎ ভস্মীভূত হইতে আরম্ভ হইল। তখন ভগবান রুদ্র সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং বলিলেন সৃষ্টির লোপ যাহাতে না হয় এরূপ ভাবে জীব সংহার করিবার ভার আমার উপর আছে, কিন্তু আপনার ক্রোধে সৃষ্টি নাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। মহাদেবের কথায় ব্রহ্মা ক্রোধ সংবরণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার লোমকূপ হইতে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সেই নারীর গাত্র-বর্ণ কৃষ্ণ, পিঙ্গল, ও লোহিত বর্ণ মিশ্রিত, মুখ শ্রী জিহ্বা ও লোচন রক্তবর্ণ, তখন ব্রহ্মা সেই নারী মূর্ত্তিকে মৃত্যু বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মৃত্যু তুমি আমার আদেশে জীব সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। নারীমূর্ত্তি করুণ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন হে প্রভো আপনি আমার উপর কেন এই দুষ্কর্ম্মের ভার দিতেছেন আমি কিরূপে পিতার নিকট হইতে পুত্রকে, স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীকে যমালয়ে লইয়া যাইব। ঐ অধর্ম্ম আমি করিতে পারিব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু, আমি তোমার দ্বারা জীবের সংহার করির সঙ্কল্প করিয়াই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমার ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আদেশ প্রতিপালন কর। এই কথায় মৃত্যু নানা প্রকারে ব্রহ্মার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রসন্ন হইলে মৃত্যু ধেনুকাশ্রমে যাইয়া বহু কাল যাবৎ ব্রহ্মার আরাধনা করিলেন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া মৃত্যুকে বর দিতে চাহিলে মৃত্যু কহিলেন, হে প্রভো, জীব সংহার কার্য্য যদি আমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা না হয় তবে অগত্যা আমি ঐ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হই লাম। কিন্তু এই করুন যেন ঐ কার্য্যের জন্য আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে না হয়। নির্লজ্জতা ও পরস্পরের পরুষ বাক্য, ইহারা যেন পৃথক্‌রূপে প্রাণিগণের দেহ বিনাশ করে।

ব্রহ্মা কহিলেন হে মৃত্যু, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে। আমার হস্তে তোমার যে সকল অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছে তাহারাই প্রাণিগণের শরীরস্থ ব্যাধি হইবে এবং তাহারাই প্রাণিগণকে তাহাদের কাল পূর্ণ হইলেই মারিবে। তাহাতে তোমার অধর্ম্ম হইবে না, তুমি ভয় পাইওনা। প্রাণীরা মিথ্যাচারী, অধর্ম্মই সেই মিথ্যাচারি দিগকে হত্যা করিবে। তখন মৃত্যু সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মার বাক্য স্বীকৃত হইলেন।

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া নারদ, অকম্পনকে কহিলেন এই মৃত্যুই কাম ক্রোধ ও আসক্তি রহিত হইয়া অন্তকালে প্রাণিদিগের প্রাণহরণ করেন। অন্তকালে প্রাণিদিগের আপনা হইতেই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ ব্যাধিকেই রোগ বলে, উহার দ্বারা জীবগণ রুগ্ন হয় এবং উহাতেই অন্তকালে প্রাণিদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রাণিগণ নিজেরাই নিজেদের বিনাশের হেতু। যম উহাদিগকে নাশ করেন না। মৃত্যু বিধাতার সৃষ্ট পদার্থ। উহা অপরিহার্য্য সুতরাং মৃত ব্যক্তি দিগের জন্য ধীর ব্যক্তিরা শোক করেন না, অতএব তুমিও বৃথা শোক করিও না।

এডুকেশন গেজেট

২৪শে বৈশাখ ১৩১৬ সাল ইং ৭ই মে ১৯০৯ সাল

প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তির পাঠ্য (১)

তৃতীয় হইতে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত শ্রেণী সমূহের পাঠ্য নির্দ্দেশ এবং পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে বিশেষ কমিটী যে সকল প্রস্তাব করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর মিঃ এ আর্লি বিগত ২৮ শে এপ্রেল তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিয়াছেন। ভূমিকায় ডিরেক্টর বাহাদুর বলিয়াছেন—

প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর স্কুল সমূহে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত শ্রেণীগুলিতে যে সকল পাঠ্য এক্ষণে পড়ান হয় এবং তৎসম্বন্ধে শিক্ষাদিবার জন্য যে সকল পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত আছে, সকলের দোষ ত্রুটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ ও বিষয়ে সাধারণের মধ্যে আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। ১৯০৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শিক্ষাসম্বন্ধে ৩৫৮ নং যে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহাতে এই নির্দ্দেশ থাকে যে, বাঙ্গালার গ্রাম্য স্কুল সমূহ সম্বন্ধে প্রধান ত্রুটি—(১) পাঠ্য বিষয়ের পরিমাণ বেশী; উহা অবথা উন্নত ধরণের এবং বিবিধ। (২) প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকগুলি সাধারণে সচরাচর যেরূপ সরল ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে সেরূপ সরল ভাষায় লিখিত নয়। ১৯০৭ সালের ১০ই জুন তারিখের গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এই বিষয়ে আবার আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় মানের পাঠ্য সংশোধিত হয়। এবং ঐ দুই মানের জন্য উপযুক্ত পাঠ পুস্তক লেখারও ব্যবস্থা হয়। ঐ মন্তব্যে এ কথা বলা হইয়াছে যে, পল্লী অঞ্চলের ও সহর অঞ্চলের স্কুল সমূহের জন্য বিভিন্নরূপ পাঠ্য এবং পুস্তকের ব্যবস্থা অনাবশ্যক বটে এবং বস্তুতঃ উহা অসম্ভব। পাঠ্য বিষয়ের সংশোধন এবং পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা যাহা হইবে তাহাতে পল্লী সহর উভয় অঞ্চলের স্কুল সমূহেই কাজ চলিতে পারিবে।

১৯০৫—৬ সালের বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় রিপোর্টের ৮১, ১০৬ এবং ১১৫ দফায় আমি বলিয়াছি যে, ১৯০২ সালে গবর্ণমেণ্ট ভার্ণাকুলার শিক্ষার যে ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর স্কুল সমূহের নীচের শ্রেণী গুলিতে ছাত্রসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমি একথাও বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যবস্থায় তৃতীয় হইতে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত শ্রেণীগুলিতে ভার্ণাকুলার শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে সাধারণতঃ বাধা জন্মিবে। বাপ মা প্রভৃতি অভিভাবক-দিগের একান্ত আগ্রহ, ছেলে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবার উপযুক্ত হইলেই তাহাকে সেই খানে ভর্ত্তি করিয়া দেন; কারণ ঐ সমস্ত স্কুলে বিষয় সমূহ ইংরাজী ভাষায় শিখান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সেখানে শিক্ষাও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। অনেক বেসরকারী স্কুলে ভার্ণাকুলার শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। ঐ সকল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ স্কুলে বিষয় শিক্ষা ইংরাজিতে দিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। অনেক অভিভাবকের ঐ সকল স্কুলেও ছেলে দিবার জন্য আগ্রহ। আমি রিপোর্টে লিখিয়াছিলাম যে, নিম্নপ্রাথমিক স্কুল সমূহে প্রথম ও দ্বিতীয়মান শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয় ও পুস্তক সম্বন্ধে যে সকল ত্রুটি ছিল, তৃতীয় হইতে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেও সেই সকল ত্রুটি আছে।

আমি উক্ত রিপোর্টের ৮২ দফায় এই কথা বলিয়াছি যে, উচ্চ ও মধ্য শ্রেণী স্কুল সমূহের নিম্ন শ্রেণীগুলিতে যেরূপ ইংরাজী শিক্ষা হয় সেরূপ

কারী বন্দোবস্তের অধীন স্কুল সমূহের ঐ সকল শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে, তাহার কারণ বেসরকারী বন্দোবস্তের অধীন স্কুল সমূহের ঐ সকল শ্রেণীতে ইংরাজী শিখানর দিকে একটু বেশী যত্ন লওয়া হইয়া থাকে. গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর স্কুলগুলিতে চতুর্থ শ্রেণীর নীচের চারিটি শ্রেণীতে ইংরাজী গৌণ ভাষাস্বরূপে শিখান হইয়া থাকে। ইংরাজীর সাহায্যে বিষয় শিক্ষা উচ্চশ্রেণীর স্কুলের ৪র্থ শ্রেণী হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং পঞ্চম শ্রেণী হইতে যেসকল ছাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হয় পড়াশুনার বিষয়ে তাহাদের অনেক. অসুবিধা হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিষয় শিক্ষাস্থলে কি তাহারা শিখিতেছে এইটির প্রকৃত ধারণা করিতে তখন তাহাদের অনেক সময় লাগিয়া থাকে। আমি রিপোর্টে একথা লিখিয়াছিলাম যে, ৪র্থ শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণীগুলির পাঠ্য বিষয়ের সংস্কার আবশ্যক এবং উহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

বিশেষ কমিটীর প্রস্তাবিত তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ মান পর্য্যন্ত শ্রেণীর পাঠ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

ইংরাজী পাঠ্য

মিঃ ডবলিউ ডবলিউ হর্ণেল ও রেভঃ জে প্যাগ এই পাঠ্য নির্দেশস্থলে কমিটীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্য কেবল উচ্চশ্রেণীর স্কুল এবং মধ্য ইংরাজী স্কুলে পড়ান হইয়া থাকে। এখনও তাহাই হইবে। এ সম্বন্ধে আর নূতন করিয়া কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। তৃতীয় মান হইতে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত শ্রেণীতে ইংরাজী গৌণ ভাষা স্বরূপে পড়ান হইয়া থাকে। এব্যবস্থারও কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না, কারণ এই কয় শ্রেণীতে বিষয় শিক্ষা ভার্ণাকুলার সাহায্যে শিখানই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছে। এই কয় শ্রেণীতে গৌণ ভাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া ইংরাজী শিখানর দিকে যে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। বিশেষ কমিটীর প্রস্তাব এই যে, ছেলেদের জন্ত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল সমূহে সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা এবং মেয়েদের জন্ত ঐ শ্রেণীর স্কুল সমূহে সপ্তাহে সাত ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী [illegible]ন উচিত। এক্ষণে ঐ সকল স্কুলে সপ্তাহে [illegible] ঘণ্টা মাত্র ইংরাজী শিখান হইয়া থাকে। ইংরাজী শিখানর বেশী ফল হইতেছে এইটুকু দেখাইতে হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রণালীতে উহার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। এই "সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রণালী" কি সে কথা পরে বলা যাইবে।

ভার্ণাকুলার পাঠ্য

রেভঃ জে এফ হিউয়েট এবং বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই পাঠ্য নির্দেশ সম্বন্ধে কমিটীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সকল শ্রেণীর স্কুলেই পড়ান হইবে. কেবল মিডল ভার্ণাকুলার ও অপার প্রাইমারী স্কুল সমূহের জন্য অতিরিক্ত লিখন পাঠ্যও নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। উচ্চ এবং মধ্য ইংরাজী স্কুল সমূহে সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা এই বিষয় পড়ান হইবে, কিন্তু মিডল ভার্ণাকুলার এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুল সমূহে অতিরিক্ত আর দেড় ঘণ্টা এই অতিরিক্ত পাঠ্য লিখন জন্য দেওয়া হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

মহাজন বন্ধু। মাঘ এবং ফাল্গুন চৈত্র ১৩১৫ সাল।

কলিকাতা চিনিপটির সুবিখ্যাত মহাজন শ্রীরাম চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের সাহায্যে ১৫ নং গোলক দত্তের লেন হাটখোলা হইতে প্রকাশিত। অসমর্থ পক্ষে মূল্য ১৲ মাত্র।

সম্পাদক লিখিয়াছেন—"কাশীর বিশ্বেশ্বর, তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথ পর্য্যন্ত কলের চিনি ও কলের লবণ উদরস্থ করিয়াছেন।" যে প্রবন্ধে এই উপহাস তাহাতেই আবার লিখিয়াছেন "আমরা ও হিন্দু।" ধর্মের সম্বন্ধে উপহাসে যদি শান্তিপ্রিয়তা বজায় থাকে এবং হিন্দুয়ানী অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে সে আমদানী কয়া মূর্ত্তিপূজার বিদ্বেষী হিন্দুয়ানীর সম্বাদ অনেকেই এখনও জানেন না। দেবাদিদেবের পূজা কেহ "অজু"(মার্জ্জন) করিয়া নমাজ দ্বারা করে। কেহ প্রাতঃস্নান করিয়া ফুলে জলে চিনির নৈবেদ্যে করে। সকলেই পবিত্র মনে ও পবিত্র শরীরে ও পবিত্র স্থানে ও পবিত্র উপকরণে করিতে আদিষ্ট। ময়লা জলে মুসলমানের "অজু" হয় না। অবিশুদ্ধ উপকরণে—সকলেইত পরমহংস নহেন—হিন্দুর পূজা হয় না। স্বদেশ প্রেমই যদি পূর্ব্বের ভুলে কাহারও চক্ষু ফুটাইয়া থাকে সে জন্ত কি হিন্দুর পবিত্র বৈশ্য বংশোদ্ভব মহাজনকুলের, বিশুদ্ধ চিনি চাহিলে— উচিত মূল্য দিলে—তাহা সরবরাহ করিতে চেষ্টিত হওয়া উচিত নয়। অবিশুদ্ধকে বিশুদ্ধ বলিয়া বিক্রয়ই কি চতুর্ব্বর্গ ফল দিবে! এদেশে চিনি এখনও জন্মে। যদি মহাজনেরা জুয়াচুরি করিয়া বিদেশীকে দেশীয় চিনি বলিয়া উচ্চ দরে না বেচেন—সেই উচ্চ দর দিয়া দেশী চিনি খরিদ করিয়া সরবরাহ করিতে থাকেন—তাহা হইলে দেশী চিনির কারখানা উঠিয়া যাইবে কেন? আরও বসিত। ক্রেতা বেশী দাম দিল। মহাজন তাহা দেশীয় চিনি প্রস্তুত কারককে দিল না। নিজে খাইল এবং কিছু বিদেশী চিনি কিনিতে খরচ করিল। এই ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহে দেশীয় চিনির কারখানার ততটা উপকার হইতে দিল না। অধর্ম অন্ত জাতিকে সহিতে পারে কিন্তু হিন্দুর কোন সম্প্রদায়কে সহিতে দেখি নাই। হিন্দুর পাপ জ্ঞানকৃত পাপ, উচিত অনুচিতের জ্ঞানহীনতা বশতঃ এ পাপ নহে। ক্রেতা বেশী মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া যান। দেশী বলিয়া যে বিদেশী চিনি দেয় দোষ এবং পাপ তাহারই হইবে এবং পাপ ষোল আনা হইলেই তাহার উপায় ভগবান নিজেই করিয়া দিবেন। আমাদের বড় আশা ছিল যে ব্যবসায় বাণিজ্যের পত্রে "সত্যের" জন্ত উৎসাহ বিশিষ্ট ভাবে দেখিতে পাইব। সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং। এমন দিন আসিবে যখন মহাজন বন্ধু স্বধর্ম্মের অবমাননাসূচক বাক্যপ্রয়োগ জন্ত বিশেষ লজ্জা বোধ করিবেন।

বিলাস সম্বন্ধে মহাজন বন্ধুর কথা গুলি প্রকৃত।

"মহাজন ও ব্যবসায়ীরা বিলাসের দাস নহে; মোটা চাদর, চটী জুতা এবং কেবল কাজের কথাই তাহাদের মূলধন। ইংরাজ মহাজনেরও ভাঙ্গা টুপি, ছেঁড়া কোট, হস্তের কনুই পর্য্যন্ত পঙ্কের ধূলায় ভূষিত। জগতের ব্যবসায়ী ও বণিক্‌জাতি মাত্রেই এক আদর্শে গঠিত। যদি বিলাসিতা নষ্ট করিতে চাও ব্যবসায়ী হও, মহাজন হও; ব্যবসায় কর—বাণিজ্য কর। স্বদেশীর মূলে জল সিঞ্চন কর—দেশের লক্ষ্মীকে দেখিতে পাইবে। সাবান মাখা, চুল ফিরান, তাহাতে এসেন্স দেওয়া, সর্ব্বদা রুমাল হস্তে—এ শ্রেণীর লোক ব্যবসায়ী ও বণিকদিগের দুই চক্ষের বিষ বিলাস দ্রব্য উপভোগ করা (দোকানে) "লক্ষ্মীর টাটে" নিষিদ্ধ।"

"মুগার চাষ" অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। মুসায়াছে ভারতীয় বাণিজ্য, বাঙ্গালার কৃষি শিল্পের বিবরণী, ইয়াকোহামার ভারতীয় বাণিজ্য, গাজিপুরে খানজানা কল বিহারেও সাহেবরা চিনির কারখানা খাটাইতে [illegible] চিনির মন ১৬ বিক্রয় হয় পড়তা ১৪৸০ পড়ে ঐ শ্রেণীর বিদেশী চিনির মণ ৭৷৹ মাত্র)। প্রাচীন কালের চর্ম্ম শিল্প সুলিখিত প্রবন্ধ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছোটনাগপুর বিভাগের ডেঃ মাঃ বাবু ফণীন্দ্র নাথ মুখো নং ২ রাঁচির সদরে স্থাপিত হইলেন। ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ প্যাণ্টন উক্ত জেলার ৩য় এবং হুগলী জেলার ২য় অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ মন্মথ নাথ ঘোষ ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে কর্ম্ম পাইলেন। নিম্নলিখিত ডেঃ মাঃ গণ উন্নীত বা পদে পাকা হইলেন—

উন্নীত ২য় শ্রেণীতে বাবু চণ্ডীদাস ঘোষ. ৩য় শ্রেণীতে বাবু বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়. ৪র্থ শ্রেণীতে বাবু শ্রীরামচন্দ্র বসু. মৌঃ হাসমত হোসেন, ৫ম সেন, মিঃ আর বি বেনব্রিজ, নবাবজাদা সৈয়দ, আলি আসরফ, প্রোটেম ৫ম শ্রেণীতে বাবু মুরলীধর রায় চৌধুরী. বাবু বিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মিঃ চন্দ্রনাথ দে, বাবু মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অমৃত লাল গুপ্ত, বাবু ভবদেব সরকার, মিঃ ডবলিউ জি শাউট, প্রোটেম ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মিঃ সেণ্ট জন হাউ, মিঃ ই জি টেলর, বাবু রমেশচন্দ্র সেন, ৭ম শ্রেণীতে বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, নং ১, বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ ঘোষ, মৌঃ আতাই ইলাহী. মিঃ এ বি পেষ্টার, বাবু রাধাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বাবু সতীশচন্দ্র গুপ্ত, প্রোটেম ৭ম শ্রেণীতে বাবু সত্যেন্দ্র নাথ বটব্যাল।

পাকা হইলেন ৪র্থ শ্রেণীতে বাবু সতীশচন্দ্র সেন, মৌলবী আমীন উল ইসলাম, ৫ম শ্রেণীতে বাবু হরিভূষণ দে. ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে বাবু বৈদ্য নাথ মিত্র, বাবু নন্দ কিশোর ত্রিপাঠী ৭ম শ্রেণীতে বাবু হেমন্ত কুমার মৈত্র, ৮ম শ্রেণীতে মৌলবী আবদুল কাদের খাঁ, বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু. বাবু ধীরেন্দ্র লাল দে, মৌঃ মীর্জ্জা সেগাফ্তা বখ্ত, বাবু শ্যাম নারায়ণ সিংহ, বাবু নবগৌরাঙ্গ বসাক।

মেহেরপুরের ডেঃ মাঃ বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৬ মাসের, রাঁচির বাবু সুরেশ চন্দ্র সরকার ৫ সপ্তাহের, বারবঙ্গের মৌঃ আবুল মহঃ মুসদ ৩ মাসের, হাজারিবাগের মৌঃ মহঃ লতিফ আলম ৬ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—আসেন সোলের মুঃ বাবু শারদ কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় হুগলী সদরের মুঃ হইলেন। বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুঃ বাবু রমেশচন্দ্র বসু নং ২ আসেনশোলের মুঃ হইলেন। বাবু শচীন্দ্র কুমার সেন বি এল বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুঃ হইয়া আপাততঃ কালনায় কার্য্য করিবেন। বাবু দৈবকী লাল সেনগুপ্ত এম এ বি এল কাটোয়ার মুঃ হইলেন। ভগলপুরের মুঃ লালা যাদোদর প্রসাদ ৩৭ দিনের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা—ছোটনাগপুর বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর মিঃ পী কিউভার উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর হইলেন।

বাবু মতিলাল মুখার্জ্জি মুঙ্গেরের ডেঃ ইনঃ পাকা হইলেন। বাবু ভারতবন্ধু সাহ দার্জ্জিলিঙ্গ হাই স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ পদে পাকা হইলেন। দক্ষিণ রঘুনাথপুর সার্কেলের সব ইনঃ বাবু সুরেশ চন্দ্র সরকার ২ মাসের ছুটী পাইলেন। মানভুম জেলা বোর্ডের এডুকেশন ক্লার্ক বাবু প্রমথ নাথ মুখো দক্ষিণ রঘুনাথপুর সার্কেলের সব ইনঃ হইলেন। পুরীর সহকারী সব ইনঃ বাবু নারায়ণ মিশ্র পুরীর সব সব ইনঃ হইলেন। ছবরাজপুর সার্কেলের ইনঃ পণ্ডিত বাবু শশিভূষণ মিশ্র বীরভূমের সব ইনঃ হইলেন। মিস্ মেরি ষ্টুয়ার্ট ৬ মাসের এবং ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট বাবু অবিনাশ চন্দ্র মল্লিক ৬ মাসের ছুটী পাইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

শিক্ষা—রংপুরের ডেঃ ইনঃ বাবু তারিণী কিশোর বর্দ্ধন আর ৬২ দিনের ছুটী পাইলেন। শ্রীমতি হেমাঙ্গিনী গুহকে মাসিক তিন টাকা হিসাবে বিশেষ উচ্চপ্রাথমিক বৃত্তি গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীক্রমে একবৎসরের জন্ত দেওয়া হইবে। শ্রীগন্ধরাজ সিংহ ও শ্রীনরেন্দ্র কুমার সিংহ মাসিক তিন টাকা হিসাবে বিশেষ প্রাথমিক বৃত্তি গবর্ণমেণ্টে অনুমোদনক্রমে দুইবৎসর পাইবে।

ঢাকামাদ্রাসার হেড মৌলবীর মৃত্যু হওয়ায় সহকারী মৌঃ হাফিজ আবদুল্লা ঐ পদে কার্য্য করিবেন। মিস সরলাবালা রক্ষিত ইডেন ফিমেল স্কুলে প্রথম সহকারী মিষ্ট্রেস হইলেন। সবইনঃ বাবু রাধিকা প্রসন্ন দে রংপুরের ডেঃ ইনঃর কার্য্য করিবেন। নওগাঁর ডেঃ ইনঃ মৌঃ আবদুর রহমান খাঁ রাজসাহীর ডেঃ ইনঃ হইলেন। বোয়ালিয়ার সবইনঃ বাবু সারদা প্রসাদ ঘোষ নওগাঁর ডেঃ ইনঃ হইলেন। পাবনা জেলাস্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ বাবু মনোরঞ্জন মিত্র বরিশাল জেলাস্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। বাবু সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বরিশাল জেলাস্কুলের শিক্ষক হইলেন। সবইনঃ বাবু গিরিজাকান্ত বাগচি বরিশাল জেলাস্কুলের শিঃ হইলেন। সবইনঃ জোয়েল গাটকো ১৫ মাসের ছুটী পাইলেন। জোয়াই মইং স্কুলের শিক্ষক জোনসপাশা জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সবইনঃ হইলেন।

সিরাজগঞ্জের সব ডেঃ কঃ মৌঃ সালি আহমেদ গাইবাঁধা মহকুমায় বদলী হইলেন। জলপাইগুড়ি আলিপুরের সব ডেঃ ক, বাবু রাধিকামোহন বসাক মালদহে বদলী হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আলিপুর বোমার মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারক মিঃ বীচক্রফ্ট দুই জনের প্রাণদণ্ড, ১৮ জনের দ্বীপান্তর দণ্ড, এক জনের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ১৭ জনকে মুক্তি দিয়াছেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ রায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুধীর কুমার ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্র নাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রভূষণ রায়। দশ বৎসরের জন্ত দ্বীপান্তর দণ্ড—পরেশ চন্দ্র মল্লিক, শিশির কুমার ঘোষ, নিরাপদ রায়,। সাত বৎসরের জন্ত দ্বীপান্তর দণ্ড অশোকচন্দ্র নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কেন, শিশির কুমার সেন। সশ্রম একবৎসর জন্ত কারাদণ্ড—কৃষ্ণজীবন সান্যাল। খালাস—অরবিন্দ ঘোষ, নলিনীকান্ত সরকার, কাঞ্জিলাল সাহা. বিজয় কুমার নাগ, নরেন্দ্র নাথ বাগচি, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, দীনদয়াল বসু, বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ ধরণীধর গুপ্ত, নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র কুমার সেন দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর রায় মল্লিক, বিজয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রভাষ চন্দ্র দেব।

নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত পালজিরি গ্রামের আমেদ আলি নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে লাল মিয়া ও মহম্মদ তোরাব হাজি নামক দুইজন একটি বিবাহের নিমন্ত্রণে আইসে। তোরাবের বয়স ১০।১২ বৎসর। সে, গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তি, বিবাদ বিসম্বাদ হলে গ্রামের লোকে তাহাকে সালিস মান্য করিয়া থাকে। বিবাহের দিন আহার করিয়া একটা পুষ্করিণীতে হাতমুখ ধুইতে যাইয়া লালমিয়া দেখিল তোরাব সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সে একখানা বল্লম

লইয়া আসিয়া তোরাবের মাথায় আঘাত করে, তাহাতে তোরাবের মৃত্যু হয়। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, লালমিয়া ঐ সময়ে প্রকৃতিস্থ ছিল না। নোয়াখালির দায়রার জজ লালমিয়ার ফাঁসী হুকুম দিয়া দণ্ডাজ্ঞা কায়েম করিবার জন্য হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন। আসামীপক্ষের উকিল মহাশয় বলেন যে, লালমিয়া ঐ সময়ে প্রকৃতিস্থ ছিল না, উহা আসেসরেরা বিশ্বাস করিয়াছেন। হাইকোর্ট ডেপুটী লিগাল রিমেমব্রান্সার মিঃ অরের কোন আপত্তি নাই জানিয়া আসামীর ফাঁসীর পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলিকাতা ২৩নং রামবাগান ষ্ট্রীটের বাবু হেমচন্দ্র বসু ও বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার বার্ষিক সুদ ৪০০ টাকা। ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে যে সকল নিঃসম্বল রোগীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, ঐ সুদের টাকা হইতে তাহাদের প্রত্যেককে দিন চারি আনা হিসাবে চারিদিনের খোরাকী দেওয়া হইবে। ঐ টাকায় যতজনের কুলায় ততজনকেই দেওয়া হইবে।

[বর্দ্ধমান] মোড়ের ডাকাতির মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি সম্প্রতি হুগলীর দায়রায় হইয়া গিয়াছে। চারিজন আসামীকে বিচারক মহাশয় জুরীদিগের সহিত একমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবশিষ্ট আসামী মন্মথকে জুরীরা সন্দেহের সুবিধা দিতে বিচারক মহাশয়কে অনুরোধ করেন। বিচারক মহাশয় এ সম্বন্ধে জুরীদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়া হাইকোর্টে জানাইয়াছেন।

[ঢাকা] টাঙ্গাইলের বাবু বসন্ত কুমার বসু নিম্নলিখিত তিনটি অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া টাঙ্গাইলের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্কট কর্ত্তৃক ছয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। (১) প্যারীমোহন কর্ম্মকার নামক একব্যক্তি একখানি বিলাতী শাড়ী আনিতেছিলেন, বসন্ত বাবু তাহা পুড়াইয়া দেন। (২) জামির সরকারের একসের বিলাতী লবণ তিনি ফেলিয়া দেন। (৩) লক্ষ্মীকান্ত কর্ম্মকারের বিলাতী চিনির প্রস্তুত মিঠাই তিনি ফেলিয়া দেন। ময়মনসিংহের সেশনজজের নিকট মোকদ্দমার আপীল হইয়া বসন্ত বাবু তিনটি অভিযোগ হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন।

[বোম্বাই] পুনার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পাওয়ার প্রদত্ত ওয়ারেণ্টের বলে পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিগত ৩রা মে রাত্রিতে পুনার "বন্দে মাতরম্" নামক মহারাট্টা সংবাদ পত্রের ছাপাখানা অনুসন্ধান করেন। প্রুফ কাপি এবং "ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিসম" নামক কেতাবের ফর্ম্মা পুলিশ লইয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তক ছাপা হইতে যাইতেছিল। "ভারতভূষণ" সংবাদ পত্রের ছাপাখানাও অনুসন্ধান করিয়া প্রুফ প্রভৃতি লইয়া গিয়াছেন। আর একটি ভার্ণাকুলার প্রেস ৪ঠা তারিখে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। পুনার আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কতক কতক কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছেন।

[সাধারণ] তুরুষ্ক বিদ্রোহীদিগের তের জন দলপতিকে বিগত ৩রা মে কনষ্টাণ্টিনোপলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অচিহ্নিত কর্ম্মচারী, একজন মেজর ছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের বাড়ীর সম্মুখে কয়েকজনকে এবং গালাটা ব্রিজে যুদ্ধ আফিসের সম্মুখে কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

কাবুল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছে এরূপ তিনজন কয়েদী জেল হইতে পলায়ন করে, তন্মধ্যে সরবার খাঁ নামক একব্যক্তি কতক লোকজন লইয়া নিরাপদে টিরায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর দুই জন পলাইবার কালে বজোরে আমীরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগকে আবার কাবুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ গুজব এই দুই জনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সর্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রাদেশিক সর্ভিসে প্রোবেশনার লইবার জন্য আগামী ৩০শে আগষ্ট প্রতিযোগী পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এই পরীক্ষা এইবারেই শেষ, অতঃপর কোন পদ খালি হইলে সর্ভে কমিটী যাহাকে মনোনীত করিবেন তাঁহাকেই এই পদ দেওয়া হইবে। প্রতিযোগী পরীক্ষা আর লওয়া হইবে না।

ডিস ইনফেক্টাণ্ট। ড্রেন নরদমা প্রভৃতিতে এই "ডিসইনফেকটাণ্ট" ব্যবহার করিলে দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রিসোল ৬৫'৫ ভাগ। রজন ১২'৫ ভাগ। কষ্টিকপটাস২ ভাগ। জল ১০০ ভাগ। ক্রিসোল এবং রজনকে অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া কষ্টিক পটাসকে ৮ ভাগ জলে গুলিয়া পূর্ব্বোক্ত রজন ও ক্রিসোলের যে সলিউসন প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটাইতে থাক। তাহার পর ঠাণ্ডা হইলে নামাইয়া বোতলে রাখ। যখন আবশ্যক, যে পরিমাণ ব্যবহার করিবে, তাহাতে তাহার ১০০ ভাগ জল মিশাইয়া ব্যবহার কর। সমস্ত জিনিষ ঔষধ বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

কাঠকাঠরার ভাল পালিস। তারপিন ১ পাইট ফুটন্ত মসিনার তৈল ২ পাইট, প্যারাফিন তৈল ২ পাইট মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া পালিস করিলেই সুন্দর চক্‌চকে হইবে।

ফুট পাউডার।—অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষের পা ঘামিয়া থাকে, তজ্জন্য পা হাজিয়া যায়। নিম্নলিখিত ঔষধে উপকার হইবে। স্যালিসিলিক আসিড ১॥০ ড্রাম, বোরাক্স ১০ আউন্স, ফ্রেঞ্চ চক্ (ফুলখড়ি চূর্ণ) ১ ভাগ খুব ভাল করিয়া চূর্ণ করত, জুতা এবং মোজার মধ্যে ছড়াইয়া ব্যবহার করিতে হয়; —

(টুথপেষ্ট।)—প্রিসিপিটেড্ চক্ ২ পাউণ্ড। অরিস্ উড্ চূর্ণ ৪ আউন্স। থাইমল ১০ গ্রেন। মেন্থল ১০ গ্রেণ। দারুচিনির তৈল ২০ ফোটা উইনটার গ্রীন তৈল অর্দ্ধ আউন্স, স্যালিসিলিক আসিড ৩০ গ্রেণ; গ্লিসারাইট অফ ষ্টার্চ্চ—যতটুক আবশ্যক। ইহা দন্তধাবনের জন্য ব্যবহার ও বিক্রয় হয়।

ভাল প্রেসক্রিপসন সংগ্রহ।—ম্যালেরিয়ার জন্য [১] টিঞ্চার ল্যাভেণ্ডিন কম্পাউণ্ড ২ ড্রাম। কাষ্টার্স সলুইশন ১ ঐঃ মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের জন্য—১০ ফোঁটা হইতে ১৫ ফোঁটা আহারের পর ব্যবস্থেয়। (২) টিংচার ক্যারাডম কম্পাউণ্ড ৩ ড্রাম কার্ব্বলিক অ্যাসিড ১ ঐ, মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের জন্য ৪ ফোঁটা, ৪ ঘণ্টা অন্তর, জলের সহিত মিশাইয়া সেবনীয়।—জে এইচ ব্যানার্জী, এম ডি; ডক্টর নামক আমেরিকার মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

লম্বাগো বা কটী বাত।—মেডিক্যাল রিভিউ অফ রিভিউ পত্রিকা নিম্নলিখিত মালিস্‌টী স্থানীয় প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলেন :—

টিং আইডিন ১ ড্রাম, টিং একোনাইট রুট ৩ ঐ স্পিরিট ক্লোরোফরম ৪ ঐ, সোপলিনিমেণ্ট ৩ অ

বেদনা স্থানে ২।৩ বার মালিস করিতে হইবে।—প্রেসক্রিপসন। (ইহা বিষাক্ত।) ঔষধ

১। দাঁতে পোকা হইলে—পানা পুকুরের বড় পানার যে লম্বা লম্বা শিকড় জলের মধ্যে থাকে, তাহা চিবাইয়া ফেলিয়া দিলে সমস্ত পোকা মরিয়া যায়। ২। ঘৃত ও তৈল পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সদ্য দগ্ধ কাঠের কয়লার উপর ঢালিয়া দিয়া চোয়া

ইয়া লইলে, দুর্গন্ধ নিবারিত এবং নির্দ্দোষ হয়। ৩। বিছায় কামড়াইলে ছাগলনাদি ঘষিয়া দিলে, এবং আমরুল শাক বাটিয়া দংশিত স্থানে চাপাইয়া দিলে ভাল হয়। ৪। বিষফোড়া হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা হইলে, তাহার চতুর্দ্দিকে কেরোশিন তৈল মালিস করিবে, অতি অল্প সময়ে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়, পরীক্ষা করা উচিত। ৫। রক্তপিত্ত রোগে ভুঁইফুলের পাতার রস সরবতের সহিত পান করিলে রক্ত বন্ধ হয়। পরীক্ষা করা উচিত। "সর্প দংশনের ঔষধ।—ক্ষতস্থানের দুই দিকে দৃঢ় বন্ধন দিয়া, নিমগাছের গোড়ায় যে ছাতা পড়ে, সেই ছাতার গুঁড়ার নস্য দিলে বিষক্ষয় হয় এবং ঐ গুঁড়ার কিঞ্চিৎ লইয়া ধানীলঙ্কার গাছের ১ তোলা শিকড়ের সহিত বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়। পরীক্ষা করা উচিত। উইনষ্টের উপায়।—যেখানে উই লাগে, সেখানে ভুঁতের জল দিলে উই মারিয়া যায়। কেরোশিন তৈল দিলেও মরিয়া যায়। ঘরে ক্যাপ্থালিন রাখিলেও উই পলাইয়া বা মরিয়া যায়। অর্শের রক্তপড়া বন্ধের উপায়।—গরম জলে কটকিরির গুঁড়া মিশাইয়া সেই জলে জলশৌচ করিলে রক্ত নিবারিত হইয়া যায়। (কাজের লোক)

উদ্ভট কবিতা

ঈষদপি প্রবেশোঽপি স্নেহবিচ্ছেদকারকঃ।
কুতঃকোতো ন হীনর্দ্ধি খলো মন্থন দণ্ডবৎ॥

খল লোক মন্থনদণ্ডের মত একটু প্রবেশ (মন্থনদণ্ডপক্ষে দধিভাণ্ডে দধির সহিত সংযোগ, খল পক্ষে স্থানাধিকার, সুযোগ) লাভ করিতে পারিলেই স্নেহ বিচ্ছেদ (মন্থনদণ্ড পক্ষে দধি হইতে স্নেহ পদার্থ অর্থাৎ নবনীত বহিষ্করণ, খলপক্ষে আত্মীয়ে আত্মীয়ে কলহ) ঘটাইয়া ক্রোড (মন্থনদণ্ড পক্ষে দধির আলোড়ন, খলপক্ষে মনঃক্লেশ উৎপাদন করতঃ আনন্দে) যথেষ্ট নৃত্য করিতে থাকে। ১।

দুর্জ্জনঃ সুজনো ন স্যাদুপায়ানাং শতৈরপি।
অপানং মৃৎসহস্রেণ ধৌতকাসাং কথংভবেৎ॥ ২

বহুতর চেষ্টা করিয়াও দুর্জ্জনকে সুজন করা যায় না। সহস্রবার মৃত্তিকাদ্বারা ধৌত হইলেও গুহ্য দেশ কখনই মুখে পরিণত হয় না। ২।

দুর্জ্জনঃ প্রথমং বন্দ্যে সুজনং তদনন্তরম্।
মুখপ্রক্ষালনাৎ পূর্ব্বং গুদপ্রক্ষালনং যথা॥ ৩

দুর্জ্জন ও সুজনের মধ্যে দুর্জ্জনকে প্রথমে নমস্কার করিতে হয়। যেমন মুখ প্রক্ষালন করিবার পূর্ব্বে গুদ প্রক্ষালন করিতে হয়। ৩।

বক্রতাং বিভ্রতো যস্য গুহ্যমেব প্রকাশতে।
কথং ন চ সমানঃ স্যাৎ পুচ্ছেন পিশুনঃ শুনঃ॥ ৪

বক্রভাবধারণকালে যাহার গুহ্য (খল পক্ষে মনের কুটিল ভাব, কুকুর পক্ষে গুহ্য দেশ) প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই খল ব্যক্তি কুকুর পুচ্ছের সহিত কেননা সমান হইবে? অর্থাৎ কুটিল ব্যক্তির কুটিলতা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। ৪।

দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোঽপি নিত্যশঃ
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্॥ ৫

নিয়ত সেবাদ্বারাও দুর্জ্জনকে সরল অর্থাৎ বশ করা যায় না। যেমন কুকুর পুচ্ছকে স্বেদন (অগ্নি সন্তাপ) অভ্যঞ্জন (তৈলাদি মর্দ্দন) উপায়েও সরল করা যায় না, যেমন বক্র তেমনই থাকে। ৫

মালিন্যমবলম্বেত যদা দর্পণবৎ খলঃ।
তদৈব তন্মুখে দেবং রজো নান্যা প্রতিক্রিয়া॥ ৬

খল ব্যক্তি যখন দর্পণের মত মলিনভাব [অপরিস্কার, খল পক্ষে কুটিলতা] ধারণ করিবে, তখন তাহার মুখে ধূলিপ্রদান ব্যতীত অন্য গতি কার নাই। অর্থাৎ যেমন দর্পণে ময়লা জমিলে ধূলি দিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে হয়, সেই রূপ খল ব্যক্তি কুটিলতা প্রকাশ করিতে থাকিলে উপযুক্ত শাস্তি দ্বারা তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত। ৬।

যস্মিন্ বংশে সমুৎপন্নস্তমেব নিজ চেষ্টিতৈঃ।
দূষয়ত্যচিরেণৈব ঘুণকীট ইবাধমঃ॥ ৭

খল লোক যে বংশে উৎপন্ন হয় ঘুণকীটের ন্যায় নিজ কার্য্য দ্বারা অচিরে সেই বংশকে দূষিত করিয়া থাকে। ৭।

অপূর্ব্বঃ কোঽপি কোপাগ্নিঃ সজ্জনস্য খলস্য চ।
একস্য শাম্যতি স্নেহাদ্বর্দ্ধতেঽন্যস্য বারিতঃ॥ ৮

সাধু ও খলের কোপানল নূতন প্রকার। অন্য অগ্নিতে স্নেহপদার্থ তৈলাদি দিলে উহা আরও জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু সাধুর কোপানলে স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসা দিলে উহা নিবিয়া যায়। অন্য অগ্নি জলে নিবিয়া যায়, খলের কোপানলে জল দিলে অর্থাৎ মৃদু ব্যবহার করিলে খলের ক্রোধানল আরও জ্বলিয়া উঠে। ৮।

কচিৎ সর্পোঽপমিত্রত্বমীয়াৎ নৈব খলঃ কচিৎ।
ন শেষশায়িনোঽপ্যাস বশে দুর্য্যোধনো হরেঃ॥ ৯

বিষধর সর্পকেও কখন বশ করা যাইতে পারে, কিন্তু খল লোককে কিছুতেই বশ করা যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুকিকে বশ করিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়াছেন, কিন্তু দুষ্ট দুর্য্যোধনকে কিছুতে বশ করিতে পারেন নাই। ৯।

আজন্মসিদ্ধং কৌটিল্যং খলস্য চ হলস্য চ।
সোঢ়ুং তয়োর্মুখাক্ষেপং মন্যেকৈব সা ক্ষমা॥ ১০

খল ও লাঙ্গল ইহাদের কৌটিল্য আজন্মসিদ্ধ। একমাত্র ক্ষমাই (খল পক্ষে ক্ষমাগুণ, লাঙ্গলপক্ষে ক্ষমা পৃথিবী) উহাদের মুখাঘাত সহিতে পারে। খলের খলতা ক্ষমাশীলে সহ্য করিয়া থাকে। ১০

গত বারের উদ্ভটটির ২য় চরণটির এইরূপ পাঠান্তর হইলে নির্দ্দোষ হয়—

গোরাডাকডুরঃসরেড়ুকভরগ্রৈবেয়কভ্রাড়যম্।
গোরাডারুট্ + উরঃসরেড়ুকতরগ্রৈবেয়কভ্রাট্ + অয়ম্।
উরঃসরেড়ুকতরগ্রৈবেয়কভ্রাট্—
উরঃসরেট্—উরঃসর—সর্প—তাহাদের ঈট্—অধিপতি অর্থাৎ বাসুকি—বাসুকিরূপ উৎকৃষ্টতর গ্রীবাভূষণ দ্বারা শোভমান।

শ্রীবীরেশ নাথ শর্ম্মা,
মুলাজোড় কলেজ।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান, এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Kabyatirtha Hd Pandit for H E school Singur Dt. Hooghly on Rs 20 with free lodging.

An apprentice for the Sub-Division al office at Siliguri on a subsistence allowance of Rs 10 per mensem. Those who passed the Entrance Examination of a University need only apply. Candidates should state in their applications their age, nationality and native place. Applications with copies of testimonials will be received by the Sub-Divisional Officer of Siliguri up to the 31st May 1909.

A fieldman clerk for the Govern- nt Agricultural farm, Burirhat, Rang r. The applicant must have passed e Entrance Examination and be aire hardy to do practical field works clu ling ploughing. He must be below 5 years of age and of good moral haracter. Apply to J K Biswas uperintendent, Burirhat Govt farm angpur.

A 5th master for the Barpeta H E chool on Rs 30. Must stick to the ost for two years at least. Apply the Hd master before 20th May.

An Entrance teacher, Bhanga H E chool Dt. Faridpur on Rs 20 a men- . Apply to P N Sen Hd master.

A Hd master for the Jote Arapur E School, on Rs 22 per month ith free quarters only. Po Kotwali alda.

A F A Hd master for the Sharia- ndi M E School on Rs 25 per men- m. P 6 Sharjakandi, Bogra.

An F A Hd master for the Narchi E school on Rs 25 with free lodgi- g only or on Rs 20 with free board d lodging. Po. Sariakandi, Bogra.

A graduate with Rs 45 per mensem r the Baliator H E School, Baliator o., Dt Bankura. Healthy climate, Boarding attached to the school.

A Hindu guardian tutor for five oys the eldest of whom reads in the econd class. Pay according to qua- fications besides free board. A retired acher will be preferred. Purna handra Ghosh, pleader, Gya.

A Hd Pandit for the Kharibari M E School on Rs 20—1—25. Appli- ants must have passed the first grade Vernacular Mastership Examination nder the new scheme from one of the Bengal Schools. The selected candi ate, if Brahmin will have free board nd lodging. Apply to the Dy Inspec- r of schools, Darjeeling.

A Hd master Graduate and a Third master F A on Rs 50 at pre- ent and Rs 25 respectively. Panchetgarh E school Midnapur. Apply to the ecretary 16 I Nimoo Gossoin's Lane alcutta.

A Bengali graduate as IId master for the Anglo-Bengali school, Allaha- bad Candidate should possess expe- rience as a teacher. Salary Rs 75 per month, rising to Rs 100. All appli- cations with copies of testimonials reach the Secretary on or before the 20th May.

An English teacher and a Pandit on Rs 30 and Rs 20 respectively. Apply with testimonials to P C Guha. Po. Bhabadia, Dt. Faridpur.

A graduate 2nd Teacher for the Banwaribad H E school on Rs 45 to Rs 50 according to qualifications. Must stick to the post at least for two years. Barwaribad is a healthy place seven miles from Katwa.

Applications are invited for the post of an Inspecting Pandit under the District Board of Howrah on a pay of Rs 15 a month with a travelling allow- nce not exceeding Rs 72 a year. The candidates must have passed the final Normal Examination. Application together with the copies of testimonials must be sent to the undersigned on or before the 20th May 1909.

A graduade wholetime private tutor strong in English and. Sanskrit. Pay Rs 15 to 25 according to qualifications with free boarding and lodging. Must belong to one of the 3 higher castes and be ready to stick for 2 years Apply stating salary acceptable to Babu Govindo Chandra Dasgupta M A Deputy Magistrate, Sylhet.

A B A as Hd Master on Rs 50—60 per month and a plucked B A Third master on Rs 25 per month for the Joradah H E school (E B S R).

A graduate Mathematical teacher for the Dighpatia P N H school (Rajsh- hya) on Rs 40.

An F A or B A plucked asst master for the Amla-sadarpur H E school, Nadia, on Rs 25 a month.

A Hd Pandit Rohini M E school on Rs 13 the applicants should have passed the final examination of the Patna Training school under new scheme. Must stick two years Po. Rohini via Beidyanath Junction.

জেলা রংপুর পোঃ জলঢাকা বালাগ্রাম স্কুলে নূ একজন নর্ম্মাল পণ্ডিত বেতন ১৫৲ টাকা ও বাসা। প্রধান শিক্ষকের নিকট কিম্বা হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

বুড়ুল মইং স্কুলে জনৈক নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন বাসা বাদে আপাততঃ ১৬৲ ১৭৲ ক্রমানুসারে ২১৲ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, বুড়ুল পোষ্ট ডায়মণ্ডহারবার জেলা ২৪ পঃ।

মাইনর পাশ নূ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চাই। বেতন ৮ টাকা ও বাসা। শ্রীগোবিন্দমোহন সিংহ গ্রাম গরুডুমারী পোঃ বাউরা জেলা রংপুর।

"রামনগর ইউনিয়ন মইং স্কুলে নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ টাকা বাৎসরিক ১ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে, বাসাভাড়া লাগিবে না। ৩১শে মে মধ্যে, রামনগর রহিমপুর পোঃ অঃ জেলা বীরভূম

সারাজাবাদ মধ্য ইংরাজী স্কুলে একজন এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ মাঃ এবং নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ও কিণ্ডারগার্টেন জানা হেঃ পঃ বাসা বাদে বেতন যথাক্রমে ২০৲ ২২৲ ও ১৫৲ ১৮ টাকা। পোষ্ট বজ্ বজ্ ২৪ পরগণা

(উদ্ধৃত)

মূলার চাষ।

আজকাল কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে মূলা মুখরোচক, পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক, দূষিত রক্ত ও দূষিত মল পরিষ্কারক। অনেকে অতি উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা করিয়া মূলার চাষ করিয়া থাকেন। ইহা সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বজাতির লোকেরই প্রিয়। কৃষকগণ মূলার চাষ করিয়া বেশ দু'পয়সা টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মূলার চাষে লাভ নিতান্ত মন্দ নহে, অতএব পাঠকগণের অবগতির জন্য মূলার চাষ এবং তাহার লাভালাভ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মূলার চাষ করিতে হইলে যে ভূমিতে মূলা রোপণ করিতে মনন করিবেন, তাহাতে জ্যৈষ্ঠ কিংবা আষাঢ় মাসের প্রথমেই লাঙ্গল দিতে হয়। দোয়াশ মাটিই মূলার উপযুক্ত ক্ষেত্র। মূলার পক্ষে খৈল, ছাই ও পলিমাটি সারই ভাল। মূলা ক্ষেত্রে গোবরের সার দিতে নাই, গোবরের সারযুক্ত ক্ষেত্রে মূলা বপন করিলে সেই মূলা খাইতে বিস্বাদ হয়। জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ক্ষেত্রে চাষ আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটী করিয়া চাষ ও দুই পির মই দেওয়া আবশ্যক এইরূপে চাষ করিলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই পাঁচ মাসে ন্যূনাধিক ১৮ আঠার খানি চাষ হইতে পারিবে। ষোল খানি চাষের

কমে মূল্য হয় না। যেমন খানার বচনে আছে। যথাঃ—

"শতেক চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা,
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।"

অর্থাৎ মূলা ক্ষেত্রে শতাবধি চাষ দিতে হয়, তুলার চাষে তার অর্দ্ধেক, ধানের চাষে তার অর্দ্ধেক, পানের "বিনা" বিনা চাষেই পান হইয়া থাকে। তবে মূলা ক্ষেত্রে একশত চাষ দেওয়া প্রকৃত কথা নহে, কিংবা প্রকৃত হইলেও আমাদের বঙ্গদেশের জন্য নহে। আমাদের দেশে আঠার কিম্বা কুড়িটা চাষ করিলেই মূলা বেশ ফলে। তবে কথা হইতেছে এই যে, মূলা ক্ষেত্রে যে পরিমাণ চাষ দিতে হয়, অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের আবাদ করিতে গেলে তত অধিক চাষ দিতে হয় না। ১৫।১৬ টী চাষে যে ক্ষেত্রে কপি বীট কিংবা আলু হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে মূলার চাষ করিতে হইলে কুড়ি, বাইশটী চাষ দিবার প্রয়োজন হয়। পরম বুদ্ধিমতী নারীকুলবরণীয়া খানা বলিয়াছেন যথা :—

"মূলার ভুঁই তুলা, কুশরের ভুঁই ধূলা।"

অর্থাৎ মূলার ক্ষেত্রে চাষ দিতে দিতে মাটীকে অত্যন্ত মোলায়েম করিতে হয়। নচেৎ শিকড়ের ন্যায় শক্ত হয়। আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে কিংবা ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে ক্ষেত্রে জঙ্গল, খড়, কুটা ঘাস যাহা কিছু আবর্জ্জনা থাকে, তাহা উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবে। এই সময়ে ছাই কিংবা পলিমাটির সার দেওয়া আবশ্যক। আশ্বিন মাস মূলা বপন করিবার উপযুক্ত সময়। মহাজন বন্ধু চৈত্র ১৩১৫

ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং যতদিন ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু যদি তিনি কেবল টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও উচিত—কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা। কারণ, আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন—অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়া তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম্ম করেন না। সাংসারিক কার্য্য অপর জাতির জন্য—ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি,—তাঁহারা যাহা জানেন, শতশত শতাব্দীর শিক্ষা অভিজ্ঞতায় যাহা তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য—তাঁহারা যে যথার্থই ব্রাহ্মণ—এইটি স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ; তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ভাণ্ডার। ঐ ধনভাণ্ডার খুলিয়া জগতে বিতরণ করিতে হইবে। ইহা সত্য কথা যে—ভারতীয় অন্যান্য সকলের নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন—অপরে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাসমূহের রহস্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি হইতে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অপর জাতিরা কেন জ্ঞানলাভ করিল না? তাহারা কেন প্রথমে অলস হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশক ও কূর্ম্মের গতি শক্তি পরীক্ষার পুনরভিনয় করিল?

তবে কথা এই—অপর অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া ও সুবিধালাভ করা এক কথা, আর অসদ্ব্যবহারের জন্য ঐ গুলিকে ধরিয়া রাখা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন উহা আসুরিক ভাব ধারণ করে; সদুদ্দেশ্যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—তিনি এতদিন যাহার রক্ষকস্বরূপ আছেন—তাহা সর্ব্বসাধারণকে দিতে হইবে আর তাঁহারা সর্ব্বসাধারণে উহা এত দিন দেন নাই, এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্ব্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই কারণেই যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সেই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

আর আমাদের সকলের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণ যে অপূর্ব্ব ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেইগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য্য প্রথমে করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে একটি প্রাচীন সংস্কার আছে—যে গোখরো সাপ কামড়াইয়াছে, সেই সাপ যদি নিজেই নিজের বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই সেই রোগী বাঁচিবে। সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজ বিষ উঠাইয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ, আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা উপার্জ্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? তোমরা এতদিন উদাসীন থাকিয়া ইতিমধ্যে অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিক মস্তিষ্ক, অধিক বীর্য্য অধিক শক্তি ও কৌশলসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া এখন বিরক্তিপ্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই সকল বৃথা বাদপ্রতিবাদ, বিবাদবিসম্বাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া নিজগৃহে এইরূপ কলুষাত্মক বিবাদে ব্যস্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা পাইবার চেষ্টা করুক—তবেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় কর না কেন? যখনই ইহা করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে অধিকার লাভের ইহাই রহস্য।

সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য ও সম্মান এখানে সমানার্থক। যাই তোমরা উহা পাইলে, কেহই তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমা লইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ আপন মায়ায় আপনি মুগ্ধ হইয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে আর তাঁহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত, অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করেন—এইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয় তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ,—৪ কোটী ইংরাজ ৩০ কোটী ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে? সংহতিই শক্তির বল—একথা বলিলে তোমরা হয়ত বলিবে—উহা ত জড়শক্তি বলেই সাধিত হয়—সুতরাং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ কোথায় রহিল? শক্তির প্রয়োজন আছে বৈ কি। এই ৪ কোটি ইংরাজ তাঁহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে

প্রয়োগ করিতে পারেন আর উহা দ্বারাই তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে আর তোমরা ত্রিশ কোটী লোক সকলেই পৃথক্ পৃথক্ মনবিশিষ্ট

সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তি সমূহের একত্র মিলন। আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে অথর্ব্ববেদসংহিতার সেই অপূর্ব্ব শ্লোকাবলি স্মরণ হইতেছে :—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে ইত্যাদি।

তোমরা সকলে সমমনস্তঃকরণ বিশিষ্ট হও, কারণ পূর্ব্বকালে দেবগণ একমনাঃ হইয়াই তাঁহাদের ভাগলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন—সমাজগঠনেরও ইহাই রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ দ্রাবিড়ী এই সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারতের উপাদান স্বরূপ শক্তির সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকিবে। কারণ, বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য। প্রত্যেক চীনেম্যানের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন আর মুষ্টিমেয় কয়েকটী জাপানী একচিত্ত। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। সমুদয় জগতের ইতিহাসেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তোমরা দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহ চিরকালই বড় বড় প্রকাণ্ড জাতিসমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা খুবই স্বাভাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিসমূহের বিভিন্ন ভাব সমূহকে এককেন্দ্রানুগ করা অতি সহজ—আর ঐরূপ করিতে পারিলে তাহারা সহজেই উন্নত হইয়া থাকে। আর যে জাতিতে লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার সমবেতভাবে কার্য্যপরিচালন তত কঠিন। উহা যেন একটা অসংহত অনিয়ন্ত্রিত লোকসমষ্টিস্বরূপ, তাহারা কখন মিলিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদিগকে সমুদয় বিবাদবিসম্বাদ ছাড়িতে হইবে।

আমাদের ভিতর আর এক দোষ আছে। শত শত শতাব্দীর দাসত্বে আমরা যেন একদল মেয়েমানুষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তোমরা এদেশে বা অপর যে কোন দেশে যাও দেখিবে, তিনজন স্ত্রীলোক যদি একত্র মিলিয়াছে ত বিবাদ করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশসমূহে বড় বড় সভা করিয়া তাহারা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার ঘোষণায় গগন ফাটাইয়া দেয়—তারপর দুদিন যাইতে না যাইতে পরস্পরে বিবাদ করিয়া বসে, সুতরাং কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখিবে—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন। যদি কোন নারী আসিয়া তাহাদের উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না—জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহাদের স্বস্তিবোধ হয়—তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে। আমরাও ঐরূপ হইয়াছি। যদি একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে চাপিয়া দিতে চাও, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, তবে তাহা অনায়াসে সহিতে প্রস্তুত। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছ। দাসগণকে এখন দাসত্ব ভুলিয়া প্রভু হইতে হইবে—সুতরাং তোমাদের ঐ দোষ ছাড়িয়া দাও।

একণে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন। তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও প্রকৃত ভাবে পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমরা একপোয়া পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে যাইতেছ? স্বদেশের সেবা পূজা ভাবে করিতে পার না শুধু ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কও? ভক্তি ও পূজা সম্বন্ধে হাতে খড়ি ত দাও! সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর। তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে, কর্ম্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? একি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবে? একি তামাসা—একি ছেলেখেলা না কি? আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি! কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা—এই সব মানুষ, এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমার নিজেদের ঘোর কুকর্ম্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

বিষয় প্রকাণ্ড—সুতরাং কোন্‌খানে থামিব তাহা জানি না। সুতরাং মান্দ্রাজে আমি যেভাবে কার্য্য করিতে চাই, দুচার কথায় তাহা তোমাদের নিকট বলিয়া আমি বক্তৃতা শেষ করিব। আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা কি এখনও ইহা বুঝিতেছ না? তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ কল্পনা করিতে হইবে। উচ্চ উচ্চ বিষয় বলিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে এবং কার্য্যও করিতে হইবে। যতদিন না ইহা করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই। তোমরা একণে যে শিক্ষা লাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে, উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথম কথা এই যে, ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ অনস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা অন্য যে কোন শিক্ষায় এইরূপ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মুর্খ, পিতামহ একটা পাগল, প্রাচীন আচার্য্যগণ সব ভণ্ড আর শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। আর ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় তিন প্রেসিডেন্সিতে একটা লোকও জন্মাইল না। মৌলিকভাবপূর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশে নয়, অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। মাথায় কতকগুলা ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদিগকে জীবন গঠন করিতে হইবে, মানুষ তৈয়ারি করিতে হইবে, চরিত্র গঠন করিতে হইবে ভাবগুলি হজম করিতে হইবে। যদি তোমরা পাঁচটা ভাব ... জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে ...

তবে যে ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরি মুখস্থ করিয়াছে তাহার অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত।

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য

চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, ~~অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে~~ অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি।

যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, কোষসমূহই ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যত দূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য ইহা একটী গুরুতর ব্যাপার কঠিন সমস্যা। আমি জানি না, ইহা কখন কার্য্যে পরিণত হইবে কি না। কিন্তু আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

কিরূপে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মান্দ্রাজের কথাই ধর। আমাদিগকে একটী মন্দির করিতে হইবে—কারণ, হিন্দুগণ সকল কার্য্যেরই প্রথমে ধর্ম্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার, বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐ মন্দিরে কি দেবতার পূজা হইবে, এই বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা যে মন্দির করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে; উহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোন সম্প্রদায় ওঙ্কারে অবিশ্বাসী হয়, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোন অধিকার নাই। যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন সকলেই হিন্দু নিজের নিজের সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারে সকলেই ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একটী মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে তোমাদিগ হইতে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদের মতসমূহ শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে—কেবল একটী বিষয় নিষেধ—তোমার সহিত কাহারও মতবিরোধ হইলে সেই সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে পাইবে না। তোমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিয়া যাও, জগৎ উহা শুনিতে চায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমার কি মত, জগতের তাহা শুনিবার অবকাশ নাই, ওটা তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটী বিদ্যালয় থাকিবে। ইহা হইতে যে সকল আচার্য্য গঠিত হইবে, তাহারা সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিবে। আমরা যেমন এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহাদিগকে সেই রূপ ধর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। ক্রমশঃ এইরূপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, যতদিন না সমগ্র ভারত ছাইয়া ফেলিতে পারে। ইহাই আমার কার্য্যপ্রণালী।

ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা চাইই চাই। তোমরা বলিতে পার, টাকা কোথায়—টাকার প্রয়োজন নাই; টাকায় কি হইবে? গত বার বৎসর ধরিয়া কাল কি খাইব আমার তাহার ঠিক ছিল না কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক সে সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তাহাদের দাস নহি। আমি বলিতেছি, শিক্ষিত আসিবে। লোক কোথায়—ইহাই প্রশ্ন। আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লোক কোথায়?

হে যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর। তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ; আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই আমি এক্ষণে এই সকল কঠিন কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতেছি। তোমাদের প্রত্যেকে সেই বিশ্বাসসম্পন্ন হও—অনন্ত শক্তি আমাদের সকলের আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা (উদ্বোধন হইতে)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া [illegible] ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে [illegible]। গ্রাহকগণের পত্র ও মন অর্ডারে এই পৃথক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা [illegible] হইবে।

১২৫৪ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বেরিয়া, হেঃ পঃ
বাণিজ্যবংশ মইং স্কুল ৩০।৪।১০
১২৫৫ " মোহিনী মোহন বন্দ্যো,
হেঃ মাঃ কুণ্ডলা মইং স্কুল ঐ
১২৫৭ " রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব
বাহাদুর দিনাজপুর ৫৲ ঐ
৪২৬ " কৃষ্ণ চন্দ্র রায়,
ডুঃ মাঃ বাঁশবেড়িয়া স্কুল ঐ
২১৬ " কালীমোহন চক্রবর্ত্তী
সাঃ পঃ মধুপুর ৩১।৩।১০
১২৫৭ " আশুতোষ মল্লিক, ঐ
১২৫৮ " ভূপতি নাথ চৌধুরী, দেরপুর ঐ
১২৫৯ " রাম শরণ বিদ্যাবাগীশ,
খাটবন্দর ৩১।১২।০৯
৭৮ " পিয়ার উদ্দিন মণ্ডল,
হেঃ পঃ গুরু ট্রেনিং স্কুল ঐ
১২৬০ " ছাত্রগণ ঝোড়হাট মইং স্কুল ৩০।৪।১০
১২৬১ " ছাত্রগণ, শিবনিবাস মইংস্কুল ৩০।৪।০৯
২৪৫ " হরিচরণ চক্রবর্ত্তী,
হেঃ মাঃ হরিপুরা মইং স্কুল ৩০।৪।১০
১২৬২ " ইলাহি বক্স মণ্ডল,
হেঃ টীঃ হেলান ছাপরা ১০।৪।ঐ
১২৬৩ " ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
গ্রাম দুলালপুর ঐ
১২৬৪ " মহম্মদ সাদত আলি, একডুয়ারি ঐ
৫১৩ " কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ,
ভাটিখাইল, বগলা চতুষ্পাঠী ৩১।৫।১০
২১২ " বিদ্যাধর দাস গুপ্ত,
হেঃ মাঃ মইং স্কুল, সারা ২৮।২।১০
৩৮৮ " বসন্ত কুমার কাব্যতীর্থ, ইন্দাস ৩০।৩।১১
৩২০ " আবদুল মজিদ, হেঃ পঃ জি, টী, স্কুল ঐ
২০৩ " শচীন্দ্র লাল ঘোষ, বাগবাড়ী ৩১।১।১০

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৫৩)

উজ্জয়িনী নগরে ধর্ম্মাদিত্য নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বাস করিতেন, তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল, তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন, দয়া দাক্ষিণ্য এবং ন্যায়পরতায় তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এই সুনাম সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হইলে, দূর দূরান্তর দেশ হইতে জ্ঞানবান গুণবান এবং সাহুকার সকল নানাবিধ শিল্পকলার সামগ্রী লইয়া তাঁহার সভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মাদিত্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত স্থান দান করিলেন, গুণানুসারে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজ্যের সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন সভাস্থলে নরপতি কহিলেন, "আমার রাজধানী দিন দিন যে রূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহা চিরস্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত সদুপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। জগতে জ্ঞান ধন বিদ্যার অভাব নাই, কিন্তু তাহার একত্র সমাগম কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না, পুরস্কার লাভার্থী পুরুষেরা বহুদূর দেশ হইতে আসিয়া রাজার সন্নিধানে, উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার পর তাহারা পুরস্কৃত হইয়া চলিয়া গেলে সেই সমস্ত অপূর্ব্ব বস্তু রাজভাণ্ডারে নীত হইয়া, লোক লোচনের অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এরূপে আমার ভাণ্ডারে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত যে কত বস্তু আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব এই সকল বস্তু সাধারণের গোচর করিবার জন্য, নগরের বাহিরে এক প্রদর্শনী খুলিতে হইবে, সেই প্রদর্শনীতে শিল্প কলা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। সমস্ত জগতে ইহাও প্রচার করিতে হইবে, যে, যিনি রাজভাণ্ডারের প্রদর্শনীয় বস্তুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তিনি অধিকতর পুরস্কার লাভ করিতে পারিবেন। তাহার পর তিনি তাহা সাধারণে বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই রূপে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিলে, সমস্ত রাজ্য নূতন শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিবে—জন সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিবে, তখন নিত্য নূতন বাণিজ্য বস্তুর সমাগমে উজ্জয়িনীর বিপণি সকল নূতন শোভায় শোভমান হইবে। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে হইলে এইরূপে এক বিজ্ঞাপনী প্রচার করিতে হইবে যে, যিনি যে বস্তু এই প্রদর্শনীতে পুরস্কার বা বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিবেন। তাহা পুরস্কৃত বা বিক্রীত না হইলে সে সমস্ত সমুচিত মূল্য দান করিয়া রাজ ভাণ্ডারে নীত হইবে।

সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যতৎপরতায় রাজার ইচ্ছা অচিরকাল মধ্যে কার্য্যে পরিণত হইল, সুবিশাল প্রদর্শনী মহা সমারোহে উন্মুক্ত হইল :—রাজ ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব বস্তু সকল সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত হইয়া, প্রদর্শনী আলোকিত হইয়া উঠিল, দেশ বিদেশ হইতে বিবিধ পণ্য দ্রব্য আহৃত হইয়া দর্শক গণের মন আকৃষ্ট করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া নরপতি নিরতিশয় আনন্দ সহকারে, বণিকদিগের অভ্যর্থনার্থ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। যিনি যাহা লইয়া আসিতেছেন, অচিরাৎ প্রচুর মূল্যে তাহা বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, অবশিষ্ট যাহা থাকিয়া যাইতেছে তাহা উচিত মূল্যে রাজভাণ্ডারে নীত হইতেছে; সুতরাং কাহাকেও বিষাদিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে না। এই ব্যাপার সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে উজ্জয়িনী জাগতিক শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। সৌভাগ্য লক্ষ্মী চির বিরাজিত থাকিয়া ধর্ম্মাদিত্যের যশঃ সৌরভ সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন এক কুচক্রী বণিক এক বহুযত্নে সুশোভিত "অলক্ষ্মী" প্রতিমা লইয়া বিক্রয়ার্থ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ক্রেতাগণ তাহার সেই অশুভ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ক্রয় করিবে কি, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল সুতরাং রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। অল্প দিন মধ্যেই অলক্ষ্মী স্থান জন শূন্য হইয়া পড়িল। বিক্রেতা তাহা দেখিয়া বিষণ্ণ মনে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া নিজ ভাগ্য বর্ণন করিল। মহারাজ! আমার প্রতিমা লইবে কি কেহ তাহার নিকটেও গমন করে না, আমি বহুযত্নে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছি, বহুপ্রকার রত্নাভরণে তাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছি, অধিক কি, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে আপনার প্রদর্শনীতে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিয়াছি, এখন আপনি তাহা লইয়া সমুচিত মূল্য না দিলে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। অতএব আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন :—

ক্রূরকর্ম্মা বণিকের এইপ্রকার অযৌক্তিক কথা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরপতি বিষণ্ণ মনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষাদের বিষময় বায়ু সভামধ্যে প্রবাহিত দেখিয়া, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাহার পর মনে হইল, "ধর্ম্মংচর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ধর্ম্মাচরণ কর; ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ। "যে দেশে যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে, সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে তিনি (ঈশ্বর) অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন, আমরা তাঁহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সত্য পথে, ধর্ম্ম পথে, কল্যাণ পথে পদনিক্ষেপ করিয়া চলিলে ছিন্নশিরা হইলেও তাঁহার অমৃত নিকেতনে জীবন লইয়া উপনীত হইতে পারি" দাহ্য বস্তু অগ্নি সংলগ্ন হইলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায় ধর্ম্মের এই গম্ভীরতর শক্তি তাঁহার হৃদয় মধ্যে বিকাশিত হওয়ায় কোথায় সেই বিষণ্ণতা চলিয়া গেল, তাহার পর সেই নির্ম্মলাকাশে অসীম ধর্ম্ম জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া কোথা হইতে দৈববল আনিয়া দিল।

তখন নরপতি ধর্ম্মরূপ ভীমবলে বলীয়ান হইয়া মুক্তকণ্ঠে বণিকের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আমার আদেশ প্রতিপালিত হইবে, তুমি সমুচিত মূল্য গ্রহণ করিয়া তোমার প্রতিমা আমার রাজ ভাণ্ডারে স্থাপন করিয়া যাও। আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে।" বণিক প্রচুর ধন লাভ করিয়া, রাজভাণ্ডারে অলক্ষ্মীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সভাসদ্‌গণ সম্মুখে ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া বিষণ্ণ মনে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। রাজা বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপি।

আজ কালের পঞ্জামফলের ন্যায় স্বচ্ছন্দ পুস্তক রচনার দিনে শ্রীযুক্ত কাঙ্গালী চরণ সেনের ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি (যাহার প্রথম হইতে চতুর্থভাগ আমি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক অত্যুৎকৃষ্ট সাত রাজার ধন এক মাণিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই পুস্তক রচনায় তিনি জীবন সমর্পণ

করিয়াছেন এবং বিপুল পরিশ্রম দ্বারা যে অক্ষয় সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাতে পরমার্থ সংগীতানুরাগী মাত্রেই চিরকাল তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিবে। এই পুস্তক সুন্দর কাগজে পরিপাটীরূপে ছাপা, ইহার প্রথম ভাগে ১০১টী দ্বিতীয় ভাগে ৫০টী, তৃতীয় ভাগে ৫০টী চতুর্থ ভাগে ৫০টী উষাকালের প্রাতঃকালের সায়ংকালের গভীর রাত্রের রাগরাগিণী সমন্বিত অতি চমৎকার সর্ব্বশুদ্ধ ২৫১ টী গান দেখিতে পাইলাম। এই সকল পরমার্থ সংগীতের রচয়িতার নাম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ৺হেমেন্দ্রনাথ ৺গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৺বরদাচরণ ৺বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী—এই সকল মহাত্মাগণ বিবেক বৈরাগ্য বাঁধিয়া জীবনে যে পরম পদলাভ করিবার জন্ত হইয়া "সকল দায় নদী সিন্ধুপানে ধুয়ে তার সন্ধান লয় ধায়" তাহাদের হৃদয়কন্দর হইতে বসন্তের নবপল্লবিত আপাদ মস্তক সুশোভিত বৃক্ষের ন্যায় শুদ্ধ পুলকে প্লাবমান থাকিয়া যে সকল বিশ্বের গীত তাঁহাদের রচিত ছন্দে গাইয়াছেন যাহা আজও আদি ব্রাহ্মসমাজে বহুবর্ষ ওস্তাদ দ্বারা গীত হইয়া আসিতেছে—যে সকল সংগীত শ্রবণমাত্র হৃদয়ে বিবেক বৈরাগ্য জাগ্রত হইয়া প্রেমানন্দে মনকে বিগলিত করিয়া অনন্তের দিকে লইয়া যায়, সংসারানলে দীপ্তশিখা হইয়া নিরাশ অন্তরে যখন করিতে করিতে সৌভাগ্য ক্রমে যদি উহার একটীও স্মরণ পথে উদিত হয় তাহা হইলে উহা আমাদের প্রিয় পুত্রের ন্যায় স্নেহময়ী জননীর ন্যায় শান্তিদায়িনী স্ত্রীর ন্যায় পূজনীয় পিতার ন্যায় দয়াময়ী ভগ্নীর ন্যায় আমাদিগকে অভয় দান করিবে। আজ আমরা কাঙ্গালি বাবুর কৃপায় এই সকল অমূল্য সংগীত অনায়াসে অতি অল্প পরিশ্রমে অভ্যাস করিয়া গাহিতে সক্ষম হইয়াছি। এই অমূল্য পুস্তক রচনা করিয়া তিনি উভয় কবিদিগের ও সাধুদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার উৎসাহের জন্য অনুরাগকে ধন্য। সে দিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের নবীন গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়কে ঐ সকল গান সুর তান লয়ে স্বরলিপির সাহায্যে গাহিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে আমি সহজে এই স্বরলিপি দেখিয়া গাহিতে শুনিয়াছি। আমরা পূর্ব্বকালে সভার প্রাচীন গায়ক, আনন্দলোকবাসী বিষ্ণুবাবুর নিকট যে সকল গান ছয় মাসে আদায় করিয়াছিলাম আজ তাহা একদিনে হইতেছে। এই পুস্তক কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে পাওয়া। ইহার ১ম হইতে ৪র্থ ভাগের মূল্য ৫॥০ টাকা। তাহা হইলে প্রত্যেক গান গড়ে ৴১॥০ পড়িবে এবং সাত রাজার ধন এক মাণিক পাইবেন।

শ্রীলাল বিহারী বড়াল

ছাত্রাবাস।

ছাত্র ও শিক্ষক, উভয়ের মধ্যে যে পবিত্র সম্বন্ধ তাহা আজও চতুষ্পাঠীর ছেলেদের মধ্যে কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কারণেই হউক স্কুলে ইদানীং উহা যেন এক প্রকার ঘুচিয়াই গিয়াছে। টোলের ছেলেরা অধ্যাপককে যেরূপ ভক্তি করিয়া থাকে স্কুলে ছেলেদের শিক্ষককে সেরূপ ভক্তি করিতে বড় দেখা যায় না। টোলের ছেলের অধ্যাপকের সহিত সর্ব্বক্ষণের সম্বন্ধ।—তাঁহার সহিতই সংসর্গ, তাঁহার গৃহেই ভোজন, তাঁহার গৃহেই শয়ন, তাঁহার নিকটই অধ্যয়ন। অধ্যাপকই এই ছেলেদের আদর্শ।

স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এরূপ সর্ব্বক্ষণের সম্বন্ধ থাকে না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্কুলে থাকা ভিন্ন অবশিষ্ট সময় পরস্পরে কোনও সংস্রবই থাকে না। শিক্ষক সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে সকল বিষয়ে ছেলেদের আদর্শ স্থানীয় হইতে পান না। বিলাতে ছাত্রদিগের বোর্ডিংয়ে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরের মধ্যে সংস্রব ও সম্বন্ধ অনেকটাই এখানকার টোলের ছেলেদের অধ্যাপকের গৃহে অবস্থানের তুল্য হয়। এই বোর্ডিং ব্যবস্থার ফলোপধায়কতা বুঝিয়াই গবর্ণমেন্ট এ দেশের স্কুলসংসৃষ্ট ছাত্রাবাসের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতেছেন। অবস্থানুসারে এ দেশীয় অধিকাংশ ছাত্রেরই বোর্ডিংয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করার সুবিধা হয় না। টোলের ছেলের অধ্যাপকের গৃহে বাস এবং স্কুলের ছেলের বোর্ডিংয়ে অবস্থান দুইটী স্বতন্ত্র জিনিস। টোলের অধ্যাপক নিজ হইতে আহার বাসস্থান দিয়া ছাত্রদের পড়াইয়া থাকেন। স্কুল বোর্ডিংয়ে সে সুবিধা হয় না। এখানে ছাত্রদিগকেই নিজ হইতে আহার বাসস্থানের ব্যয় যোগাইতে হয়। স্কুলের বেতন ব্যতিরিক্ত বোর্ডিং খরচ স্বরূপে মাস মাস অনেকগুলি করিয়া নগদ টাকা এক বা ততোধিক ছেলের জন্য যোগান অধিকাংশ অভিভাবকেরই অবস্থায় কুলায় না। সুতরাং অধিকাংশ ছাত্রকেই নিজেদের অভিভাবকের নিকট থাকিয়া অথবা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প খরচে মেস করিয়া থাকিয়া স্কুলে পড়াশুনা করিতে হয়। গবর্ণমেন্টও এদেশীয় ছাত্রদের অভিভাবকদগের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং সকল ছাত্রকেই স্কুল বোর্ডিংয়ে থাকিতে হইবে এপীড়াপীড়ি গবর্ণমেণ্টের নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু সর্ব্বত্র প্রয়োজন মত বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নয়। তবে গবর্ণমেণ্টের যখন এ দিকে লক্ষ্য আছে এবং সাধারণতঃ ছেলেদের অভিভাবকগণও যখন বোর্ডিংয়ের উপকারিতা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন তখন ক্রমশঃ বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা যে প্রসার লাভ করিবে সে পক্ষে সন্দেহ হয় না।

যে সকল ছাত্র বোর্ডিংয়ে থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে রীতিমত পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। যাহারা নিজেদের অভিভাবকদিগের নিকট থাকিয়া স্কুলে যাতায়াত করে তাহাদের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কারণ ছেলেদের নীতি চরিত্রের উপর বিশেষ লক্ষ্য উহাদের অভিভাবকগণ ব্যতীত আর কাহারথাকা সম্ভব হইতে পারে? যে সকল ছাত্র মা বাপ বা অপর অভিভাবকের কাছ ছাড়িয়া শিক্ষার জন্য বিদেশে আসিয়া প্রাইভেট মেসে অবস্থান করিতেছে তাহাদের নীতিচরিত্র সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন এবং সেই জন্য প্রাইভেট মেস সকলেরও পরিদর্শনের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিয়াছেন। সহর অঞ্চলে ছেলে আসিয়া প্রাইভেট মেসে থাকিলে অনেকের পক্ষে যে কতদূর বিগড়াইয়া যাওয়া সম্ভব তাহা সহজ বুদ্ধিতেই অনুমেয়। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল ছাত্রদিগের উপর চোক রাখার ব্যবস্থা করিয়া উহাদিগের অভিভাবকগণকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। উহা গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক।

উল্লিখিত রূপ বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা প্রসার লাভ করিলে স্কুলের ছেলেরাও টোলের ছেলেদের মত অধ্যাপকের প্রতি অধিকতর ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারিবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। তখন ছেলেরা শিক্ষককে আদর্শ পাইবে, সর্ব্বক্ষণ ছেলেদের সহিত সম্বন্ধ হেতু ছেলেদের আদর্শ স্থানীয় হইতে হইবে বলিয়া বাধ্য হইয়া শিক্ষককে

দের নীতি চরিত্র গত ত্রুটি সমূহের সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তখন আশা করি ছাত্র শিক্ষকে পবিত্র সম্বন্ধ অনেকের চক্ষেই প্রতিভাত হইবে এবং ছেলেদেরও প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইবে

শ্রীঃ

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

রাজা তাহাকে বলিলেন নদীতে কোন দৃঢ় আধার ব্যতীত মানুষ এত উচ্চ হইতে পড়িলে জল হইতে সহজে উঠিতে পারে না এবং এতদূর পতনে যে কোন আধারই হউক ভাঙ্গিয়া যাইবে সুতরাং এটি মুক্তির উপায় নহে। যদি বল শত্রু কবল হইতে উদ্ধার পাইতে যাইয়া মরণ, শত্রু হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা তো ভাল একথা আমি ভাল বুঝিনা কারণ এরূপ অপমানিত হইয়া অপরাধীর প্রতিশোধ না দিয়া এরূপে দেহ ত্যাগ করা আমার নিতান্ত অসহ্য জানিও।

তখন অমাত্য স্থিরবুদ্ধিতে অবধারণ করিয়া তাহাকে বলিলেন নরনাথ! আপনি এখন যে কোন উপায়ে দণ্ড দুইকাল এই গৃহের বাহিরে কাটাইয়া আসুন, তাহার পর একাকী এই ঘরে আসিয়া দেখিতে পাইবেন আমি নদী পারের সদুপায় করিয়া রাখিয়াছি, তখন আপনি নিঃশঙ্কে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা শুনিয়া জয়াপীড় বাহির হইলেন এবং শৌচ প্রস্রাবের ঘরে যাইয়া মন্ত্রীর কথিত সময়টী কাটাইলেন।

অতঃপর একাকী ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন মন্ত্রী দৃঢ় বস্ত্র খণ্ড দ্বারা গলায় ফাঁস দিয়া মরিয়া মাটীর উপর পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও তাঁহার সমুদয় দেহটী বদ্ধ বায়ুতে পূর্ণ রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে অল্প সময় মাত্র তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এবং তাঁহার গলায় যে কাপড় খানি জড়ান ছিল তাহার একাংশে মিত্রশর্ম্মারই নখ দ্বারা বিদারিত গাত্রের রক্ত দ্বারা লিখিত এই শ্লোকটী দেখিতে পাইয়া পাঠ করিলেন—হে স্বামিন্! আমিই তোমার বায়ু পূর্ণ চামড়ার অতিদৃঢ় ভেলা আমাতে আরোহণ করিয়া নদী পার হও, আরোহণকারীর দৃঢ় বন্ধনের জন্য আমি নিজের উরু যুগলে উষ্ণীষ বসন বাঁধিয়া রাখিলাম তুমি এই উপকরণ সাহায্যে শীঘ্র জলে পতিত হও।

রাজা ইহা পাঠ করিয়া প্রথম বিস্ময় ও দয়ার প্রবাহে পড়িলেন অনন্তর কালগণ্ডিকার প্রবাহে পড়িয়া অতি সত্বর পরপারে পৌঁছিলেন। তথায় সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং পূর্ব্বমত বলীয়ান্ হইয়া নেপালনাথের সঙ্গে সেই সমস্ত নেপালনাথের অধিকার গুলি অল্প কালের মধ্যেই লয় পাওয়াইলেন।

কারারক্ষকেরা জয়াপীড়কে বন্ধন গৃহ হইতে পলায়িত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে না জানিতে তিনি সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই নেপালরাজের তথাকার অধিকার টুকু একেবারে কথা শেষে পরিণত করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরনাথের বন্ধন মোচন হওয়ার পর নেপাল সৈন্যের সঙ্গে যে অদ্ভুত সংগ্রাম ঘটিয়া ছিল উহাতে কবন্ধ নাচিয়াছিল, অপ্সরারা পুষ্পমালা ছড়াইয়াছিল এবং স্বর্গের দুন্দুভি বাদিত হইতে ছিল বলিয়া উহা বড় একটী উৎসবে পরিণত হইয়াছিল।

যে গ্রীষ্ম সময়ে দারুণ দাবানলে পার্ব্বত্য তৃণরাজি সকল জ্বলিতে থাকায় সাধারণ পর্ব্বতগুলিকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা হয় সেই সন্তাপ সময়েই আবার হিমাচল ঘন হিম রাশিতে শীতল থাকায় সাধারণের নিতান্ত সুখসেব্য হইয়া থাকে।

তাহার দৃষ্টান্ত—যে রাজার সময়ে জন্তু প্রভৃতি প্রাণীহিংসক অধম ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল তাঁহারই সময়ে আবার কৃতজ্ঞ মন্ত্রী দেবশর্ম্মা জন্মিয়া অলৌকিক কর্ম্ম সাধন করিয়া গেলেন।

শনিগ্রহ দীপ্তিশালী সূর্য্যের পুত্র হইয়া তমোময় ছিলেন বলিয়া পিতার যোগ্য হন নাই, কিন্তু দেবশর্ম্মা পিতা মিত্র শর্ম্মার সেরূপ অযোগ্য সন্তান হন নাই। রক্ষা মণির মত (সন্তানকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একরূপ মণি দেওয়া হয়) সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় সেই মন্ত্রিবর দেবশর্ম্মা চিরকালের মত অস্তে গমন করাতে সেই কাশ্মীর নাথ অতুল সমৃদ্ধি পাইয়াও কিছুই পাইলেন না বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন।

সেই পৃথিবীনাথ জয়াপীড়ের দিগ্বিজয় সাঙ্গ হইলে অন্তর হইতে অভিমানের মালিন্য (খর্ব্ব ভাব) দূর হইল বটে, কিন্তু দেবশর্ম্মার কৃতোপকার অবিরত জাগরিত রহিল।

ভূবিবরণ [২]

যে বিদ্যা মানবজীবনের আবশ্যক উদ্ঘাটন করে তাহাই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা। কৃত্রিম মনুষ্য বুদ্ধির আলোচ্য যত শাস্ত্র আছে তন্মধ্যে ভূগোলই সর্ব্বপ্রধান। প্রতিনিয়ত আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল নৈসর্গিক ঘটনা ঘটিতেছে তাহাদের অনুকূল, প্রতিকূল প্রকৃতির উপর আমাদের জীবনের অস্তিত্ব ও সুখ দুঃখ নির্ভর করে। জলবায়ুর সামান্য পরিবর্ত্তনের ও ভূমির উর্ব্বরতার উৎকর্ষ তারতম্যের সহিত মনুষ্য জীবনের ভাল মন্দ কিরূপ নিকটভাবে বিজড়িত তাহা সকলেই অবগত আছেন। অথচ এই জলবায়ুর নৈসর্গিক অবস্থা ও ভূমির প্রকৃতি, দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে কত বিভিন্ন। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে মানব প্রকৃতি স্বভাবতই উৎসুক। কেন ঐ আকাশের চাঁদ কভু থাকে কভু থাকে না, কেনই বা তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়? সাগরের জলে কেন জোয়ার ভাটা খেলে, নদীতেই বা কেন বান ডাকে? কোন্ আইনে বাঁধা পড়িয়া কাহার হুকুমে দিন রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে যায়? শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত বৎসর বৎসর চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে, ইহারই বা রহস্য কি? কভু গগন ঘোরঘটাময়—কভু সেথায় সোণার তারা ঝলমল করে. কভু বারিদো জীবজন্তু প্রভৃতি কভু কেন মুষলধারা? কভু মরু নদী জলে টলমল কভু কেন শাহারা বালুর রেখা? কোন দেশ কেন তুষারে আচ্ছন্ন, কোন দেশে কেন চিরনিদাঘ? কোন দেশ কেন ধনধান্যে ভরা, কোন দেশ কেন অন্নজলহীন? কোন দেশে কেন সৌধশোভিত অগণন নগরী, কোন দেশ কেন অরণ্যময়? কোথায়ও ধরণী চতুর্গুণ বন্ধুরা—কোথায় ও ধরা কেন নীলকান্তমণি? এই সকল তথ্য বুঝাইয়া দেওয়া এবং এই সকল বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভূগোল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আমাদের গ্রামের, জিলার প্রদেশের ও দেশের গঠন এবং নৈসর্গিক অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া তাহার তুলনায় অন্যান্য অপরাপর দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারাই ভূগোল বিবরণের প্রকৃত শিক্ষা। ভূখণ্ড দেশ ও মহাদেশ ভেদে ভূপৃষ্ঠের এক অংশের আকৃতির সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের সৌসাদৃশ্যের ও পার্থক্যের মূল নীতি ও স্থল প্রণালী বুঝাইয়া দেয় এবং এই আকৃতিগত সাম্য ও বৈষম্যের সহিত তত্তদ্দেশের মানব জাতির বিস্তার প্রসার ও উন্নতির কি সম্পর্ক তাহা দেখাইতে চেষ্টা করে। নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, অধিত্যকা উপত্যকা, দ্বীপপুঞ্জ, ইহাদের মূল প্রকৃতিগত ঐক্য স্থায়ী হইলেও দেশভেদে এবং অবস্থা ভেদে বৈষম্য ও বিশেষত্ব সকল এই সকল দেশগত প্রাকৃতিক বিশেষত্বের সহিত

সেই সেই দেশের মানবজাতির ইতিহাসের কি সম্ভব, ঐ সকল দেশে এই অবয়ব ও প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দ্বারা বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ও উপনিবেশ বিদেশীয় আক্রমণ অধিকার কি ভাবে এবং কি পরিমাণে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে জাতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্ম কিরূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছে তাহাও ভূগোলের অনুসন্ধানের বিষয়। এতদ্ভিন্ন ভূবিবরণ দেখাইতে ভূতলে জলবায়ু ও তাপ শৈত্যের বিভিন্নতা তুলনায় বুঝাইয়া দেয়, জলবায়ুর পার্থক্যের সহিত ভূলোকের ভিন্ন ভিন্ন কোটিবন্ধে উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনের সম্বন্ধ নির্ণয় করে, এবং মনুষ্যজাতির সভ্যতা ও বাণিজ্যের প্রসার এবং নানা বিষয়ক আবিষ্কার ও জ্ঞান গবেষণার উপর জলবায়ুর আধিপত্য কতদূর তাহা অনুসরণ করে।

কিন্তু ভূগোল স্বয়ং কোন পৃথক বিজ্ঞান শাস্ত্র নহে, প্রকৃতির কোন বিশেষ বিভাগের তত্ত্ব আবিষ্কার করা এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্যের মীমাংসা করাও ভূগোলের উচিত কার্য্য নহে। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রচারিত সত্য এবং অপরাপর বিজ্ঞান মীমাংসিত তত্ত্ব হইতে যতটুকু মানুষের প্রয়োজন ও ব্যবহার যোগ্য ভূগোল তাহা গ্রহণ করিয়া ভূবিবরণের অন্তর্ভুক্ত করে। এইরূপে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভূগোল আপন কলেবর বৃদ্ধি করে। ইতিহাস হইতে, রসায়ন বিদ্যা হইতে, খনিজ বিদ্যা হইতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে, গতিবেগ ও বল নিরূপক বিদ্যা হইতে,— জ্যোতিষ হইতে, ভূতত্ত্ব হইতে, প্রাণিতত্ত্ব হইতে, উদ্ভিদ বিদ্যা হইতে, প্রস্তরময় জীব ও উদ্ভিদ দেহ তত্ত্ব হইতে, মানব জাতিতত্ত্ব হইতে ভূগোল নর জাতির বাসযোগ্য ভূমণ্ডলের বর্ণনার সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে সংসৃষ্ট সাধারণ তত্ত্ব সকল আহরণ করিয়া নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দেয়।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা মনুষ্য জাতির ও মনুষ্য সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থার নির্ণয় করিয়াই ভূগোল নিরস্ত হয় না। কোন জাতি কিরূপে কোথা হইতে আসিল, কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণে তাহার উৎপত্তি হইল এই সকল প্রাচীন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে ভূগোল প্রয়াস পায়। কিরূপে স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে বিবর্তন নিয়মানুসারে পুরাতন জাতি ও সভ্যতা হইতে নূতন জাতি ও নূতন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে ভূগোল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করে। মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস হইতে, অতীত কাহিনী হইতে, লিখিত বা অলিখিত প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে, স্থানের নাম হইতে, ভাষা হইতে, সাহিত্য হইতে, লোকের আকৃতি ও মুখশ্রী হইতে ভূগোল আপন উক্তির সমর্থক প্রমাণ সংগ্রহ করে। অতএব রাজনৈতিক ভূগোলের সহিত ইতিহাস ও তাহার আনুষঙ্গিক বিদ্যা সকল অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত।

রসায়ন হইতে পদার্থ ও মূলধাতু তাহাদের প্রকৃতি এবং যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পরস্পর মিলিত বা বিযুক্ত হয় তাহার বিবরণ গৃহীত হয়।

যে সকল প্রাকৃতিক যৌগিক পদার্থ হইতে শিলা, প্রস্তর প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য গঠিত হয়, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি কি প্রকার এবং তাহারা কি অবস্থায় সাধারণতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা খনিজ বিদ্যার সাহায্যে নির্ণীত হয়।

তাপ আলো ও তড়িৎশক্তি জড় পদার্থের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং ঐ সকল ক্রিয়ার ফল কিরূপ ভাবে নিসর্গে পরিস্ফুট হয়, ইহা পদার্থ বিদ্যা ভূগোলকে শিক্ষা প্রদান করে।

স্থিতি ও গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম গতি ও বল বিজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ নিয়মের অধীন আমাদের ভূমণ্ডলের উপর ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রগণ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সেই সকল সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ হইতে ভূগোলে পরিগৃহীত হয়।

রাজা ও রাণী

নমি হে রাজন, ভকতি ভাজন,
তোমাকেও নমি রাণী;
আমরা সরল বালকের দল,
যাচি গো আশীষ বাণী।
তারতে আমরা বিলাতে তোমরা;
যদিও রয়েছ দূরে;
রজনী দিবস, তোমাদের যশ,
গাহিব দিগন্ত পূরে।
সম্পদে বিপদে, উল্লাসে আমোদে,
ভকতি প্রসূন দানে;
পূজিব যতনে, তোমা দুই জনে,
সতত প্রাণের টানে।
তারতে পুরাণে, হাদিসে কোরাণে,
সর্ব্বত্র শুনিতে পাই;
রাজার মতন, ভকতি ভাজন,
জগতে কেহই নাই।
বিধাতৃ নিকট, কৃতাঞ্জলি পুটে,
তাই হে প্রার্থনা করি;
রাজ রাণী পদে, থাক নিরাপদে,
উজলে আপন পুরী।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ,
রাজার কর্ত্তব্য যাহা;
করহ পালন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
যতন করিয়া তাহা।
পুত্র কন্যা সহ, দোঁহে অহরহ,
থাকহ মনের সুখে;
ঘুচায়ে বিপদ, বাড়ায়ে সম্পদ,
বৃটন দ্বীপের বুকে।
সবে মোরা অতি, সুকুমার মতি,
ভজন পূজন না জানি;
যেমন শকতি, করিবে প্রণতি,
যুড়িয়া যুগল পাণি।

ছাত্রগণ নাম্বেড়া মধুদিয়া মইং স্কুল, (খুলনা)

আমাদের সন্তান সন্ততির শিক্ষা (৬)

যে কয়েকটি ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপিত তন্মধ্যে পরকালে বিশ্বাসই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভিত্তি। হিন্দুর ছেলের পরকালে বিশ্বাস যাহাতে দৃঢ় হয় সেইরূপ শিক্ষাই তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিতেন "হিন্দুধর্ম্ম সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষ, পরকালে বিশ্বাসই সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড়। এতাবৎকালমধ্যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে, উহার অনেক ডাল শুকনা ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, অনেক কাঠ ঠোকরায় উহাতে ফুটা করিয়াছে, কিন্তু শিকড়ের কেহই কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই শিকড় অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস যতদিন অক্ষুন্ন থাকিবে ততদিন হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকিবে।"

একসময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভূতের ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "ভূত মানা ভাল, উহাতে পরকালে বিশ্বাস টনটনে হয়।" উক্তব্যক্তি বলিলেন, "তা বুঝিলাম, কিন্তু ভূত আছে এ সংস্কার মনে হইয়া থাকিলে ভয় হেতু অনেক কাজ কর্ম্মে বাধা হয়।" "ভূদেব বাবু বলিলেন, "না তা হয় না, যেমন ভূত আছে, তেমনি রামনাম ও আছে। আমার বাড়ীতে ঐ চাঁপা গাছটায় ভূত আছে বলিয়া বাড়ীর অনেকের ধারণা, কিন্তু বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরাও ঐ গাছ তলাদিয়া গভীর রাত্রে আনাগোনা করিতে ভয় পায় না।

তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়া আছে যে, ভূত আছে থাক, আমরা বামনের ছেলে, আমাদের কিছু বল্‌তে পারবে না। রামনাম করলে ভূতের ভয় থাকে না. এ সংস্কারও বাল্যকাল হইতে মনে বদ্ধমূল হইলে ভূতে বিশ্বাসে কাজকর্ম্ম আটকায় না।"

ছেলেরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে বিলাসশূন্য, ক্লেশসহিষ্ণু হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। একসময়ে ভূদেব বাবুকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আপনার গাড়াঘোড়া রহিয়াছে, তবে ছোট ছোট ছেলেরা এই রৌদ্রে এক ক্রোশ পথ নর্ম্মাল স্কুলে হাঁটিয়া যায় কেন? অনেক সময় দেখিতে পাই ছেলেরা ছাতিও লইয়া যায় না, আপনি সে দিকে তত্টা লক্ষ্য করেন না কেন? উত্তরে ভূদেব বাবু বলিলেন দেখ ছেলেগুলোকে ইংরাজী পড়াইতেছি তাহার কারণ যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে ইংরাজী না পড়িলে হয়ত অর্থকৃচ্ছ্র সহ্য করিবে কিন্তু এটা বুঝিতেছি যে, উহাদের নরকে ডুবাইতেছি, উহা হইতে যাহাতে উহারা গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারে সেই জন্য উহাদের কোনরূপ বিলাসিতা যাহাতে না জন্মিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছি। ইংরাজী পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে যদি এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে ইংরাজীতে আর বিকড়াইতে পারে না, ইংরাজী পড়ানয় দোষ হয় না। ছেলেরা ক্লেশ সহিষ্ণু যাহাতে হইতে পারে সুশিক্ষাস্থলে সর্ব্বথা তাহা করার প্রয়োজন। একটা ছোট ছেলে একটু আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়া কাঁদতে লাগিল বাপ মা অমনি আসিয়া আহা উহু করিতে লাগিলেন, ওটা আমার ভাল বোধ হয় না, একটু পড়িয়াছে তাহাতে কি হয়েছে, অত আহা উহু করিলে ছেলেদের ক্লেশসহিষ্ণু করিতে পারা যায় না।" ভূদেব বাবুর শিক্ষাগুণে তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের পরিচ্ছদ ও ভোজনে আড়ম্বর প্রিয়তা নাই।

মধুসূদনদাস কলিকাতা কষ্টম হাউসের জাহাজ সরকারী করিত। জাহাজ ধরবার জন্য তাহাকে মধে মধ্যে ডিঙ্গিতে কলাগাছ পর্য্যন্ত যাইতে হইত। এজন্য সে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র মানিত না। কষ্টম হাউসের বড় সাহেব মধুকে বড় ভাল বাসিতেন মধুসূদনের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া সাহেব আহ্লাদ করিয়া ছেলেটি দেখিবার জন্য মধুসূদনের বাড়ীতে আইসেন। তখন মধুর স্ত্রী শিশুটিকে তেল মাখাইয়া পিঁড়ি করিয়া বাহিরে রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল। সাহেব ছেলে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখো মধু, লেড়কাকো জাহাজ সরকার বানাতা হ্যায়।" বস্তুতঃ ছেলেদের জাহাজ সরকার তৈয়ার করা অর্থাৎ তাহাদিগকে শিশুকাল হইতে কষ্টসহিষ্ণু করিতে পারাই আবশ্যক। মহাত্মা ভূদেব বাবু এই নীতিরই অনুসারী ছিলেন।

শ্রীদীননাথ ধর চুঁচুড়া।

এডুকেশন গেজেট

৩১শে বৈশাখ ১৩১৬ সাল ইং ১৪ই মে ১৯০৯ সাল

প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তির পাঠ্য (২)

পাটীগণিত পাঠ্য

রেভঃ জে মিচেল এবং বাবু শ্রীকণ্ঠ কর্ম্মকার এবিষয়ে কমিটীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য সকল শ্রেণীর স্কুলেই পড়ান হইবে, কেবল মিডল ভার্ণাকুলার এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুল সমূহে অতিরিক্ত শুভঙ্করী পড়ান হইবে। উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুল সমূহে সপ্তাহে চারি ঘণ্টা করিয়া পাটীগণিত শিখান হইবে কেবল মিডল ভর্ণাকুলার ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুল সমূহে অতিরিক্ত শুভঙ্করী পাঠ্য জন্য আর দুই ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে সময় দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞান পাঠ্য

প্রোফেসর কণি ন্যাম' মহালানবীশ ও পি সি রায় এ বিষয়ে কমিটীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই পাঠ্যের অন্তর্গত চারিটি বিষয়—প্রাকৃতিক ঘটনা, উদ্ভিজ্জ, প্রাণিতত্ত্ব এবং প্রাথমিক পদার্থ বিজ্ঞান। এই চারিটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয় সকলকেই পড়িতে হইবে। তৃতীয় মান শ্রেণীতে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং উদ্ভিজ্জ সকলকেই পড়িতে হইবে, কেবল প্রাণিতত্ত্ব এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের মধ্যে যেটা ইচ্ছা একটি পছন্দ করিয়া লইতে পারিবে। সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া এই পাঠ্য পড়ান হইবে।

বালকদিগের স্বাস্থ্য পাঠ্য এবং বালিকাদিগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও গৃহস্থালী শিক্ষা

রেভঃ জে এক হিউইট' প্রোফেসর মহলানবীশ এবং রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর ছেলেদের স্বাস্থ্যপাঠ্য নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এবং মিস ব্রক মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং গৃহস্থালী শিক্ষার পাঠ্য সম্বন্ধে বিশেষ কমিটীকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এই বিষয় গুলি বিজ্ঞান পাঠেরই একটি অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহা শিক্ষা দিবার জন্য সপ্তাহে দুইঘণ্টা করিয়া সময় দেওয়া হইবে।

ইতিহাস ও ভূগোল

মিঃ জে এন দাস গুপ্ত ইতিহাস পাঠ্য সম্বন্ধে এবং মিঃ আরুণ্ডল উক্ত ভূগোল পাঠ্য সম্বন্ধে কমিটীকে সাহায্য করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের প্রত্যেকটি সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া পড়ান হইবে।

ড্রয়িং

মিস ব্রুক মিস ডাইসন এবং মিস হোয়াইট, ইহাঁরা এই বিষয়ের পাঠ্য সম্বন্ধে বিশেষ কমিটীকে সাহায্য করিয়াছেন। সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া এই বিষয় পড়ান হইবে।

জ্যামিতিক ড্রয়িং, পরীক্ষাধীন জ্যামিতিক পাঠ্য

এই বিষয়ের পাঠ্য নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিশেষ কমিটী মিঃ কুচলারের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছেন। স্কুলে ছেলেদেরই কেবল এই বিষয় পড়ান হইবে। এবং সপ্তাহে একঘণ্টা করিয়া ইহার জন্য দেওয়া হইবে।

পরিমিতি

এই বিষয়ের পাঠ্য সম্বন্ধেও মিঃ কুচলার কমিটীকে সাহায্য করিয়াছেন। সপ্তাহে দেড় ঘণ্টা করিয়া এই বিষয় মিডল ভার্ণাকুলার এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুল সমূহে কেবল ছেলেদের পড়ান হইবে।

ড্রিল

সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া হইবে। মেয়ে স্কুলে ইহা স্বেচ্ছাধীন

হাতের কাজ

মিডল ভার্ণাকুলার এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে এই বিষয় স্বেচ্ছাধীন ভাবে পড়ান হইবে। বিভাগের ইনসপেক্টর যে রকম ভাবে পাঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন সেই ভাবেই কার্য্য চলিবে। সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা করিয়া শিখান হইবে।

সূচী কার্য্য

মিস ব্রুক সিষ্টার মেরি ভিক্টোরিয়া এবং মিস ডাইসন, ইহাঁদের নিকট কমিটী এ বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছেন। বালিকাদিগের জন্য উচ্চ শ্রেণীর এবং মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহে ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ৭ ঘণ্টা ইংরাজি সাহিত্যে দেওয়া হইবে। জ্যামিতিক ড্রয়িং এবং, পরীক্ষাধীন জ্যামিতি এই সকল স্কুলে পড়ান হইবে না। ইহাতে যে দুই ঘণ্টা বাঁচিবে সেই সময়টা সূচীকার্য্য শিখান হইবে।

স্কুল বাগিচা

শিশু শ্রেণী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মানের বালক বালিকার স্কুল সমূহের জন্য এ সম্বন্ধে যে

পাঠ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা তৃতীয় হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত শ্রেণীতেও চলিবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আলিপুরের বোমার মোকদ্দমার শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং শ্রীউল্লাসকর দত্তের প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গত কল্য বৃহস্পতিবার এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। প্রধানতঃ চারিটী কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (১) গবর্ণমেণ্ট আপীলাণ্ট দিগকে অভিযুক্ত করিবার জন্য যে মঞ্জুরী দিয়াছিলেন উহা যথেষ্ট নয়। (২) আসামীদের একরার প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। [৩] সাজা বড়ই কঠিন হইয়াছে। [৪] যে অপরাধে সাজা দেওয়া হইতেছে সেই অপরাধ সাব্যস্ত হইবার মত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আর এক কথা বারীন্দ্রের বিলাতে জন্ম হেতু সেশন জজ উহাকে একবৎসরের অধিক সশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারেন না।

উক্ত বোমার মোকদ্দমায় সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত শ্রীঅশোক চন্দ্র নন্দীরও আপীল রুজু করা হইয়াছে। কারণ দেখান হইয়াছে—[১] সনাক্ত আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। [২] যে পুলিশ কর্ম্মচারী গোপীমোহন দত্তের গলি হইতে হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তিনি আসামীকে লক্ষ্য করেন নাই। এবং পুলিশ ডায়েরীতে তাঁহার নামও নাই। হ্যারিসন রোড বোমার মোকদ্দমার বিচারে এই আসামী খালাস পায়। আলিপুরের মোকদ্দমাও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই একই ভিত্তির উপর অবস্থিত। সুতরাং একই অপরাধে যে আসামীর দুই বার বিচার হইতেছে ইহা আইন বিরুদ্ধ। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন আসামীকে সোপর্দ্দ করেন তখন তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বোমা সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সহিত অশোকের সংস্রব প্রমাণিত হয় নাই। অতএব এই দণ্ডাজ্ঞা আইন বিরুদ্ধ।

[ঢাকা] বড়ার ডাকাইতি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হাইকোর্টের বিশেষ আদালত হইতে হইয়া গিয়াছে। আসামী বরেন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মণ্ডল, কোকারাম মণ্ডল খালাস পাইয়াছে। আসামী কার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত এ মোকদ্দমায় খালাস পাইয়াছে বটে তবে পূর্ব্বের একটা মোকদ্দমায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত বলিয়া তাহার জন্য ঐ আসামীকে এখন জেল খাটিতে হইবে। আসামীদের সনাক্ত করা সম্বন্ধে বাদী পক্ষ যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

১৯০৯

আর্টস

কুচবিহার ভিক্টো।—বিজলি ভূষণ চট্টো ১ম, অমূল্য রতন দত্ত্যো ১ম, ক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ২য়, বিজয় কুমার ভট্টা ২য়, ক্ষেত্রনাথ সাহা ১ম; রমেশ ঘোষ ৩য়, নগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ২য়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ২ বিভাগে।

কৃষ্ণনগর কলেজ। মনোরঞ্জন মিত্র ২য়, শিব দাস বন্দো ১ম, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দো ২য় বিভাগ।

নন কলিজিয়েট ষ্টুডেণ্ট—নির্ম্মলা বালা নায়েক ২, মানদা সরকার ২ ক্লায়ের ডি ভেরা ১, মৃণালিনী বসু ১।

ওয়েসলিয়ন মিসন কলেজ বাঁকুড়া—গোরাচাঁদ গুপ্ত ২, জ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল ১, রামবেন্দু সরকার ২, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টো ২, প্রবোধ চন্দ্র বসু ১, প্রিয়গোবিন্দ দত্ত ২, রামশরণ ঘোষ ১, শশাঙ্ক শেখর বন্দো ২, চারুচন্দ্র বিশ্বাস ২,

সেণ্টজেভিয়ার কলেজ—যতীন্দ্রকুমার মুখো ২, জ্যোতির্ম্ময় বন্দো ২, রাধিকারমণ প্রসাদ সিংহ ২,

রিপন কলেজ। রাজ কুমার ভড় ১, রমণী মোহন ভৌমিক ২।

ভট্টাচার্য্য। বীরেন্দ্রনাথ ১, হেমনাথ, ২য় কেশব চন্দ্র ১, ব্রজেন্দ্রনাথ ৩।

চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ ১।

চৌধুরী। শরৎচন্দ্র ৩, সতীশচন্দ্র ২।

দাস গুপ্ত। মন্মথভূষণ ১।

দে। উমেশচন্দ্র ২।

ঘোষ। যামিনীকান্ত ৩, শ্রীনাথ ২।

হালদার। জ্যোতির্ম্ময় ৩।

লাহিড়ি। ব্রজেন্দ্র নাথ ২।

মজুমদার। সুরেন্দ্র চন্দ্র ১।

মিত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ ২।

মুখোপাধ্যায়। অনিল ১, হরিচরণ ১, নলিনী মোহন ,১ রাজকুমার ২।

পাল। চারুচন্দ্র ২।

রায়। প্রফুল্লকুমার ১।

রথ। গোপালচন্দ্র ২।

সেন। যতীন্দ্রনাথ ২, উমাপ্রসাদ ২।

সিটি কলেজ। বিরাজমোহন চক্র ১, জানকীনাথ চক্র ২, নিরঞ্জন চক্র ১, প্রফুল্ল কুমার দাস ২, গোপালচন্দ্র ঘোষ ২য়, সুশীলকুমার মণ্ডল ১, হিরালাল মৈত্র ৩, ঈশানচন্দ্র রায় ২, নিরদগোপাল রায় ১, দেবেন্দ্রনাথ সেন ২, উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মজুমদার ২, সুরজ প্রসাদ শ্রীবাস্তবা ১

বঙ্গবাসী কলেজ। সমতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত ২, অতুলকৃষ্ণ চট্টো ৩য়, নৃপেন্দ্র মিত্র ২য়, ননিগোপাল চৌধুরী ৩, নরেন দে ৩, সুধীরদাস ঘোষ ২, ক্ষেত্রনাথ ভট্টা ২, যোগেন চট্টো ৩য়।

সংস্কৃত কলেজ।—ধীরেশ আচার্য্য ১, সন্তোষ ভট্টা ১ যামিনীমোহন বন্দো ২, বীরেন আচার্য্য চৌধুরী ১, আনন্দ কৃষ্ণ সিংহ ১, সতেন্দ্র নাথ পালিত ২য় দয়ানন্দ ভট্টো ১ম,

স্কটিস চার্চ্চ কলেজ। সতেন্দ্র পালিত ২, হরেন্দ্র নারায়ণ বসু ৩ অমরেন্দ্র নাথ মুখো ৩, শিশিরকুমার ঘোষাল ৩, মুকুন্দ বিহারী সাহা ৩, জ্যোতিষকিশোর চৌধুরী ১, সুরেন বর্ম্মন ২, ধীরেন হালদার ১, নরেশচন্দ্র মুখো ২, কালীধন চট্টো ১; হরিদাস বন্দো ২; সুরেন চক্রবর্ত্তী ২; প্রফুল্ল চৌধুরী ১, বসন্তকুমার বনিক ২, জ্যোতিন দত্ত ১; সুরেশ সেন ৩; দ্বারকানাথ রায় ৩, কুমুদ ভূষণ রায় ১, ভোলানাথ চক্র ১; কামিনীকুমার সরকার ৩ অতুল বিহারীমল্লিক ১; সুনীতিকুমার চট্টো ১; মন্মথনাথ মিত্র ১; হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ১; বিজয় গোপাল সরকার ১; নির্ম্মলময় ঘোষ ১; জ্যোতিষ বিশ্বাস ২, মন্মথনাথ চক্র ১, বসন্ত কুমার চৌধুরী ২য়, পঙ্কজকুমার ঘোষ ২য়, শচীন্দ্র নাথ বসু ২য়, কালিদাস দত্ত ২য়, দেবেন মুখো ১ম; হেমন্তকুমার মিত্র ২য়; গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ২য়; নীহার দত্ত ২য়; কালিদাস সেন ২য়, যজ্ঞেশ্বর মজুমদার ২য়, মন্মথনাথ বসু ২য়; নরেন মুখো ২য়; কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য ২য়, জীতেন দত্ত ২য়; বৈজনাথ প্রসাদ দেওড়া ২য়, নলিনবিহারী কর ২য়, সুধাংশু ঘোষ ২য়।

রেঙ্গুন কলেজ, রেঙ্গুন।—মঙটিন মঙ ১ম, মঙ মহ ১ম, প্যাশ এল এ নিকোলাস ২য়, মঙ নিউগায়ান ১ম, অমরেন সেন ১ম, হ্যারি আর রিপওয়ার্থ১ম, খৃষ্টিয়ান চার্লস ১ম; আর্নল্‌স বিকাজিস ২য়, সি এল টন অং ২য়, জোসেফ পিটার্স ২য় মঙ লি ২য় মঙ টুন ১ম, বা খিন (II) ২য়, ফজলল রহমন ৩য়, হরিদাস ১ম, অং জান ২য়।

ব্যাপ্টিষ্ট কলেজ, রেঙ্গুন।—এফ, মুলার ওয়ার্থ ২য়, মঙ বা থাউ ৩য়, ডি আর লুইস ৩য়।

রেঙ্গুন কলেজ —ইনেজ লাক্ষলে ২য়, বেরিল গ্রিন ২য়, এডুকেট কোর্ট ২য় বিভাগ।

দাস ১২৫ উ [illegible] কর ১৩ [illegible] কুণ্ড ১৩৫ রাজ কুমার দে ১৩৭ [illegible] মতিলাল সেন গুপ্ত ১৪৫ ললিত কুমার কর ১৪৮ ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫২ বিমলা কান্ত কর ১৫৯ শরচ্চন্দ্র দে ১৬৫ আবদুল কাদির ১৬৭ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ১৭০ রাধিকা মোহন দাস

১৭৬ মহম্মদ ইশাক ১৮২ হরিবংশ রা ১৯৯ ত্রৈলোক্য নাথ দস্তিদার ২০০ অজিত নাথ সান্যাল ২০৩ অক্ষয় কুমার সেনগুপ্ত ২০৯ রাই মোহন কর ২১২ বলদেব সহায় ২২২ রঘুবীর প্রসাদ ২২৩ হনু মান সহায় ২৩৭ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৮ সৈয়দ আমীর আলি ২৬২ লাল মোহন নন্দী ২৬৪ রমণী মোহন রায় ২৭০ মন্মথ নাথ হাজরা ২৭২ সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ২৭২ কেনারাম রায় ২৭: [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ২৮১ বিপিন বিহারী দে ২৮২ মহেন্দ্র প্রসাদ ২৮৩ শুকদেব নারায়ণ ২৯৪ গুলজার সহায় ২৯৫ শিব বেচুন সিংহ ২৯৮ হরবংশ প্রসাদ সিংহ ৩০২ গোপাল লাল ৩০৯ গিরিবরধারী লাল ৩১৭ মহম্মদ সাজ্জাদ ৩২৯ নগেন্দ্র মোহন দে ৩৩০ জ্ঞানেন্দ্র চরণ গুপ্ত ৩৩৯ লাল মোহন বর্দ্ধন রায় ৩৪৫ ঈশ্বর চন্দ্র ভৌমিক ৩৪৬ গদাধর সেন ৩৬১ মহম্মদ আবদুল হাকিম ৩৬৬ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩৭০ সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী ৩৭০ বি যোগেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী ৩৭২ মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭৫ প্রমথ নাথ সেন ৩৭৬ নারায়ণ চন্দ্র সাহা ৩৭৭ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ৩৮০ বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ ৩৮১ যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যো পাধ্যায়

৩৯০ হরিশ্চন্দ্র সাহা ৩৯১ মহম্মদ হাসন তুমা ৩০২ মহেন্দ্র নাথ বসু ৩৯৭ অম্বিকাচরণ দে ৪০২ জগবন্ধু দাস ৪১১ রাম বাহাদুর লাল ৪১৪ রঘুবীর প্রসাদ ৪১৬ দেবকী নন্দন ৪১৭ রামকৃষ্ণ পাণ্ডে ৪১৯ মথুরা প্রসাদ

৪৩২ শম্ভু প্রসাদ সিংহ ৪৩৬ রিয়াজুদ্দীন আহ মদ ৪৩৯ সেখ হাবিবুল্লা ৪৪০ বসন্ত শশী গুপ্ত ৪৪১ সুরেন্দ্র কুমার সরকার ৪৪৪ নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ৪৪৬ যোগেশচন্দ্র রায়

৪৩৭ কানাই মোহন চৌধুরী ৪৪৯ অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫২ নিকুঞ্জ বিহারী ঘোষ ৪৫৫ রঘুনন্দন প্রসাদ ৪৫৮ কামীর চাঁদ ৪৬০ দীনেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব ৪৬৩ ইন্দ্রচরণ ৪৬৪ ইজাহারুদ্দীন আহম্মদ

৪৬৫ মহাবীর প্রসাদ ৪৬৮ শ্যাম বিহারী লাল ৪৬৯ মাকিম মুকুন হক ৪৭০ হরনন্দন প্রসাদ ৪৭১ কৈলাস লাল ৪৭২ নরসিংহ সহায় ৪৭৪ জয় গোবিন্দ সহায়, ৪৭৮ ধর্ম্মদেব সিংহ

৪৭৯ হরদেব সহায় ৪৮৩ পশুপতি নাথ জাজো দারী ৪৮৫ গিরিজা ভূষণ দে ৪৮৬ বিপিন বিহারী শর্ম্মা ৪৮৭ তারকচন্দ্র দাস ৪৮৮ প্যারী মোহন রায় ৪৯০ শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস ৪৯১ নবীন চন্দ্র দে

৪৯২ কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ৪৯৩ যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস, ৪৯৪ কেদারনাথ চৌধুরী ৫০২ বৈকুণ্ঠ বিহারী শর্ম্মা ৫২৫ বদরুল হোসেন, ৫৩০ বসন্ত কুমার সেন-গুপ্ত ৫৩২ রাজেন্দ্র লাল রায় ৫৩৬ গোবিন্দ চন্দ্র সাহা ৫৩৮ পূর্ণচন্দ্র সাহা, ৫৩৯ দ্বারকানাথ ঘোষ ৫৪০ নবকিশোর কর্ম্মকার ৫৪১ অন্নদাচরণ বর্দ্ধন ৫৪৯ এ বরদাকিশোর কর ৫৫০ উপেন্দ্র নাথ রায়, ৫৫১ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

৫৫২ নিবারণ চন্দ্র গুহ, ৫৫৩ অতুলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫৫ শিবেন্দ্রনাথ নন্দী ৫৫৯ শরচ্চন্দ্র রায়, ৫৬১ দীপচাঁদ সর্দ্দার ৫৬২ প্রমথ নাথ চৌধুরী ৫৬৩ অক্ষয় কুমার লাহিড়ী ৫৬৪ অশ্বিনী কুমার দাস ৫৬৫ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫৬৬ শশিমোহন সরকার ৫৬৮ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৯ বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭৪ অনঙ্গলাল বিশ্বাস, ৫৮৫ কিশোরী মোহন মুখার্জ্জি, ৫৮৬ ললিত চন্দ্র কর, ৫৮৮ ফকির চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৯৫ ধনুক-ধারী সিংহ।

শিক্ষাসংক্রান্ত

গবর্ণমেণ্ট কমার্সিয়ালক্লাস ১৯০৯—১০

আগামী ১লা জুন ও তাহার পরে এইশ্রেণীতে প্রবেশ জন্য আবেদন লওয়া হইবে—

দিবসের পাঠ্য—(১) মর্ডার্ণ এবং কমার্শিয়াল ইংলিশ। সূচী প্রস্তুত করণ (Indexing) এবং কোন বিষয় সংক্ষেপ করিয়া লিখন (Precis)

(২) পাটীগণিত, বাণিজিক ও মানসিক

(৩) আধুনিকও বাণিজিক ভার্ণাকুলার

(৪) বাণিজিক ইতিহাস ও ভূগোল

৫ বুক কিপিং

[৬] শর্টহ্যাণ্ড

[৭] টাইপরাইটিং

রাত্রির পাঠ্য—১) সওদাগরী আইন

ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী

মডার্ণ এবং কমার্শিয়াল ইংলিশ সূচী প্রস্তুত করণ এবং সংক্ষেপ লিখন

[৪] শর্টহ্যাণ্ড

[৫] টাইপরাইটিং

[৬] অর্থব্যবহার শাস্ত্র

[৭] এজুইটি ও ইনসিওরেন্স

[৮] বুক কিপিং [জুনিয়র]

ঐ [উন্নত ধরণের]

দিবসীয় পাঠ্য দুই বৎসর পড়িতে হইবে। ঐ দুই বৎসর পরে পাঠ্য বিষয় গুলি সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা লওয়া হইবে। যে সকল ছাত্র ঐ পরীক্ষায় পাশ হইবেন, শিক্ষা বিভাগ হইতে তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। এই সার্টিফিকেটে বাঙ্গালার বণিক সমিতির সেক্রেটরীর স্বাক্ষর থাকিবে। পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকা ঐ সমিতি হইতে প্রকাশিত হইবে।

যে সকল ছাত্র হাই স্কুলে "সি" শ্রেণী পরীক্ষায় অথবা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই সকল ছাত্র এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার যোগ্য হইবে। এই সকল পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ নয় তাঁহারা যদি শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক গৃহীত ঐ ধরণের একটি নির্ব্বাচনী পরীক্ষা দিয়া এইটি শিক্ষা বিভাগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন যে তাঁহাদের লেখা পড়া বিষয়ে যে টুকু অধিকার জন্মিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহারা ঐ বাণিজিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলে উপকার লাভ করিতে পারিবেন, তবে তাঁহাদিগকেও ভর্ত্তি করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

২৮শে জুন দীর্ঘ অবকাশের পর সেসন আরম্ভ হইবে। ঐ সময়ে যে সকল ছাত্র "সি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় অথবা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয় সেই সকল ছাত্রদের নির্ব্বাচনী পরীক্ষা লওয়া হইবে। যাহারা সেই পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি হইতে অনুমতি দেওয়া হইবে। ১লা জুলাই হইতে লেকচার কোর্স আরম্ভ হইবে।

পাটনা কলেজ বাঁকীপুর

আগামী ৫ই জুলাই পাটনা কলেজ খুলিবে। দরখাস্ত তাহার পূর্ব্বে করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভর্ত্তি করা হইবে বলিয়া বেহারী ছাত্রদিগকে (যাহারা পাটনা কলেজে পড়িয়াছে অথবা ১ম ও ২য় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে) বেশী পছন্দ করা হইবে। প্রথম বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে লওয়াইবে। বিশেষ স্থল ভিন্ন ২৫শে জুলাইয়ের পর আর আবেদন গৃহীত হইবে না। ভর্ত্তির জন্য দরখাস্তের ফারম কলেজ আফিসেই পাওয়া যাইবে। ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে ৭ টা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকিবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

[সাধারণ] ভগলপুরের প্রোবেঃ ডেঃ কঃ বাবু ফণিভূষণ মিত্র মুঙ্গেরের সদরে স্থাপিত হই লেন। ছোটনাগপুরের ডেঃ মাঃ ইমামুয়েল সিরিল প্রবাল সিংহভূমের সদরে স্থাপিত হইলেন ভগলপুরের ডেঃ মাঃ বাবু মুকুটধারী সিংহ পুর্ণিয়া সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ লেট জাজপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত জঃ মাঃ মিঃ ম্যাকবেন পাটনায় সদরে স্থাপিত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। মেদিনীপুরের ডেঃ মাঃ বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঘাটাল মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মৌঃ আবদুল হক মেদিনীপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ২৪ পরগণায় ডেঃ মাঃ মৌঃ মহ আবদুল্লা ১মাসের, জাজপুরের ডেঃ মাঃ রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুর ৩ মাসের ছুটী পাই লেন। কটকের ডেঃ মাঃ বাবু ব্রজদুর্লভ হাজরা ৩সপ্তাহের ছুটি পাইলেন। মিঃ ম্যাকবেন আর ৬ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—ছুটীপ্রাপ্ত মুঃ বাবু সতীশচন্দ্র বিশ্বাস হুগলী সদরের মুঃ হইলেন। হুগলীর মুঃ বাবু পারন কিশর মুখো হাওড়ার মুঃ হইলেন। রামপুর হাটের মুঃ বাবু উদয়নাথ মজুমদার সিউড়ীর মুঃ হইলেন। বাবু সত্যপ্রসন্ন মজুমদার এম এ বি এল রামপুরহাটের মুঃ হইলেন। মৌঃ আবদুল শাকুর বি এল ভগলপুর সদরের মুঃ হইলেন। গুমলার ছুটীপ্রাপ্ত মুঃ বাবু মন্মথ নাথ মল্লিক রাঁচির মুঃ হইলেন। রাঁচির মুঃ বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার ঘোষ গুমলার মুঃ হইলেন। বক্সারের মুঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ মিত্র ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

ভগলপুরের প্রোটেম সব ডেঃ কঃ মৌঃ আমীনউর রসুল শাহসাদ মুঙ্গেরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ভগলপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু সূর্য্য নারায়ণ সিংহ ভগলপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। বাবু নগেন্দ্র লাল মিত্র আর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। ত্রিহুতের সব ডেঃ কঃ বাবু অতুল বিহারী গোঁসাই মজফরপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু সতীশচন্দ্র উপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। উড়িষ্যা বিভাগের প্রোবেঃ সব ডেঃ কঃ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র বালেশ্বরের সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—হুগলীর সব ইনঃ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ৩ মাসের ফর্লো পাইলেন। আরামবাগের সহকারী সব ইনঃ বাবু সতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী হুগলীর সবইনঃ হইলেন। উত্তর বাগেরহাটের সবইনঃ বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ ১বৎসরের ফর্লো পাইলেন। টাকী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রতিনিধি শিক্ষক বাবু পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য উত্তর বাগেরহাটের সবইনঃ হইলেন। মেদিনীপুরের ডেঃ ইনঃ আফিসের ক্লার্ক বাবু গোষ্ঠ বিহারী দাস মেদিনীপুরের সব ইনঃ হইলেন। মুরসিদাবাদ নবাব বাহাদুর ইনঃর শিক্ষক মৌঃ একরাম-উলহক বি এ ২১ শে এপ্রেল হইতে ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন। মৌঃ আতাউর রহমন বি এ নবাব মাদ্রাসায় শিঃ হইলেন। মৌঃ মহঃ ইসমাইল পাটনার ডেঃ ইনঃ পাকা হইলেন। বাবু ফতে বাহাদুর লাল সাঁওতাল পরগণার সবইনঃ পাকা হইলেন। আরা জেলা স্কুলের প্রতিনিধি সহকারী হেঃ মাঃ বাবু তুলসী প্রসাদ উক্ত স্কুলের হেঃ মাঃ হইলেন। আরা জেলা স্কুলের শিঃ বাবু জয়মঙ্গল প্রসাদ উক্ত স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। বাবু বেহারী লাল আরা জেলা স্কুলের শিঃ হইলেন। হিন্দু স্কুলের শিঃ বাবু কালী প্রসন্ন গাঙ্গুলী বি এ এবং ভগলপুর জেলাস্কুলের শিঃ বাবু বিপিন বিহারী রায় এম এ পরস্পরে পদ বদলাবদলি করিয়া লইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

উত্তর লক্ষ্মীপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু শ্রীশকুমার সেন ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

ঢাকা মাদ্রাসায় এংলোপার্শিয়ান বিভাগের হেঃ মাঃ মৌঃ জহিরল হক উক্ত মাদ্রাসার সুপঃ হইলেন। সুসম্মত কর্‌য়েন্সো ঢাকা মুসলমান জেনানা হোমক্লাসের গবর্ণেশ হইলে। ময়মনসিংহ সহকারী স্কুল সবইনঃ মৌঃ আবদুল হাকিম দুইবৎসরের শিক্ষানবীশীতে গফরগাঁওয়ের সবইনঃ হইলেন। ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনঃ আফিসের প্রতিনিধি হেড ক্লার্ক বাবু নরেন্দ্র চন্দ্র রায় উক্ত পদে পাকা হইলেন। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক রায় গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ৪৫ দিনের ছুটী পাইলেন।

উদ্ভট কবিতা

কস্ত্বং ভদ্র, খলেশ্বরোহহ মিহকিং ঘোরেবনে স্থীয়তে
শার্দ্দূলাদিভিরেব হিংস্রপশুভিরৈঃ খাদ্যোহ মিত্যাশয়া
কস্মাৎ কষ্টমিদং ত্বয়া ব্যবসিতং? মদ্দেহ মাংসাশিনঃ
প্রত্যুৎপন্ননৃমাংস ভক্ষণধিয়স্তে ঘ্নন্তু সর্ব্বানিতি ॥ ১১

হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যে একাকী অবস্থিত কোন লোককে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে—"কস্ত্বং ভদ্র!" মহাশয়! তুমি কে? সে উত্তর করিল খলেশ্বরোহহম্, আমি খলেশ্বর। পুনঃ প্রশ্ন—এই ভীষণ কাননে কি জন্য অবস্থিতি করিতেছ? উত্তর। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণে আমাকে খাইয়া ফেলুক এই আশায় রহিয়াছি। প্রশ্ন—কি জন্য তুমি এরূপ কষ্টকর কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ? উত্তর। এখানকার হিংস্রজন্তুগণ নরমাংসাস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছে, আমার দেহমাংস ভোজনে তাহাদের নরমাংসাস্বাদ মনে পড়িবে তখন তাহারা সকলকে ধরিয়া বিনাশ করিবে। খলতার ইহা চরম দৃষ্টান্ত। ১১

রাজসভায় অসম্মানপ্রাপ্ত কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিতেছেন :—

ইয়ং ব্রাহ্মণ নৌ রাজন্ বিপরীতা ভবার্ণবে।
তরন্ত্যধঃস্থিতাস্তস্যা মজ্জন্ত্যুপরি সংস্থিতাঃ ॥ ১২

রাজন্। সংসারসাগরে ব্রাহ্মণই নৌকা স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সহায়তা ভিন্ন সংসার সাগরে পার হওয়া যায় না। তবে সাধারণ নৌকা অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব এই, অন্য নৌকার উপরে আরোহণ না করিয়া তলায় আরোহণ করিতে হয়, ইহার উপরে চড়িলে ডুবিয়া যাইতে হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে হয়, অসম্মানে পতন হয়। ১৩।

পয়সহস্র মনাক্ কুহেলিকে
হেলিকেলি পরিপন্থিনী ভব।
মুক্ত শীকরভরেণ বারি বা
বারিবাহপদবী নবীয়সী ॥ ১৪

কুহেলিকা অর্থাৎ কুয়াসাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ বলিতেছে, হে কুহেলিকে কুয়াসা) তুমি কখন ভবনে দিবাকরের ক্রীড়ার ব্যাঘাতই কর আর বিন্দু বিন্দু জলকণাই বা বর্ষণ কর, মেঘের সম্মান তুমি কিছুতেই পাইবে না, মেঘের পদবী অতি দূরে। ১৪

যোঽত্র মুগ্ধমহতে স্বয়ং নতঃ নীরদেব জলদে সগৌরবং
যত্নতঃ ভবতি বৈ তুলাবিধৌ সজ্জনা খলু বদন্তি তং গুরু। ১৫

যে স্বয়ং নত হইয়া অপরকে উন্নত করে, সে আপনার গৌরববৃদ্ধি করিয়া থাকে। তুলাদণ্ডের যে ভাগ নত হয়; সাধুগণ তাহাকে গুরু (ভারী) বলিয়া থাকেন। ১৫

পুষ্পং ন দত্তং খলু চন্দনস্য সমর্পিতং নো ফল
মিক্ষুদণ্ডে।
বিদ্বান্ ধনাঢ্যো ন চ দীর্ঘজীবি ধাতুঃ কুলে কোঽ-
পি ন বুদ্ধিদাতা॥ ১৬

বিধাতার বংশে বুদ্ধিদাতা কেহ নাই, যেহেতু তিনি চন্দনের ফুল দেন নাই, ইক্ষুর ফল সৃষ্টি করেন নাই, এবং বিদ্বান্ অথচ ধনবান্ ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী করেন না। ১৬

শ্রীমন্ দীপ ভবদ্গুণাঃ সুবিদিতাঃ স্নেহৈর্যতস্ত্বংসদা
যে কেচিত্তব পার্শ্বগা নিজকরৈরুদ্দীপয়েস্তাদৃশান্।
কিন্ত্বেতৎ তব নোচিতং স্থিরতরেণৈবোত্তমাঙ্গেন যা
ধত্তে ত্বাং বত ন প্রকাশয়সি তাং যষ্টিং যদিষ্টামপি॥

প্রদীপকে সম্বোধন করিয়া কেহ বলিতেছে।—ওহে শ্রীমান প্রদীপ! তোমার গুণাবলি জগদ্বিদিত, যেহেতু তুমি স্নেহগুণে (তৈল সাহায্যে অথচ ভালবাসাদ্বারা) নিজ আলোক দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী সকল পদার্থকে আলোকিত করিয়া থাক, কিন্তু একটি তোমার অনুচিত কার্য্য এই যে, যে তোমাকে সুদৃঢ় মস্তকে ধারণ করিয়া আছে সেই তোমার প্রিয় যষ্টি অর্থাৎ পিলসুজকে আলোক দ্বারা আলোকিত কর না, সে অন্ধকারেই থাকে। ১৭

"বন্ধু" তুমি আমাকে মনে কর না, একেবারে ভুলিয়া আছ" বিদেশস্থ কোন বন্ধুর এইরূপ আক্ষেপোক্তির প্রত্যুত্তরে কেহ বলিতেছে :—

স্মরসি ত্বমরে বন্ধো নখলু ত্বাং স্মরাম্যহম্।
স্মরণং চেতসো ধর্ম্মশ্চিত্তন্তু তব সন্নিধৌ॥ ১৮

হে বন্ধো! তুমি আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাকে স্মরণ করি না, ইহার কারণ—স্মরণ মনের ধর্ম্ম, কিন্তু মন সর্ব্বদাই তোমার কাছে রহিয়াছে, সুতরাং তোমাকে কিরূপে স্মরণ করিব। ১৮

শ্রীবীরেশ নাথ শর্ম্মা, নুলাজোড় কলেজ।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

For the Baharpur M E school Dt. Faridpur an F A 2nd master on Rs 20 and an Entrance passed 3rd master on Rs 15 per month. Kayastha preferred.

A B course B A on Rs 40—45 and a plucked B A on Rs 30 for the Salar Edward H E school, Murshidabad, private tuitions available lodging free.

For the Subdivisional high school Bhola, a B course B A plucked on Rs 40 and an F A strong in English on Rs 35 po Bhola Dt Backergunge.

An F A Hd master for the Barkhali govt aided M E school on Rs 25 per mensem Boarding and lodging free tuitions available. Sanitary conditions good. Barkhali M E school, Ulkhali po (24 pergs) via Diamond harbour.

An F A plucked Hd master for the Airkandi M E school on Rs 15 per month with free board and lodging. Baisya Barujibi and Kaystaya preferred. Apply to the Asst Secretary before the 30 May with testimonials po. Tarki, Barisal.

A Hd master for the proposed Mahima Ranjan Memorial H E school at Kakina pay according to qualifications and free quarters. Apply at once to the private Secy to the Rajah of Kakina.

For the shikarpur H E schooll, Nadsa, a B a strong in Mathematics on Rs 45—50 and two F A 's on Rs 25 to 30. Must stick to the posts per at least two years. Apply to S M Maitra Shikarpur, Nadia.

A Hd master for the Tala H E school on Rs 50 per month preference to graduates. Harish Chandra Mukerje Tala po. (Khulna).

A 5th master Entrance passed for the T N Institution, Panchthupi, Murshidabad, on Rs 20 per month A boarding house is attached to the school. Apply to the Hd master 31st May 1908.

জেলা নদীয়া, আমলাসদরপুর হাই স্কুলে পারসি শিক্ষক মৌলবী আফসার উদ্দিন আহমদের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জেলা বর্দ্ধমান বুজরুকদীঘি মাইনর স্কুলে একজন ড্রিল ড্রইং জানা ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। শ্রীকৃষ্ণদাস বসু বুজরুকদীঘি মহামায়া ইনষ্টিটিউশন। ৩৮ নং অক্রূর দত্তর গলি। বহুবাজার পোষ্ট কলিকাতা।

মোকদ্দমার তদ্বিরকারক বেতন ১৬৲। এসিষ্টাণ্ট খাতঞ্জি ১৬৲ সাধারণ গমস্তা ১২৲, কম্পাউণ্ডার ১৬৲ জামিন আবশ্যক। ছাত্রবৃত্তি পাশ মুহুরী ১২৲। শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া।

আমার তিন চারিটী ছেলেকে পড়াইবার জন্য একজন মাইনর পাশ শিক্ষক। বেতন ৭৲ টাকা ও আবা। শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ মাইতি জমিদার। পোঃ লক্ষ্যা জেলা মেদিনীপুর।

এণ্ট্রান্স পাশ জনৈক হেড মাষ্টার এবং নূতন নিয়মে শিক্ষিত ২য় বার্ষিক পাশ হেড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ১২৲ ও ১৩৲ টাকা এতদ্ভিন্ন আবা দেওয়া যাইবেক পোঃ কাজলা, বগুড়া।

গোপীনাথপুর ম ইং স্কুলে একজন হেঃ পঃ বেতন ১৮৲। খোরাকী ও বাসস্থান পাওয়া যাইবে *। আধুনিক নর্ম্মাল পাশ সরকার ২২শে মধ্যে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীশিবেশ্বর মৈত্র হেড মাষ্টার।

সরগেড়িয়া উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন মঃ ইং পাশ শিক্ষক। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দান জানা চাই বেতন আপাততঃ ৫৲ ও আবা প্রাইভেটে আরও ২।১ টাকা পাইবেন পোঃ ভদ্রকালি জেলা মেদিনীপুর।

ড্রিল ও ড্রইং জানা শিক্ষাকার্য্যে দক্ষ মাইনর পাশ জনৈক বয়স্ক মুসলমান শিক্ষক। হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া চাই। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ। বাসা ও খোরাকী দেওয়া যাইবে। আরবি জানা লোকের আবেদন আদরণীয়। সম্পাদক "কোহিনুর সাহিত্য-সমিতি"। পাংশা

হুগলি জেলার গয়লগাছা উঃ ইঃ স্কুলের জন্য নিউরেগুলেসন মত একজন নর্ম্মাল পণ্ডিতের প্রয়োজন। বেতন মাঃ কুড়িটাকা বাসস্থান ফ্রি, অন্ততঃ একবৎসর থাকা চাই।

মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে ইংরাজি জানা সচ্চরিত্র কম্পাউণ্ডার চাই। শিক্ষার্থী হইলেও চলিবে। ডাঃ এস, এন, রায়। চেঙ্গভাই হাসপাতাল, পোঃ বড়হুলী (আসাম)

হইবার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, সংস্কৃত "ভাব প্রকাশ" গ্রন্থে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। (আনন্দবাজার)

তারপিন ও রজন।

পাইন ও ফার, হিমালয় প্রদেশের চিরন্তন বৃক্ষ। আমাদের সংস্কৃত কাব্যাদির "সরলদ্রুম" এই পাইন বা ফারের পর্য্যায়ভুক্ত। দেবদারু অর্থে এখন এক প্রকার বৃক্ষকেই বুঝিতে হয়। বস্তুতঃ দেবদারু নানাবৃক্ষের বাচক। চন্দনবৃক্ষও দেবদারু সরল যে ফার পাইন, তাহার প্রমাণ—রসে। আমাদের কেবল সাহিত্যে নহে, বৈদ্যকেও সরল দ্রব বা সরলরস—তারপিন বলিয়াই পরিচিত। এই তারপিনের সিটাই আমাদের "রজন"!

সরলবৃক্ষের ত্বক্ হইতেই সরলদ্রব বাহির করিতে হয়। বংশীবট বা রবরগাছের ত্বক হইতে যেরূপ আটা বাহির হয়, সরলগাছের ছাল হই তেও সেইরূপ আটা বাহির হয়। আমাদের দেশের শিউলীয়া খেজুর গাছের গলার ছাল তুলিয়া চুঙ্গী বসায় চুঙ্গীর মুখে ভাঁড় বা কলসী বাঁধিয়া দেয়। তাহাতেই খেজুর রস চুঙ্গী দিয়া পড়িয়া তাহা পূর্ণ করে। বংশীবটের সর্ব্বাঙ্গেই এইরূপ চুঙ্গী বসাইয়া, ভাঁড় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সরল বৃক্ষেরও সর্ব্বাঙ্গে ভাঁড় বাঁধিয়া দিবার নিয়ম আছে। বংশীবটের রস বা নির্য্যাস শ্বেতবর্ণ থাকে শুখাইলে কতকটা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়; সরল বা তারপিন রস—গাঢ় মধুর মত। এই গাঢ় রস চোয়াইলে যে তরল অংশ বাহির হয়, তাহাই তারপিন, আর যে সিটা বা ঘন অংশ পড়িয়া থাকে, তাহাই রজনে পরিণত হয়।

রজন বড় অগ্রাহ্য বস্তু নহে। রজন সাবানে লাগে, রজন বাতীতে লাগে, রজন বার্ণিসে লাগে —আতস বাজীতে লাগে;—জাহাজ নৌকার গায়ে রজন দিয়া সূক্ষ্ম ফাঁক মারিতে হয়। ইহাকেই নৌকা জাহাজ গাওয়া বলে। বেহালা বাজাইবার ছড়িতে যে ঘোড়ার লেজের চুল—ধনুকের ছিলার মত—বাঁধা থাকে, তাহাতে রজন ঘসিতে হয়। রজনের এ ব্যবহার পাঠকের বিদিত আছে।

তারপিনের নানারূপ ব্যবহার অনেক পাঠক দেখিয়া থাকেন। তারপিন ঔষধে লাগে, রঙ্গে তারপিন মিশাইতে হয়। তারপিন যে, বেদনায় মালিশ করিতে হয়; যকৃতের বেদনায় যে তারপিন মালিশ উপকারজনক, তাহা সকলের বিদিত। ফলতঃ তারপিন অনেক কাজেই লাগে, এইজন্য ইহার আদরও যথেষ্ট। মূল্যও নিতান্ত কম নহে। তারপিন একটী লাভজনক বাণিজ্য দ্রব্য। দুইবার চোলাই করিলে তারপিন খুব পাতলা হয়। পূর্ব্বে এই তরলতর তারপিন আলোতে ব্যবহৃত হইত।

আমেরিকায় কানাড়া দেশে একপ্রকার সরল বৃক্ষ আছে, তাহার নাম "গিলীয়েড"। এই বৃক্ষে যে তারপিন হয়, তাহাই কানাডা বালসাম বলিয়া পরিচিত। এই কানাডা বালসাম বার্ণিশ পালিসের একটী প্রধান ও উৎকৃষ্ট উপাদান। মানচিত্রের বার্ণিশে এই বালসাম বা কানাড়া তারপিনের বড় উপযোগিতা এবং আদর। ইতালির বিলাম প্রদেশে একপ্রকার সরলবৃক্ষ আছে তাহার নাম লার্চ। এই লার্চের রসেও উৎকৃষ্ট তারপীন হইয়া থাকে।

তুরস্কের সিরীয়া প্রদেশে এবং গ্রীসের নিকটবর্ত্তী অনেক দ্বীপে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার [illegible]

বলিয়া পরিচিত। ফল বাদামজাতীয়,—কঠিন খোলায় ঢাকা। আমরা যে পেস্তা খাই, তাহাও ত শক্ত খোলায় ঢাকা।

তারপিনের সকল বৃক্ষই ফার বা পাইন কিংবা ঐ দুই বৃক্ষের সমজাতীয়। আমাদের সরলবৃক্ষও ত নানাজাতীয়। তারপিনের সকল বৃক্ষই পার্ব্বত্য ভূমির সন্তাবজ। সর্ব্বত্রই পার্ব্বত্যক্ষেত্রে তারপীন বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ভারতের হিমালয় প্রদেশে সরলবৃক্ষ যথেষ্ট। অন্যান্য পর্ব্বতও যে, এই বৃক্ষের অনুকূলক্ষেত্র নহে, এরূপ মনে চলে না। পাশ্চাত্য বনবৃক্ষের বীজই বৃক্ষময় হইয়া থাকে। সুতরাং অনুকূলক্ষেত্রে সরলবৃক্ষের চাষ করাও দুঃসাধ্য নহে।

ডেরাডুনে তারপিনের কারখানা আছে। সরল নির্য্যাস ঐ কারখানায় চরিত শোধিত হইয়া উৎকৃষ্ট তারপিন দিতেছে। তারপিনের সিটায় রজনও পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের লোকে উদাসীন থাকিবেন কেন? ডেরাডুনের কারখানায় শিক্ষা লাভ করা অসাধ্য নহে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ত কুণ্ঠিত নহে। অসীম হিমালয় প্রদেশে সরলবৃক্ষ অনন্ত। স্বদেশহিতৈষীরা তারপিনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বদেশের হিতসাধন করুন। ভারতের পক্ষে ধনবৃদ্ধিই মুখ্য হিত! শিল্প ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া, যাঁহারা জননী জন্মভূমির দৈন্য কমাইতে পারিবেন, তাঁহারাই মাতার সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইবেন। সন্তানের উন্মাদতায় জননী তুষ্ট হন না। সন্তানের মাতৃভক্তি কেবল কথায় প্রকটিত হয় না। কথায় ভক্তি—ভুয়া ভক্তি; কাজের ভক্তিই ভক্তি। যিনি এ সময়ে শিল্প ব্যবসায় সূত্রে দুঃখ কমাইতে পারিবেন, তাঁহার পূজাই মা লইবেন,— তাঁহার মাতৃপূজাই সার্থক হইবে। (বীরভূম বার্ত্তা)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে ছাপা থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১২৬৫ বাবু দক্ষিণারঞ্জন, হেঃ মাঃ আলুগ্রাম মইং স্কুল ৩০।৪।১০
১২৬৬ „ ললিত মোহন কুণ্ডু, হেঃ পঃ পুরাতন কুষ্টিয়া
১২৬৭ „ মন্মথনাথ জ্যোতিঃশেখর, ঘাটাল ঐ
২০১ „ নেহাল চন্দ্র দাস, কোপিড়া ৩১।১২।০৯
৩৮৫ „ হেঃ মাঃ, কে, জে, একাডেমী আরা ৩০।৪।১০
১২৬৮ „ বামাপদ সেন, হেঃ পঃ মহদা মবা স্কুল ঐ
১২৬৯ „ হেঃ পঃ কুমী জি, টীঃ স্কুল ঐ
১২৭০ „ ছাত্রগণ, সাঃ স্কুল আটীপুর ঐ
৪০৫ „ হৃষীকেশ রায়, ৩য় শ্রেণী পুরুলিয়া স্কুল ঐ
১২৭১ „ শীতলচন্দ্র ভৌমিক, গ্রাম রফিকপুর ঐ
১২৭২ „ বঙ্কু বিহারি দাস, মোল্লা ঐ
১২৭৩ „ হেমনাথ মণ্ডল, অর্পণ গোসিয়া স্কুল ঐ
৬৬০ „ হেঃ মাঃ শাঁখারি মইং স্কুল ২৮।২।১০

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*

নূতন সম্পর্ক। ৪৪শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা } ৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ২১শে মে ১৯০৯ খৃঃ অব্দ। { এডুকেশন গেজেটের আয় "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" উৎসর্গীকৃত

এডুকেশন গেজেটের

প্রচার এবং উপকারিতা, বুদ্ধিমানদের সকলেরই উপদেশ মধ্যে বিবেচনা করা হয়। ইহাতে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ বা প্রাপ্তপত্র উদ্ধৃত করায় কাহারও কোন প্রকার আপত্তি নাই।

২৷০ অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত উৎকৃষ্ট কাগজে পাঁচ টাকা। সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। দুই টাকার কম পাঠাইলে সাধারণ সংস্করণের প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা হিসাবে ধরিয়া যে কয় সংখ্যা হয়, তাহাই দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের প্রত্যেক পংক্তি ১ম ও ২য় বার প্রকাশে ৵০, আনা তদোধিকবার প্রকাশে /০, ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য এবং পেটেণ্ট ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম, কর্ম্মখালির এবং ভারত সাম্রাজ্যান্তর্গত [illegible] বিজ্ঞাপন একবার মাত্র বিনামূল্যে ছাপা যায়।

এডুকেশন গেজেটের ও বিজ্ঞাপনের মূল্য

অগ্রিম দিতে এবং চুঁচুড়া (Chinsurah) পোষ্টাফিসে আমার নামে মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইতে হয়। কুপনে স্পষ্ট করিয়া নাম ঠিকানা ও পোষ্টাফিসের নাম লেখা আবশ্যক।

ভূদেব বৃত্তি।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কার্য্যতঃ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থ যাহার যত ইচ্ছা তিনি তাহা যে কোন উপলক্ষে "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। এইরূপে প্রদত্ত টাকার টাকা পবিত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের মূলধনে মিশিত এবং উহার আয় হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে "ভূদেব বৃত্তি" সকল স্থাপিত হইতে থাকিবে। [illegible] পবিত্র [illegible] বটে, [illegible] বটে, অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে কিছু [illegible]" এবং লোকাচার আছে। সমগ্র ভারতের অধ্যাপক পণ্ডিত সমাজকে ঐ সকল সময়ে একাধারে পূজা [illegible] জন্য [illegible] এই স্থায়ী ফণ্ডে কিছু কিছু দিলেই তাহা বাঁধিয়া সে [illegible] [illegible] এবং একই [illegible] হইতে পারেন।

গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোট টাকা	৬৩১৯৸৹
শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible]	
[illegible] বর্ষারম্ভে ১ বর্ষ	১০
	৬৩২৯৸৹

এডুকেশন গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী :—

১। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রত্যেক পুরস্কারের পরিমাণ ২ টাকা। প্রত্যেক মাসে তিনটী করিয়া পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক মাত্রেই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না।' বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পুরস্কারের কুপন থাকিবে।

২। একজন গ্রাহক তিনটী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার একমাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। "এডুকেশন গেজেট পুরস্কার" বাঁকিপুর, এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ মাসের প্রশ্নের উত্তর গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। উত্তরগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে। প্রথমেই প্রেরকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকা চাই। একাধিক ব্যক্তির উত্তর ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন।

জ্যৈষ্ঠের প্রশ্ন—

১ম প্রশ্ন—

স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত দুইটি ধাতু খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ডটিতে রৌপ্য যত স্বর্ণ তার সাতগুণ। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে স্বর্ণ যত রৌপ্য তার তিনগুণ। প্রথম খণ্ডটির মূল্য দ্বিতীয় খণ্ডটির তিনগুণ। সোণার দর যদি আউন্স প্রতি ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১১ পেন্স হয় তবে এই মিশ্রিত দুইখণ্ড ধাতু পরস্পরে কি অনুপাতে মিশাইলে সেই তৃতীয় ধাতুখণ্ডের প্রত্যেক আউন্সের মূল্য ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইবে?

২য় প্রশ্ন—

নিম্নলিখিত বিবরটির × চিহ্নিত স্থলগুলি হইতে একটি করিয়া শব্দ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ শব্দগুলি ঠিক ঠিক বসাইয়া বিবরটি অর্থযুক্ত কর—

ইউরোপের ইতিহাসে দুইবার মাত্র × ঘটনা × যখন সমাজের × পবিত্র ভাবের উত্তেজন × রাজদণ্ড্য অপরাধে × সমাজদণ্ড্য পাপাচারে × × বিশেষ × হয় ×। একবার রোমীয়দিগের অভ্যুদয়ের এবং অতি × সময়ে, তাহাদিগের সেনসর নামক × প্রজাব্যূহ আপন আপন × বাঁদয়া কিরূপ × × তাহারও × লইতেন এবং পাপাচারীর × ×। ঐ সময়ে রোমীয়েরা যেমন সতেজ × × আর × × নাই।

এডুকেশন গেজেট পুরস্কার।

কুপন সং ২

প্রশ্নের উত্তর সহ লেখক এই অংশ কাটিয়া পাঠাইবেন

ইংলণ্ড ও × প্রথমে প্রবল × উঠিয়াছিল, যখন ইংরাজ যোদ্ধৃগণের × বীর্য্যবত্তা × ধর্ম্মশীলতা ইউরোপীয় × সকল × অপেক্ষা × হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ক্রমওয়েলের × কালে পাপাচরণে × অপরাধে বড় ইতর × × হইত × । তখন × অপরাধের, তেমনি পাপাচারের ও × এবং দণ্ড × । তখন ইংরাজেরা বাহ্য এবং গার্হ বা ×এ অপ্রকাশ্য এইরূপ দুইটি জীবন × × না। অর্থাৎ × যেমন × উঠিয়াছে আমি সরকারী × × কিরূপ × করি × দেখ, আমি × বসিয়া কি করি × করি অন্যের তাহা দেখিবার × অধিকার ×—তখন সেরূপ × উঠে নাই। ইংরাজ × × তেজোবীর্য্যে জাজ্বল্যমান × ।

৩। কালর দিক।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪

সাদার দিক।

সাদা প্রথম চালিয়া চারি চালে মাৎ করিবে।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

বোমার মোকদ্দমার রায়

আলিপুরের বোমার মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত বীচ্ক্রফ্ট মহোদয়ের রায়ে ইংরাজ বিচারকের সুদৃঢ় ন্যায়পরতার খ্যাতি উজ্জ্বল হইয়াছে। একটুও জিদ বা বিরাগ কোথাও দেখান নাই। ধীর ভাবে বিচার করিয়াছেন। ইংরাজী হইতে অনুবাদ এবং অধিকাংশ স্থলেই "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধার করিয়া রায়ের মর্ম্ম আপনার পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি :—

আসামীরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২ এবং ১২৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত। অভিযোগের বিষয় সংক্ষেপে এই :—১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে পুলিস একটি গুপ্ত সভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পান। ডিসেম্বরের প্রথমে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের নারায়ণগড় ষ্টেশনের নিকট ছোটলাট বাহাদুরের ট্রেণ নষ্ট করিবার চেষ্টার পর হইতে এই গুপ্ত সভা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, উহার ফলে জানুয়ারীর শেষে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে ঐ সভার কতকটা খবর পাওয়া যায়। কলিকাতায় কয়েকটি স্থানের উপর এবং আসামী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের উপর লক্ষ্য রাখা হয়। উক্ত স্থানগুলির মধ্যে মুরারিপুকুর রোডের ৩২ নং বাড়ী একটি। এই বাড়ীই মাণিকতলার বাগান বাড়ী বলিয়া মোকদ্দমায় উল্লিখিত হইয়াছে। মার্চ্চের মাঝামাঝি কতকগুলি লোককে ঐ বাগান বাড়ীতে দেখা যায়। ৮ই এপ্রেল ১৯০৮ বারীন ঘোষ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের ৩৮।২নং বাড়ী হইতে এই বাগানে আসিবার সময় পুলিস উহার অনুসরণ করেন। এই বাড়ীতে হেমচন্দ্র দাস থাকিত। ১০ই এপ্রেল বারীন এবং আর দুই জন লোক এই বাগান হইতে বাহির হইয়া হাওড়া এবং তথা হইতে মানকুণ্ডে যায়। পুলিস উহাদের অনুসরণ করেন। মানকুণ্ড ষ্টেশনে নামিয়া এই তিন জন তথা হইতে হাঁটিয়া চন্দন নগরে যায়। পুলিস পাছু লয়েন কিন্তু শেষে তিনজনই পুলিসের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়ে। বারীন হরি নিয়োগী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে কিন্তু তথা হইতে আর তাহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই আর দুই জন শ্রীরামপুরে একটা বাড়ীতে যায়। পুলিশ পাছু লইয়াছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে একজন নরেন গোস্বামী, ২০শে এপ্রেল তারিখে দুইজন লোক ঐ বাগান হইতে সর্কুলর রোডে যাইবার সময় পুলিশ পাছু লয়েন। দেখা গেল উহারা তথায় আর কতকগুলা লোকের সহিত মিলিয়াছে। সে লোকগুলা মাদ্রাজী। এই দুইজন লোক পরে ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনে একটা বাড়ীতে যায়। নিরাপদ নামে আসামীদের মধ্যে একজন যে পূর্ব্বদিন ঐ বাড়ী ভাড়া করে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ২১শে এপ্রেল দেখা গেল দুইজন লোক রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের উক্ত বাড়ীতে একখানা গোরুর গাড়ী লইয়া গিয়া উহাতে অনেক জিনিস বোঝাই করিয়া গোপীমোহন দত্তের লেনের ঐ বাড়ীতে লইয়া আসিল। বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার জন্য পুলিস ঐ বাড়ীর সম্মুখেই একটি বাড়ী ভাড়া লইলেন। ২৬শে এপ্রেল দেখা গেল একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঐ ১৫ নং বাড়ী হইতে দুইটি টিনের বাক্স লইয়া ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। আসামীদের মধ্যে একজন উল্লাসকর দত্ত এই গাড়ীতে ছিল বলা হইয়াছে, অনেকগুলা লোক উল্লিখিত স্থানসমূহে এবং ২৩ নং স্কট্স লেন, ৪ হ্যারিসন রোড, ৩০।২ হ্যারিসন রোড, এবং ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আনাগোনা করার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, কতক সনাক্ত হইয়াছে, কতক হয় নাই। ৩০শে এপ্রেল বিবি কেনেডী ও তাঁহার কন্যা বোমার আঘাতে মজফর পুরে হত হন।

১লা মে রাত্রিতে কলিকাতায় অনেকগুলি স্থান খানাতালাশী করিবার ব্যবস্থা হয়। ভোর রাত্রিতে মাণিকতলা বাগান ১৫ গোপী মোহন দত্তের লেন ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড় নং ৪ ৩০।২ এবং ১৩৪ এবং গ্রেষ্ট্রীটের ৪৮ নং বাড়ী খানা তালাশী হয়। বাগানে ১৪ জন আসামীকে পাওয়া যায় এবং উহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনটা বোমা এবং উহা প্রস্তুতের সমস্ত সরঞ্জম ও উপকরণ বন্দুক রিভলভার এবং কিছু বারুদ, বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সঙ্কেত আছে এমন পুস্তক ও খাতা পত্র অনেক পাওয়া গিয়াছিল।

৪ঠা মে পাঁচজন আসামী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ কবুল করে, পরে পরে অন্যান্য আসামী ধরা হইয়াছে। এই মোকদ্দমার প্রারম্ভে সকল আসামীই আপনাদের স্বীকারোক্তির প্রত্যাহার করিয়াছে। ১০ই মে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত আরম্ভ করেন। ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তদন্ত হওয়ার পর তিনি ৩৪ জনের মধ্যে ৩০ জনকে দায়রায় সোপরদ্দ করেন। তদন্তের সময়ে আর দশ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া দ্বিতীয় দল আসামীর সৃষ্টি হয়। এই দশ জনের মধ্যে সাত জনকে দায়রা সোপরদ্দ করা হয়। এই সাত জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ফরাসীর প্রজা বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রত্যাহার করতঃ তাঁহাকে খালাস দেওয়া হয়। ৩৬ জন আসামীর বিচার আমার নিকটে হয়।

সরকারী পক্ষ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে আসামীগণ কথিত স্থান সমূহে একত্রিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, তাহারা বিপ্লবের ভাব প্রচারের জন্য যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি, বন্দে মাতরম্ পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছিল এবং নানারূপ পুস্তক প্রচার করিয়াছিল। সরকার পক্ষ আরও বলেন যে রাজদ্রোহ মূলক সাহিত্যের বহুল প্রচারের জন্য তাহারা ছাত্রভাণ্ডার নামক কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিল।

যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারী আসামীদিগের অনুসরণ করিয়াছিল আসামীপক্ষ তাহাদের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাক্ষীগণ ঘটনার তারিখগুলি এরূপ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের অবিশ্বাসের কারণ। তাঁহারা বলেন যে এরূপ সামান্য সামান্য ঘটনার কথা এরূপ যথাযথভাবে মনে থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমি এই কারণেই সাক্ষীদিগের সমস্ত কথার উপর অবিশ্বাস করিতে পারি না। মানুষের স্মৃতিশক্তি এক অতি আশ্চর্য্য জিনিস; অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে অনেক গুরুতর বিষয়সমূহ বিস্মৃত হইয়া যায় কিন্তু অনেক সময় আবার অতি সামান্য কথাও মনে থাকে। সুতরাং পুলিশের সাক্ষীগণ তারিখগুলি যথাযথভাবে বলিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহাদের সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া বলা যায় না। সাক্ষীদিগকে জেরা করার সময় কি উপায়ে তাহারা দিনটী মনে রাখিতে পারিল মিঃ দাসের তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। মিঃ দাস বার বার এই প্রশ্নের কাছাকাছি গিয়াছেন কিন্তু সে প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত গোল চুকিয়া যাইতে পারিত। তিনি একবারও সেই আবশ্যকীয় প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করেন নাই। শুধু তারিখ বলিয়া নহে তিনি অনেক স্থলেই এইরূপ করিয়াছেন। মিঃ দাস বলেন যে, পুনঃপরীক্ষা করায়

সময় সরকারী কৌনসিলের উহা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কিন্তু জেরা হইতে ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। দলীলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সময় মিঃ দাসের জেরা করার প্রণালীটি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। একজন সাক্ষী হয়ত বলিল যে সে একতাড়া চিঠির মধ্যে উল্লিখিত কাগজখানি পাইয়াছে। সে স্বীকার করিল যে ঐ কাগজ খানির উপর কোন চিহ্ন নাই, এবং খানা তল্লাসীর তালিকাতে ঐ কাগজখান পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই এবং খানাতল্লাসীর সময় উহাতে স্বাক্ষর করা হয় নাই। ইহার পর মিঃ দাসের প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, তবে ঐ সাক্ষী ঐ কাগজখানি কি করিয়া মনে রাখিতে পারিল। কিন্তু তিনি কখনই এই প্রশ্নটী করেন নাই।

মিঃ দাস স্বীকার করেন যে সাক্ষীগণ কোন তারিখ বলিতে না পারিলে তাঁহাকে আসামী পক্ষসমর্থন করিতে অনেক বেগ পাইতে হইত। কিন্তু তৎপরই তিনি বলিতেছেন যে সাক্ষীগণের পক্ষে তারিখ মনে করিয়া রাখা অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে সাক্ষীগণের ডায়েরী আছে। তাহা যখন আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে উক্ত ডায়েরী সরকার পক্ষের অনুকূল নহে। আমি এই ডায়েরী দেখব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম এবং তদনুসারে আমি তাহা দেখিয়াছি। মিঃ দাস যে তর্কপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়ায়:—যখন কোন সাক্ষী কোন বিশেষ তারিখের বিশেষ ঘটনাগুলি উল্লেখ করিতে পারে, তখন ঐরূপ ঘটনাসমূহ মনে রাখা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, আবার যখন সে কোন বিশেষ তারিখের বিশেষ ঘটনাগুলি উল্লেখ করিতে পারে না—তখনও ঐ কারণেই তাহার কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

অবশ্য আমি একথা অস্বীকার করি না যে, একজন সাক্ষী যদি একটী ঘটনা ঘটিবার বহুদিন পরে সাক্ষী দিতে আসিয়া তারিখের কথা বলিতে পারে তবে তাহাকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে কি করিয়া সে তারিখ মনে রাখিতে পারিল তাহা জানা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে এই পুলিস কর্ম্মচারিগণ একটী অত্যাশ্চর্য্য বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে তাহাদের অনুসন্ধানের ফলে একটী বৃহৎ মোকদ্দমা রুজু হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাহারা তারিখগুলি বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার চেষ্টাও করিতে পারে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে মোকদ্দমা রুজু হইবার পর সাক্ষীগণ—যদিও তাহারা একথা অস্বীকার করিয়াছে—ডায়েরী হইতে তাহাদের স্মৃতি ঝালাইয়া লইয়াছে। ঘটনাগুলি সহজেই মনে রাখা যাইতে পারে। অবশ্য কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি কোন সাক্ষী মাত্র বলে যে সে তাঁহাকে অমুক স্থলে দেখিয়াছে; তবে তাহার সাক্ষ্য বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে এখানে ইহাও মনে বুঝিতে হইবে যে গুপ্ত অনুসরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কয়েকজনের নাম ও বিবরণ পুলিসের হস্তে ছিল এবং এই সকল গুপ্ত অনুসরণকারিগণ ঐ ব্যক্তিদিগের কার্য্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর মোকদ্দমায় গুপ্তচর নিযুক্ত করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল গুপ্তচরের সাক্ষ্য বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। এই মোকদ্দমায়ও দুই একজন চরের সাক্ষ্যের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। ইহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে জাল অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। যদিও সে বলে যে সে নিজ হস্তে জাল করে নাই, তথাপি আলিয়াত অপেক্ষা তাহার চরিত্র যে বড় উন্নত তাহা বলা যায় না।

বারীন সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। স্বীকারোক্তির এক স্থানে সে বলিয়াছে যে, দূর ভবিষ্যতে একটী বিপ্লব সংগঠনের জন্য তাহারা অস্ত্র ও লোক সংগ্রহ করিতেছিল। মিঃ বনার্জ্জি এই কথাটীর সুবিধা গ্রহণ করতঃ বলিয়াছেন যে সুদূর ভবিষ্যতে অপরাধ করার জন্য লোক সংগ্রহ দণ্ডযোগ্য অপরাধ নহে। দেশের লোককে ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত করিয়া যাহা সংঘটিত করিতে হইবে তাহা এক দিনের কার্য্য নহে। সুতরাং এই কথা আসামীর পক্ষ সমর্থক নহে। তবে এরূপ হইতে পারে কি না যে আসামী কেবল কয়েকটী হত্যা সাধনের জন্যই অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল ও বোমা প্রস্তুত করা হইয়াছিল? মিঃ বনার্জ্জি বলেন যে, সুশীলকে বেত্রাঘাত করার জন্য আসামীগণ মিঃ কিংসফোর্ডের উপর এবং বাজার অবচ্ছেদের জন্য স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর রাগান্বিত ছিল। কিন্তু বারীনের কার্য্যের মূল যে স্বাধীনতা স্থাপন তাহা সে নিজেই স্বীকার করিয়াছে।

সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে বারীন উল্লাস কর ও হেমচন্দ্র দাস এই তিন জনই প্রধান। বারীন নেতা; উল্লাসকর বোমা প্রস্তুতকারী। বারীন ও উল্লাসের পক্ষে এইটুকু সুবিধা আছে যে তাহারা স্বীকার করিয়াছে। তাহারা বলে যে নির্দ্দোষী দিগকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহারা স্বীকার করিয়াছে। তাহাই যদি সত্য হয় তবে তজ্জন্য তাহারা প্রশংসার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অপরাধও গুরুতর। আবার তাহারা যে অনুতপ্ত হইয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছে তাহা নহে। তাহাদের কার্য্যের জন্য তাহারা গৌরব অনুভব করে। অৎপর, তাহারা কেহই সকল ষড়যন্ত্রকারীদিগের নামোল্লেখ করে নাই। অবশ্য ইহাতে তাহাদের মানসিক নীচতা প্রতিপন্ন হয় না বরং তাহার বিপরীতই বুঝা যায়। তাহারা উভয়েই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়াছে, কিন্তু একন্য তাহাদের ব্যারিষ্টারগণই দায়ী, কারণ তাহারা স্বীকারোক্তি মিথ্যা বলিয়া বলে নাই। গভর্ণমেন্ট হয়ত এই কুপথ পরিচালিত যুবকদ্বয়ের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু বিচারক কে কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। এই জন্য আমি ইহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলাম। ইহাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হইবে।

হেমচন্দ্র দাস করুণা পাওয়ার উপযুক্ত নহে, কিন্তু তাহার পক্ষে এইটুকু বলিবার আছে যে, আসল কার্য্যগুলির সময় সে ভারতবর্ষে ছিল না। এই জন্য তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দেওয়া হইল।

উপেন্দ্র স্বীকার করিয়াছে যে সে স্কুলের ছাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে হিন্দু দর্শন শিক্ষা দিত, তাহাদিগের নিকট স্বাধীনতার প্রয়োজন বুঝাইত। বারীনের স্বীকারোক্তি হইতে তাহার স্বীকারোক্তির সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। সাক্ষী দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য তাহাকে সন্ন্যাসীর বেশে শচীন্দ্রের সহিত কথা বলিতে দেখিয়াছে। হৃষীকেশও বলিয়াছে যে, উপেন ও বারীন্ তাহাকে ১৮নং রসারোডে লইয়া গিয়াছিল। তথায় চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার কথা হইয়াছিল। সে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিভূতির বিরুদ্ধে প্রমাণাদির উল্লেখ করিয়া জজ বলেন যে, সে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্র নাথ নন্দী, সুধীরকুমার সরকার, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সম্বন্ধেও তিনি ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

নরেন্দ্র নাথ বক্সীর বিরুদ্ধে প্রমাণ অতি সামান্য। কৃষ্ণজীবন সান্যালের কয়েকখানি পুস্তক ঐ বাগানে পাওয়া গিয়াছে। পুস্তকের উপর তাহার নাম অঙ্কিত ছিল। সে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। কিন্তু সে দশ বৎসরের বালক মাত্র।

শচীন্দ্র কুমার সেনকে ষড়যন্ত্রের একটী মাল আড্ডা অর্থাৎ বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল সে তথায় ৭।৮ দিন ছিল বলিয়া স্বীকারও করিয়াছে। তাহাকে ষড়যন্ত্রের সহিত যুক্ত করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। এমন কি ষড়যন্ত্র গুপ্ত রাখা বিষয়েও তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

নলিনীকান্ত সরকারের বিরুদ্ধেও প্রমাণ অতি দুর্ব্বল। সে বলিয়াছে যে, দিনে ও রাত্রিতে বাগানে থাকিত। ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড তাহার বাসা ছিল। সে বাগানে দর্শন অধ্যয়ন করিত। তাহার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

পূর্ণচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে প্রমাণ এই যে সে ক্ষুদিরামের সহপাঠী ছিল ও মেদিনীপুর ছাত্র ভাণ্ডারে বিক্রয়াদি করিত। সে বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়া অবিনাশের সহিত থাকিত। সে বাগানে ছিল বলিয়া তাহাকে দোষী করা যায় না। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহার দোষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রমাণ হয় না।

বিজয়কুমার নাগ বাগানে গ্রেপ্তার হইয়াছিল. কিন্তু তাহাকে যে ৩৮।৪ বাটীতে দেখা গিয়াছিল তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। একমাত্র শরৎদাস বলিয়াছে যে সে সেখানে ছিল। সে ষড়যন্ত্রের কথা জ্ঞাত ছিল কি না তাহা সন্দেহজনক। তাহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর

কুঞ্জলাল সাহাকেও বাগানে পাওয়া গিয়াছিল। নবশক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নবশক্তি রাজদ্রোহ প্রচার করিত এবং সে লাভের জন্য নবশক্তি বিক্রয় করিত একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও সে যে ষড়যন্ত্রকারী তাহা প্রমাণ হয় না। সে স্থানীয় ব্যায়াম সমিতির কাপ্তেন ছিল এ কথাতে কিছু প্রমাণ হয় না। তাহাকে সন্দেহজনক স্থানে দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকাতে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

হেমেন্দ্রনাথ ঘোষের পাঁচ খানা পুস্তক বাগানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে।

দেবব্রত বসুর বাড়ীতে রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে নবশক্তির সম্পাদক ছিল।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে মিঃ বীচক্রফট বলেন—এই মোকদ্দমায় ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আসামী। সরকার পক্ষ ইঁহাকে শাস্তি দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইনি আসামীর সঙ্গে না থাকিলে এ মোকদ্দমা বহু পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যাইত। এই জন্যই আমি ইহাঁর বিষয় সকলের শেষের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। ইহাঁর ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগ ছিল ইহাই তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ। তাঁহার বিরুদ্ধের প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ব্যারিষ্টারের মতে তাঁহার যে সমস্ত আদর্শ ছিল তৎসম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিব। সরকার পক্ষ ও আসামী পক্ষ সকলেই বলেন যে অরবিন্দের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন যে তাঁহার এই ধর্ম্মভাব ও স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহাকে পাজী করিয়া তুলিয়াছে। অরবিন্দের ব্যারিষ্টার বলেন যে, বেদান্তের মত সমূহ তাঁহার রাজনীতিক মত গঠিত করিয়াছে। ব্যক্তিকে যেমন নিজের অন্তরস্থিত আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত, নিজের পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, জাতির পক্ষেও তেমনি, নিজের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই জানিয়া লইয়া নিজের চেষ্টায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কোন বিদেশী জাতি অন্য জাতিকে উন্নত করিতে পারে না। প্রত্যেক জাতিকেই স্বীয় আদর্শ অনুসারে স্বীয় চেষ্টাতেই উন্নতি লাভ করিতে হইবে।

তাঁহার মত এই যে, যদি আইন ন্যায় সঙ্গত না হয়, তবে তাহার বাধ্যতা স্বীকার করিও না এবং তজ্জন্য যে দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহা কর। আইন ন্যায়সঙ্গত না হইলে তাহার কোন নৈতিক বাধ্যতা থাকিতে পারে না। অরবিন্দ দেশের লোককে বলিতেছিলেন—তোমারা ভীত নহ। তোমাদের নিজের উপর আস্থা রাখ এবং নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ কর। মিঃ দাসবলেন যে ইহাই মোকদ্দমার মূল কথা।

আমি অরবিন্দ সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি সাত ভাগে বিভক্ত করিতে চাই:—(১) তাহার এবং তাঁহার পত্নীর মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিয়াছে তৎসমুদয়; (২) অরবিন্দ এবং অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে যে পত্রালাপ চলিয়াছে তৎসমুদয়; (৩) অরবিন্দের বক্তৃতা, (৪) তাঁহার লেখা; [৫] অন্যান্য ব্যক্তির চিঠিপত্র. (৬] দলাদলিতে লিখিত বিবরণাদি; [৭] অন্যান্য মৌখিক ও কাগজপত্রের প্রমাণাদি। প্রথম ভাগে ১৯০২ সনে লিখিত দুই খানি চিঠি আছে। তাহা আবশ্যক নহে। ১৯০৫ সনের একখানি চিঠিতে বারীনের অসুস্থতা ও তাহার বিশেষ কার্য্যে যোগদানের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—সরোজিনীকে এ কথা বলিও না। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবে। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, অরবিন্দ বারীনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতটুকু অবগত ছিল? সরোজিনীর নিকটে যাহা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা বারীনের অসুস্থতার বিষয়ও হইতে পারে। ১৯০৭ সনের কয়েকখানা চিঠিতে তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিঠির মধ্যে কয়েকটি সন্দেহজনক কথা আছে। কিন্তু অন্য রূপেও তাহার অর্থ করা যায়। কংগ্রেস সম্বন্ধীয় চিঠি পত্রাদি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই না। কারণ তাহার দ্বারা মোকদ্দমার বিশেষ কিছুই প্রমাণ হয় না।

অরবিন্দের বক্তৃতাদিতে বিশেষ আবশ্যক কিছুই নাই। ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার ভ্রমণ ও বক্তৃতা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে তিনি যেখানে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই অতি সমারোহের সহিত বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। এ কথা আসামীগণও অস্বীকার করিতেছেন না। তিনেভেলির দাঙ্গাকারীদিগের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সভাতে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার একস্থলে নাকি বলিয়াছেন যে এখন দেশের জন্য যুদ্ধার্থে অস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বক্তৃতাটী বড় সংক্ষিপ্তরূপে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপর বড় আস্থা স্থাপন করা যায় না।

আমি তাঁহার "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তাঁহার গৃহে যে দুইটী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই একটু আলোচনা করিব। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন অন্যায়কে দূরীভূত করার জন্য বল প্রয়োগ

ন্যায়সঙ্গত। আমরা ইংরাজকে ঘৃণা করি না। কিন্তু তাঁহারা যে দেশ শোষণ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আপত্তি করি। আমরা বয়কট দ্বারা এই শোষণ বন্ধ করিতে পারি। ইত্যাদি। এই লেখায় বিশেষ আপত্তির কথা কিছু নাই। কিন্তু দেশের যে অবস্থায় এই কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা বিপদের কারণ হইতে পারে।

সরকার পক্ষ বলেন "মিষ্টান্ন চিঠি"তে উল্লিখিত মিষ্টান্ন কথাটী বোমার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইতেও পারে। কিন্তু বারীন কেন তাহার পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিবে এবং উভয় ভ্রাতাই যখন সুরাটে ছিল তখন একজন অন্যের নিকট কেন চিঠি লিখিবে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং এই চিঠির উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে "মিষ্টান্নের" চিঠি খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। চিঠি খানিতে ১৯০৭, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ দেওয়া। চিঠি খানি বারীন অরবিন্দকে লিখিতেছে। নাম সহি আছে বারীন্দ্র ঘোষ। ডিয়ার ব্রাদার অর্থাৎ প্রিয়ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। চিঠিখানির মর্ম্ম এই:—"সময় আসিয়াছে। চেষ্টা করিয়া আমাদের সম্মিলন জন্য উহাদিগকে একত্রিত হইতে বলুন। সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া আমাদের "মিষ্টান্ন" —যাহা বিশেষ আবশ্যক স্থলের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—প্রস্তুত রাখা চাই"। প্রতিবাদী পক্ষ বলিতেছেন চিঠি খানি জাল। বাদীপক্ষ বলিয়াছেন, মিষ্টান্ন অর্থে বোমা। এরূপ অর্থ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমার মনে হয় চিঠি খানি বারীন্দ্র দ্বারা অরবিন্দকে লেখা হয় নাই। উভয় ভ্রাতাই যখন এক যায়গায় ছিল তখন একজন আর এক জনকে পত্র লিখিবে কেন, আর লিখিলেও ঐ পত্র অরবিন্দ কিজন্য রাখিয়া দিবেন একথা প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে। আমি কিন্তু একথা ধরি না, কারণ পত্র লেখা হইল কেন এবং হইলেই বা অরবিন্দ উহা রাখিয়া দিবেন কেন, এ কথার কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে। বারীন পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ; অরবিন্দ তৃতীয়। আসেসরেরা বলিয়াছেন এরূপ স্থলে প্রিয় সেজদা লিখিলেই স্বাভাবিক হইত। ডিয়ার ব্রাদার ওরূপ স্থলে লিখিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই বুঝায়। আসেসর দিগের এ কথার উপর আমি কোন কথা বলিতে চাহিনা। চিঠি খানিতে আমার অবিশ্বাস এই জন্য যে, বারীন অরবিন্দকে পত্র লিখিতে ওরূপ ভাবে নাম স্বাক্ষর দিবে কেন? উভয় ভ্রাতারমধ্যে সদ্ভাব আছে। অরবিন্দের আত্মীয় স্বজনের সহিত অরবিন্দের যে সকল পত্র লেখালেখি হইয়াছে সে সকলে বারীনকে বারী বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং বারীনের ঐ চিঠিতে ওরূপভাবে নাম স্বাক্ষর করা খুবই অসঙ্গত।

অরবিন্দ অনেক ষড়যন্ত্রকারীর সহিত পরিচিত ছিলেন। মুরারীপুকুর তাঁহার নিজের সম্পত্তি, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে একদিনও মুরারী পুকুরে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অরবিন্দকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি।

মিঃ নর্টন বলেন যে মোকদ্দমার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উভয় পক্ষই দায়ী। সরকার পক্ষ এমন সকল কাগজ দাখিল করিয়াছেন যাহার কোনই মূল্য নাই। অবশ্য সম্ভবতঃ তাঁহারা সকল কাগজ পত্র বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় পান নাই। আবার আসামী পক্ষও জেরার সময় নিষ্প্রয়োজনে অনেক সময় নষ্ট করিয়াছেন।

যে সকল আসামী শাস্তি পাইয়াছে তাহার মধ্যে একজনের মাত্র বয়স ৩০ বৎসরের উপর। অনেকের বয়স ২০ বৎসরেরও কম। তাহাদের জন্য দুঃখিত না হইয়া পারা যায় না। মডারেটই হউন আর একষ্ট্রিমিষ্টই হউন যাঁহারা সর্ব্বদা গভর্ণমেন্টের উপর দোষারোপ করিয়া দেশের লোককে উত্তেজিত করেন তাঁহারাই প্রকৃত দোষী।

জজ আরও বলিয়াছেন যে কোন ইংরাজই "স্বাধীনতার আদর্শকে" অন্যায় বলিয়া বলিতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ভারতবাসীও "এই সকল উপায়" সমর্থন করিতে পারেন না। তৎপর তিনি যে সমস্ত বালক আসামীগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহাদিগের অভিভাবকগণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে ইহাদিগকে সতর্কভাবে রাখিবার উপদেশ দিয়া রায় শেষ করেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিচারফল প্রকাশের পর বারীন নাকি বলিয়াছিলেন "রাম! এতদিনে বাঁচা গেল। উল্লাসকর বলিয়াছিলেন, "গভর্ণমেন্টকে ছয়টা বৎসর ত ফাঁকি দিলাম"। উল্লাসের পূর্ব্বে অস্ত্র আইনের মোকদ্দমায় সাত বৎসর জেল হইয়াছে। তাহার এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

আদালত ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে উল্লাস মিঃ নর্টনকে সম্বোধন করিয়া বলেন Farewell, Mr Norton" অর্থাৎ চিরবিদায়। তাহাতে মিঃ নর্টন বলেন—Not Farewell, but good bye. চিরবিদায় নহে, কিছু দিনের জন্য আসি।

জীর্ণমাল্য। (১৫৪)

বিশ্রামসুখ গভীর রজনীতে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন এক পরমা সুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা রমণী মঙ্গল কলস কক্ষে লইয়া তাঁহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন" মহারাজ তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সৌভাগ্য বলে এতদিন আমি তোমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এখন তুমি আমার আসনে অলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, লক্ষ্মী অলক্ষ্মী একস্থানে কদাচ বাস করিতে পারে না, অতএব আমি তোমার রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি" রাজা কাতর প্রাণে লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, মা লক্ষ্মী তিলেকের জন্য আমি তোমাকে অবজ্ঞা করি নাই আমার গৃহে যখন যিনি যে ভাবে অতিথি হইয়াছেন এ পর্যান্ত তাঁহাদের কাহাকেও অবজ্ঞা করি নাই। তাহা দেখিয়া অনেকে এতকাল যদি প্রসন্ন থাকিয়া আমার বাক্য রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই ভাবে এখনও অবস্থিতি করুন আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি না। তথাপি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তবে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। লক্ষ্মীদেবী তাহা শুনিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে তিনটী পরমাসুন্দরী রমণী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন মহারাজ, আমরা বল বুদ্ধি বিদ্যা অবিসংবাদে এতদিন আপনার রাজ্যে বাস করিতেছিলাম, দুর্ভাগ্য ক্রমে রাজলক্ষ্মী আপনার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহারই সেবা করি তাঁহাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারি না, অতএব আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিতেছি রাজা সেই রমণীদিগকে দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি করেন সত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই হইবে, অতএব মৌন ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাহা দেখিয়া বল বুদ্ধি বিদ্যা প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জটা বল্কল ধারী ত্রিকাল দর্শী মহাপুরুষ হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—"মহারাজ

আমি ধর্ম্ম বহুকাল তোমার রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম। চিরকাল আমি লক্ষ্মী দেবীর সহযাত্রী, আজ অলক্ষ্মীর আগমনে মহালক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আজ তেমন সঙ্গিনী ছায়া হইয়া, আর এখানে অবস্থিতি করিতে পারি না। অতএব আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। নরপতি ধর্ম্মরাজের এবংপ্রকার কঠোর কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরিত বেগে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মের চরণ প্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন মহারাজ না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মীর অবমাননা করিয়া থাকি, তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি চলিয়া গিয়া থাকেন, তাঁহার অভাবে আমি না হয় দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিব তাঁহার সহচরীগণ বল বুদ্ধি বিদ্যা অভাবে না হয় আমি তৃণের ন্যায় ক্ষীণ বল অবোধ অজ্ঞানের ন্যায় হীনতর জীবন যাপন করিব তাহাতে আমি অণুমাত্র কষ্টবোধ বা অনুতাপ করিব না, কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া আমি ক্ষণ কাল জীবন ধারণ করিব না, আর এক কথা অজ্ঞা[নতা] বশতঃ তাঁহাদিগকে যদি ছাড়িয়া থাকি কিন্তু আপনাকেত ছাড়ি নাই। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই ও অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দান করিয়াছি তবে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, আনন্দ সহকারে ধর্ম্মাদিত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজ অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী সদল বল সহ প্রত্যা[গত] হইয়া, রাজাকে কহিলেন "মহারাজ" আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মূল "ধর্ম্ম" তাঁহাকে ছাড়িয়া এক তিলও কোথা ও থাকিতে পারি না, তুমি যখন তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছ তখন অগত্যা আমাকে ও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। আমি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি এইরূপেই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

হিন্দু সমাজের বিস্তার।

মহাশয়!

হিতবাদী লিখিয়াছেন—যুক্তপ্রদেশের আলিগড়, মীরাট, সাহারাণপুর, কাণপুর প্রভৃতি জেলার চন্দেল, চৌহন আদি শ্রেণীর রাজপুতগণ সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পাহাড়, কাণপুর প্রভৃতি স্থানের চন্দেল রাজপুত জাতি আরও পূর্ব্বে, পাঠানরাজদিগের আমলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই সকল ভিন্নধর্ম্ম রাজপুতকে ন মুসলিম রাজপুত বলা হয়। ইহাদের ইসলামি ধর্ম্ম গ্রহণ ব্যাপারে একটু বিশিষ্টতা আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে ত্বক্‌ছেদ করে না, প্রায় সকলেই গোমাংস ভক্ষণ করে না; বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে হিন্দু সমাজের নিয়ম পদ্ধতি মান্য করিয়া চলে। তবে ধর্ম্মে এই রাজপুতগণ গোঁড়া মুসলমানই ছিল. এবং এখনও যাঁহারা আর্য্য সমাজভুক্ত হন নাই, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত কর্ম্মী মুসলমান। রাজপুত সমাজকে হিন্দীতে "বেরাদরী" বলে, এই বেরাদরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেই হিন্দু হও মুসলমান হও সকলকেই সমভাবে সমানাধিকারে গ্রহণ করিতে হয়।

যুক্ত প্রদেশের আর্য্য সমাজভুক্তরাজপুত প্রধানগণ এই সকল ন মুসলিম রাজপুতকে সমাজ ভুক্ত করিবার সঙ্কল্প, আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করেন। আর এই দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ইসলামধর্ম্মী রাজপুত হিন্দু সমাজে আবার স্থান পাইয়াছে। ইহাদের হিন্দু হওয়ার পদ্ধতিও একটু নূতন রকমের। মুসলমান হইলেও এই সকল রাজপুত কোন কালেই কদাচারী হয় নাই। সাধারণ হিন্দু রাজপুতে যে ভোজ্য ও পেয় ব্যবহার করিয়া থাকে, মুসলমান হইলেও ইহাদের সেই আহার্য্য ও পানীয়; কাজেই সে পক্ষে বিশেষ কোন বিরোধ ঘটিতে পারে না। কেবল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ জন্যই প্রায়শ্চিত্ত তাহাও অপূর্ব্ব! মুসলমান ক্ষত্রিয়দিগকে এক সঙ্গে স্নান ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া পুরোহিত তাহাদিগকে গায়ত্রী পাঠ করাইলেন। পরে উপনয়ন; হোম। সেই হোমের চরু হিন্দু মুসলমান সকল রাজপুতই এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করে, আহারান্তে সকলেই এক হুঁকায় তামাকু সেবন করে। তামাকু সেবন করিতে করিতে উভয় দলের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা হয়। হিন্দু রাজপুতের কন্যার সহিত মুসলমান রাজপুতের পুত্রের, অথবা ন মুসলেম রাজপুতের কন্যার সহিত কোন শুদ্ধ রাজপুতের পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। সম্বন্ধ কথা ঠিক হইলে পরে উভয় শ্রেণীর রাজপুতই এক এক স্থালীতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া এক সঙ্গে আহার করেন অর্থাৎ সকলেই সকলের উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তা বিশিষ্ট অম্লানবদনে গ্রহণ করেন। ইহাকেই বলে "বেরাদরীতে" গ্রহণ— ইহাকেই বলে মুসলমান রাজপুতের হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশ।

এই ভাবে যুক্তপ্রদেশের এক একটী, মুসলমান রাজপুতের গ্রাম একবারে একসঙ্গে হিন্দু হইতেছে। সম্প্রতি সাহারাণপুর জেলার মহম্মদপুর পরগণার জমীদার, রাজপুত, সংখ্যায় প্রায় দুই হাজার হইবে, ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। আর্য্যসমাজ এবংবিধ সমাজ পুষ্টির প্রধান উদ্‌যোগী। আমরা এই জন্য যুক্ত প্রদেশের আর্য্য সমাজ নেতৃবর্গের শত শত বার ধন্যবাদ করিতেছি। বলা বাহুল্য আমরা এই প্রকারের সমাজপুষ্টির ও সমাজ সংস্কারের পূর্ণ অনুরাগী"

সঞ্জীবনী বলেন—আমরা জানি পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক চাষী মুসলমান হিন্দু সমাজে আবার স্থান পাইলে কৃতার্থতা বোধ করে। কিন্তু বাঙ্গলায় কি এমন তেজস্বী হিন্দু কেহই নাই যিনি নিজ চরিত্র প্রভাবে নিজ পুরুষকারের তেজে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে পারেন? মনে পড়ে, একবার ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গকে বাঙ্গালার অন্ত্যজ ও বর্ব্বর জাতি সকলকে ব্রাহ্ম করিয়া লইতে পরামর্শ দেন। কাশ্মীররাজ ৺ রণবীর সিংহ কাশ্মীরের মুসলমানগণকে হিন্দু সমাজে পুনঃ গ্রহণ করিবার জন্য বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের মত প্রার্থনা করেন। ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ব্যতীত আর কোন পণ্ডিতই অনুকূল ব্যবস্থা দেন নাই। তবে বিদ্যারত্ন মহাশয় এইটুকু বলিয়াছিলেন যে মুসলমান ও খৃষ্টানকে হিন্দু করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের পথ দিয়া হিন্দু করিতে হইবে। তাহারা হিন্দু সমাজে জলচল হইবে বটে, পরন্ত উচ্চ জাতির মধ্যে স্থান পাইবে না।

যাহা হউক, এখন আর সে দিন নাই। হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সময়ে সকল পক্ষের সামঞ্জস্য করিয়া সমাজপুষ্টির জন্য যদি আমরা পতিত জাতি সকলকে যথাযোগ্য স্থান দান না করি, তবে হিন্দু সমাজ দিনে দিনে অপচিত চন্দ্রের ন্যায় অচিরে অমাঘোরে পতিত হইবে, আর পুনরুত্থানের অবসর থাকিবে না। এখন ভারতের অন্য প্রদেশবাসিগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাসে হিন্দু বা ভারত সমাজের পুষ্টির কথার সুন্দর আভাষ আছে। অন্ত্যজাদি জাতি সকলের সংস্কার ও উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বদেশীকে ভ্রাতৃভাবে না দেখিলে এক মহাসমাজের প্রকৃত আবির্ভাব কিরূপে হইবে?

শ্রীঃ—

এডুকেশন গেজেট

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সাল ইং ২১ মে ১৯০৯ সাল

তৃতীয় ও চতুর্থ মানের ইংরাজি পাঠ্য

বৎসরের প্রথম ছয়মাস কাল প্রত্যেক ইংরাজি পাঠ এবং বৎসরের অবশিষ্ট কালের জন্য সপ্তাহে চারিটি করিয়া পাঠ প্রধানতঃ মৌখিক হওয়া চাই। শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের পরিচিত বস্তু সকল তাহাদিগকে দেখাইয়া তাহাদের নাম বলিয়া দিবেন। ঐ সমস্ত পরিচিত বস্তু সম্বন্ধে অতি সহজভাবে ছেলেদের সঙ্গে কথা কহিবেন।

উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। যখন মুখে মুখে বাক্য সমূহ ছেলেদের শিখাইতে হইবে, তখন ইংরাজি পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষভাগে দশ মিনিট কাল ইংরাজি অক্ষর শিখাইবার জন্য ক্ষেপণ করা হইবে। প্রথম প্রথম লিখিত এবং মুদ্রিত, পদের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহার্য্য ছোট অক্ষর এবং পরে লিখিত এবং মুদ্রিত পদের আদিতে ব্যবহার্য্য বড় অক্ষর ছেলেদের বোর্ডে দেখাইতে হইবে। এবং ছেলেরা তাহা দেখিয়া নকল করিবে। প্রত্যেক ইংরাজি পাঠের সময় এইরূপে তিনটি করিয়া অক্ষর ছেলেদের শিখাইতে হইবে, ছেলেদের অক্ষর শিক্ষা হইয়া গেলে পদ ও বাক্য অভ্যাস করাইতে হইবে। অভ্যাস হইলে মৌখিক পাঠে ছেলেরা যে সকল পদ ও বাক্য শিখিয়াছে শিক্ষক মহাশয় সেই সকল ছেলেদের বলিবেন ছেলেরা সেগুলি লিখিয়া দেখাইবে।

এই শ্রেণীতে গ্রামার মুখে মুখে শিখাইতে হইবে। উচ্চতর শ্রেণীতে ছেলেরা যে গ্রামার পড়িবে সেই পড়ার পথ যাহাতে সোজা হইয়া থাকে সেইমত করিয়া গ্রামার মুখে মুখে এই শ্রেণীতে শিখাইতে হইবে। বস্তু সকলের নাম ছেলেরা শিখিবে, একটা জিনিস বুঝাইতে হইলে কি করিয়া বুঝাইতে হয়, একাধিক জিনিস বুঝাইতে হইলে কি করিয়া বুঝাইতে হয়, অনুজ্ঞা সূচক কথা সমূহ, বর্ত্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ কাল, ক্রিয়াবাচক কথা, স্থান সময় এবং প্রকার—ক্রিয়ার বিশেষণ বাচক কথা, দুইটি কথার মধ্যে পরস্পর সংযোজক ও বিয়োজক শব্দ সমূহ, প্রশ্ন ও উত্তর, সংখ্যা (১—২০)—এই গুলি শিখাইতে হইবে।

রচনা—এই শ্রেণীতে অধিকাংশ স্থলেই রচনা মুখে মুখে শিখাইতে হইবে। বৎসরের শেষ ভাগে কিছু কিছু রচনা ছেলেদের লিখাইয়া শিখাইতে হইবে। ছেলেরা মুখে মুখে যে সকল শিখিয়াছে, সেই গুলিই প্রথমে লিখিয়া শিখিতে আরম্ভ করিবে। মুখে মুখে যে সকল বাক্য শিখান হইয়াছে সেইগুলি বোর্ডে শিক্ষক মহাশয় লিখিয়া দিবেন, ছেলেরা তাহা দেখিয়া লিখিবে। আরও পরে ছেলেরা তাহাদের নিজের কথায় এক এক বারে তিন চারিটি বাক্য লিখিতে শিখিবে।

আবৃত্তি—বৎসরের শেষার্দ্ধ কালে একখানি "রীডার" ছেলেদের পাঠ্য মধ্যে দিতে হইবে। যতদিন না ঐ পুস্তক ছেলেদের দেওয়া হয় ততদিন তাহাদের কোন কিছু লিখিয়া আবৃত্তি করিতে শিখাইতে হইবে। উচ্চারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের আবৃত্তির সময়ে একটু বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিবেন। ছেলেরা যে বিষয়টি আবৃত্তি করিবে, আবৃত্তি শুনিয়া যেন বেশ মনে হইতে পারে যে ছেলেরা ঐ স্থলটির তাৎপর্য্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। আবৃত্তি বেশ পরিষ্কার এবং স্বাভাবিক স্বরে হওয়া চাই, অস্পষ্ট ভাবে বিকৃত স্বরে না হয় এবং নিতান্ত উচ্চস্বরেও না হয়। যে বিষয়টি ছেলেদের আবৃত্তি করা হইল সেইটির সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন ছেলেদের যেন করা হয়। আবৃত্তির জন্য রীডার পুস্তকখানিতে ছবি থাকিবে এবং ছবির পাতা লইয়া মোট ৩২ পৃষ্ঠা হইবে। ঐ ৩২ পৃষ্ঠার ২৪ পৃষ্ঠা হইবে গদ্য এবং ৪ পৃষ্ঠা পদ্য।

চতুর্থ মান—

মৌখিক পাঠ, রচনা, গ্রামার এবং লেখা—এই সকল সম্বন্ধে সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচটি পাঠ হওয়া চাই। নূতন নূতন কথা ছেলেদের শিখাইতে হইবে এবং মৌখিক পাঠ যাহা ছেলেদের দেওয়া হইবে তাহা যেন রকমারি হয়, এক ঘেয়ে না হয়। সরল সরল বাক্য ছেলেদের শিখাইতে হইবে। কর্ত্তা এবং ক্রিয়া মাত্র ঠিক করিয়া বাক্য সমূহের বিশ্লেষণ করিতে শিখাইতে হইবে। বাক্যের আকৃতি অর্থাৎ কোন্ বাক্য বিশেষ্য বাচক; কোন্ বাক্য বিশেষণ বাচক ইহা ছেলেদের শিখাইয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় ছেলেরা বিশেষ্য বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া পদ এই শ্রেণীতে ছেলেরা শিখিবে। সরল সরল বাক্য অবলম্বনে বিশেষ্য বিশেষণাদির অনুশীলন ছেলেদের করাইতে হইবে। দুই বা অনেকগুলি সরল বাক্য অর্থ সঙ্গতি হয় এরূপ ভাবে সংযোজনা করিতে ছেলেরা এই শ্রেণীতে শিখিবে। তৃতীয় মান শ্রেণীতে মৌখিক রচনা যেরূপ ভাবে শিখান হইবে এই শ্রেণীতেও সেইরূপ ভাবে শিখান হইবে তবে অনেকটা উন্নত ধরণে। কোথায় বড় অক্ষর কোথায় ছোট অক্ষর দিতে হয় তাহা এবং কমা ফুলষ্টপ প্রভৃতির ব্যবহার ছেলেরা এই শ্রেণীতে শিখিবে।

আবৃত্তি সংবৎসর কাল প্রতি সপ্তাহে দুই দিন এইশ্রেণীতে শিখান হইবে। এই শ্রেণীতে যে "রীডার" পড়ান হইবে উহা ৬৪ পৃষ্ঠায় পুস্তক হইবে—৫৬ পৃষ্ঠা গদ্য এবং ৮ পৃষ্ঠা পদ্য। ৪০ লাইন পদ্য ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হইবে। সহজ সহজ বিষয় ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে দিতে হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] পদক পুরস্কার।—"নবীন চন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব" এই সম্বন্ধে যে দুই জনের বাঙ্গালা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে চৈতন্য লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দুই খানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

আলিপুরের বোমার মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং অশোকচন্দ্র নন্দীর জন্য আপীল করা হইয়াছে। গত সোমবার অবশিষ্ট আসামীদের ও আপীল রুজু হইয়াছে।

[প্রেসিডেন্সী] বিগত কয়েক মাস ধরিয়া বারাসত মহকুমায় কয়েকটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ এ পর্য্যন্ত ঐ সকলের কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি সন্ধান পাইয়া বারাসতের পুলিশ ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের কয়েক জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে জয়পুল এবং বেলিয়াঘোটায় দুই দল ডাকাত গ্রেপ্তার করিয়াছেন একদলে বিশ জন আর এক দলে চব্বিশ জনকে পাওয়া গিয়াছে। উভয় দলেরই কয়েকজন করিয়া লোক একরার করিয়াছে। আসামীরা নিজেদের লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭ জনের নাম করিয়াছে। পুলিশ অবশিষ্ট আসামীগণকে ধরিবার চেষ্টায় আছেন।

বারৈখালী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে স্মৃতি সাংখ্য বেদান্ত, ন্যায় ও কাব্য শাস্ত্রাদি পড়ান হয়। আগামী বর্ষে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিতে সক্ষম এরূপ ১৫ জন ছাত্রকে অন্যদিয়া এই চতুষ্পাঠীতে পড়ান হইবে। দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাঁহারা আদ্য পরীক্ষা দিয়াছেন এরূপ ছাত্রও লওয়া হইবে। ছাত্রগণ আহার ও বাসস্থান পাইবেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মধ্যে পোঃ বিনোদপুর, বারৈখালী সংস্কৃত বিদ্যালয় সম্পাদক, জেলা যশোর এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

[ঢাকা] ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। শোক প্রকাশের জন্য ১০ই মে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুলে একটি সভা হয়। হেড মাষ্টার বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ সভাপতি হইয়াছিলেন। কুমার বাহাদুরের অনেক গুণ সভাস্থলে ব্যক্ত করা হয়। তিনি গরীব দুঃখীর প্রতি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। এই শোক প্রকাশ ব্যাপার তাঁহার পরিবারবর্গকে জানান হইয়াছে।

[রাজপুতনা] জয়পুর রাজার প্রধান মন্ত্রী রাও বাহাদুর সংসার চন্দ্র সেনের মৃত্যু হইয়াছে। ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। অনেক দিন হইতেই বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। একাদিক্রমে ৪০ বৎসর কাল রাজ সংসারে কার্য্য করিয়া ইনি দেশীয় ও ইউরোপীয় সকলেরই প্রিয় হইতে পারিয়া ছিলেন।

[সাধারণ]: গত সপ্তাহের ভারতের সংবাদে প্রকাশ, সীমান্তে ওয়াজিরী জাতীয়েরা এক্ষণে টাঙ্ক নামক সহরটী লুঠ করিবার অভিপ্রায়ে উহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। কতিপয় ছোট ছোট গ্রাম তাহারা দিনের বেলাতেই লুঠ করিয়াছে এবং অনেক গুলি লোকেরও জীবন নাশ হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দুগণ ভয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং ডেরা পেনাইল খাঁ নামক স্থানে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট সীমান্তে ব্রিটিশপ্রজার রক্ষণ জন্য যে সৈনিক পুলিসদল গঠন করিয়া রাখিয়াছেন উহাদের দ্বারাই অনেক অনিষ্ট হইতেছে এইরূপ প্রকাশ। উহারা আক্রমণকারী দলের আত্মীয়। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে সম্ভবতঃ দশহাজার ওয়াজিরী টাঙ্ক নামক স্থানে রাজনৈতিক রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দশ দিন সেখানে থাকে। ঐ দশ দিনের মধ্যে তাহারা অনেক লুটপাট এবং ফসলের অনেক ক্ষতি করে। উহাদিগকে ৩২ হাজার টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা টাকা লইয়া চলিয়া যায় এবং আর ঐ অঞ্চলে লুঠ করিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিয়া আবার কয়েকবার আক্রমণ করে। তাড়া তহশীলে একজন লোককে গুলি করিয়া মারে এবং ১২ হাজার টাকার সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। কাটুবাজ নামক স্থানে উহারা একজন হিন্দু সাহুকারের বাড়ী লুঠ করিয়া ২০ হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া যায়। এই উপলক্ষে অত্রত্য হিন্দুদিগের সহিত মারামারি হইলে একজন ওয়াজিরী হত এবং তিন জন আহত হয়। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকেরা প্রতিকার প্রার্থনায় কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ডেপুটি কমিশনর বলিয়াছেন যে, উৎপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ২০ জন লোক পুলিশ হইতে গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন। কিন্তু তাহার খরচা লোকদিগকেই বহন করিতে হইবে।

আজকাল কাবুল হইতে বিশ্বাস যোগ্য সংবাদ আসা কঠিন হওয়ায় আমীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হইতেছে তাহার বিষয় তেমন জানা যাইতেছে না। জেলালাবাদে কয়েক জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপরাধ কবুল করিয়াছে, তাহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে অন্যান্য আরও প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন। কিন্তু আমীর সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

কৃষি শিক্ষার বৃত্তি—কৃষি বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া নয়টি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রেরাই এই বৃত্তি পাইবার অধিকারী। যাঁহারা এই বৃত্তি পাইবেন তাঁহাদিগকে পুণা, নাগপুর বা কানপুরের কৃষি কালেজে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিতে হইবে এবং তৃতীয় বৎসরে ভাগলপুরের অন্তর্গত সাবৌর কৃষি কালেজে অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই কালেজটি বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যে খোলা হইবে। ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দুইটি ছাত্রকে কৃষিতত্ত্ব গবেষণার জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া দুইটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই বৃত্তি তাঁহারা দুই বৎসর কাল পাইবেন। বৃত্তিভোগিগণকে পুষার কৃষি কালেজে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

জাপানে শিল্প শিক্ষা—এসিয়ার নানাস্থান হইতে এক্ষণে লোক ব্যবহারিক বিদ্যা ও শ্রম শিক্ষার জন্য জাপানে যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে তথায় চীন দেশ হইতে ১৫ হাজার ছাত্র এইরূপ শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছে। কোরিয়া হইতে ৬০০ শত গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় ৫০ জন যুবক তথায় এই উদ্দেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং শ্যামদেশও ৬০ জনকে পাঠাইয়াছেন। তথায় যে সকল ছাত্র ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা করেন তাঁহাদের মাসিক ব্যয় সর্ব্বসমেত ৬০ হইতে ৭৫ টাকার অধিক লাগে না। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে কি কি বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল:—

১। টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয়ে (Imperial University) খনি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যা শিখিতে ৪ বৎসর সময় লাগে। তিন বৎসর পুস্তকাদি পাঠ করিতে ও অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতে হয় আর এক বৎসর হাতিয়ারে কাজ করিতে হয়।

২। সাবান, দেশলাই, মোমবাতি, রং ইত্যাদি প্রস্তুত বিষয়ে টোকিও (Tokyo) অসাকা (Osaka) কিওটোর (Kyoto) হায়ারটেকনিকাল স্কুল, ইমপিরীয়ল ইউনিভারসিটি শিক্ষা দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে শিক্ষা প্রদান আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ জাপানী ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হয় এজন্য ছয় মাস পূর্ব্বে তথায় গিয়া জাপানী শিখিলে পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হয়। কমলা

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ মন্মথ কৃষ্ণ দেব সারণের ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। হুগলীর ডেঃ মাঃ বাবু বসন্ত কৃষ্ণ বসু বর্দ্ধমান বিভাগের কমিঃর পার্শ আসিষ্টাণ্ট হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামকুমুদ মুখো হুগলীর সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ ই এ গেষ্ট আজপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল কটকের ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত আজপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেঃ মাঃ মোঃ সৈয়দ করম হোসেম মুঙ্গেরের সদরে বদলী হইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিঃর পার্শ আসিষ্টাণ্ট বাবু কুমুদ নাথ মুখো ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—হাজারীবাগের মুঃ বাবু অমূল্য চন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান সদরে মুঃ হইলেন। হাজারিবাগের প্রতিনিধি মুঃ বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় উক্ত পদে পাকা হইলেন। বাবু প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ

এম এ বি এল ধানবাদের মুঃ হইলেন। বাবু সত্যচরণ মুখো বি এল ২৪ পরগণা বারুইপুরের মুঃ হইলেন। বর্দ্ধমানের মুঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। ধানবাদের মুঃ বাবু সতীশচন্দ্র বসু নং ২ একমাসের এবং বারুইপুরের মুঃ বাবু সারদা প্রসাদ বন্দ্যো একমাসের ছুটী পাইলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা—সায়েন্স

১ম বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

বন্দ্যো দুর্গাপদ স্কটিস. চট্টোপাধ্যায় সনৎকুমার প্রেসিডেন্সী. মুখো সুশীল ঐ, আবদুস শোভান মামুদ ঐ, চক্রবর্ত্তী জিতেন্দ্র প্রেসি, হালদার প্রমথ ঐ, বন্দ্যো অমিয় ঐ, ধর নীলরতন. রিপণ, মুখো ফণিভূষণ পাটনা, মহম্মদ আলি প্রেসি, ভটাচার্য্য উপেন্দ্র ঐ, অনিল ঐ, এইচ এস সুব্বা রাও সেণ্ট জেভিঃ, মৈথি বিষ্ণুরাম স্কটিসচর্চ্চ বন্দ্যো শম্ভুনাথ ঐ, দত্ত বিভূতি মেট্র; ভটাচার্য্য অমূল্য স্কটীশ, মুখো শিবরাম ঐ, হরিপদ রিপণ, দাসগুপ্ত প্রথম সেণ্ট জেভি, চক্রবর্ত্তী সুজিৎ প্রেসি কামতা প্রসাদ পাটনা; দত্ত সুবোধ স্কটিস, দাস যোগেন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট বর্দ্ধস প্রভাত সেণ্ট জেভি

বসাক মন্মথ প্রেসি, ঘোষ সত্যেন্দ্র ঐ; দাস গুপ্ত ক্ষিতীন্দ্র সিটী, মুখো মাণিক লাল মেট্র, সেন অজিত প্রেসি, বন্দ্যো সুধাংশু মেট্রে. সেন গুপ্ত সত্যেন্দ্র প্রেসি, দত্ত যতীন্দ্র সেণ্ট জেভি, পাল রাজেন্দ্র সিটি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ মেট্র, চৌধুরী নারায়ণ দাস সেণ্ট জেভি, চটো অনাথ সিটী, দীন বন্ধু বহরমপুর কৃষ্ণনাথ সেন সুশীল প্রেসি, চক্রবর্ত্তী ভবানী দাস বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কেশবলাল পাটনা নাগ হরিপদ প্রেসি; মুখো ভাস্করানন্দ ঐ, ঘোষ সত্যেন্দ্র সিটী, [দাস নগেন্দ্র স্কটীস, মিত্র পরেশ বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ] বন্দ্যো রাজেন্দ্র মেট্র ইনঃ সেন নীরদ স্কটীস, দাস সিদ্ধেশ্বর প্রেসি, মিত্র সুরেন্দ্র পাটনা, ভটাচার্য্য ইন্দ্র ঐ; বসু হরিদাস মেট [বসু বিরাজ প্রেসি, গুহ বিমলা কুচ ভিক্ট]; [সেন শচীন্দ্র প্রেসি; সেন গুপ্ত বিশ্বেশ্বর সিটী.] মুখোপাধ্যায় মৃগাঙ্ক প্রেসি, ফণিনীলাম্বর সেণ্ট জেভি, [চন্দ্র শান্তি স্কটিস, লাহা কিশোরী প্রেসি, বখা অনলিনাক্ষ সেণ্ট জেভি] [চটো চণ্ডীচরণ প্রেসি, চৌধুরী ক্ষীরোদ মেট্র] সেন সতীন্দ্র প্রেসি, মুখো অতুল্য ঐ. (দে উপেন্দ্র সেণ্ট জেভি, মুখো রামদাস বঙ্গবাসী, রায়, সুরেন্দ্র সেণ্ট জেভি, সাহা মহীতোষ ঐ) দাস মোহিনী মেট্র, (বন্দ্যো অনিলাক্ষ প্রেসি, বসু অরবিন্দ ঐ) চক্রবর্ত্তী কিশোরী মেট্র, সিংহ রামচরিত্র পাটনা, সেন জিতেন্দ্র প্রেসি (দত্ত সত্য স্কটীস, মিত্র মন্মথ সেণ্ট জেভি, মুখো জীবনকৃষ্ণ স্কটীস) (চট্টো বিমল কুচবেহার ভিক্ট, মুখো উপেন্দ্র পাটনা) সিংহ প্রফুল্ল মেট্র, বক্সি মহিমারঞ্জন স্কটীস।

দ্বিতীয় বিভাগ—বর্ণমালানুসারে

বন্দ্যো—হেমন্ত মেট্র, জগদানন্দ ঐ; প্রমোদ সিটি।

বসু—বিজয় সেণ্ট জেভি, যতীন্দ্র স্কটিস, কানাই মেট্র, সুধীর সিটি।

ভট পঞ্চানন সেণ্ট জেভি। ভটাচার্য্য কেদার মেট্র, মোহিত প্রেসি, ভৌমিক দীনেশ ঐ, ব্রিজ কিশোর নারায়ণ পাটনা. চক্রবর্ত্তী পশুপতি প্রেসি, চটো প্রভাস মেট্র, চৌধুরী হরিপদ ঐ পূর্ণচন্দ্র ঐ. দাঁ অক্ষয় সিটি, দাস সুরেন্দ্র মেট্র দত্ত দত্ত অবিনাশ রাজসাহী দুলাল দাস স্কটিস, দে সত্যেন্দ্র ঐ, দে সূর্য্যকুমার প্রেসি. ডোনালড সেণ্ট জেভি, গঙ্গো হরিহর বঙ্গবাসী।

ঘোষ—জিতেন্দ্র পাটনা. নলীন্দ্র মেট্র, মন্মথ স্কটিস, মোহিনী ঐ, নিত্যগোপাল প্রেসি, সুরপতি সেণ্ট জেভি, কর নারায়ণ প্রেসি, লালা শরৎ ঐ; মজুমদার নগেন্দ্র পাটনা; মল্লিক ভাগাধর প্রেসি. মণ্ডল প্রভাস স্কটিস।

মিত্র—চণ্ডীচরণ প্রেসি, যতীন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ সুধীর প্রেসি, শ্যামচরণ মেট্র। পাল মহেশ ঐ, নন্দলাল সেণ্ট জেভি, পালিত মনীন্দ্র মেট্র।

রায়—বৈদ্যনাথ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ; ভবনাথ প্রেসি, ধীরেন্দ্র সেণ্ট জেভি, যোগেন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, কুমুদ প্রেসি, শিশির স্কটিস; রগুলেণ্ট লেসলি সেণ্ট জেভি, সান্যাল ব্রজেন্দ্র প্রেসি, সেন রণজিৎ সেণ্ট জেভি, সেনগুপ্ত প্রতুল কুচবেহার ভিক্ট, সিংহ গোপেশ্বর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, জ্ঞানেন্দ্র মেট্র, সোরাব দিনশা বামজি সেণ্ট জেভি।

তৃতীয় বিভাগ—বর্ণমালানুসারে

বোক্তা ইন্দ্রনারায়ণ সেণ্ট জেভি, চটো সুধীর প্রেসি, দেব শৈলেন্দ্র সটিস, ঘোষ বিধু সেণ্ট জেভি রায় বর্ম্মণ রোহিণী সিটি সেন বলরাম পাটনা।

ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা।

আর্টস—১ম বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

মোদক সত্যেন্দ্র কৃষ্ণনগর কঃ, দত্ত বিশ্বেশ্বর ঢাকা, চট্টো সুনীতি স্কটিশচর্চ্চ, সরকার বিজয় ঐ; চট্টো কালীধন ঐ, ঘোষ রামশরণ বাঁকুড়া ওয়েস্লীয়ান মিশন. ভট্টাচার্য্য কেশব রিপণ, সরকার মধুসূদন বরিশাল ব্রজ ইনঃ; চট্টোপাধ্যায় বগলাপদ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ, চালিহা তারাপ্রসাদ গৌহাটী কটন কঃ চৌধুরী কামিনী মোহন প্রেসি) (বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার কৃষ্ণ প্রেসি, ক্লেমার ডি ভেরি বাহিরের ছাত্র), দাসগুপ্ত মন্মথ রিপণ, রায় হরিকমল ঢাকা কঃ, সাহা কালীকুমার ঐ রায় বিজয় কুমার ঐ, ঘোষ শশিকুমার ঐ; নিয়োগী জিতেন্দ্র প্রেসি, সেন সুরেন্দ্র চট্টগ্রাম কঃ, রিষওয়ার্থ হ্যারি রেঙ্গুন, ভড় রাজকুমার রিপণ; মজুমদার সুরেন্দ্র ঐ, হালদার ধীরেন্দ্র স্কটীশচর্চ্চ, (মৈত্র সুশীল ভগলপুর টি এন জুবি, বন্দ্যো হরেন্দ্র রাজসাহী কঃ) বলদেব সহয়ে বাঁকিপুর বি এন; মুখোপাধ্যায় কালীচরণ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, (মং মং রেঙ্গুন; রায় চৌধুরী হেমচন্দ্র স্কটিশচর্চ্চ), (আবদুল গফুর গৌহাটী কটন কঃ; ভট্টাচার্য্য বটুক নাথ প্রেসি, চক্রবর্ত্তী প্রভাস ঢাকা জগন্নাথ) চক্রবর্ত্তী মন্মথ স্কটিশচর্চ্চ, [মুখোপাধ্যায় অনিল রিপণ, সিংহ আনন্দ কৃষ্ণ স্কটিশচর্চ্চ], সরকার সুরেন্দ্র প্রেসি, [বন্দ্যো ত্রিদিব ঢাকা কঃ, ভট্টাচার্য্য দয়ানন্দ সংস্কৃত কঃ চৌধুরী যতীন্দ্র স্কটিশচর্চ্চ মণ্ডল কানাই লাল হুগলী, জ্যোতিষ বাঁকুড়া ওয়েস্লীয়ান. আচার্য্য ধীরেশ সংস্কৃত কঃ, (আবদুল গফুর ঢাকা, দাস হরিদাস প্রেসি), মুখো সত্যেন্দ্র বর্দ্ধমান রাজ, সরকার গোপী বল্লভ ঢাকা, চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্র ময়মনসিংহ, বোস মৃণালিনী বাহিরের ছাত্র চৌধুরী প্রফুল্ল স্কটিশচর্চ্চ। ৫০।

মংটিন মং রেঙ্গুন, নন্দলাল ভগৎ হাজারিবাগ সেণ্টকলম্বো, (দে সতীশচন্দ্র ময়মনসিংহ, রায় কুমুদ ভূষণ স্কটিশচর্চ্চ] চক্রবর্ত্তী নিরঞ্জন কলিকাতা সিটি কঃ [দাস হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ, দে নারায়ণ মোহন রাভেন্স] মুখোপাধ্যায় পরেশচন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ, [ঘোষ বিজয় গোপাল রাভেন্স, মুখো নলিনাক্ষ হেতমপুর] চৌধুরী হরিচরণ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, [দে সুরেশচন্দ্র দৌলৎপুর হিন্দু একাডেমী, সূর্য্য প্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতা সিটি কঃ, সামন্ত হরেকৃষ্ণ কটক রাভেন্স], [চক্রবর্ত্তী ভোলানাথ স্কটিস চর্চ্চ চট্টোপাধ্যায় বিজলী ভূষণ কুচবেহার ভিক্ট, গুপ্ত জ্ঞানদা শঙ্কর হুগলী সেন গুপ্ত দেবেন্দ্র কুমার ঢাকা জগন্নাথ], [বন্দ্যোপাধ্যায় শিবদাস কৃষ্ণনগর কঃ,' ঘোষ ভূপেন্দ্র মেট্র, ইনঃ মিত্র প্রমথ নাথ স্কটীস চর্চ্চ, সেন গুপ্ত যামিনীকান্ত ঢাকা জগন্নাথ] রায় যতীন্দ্র নারায়ণ রাজসাহী ক

(ভট্টাচার্য্য সন্তোষ সংস্কৃত কঃ, নাজিমুদ্দিন পাটনা, মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ) (বন্দ্যোপাধ্যায় অমূল্য প্রেসি, সরকার মহিম ময়মনসিংহ,) পাল ব্রজেন্দ্র কুমার ঢাকা, রায় প্রফুল্ল কুমার রিপণ,

বসু চারুচন্দ্র দৌলৎপুর হিন্দু একাঃ ভট্টাচার্য্য দীনেশ ঢাকা কঃ) ক্রিষ্টিয়ান শালিং রেঙ্গুন, সাহা ক্ষেত্র লাল কুচবেহার ভিক্ট, (দত্ত অময় চাঁদ বরিশাল ব্রজ গঙ্গোপাধ্যায় হীরালাল ঢাকা জগন্নাথ), সাহা রিখভয় ঐ) সরকার যতি বাহিরের ছাত্র, দত্ত মনলাচরণ বরিশাল ব্রজ, ভট্টাচার্য্য বীরেন্দ্র লাল রিপণ, (দত্ত প্রিয়গোবিন্দ ওয়েস্লীয়ান কঃ, মণ্ডল সুনীল কুমার কলিকাতা সিটি, সেন কিরণ চন্দ্র নড়াইল ভিক্ট) মল্লিক অতুল বিহারী স্কটিস চর্চ্চ, (চক্রবর্ত্তী অভয়াচরণ বরিশাল ব্রজ, দাস হর-কুমার চট্টগ্রাম কঃ নাথ রাধিকা প্রসাদ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ)) বসু প্রবোধ ওয়েস্লীয়ান মিশন কঃ ঘোষ নির্ম্মলময় স্কটিশ চর্চ্চ) চট্টোপাধ্যায় ভোলা-নাথ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ।

অমৃত লাল টাঙ্গাইল পি এম কঃ, (প্রফুল্ল চরণ উত্তরপাড়া কঃ, সাহা দয়াল ঢাকা) মং নি পায়েন রেঙ্গুন, (বন্দোপাধ্যায় রাসবিহারী হেতম-পুর, হরিদাস রেঙ্গুন, খৈতান দুর্গা প্রসাদ প্রেসি) গোস্বামী গোবিন্দ বিজয় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, দত্ত নগেন্দ্র নাথ বরিশাল ব্রজ, (বসু প্রমথ নাথ ঢাকা জগন্নাথ, সেন অমরেন্দ্র রেঙ্গুন) মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ সখা কৃষ্ণনগর, রায় সুবোধ কৃষ্ণ চট্টগ্রাম কঃ) বন্দোপাধ্যায় মন্মথ রাজসাহী, মুখোপাধ্যায় হরি-চরণ রিপণ] দাসগুপ্ত নিবারণ ঢাকা জগন্নাথ; দাস রাধাসুন্দর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, রায় নীরদ গোপাল কলিকাতা সিটি কঃ, (বিশ্বাস মধুসূদন কটক রাভেন্স, দাস মন্মথ মেদিনীপুর, সুর কেশব পাটনা কঃ) (বন্দোপাধ্যায় সত্যপ্রিয় রাজসাহী কঃ, চট্টোপাধ্যায় অমূল্য রতন কুচবেহার ভিক্ট, ঘোষ অজিত কুমার ঢাকা] [ভট্টাচার্য্য শিবদাস ভাগলপুর টি এন জুবি, চট্টোপাধ্যায় নিরঞ্জন কৃষ্ণ-নগর কঃ, দত্ত যতীন্দ্র স্কটিশ বন্দো মনোরঞ্জন কৃষ্ণনগর কঃ বরদলাই গোপীনাথ গৌহাটী কটন কঃ, মং চুন রেঙ্গুন কঃ সেন কৃষ্ণনাথ প্রেসি] ১৩১।

দ্বিতীয় বিভাগ
বর্ণমালানুসারে

এ আলিম প্রেসি, আবদুল আলি বিশ্বাস [illegible]লী, আবদুল ওয়াদুদ ভাগলপুর টি এন জুবি, [illegible]চার্য্য প্রসন্ন কুমার কুচবেহার ভিক্ট, শরচ্চন্দ্র রাজসাহী, আচার্য্য চৌধুরী বীরেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ অযোধ্যা প্রসাদ ১ পাটনা, আমীরুদ্দীন আহমেদ প্রেসি; আনন্দ মশিটৌপোনো হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বো, অংজান রেঙ্গুন কঃ, অবোধ বিহারি শরণ পাটনা, আজিজর রহমন প্রেসি, বাগচি ক্ষিতীশ পাবনা, বৈজনাথ প্রসাদ দেওয়া স্কটিস চর্চ্চ।

বন্দোপাধ্যায়—অতীন্দ্র জগন্নাথ কঃ, অতুল বরিশাল ব্রজ, বিমলেন্দু ঢাকা, হারাণদাস সেণ্ট জেভি, হরিদাস স্কটিস চর্চ্চ, যামিনীমোহন ঐ, জ্যোতির্ম্ময় সেণ্ট জেভিয়র, কৃষ্ণচরণ কৃষ্ণনগর কঃ, কৃষ্ণলাল প্রেসি, কুমুদিনীকান্ত ঢাকা জগন্নাথ, মহীধর মেট্রো ইনঃ, নগেন্দ্রনাথ ঐ, নির্ম্মল বর্দ্ধমান রাজ, শশাঙ্ক ওয়েস্লীয়ান মিশন, শিবদাস উত্তরপাড়া সুরেন্দ্রনাথ দৌলৎপুর হিন্দু একা, ত্রিদিবনাথ মুঙ্গের ৩১

বণিক বসন্তকুমার স্কটিস চর্চ্চ, বর্ম্মণ সুরেন্দ্রনাথ ঐ, বড়ুয়া দুর্গানারায়ণ গৌহাটী কটন কঃ, বড়ুয়া যোগেন্দ্রনাথ ঐ, বসাক কৃষ্ণকিশোর ঢাকা, জগন্নাথ।

বসু—অক্ষয় ময়মনসিংহ, মন্মথ, স্কটিস চর্চ্চ, পশুপতি নড়াইল ভিক্ট, ফণীন্দ্র প্রেসি, শচীন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ, সত্যেন্দ্র দৌলৎপুর হিন্দু একাঃ।

বা থিন ২ রেঙ্গুন, ভাদুড়ী রমেশ টাঙ্গাইল পি এম, ভাদুড়ী সতীশ উত্তরপাড়া।

ভট্টাচার্য্য—অক্ষয় ঢাকা জগন্নাথ, বগলাপ্রসাদ উত্তরপাড়া বিজয় কুচবেহার ভিক্ট, দ্বিজেন্দ্র ঢাকা, হেমনাথ রিপণ, জগদীশ ঢাকা জগন্নাথ, যতীন্দ্র গৌহাটী কটন, জিতেন্দ্র দৌলৎপুর হিন্দু, ক্ষেত্রনাথ বঙ্গবাসী, কুঞ্জবিহারী স্কটিস চর্চ্চ, ললিতমোহন কমিল্লা ভিক্ট, মণিলাল কলিকাতা সেণ্ট্রাল, মোহনলাল প্রেসি, মোহিনীমোহন মেট্রো, নলিনী রঞ্জন চট্টগ্রাম, মনীগোপাল প্রেসি, সূর্য্যনারায়ণ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, শ্যামাপদ ঐ, তারাপতি মেট্রো:

ভৌমিক রমণীমোহন রিপণ, বিন্ধ্যবাসিনী প্রসাদ পাটনা, বিষণ দেবনারায়ণ সিং ঐ।

বিশ্বাস চারুচন্দ্র ওয়েস্লীয়ান মিশন, হর্ষবালা বেথুন, জ্যোতিশ্চন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ, সতীশচন্দ্র বরিশাল ব্রজ।

বোড়া—কুমুদরাম গৌহাটী কটন, ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ।

চক্রবর্ত্তী—বিধুভূষণ ঢাকা জগন্নাথ, জানকী নাথ কলিকাতা সিটি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঢাকা জগন্নাথ ক্ষেত্রমোহন ময়মনসিংহ, কুমারনাথ কৃষ্ণনগর; মাধবদাস ঢাকা জগন্নাথ; মনোহর পাবনা, নগেন্দ্র ঢাকা জগনাথ, প্রফুল্ল ঐ, রাজীবলোচন গৌহাটী কটন, রতিনাথ কলিকাতা সেণ্ট্রাল, সুরেন্দ্রনাথ স্কটিস চর্চ্চ, সুরেশ কমিল্লা ভিক্ট।

চালিহা ভারতচন্দ্র গৌহাটী কটন, চন্দ্র অম-রেন্দ্র প্রেসি, চংদার পঞ্চানন ঐ।

চট্টোপাধ্যায়—দেবীপদ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ, ক্ষিতীশচন্দ্র ওয়েস্লীয়ান মিশন, ললিতমোহন হুগলী, উপেন্দ্রনাথ রিপণ,

চৌধুরী—অতুলকৃষ্ণ বর্দ্ধমান রাজ, বসন্তকুমার স্কটিস চর্চ্চ, ভুবনেশ্বর প্রসাদ ভাগলপুর টি এন জুবি, যতীন্দ্র টাঙ্গাইল পি এম, মহেন্দ্র মেট্রো, নগেন্দ্র হেতমপুর, নির্ম্মল কমিল্লা ভিক্ট, রাধিকা-নন্দ গৌহাটী কটন, রজনীকান্ত ঢাকা জগন্নাথ, সতীশচন্দ্র রিপণ ১০৪

কোট ডিথ রেঙ্গুন।

দাস হরেকৃষ্ণ কটক রাভেন্স, হেমচন্দ্র সিলেট এম সি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুচবেহার ভিক্ট, কাশীরাম গৌহাটী কটন, মন্মথনাথ মেট্রো ইনঃ, প্রফুল্লকুমার কলিকাতা সিটি।

দাসগুপ্ত—আনলকুমার বরিশাল ব্রজ, অতুল ঢাকা জগন্নাথ, অতুল বরিশাল ব্রজ; বিনোদ দৌলৎপুর, হিন্দু, ধীরেন্দ্র কমিল্লা ভিক্ট, ইন্দুভূষণ বর্দ্ধমান রাজ, ক্ষিতীশ কুচবেহার ভিক্ট, প্রফুল্ল বরি-শাল ব্রজ, সুরথনাথ ঢাকা।

দত্ত অশ্বিনীকুমার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, ধীরেন্দ্র ঐ, জিতেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ, যোগেন্দ্র ময়মনসিং, কালিদাস স্কটীস চর্চ্চ, নীহারচন্দ্র ঐ, রাজকিশোর কমিল্লা ভিক্ট, উপেন্দ্র ঢাকা কঃ, দত্ত চৌধুরী নরেন্দ্র ঢাকা জগনাথ।

দে বগলাকুমার চট্টগ্রাম, লালা বিজয়কুমার গৌহাটী কটন; উমেশচন্দ্র রিপণ, দেব যোগেন্দ্র ঢাকা জগনাথ, ধর জ্যোতিশ্চন্দ্র নড়াইল ভিক্ট কুলরঞ্জন ঢাকা জগনাথ দুর্গাপ্রসাদ ভাগলপুর টি এন দ্বারকাপ্রসাদ পাটনা।

ফজলুর রহমান রেঙ্গুন, ফ্রান্সিস আকল দাস ঐ, ঘটক ইন্দুভূষণ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ।

ঘোষ ভীমপদ রাজসাহী কঃ, গোপাল কলি-কাতা সিটি, হরিদাস বঙ্গবাসী, ইন্দুচন্দ্র প্রেসি, যামিনীকান্ত রিপণ, যতীন্দ্রমোহন মেট্রো, কেশবচন্দ্র রাভেন্স, নগেন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট, নলিনীভূষণ নড়াইল ভিক্ট, নিবারণ চট্টগ্রাম, পঙ্কজকুমার স্কটিস চর্চ্চ, প্রমথভূষণ দৌলৎপুর, হিন্দু, রাধাশ্যাম হেতম পুর, শ্রীনাথ রিপণ, সুধাংশু স্কটিস চর্চ্চ, সুরেশ ঢাকা জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ; উপেন্দ্র ঢাকা জগনাথ, উপেন্দ্র উত্তরপাড়া।১৫০

গ্রিন বেরিল রেঙ্গুন, গুহ গিরিজাশঙ্কর, গৌহাটী কটন, গুহ সুরেশ ঢাকা। গুপ্ত—গৌরগোবিন্দ স্কটিস চর্চ্চ; গোরাচাঁদ ওয়েস্লীয়ান মিশন, কালি-দাস টাঙ্গাইল পি এম।

কর নলিনবিহারী স্কটিস চর্চ্চ, হেম্পষ্টার চার্লস বাহিরের ছাত্র খাঁ গোপীপদ বর্দ্ধমান রাজ, লাহা অনন্তদেব ঢাকা; লাহিড়ী ব্রজেন্দ্র রিপণ; লালা যোগেশচন্দ্র চট্টগ্রাম; লাঙ্গলি ইনেজ রেঙ্গুন,

মোহন্ত বীরেন্দ্র গৌহাটী কটন; মৈত্র যোগেন্দ্র রাজসাহী, এম এ জালিল সেণ্ট জেভিয়ার; মাজহুদ্দীন আহমেদ সিলেট এম সি।

মজুমদার মন্মেথর স্কটিস চর্চ্চ; মজুমদার যোগেশ কমিলা মল্লিক অম্বিকা হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বো; নির্ম্মল ঐ।

মং বা থ। রেঙ্গুন, মং গি রেঘুন কঃ মহম্মদ

মিত্র—ব্রজেন্দ্র রিপণ, ধীরেন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার হরিদাস প্রেসি; হেমন্ত স্কটিস চর্চ্চ, মনোরঞ্জন কৃষ্ণনগর নৃপেন্দ্র বঙ্গবাসী।

মহঃ আজিজুল হক প্রেসি, মোজাহেদ আলি গৌহাটী কটন।

মুখোপাধ্যায়—অমরেশ্বর বর্দ্ধমান রাজ, ভবনাথ মজফরপুর বি বি কঃ; বিজয়চন্দ্র ঢাকা কঃ; যতীন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার, জ্ঞানেন্দ্র টাঙ্গাইল পি এম; কালী ব্রজ বর্দ্ধমান রাজ, ক্ষেত্রনাথ মেট্র, ইনঃ, মতিলাল ঢাকা জগন্নাথ নগেন্দ্র ঐ. নন্দিনী রিপণ, নরেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ, নরেশ ঐ; রাজকুমার রিপণ, সোমেশ্বর ভগলপুর টি এন জুবি, তিনকড়ি প্রেসি।

মুলরওয়ার্থ রেঙ্গুন ব্যাপটিষ্ট, নাগ চারুচন্দ্র রিপণ, নায়ক নির্ম্মলাবালা বাহিরের ছাত্র, নিকোলাস পার্মি রেঙ্গুন, নিয়োগী কেদার নাথ দৌলৎপুর হিন্দু একা, নুরর রহমন খাঁ টাঙ্গাইল পি এম, পাল-বিভাস ভগলপুর টি এন, পালিত সত্যেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ, পাণ্ডে হরনন্দন পাটনা, পিটার্স জোসেফ রেঙ্গুন প্রভুদয়াল মাড়োয়ারী ভগলপুর টী এন।

রায়—অক্ষয় প্রেসি, আশু পাবনা, বিনোদ কমিল্লা ভিক্ট, ব্রজেন্দ্র টাঙ্গাইল পি এম, ঈশান সিটি জ্যোতিশ ঢাকা জগন্নাথ, জিতেন্দ্র ঢাকা কঃ, কালীপ্রসন্ন ঢাকা জগন্নাথ, মানদা মেট্র, ইনঃ; মতিলাল পাবনা, নগেন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ।

রউথ গোপাল রিপণ, রায় বর্ম্মন বিনোদ কমিল্লা ভিক্ট; রায় চৌধুরী সুধীর মেট্র. সাহা হরিদাস ঢাকা, সান্যাল—দেবেন্দ্র ঐ, ধরণী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, কালী প্রসাদ গৌহাটী কটন, সর্ব্বেশ্বর শর্ম্ম বড়ুয়া ঐ, সরকার রামরেণু ওয়েস্লিয়ান মিশন, সিনটুন অং রেঙ্গুন।

সেন—অতুলা হুগলী, দেবেন্দ্র সিটি, ধীরেন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার, যতীন্দ্র রিপণ, জিতেন্দ্র ঢাকা, জ্ঞানেন্দ্র রাজসাহী, কালিদাস স্কটিস চর্চ্চ, ললিত টাঙ্গাইল পি এম, প্রিয়ব্রত ঢাকা কঃ, পুণ্ডরীকাক্ষ র‍্যাভেন্স, সত্যরঞ্জন বর্দ্ধমান, উমাপ্রসাদ রিপণ সেনগুপ্ত জ্যোতিরঞ্জন ১ বরিশাল ব্রজ, পুলিন বিহারী ঢাকা, সমতুল বঙ্গবাসী, শিবশঙ্কর লাল বাঁকীপুর বি এন শীল নারায়ণ হুগলী, সুবল লাল প্রেসি।

সিংহ—বিভূতি রাজসাহী, জগন্নাথ প্রসাদ ভগলপুর টি এন, কিশোরী র‍্যাভেন্স, রুবী মড়াইন ভিক্ট, প্রদ্যুম্ন প্রসাদ ভগলপুর টি এন, রাধিকা রাজসাহী, রাধিকা রমণ সেণ্ট জেভিয়ার, সিংহ মজুমদার উপেন্দ্র সিটি সৈয়দ খাসি আহমেদ মজফরপুর বি বি, তরফদার যদুনাথ টাঙ্গাইল পি এম, ঠাকুর—বনবিহারী হেতমপুর, বর্ম্মা কৈলাস ভগলপুর টি এন, ওয়াদাদার যোগেন্দ্র মেট্র, ওয়াজিউদ্দীন আহমেদ ঢাকা। ২৭২।

তৃতীয় বিভাগ—বর্ণমালানুসারে

বন্দো অনদা ঢাকা, বণিক পূর্ণ চট্টগ্রাম, বড়ুয়া নীলমাধব গৌহাটী কটন, বসু হরেন্দ্র স্কটিস লোকানন্দ ঢাকা জগ, ভট্টাচার্য্য—প্রভাত ঐ, রাজেন্দ্র রিপণ, সতীশ সিলেট এম সি, চক্রবর্ত্তী বিরাজ সিটি গিরিজা রাজসাহী, চট্টোপাধ্যায়—অতুল বঙ্গবাসী, গোপাল ব্রজ বরি, যোগেশ বঙ্গবাসী। চৌধুরী ননীগোপাল বঙ্গবাসী, শরৎ রিপণ, দাসগুপ্ত নির্ম্মল ঢাকা, দত্ত দেবেন্দ্র মেট্র; দে নরেন্দ্র বঙ্গবাসী, সুরেশ ঢাকা জগন্নাথ, ধনুর্দ্ধারী লাল হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বো, করিমমিয়া কমিল্লা ভিক্ট, গঙ্গো বঙ্কিম ব্রজ বরি। ঘোষ—প্রবোধ বর্দ্ধমান রাজ, রমেশ কুচবেহার ভিক্ট, উপেন্দ্র র‍্যাভেন্স, ঘোষাল শিশির স্কটিস, গোপালজি পাটনা; গুহ নলিনী প্রেসি, হালদার জ্যোতির্ম্ময় রিপণ, লুইস ডি আর রেঙ্গুন ব্যাপটিষ্ট, মৈত্র অশ্বিনী র‍্যাভেন্স, হীরালাল সিটি, মিত্র যোগানন্দ মেট্র।

মুখোপাধ্যায়—মনুজ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, অমরেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ, সোমদেব পাটনা কঃ, মুখোটী হেমেন্দ্র বরিশাল ব্রজ, নাগ সুকুমার ঢাকা।

রায়—দেবেশ বরিশাল ব্রজ, দ্বারকা স্কটিস, মোহিনী ময়মনসিংহ, সত্য মেট্র। সাহা মুকুন্দ স্কটিস; সাইকিয়া কাশীনাথ গৌহাটী কটন। সরকার বিমল প্রেসি, কামিনী স্কটিস. শর্ম্মাচন্দ্র নাথ কটন। সেন হিমেশ ঢাকা, শচীন্দ্র ময়মনসিংহ, সুরেশ স্কটিশ সেনগুপ্ত প্রমোদ বরিশাল ব্রজ, সেন সিংহ কৃষ্ণ প্রকাশ পাটনা, সিংহ সত্যরঞ্জন মজফরপুর বি বি. সোম হীরেন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ, তেওয়ারী গোবিন্দপতি পাটনা।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার ফল ১৯০৯

[নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গৃহীত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে]

ইংরাজীবর্ণমালানুসারে

কাব্য—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী কালীপদ অধ্যাপক হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়,

২য় বিভাগ

আচার্য্য প্রাণকৃষ্ণ যাদেশ্বর কাব্যতীর্থ ইছাপুর

ভট্টাচার্য্য—

যোগেন্দ্র মহাঃ কৈলাস চন্দ্র ভটাচার্য্য কুড়িগ্রাম

অমৃত মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কাড়াপাড়া

কালীবন্ধু রাধারমণ বিদ্যাভূষণ শ্যামবাজার

গোবিন্দ ঐ ঐ

শিবপ্রসাদ নারায়ণ চন্দ্র কাব্য স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

সুরেন্দ্র নাথ সংস্কৃত কঃ কলিকাতা

তারাপদ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর

ধীরেন্দ্র ব্রজরাজ ভাগবত ভূষণ নবদ্বীপ

রামচন্দ্র হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়

আশুতোষ ব্রজেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর

রজনী গিরীশ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ রাজসাহী

দেবেন্দ্র কালীচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মুড়াপাড়া

বন্দোপাধ্যায়—

হিরন্ময় মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কাড়াপাড়া

রামলাল প্রাইভেট

হরিদাস ত্রৈলোক্য ন্যায় পঞ্চানন পারুলিয়া

দেবেন্দ্র গিরিশ বেদান্ততীর্থ রাজসাহী

আশুতোষ আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকোট

দেবেশ্বর হৃদয়নাথ তর্করত্ন রংপুর

চক্রবর্ত্তী—

শশিভূষণ দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর

অক্ষয় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান

ভুবন সংস্কৃত কঃ কলিকাতা

জ্যোতিশ্চন্দ্র শশিকুমার বিদ্যাভূষণ শেরপুর

গণেশ ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ কুবলহাটী

রমণী গোপাল নাথ তর্কতীর্থ শেরপুর

প্রভাস রাজকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দেবনাথপুর

চৌধুরী—

নরেন্দ্র গৌর গোপাল বিদ্যারত্ন পারুলিয়া

সুরেন্দ্র রমেশ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ আর্য্যবিদ্যালয়

দাস ঘনশ্যাম লোকনাথ দ্বিবেদী কেদারপুর

গোস্বামী শিবরাম ব্রজরাজ ভাগবতভূষণ নবদ্বীপ

গুপ্ত—

অমৃত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর

রামচন্দ্রসেন ভীমচরণ সেনগুপ্ত জাজাযোড়

কর ললিত মোহন প্রাইভেট

মহাপাত্র গদাধর বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী

মুখো কৃপাময় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান
মিশ্র—
গোপাল ব্রজেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর
দ্বারকানাথ মুরারিমোহন কবিরত্ন সরধা
[illegible] দেবদত্ত ত্রিপাঠী মুরাদপুর
[illegible] দেবীপ্রসাদ পাণ্ডে দুর্গাকুণ্ড
[illegible] বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী
[illegible] গদাধর ত্রিপাঠী মুক্তিমণ্ডপসাহী, পুরী
[illegible] অনন্ত বিদ্যাভূষণ ধেনকানাল
[illegible] কৃপাসিন্ধু ত্রিপাঠী বৃন্দাবনপুর
[illegible] কৈলাসপতি রঘুনন্দন ত্রিপাঠী মুরাদপুর
পাণ্ডে রামপ্রতাপ জগদীশ দত্ত শর্ম্মা টীকারী
পাণিকর গোবিন্দ চন্দ্রভূষণ চতুর্ব্বেদী বেনারস
শর্ম্মা কনকচন্দ্র প্রাইভেট
শাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দ শিবরাম শর্ম্মা দক্ষার
সংপতি গোবিন্দ মাধব তর্কপঞ্চানন গড়ইয়দা
সেন জানকীনাথ কবিরাজ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান
ত্রিপাঠী শিবদত্ত শিবরাম শাস্ত্রী আজমীর
[illegible] শিবরাম ত্রিপাঠী নাথুরাম পাঠশালা সদর
[illegible] কালীপদ রঘুবীর ত্রিবেদী বড়বাজার
[illegible] গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পাকলিয়া
[illegible] সেন শ্যামাদাস কবিভূষণ ৪০ গ্রেষ্ট্রীট কলিকাতা
[illegible] শরচ্চন্দ্র মধুসূদন কাব্যতীর্থ ডায়মণ্ড হার্বার
[illegible] নিলমণি
[illegible] নরসিংহ শাস্ত্রী প্রাইভেট

কলাপ ২য় বিভাগ—

[illegible] রজনীকান্ত চন্দ্রকান্ত তর্করত্ন মচুয়াখাল
[illegible]চার্য্য—
[illegible] দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ কৃষ্ণগঞ্জ
[illegible] গোপালদাস শাস্ত্রী [illegible]
[illegible] স্মৃতিরত্ন ধানকুড়িয়া
[illegible] আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিসাকোটা
[illegible] ন্যায়বাগীশাচার্য্য বেনারস
[illegible] নং ১ চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন সাহাপুর
[illegible] ঐ ঐ
[illegible] ঐ ঐ
[illegible] ঐ ঐ
[illegible] মদনমোহন কাব্যবিনোদ কবিল্লা
[illegible] শিবচরণ সিদ্ধান্ত বাগীশ বাঞ্জাদি
[illegible] গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন কাটাহাদি
[illegible] আনন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার ঐ
[illegible] সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোপাকক

প্রতাপ কালিকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ চেমটা
চক্রবর্ত্তী—
শরৎ কালীপ্রসন্ন বিদ্যানিধি শ্যামবাজার
তারাচরণ কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর দেবনাথপুর
বৈকুণ্ঠ ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা
শ্যামাচরণ জানকী নাথ বিদ্যাভূষণ খুপুর
বরদা কান্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চৌপল্লী
বিষ্ণুচরণ রামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ বজ্রাইল
সীতানাথ চন্দ্রমাধব শিরোমণি দীর্ঘলদি
দাস কামিনী কুমার উপেন্দ্র কাব্যতীর্থ এলেঙ্গা
গোস্বামী নগেন্দ্র কৃষ্ণ চন্দ্র স্মৃতি রত্ন চাঁদড়া
শীল দেবেন্দ্র রমনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহীসার

মুগ্ধবোধ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সত্যরঞ্জন রাজকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দেবনাথপুর
চট্টোপাধ্যায়—
অনন্ত গৌর গোপাল বিদ্যারত্ন পাকলিয়া
মোহিত রত্নেশ্বর বেদান্ত ভূষণ কোন্নগর

সংক্ষিপ্তসার—২য় বিভাগ

চট্টোপাধ্যায় হর গোবিন্দ গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া

সুপদ্ম—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য—নৃত্যগোপাল হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
মন্মথনাথ নারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া
উপাধ্যায় অবনী বিজয়নাথ শিরোমণি বারুইখালি

প্রয়োগ রত্নমালা—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য—দুর্গাকিঙ্কর আশুনাথ ন্যায়ভূষণ গৌরীপুর
সত্যনাথ সিদ্ধনাথ বেদান্তবাগীশ খাগড়াবাড়ী

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য—
করুণাময় সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ খাগড়াবাড়ী
প্রিয়নাথ ঐ ঐ
শিবনাথ শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ চাতরা

পাণিনি—২য় বিভাগ

ঝা উগ্রানন্দ হরিশঙ্কর ঝা খাড়ি, বিশ্বনাথ মতিনাথ ঝা পামুলী
মিশ্র দেবকান্ত হরিশঙ্কর ঝা খরি, ওঝা ব্রজনন্দন যোগী ঝা বড়বাজার
ত্রিবেদী মহাদেব রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেনারস
কানাইলাল হরিনারায়ণ ত্রিবেদী ঐ

স্মৃতি—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী নিবারণ গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ বালী

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য—কনক বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া
বসন্ত সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া
অক্ষয় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী
রামহরি নিবারণ স্মৃতিতীর্থ তারকেশ্বর
অন্নদা আশুতোষ স্মৃতিরত্ন পিলজঙ্গ
চক্রবর্ত্তী চিন্তাহরণ আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সোনার কোনা

মীমাংসা—১ম বিভাগ

কাব্যতীর্থ রামচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কঃ
ঝা বাসেশ্বর ঐ ঐ

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অন্নদাপ্রসন্ন কলিকাতা সংস্কৃত কঃ

নব্য ন্যায় (ক)—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রমেশ মহাঃ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মূলাজোড়
গোস্বামী নবকৃষ্ণ মহাঃ যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ

ন্যায় (খ)—২য় বিভাগ

বাগচি যোগেন্দ্র চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ খাগড়া
মিশ্র রামচন্দ্র যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ
তর্কতীর্থ কুঞ্জবিহারী প্রাইভেট
ব্যাকরণতীর্থ লক্ষ্মীনাথ স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী নবদ্বীপ

সাংখ্য—২য় বিভাগ

কাব্যতীর্থ বৃন্দাবন বৈষ্ণব চরণ বিদ্যাসাগর বাদিপলা
গুপ্ত নীরদ রঞ্জন সেন সীতানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী চুঁচুড়া

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

চৌধুরী শ্রীদেব নিত্যানন্দ মিশ্র বানিয়া
ঝা পীতাম্বর কেশব মিশ্র গজহা
মিশ্র বহুরাজি মুরলীধর জ্যোতিষাচার্য্য সংস্কৃত কঃ বেনারস
ঠাকুর শিবনন্দন গেণালাল চৌধুরী বাহিরা

পুরাণ—২য় বিভাগ

দাস সদাশিব বিশ্বনাথ মহাপাত্র হরচণ্ডীসাই পুরী

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ট্রেন্ড ড্ইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিষ্ণু

খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Hd master F A for the Dhunat M E school Dt. Bogra on Rs 25 per month besides free board and lodging for 3 months at present.

An Entrance rpassed teacher with a sound knowledge in English for the Bulla M E school on Rs 15 a month. Board and Lodging free. Po. Bulla Ratangunj, Tangail.

A graduate strong in Mathematics as 2nd master on Rs 50 and an F A as 3rd master on Rs 35 a month for the Magura H E School, Dt. Jessore. Apply before 31st May.

An M A Hd master for the Naogaon H E school on Rs 85 rising to Rs 100 by an annual increment of Rs 2 Apply to the Secretary Naogaon H E school. Naogaon po. Rajshahi Dt.

A Hd master F A on Rs 30 a month at present for the J N M E school at Narhutta Dt. Bogra. Must stick at least 2years. Apply before 30th May.

An F A Hd master for the Nischinta pur M E school on Rs 18 per month. Apply before 30th May 1909. Po Satbaria, Pabna.

An undergraduate asst teacher strong in History and Mathematics for the Khankhanapur S M Institute (Faridpur) on Rs 25 per month. Apply to the Hd master Khankhanapur po. (E B S R).

An assistant teacher for the Maju R N Basu High school on Rs 15 board and lodging free on private tuition. Must have passed the Entrance. Apply to the Hd master. Po Maju Dt. Howrah.

An F A Hd master for the Bishnu priya M E school, on Rs 35 per mensem. Po Charkhari Dt Sylhet.

An F A Hd master for the Amrah M E school (Burdwan) a mile off from the Saktigar E I R station, on Rs 20 a month.

A Drill and Drawing knowing (ত্রৈবার্ষিক) for the Bahirdia High school, Khulna on Rs 20 a month. the place is healthy and is 2 miles from the nearest steamer station and is 7 miles from the Dt. town. Free quarters availble.

An experienced graduate 2nd master and an Entrance passed 5th teacher for the S B school, Nawabgange, 24 Perganahs on Rs 40 and 15 respectively. Apply sharp, stating age with copies of testimonials to the secretary. 4. 6. 09

A clerk and storekeeper for the Burdwan Technical school on Rs 20 Preference to a typist. Security to the amount of Rs 500. Must write a good hand and be able to draft letters and to keep accounts. Apply to the Chairman Technical school committee, Burdwan upto the 15th June.

An F A 5th master for the Santipur Municipal school on a monthly salary of Rs 25 rising to 28. Applications will be received by the Chairman of Santipur Municipalty till 31st May 09.

An anglo Sanskrit Teacher for Naranguuj H E school on Rs 40 per mensem. An F A of the Sanskrit College preferred. Apply to the Hd master.

A Hd master Entrance passed or F A plucked and a Hd Pandit Normal 2nd and 3rd year passed f0r the Hashimpur M E school on Rs 22 and 17 respectively with free board and lodging. po Hashimpur, via Saidpur, Rangpur.

জেলা মালদহ মথুরাপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ। বেতন ১৮৲ টাকা প্রাইভেট পাওয়া যায়। বাসাভাড়া লাগিবে না। হেড মাষ্টারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে পোঃ মথুরাপুর।

মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে ছাত্রবৃত্তি পাশ জনৈক শিক্ষয়িত্রী। হিন্দু পরিবারে আহারাদি ও স্বতন্ত্র বাসস্থান পাইবেন। ব্রাহ্ম কিম্বা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অসুবিধা নাই। নিম্নপ্রাথমিক অথবা উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষাদানে সক্ষম চাই; ১০ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীরাই চরণ ঘোষ মূলঘর বালিকাবিদ্যালয় পোঃ মূলঘর জেলা খুলনা।

আমার বাড়ীতে তিন চারিজন ছোটছেলেকে পড়াইবার জন্ত একজন গৃহ শিক্ষক। বেতন সাত টাকা ও আবা। শ্রীদক্ষিণাচরণ দাস বিলায়তি কানুনগো জমীদার, বৈরামপুর গড়, খাকুড়দা পোঃ জেলা মেদিনীপুর এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শঙ্করপুর মইং স্কুলে মইং ও নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ পঃ - বেতন ১৪ টাকা ও দুইটী ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইলে আবা। পোঃ কফুলপুর, মুরসিদাবাদ।

একজন এণ্ট্রান্স পাশ কায়স্থ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহশিক্ষক। আবা ও মাসিক দশ টাকা বেতন। "পূর্ণিমা" কার্য্যাধ্যক্ষ। পূর্ণিমা কার্য্যালয়, বাঁশবেড়িয়া, জেলা হুগলী।

ব্যাকরণ পড়াইতে ও ক্রিয়া কর্ম্মাদি করাইতে সক্ষম একজন অধ্যাপক মাসিক বৃত্তি আপাততঃ সাত টাকা ও উপযুক্ত আহারীয় ও বাসস্থান। অন্যান্য বিষয়েও আয়ঃকিছু কিছু হইবে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে আবেদন করিবেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘটক মির্জ্জাপুর স্কুল হেড পণ্ডিত। পোঃ জোৎজয়রাম মির্জ্জাপুর বাঁকুড়া।

আকুই মইং স্কুলে একজন এফ, এ হেঃ মাঃ বেতন ২০ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইলে আহার। অন্ততঃ দুই বৎসর থাকা চাই। আকুই পোঃ বৰ্দ্ধমান।

ধুনট মইং স্কুলে মাসিক পনর টাকা বেতনে দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ এক জন হেঃ পঃ। আবা পাইবেন। ১০ই জুন মধ্যে কাজে যোগ দিতে হইবে।

আমিরপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ২০ টাকা। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিবেন। কেশবলাল ঘোষ পোঃ আমিরপুর জিঃ খুলনা।

রাজধরপুর বোর্ডের সাহায্যকৃত এসলামিয়া মিডল মাদ্রাসার জন্য মধ্য বাঙ্গালা পাশ বা কোন ইংরেজী জানা একজন শিক্ষক; বেতন যোগ্যতানুসারে আট টাকা হইতে দশ টাকা, মুসলমান হইলে আবা, হিন্দু হইলে কেবল বাসস্থান। বেণ গাছি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট। মৌলবী আফসারউদ্দিন আহমদ, রাজধরপুর পোঃ বহরপুর জেলা ফরিদপুর এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

ডিসেরগড় অম্বিকাচরণ ইনষ্টিটিউশনের জন্ত মাসিক ৪৫৲ হইতে ৫০৲ বেতনে ভাল ইংরাজী জানা একজন বি, এ পাশ সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৲ হইতে ২০৲ বেতনে একজন নূতন প্রণালীতে শিক্ষিত নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত। ৩১শে মে এর পূর্ব্বে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ডিসেরগড় পোঃ আঃ জেলা বৰ্দ্ধমান।

ধর্ম্মদ মধ্য স্কুলে একজন নর্ম্মাল বা ট্রেনিং শিক্ষক * বেতন যোগ্যতানুসারে ১২—১৫৲ টাকা আবা। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় উকিল আদালত কৃষ্ণনগর জেলা নদীয়া।

শিক্ষাসংক্রান্ত

গবর্ণমেণ্ট কমার্সিয়ালক্লাস ১৯০৯—১০

আগামী ১লা জুন ও তাহার পরে এইশ্রেণীতে প্রবেশ জন্ত আবেদন লওয়া হইবে—

দিবসের পাঠ্য—(১) মর্ডার্ণ এবং কমার্শিয়াল ইংলিশ। সূচী প্রস্তুত করণ (Indexing) এবং কোন বিষয় সংক্ষেপ করিয়া লিখন (Precis)

(২) পাটীগণিত, বাণিজ্যিক ও মানসিক

(৩) আধুনিকও বাণিজ্যিক ভার্ণাকুলার

(৪) বাণিজ্যিক ইতিহাস ও ভূগোল

(৫) বুক কিপিং

[৬] শর্টহ্যাণ্ড

[৭] টাইপরাইটিং

রাত্রির পাঠ্য—(১) সওদাগরীআইন

ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী

মডার্ণ এবং কমার্শিয়াল ইংলিশ সূচী প্রস্তুত করণ এবং সংক্ষেপ লিখন

[৩] শর্টহ্যাণ্ড

[৪] টাইপরাইটিং

[৬] অর্থব্যবহার শাস্ত্র

[৭] এজেন্সী ও ইনসিওরেন্স

[ ] বুক কিপিং [জুনিয়র]

ঐ [উন্নত ধরণের]

দিবসীয় পাঠ্য দুই বৎসর পড়িতে হইবে। ঐ দুই বৎসর পরে পাঠ্য বিষয় গুলি সম্বন্ধে একটি লওয়া হইবে। যে সকল ছাত্র ঐ পরীক্ষায় পাশ হইবেন, শিক্ষা বিভাগ হইতে তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। এই সার্টিফিকেটে বাঙ্গালার বণিক সমিতির সেক্রেটরীর স্বাক্ষর থাকিবে। পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকা ঐ সমিতি হইতে প্রকাশিত হইবে।

যে সকল ছাত্র হাই স্কুলে "সি" শ্রেণী পরীক্ষায় অথবা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই সকল ছাত্র এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার যোগ্য হইবে। এই সকল পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ নয় তাঁহারা যদি শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক গৃহীত ঐ ধরণের একটি নির্ব্বাচনী পরীক্ষা দিয়া এইটি শিক্ষা বিভাগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন যে তাঁহাদের লেখা পড়া বিষয়ে যে টুকু অধিকার জন্মিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহারা ঐ বাণিজ্যিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলে উপকার লাভ করিতে পারিবেন, তবে তাঁহাদিগকেও করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

২৮শে জুন দীর্ঘ অবকাশের পর সেসন আরম্ভ হইবে। ঐ সময়ে যে সকল ছাত্র "সি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় অথবা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয় সেই সকল ছাত্রদের নির্ব্বাচনী পরীক্ষা লওয়া হইবে। যাঁহারা সেই পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি হইতে অনুমতি দেওয়া হইবে। ১লা জুলাই হইতে লেকচার কোর্স আরম্ভ হইবে।

পাটনা কলেজ বাঁকীপুর

আগামী ৫ই জুলাই পাটনা কলেজ খুলিবে। দরখাস্ত তাহার পূর্ব্বে করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভর্ত্তি করা হইবে বলিয়া বেহারী ছাত্র দিগকে (যাহারা পাটনা কলেজে পড়িয়াছে অথবা ১ম ও ২য় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে) বেশী পছন্দ করা হইবে। প্রথম বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে লওয়াইবে। বিশেষ স্থল ভিন্ন ২৫শে জুলাইয়ের পর আর আবেদন গৃহীত হইবে না। ভর্ত্তির জন্ত দরখাস্তের ফারম কলেজ আফিসেই পাওয়া যাইবে। ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে ৭ টা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকিবে।

বাবলাগাছ।

(সঙ্কলিত)

বাবলা গাছ বহু প্রয়োজনে লাগে। কৃষিকার্য্যের জন্ত যে সকল কাষ্ঠযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সারবান বাবলা কাঠ নির্ম্মিত হইলেই বেশীদিন টেঁকসই হয়, অন্ত কাঠের তত্দুর মজবুত হয় না। লাঙ্গল প্রভৃতি ভূমি কর্ষণীয় যন্ত্র সাধারণতঃ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। লাঙ্গলের ঈশ হইতে ফলাধার পর্য্যন্ত সমস্ত অংশই বাবলা কাঠে নির্ম্মিত হয়। বাবলার ঢেঁকি অধিক দিন স্থায়ী হয়। শাল কাঠ সুদৃঢ় বটে, কিন্তু উহা জলপ্রবণ, বড় বড় ঝড়ে অনেক শালের খুঁটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। ঢেঁকির সমস্ত অঙ্গ বাবলা কাঠ নির্ম্মিত হইলে যন্ত্র বেশীদিন স্থায়ীও হয়, এবং সহজে উই প্রভৃতি কীটে নষ্ট করিতে পারে না। বাবলার সারবান গুঁড়িতে সচরাচর গাড়ীর চাকা প্রস্তুত হয়। কোদাল, কুঠার দা বা কাটারী নিড়ানী প্রভৃতি যন্ত্রগুলিতে বাবলা কাঠের হাতল বা বাঁট পরাইলে বিশেষ মজবুত ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। এই কাঠের আঁশগুলি অত্যন্ত ঘনসম্বদ্ধ বলিয়া উহা সহজে ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় না।

এ দেশে নবপ্রসূত সন্তান ও প্রসূতিকে সেঁক দিবার ব্যবস্থা আছে। উহার জন্ত বাবলা কাঠের আগুনই প্রশস্ত। কারণ উহার উত্তাপে সহজে সূতিকাগৃহ উত্তপ্ত হয় না, অথচ সেঁক দিবার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। তেঁতুলাদি অন্যান্য জ্বালানী কাঠের আগুনেও সেঁক দেওয়া চলে; কিন্তু বাবলা কাঠের আগুনই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বলিয়া সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাবলা ও তেঁতুল জ্বালানী কাঠের প্রধান। বাবলা পাতার রস বেদনা নিবারক এবং বাবলার কচি পাতার অগ্রভাগ সিদ্ধ করিয়া খাইলে রক্তামাশয় রোগ আরোগ্য হয়। উহার ছাল হইতে যে রস প্রস্তুত হয়, তাহাতে দ্রব্যাদি রং করা হয়। বিশেষতঃ জাল প্রভৃতির ন্যায় জলে ভিজিবার সম্ভাবনা, এরূপ দ্রব্য মাত্রেই বাবলার কস দেওয়া হয়। বাবলার কসে চামড়া ভিজাইয়া চামড়াগুলি কর্ষণোপযোগী করিয়া লওয়া হয়; সুতরাং জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাবলা বৃক্ষ আমাদের বিশেষ উপকারে আইসে, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবলার কস দুর্গন্ধহারক বলিয়া উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলিতে দন্তধাবন-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

এরূপ উপকারী বৃক্ষের চাষে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। বাবলা বৃক্ষ লাগাইতে বিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। যে কোন বর্ষার পূর্ব্বে কিছু বীজ ছড়াইয়া দিলে প্রতি বৎসর ৫।৬ হাত লম্বা গাছ হয়। বিশেষতঃ যদি ছাগলের মুখনিঃসৃত বীজ হয় আরও শীঘ্র বড় হয়। ছাগলেরা উহার ফল খাইয়া বীজগুলি বাহির করিয়া ফেলে, উহার অপর কোন পাট করিতে হয় না। কেবল মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ফেকড়িগুলি কাটিয়া দিতে হয়। দো-আঁশ মৃত্তিকাই উপযুক্ত। কিন্তু বালি ও এঁটেল মাটিতেও যথেষ্ট বাবলা গাছ জন্মে। বাবলা বহুজাতীয় হয়, তন্মধ্যে কাল বাবলা, সোনা বাবলা, বড় বাবলা ও সাঁই বাবলা এই কয় প্রকার সচরাচর দেখতে

পাওয়া যায়। কাল বাবলাই কৃষিকার্য্যের উপযোগী। অন্যান্য বাবলা কোন না কোনও ঔষধাদি ও জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। পুষ্করিণীর পাড়ে ও পতিত জমির ময়দানে আপনাআপনি বাবলা গাছ জন্মে।

শুনা আছে, স্বর্গীয় জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কোন প্রজা আসিয়া খাজনা দিতে অসমর্থতা জানাইলে সাধারণতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চটিয়া যাইতেন। "আজ কয় বৎসর নানা কারণে আমার চাষ বাসের সুবিধা হয় নাই; জমি পতিত হইয়াই ৫।৭ বৎসর পড়িয়া আছে, হুজুরে সেই জন্য খাজনা দিতে পারিতেছি না, আমাকে বকেয়াটি রেহাই দিতে হইবে" এরূপ কথা কোন প্রজা এক সময়ে আসিয়া বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি একটি পয়সা খাজনা রেহাই দিব না। তুমি কুড়েমি করিয়া বসিয়া থাকিবে, কাজ করিবে না, আর আমি তোমার খাজনা রেহাই দিব। তুমি কেন জমিতে বাবলার বীজ ছড়াইয়া দেও নাই। তাহা করিলে ত ৫।৭ বৎসরে বৃহৎ বৃহৎ বাবলাগাছ হইয়া খাজনা শোধ হইয়া অনেক টাকা লাভ থাকিয়া যাইত।

পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে বাবলার কাষ্ঠ কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এক একটী বৃক্ষ হইতে আয়ও বড় কম হয় না। এক একটী বৃক্ষের ৭।৮৲ টাকা হইতে ১০।১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হইতে পারে। চাকা তৈয়ারী হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে লাঙ্গলের মুড়া প্রস্তুত হয় এবং লাঙ্গলের ঈশ, কোদাল, কুঠার ইত্যাদির বাঁট প্রস্তুত হইয়া অবশিষ্টাংশ জ্বালানী কাষ্ঠ হয়। পতিত ময়দানে বাবলা বৃক্ষের আবাদ করিলে ২।১ বৎসর পর হইতে প্রতি বৎসর ঐ সকল গাছের ছোট ছোট ফেকড়ি কাটিয়া যথেষ্ট জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ করা যাইতে পারে। অথচ বৃক্ষগুলি নষ্ট না হইয়া বরং সতেজে সহজে পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ প্রদান করে। বাবলার পাতা জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে সুতরাং কোন পতিত জমিতে বাবলার আবাদ উঠাইয়া লইয়া ধান্যাদি রোপণ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। বাবলার নির্য্যাস হইতে অতি সুন্দর গঁদ প্রস্তুত হয়, তাহাও মন্দ লাভজনক নহে। সচরাচর বাজারে ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত গঁদের সের বিক্রয় হইতে দেখা যায়। বাবলার গঁদ চূর্ণ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষত স্থানে দিবামাত্র রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। উহার কাঁচা বা অর্দ্ধ পক্ক ফলগুলি গবাদিকে খাওয়াইলে উহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে। বড় বড় বাবলার গাছে অতি উত্তম তক্তা পর্য্যন্ত হয়। উহা দ্বারা সুন্দর চৌকি, বাক্স, কবাট, জানালা, দেরাজ বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। বাবলার মোটা মূলে অত্যন্ত মজবুত ঢেঁকির গড় কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়।

বাবলা বৃক্ষ জলের নিকটেও জন্মে এবং সেখানে বৃক্ষগুলি সতেজও হইয়া থাকে। উহার শিকড় মাটী আবদ্ধ করিয়া রাখে, সুতরাং মাটী সহজে ধুইয়া যায় না। এজন্য অনেকে বাঁধের উপর ও পুষ্করিণী খাল বিলের পাড়ে বাবলার আবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা চাই যে বাবলার ফল পাকিয়া জলে পচিলে জল নষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া পানাদির বিঘ্ন জন্মাইতে পারে অতএব পাকিবার পূর্ব্বে পানীয় জলাশয়ের পাড় স্থিত বাবলা গাছ সকলের ফলগুলি যত্ন পূর্ব্বক পাড়িয়া লওয়া আবশ্যক। (জাগরণ)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও ... তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া ... কিবে ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে ছাপাকিবে। গ্রাহকবর্গগণ পত্রাদি লিখন অনু গ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১২৭৪ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র সেন, থান্দার পাড়া ৩০।৪।১০
৪০৪ " বসন্তকুমার রায় মহাপাত্র, পুঁয়াগড় ঐ
১২৭৫ " কেদার নাথ সরকার, কোয়াঁকোলা ঐ
১২৭৬ " ক্ষেত্রনাথ সান্যাল হেঃ মাঃ বনয়ারিনগর ঐ
১২৭৭ " ব্রজেন্দ্র নাথ বর্দ্ধণ, ব্রাহ্মণীগ্রাম; ঐ
১২৭৮ " অমূল্য চরণ নন্দী, শ্যামসিদ্ধি, ঐ
৪৫০ " শরচ্চন্দ্র বৈদ্য, দুলপোতা চতুষ্পাঠী ঐ
৪৬৩ " ফণীন্দ্র নাথ প্রামাণিক, হেঃ পঃ লাহিড়ী, ঐ
৪৪৯ " সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো, মণ্ডলগ্রাম; ঐ
৩৪৭ " বাণীকান্ত রায় চৌধুরী হেঃ পঃ জয়াদিয়া ঐ
১৩৭৯ " রোহিণীকুমার কাবারত্ন, ধনবেড়িয়া ঐ
১২৮০ " হেঃ মাঃ হরনাথ হাইস্কুল ঐ
১২৮১ " সলিম উদ্দিন আহম্মদ রামজীবনপুর ঐ
৬৪৩ " ছাত্রগণ, রঘুনাথপুর মইং স্কুল ঐ
১২৮২ " অগ্রদ্বীপ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পঃ সোনাইমুড়ি ঐ
৪৬২ " গুরু ও ছাত্রগণ, গলসী বোর্ড স্কুল ঐ
১২৮৩ " রসিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী; তাতশালা ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি ... বারে প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৫৫)

রাজার সম্মুখে ধর্ম্ম, লক্ষ্মী, বল, বুদ্ধি এবং বিদ্যা উপস্থিত। ধর্ম্মরাজ কহিলেন আমরা এস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম বটে, কিন্তু অলক্ষ্মীর অন্তর্গৃহ অতি ভয়ানক, তথায় অলক্ষ্যে সকল পাপই প্রবেশ করিতে পারে, আবার তাহার অনুচর সহচর সকলেই মহা ভয়ঙ্কর, তাহাদের সহবাসে আমরা কি প্রকারে এই স্থানে নিরাপদে অবস্থিতি করিতে পারিব।

মহালক্ষ্মী কহিলেন, অলক্ষ্মী যদি অধর্ম্মের রূপান্তর হয় তাহা হইলে, সে বিষয়ে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। মহারাজ যযাতির পিতা নহুষকে আশ্রয় করিয়া আমি কত কষ্টই না পাইয়াছি। ঋষিদিগের উপর অত্যাচার করিয়া সে নিগৃহীত না হইলে আমার অব্যাহতির আর উপায় ছিল না, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাবণের কথা ছাড়িয়া দেও, সেও দেবগণকে ক্রীতদাসের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ত্রিতাপহারী রামচন্দ্র তাহার দর্প খর্ব্ব না করিলে আমাদের নিষ্কৃতির আর উপায় ছিল না, জরাসন্ধ এবং কংসের কারাগারে আমাকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছিল, মধুসূদন কৃষ্ণ তাহাদিগের নিধন সাধন না করিলে আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমার সহচরী বলবুদ্ধি বিদ্যাকে তাহারা বানরের ন্যায় নাচাইয়া বেড়াইত; সুতরাং কখন যে অলক্ষ্মীর অন্তর্গৃহ বহু [illegible] ছাড়িয়া থাকিতে পারিব তাহাত আমার [illegible] হয় না লোকে অলক্ষ্মীকে আমার সপত্নী বলিয়া সম্বোধন করে কিন্তু শ্রীপতিকে তাহার সঙ্গ করিতে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তখন আমার উহাতে কোন শঙ্কা নাই। দুঃখ কষ্টে পড়িয়াও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আমি এখন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহার পর তিনি ধর্ম্ম রাজের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ভগবন্ আপনার জন্যই আমরা অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি! আপনি ইহাকে লইয়া কি রূপে ঘর করিবেন আপনার স্বভাব চরিত্র যে রূপ নির্ম্মল, এবং আপনার মন যেমন খুঁৎখুঁতে, তাহাতে আপনার এখানে থাকাই ভার দেখিতেছি।

তখন ধর্ম্ম মহারাজার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহালক্ষ্মীর কথা শ্রবণ করিলেন? আপনি ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন বলুন অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কিরূপে করিবেন? তখন ধর্ম্মাদিত্য বিষণ্ণ মনে মস্তক অবনত করিয়া কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে আমার আশ্রয়স্থান দেবগণ! আপনারা সকলি করিতে পারেন, শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করিয়া যদি মেদিনীতে শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, সমুদ্র মন্থন উপলক্ষ করিয়া যদি দেবাসুর সংগ্রামে অসুর কুল নির্ম্মূল করিতে পারিয়াছিলেন, তখন এই অলক্ষ্মীর আধিপত্য সঙ্কোচ করিতে কেন সঙ্কুচিত হইতেছেন? আর একটা কথা, দিবসের জ্যোতিঃ রজনীর অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেলে যখন আবার অরুণোদয়ে দিবা কান্তি দিব্য প্রকাশিত হইয়া উঠে, আলোকের পশ্চাতে অন্ধকার থাকিতে পারে, জ্বলন্ত দীপাধারের নিম্নে যদি অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে, তবে ধর্ম্মের অন্তরালে অলক্ষ্মী কেন না অবস্থিতি করিতে পারিবে? যখন রোগ শোক পাপ তাপ জরা মৃত্যু স্বাস্থ্য শান্তি পুণ্য তৃপ্তি যৌবন জীবন একত্র বাস করিতে পারে তখন দুঃখ দরিদ্রতার প্রসূতি অধর্ম্ম অলক্ষ্মী কেন না তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিতে পারিবে।

ধর্ম্মরাজ স্তম্ভিত হইয়া মহালক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন দেবি! এই ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের বিচার করা সহজসাধ্য নহে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র সংস্পর্শে কয়লার (অঙ্গারের) ময়লা (মলিনতা] ক্ষণেকের মধ্যে ছুটিয়া যায়, তখন তোমার প্রসাদ এবং আমার কটাক্ষ পাপরূপ মলিনতা কেন না বিধৌত হইবে? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে জ্ঞান অজ্ঞানতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য ধন দারিদ্র্য এক আসনেই উপবিষ্ট রহিয়াছে, শুভ সুযোগ উপস্থিত হইলে, জ্ঞান অজ্ঞানতার ধর্ম্ম অধর্ম্মের পুণ্য পাপের এবং দরিদ্রতা ধনের স্থান অধিকার করে, তখন তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজন কি? যে যেখানে আছ সে সেই স্থানেই থাকুক, আমরা লোকের ব্যবহার বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া চিরদিন আমাদিগের দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকিব। তাহাতেই ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হইতে থাকিবে। তাহা শুনিয়া তখন সকলে তাহাতেই সম্মতি প্রদান করত, সমস্ত উজ্জয়িনী প্রদেশে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মাদিত্যের আর, অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দান করণার্থ, অনুতপ্ত হইতে হইল না।

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

রাজা জয়াপীড়ের দিগ্বিজয়ের ঘটনা আর কত বা বর্ণনা করিব কেবল এই কথাতেই তাঁহার বিজয় ব্যাপার সহজেই বলা যায় যে কুমপালের সীমান্ত চারণী সেগর নদীর কূলনিবাসিনী জয়লক্ষ্মীর বিলাস বস্ত্র মণিময় দর্পণের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

দিগ্বিজয় শেষ হইলে তিনি অধীনস্থ রাজগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেন ও নিজের স্বয়ম্ভ রাজসম্পদ বহুদিন যাবৎ ভোগ করিতে লাগিলেন।

সকল দিক পরাজয় করায় তাঁহার বল বাড়িয়া গেল। একদা তিনি নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নে এক দিব্যাকার পুরুষ আসিয়া হাত জোড় করিয়া সবিনয় তাঁহাকে জানাইল, মহারাজ! আমি মহাপদ্ম নামক নাগরাজ, আপনার অধিকারে নাগসরোবরের মধ্যে বন্ধুজনের সহিত পরমসুখে বাস করিয়া আসিতেছি একণে আপনার শরণাগত হইলাম।

কারণ—আমি যেখানে থাকি তথায় অন্নের কষ্ট থাকে না ইহা অনেকেই জানেন সম্প্রতি মরুভূমি বাসীরা জলাভিলাষী হইয়া এক দ্রাবিড়বাসী মন্ত্রবিৎ সিদ্ধ পুরুষের শরণ লইয়াছে তিনি উহাদের কাছে প্রচুর ধন লইয়া আমাকে বেঁধিবার জন্য এখান হইতে লইয়া যাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

হে নাথ। সেই দ্রাবিড়ীর নিকট হইতে যদি আমাকে রক্ষা করেন তাহা হইলে আপনাকে মহোপকারী জানিয়া কাশ্মীর মধ্যেই আপনাকে সেই উপকারের বিনিময়ে প্রচুর স্বর্ণ প্রসবকারী এক পর্ব্বত দেখাইয়া দিব যাহা হইতে আপনার ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবে না।

রাজা স্বপ্নে এই কথা শুনিয়া পরদিন দ্রাবিড়ীকে খুঁজিবার জন্য নানাদিকে চর পাঠাইলেন ঐ সকল ভৃত্যের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই দ্রাবিড়ী তান্ত্রিককে নিকটে পাইয়া তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজার সকাশে অভয় পাইয়া স্বপ্নদৃষ্ট মহাপদ্মনাগের কথিত ঘটনাই নিজের অভিপ্রেত বলিয়া অবিকল বর্ণন করিলেন।

তাহা শুনিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজবর!

[illegible] প্রস্তরীভূত জীব ও উদ্ভিদদেহতত্ত্ব (Palaeontology) [illegible] সংগ্রহ করা হয়।

শারীরিক বিশেষত্ব, রীতি নীতি, ব্যবহার, সংস্কার, ভাষা প্রভৃতি মনুষ্যের নানা জাতির মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ সূচনা করে, অপরাপর প্রাণী জগতের সহিত মনুষ্যের কতটুকু সৌসাদৃশ্য ও সমতা আছে, মানুষ তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভৌগোলিক অবস্থার উপর কতটুকু শক্তি প্রকাশ করে এবং নিজেই বা তদ্দ্বারা কি পরিমাণে নিয়মিত হয়, এই সকল তত্ত্ব ভূগোল মানব চরিত্র বিজ্ঞান (Ethnology) হইতে প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ভূগোলের স্থান অতি উচ্চ। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে ভূগোল কেবল কণ্ঠস্থ করিবার এবং স্মৃতিশক্তির উপর যে [illegible] বোঝা চাপাইবার বিষয় নহে। ভূগোলের সাহায্যে বালকদিগের মনোবৃত্তির এককালীন বিকাশ ও গঠন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আর কোন একটী বিষয় দ্বারা সুশিক্ষার উদ্দেশ্য এরূপ [illegible] সিদ্ধ হইতে পারে না।

বহুমুখী বিদ্যা ভূগোল বালকবালিকাদিগের [illegible] পর্য্যবেক্ষণ শক্তি জাগাইয়া তুলে, সমীকরণ, শ্রেণীবিভাগ এবং সমালোচনা ও সাধারণ মন্তব্য দ্বারা বৈজ্ঞানিক নিয়ম বুঝিবার চেষ্টা শিশুদিগের যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট করিয়া দেয়। সরল ও যুক্তিযুক্তভাবে স্মরণশক্তির বিকাশ করিতে ভূগোল অতি প্রধান উপায়। চির পরিচিত নিত্য [illegible] অগণিত পদার্থ সমূহের এবং প্রকৃতির [illegible] পরিবর্ত্তিত অবস্থার নানাতত্ত্ব প্রকাশ করে। আমরা চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই [illegible] ভূগোলবিদ্যা এক অভিনব সৌন্দর্য্যে [illegible] করিয়া দেয়। ভূগোল হইতে আমরা [illegible] সর্ব্বাঙ্গীন যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে [illegible] তাহার সাহায্যে সমগ্র ভূমণ্ডল সম্বন্ধে [illegible] লাভ করিতে পারি। এইরূপে [illegible] জীবজন্তু ও পদার্থ সম্বন্ধে [illegible] জ্ঞান বিস্তৃত ও প্রসারিত হইলে আমরা [illegible] ও স্বাবলম্বন অভ্যাস করিতে পারি [illegible] জীবন সংগ্রামের জন্য শক্তিসঞ্চয় [illegible]।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভূগোলের এই উচ্চাসন [illegible] রক্ষা করিতে হইলে প্রধানতঃ উপযুক্ত সুশিক্ষিত শিক্ষকের একটি সুগঠিত সেনাদলের প্রয়োজন। এ শিক্ষক কেবল পেটের দায়ে পেশাদার "বেগারী" শিক্ষক হইলে চলিবে না। রাস্কিনের বেতন সর্ব্বস্ব লোক হইলে চলিবে না। কাজ সর্ব্বস্ব লোক হইতে এ শিক্ষকের বাছনী করিতে হইবে এবং শিখাইয়া পড়াইয়া তৈয়ার করিয়া তাঁহাদিগকে অধ্যাপনার সমরাঙ্গনে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। অন্ন বস্ত্রের চিন্তা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। বালকদিগের মনোবৃত্তির অনুযায়ী পূর্ব্বক মানুষ গঠন করা অনন্যকর্ম্মা ভূগোল গুরুদিগের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই সেকেলে উৎসাহহীন আদর্শ বর্জ্জিত বৃদ্ধশিক্ষককে ২৪ ঘণ্টার নোকর বলিয়া পোষণ করিলে তাঁহা দ্বারা ভূবিদ্যা অনুশীলন সম্ভবপর হইবে না। এ অধ্যাপনায় অধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতার অনুপাত অনেক অধিক। স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন চিন্তা, উৎসাহ ও আগ্রহ এ শিক্ষকতার জীবন। ভূগোল শিক্ষা অধ্যাপনার জন্য শিক্ষক গঠনের কোন বন্দোবস্ত বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে নাই—ভবিষ্যতেও সে আশা সুদূর পরাহত বলিয়া বোধ হয়। অতএব শিক্ষকদিগকে স্বয়ং শিক্ষিত হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপন চেষ্টায় ভূগোল পঠনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে।

কায়স্থের যজ্ঞসূত্র ধারণ।

গত ১৮ই মাঘ পাবনাতে কতিপয় কায়স্থ সন্তান যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। আমি ঐ দিবস বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে পাবনার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয়ের কাছারী বাড়ী হইতে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বাসায় ফিরিবার সময় [illegible]লের জমীদার শ্রীযুক্ত অনন্তলাল পাকড়াশী মহাশয়ের সহিত দেখা হয়। ঐ সময়ে পথের পার্শ্বস্থ একটী জনাকীর্ণ বাড়ীর অঙ্গনে আনন্দোচ্ছ্বাস দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, কয়েকটী বৃদ্ধ এবং যুবক, কেহ সর্ব্বমুণ্ডিত কেহ বা বিগতশ্মশ্রু হইয়া সমাসীন। এবং ৩৪ জন ব্রাহ্মণও রহিয়াছেন। দেখিলাম তথায় তখন কায়স্থের যজ্ঞোপবীত ধারণের অশ্রুতপূর্ব্ব তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এই দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁরা আমাদের উপস্থিতির বিষয় পত্রিকায় ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এহেন দুষ্কার্য্যে যোগদান কি সহানুভূতি, কিছুমাত্র আমাদিগের নাই। এবং থাকারও কোন কারণ নাই, যেহেতু চিরপ্রসিদ্ধ মথুরায় ঠাকুর বংশ অশূদ্র প্রতিগ্রাহী! আমি সেই বংশীয় এবং সেই আচারের অনুগামী! সম্প্রতি কোন জাতি বিশেষের সহিত জিগীষা এবং নূতন শিক্ষার প্রভাবে হঠাৎ এদেশে এ রুচির বিকাশ হইয়াছে। ইহাতে পুরুষানুক্রমে অজাতিগত আচার ব্যবহারকে সঙ্কল্পিত সামান্য ক্রীড়াকন্দুকের মত যথেচ্ছব্যবহারে অশৌচ সংকোচাদি নানাবিধ অকার্য্যের অবতারণা হইল।

শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে এবং চিরকালের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে কায়স্থ আগ্যজাতি নহে, শূদ্র বংশীয় কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম মাত্র।

তথ চাগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালায়াং।

আদৌ প্রজাপতি [illegible] মুখাৎ বিপ্রাঃ সদাচারাঃ বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজত্রিরে। পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ। [illegible] ভূতস্তু পদীপ [illegible] কায়স্থ [illegible] লিপিকারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতি তলে। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ। চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ। চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাঞ্চ [illegible] পঞ্চকাকে ॥ = ॥ অথ চিত্রসেনাদিসুতাঃ [illegible] মিত্রো দত্ত করণ এবচ। মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সংপ্রেতে চিত্রসেন সুতাভবি। করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ। মৃত্যুঞ্জয় তনুজাদেব সেনশ্চ পালিতঃ। সিংহশ্চৈব তথা [illegible] পদ্ধতি কারকাঃ।

পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃ পরা।

অর্থাৎ অগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালাতে লিখিত আছে যে আদিতে ব্রহ্মার উৎপত্তি তৎপর ব্রহ্মার মুখ হইতে দ্বারা সহিত বিপ্র এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য পা হইতে পূর্ব্ব তিন বর্ণের সেবক শূদ্রের [illegible] পুত্র হয় এবং তৎপর প্রদীপঃ প্রদীপের কায়স্থ নামে যে পুত্র হয় ঐ পুত্র লেখনী উপজীবী হয়। কায়স্থের চিত্রগুপ্ত এবং চিত্রসেন ও বিচিত্র নামে তিন পুত্র হয়। চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাসী হন এবং বিচিত্র নাগলোকে গমন করেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। চিত্রসেনের পুত্রাদি কেহ বসু কেহ ঘোষ, এবং গুহঃ মিত্রঃ করণ, মৃত্যুঞ্জয়, পৃথিবীতে এই ৭ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। করণের পুত্রগণ কেহ নাগঃ কেহ নাথঃ এবং দাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্রগণ কেহ দেব কেহ সেন; কেহ পালিত এবং সিংহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এবং ইহাদিগকেই পদ্ধতিকারক বলিয়া পূর্ব্বকালে মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥

ইহা হইতে দেখা যায় শূদ্রজাতি প্রদীপের কায়স্থ নামে যে পুত্র হয়, সেইপুত্র লেখনী উপজীবী হয়। তৎপর বংশপরম্পরা ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ইত্যাদি নানা উপাধি প্রাপ্ত হয়। এবং এই অনুযায়ী ইহাদের কার্য্য করণ; স্বজাতীয় অশৌচ এবং ক্রিয়াদি সর্ব্ববিধ কার্য্যই সৃষ্টি হইতে একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে! হঠাৎ ইহার অন্যথা বড়ই গর্হিত কার্য্য। সকল জাতীয়কেই এই অনুরোধ যে স্ব স্ব জাতির চিরন্তন প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভক্তিমন্ত্রার ও সৎকার্য্যে জাতির উন্নত এবং নিজের ইহপারলৌকিক উপকার করিয়া চিরগৌরবান্বিত হন! অশৌচ সঙ্কোচ অনেক নীচ জাতিতে করিয়া থাকে। কায়স্থ সৎশূদ্র। সমাজে কায়স্থের গৌরব কুলীন কায়স্থ সন্তানেরাই বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এসব কার্য্যে তাহার উপর উঠিবেনা। গৌরব "পাইতে" হয়, স্বহস্তে লওয়া দুষ্কর।

লিঃ শ্রীমাধবানন্দ দেবশর্ম্মণাম্ জেলা পাবনান্তর্গত মথুরা গ্রামবাসিনাম্।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

[গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা]

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিষয় সংবাদ পত্র পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, যাঁহারা এখনও অবগত নহেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে উহা লিখিত হইল।

উদ্দেশ্য :—স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম্ম সম্প্রদায়াদি বিচার না করিয়া সকল নিঃসহায় পীড়িত মুমূর্ষু, জরাগ্রস্ত এবং অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা।

উপায়—(ক) রাস্তা ঘাট এবং বাড়ি বাড়ি অন্বেষণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে বাহির করিয়া আশ্রয় ঔষধ পথ্য খাদ্য বস্ত্রাদি যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকেই তাহা দেওয়া।

[খ] যাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালে যাইতে রাজি, তাহাদের তথায় আশ্রমের খরচে প্রেরণ।

(গ) নিঃসম্বল ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হইলে জাতি ও ধর্ম্মানুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা।

[ঘ] মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাঁহারা অবস্থা বিপর্য্যয়ে এককালে নিঃস্ব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন অথচ সাধারণ দানস্থানে গমন করা অপেক্ষা অনশনে বা অর্দ্ধাশনে জীবনত্যাগ শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন, তাঁহাদের অন্বেষণ করিয়া গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান।

এক কথায় সেবকগণের শারীরিক পরিশ্রমে এবং ভিক্ষা ও চাঁদা লব্ধ অর্থে "দরিদ্র নারায়ণ"গণের যতদূর সেবাশুশ্রূষা করা সম্ভব এই সেবাশ্রমে সেই সমুদায় সেবাই করা হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৯০৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯২০১ ব্যক্তি সেবাশ্রমে সাহায্য পাইয়াছে।

রামাপুরা পল্লীস্থ একটি ভগ্ন বাটীতে অনেকদিন ধরিয়া উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে কিন্তু স্থানটি তত স্বাস্থ্যকর ও প্রশস্ত না হওয়ায় উত্তমরূপে সেবাকার্য্য চলিতেছে না। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সেবাশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮৯৩৪ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বারাণসী লাক্সা নামক পল্লীতে চারি বিঘা জমী খরিদ হইয়া ১৯০৮ সালের ১০ই এপ্রেলে উহার ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হয় এবং ৭ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিজ্ঞানানন্দের [ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার] তত্ত্বাবধানে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সংক্রামক এবং অন্যান্য রোগগ্রস্ত ৩৫ জন রোগীকে যাহাতে সচ্ছন্দে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থান বিশিষ্ট গৃহ সমূহ বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে যে রোগীগৃহ নির্ম্মাণ কল্পে দান স্বীকৃত হইয়াছে, সে সকল রোগীগৃহের ছাদ পর্য্যন্ত গাঁথনী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল গৃহ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে উহাতে ২৩ জন মাত্র রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইবে।

এখন অভাব—আরো ১২ জন রোগীর থাকিবার গৃহসমূহ এবং আশ্রম সেবক ও ভৃত্যাদিগের বাসোপযোগী রন্ধনশালা পাইখানা প্রভৃতি। ঐ সকল নির্ম্মাণ কার্য্যে অন্ততঃ আরো ২০০০০৲ টাকার প্রয়োজন।

ভারত চিরকাল দানের জন্য প্রসিদ্ধ। সেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্যটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের প্রাণের ইচ্ছা—যাহাতে ইহা স্থায়িত্বলাভ করে। সেবকগণ সকলেই সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের নিজেদের তো কোন সম্বল নাই। তদ্ব্যতীত তাঁহারা সমর্থপক্ষে নিজেদের আহারাদি পর্য্যন্ত সেবাশ্রম হইতে না করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইহার দায়িত্ব আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের প্রত্যেককে অনুরোধ করিতেছি যাঁহাদের সুবিধা হয় তাঁহারা স্বয়ং কাশীতে যাইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসুন। অথবা কাশীতে সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব আছেন—তাঁহাদের দ্বারা ইহার সংবাদ লউন। তাহার পর যদি আপনার এই কার্য্যটি যথার্থই লোকহিতকর বলিয়া ধারণা হয়, তবে আপনারা যথাসাধ্য এবিষয়ে সাহায্য করুন এবং বন্ধু বান্ধবকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য করান। আর এইরূপে 'দরিদ্র নারায়ণ' সেবারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের সহায়তা করিয়া নিজেরা ধন্য ও দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন। ইতি—

ভগবৎ সন্নিধানে নিয়ত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

ব্রহ্মানন্দ (স্বামী)

(অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণমিশন)

পুঃ—সেবাশ্রমের সাহায্য কল্পে যাঁহার যাহা কিছু দেয় অনুগ্রহ করিয়া সহকারী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারস সিটি, অথবা অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া—এই ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব। দানের হার অত অল্প হইলেও কৃতজ্ঞতার সহিত যথাযথ স্বীকার করা হইয়া থাকে।

এডুকেশন গেজেট

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সাল ইং ২৮ মে ১৯০৯ সাল

"ভূগোল শিক্ষা"—হলাণ্ডের বর্ত্তমান রাণী উইলহেলমিনাকে ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথমে তাঁহার ঘরের পরিমাপ ভাল করিয়া বুঝান হইয়াছিল। তাহার পর সমস্ত বাড়ীর সহিত ঘরের মাপের তুলনা করা হয়। তাহার পর বাড়ীর সহিত নিকটবর্ত্তী সহরের তুলনা করিয়া বোঝান হয়। তাহার সহিত সমস্ত হলণ্ডের; হলণ্ডের সহিত ইয়ুরোপের ও তাহার সহিত সমগ্র পৃথিবীর আকারের। ঘর, বাড়ী, বাগান, ও পাড়ার স্কেলে নক্সা করিয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়। মানচিত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী—বড় মানচিত্রকে ছোট আকারে আঁকার প্রণালী, এই সমস্ত দেখাইয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সকল শিক্ষক এবং অভিভাবকের ঐরূপে ছেলেদের ভূগোল শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। গ্রামের দ্রষ্টব্য স্থান, উদ্ভিদ পশু, পক্ষী, উৎপন্ন দ্রব্য, শিল্প, বাণিজ্য,

... সম্বন্ধে কথা দেখাইয়া ও শিখাইয়া সেই ভাবে জেলার ও দেশের সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে শিক্ষা ... হয়।

"দীর্ঘ জীবন কিসে হয়?"—সব চেয়ে ভাল ডাক্তার তিন জন। ডাঃ কোয়ায়েট (Quiet) শান্তি; ডাঃ ডায়েট (Diet সুপথ্য) এবং ডাঃ মেরিম্যান (Merryman আনন্দ) অধিক পরিশ্রমে তত স্বাস্থ্যহানি হয় না। অশান্তিতে—অশান্তি বোধে স্বাস্থ্যহানি হয়। বাঙ্গালায় আমরা বলি অস্‌সোয়াস্তি। উহার অর্থ অশান্তি বোধ; উহা "অস্বাস্থ্য" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। বয়স অধিক হইলে যে কাজ করা নড়া চড়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা শরীর ধ্বংসের একটী কারণ। ইংরাজেরা বুড়ো বয়সেও ছেলেদের ন্যায় খেলা করেন। উহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ক্রীড়া ... রাখিয়া আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বার্দ্ধক্যেও স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। জীবনে একটা নিয়ম—নিয়মাধীন থাকা বড়ই দরকার। দরিদ্র ভিন্ন সকলেই প্রায় অতিভোজন দোষে দুষ্ট। অতি ভোজন রোগের মূল। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাইও। মনকে কম বয়েসীদের মত আনন্দপূর্ণ রাখিও। কিছুতেই মনকে দমিতে দিও না। মনকে উচ্চে রাখিতে হয়। এক কথায় গীতার উক্ত সাত্ত্বিক কর্ত্তা হও—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

ইংরাজি পাঠ্য—৫ম ও ৬ষ্ঠ মান।

... কথাবার্ত্তার অর্থাৎ কোন পুস্তক ... দ্বারা শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক ছাত্রদিগকে ... মৌখিকভাবে শিক্ষাদান, রচনা, গ্রামার এবং লিখন—এই কয়টি শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্রবে ... যে পাঁচটী করিয়া পাঠ ছেলেদের দেওয়া হইবে; এক্ষণে যেভাবে ছেলেদের ইংরাজি পড়ান হয় তাহাতে শিক্ষক নিজে বড় একটা কথা কহেন না। ছেলেদেরই অনেক কথা কহিতে হয়। নূতন ব্যবস্থানুসারে শিক্ষক আর বেশী সময় চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মৌখিক শিক্ষাদান ব্যাপারে তাঁহাদিগকে ছেলেদের সহিত সমানভাবে বরং বেশী কথা কহিতে হইবে। ছাত্রের অভিজ্ঞতার দৌড় যে পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে সকল দৃশ্য তাহাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে সেই সকল বিষয় যে সকল লোককে তাহারা জানে অথবা যাঁহাদের বিষয় তাহারা পড়িয়াছে সেই সকল লোকের বিবরণ এবং উহাদের পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি হইতে অনেক বিষয় উহাদিগকে শিখান যাইতে পারিবে। এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন এই শ্রেণীতে এক বৎসরের মধ্যে সরল, সাধারণ গুণপ্রকাশক শব্দসকল তাহাদের শিক্ষা হইয়া যায়। এই সকল গুণপ্রকাশক শব্দ পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে যেন শিখান হয় না। যে পরিচিত বস্তু বা ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করিতেছে সেই বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কথা সকলও ঐ সঙ্গে যেন শিক্ষা হইয়া যায়। প্রধানতঃ মৌখিক শিক্ষা স্থলে আবশ্যকমত গ্রামার শিখানও যেন হয়. ক্রতলিখন এবং বোর্ডের লেখা দেখিয়া লিখন—এ শিক্ষাও ঐ সঙ্গে হওয়া চাই।

মৌখিক রচনা এই শ্রেণীর ছেলেদের শিখাইতে হইবে। ছেলেদের কোনও মৌখিক পাঠ সম্বন্ধে শ্রেণীস্থ বালকদিগকে ছয়টি করিয়া বাক্য লিখাইলেই হইবে। এইভাবে যেন বরাবর কাজ হইতে থাকে। ছেলেরা গ্রামার যাহা শিখিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত এই সকল রচনার মধ্যে থাকিবে। শিক্ষক মহাশয় উচ্চস্বরে ছেলেদের মধ্যে গল্পপাঠ করিবেন এবং প্রশ্নসমূহের দ্বারা সে গল্পটির তাৎপর্য্য তাহাদের মুখ হইতে বলাইয়া লইবেন। পরে ছেলেরাও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত আভাষ হইতে ঐরূপ গল্প নিজেরাও রচনা করিতে অভ্যাস করিবে।

মৌখিক শিক্ষা দিবার সময় সেই শিক্ষা প্রসঙ্গে গ্রামার শিখাইতে হইবে। একটা বাক্যের মধ্যে কোনটি কর্ত্তা কোন্‌টি ক্রিয়া কোন্‌টি কর্ম্ম, বচন—এক বচন বহুবচন; পুরুষ, লিঙ্গ, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ, কর্ম্মপদ, কাল, বাচ্য, অসমাপিকা ক্রিয়া, সহায়ক ক্রিয়া Auxiliary) বিশেষণের তারতম্য, বিশেষ্য বিশেষণ এবং অব্যয়—এ সকল শিখাইতে হইবে।

আবৃত্তির জন্য সপ্তাহে তিনটি পাঠ দেওয়া হইবে। এই শ্রেণীর "রীডার" পুস্তকে ছবির পাতা লইয়া ১২৮ পৃষ্ঠা থাকিবে, তন্মধ্যে ১১৬ পৃষ্ঠা গদ্য এবং ১২ পৃষ্ঠা পদ্য। এই সময়ে ছেলেদের আবৃত্তির জন্য যে পাঠ দেওয়া যাইবে তাহা যেন অপেক্ষাকৃত অনেকটা সাধারণ ভাবের হয়, ৮০ লাইন পদ্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে দেওয়া হইবে। ধারাবাহিক এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে ছেলেদের উত্তর দিতে হয় এমন ভাবের প্রশ্ন সমূহ করিতে হইবে।

ইংরাজি হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে ছেলেদের অভ্যাস করাইতে হইবে; যে স্থলটি তাহাদের অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে সেটির যেন ভালরূপ অর্থবোধ তাহাদের হইয়া থাকে। মাতৃভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদও এই সময়ে আরম্ভ করা হইবে।

ষষ্ঠ মান

মৌখিকপাঠ, রচনা, গ্রামার এবং লিখন—এই কয়টি বিষয় সম্বন্ধে চারিটি পাঠ সপ্তাহে দেওয়া আবশ্যক। পঞ্চম মান শ্রেণীতে মৌখিক পাঠের স্থলে যেরূপ ইংরাজী বাক্য সমূহের ব্যবহার করার ব্যবস্থা হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন অথচ ইংরাজি বাক্য সমূহের ব্যবহার এই শ্রেণীতে করিতে হইবে। ঐ সকল বাক্যে গ্রামার শিক্ষাদানের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। "রীডার" পুস্তক অবলম্বনে প্রচলিত ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে এবং ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক পাঠ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্রুত লিখন এবং বোর্ডে দেখিয়া লিখান পঞ্চম মান শ্রেণীতে যেমন চলিয়া আসিয়াছে এই শ্রেণীতেও তেমনি চলিবে।

রচনা সম্বন্ধে পঞ্চম মান শ্রেণীতে যেমন হইয়াছে এই শ্রেণীতেও তেমনি চলিতে থাকিবে। ছেলেদের জানা বিষয় সমূহ সম্বন্ধে ছোট ছোট রচনা উহাদিগকে করিতে দিতে হইবে; যে বিষয়ে রচনা তাহাদিগকে করিতে দেওয়া হইবে, সেই বিষয়ে কোন্ কোন্ প্রসঙ্গে তাহারা লিখিবে তাহার আভাষ বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। পঞ্চম মান শ্রেণীতে গ্রামার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় শিখান হইয়াছে এই শ্রেণীতে সে সকলের পুনরালোচনা করা হইবে, তদ্ভিন্ন আর নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি শিখাইতে হইবে:—সম্বন্ধ বোধক সর্ব্বনাম [Relative Pronoun] বিশেষণ বাচক ক্রিয়ার বিশেষণ বাচক এবং বিশেষ্য বাচক বাক্য সমূহ, মিশ্র ও জটিল বাক্যসমূহ।

আবৃত্তি সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে তিনটি করিয়া পাঠ দেওয়া হইবে। ছবির পৃষ্ঠা বাদে "রীডার" পুস্তকে ১৭৬ পৃষ্ঠা থাকিবে; তন্মধ্যে ১৬০ পৃষ্ঠা গদ্য এবং ১৬ পৃষ্ঠা পদ্য। এই শ্রেণীতে ছেলেদিগকে যে আবৃত্তি করান হইবে তাহা কেবল তাহাদিগের পাঠ্য "রীডার" পুস্তকে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। অর্থাৎ অন্য পুস্তক হইতেও আবৃত্তি করিতে দেওয়া হইবে। স্কুলে একটি লাইব্রেরী থাকিবে। এই লাইব্রেরী হইতে ইংরাজী পুস্তক

শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের জন্য পছন্দ করিয়া দিবেন। ভাল ভাল ইংরাজি পুস্তক পড়িতে ছেলেদের উৎসাহ দিতে হইবে। সাহিত্য বলিতে যে কি বুঝায় তাহার কতকটা ভাব এই শ্রেণীতে ছেলেদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে হইবে। ১২০ লাইন পদ্য ছেলেরা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে।

ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় এবং মাতৃ ভাষা হইতে ইংরাজিতে সরল সরল বাক্য নিয়মিত ভাবে এই শ্রেণীতে ছেলেদের অনুবাদ করিতে শিখাইতে হইবে।

বাঙ্গালার জেল বিবরণী

১৯০৮ সালের বাঙ্গালা জেলা বিভাগের কার্য্য বিবরণী বিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে:—

এ বৎসর জেলে লোকসংখ্যা অসম্ভাবিত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০৭ সালে জেলে প্রবিষ্টের সংখ্যা ৭৮৮৯১ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০৮ সালে ১০১০০০ সংখ্যারও অধিক হইয়াছে। কয়েদী দিগের দৈনিক গড় সংখ্যা ১৫২৫৭ স্থলে বাড়িয়া ১৬৮৫৩ হইয়াছে। ইদানীং কয়েক বৎসরে বিচারাধীন আসামীদিগের সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০৫ সালে ২৯৯৪৬ জন বিচারাধীন আসামী জেলে প্রবিষ্ট হয়। ১৯০৭ সালে ঐরূপ জেলে প্রবিষ্ট আসামীর সংখ্যা ৩৩১০১ হয়। এবং আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৮ সালে ৪৪৮০৪ হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেণ্ট্রাল জেল গুলিতে দায়রার মোকদ্দমার আসামীদিগকে গড়ে ৩৪.১ দিন আটক থাকিতে হইয়াছিল। অন্যান্য মোকদ্দমায় ১৭.৪ দিন আটক থাকিতে হয়। ১৯০৭ সালে দায়রার মোকদ্দমার আসামীগণকে গড়ে ২৭.৪ দিন এবং অন্যান্য মোকদ্দমায় ১৫.৬ দিন আটক থাকিতে হইয়াছিল। ১৯০৮ সালে আলিপুরে একটি নূতন জেল খোলা হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে জুভেনাইল জেল। যুবা অপরাধিদিগের জন্য এই জেলের ব্যবহার হয়। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন, দাগী আসামীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র জেল থাকাই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে ইনসপেক্টর জেনারেল মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ছোটলাট বাহাদুর সাধারণভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। ঐ বিশেষ জেল নির্ম্মিত হওয়ার জন্য টাকা এক্ষণে নাই। টাকা হইলেই কিরূপ ব্যবস্থায় ঐ বিশেষ জেলটি নির্ম্মিত হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

বাঙ্গালার সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭টী জেল আছে। কোন্ জেলে কত কয়েদীর স্থান হইবে তাহার ঠিকানা আছে। এ বৎসর জেলের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ন্যূন ১৯টী জেলে কয়েদীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট কয়েদী অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিচারাধীন আসামীদিগের স্থান ১১টী জেলে অপ্রতুল হইয়াছে। অন্যান্য কয়কটি জেলে অস্থায়ি ভাবে লোক সংখ্যা বাড়িয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন জেল সমূহে কয়েদী ছড়াইয়া দিয়া প্রতিকার করা হইয়াছে। নূতন প্রেসিডেন্সী জেল নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নির্ম্মাণ শেষ হইলেই উহার ব্যবহার আরম্ভ হইবে। সাবেক জেল অপেক্ষা নূতন জেলে যে স্থান বাড়ান হইয়াছে তাহাতে আর ৭১১ জন কয়েদীর স্থান হইবে কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে এক্ষণে সমধিক সংখ্যক লোককে জেলে যে স্থান দিতে হইবে সে স্থানের সঙ্কুলান এই নূতন জেলে হইবে না। সুতরাং নূতন জেল নির্ম্মিত হইলেও কিছু দিনের জন্য পুরাতন প্রেসিডেন্সী জেলও রাখিতে হইবে। এবং ঐ কাল মধ্যে নূতন সেণ্ট্রাল জেল নির্ম্মাণ করিয়াই হউক অথবা অন্য কোনও উপায়েই হউক জেলে স্থান বাড়াইবার আবশ্যক হইবে।

আলোচ্য বৎসরে জেলে মৃত্যু সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয়। সকল শ্রেণীর কয়েদীদের মধ্যে পীড়িতের দৈনিক সংখ্যা ১৯০৭ সালের দৈনিক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০৭ সালে প্রতি হাজারে ১৭.৫ জন কয়েদীর মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে এই মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩০.৯. মোট এ বৎসরে ৫২২ জন কয়েদীর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯০৭ সালে ২৬৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এই বেশী মৃত্যু সংখ্যার প্রধান কারণ সমগ্র দেশে সাধারণতঃ এ বৎসর অস্বাস্থ্যকরতা। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও আছে, জেলের লোক সংখ্যা বৃদ্ধিও ইহার একটি কারণ, অনেকগুলি জেলায় অন্নকষ্ট হেতু অনেক লোক জেলে গিয়াছে। উহাদের কাহারও স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। রক্তামাশয় ওলাউঠা এবং ফুসফুসের ব্যারাম—প্রধানতঃ এই কয়টী রোগেই মৃত্যু বেশী হইয়াছে। ম্যালেরিয়া হইতে মৃত্যু কম হইয়াছে।

সমগ্র জেল সমূহে কয়েদীদিগের প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি হইতে আয় এ বৎসরে ৪৫৬১২৭৲ টাকা হইয়াছে। ১৯০৭ সালে উহা হইতে আয় হইয়াছিল ৫৩৭১০৬ টাকা। সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত প্রত্যেক কয়েদী দ্বারা গড়ে বৎসরে ১৯০৬ সালে ৪৬৸৹ ১৯০৭ সালে ৪০৶৹ এবং ১৯০৮ সালে ৩২৶৹ হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী জেলে প্রতি কয়েদী দ্বারা উপার্জ্জন ১৩৪৷৶৹ হইয়াছে। এই জেলে ছাপাখানার কার্য্য হইতেই আয় বেশী। হাজারিবাগ জেলে কয়েদীরা প্রধানতঃ কম্বল বুনিয়া থাকে। মুসব্বর গুঁড়া করে এবং অন্যান্য কাজও করিয়া থাকে। এখানে প্রতি কয়েদী হইতে ২৬৸৹ আয়। কুইনাইনের মোড়ক প্রস্তুত করার কাজ আলিপুর জুভিনাইল জেলে দেওয়া হইয়াছে কারণ সেখানে যুবা কয়েদীরা থাকে এবং ঐ কাজ উহাদেরই দ্বারা ভাল হওয়া সম্ভব। আলোচ্য বৎসরে ৪০ লক্ষেরও অধিক ১ পয়সা মূল্যের কুইনাইনের মোড়ক এই জেল হইতে প্রস্তুত করাইয়া ডাকঘর সমূহে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলে যে সকল কয়েদ অপরাধ করে তাহাদের সংখ্যা ১৯০০ সালে ২৫৭৩৪; এ বৎসরে ২৮৬৮৮। ১৯০৭ সালে ১৩৪০ ওয়ার্ডার সাজা পায়, এবৎসরে ১৫৮৩ জন সাজা পাইয়াছে। ৩৯ জনকে ডিসমিস করা হইয়াছে। এবং ৪০ জনের কাহাকেও সসপেণ্ড এবং কাহাকেও অবনত করা হইয়াছে।

ইনসপেক্টর জেনারেল বলিয়াছেন কয়েদী ওভারসিয়ার এবং কয়েদী ওয়ার্ডারদিগের উপর প্রহরী কার্য্যের ভার আছে। ইহাতে খরচ কম হয় বটে কিন্তু কাজ ঠিক হয় না। আলিপুর বোমার মোকদ্দমার সরকার পক্ষের সাক্ষী নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা এইরূপ কয়েদী প্রহরী নিযুক্ত রাখার জন্যই যে অনেকটা হইয়াছে সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের বিধান হইতেছে। জেলার ডেপুটি জেলার এবং সহকারী জেলারদিগের বেতন বৃদ্ধি বিগত ১লা এপ্রেল হইতে মঞ্জুর হওয়ায় ঐ সকল কর্ম্মচারিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুরও তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা।] আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা সকলেই আপীল দাখিল করে।

মকদের পক্ষেই আপীল করিবার কারণ বর্ত্তমান আছে বুঝিয়া হাইকোর্টের বিচার পতিগণ আপীল গ্রহণ করিয়াছেন। যথাসময়ে আপীলের শুনানি হইবে।

বি ই কোম্পিও মেডিকেল স্কুল হইতে এ বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এইচ এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—রমণীমোহন দাস, সীতানাথ বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়, এম এ খাঁ মজলিশ, হবিবর রহমন, নগেন্দ্রনাথ রাউ, গিরীন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

[বর্দ্ধমান] মেদিনীপুরের বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত সন্তোষ, সুরেন্দ্র, ও যোগজীবনের আপীলের মামলা প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতেছে। আপেলান্টগণের পক্ষের কৌন্সেলেরা তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। সরকার পক্ষে মিঃ গ্রেগরি তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন।

[সাধারণ] বিগত ১৯শে যে তারিখে বিলাতে জাপান সমাজের বাৎসরিক ভোজ সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ কোটো সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রিন্স কুসিমি এবং রোমের জাপানী সচিব ব্যারণ হ্যায়াশি ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। চীনীয় সচিব জাপানি সাহিত্য ও শিল্প বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রসার হেতু আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

সীমান্ত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মীরা জিড এবং অন্য অন্য সীমান্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান মোল্লাগণকে কাবুলে আসিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। আমীরের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয় সেই ব্যাপারে ইহাঁরা ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় কাবুলে ইহাঁদিগের বিচার হইবে। যে সকল পঞ্জাবী মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জেলে আছে তাহাদিগের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ছোটলাট বাহাদুরের শিউড়িতে গমনোপলক্ষে হেতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর স্বর্গীয়া রাণী পদ্মাসুন্দরী দেবীর স্মরণার্থ সিউড়িতে লেডী কর্জ্জন জেনানা হাঁসপাতালে দশ হাজার টাকা দান করেন। সম্প্রতি ঐ স্বর্গীয়া রমণীর নামে আরও ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় রোগীদের জন্য হাঁসপাতালে দুইটী গৃহ নির্ম্মিত হইবে

বোমা সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সংস্রবে উল্লাসকর দত্ত ধৃত হওয়ার পর উল্লাসকরের পিতা মিঃ দ্বিজদাস দত্তকে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করান হয়। এবং তাঁহার আরও কয়েকজন আত্মীয় যাঁহারা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংস্রবে ছিলেন সকলকেই কার্য্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। উল্লাসকরের পিতাকে পেন্সন দেওয়া হইবে কিনা সেই বিষয় লইয়া এতদিন আলোচনা চলিতেছিল। পুলিশ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে উল্লাসকরের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা প্রভৃতি বিষয় তাহার পিতা দ্বিজদাসের অগোচর ছিলনা; কিন্তু পুলিশ সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট মিঃ দ্বিজদাস দত্তের মাসিক ১২৪৲ টাকা পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছেন। মিঃ দ্বিজদাস কুমিল্লা ট্রেজারি হইতে পেন্সনের টাকা পাইবেন।

মধ্য প্রদেশে কার্পাসের আবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৮৬৫ সালে তথায় ১,৮৩৭,৬৬৭ একর জমীতে কার্পাসের চাষ ছিল, ১৯০৭ সালে ৪,৮২১,০৪১ একর জমীতে ইহার আবাদ হইয়াছে। তথায় কার্পাসের ন্যায় আর কোন ফসলেরই এত অধিক আবাদ হয় না। কার্পাসের পরেই ধানের আবাদ গণনা করা যাইতে পারে। আনুমানিক ৪৫ লক্ষ একর জমীতে ধানের চাষ হয়। সরকারী কাগজ পত্রে প্রকাশ যে এই কার্পাসের চাষে তথাকার চাষী লোকের অবস্থা ফিরিয়াছে।

বর্দ্ধমান, বাঁকীপুর ডুমরাওন, ভাগলপুর ও কটক—এই কয়টী স্থানের কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও কৃষিক্ষেত্রের অবতারণা হইতেছে। হুগলী জেলায় চুঁচুড়ার নিকট ৬৭০ বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে ও পত্তনের কার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত খড়্গপুরে প্রায় দুই শত বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রটী বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের কৃষি সম্বন্ধীয় কার্য্যাদির কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইবে। কাঁকর যুক্ত জমীতে কিরূপ চাষের উন্নতি হইতে পারে এই পরীক্ষার জন্য ছোটনাগপুরে রাঁচিতে একটী কেন্দ্রের পত্তন হইতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের অন্তর্গত কলিম্পং নামক স্থানে আড়াই শত বিঘা জমিতে একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই স্থানের কার্য্যাদি "সেণ্ট এণ্ড্রুস্ হোম" বাসী গরিব খৃষ্টানগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। ফ্রেজারগঞ্জে কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রায় ১৭৫ বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে। এই সকল সাধারণ কৃষি পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্র ব্যতীত বিশেষ উদ্দেশ্যেও কয়েকটী ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। রংপুরে ও পূর্ণিয়ায় এইরূপ দুইটী পাটবীজক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই দুই কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ১৭৫ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল।

লায়েলপুরের কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাসিক দশ টাকার দশটি বৃত্তি, একটি পাঁচ টাকার ও আর একটি তিন টাকার। দুই বৎসর কাল এই বৃত্তি বাহাল থাকিবে। ইহা ছাড়া ভূতপূর্ব্ব লাট ইব্বটসনের নামে একটি ১১ টাকার বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। যে ছাত্র প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ব্যবহারিক কৃষিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকেই এক বৎসর কালের জন্য এই বৃত্তিটি দেওয়া হইবে। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে এই বৃত্তিটি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। (কমলা)

কুমারি মাধবী সুন্দরী দাস সি এম বালিকা বিদ্যালয়, শিলচর বিশেষ উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি পাইলেন। বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৩৲ টাকা। ১লা জানুয়ারী ১৯০৯ হইতে ২ বৎসর ঐ স্কুলেই এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। সচ্চরিত্র এবং পড়া শুনায় সন্তোষজনক উন্নতি দেখান চাই।

কুমারী লীলাবতী রায়কে দেও মধ্য ছাত্রবৃত্তি বাড়াইয়া এমন ১০ টাকা করা হইল। ঢাকা ইডেন বালিকা হাই স্কুলে ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৪ বৎসর এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। সচ্চরিত্র এবং পড়াশুনায় সন্তোষজনক উন্নতি দেখান চাই।

শ্রীবেণী মাধব নাথ বাকচি কমিল্লা ঈলিয়াট আর্টিজন স্কুল হইতে বিগত সন ওভার শিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের খনি শ্রেণীতে ২ বৎসর কাল ব্যাপী মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে একটি বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া হইল। কলেজের সেশন ৩রা মে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৃত্তি ঐ সময় হইতে দেওয়া হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু কৃষ্ণলাল দে বর্দ্ধমানের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মিঃ সৈয়দ আহাম্মদ নবাব চম্পারণের সদরে স্থাপিত হইলেন। ডায়মণ্ড হারবারের ডেঃ মাঃ বাবু চুনীলাল মুখার্জ্জি উক্ত মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। প্রোবেশনারী ডেঃ কঃ লালা প্রেমনাথ কাপুর প্রোটেম ৮ম শ্রেণীর ডেঃ মাঃ হইয়া পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন। বকসারের [illegible]নাথ জঃ মাঃ

মিঃ গুরুপদর দত্ত কিষণগঞ্জ মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। সাহাবাদের ডেঃ মাঃ মিঃ এ আর ষ্টার্ক বক্সার মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ২৪ পরগণার ডেঃ মাঃ বাবু শশিভূষণ বসু আলীপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ মিত্র ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। চম্পারণের ডেঃ মাঃ বাবু হরসহায় লাল ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। সিংহভূমের প্রোটেম ডেঃ মাঃ বাবু ব্রজবন্ধু মিশ্র ২ মাসের ছুটী পাইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু হরবংশ সহায় আর ৬ মাসের ফর্লো পাইলেন। বাগেরহাট প্রোটেম ডেঃ মাঃ বাবু সুশীলকুমার ঘোষ ৩ মাসের মুর্শিদাবাদের প্রোটেম ডেঃ মাঃ সাহেবজাদা আহম্মদ হালিম উজ্জমান ১ মাস ৫ দিনের গয়ায় ডেঃ মাঃ বাবু গোপেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—হুগলীর মুঃ বাবু সতীশচন্দ্র বিশ্বাস ১ মাস ২৯ দিনের ছুটী পাইলেন। নড়াইলের মুঃ বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগণার সব ডেঃ কঃ বাবু শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য ডায়মণ্ড হার্ব্বার মহকুমায় বদলী হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

শিক্ষা—বাবু মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক আফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। মজফরপুর জেলা স্কুলের প্রতিনিধি হেঃ মাঃ বাবু হরকান্ত বসু ডিরেক্টর অফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। বাবু কালীপ্রসাদ পূর্ণিয়া জেলার সব ইনঃ পাকা হইলেন। রাভেন্‌স কলেজের হেড ক্লার্ক বাবু আর্ত্তবল্লভ ঘোষ ৯ মাসের ছুটী পাইলেন। রাভেন্‌স কলেজের সেবঃ আসিষ্টাণ্ট বাবু হেমচন্দ্র পালিত উক্ত কলেজের হেডক্লার্ক হইলেন। বাবু প্রসন্নকুমার দেব বিএ কুসিয়ঙ্গ ভিক্টোরিয়া স্কুলের মুন্সী হইলেন। বাঁকুড়ার সব ইনঃ বাবু কুমুদমোহন গাঙ্গুলী বিএ ৩৫ দিনের ছুটী পাইলেন। বাঁকুড়ার দ্বিতীয় অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃর ক্লার্ক বাবু যতীন্দ্রনাথ চট্টো বাঁকুড়ার সব ইনঃ হইলেন। মুঙ্গেরের সব ইনঃ বাবু রাম প্রসাদ ৬০ দিনের ছুটী পাইলেন। খড়্গপুর মইঃ স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু বলদেব সহায় মুঙ্গেরের সব ইনঃ হইলেন। ভাগলপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু যোগেশ্বর প্রসাদ বিএ উক্ত স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক হইলেন। বাবু মাধবপ্রসাদ পূর্ণিয়ার সব ইনঃ পাকা হইলেন। পূর্ণিয়ার সব ইনঃ মৌঃ আবদুল কোসেম ৫৫ দিনের ছুটী পাইলেন। বায়লোইয়ের গুরু শিক্ষক বাবু গিরিশ চন্দ্রসাহা পূর্ণিয়ার সব ইনঃ হইলেন। বাঁকুড়ার সহঃ সব ইনঃ বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ১ মাস ২০ দিনের ছুটী পাইলেন। বাঁকুড়ার সহঃ সব ইনঃ ও কালীপদ রায় বাঁকুড়ার সহঃ সব ইনঃ হইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

সাধারণ—সব ডেঃ কঃ মৌঃ দারাজুদ্দিন আহমেদ এবং মৌঃ দালিমুদ্দিন আহমেদ (নং ২) রাজসাহী বিভাগে, এবং বাবু সুকুমার সেন ঢাকা বিভাগে স্থাপিত হইলেন। জলপাইগুড়ির বাবু সন্তোষ নাথ সেন আলিপুর মহকুমায় বদলি হইলেন। রাজসাহী বিভাগের সব ডেঃ কঃ মৌঃ মহঃ আবদুর রশিদ এবং বাবু অশ্বিনী কুমার বসু দিনাজপুরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—ডিব্রুগড়ের সহঃ শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালী রাম দত্ত বি এ গৌহাটির কটন কলিজ স্কুলের শিক্ষক হইলেন।

উদ্ভট কবিতা

আলস্যং স্থিরতামুপৈতি, ভজতে চাঞ্চল্যমুদ্যোগিতাং
মূকত্বং মিতভাষিতাং বিতনুতে বাচালতা
প্রাজ্ঞতাম্।
কার্য্যাকার্য্য বিচারণা বিরহিতা গচ্ছন্তি চাদ-
র্য্যতাং
মাতর্লক্ষ্মি তবৈব দৃষ্টিপতনে দোষা ভবেযু
র্গুণাঃ॥ ১৯।

মাতঃ! লক্ষ্মি! যাহার উপর তোমার কৃপা দৃষ্টি পড়ে তাহার সমস্ত দোষ গুণে পরিণত হয়, তাহার আলস্য ধীরতা গুণের পরিচায়ক হয়, তাহার চঞ্চলতা উদ্যমশীলতা নামে অভিহিত হয় তাহার মূকতা মিতভাষিতা বলিয়া প্রশংসিত হয়, তাহার বাচালতা বুদ্ধিমত্তার আকার ধারণ করে, সে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনাশূন্য হইলেও লোকের আদরের পাত্র হয়।

সম্যাতে চূতে জগতি কলরাজে রসময়ে
জপাস্ত্রামা জম্বুঃ স্ফুটিতহৃদয়ং দাড়িম ফলং।
সশূলং সঞ্জাতং হৃদয়মভিমানেন পনসঃ
হুতুদস্তোয়ং তরুশিখরজং নারিকেলম্॥ ২০॥

আম্রের প্রশংসা করিয়া কেহ বলিতেছে—ফলরাজ রসময় আম্র ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে পর তাহার নিকট পরাভূত হইয়া জম্বুফল লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, দাড়িমের হৃদয় বিদীর্ণ হইল অভিমানে কাঁঠালের হৃদয়ে শূল রোগ উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া ভাবিয়া নারিকেলের অন্তর জল হইয়া গেল। ২০॥

শক্তিং করোতি সঞ্চারে শীতোষ্ণে মর্ষয়ত্যপি
দীপয়ত্যুদরে বহ্নিং দারিদ্র্যং পরমৌষধম্॥ ২১।

দারিদ্র্য—মহৌষধ, এই ঔষধে, সঞ্চরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে, জঠরাগ্নি উদ্দীপন করে॥ ২২॥

খলে খলে দৃঢ়প্রীতির্ন প্রীতিঃ সুজনে খলে
শনৌ রিক্তা সিদ্ধিযোগঃ শনৌ পূর্ণা তু পাপদা॥ ২৩

খলে খলে দৃঢ় প্রণয় হয়, সুজন ও খলের প্রণয় হয় না। শনিবারে রিক্তাতিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়, শনিবারে পূর্ণা তিথি হইলে পাপ যোগ হয়। শনিবার ও রিক্তাতিথি দুইই মন্দ উভয়ের সম্মিলনে যাত্রা শুভ। পূর্ণাতিথি শুভাতিথি শনির যোগে তাহাও অযাত্রিক হইয়া উঠে।

এল এম এস পরীক্ষার ফল ১৯০৯

প্রথম এল এম এস পরীক্ষা

(বর্ণমালানুসারে)

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে-

আঢ্য বনমালী, বক্সী হেমেন্দ্র.

বন্দ্যোপাধ্যায়— অমরেন্দ্র,— প্রফুল্লচন্দ্র, রামরঞ্জন। বসু—বিজিতেন্দ্র, জগবন্ধু। ভাদুড়ী গিরীশ, ভট্টাচার্য্য হরিবন্ধু, চক্রবর্ত্তী কেশবচন্দ্র।

চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র, গদাধর, শিশিরচন্দ্র, তুলসীচরণ, দাস শরৎকুমার। দত্ত—রাসবিহারী, শশিভূষণ। ঘোষ ফণিভূষণ, প্রফুল্লচন্দ্র, সৌরেন্দ্র মোহন। গুহ পরেশচন্দ্র, কর অতুলকৃষ্ণ, কোঁয়ার নরেন্দ্র নাথ, লদার ফ্রেজি, টিন পো। মৈত্র—কুমুদনাথ, মদনমোহন, নীলমণি। মজুমদার—সিদ্ধেশ্বর, সুরেশচন্দ্র। মল্লিক জগন্নাথ, ম মিত্র—ধীরেন্দ্র; জলধর, কালীকৃষ্ণ। মুখোপাধ্যায়—অনিলকৃষ্ণ, অম্বুজপ্রসাদ, গঙ্গাচরণ, যতীন্দ্র মোহন; রায় দুর্গাদাস। সেন—হরিশ্চন্দ্র, হিরণ্য কুমার। সেনগুপ্ত বিজয়ানন্দ, সিংহ জ্যোতিশ্চন্দ্র।

দ্বিতীয় এল এম এস পরীক্ষা

বর্ণমালানুসারে

বন্দ্যোপাধ্যায় হিমাংশুশেখর, বসু সুধীরকুমার দাস যতীন্দ্র মোহন মৈত্র গিরিশচন্দ্র, সান্ন্যাল হর গোপাল, সরকার গিরিজা ভূষণ সেন দেবেন্দ্রনাথ, সেনগুপ্ত ইন্দ্রনারায়ণ।

গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল কোর্স শেষ ও বিশেষ পরীক্ষার ফল।

[নিম্নলিখিত ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল শ্রেণী হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ]

অভয় পদ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নাথ বাগচি, ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

ব্যাঙ্কিং করেন্সী—রমাপ্রসাদ রায় প্রাইভেট।

পলিটিকাল ইকনমি—রমাপ্রসাদ রায় প্রাইভেট।

উন্নত বুককিপিং—আশুতোষ ভড়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাময় মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, সুরেন্দ্র চন্দ্র গুঁই। এগুরিটি এবং ইনসিউরেন্স—যতীন্দ্র মোহন মল্লিক।

ইংরাজী (মডার্ণ এবং কমার্শিয়াল)—ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

টাইপরাইটিং (মিনিটে ৪৫ টি কথা)—সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস, দ্বিজেন্দ্র নাথ মজুমদার বসন্তকুমার গোস্বামী, সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাইভেট, ম্যাগিটমসন কলিকাতা ফ্রি স্কুল।

(মিনিটে ৩৫ কথা)—ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথনাথ শেঠ, বুমিয়ার হোসেন, যতীন্দ্র নাথ গোস্বামী, নারদরঞ্জন ভটাচার্য্য, দেবেন্দ্র নাথ বাগচি, যতীন্দ্র মোহন ঘোষাল কলিকাতা কমার্সিয়াল ইনঃ মাবেল আত্রি, কলিকাতা ফ্রিবেল মরিয়েন লাডনার ঐ, জেসি হ্যামিল্টন ঐ, ডোরিস কস্টা ঐ, ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ প্রাইভেট।

শর্টহাণ্ড (মিনিটে ১২০ কথা)—ভবানী চরণ ঘোষ।

[মিনিটে ১০০ কথা]—অভয়পদ চটোপাধ্যায় অপূর্ব কৃষ্ণ দাস, বসন্তকুমার গোস্বামী, বিনোদ লাল সরকার, ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়; দ্বিজেন্দ্র নাথ মজুমদার, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কান্তি চন্দ্র ঘোষ প্রাইভেট, [illegible] ঐ।

[মিনিটে ৮০ কথা]—অজিতনাথ মিত্র, এ হালদার, ক্যামাজি রস্তমজি বুচিয়া, হরিদাস মুখার্জ্জি, হরেন্দ্রনাথ রায়; যতীনাথ মুখার্জ্জি; কৃষ্ণ চন্দ্র ভটাচার্য্য, মৃণাল গাঙ্গুলী, মন্মথ নাথ শেঠ, পরিতোষ ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, উপেন্দ্র নাথ সেন, বিজয় কৃষ্ণ মিত্র; কলিকাতা কমার্শিয়াল ইনঃ, হরেন্দ্র নাথ চটোপাধ্যায় ঐ, মার্গরেট টমসন কলিকাতা ফ্রি স্কুল, মাবেল আত্রি ঐ, ই ড্রাগুন ঐ, এস এন দত্ত মিঃ হিল্‌স প্রাইভেট ক্লাস।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বাঙ্গালার বণিক সমিতির দেয় পুরস্কার পাইবেন।

বুককিপিং—১ম পুরস্কার বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় বাবু আশুতোষ ভড়।

শর্টহাণ্ড—১ম পুরস্কার বাবু ভবাণীচরণ ঘোষ, ২য় বাবু বিনোদ লাল সরকার।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ রেমিংটন টাইপরাইটার কোম্পানীর দেয় মেডেল পাইবেন—

১ম মেডেল বাবু বসন্ত কুমার গোস্বামী
২য় „ বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩য় „ বাবু অপূর্ব্ব কৃষ্ণ দাস

সর্ভে শেষ পরীক্ষা।

[১৯০৯, মার্চ্চ মাসে গৃহীত]

পাবনা টেকনিকাল স্কুল

প্রথম বিভাগ।

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ পাল, ত্রৈলোক্যনাথ গুহ, মহেন্দ্রনাথ দে, মাখনলাল দে, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অনুকুলচন্দ্র কুণ্ড, হরিপদ সরকার, কবীন্দ্রসুন্দর দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সাহা; অক্ষয়কুমার বাস, কেশবচন্দ্র কুণ্ডু।

দ্বিতীয় বিভাগ

জালালুদ্দিন মিয়া, শচীন্দ্রনাথ দে; উজির মণ্ডল আশুতোষ সরকার, শশধর সেট, নায়েবউলা প্রামাণিক নকরউদ্দিন খন্দকার।

তৃতীয় বিভাগ

রসিকলাল গুহ, প্রিয়লাল সরকার, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, অক্ষয়কুমার ঘোষ, ইন্দ্রনারায়ণ দে, শশধর সাহা, সুরেন্দ্রকুমার দাস, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রমোহন সরকার, পূর্ণচন্দ্র দাস।

বি এ পরীক্ষার ফল ১৯০৯

অনার তালিকা

ইংরাজী—১ম বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

সেন ক্ষিতীশ চন্দ্র প্রেসিডেন্সী কঃ, হালদার সুধীর কুমার ঐ, দে সুনীলকুমার প্রেসিডেন্সী কঃ

২য় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

গুপ্ত সুরেন্দ্র প্রেসিডেন্সী, খৈতান কালী প্রসাদ ঐ, বসু নির্ম্মল ঐ, দত্ত প্রবোধ ঐ; ভট্টাচার্য্য কৌশিকনাথ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ, দত্ত নির্ম্মলকান্ত স্কটিশচার্চ্চ, দেব বীরেন্দ্র প্রেসিডেন্সী, কর ভূদেব চন্দ্র ঐ, বসু ক্ষেত্র পদ ঐ, সাহা শশি পদ হুগলী।

সংস্কৃত

দ্বিতীয় বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

দাস ভগীরথ চন্দ্র কলিকাতা সিটি কঃ, ভৌমিক মোক্ষদাচরণ রাজসাহী কঃ, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ প্রেসিডেন্সী।

পালি

২য় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

বড়ুয়া রেবতীরমণ প্রেসিডেন্সী কঃ, সেন চন্দ্র শেখর প্রেসিডেন্সী কঃ।

পার্শিয়ান

২য় বিভাগ

মহম্মদ গোলাম কাদের প্রেসিডেন্সী কঃ

ইতিহাস

১ম বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

মুখোপাধ্যায় সুবোধচন্দ্র প্রেসিডেন্সী, দত্ত মাখনলাল প্রেসিডেন্সী

২য় বিভাগ

মজুমদার রমেশ প্রেসিডেন্সী

দর্শন

১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী কুমুদবন্ধু কুচবেহার ভিক্ট কঃ

দ্বিতীয় বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

গঙ্গোপাধ্যায় নগেন্দ্র প্রেসিডেন্সী, রায় চৌধুরী গিরিজাশঙ্কর ঐ, মল্লিক কুলদা প্রসাদ রিপণ, ঘোষ শ্রীনাথ রাজসাহী

পলিটিকাল ইকনমি ও পলিটিকাল ফিলজফি

প্রথম বিভাগ

মুখোপাধ্যায় ভুজঙ্গ ভূষণ প্রেসিডেন্সী

দ্বিতীয় বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

চন্দ্র নির্ম্মলচন্দ্র প্রেসিডেন্সী, পিপলাই কালী প্রসন্ন ঐ, দত্ত সতীশ ভূষণ কলিকাতা সিটি কঃ ফজলুল হক প্রেসিডেন্সী কঃ

গণিত—১ম বিভাগ

চট্টোপাধ্যায় বসন্ত কুমার প্রেসিডেন্সী

২য় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

দাস গোপেন্দ্র প্রেসি, ঘোষ সতীশ ১ ঐ, রায় চৌধুরী যতীন্দ্র সিটি চট্টোপাধ্যায় অমূল্য স্কটিশ ভট্টাচার্য্য দুর্গা প্রসন্ন প্রেসি, চট্টোপাধ্যায় কুশি প্রসন্ন ঐ, চৌধুরী ব্রজ ঐ, চক্রবর্ত্তী অশ্বিনী ঐ,

ফিজিক্স

২য় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

রায় নরেশ চন্দ্র প্রেসিডেন্সী, সেন বিনোদ প্রেসিডেন্সী।

প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ

বর্ণমালানুসারে

আবদুল হাফিজ পাটনা কঃ, বাগচি বৈকুণ্ঠ নাথ রিপণ, বা হান রেঙ্গুন বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন কৃষ্ণ বঙ্গবাসী বা থিন রেঙ্গুন, বসু সুধীন্দ্র প্রেসিডেন্সী ভট্টাচার্য এইচ রেঙ্গুন, চক্রবর্ত্তী সতীশ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় যোগেশ স্কটিশ চর্চ্চ, চৌধুরী রায় যতীন্দ্র নাথ ঐ, দত্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঐ, দত্ত নৃপেন্দ্র কুমার ঢাকা কঃ, দে উমেশ চন্দ্র ঢাকা কঃ ঘোষ রজেন্দ্র নাথ মেট্রু, ইনঃ, ঘোষ সুরেশচন্দ্র স্কটিশ চর্চ্চ, হালদার সত্যচরণ মেট্রু, ইনঃ, হাওলাদার হীরালাল ঢাকা; মগময় রেঙ্গুন, মগ টীন ঐ, মিত্র রামশশী কলিকাতা সিটি কঃ, রায় যোগেশ স্কটিশ চর্চ্চ, রায় শশাঙ্কভূষণ ঢাকা কঃ, সেন বীরেন্দ্র রিপণ, সেন উমেশচন্দ্র মেট্রু, সৈয়দ মহম্মদ মবিরুল হক পাটনা কঃ।

পাশ তালিকা

বর্ণমালানুসারে

আবদুল মাজিদ ঢাকা কঃ, আবদুল রজ্জক পাটনা, আবদুর রজ্জক রাজসাহী, আবদুল হাস নাৎ সৈয়দ পাটনা, অধিকারী হরিচরণ রাজসাহী, আঘোরী কীর্ত্তিনারায়ণ সিং পাটনা, আঘোরী উমাকান্ত সিং বাঁকীপুর বি এন; আলি আকবর পাটনা, আমীরুদ্দীন ঐ, খাজপাই উমাপতি রিপণ,

বন্দ্যোপাধ্যায়—অজিত কুমার স্কটিস চর্চ্চ, মন্মথ নাথ কৃষ্ণনগর, নারায়ণ দাস প্রেসিডেন্সী; প্রসাদ চন্দ্র ঢাকা, শৈলেন্দ্র নাথ স্কটিশ চর্চ্চ, সন্তোষ নাথ রিপণ, সুরেন্দ্র নাথ কৃষ্ণনগর।

বর্দ্ধন সুরেশ চন্দ্র প্রেসিডেন্সী বড়ুয়া বিন্দু চন্দ্র মেট্রু।

বসু—বিনয় কৃষ্ণ স্কটিশ চর্চ্চ, ধীরেন্দ্র কুমার ঢাকা, হীরালাল মেট্রু, যতীন্দ্র নাথ স্কটিশ চর্চ্চ, মথুরা নাথ ঢাকা, নগেন্দ্র নাথ কলিকাতা সিটি কঃ প্রমোদ নাথ স্কটিশ চর্চ্চ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী তারকনাথ ভগলপুর টি এন জুবি।

ভট্টাচার্য্য—হেমচন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট, যতীন্দ্র নাথ কলিকাতা সিটি সুরেশচন্দ্র রাজসাহী। ভুঞি-শালী নলিনীকান্ত ঢাকা, বিশ্বাস আশুতোষ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ,

চক্রবর্ত্তী—অমূল্যচরণ বঙ্গবাসী; যোগেশ চন্দ্র ঢাকা, নরেন্দ্র নারায়ণ ঢাকা, রমেশচন্দ্র রিপণ, রোহিণীকুমার ঢাকা, সুধাংশু শেখর প্রেসিডেন্সী, উপেন্দ্র নাথ স্কটিশ চর্চ্চ। চন্দ—গোপাল চন্দ্র ঐ, উপেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা সিটি, চার্লস নীধামে বিশপ ক।

চট্টোপাধ্যায়—বসন্তকুমার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ বিজয়কুমার প্রেসি; কবিধন স্কটিশ চর্চ্চ, হেমেন্দ্র নাথ প্রেসি রাখাল দাস হুগলী, শশিভূষণ কটক র‍্যাভেন্স সূর্য্যনারায়ণ বঙ্গবাসী।

চৌধুরী—যতীন্দ্র মোহন স্কটিশচর্চ্চ, মুকুন্দ মোহন ঐ, রোহিণীকুমার ঐ কোর্ট এ বি বেঙ্গল ঢাকা, নগেন্দ্র স্কটিশচর্চ্চ, নলিনীদাস—বৈদ্যনাথ প্রেসিডেন্সী, জীবনানন্দ র‍্যাভেন্স; কুঞ্জবিহারী স্কটিশচর্চ্চ, নীলকণ্ঠ র‍্যাভেন্স কঃ। দাসগুপ্ত—অমূল চন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট; উপেন্দ্র নাথ বরিশাল ব্রজমোহন।

দত্ত—অমরনাথ বঙ্গবাসী, ভূপেন্দ্রনাথ স্কটিশ চর্চ্চ; দ্বিজেন্দ্রনাথ হুগলী কঃ; হারাণ চন্দ্র রিপণ ইন্দুভূষণ ঢাকা; সুরেন্দ্রনাথ রিপণ; সুরেশ স্কটিশচর্চ্চ; উপেন্দ্র কুমার ঢাকা কঃ। দত্ত চৌধুরী হরেন্দ্র কুমার ঐ

দে গোপীচন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ; দীপ নারায়ণ পাটনা কঃ; দেব সাগর সিংহ হাজারীবাগ সেণ্ট কলম্বো; ধর সতীশচন্দ্র স্কটিশচর্চ্চ।

গঙ্গোপাধ্যায়—অশ্বিনীকুমার স্কটিশ চর্চ্চ; বিনয়েন্দ্র নাথ ঐ ললিতমোহন রাজসাহী, পঙ্কজকুমার কৃষ্ণনগর, প্রিয়নাথ রিপণ; শচীন্দ্র র‍্যাভেন্স; সুরেন্দ্র মেট্রপলিটান।

ঘোষ—অহীন্দ্র রিপণ ভোলানাথ স্কটিশচর্চ্চ ধীরেন্দ্রনাথ ঢাকা; দ্বিজেন্দ্র কুমার প্রেসিডেন্সী; হরিনাথ রিপণ, যতীন্দ্র নাথ স্কটিশচর্চ্চ প্রিয়নাথ বঙ্গবাসী রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী।

ঘোষাল রামপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী, গোস্বামী দেবেন্দ্র নাথ মেট্রপলিটান, গুহ কালীপ্রসন্ন প্রেসিডেন্সী, গুহ রবীন্দ্র নাথ মেট্রু, ইনঃ গুপ্ত প্রশান্ত ভূষণ ঢাকাকঃ ইমুলহাসন পাটনা কঃ, জালালুদ্দীন আহাম্মদ প্রেসিডেন্সী কঃ, কান্তিলাল ব্রজেন্দ্র নাথ ঐ, খাঁ যোগেন্দ্র নাথ রাজসাহী কঃ কৃষ্ণ নন্দন প্রসাদ পাটনা কঃ; কুণ্ডু মাধব চন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট, লাহা সত্যচরণ প্রেসিডেন্সী কঃ, লাহিড়ী ভুবনমোহন ভগলপুর টি এন জুবিলি, মহান্তি নীলাম্বর র‍্যাভেন্স কঃ, মকবুলহক প্রেসিডেন্সী কঃ, মহেশ্বর প্রসাদ বাঁকীপুর বি এন মৈত্র জ্ঞানেন্দ্র নাথ রাজসাহী কঃ।

মজুমদার দিবাকর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ; হেম-স্কটিশচর্চ্চ, শান্তিময় প্রেসিডেন্সী, মল্লিক পাঁচু গোপাল রিপণ, মহম্মদ আফাক খাঁ কলিকাতা সিটি।

মিত্র—বিভূতিভূষণ প্রেসিডেন্সী কঃ হিরন্ময় মেট্রু ইনঃ ননীগোপাল বঙ্গবাসী কঃ সুরেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কঃ ত্রিগুণাচরণ স্কটিশচর্চ্চ মহম্মদ ইব্রাহিম প্রেসি কঃ।

মুখোপাধ্যায় বসন্ত বিহারী প্রেসী কঃ, ভূধর চন্দ্র রিপণ, বিলাসচন্দ্র বরিশাল ব্রজ ইনঃ গিরিজা ভূষণ মেট্রু ইনঃ; যামিনিকান্ত প্রেসি জিতেন্দ্র রিপণ জ্ঞানেন্দ্র স্কটিশ, ললিত মোহন বঙ্গবাসী, মণিলাল ঐ মনোমোহন রাজসাহী কঃ নকুলেশ্বর স্কটিশচর্চ্চ ননীগোপাল ঐ, নরেন্দ্র নাথ বঙ্গবাসী, সত্যেন্দ্র কুমার রিপণ, তিনকড়ি প্রেসিডেন্সী, উষাকান্ত কলিকাতা সিটি কঃ, নাজমুর রহমন প্রেসিডেন্সী পাটন প্রকাশ চন্দ্র ঐ, পাল সুনীতি কুমার স্কটিশ চর্চ্চ, পাণ্ডা শ্রীপতি লাল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ পোদ্দার যজ্ঞেশ্বর কুমার বরিশাল ব্রজ ইনঃ।

পোথিন রেঙ্গুন পুরকায়স্থ ক্ষীরোদ রিপণঃ রক্ষিত বীরেন্দ্র কলিকাতা সিটিকঃ, শোভনবালা বেথুন কঃ, রামচন্দ্র প্রসাদ বাঁকীপুর বি এন।

রায় অনুপমচন্দ্র ভগলপুর টি এন জুবি, অশ্বিনী কুমার ১ মেট্রু ইনঃ বসন্তকুমার স্কটিশচর্চ্চ, ভূষণ চন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ; গিরিজারঞ্জন ঢাকা কঃ গোবিন্দ ভূষণ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ; যতীন্দ্রনাথ রাজসাহী কঃ, যতীন্দ্রনাথ স্কটিসচর্চ্চ, জিতেন্দ্রনাথ বরিশাল ব্রজ ইনঃ, জিতেন্দ্রনাথ রিপণ কঃ কৃষ্ণলাল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ, ননীলাল প্রেসি কঃ, সুখ রঞ্জন রিপন কঃ তপেন্দ্র নাথ স্কটিসচর্চ্চ; উপেন্দ্র নাথ কুচবিহার ভিক্ট কঃ।

রায় চৌধুরী অজয়কুমার বঙ্গবাসী কঃ, হেমচন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ রাজেন্দ্র লাল কলিকাতা সিটি কঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র ঐ সুরেশ স্কটিসচর্চ্চ রায় সুবোধ বিশপ কঃ,

সাহা—ভারতচন্দ্র ঢাকা কঃ, প্রাণবল্লভ ঐ সাহাবুদ্দিন আহম্মদ প্রেসিডেন্সী কঃ, সান্যাল প্রফুল্লনাথ রিপণ;

সরকার গিরীন্দ্র নাথ প্রেসিডেন্সী হরেন্দ্র কৃষ্ণ রিপণ; মানগোবিন্দ সিটি; শর্ম্মা রাধানাথ ঢাকা, সেন হেমেন্দ্র প্রেসিডেন্সী; সুবোধ স্কটিশ চর্চ্চ।

সেনগুপ্ত—অবিনাশচন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট; যতীশচন্দ্র ঐ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ সিটি কঃ কামাখ্যা চরণ রাজসাহী কঃ; নগেন্দ্র বিহারী স্কটিশচর্চ্চ, নিশিকান্ত সিটি কঃ, প্রাণশঙ্কর ভগলপুর টি এন জুবি; সুরেন্দ্র চন্দ্র সিটিক, সুরেন্দ্র রিপণ সেন পূর্ণচন্দ্র বঙ্গবাসী কঃ সোম লালমোহন স্কটিশ চর্চ্চ।

সিংহ—বিভূতিভূষণ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, রাম-প্রসাদ স্কটিশ চর্চ্চ, সোম পান্নালাল প্রেসিডেন্সী কঃ।

সৈয়দ আবদুস সালাম প্রেসিডেন্সী, মহম্মদ মহীউদ্দীন পাটনা। ইউ বোশিং স্কটিশ চর্চ্চ।

এ,এ সি পরীক্ষা ১৯০৯ সাল।

অনার তালিকা

গণিত—১ম বিভাগ

বাগচি সতীনাথ প্রেসিডেন্সী কঃ।

২য় বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

সেন হর্ষনাথ প্রেসিডেন্সী বাগুলার করুণাময় ঐ, সেন অমলচন্দ্র ঐ, পালিত অমরনাথ ঐ

ফিজিক্স—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী উরুক্রমদাস প্রেসিডেন্সী

রসায়ণ

প্রথম বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

জানা শরচ্চন্দ্র প্রেসিডেন্সী; পাল গোষ্ঠবিহারী ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

বসু জিতেন্দ্র মোহন প্রেসিডেন্সী; সান্যাল ফণিভূষণ ঐ, মৈত্র কৃত্তান্তনাথ ঐ চৌধুরী ভুপেন্দ্র কিশোর ঐ, মুখোপাধ্যায় হারদাস ঐ।

ফিজিওলজি

২য় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

রায় রমেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী, বাগচি কুমারনাথ ঐ, ঘোষ সনৎকুমার ঐ।

জিওলজি

দ্বিতীয় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

চক্রবর্ত্তী অমূল্য রতন প্রেসি, সেন জিতেন্দ্র

প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ

বর্ণমালানুসারে

বসু চারুচন্দ্র স্কটিশ চর্চ্চ চক্রবর্ত্তী কৈলাসচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার দে পতিত পাবন স্কটিশ চর্চ্চ, ঘোষ ... প্রেসিডেন্সী, গুহ, ঠাকুরতা যোগেশ সেন্ট জেভিয়ার, শেঠ মণীন্দ্র নাথ স্কটিশ চর্চ্চ।

পাশ তালিকা

বর্ণমালানুসারে

বন্দ্যোপাধ্যায়—হরিদাস স্কটিশ চর্চ্চ, মণীন্দ্র নাথ প্রেসিডেন্সী।

বসু—গোপেন্দ্র স্কটিশ চর্চ্চ, নির্ম্মল ঐ, পরেশ প্রেসিডেন্সী, কণীন্দ্র ঐ, চৌধুরী নবকুমার প্রেসিডেন্সী দালাল নরেন্দ্র নাথ ঐ, দাস অবনী ভূষণ পাটনা, দত্ত শিবচরণ প্রেসিডেন্সী দে চারুচন্দ্র ঐ, দে অনুকূল চন্দ্র বাহিরের ছাত্র হালদার মন্মথনাথ প্রেসিডেন্সী মিত্র সত্য ভূষণ ঐ, মুখোপাধ্যায় ধীরেন্দ্র নাথ সেন্ট জেভিয়ার, নিয়োগী শৈলেন্দ্র নাথ প্রেসিডেন্সী; পালিত শরচ্চন্দ্র ঐ, প্রধান সীতানাথ স্কটিশ চর্চ্চ, সরকার অবকুমার সেন্ট জেভিয়ার, সেন রাজকুমার প্রেসিডেন্সী, উকিল ধরণীনাথ ঐ।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কে কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A 2nd master plucked F A for the Goalundo M E school on Rs 20 per month. Must stick to the post for at least two years. Apply to the Assistant Secretary up to the 10th of June next.

An F A IId master for the Akui M E Schoo Dist Bankhurah on Rs 25 per month with lodging free.

A qualified Head Pundit for Board's aided Mato M E Schoo. Salary according to qualifications. Mato is situated at 3 miles off Jagutbullubpur a station on the Howrah Champadanga line of the Messrs. Martin & Co. None need apply who has not passed the final Examination of the Calcutta or Hooghly Normal School.

An F A Hd master for the Bishnupur M E school on Rs 18 per month, rising to 24 with free board and lodging. Po. Chirulia, Khulna.

A Hd master for the Bhawanipur M E school on Rs 15, rising to Rs 20. Boarding and lodging free. None but a Brahmin or a Kayastha should apply. Raghurampur po. (Rajshahi).

A graduate Hd master strong in English (M A preferable) and a graduate 2nd master strong in Mathematics on Rs 65 and 40 per month respectively for Jara H E school (Dist Midnapur). Apply before 7th proximo. Must stick at least three years.

An Entrance passed Brahman additional teacher for the Bajapti U P school on Rs 5 per month with gradual increase to Rs 10 according to qualifications. Board and lodging free. Annoda Charan Chakravarty Post master, Bajapti, Tipperah.

(1) One plucked B A (A course) (2) one F A (3) one Entrance, on Rs 20, 15, and 12 respectively with free board and lodging. Apply to Shibdas Sanyal Karakdi H E school Sanyalpara, (Faridpur).

A B course graduate 2nd master on Rs 45 with prospect of rising to Rs 50 for the Tajhat Raj High school within the municipality of Rangpur and less than a mile from the Ry station. Must stick at least one year. Apply to the Manager Tajhat Raj Estate up to the 15th June 1909.

An English knowing Moulvi for the Ulipur M S H E school on Rs 20 with free quarters. Must stick to the post for at least two years. Apply to Babu Harendra Krishna Roy B L President of the school committee, po. Ulipur Dt. Rangpur.

A 2nd master for the Goalundo M E school on Rs 20 per month. Must be plucked F A with some experience in teaching and must stick to the post for at least two years. Apply with testimonials to the Assistant Secretary Goalundo M E school, po. Goalundo, Dt. Faridpur, up to the 10 June next.

For the Durbhanga Govt aided school Dt Jessore an Entrance passed teacher on Rs 15 per month with free board and lodging. Sanitary conditions good. Private tuitions available Kayastaya preferred. Apply at once to P C Raha, Sonapur po. Shibpur village, Dt. Faridpur.

কাশীপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ জনৈক হেঃ মাঃ এবং নূ ২য় বার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ১৪৲ ও ১৩৲ টাকা ও আবা। সদ্গোপ কিম্বা মুসলমান হইলে ভাল হয়। পোঃ সরানিয়া কাশীপুর, জেলা খুলনা।

সবনপুর গ্রামস্থ কল্যাণেশ্বরী মইং স্কুলে এক জন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। প্রাইভেট পড়াইয়া খোরাক ও বেতন ১৫ টাকা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ সবনপুর, ভায়া সীতারামপুর, জেলা বর্দ্ধমান।

জেলা সাওতাল পরগণার অন্তর্গত করো মবা স্কুলে নূতন প্রণালীতে শিক্ষিত প্রথম বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন দ্বিতীয় শিক্ষক। বেতন পনর টাকা। কর্মাটাড় ষ্টেসন হইতে উত্তরে ৪ মাইল। করো পোঃ ভায়া থরমাতার।

গোকুলপুর মবা স্কুলে ব্রাহ্মণ একজন হেঃ পঃ নর্ম্মাল ২য় বর্ষ পর্যান্ত পড়া চাই। বেতন উপস্থিত ১০ টাকা ও আবা। ৫ই জুন মধ্যে আবেদন করুন। গোকুলপুর মবা স্কুল, পোঃ গোকুলপুর, ২৪ পঃ।

খানা জংশন ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরবর্ত্তী হিটা মইং স্কুলে নূতন প্রণালী নর্ম্মাল একজন পণ্ডিত। বেতন ১৩ টাকা ও আবা। পোঃ খানাজংশন বর্দ্ধমান, ই আই আর।

সাতনালা মাল কাছারির উপ্রা স্কুলে একজন প্রথম শিক্ষক। এণ্ট্রান্স ফেল কিম্বা সেকেণ্ড ক্লাস প্রমশন হওয়া চাই। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা। প্রাইভেট মাইনার ক্লাসে পড়াইতে হইবে তাহার বেতন স্বতন্ত্র। পোঃ হাসিমপুর, ভায়া সৈয়দপুর রংপুর।

হাসিমপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ একজন হেঃ মাঃ। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। মুসলমান হইলে আহার বাসস্থান ফ্রী, হিন্দু হইলে কেবল বাসা পাইবেন। পোঃ সৈদপুর ই. বি, এস, আর রংপুর।

হিন্দি লিখিতে ও পড়িতে পারেন এরূপ এক জন বাঙ্গালা কর্ম্মচারী। ইংরাজী ও উর্দ্দু জানা চাই। বেতন গুণানুসারে মাসিক ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। বিনা ব্যয়ে চাকর ও বাসা পাইবেন। প্রয়াগে বাস করিতে পারিবেন। শ্রীরাস মোহন সরকার খুরদাবাদ এলাহাবাদ।

ধর্ম্মসঙ্ঘ।

(সঙ্কলিত)

বর্ত্তমান বর্ষে গুডফ্রাইডের অবকাশ উপলক্ষে কলিকাতায় টাউনহলে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বির মত আলোচনা করিবার জন্ত কনফেরেন্সন অফ রিলিজন বা ধর্ম্মসঙ্ঘের তিনদিবস ব্যাপী অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮৯৩ অব্দে আমেরিকার সিকাগো নামক স্থানে যে পার্লিয়ামেণ্ট অফ রিলিজন বসিয়াছিল, ক্ষুদ্রাকারে ইহা তাহারই অনুরূপ। ইহার সমস্ত বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টান ও য়িহুদী প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া সংভাবে বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের অধিপতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাস্থল শ্রোতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি যেরূপ উদার ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে এই ধর্ম্মসঙ্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করিলে দেশের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। নিম্নলিখিতসঙ্গীতটী হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

উদ্বোধনসঙ্গীত।

জগতের পতি, অতিথি তোমার দ্বারে।
অগতির গতি, পদে নতি বারে বারে॥
স্বরূপেতে তুমি রূপের অতীত,
পুরুষ অনাদি উপাধি রহিত,
সাধকের সাধে কতই কল্পিত,
যুগে যুগে রূপ নাম যে জারিত,
সর্ব্বনাম তাঁহার অবস্থিত সর্ব্বাধারে॥

পরব্রহ্ম তুমি পরম ঈশ্বর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু জিষ্ণু বহ্নি মহেশ্বর,
কেহ নহে অন্য তুমিই চৈতন্য,
গণেশ রমেশ রাম নামে গণ্য,
এক ভিন্ন ভিন্ন নাম্ন শূন্যে বা সাকারে॥

জগদ্ধাত্রী মাতৃ দুর্গা কালী মায়া;
অন্নদা জ্ঞানদা লক্ষ্মী পদ্মালয়া,
কালা বনমালী রাধা হৃদি রথী,
পাঞ্চালীর সখা পার্থের সারথি,
বিশ্বরূপ ধারী মুকুন্দ মুরারি হরে॥

শুদ্ধবোধি বুদ্ধ, পিঙ্গল অজিন
সিতাম্বর দিগম্বর তুমি দেব জিন,
তুমি খোদাতাল্লা আল্লা মোক্ষদাতা,
ঈশা মুসা যীশু ত্রাতা ভাবে ভ্রাতা,
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র গুরুগ্রন্থ একাধারে॥

এমা পূজ্য বিশ্ব সমাজ আমার,
মসজিদ মন্দির, গুরুদরবার,
অর্চ্চনার চর্চ্চ, সিনাগগ মঠ,
সর্ব্বতীর্থ যেথা জাহ্নবীর তট,
পরিচয় নয়, পর কেবলাকে কারে॥

যে পথে যে যাই, গতি এক ঠাই
তোমা বিনা আর দ্বিতীয় তো নাই,
ডাকি যাই বলে ডেকে নাও কোলে,
চলে ভোলা মন, ধাঁধা খেয়ে দোলে,
মাতা পিতা পতি গুরু প্রভু সখা,
কর্ত্তা হর্ত্তা পাতা সবই তুমি একা,

সম্প্রদায় ভেদ করিলে উচ্ছেদ রামকৃষ্ণ অবতার।

শ্রদ্ধেয় সারদা বাবু তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিলেন যে সমগ্র জগতের অধিকাংশ অধিবাসী যে যে ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত সেই সকল ধর্ম্মের সমুত্থান ভারতেই ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষ ঐ সকলের আদি জননী। ঈশ্বরোপাসনা ও প্রেম সকল ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে আকারগত বৈষম্য থাকিলেও সকলের মূল সেই একেরই দিকে। কিন্তু আমরা অন্যান্য ধর্ম্মকে উদারভাবে নিরীক্ষণ করি না; বাহ্য বৈষম্য দেখিয়া বৈষম্যচার হই! অনেক সময়ে আমরা নিজ নিজ ধর্ম্মের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য এই ধর্ম্মসঙ্ঘের সূচনা। অবতার ও সাধুপুরুষের আবির্ভাব সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। দুর্নীতি দূরীকরণ এবং জনসমাজের উন্নতিবিধান তাঁহাদের সকলেরই এক মাত্র লক্ষ্য। আমরা ভ্রাতৃভাবে এখানে মিলিত হইয়াছি, আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাউক। জগতের কল্যাণসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য হউক। আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে যেন পরস্পর মিলিত হইতে পারি।

দ্বারবঙ্গের অধিপতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, আমরা পরস্পরের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত আদান প্রদান করিবার জন্য মিলিয়াছি। বৈষম্যের আবরণ ভেদ করিলে আমরা পরস্পরের যে কত নিকটে তাহা অনুভব করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এরূপ সম্মিলন ভারতে অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। অতীব পুরাকালে (ব্রাহ্মণ্য যুগে) ব্রাহ্মণেরা ইতরজাতিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার প্রদান না করিলেও খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে হিন্দুসমাজের ভিতরে পরিবর্ত্তনের স্রোত আসিয়া পড়িয়াছিল। রাজগির (বিহার) নামক স্থানে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে এইরূপ সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে বৈশা

[illegible] রাজগৃহে) খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪৩ অব্দে অনুরূপ [illegible] আহূত হয়। তৃতীয় সভা পাটলিপুত্র নগরে [illegible] ২২৫ অব্দে রাজা অশোকের নিয়ন্ত্রিতে [illegible] চতুর্থ সভা জলন্ধরে (পঞ্জাব) ৭৮ অব্দে রাজা [illegible] সময় আহূত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে [illegible] রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে প্রতি পঞ্চম- [illegible] আলোচনা করিবার জন্য অনুরূপ [illegible] অধিবেশন হইত। জৈনগণও মধ্যে মধ্যে [illegible] সভা আহ্বান করিতেন। দ্বিতীয় শতা- [illegible] মথুরাতে তাঁহাদের কর্ত্তৃক যে সভার অধি[illegible] হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। [illegible] ধর্ম্মের সংস্কারক কুমারিল্ল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য [illegible] আহ্বান করিয়া নিজ নিজ মত লইয়া অপ[illegible] সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। বাদশাহ আকবরও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে ডাকাইয়া সভা [illegible]।

আমরা এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘে আজ মিলিত হইয়াছি। [illegible] মনুষ্যকে যাহা ধরিয়া থাকে এবং [illegible] যাহা দ্বারা মনুষ্যের যোগ রক্ষিত [illegible]। ধর্ম্মের এই অর্থের যাহাতে [illegible], তদনুসার আলোচনা সেই ভাবে [illegible] হইবে। যদিও আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে [illegible], ঈশ্বর আমাদের সকলেরই নেতা। আমা[illegible] সর্ব্ববিধ বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে [illegible]। মানব সমাজ বিভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা [illegible] করিলেও এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের দিকে [illegible] গতি। সেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে [illegible] থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের ভাব "ঈশ্[illegible] পিতৃত্ব ও মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ।" এই [illegible] আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, জীবনে [illegible] সাধন করিতে হইবে।

আমরা বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার বাহ্য [illegible] পিতৃপিতামহগত প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া [illegible] তাহার মধ্যে প্রণালী ও আকারগত [illegible] থাকিলেও আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে [illegible] প্রকৃত শান্তিসুখ উপভোগ করি। সাধন[illegible] লইয়াই জগতে মতভেদ চলিতেছে কিন্তু [illegible] ভিতরে সেই একই পবিত্রতা বিরাজ-

আচার অনুষ্ঠান বা কোন বাহ্য অবলম্বন (Symbols) যাহার সাহায্যে উপাসনা সাধিত [illegible] প্রথম আবিষ্কারের সময়ে তাহা অর্থপূর্ণ ও অধ্যাত্ম জীবনের সহায় ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহারা অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত অন্তঃসার চলিয়া গিয়াছে। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই ভাব দেখা যায়। আমরা পরস্পরে ধর্ম্মের বাহ্য পরিচ্ছদ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত কিন্তু ধর্ম্মমাত্রেরই অন্তস্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখিব আমরা সকলে এক। প্রীতি পবিত্রতা, সত্য, নিষ্ঠা, সততা, ধীরতা সেবা ক্ষমা ভ্রাতৃভাব আশা আনন্দ, শান্তি এই সকল লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ফলতঃ এই সকলের উৎকর্ষই জীবনকে পবিত্রতম করিয়া তোলে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে জেরোয়াষ্টর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দেখা যায় যে এক ঈশ্বর যাহা কিছু কল্যাণের সৃষ্টি করিয়াছেন, বিপরীত ধর্ম্মী অন্য দেবতা কেবলই অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রসব করিতেছেন। যাঁহারা সাধুজীবন যাপন করিবেন তাঁহারা মৃত্যুর পরে চিন্তা বাক্যে ও কার্য্যে শাশ্বত সুখ উপভোগ করিবেন। যাহারা পাপে নিরত রহিল তাহারা যন্ত্রণাময় নরকে স্থান পাইবে। পাপ পুণ্যের ভাব এই ধর্ম্মে সুন্দরভাবে চিত্রিত।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন সাধু সেবা কর, জগতের সেবা পরিহার কর, সম্মানার্হকে সমাদর কর, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, প্রকৃত শিক্ষা লাভ কর, মিতালাপী হও, পিতামাতার সেবা কর স্ত্রী পুত্রকে পোষণ কর, জীবিকার জন্য সাধুপথ অবলম্বন কর, দানশীল হও, সাধুজীবন অতিবাহিত কর, আত্মীয়ের অভাব বিমোচন কর, পাপ হইতে বিরত হও, মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ কর, সৎকর্ম্মসাধনে অক্লিষ্ট হও, শ্রদ্ধাবান ও বিনয়ী হও, পরিতুষ্ট থাক, কৃতজ্ঞতা অভ্যাস কর, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর, সঙ্ঘের সভ্যগণের সহিত মিলিত হও, সৎপ্রসঙ্গ কর মিতাচারী হও, সতী ও সংযমী হও, নির্ব্বাণলাভে আশান্বিত থাক, পৃথিবীর ক্ষতি লাভে অটল থাক। তাহা হইলে সমস্ত জীবন নিরাপদ থাকিতে পারিবে ও প্রকৃত শান্তিসুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। প্রকৃত পক্ষে আত্মবিজয় ও মৈত্রী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাণ।

মুসলমান ধর্ম্ম বলেন ঈশ্বরের বিচারে সন্তুষ্ট থাক। মহম্মদ পাঁচটি কর্ত্তব্যের আদেশ দিয়া গিয়াছেন। (১) বিশ্বাস কর ঈশ্বর এক (২) পাঁচবার প্রার্থনা কর, (৩) দান কর (৪) রমজান মাসে উপবাস কর (৫) জীবনে একবার মক্কাতীর্থে গমন করিও। শেষ বিচার দিনের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইও না সকলকে শিক্ষা দাও যে জগতে আমরা ক্রীড়া কৌতুক করিতে আসি নাই, দায়িত্বপূর্ণ জীবন লইয়া আসিয়াছি। এই ধর্ম্মে আছে, মুসলমান মাত্রেই পরস্পরের ভ্রাতা। যাঁহারা ধনশালী তাঁহারা দরিদ্রের রক্ষক, এমন কি দরিদ্রেরা ধনীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিবার অধিকারী। ধনী দরিদ্রের ভিতরে কোন প্রভেদ নাই, এমন কি ধনী তাঁহার আয়ের এক [illegible] দান করিতে বাধ্য।

ঈশা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে [illegible] করেন। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহ [illegible] হয়। তাঁহার উপদেশ এই, ঈশ্বর যে কেবল আমাদের স্রষ্টা পাতা ত্রাতা নহে, তিনি আমাদের পিতা। তিনি তাঁহার পতিত সন্তানকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রয়াসী। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার শিক্ষা আপনার জীবনের আদর্শে শিষ্যদের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঈশার মত জগতে প্রচার করেন। ঈশা তিন বৎসর ব্যাপী প্রচারে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রুশে প্রাণ দিলেন। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মানুষে ভ্রাতৃভাব তাঁহার ধর্ম্মের চরম শিক্ষা। খৃষ্ট ধর্ম্মে পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবনের আশাবাণী সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম, আমি যাহার অন্তর্গত, সুদূর অতীতের সঙ্গে তাহার যোগ। ভারতের প্রায় [illegible] কোটী লোক এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানুসারে বিভিন্ন অবস্থার [illegible] এই হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে নানা শাখা প্রশাখা। নিরক্ষরের জন্য ধর্ম্মের এক প্রকার বিধান, উন্নত লোকের জন্য অন্যরূপ। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজমান, প্রকৃতির উপাসনায়ও তাঁহার উপাসনা হয়, তিনি অণু পরমাণুতে বিদ্যমান। মনু বলিয়াছেন, ধৃতি ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। দেহের বন্ধন হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বর যাঁহা হইতে এই আত্মার উৎপত্তি তাঁহাতেই লইয়া যাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মে সংযম আত্মত্যাগের ও নীতির সুন্দর বিধান রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ও সর্ব্বজনীন ভাব ইহাতে পরিকীর্ত্তিত বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মতে হিন্দুদিগের মধ্যে [illegible] শাখা, কিন্তু ঐ শাখাগুলি আবার নানা প্রশাখায় বিভিন্ন।

পরিশেষে যে সকল প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত তাঁহাদিগকে আমি সাদরে গ্রহণ করি এবং আশা করি পরস্পরের ধর্ম্মভাব আলোচনা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়া এখান হইতে তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এই সভা ভবিষ্যতে যে কল্যাণপ্রদ হইবে তৎসম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি। সেই ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম তাহার অনুচরগণের চরিত্রকে

বিশোধিত করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতে পারে। ঈশ্বর প্রীতি ও মনুষ্যে ভালবাসা, ইহাই একদিন জগতের ভাবী ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। এই ধর্ম্মসঙ্ঘ সেই উদ্দেশ্য সাধন করুন ইহাই প্রার্থনা।

সভাপতি এই বলিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধি নিজ নিজ ধর্ম্মমত লিখিয়া পাঠ করেন। এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হয়। বক্তাগণের মধ্যে কতকগুলির নির্বাচন দোষশূন্য না হইলেও এই প্রথম বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা আশাতীত বলিতে হইবে। উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে বহুঅংশের সহানুভূতি এই ধর্ম্ম সঙ্ঘের প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম। বক্তাগণের বিবৃত বিষয় শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। ভবিষ্যতে আমাদের তাহা আলোচনা করিবার ও উহার সারাংশ দিবার ইচ্ছা রহিল। প্রত্যহদিন সঙ্গীত করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়। শেষ দিনের সঙ্গীত বিশেষ উদারভাবাত্মক বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(২) ফিরে এসেছি, আমি এসেছি যে ফিরে এসেছি
কর্ম্মক্ষেত্র শান্তিভূমে হোম সৌরভে এসেছি
যুগযুগান্ত আঁধারভেদি ভারতে পুনঃ এসেছি।
দিব্য-ধূলি জন্মভূমি ভারতে ফিরে এসেছি
আমি তোর মা নহি; তার মা নাই আমি
নিখিল জগন্ময়ী
ভুবনভূষণ আলোক রূপে জগৎ জননী এসেছি
পুণ্য পূতে সিন্ধু সলিলে জর্ডন গঙ্গা কলকল্লোলে
সবে প্রেম সূত্রে গেঁথে একই সাথে আবার দেখা দিয়েছি।

ধর্ম্মসংঘে যেরূপ গীত গাওয়া হইয়াছে তাহার অনুরূপ আর একটি গীত সংগ্রহ করিয়া দিতেছি—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

কি ব'লে তাঁর দিব পরিচয়,
অদ্ভুত যেই সর্ব্বভূতময়।
ভারতে যাঁরে বলে ভগবান,
মিশরে ওসাইরিস যাঁর আখ্যান
গ্রীকে জিয়াস জুপিটার রোমান
জিহোভা যাঁরে য়ুডিয়াতে কয়।

তিব্বতে দালে লামা কো চীনে
বর্ম্মায় বুদ্ধদেব গড খ্রিটনে
কোরাণে আল্লা নানা নাম পুরাণে
ইরাণে অগ্নি উক্ত হয়।
সাগর অম্বর ভূধর ভূতলে
দিগ দিগন্তর অনিল অনলে
[illegible]

সমভাবে সবে যেবা রয়।

দূরে কি নিকটে নগরে নির্জ্জনে
নীরবে কিম্বা গভীর গর্জ্জনে
কর্ম্মক্ষেত্র কিম্বা শান্তি নিকেতনে
জীবন মরণে যেবা বিহরয়।

গিরি গির্জ্জা মসজিদ মন্দির
মথুরা মক্কা সায়ন হরিদ্বার
অলিম্পাস শৈল কিম্বা নীলাচল
মতভেদে ভিন্ন যাঁহার আলয়।

আজান উপাস অজু কলমা পঠনে
হিংসা হীনমন বাসনা বিহনে
অনুতাপ কিংবা ব্যাপ্‌টিস্‌ম করণে
কেজানে কিসে মোক্ষোদয়।

মিলে দলে কিম্বা বসে একেশ্বর
মানসে মননে কিম্বা ছাড়ি ঘর
কোন ফাঁদে তাঁর ধর্ত্তে পারা যায়
কোন ধর্ম্মবাধ করে তা নির্ম্মাণ।

ধ্যানে কি সন্ন্যাসে যজ্ঞ কিম্বা যোগে
উপবাসে কিম্বা থেকে বাসে ভোগে
কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানে কিম্বা হঠযোগে
কিসে লাভ তাঁর কে করে নিশ্চয়।

কাবা কপোত কাপ কৌপিনে
রেশম পশম তুলার বসনে
কি বেশে দেখা হয় তাঁর সনে
কেবা তা পারে করিতে নিশ্চয়

পাঁটা মেষ মহিষ মৎস্য মুর্গী হাঁস
চিনি চাল কলা ঘৃত ধূপ বাস
তুষ্ট কোন্ বলিতে কে পারে বলিতে
সরল শুদ্ধ চিত্তে জিতে সমুদয়।

তিলক ত্রিপুণ্ড্র ছাপা দীর্ঘ ফোঁটা
শিখাশ্মশ্রু কিম্বা কেশ নখ জটা
তুলসী রুদ্রাক্ষ ফকির স্ফটিক
কিবা প্রিয় তাঁর ঠিক কিছু নয়।

ত্রিকালজ্ঞ কিন্তু কালের অতীত
সর্ব্বকারণ নিজে কারণ রহিত
সচ্চিদানন্দ বেদে অভিহিত
যাঁহার বিহিত মাত্র হিতচয়।

কবি কিম্বা ঋষি ধনী কি নির্ধন
জ্ঞানী কি অজ্ঞানী যাচে শ্রীচরণ
ধরি যাঁর পদ আনন্দ সম্পদ
লভয়ে সতত দীনের হৃদয়।

তত্ত্ব বোধিনী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ... তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কের প্রতি সপ্তাহে ছাপা থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্র ও মনি অর্ডার প্রভৃতি পাঠাইবার সময় আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা ... ... প্রাপ্তিস্বীকার হইবে।

১২৮৪। বাবু নলিনচন্দ্র সরকার, জায়গির মইঃ স্কুল ৩০।৪।১০
১২৮৫। " মহেশচন্দ্র মিত্র হেঃ মাঃ দশানিয়া মধ্য স্কুল ঐ
১২৮৬। " রামনারায়ণপুর উঃপ্রাঃ স্কুল ঐ
১২৮৭। " বিধুভূষণ মজুমদার, হেঃ মাঃ ইডেন হাই স্কুল ঐ
১২৮৮। " নরেন্দ্রনাথ সরকার বাগসাই ঐ
১২৭৯। " আবদুল রহমন মিয়া, চন্দ্রকোণা ঐ
উ৬১। " পূর্ণচন্দ্র চট্টো, হেঃ মাঃ ভগুলা মইঃ স্কুল
২১৩। " শশধর মণ্ডল, পোঃ মূলঘরা
৩৩৩। ছাত্রবৃন্দ, দত্তপাড়া সংস্কৃত বিদ্যালয়
১২৯০। " সতীশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডটরী ঐ
১২৯১। " অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়পুর ঐ
১২০২। " নবচন্দ্রনাথ, দুর্গাপুর ঐ
১২৯৩। " ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যাবিনোদ, ছয়-ঘরিয়া চতুষ্পাঠী ঐ
২২৩। " বিপিনচন্দ্র সর্দ্দার, কুলটুকারি ঐ
১২৯৪। " শশিভূষণ মজুমদার, হেঃ পঃ রাহমানগর
৪২০। " রামময় দাস, হলনারায়ণপুর ঐ
১২৯৫। " পূর্ণচন্দ্র সরকার চাঁদের ঘাট ঐ
৫২৯৬। " ধীরেন্দ্রনাথ চট্টো, বিরজাপুর ঐ
১২৯৭। " কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, মেদিনী মণ্ডল ঐ
১২৯৮। নলিনীমোহন গোস্বামী বাবুরহাট ঐ
১২৯৯। " শৈলনাথ মিত্র গোপালপুর ঐ
১৩০০। " সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হিরাসাগর ঐ
১৩০১। " গুরুদাস সরকার রাজপুর নান্দকুল ঐ
২১০। " চন্দ্রভূষণ চৌধুরী, আমতালা বাজার ঐ
৬৬৮। " পলাশ ডিহা স্কুল লাইব্রেরী ঐ
১৩০২। " হরমোহন দে, সোমপাড়া ঐ
১৩০৩। " উপেন্দ্রনাথ শিকদার, পেষটীয়া ঐ
১৩০৪। " বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ, ঝালকাটী ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*

সাধারণ সংস্করণ।

নূতন সন্দর্ভ। ৪৪শ খণ্ড ৮ম সংখ্যা } ২১শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ৪ঠা জুন ১৯০৯ খৃঃ অব্দ। } এডুকেশন গেজেটের আয় "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" উৎসর্গীকৃত

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল ১৯০৯

প্রথম বিভাগ—বর্ণমালানুসারে

আবদুল—আলিম হেয়ার, হাকিম কলি মাদ্রাসা, হামিদ ঢাকা কঃ, হোসেন কার্ত্তিকপুর, মতলেব পানপুর মান্নান সালার এড, সিদ্দিক সোনারগাঁও, ওয়াহাব কলি মাদ্রাসা।

আবদুর—রহিম ফরিদপুর জেলা, রহিম নীল ফামারী, রসচিদ সাহজাদপুর, রৌফ ভগলপুর, রজ্জক বি এন বাঁকীপুর, আবদুস সত্তর সিলেট গবর্ণ; আবুল মনসুর কুড়িগ্রাম, আবুল মাজিদ ধুবড়ি, আবু হাতেম মুন্সীগঞ্জ, আবুল ফৈজ ঢাকা মাদ্রাসা, অবুল মকসুদ বাগনান, আবুল কাশিম বাঁকুড়া জেলা, আবু ফজলুর ঢাকা পোগোজ।

আচার্য্য—যতীন্দ্র পাবনা জেলা, কালী চট্টগ্রাম কলি, মৃত্যুঞ্জয় চুয়াডাঙ্গা, নলিনী বগুড়া, আচার্য্য চৌধুরী বুধেন্দু মুক্তাগাছা।

অধিকারী—অর্জ্জুন ভিক্ট মেমঃ কৃষ্ণ রাজসাহী রাধাবিনোদ সাহাজাদপুর, সুরেশ পাবনা জেলা। ... মাহম কীর্ণাহার, আফজল হোসেন কলি মাদ্রাসা, আহঃ তায়বুদ্দীন দিনাজপুর; এ করিম ... জেভি, আখিবৎ প্রসাদ ভগলপুর টি এন, ...স আহম্মদ চট্টগ্রাম কলি, আহ বোলান্দ ভগল ... এন. আলি রেজা কলি মাদ্রাসা, আলতাফ ... ফরিদপুর. অম্বিকা মুখার্জি সেমিঃ এ ... কলি মাদ্রাসার এ রহল চৌধুরী কার্গিল, আনন্দ নর্থব্রুক; অনন্ত বাঁকিপুর টিকে, আনো ...দ্দীন মাথাভাঙ্গা, আসাদ হোসেন কলি ... আসরফ উল্লা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, আসরফ ... বরিশাল জেলা, অযোধ্যা মুঙ্গের, ... টি এন ক্ষবিঃ ভগলপুর আজিজ ...পুর এং সং, আজিজুর রহমন নোগং বদিয়ার ... চট্ট মাদ্রাসা।

বাগচি সতোন্দ্র হিন্দু স্কুল, বজরঙ্গী লাল বাঁকী ... টিকে, বক্সি—দেবেন্দ্র হিন্দু গিরিজা নড়াইল. ...বণ উষরা, শ্রীশমেট্, বহ ব্রাঞ্চ, বলরাম রাঁচি, ...মুকুন্দ মজফরপুর, বেনারসী প্রসাদ মুখার্জি সেমি।

বন্দ্যোপাধ্যায়—অবনী স্বর্ণগ্রাম, আদিত্য রাজগ্রাম, অমৃত চুমকা অনাদি উত্তরপাড়া, আশু খাভা, বটকৃষ্ণ বিশুসরাই, ভক্তাবতার বরাহনগর, ভূদেব চুমকা বিভু ত্রাণনাথ. বিভূতি হিন্দু, বীরেন্দ্র বাহির দিয়া ধরণী নাকাড়াকোন্দ, দিগিন্দ্র রোয়াইল দিনেশ সন্দ্বীপ, গোপাল খিদিরপুর, হরিপদ মুন্সীগঞ্জ, হরিপদ হেয়ার; হেরম্ব আন্দুল, হৃষীকেশ ইছাপুরা, হৃষীকেশ পাঁচথুপি, ইন্দ্রকুমার মেট্, বড়ব্রাঞ্চ, জগদীশ বাগনান, যতীন্দ্র রামপুরহাট, জ্ঞানপ্রসাদ মানভূম ভিক্ট, কৈবলা টাউন ভিক্ট কটক, কালিদাস সালকিয়া, কালিপদ মেমারি, কানাই বহরমপুর কৃষ্ণনাথ. কান্তি শ্রীরামপুর, কিশোরী চাঁদপুর, কৃষ্ণপদ হিন্দু, ক্ষিতীশ গুকার্ণা, কুমারীশ বীরভূম, মণীন্দ্র স্কটিশ চর্চ্চ. নবকুমার নিউ ইণ্ডিয়ান, নগেন্দ্র পুরুলিয়া, নগেন্দ্র বেহালা, নলিনী ঢাকা, ননী মেদিনীপুর, ননী গয়া. নরেন মেট্, ইনঃ, নিবারণ সোণামুখী. নিতাই রংপুর, ফকির সোণামুখী ফণীন্দ্র বাঁকীপুর এং সং, ফেলারাম বিষ্ণুপুর, প্রভাস বঙ্গবাসী, প্রবোধ বঙ্গবাসী প্রকাশ মুঙ্গের জেলা, প্রমথ কাটোয়া, প্রফুল্ল ধানকুড়িয়া, রবীন্দ্র ময়ূরভঞ্জ, রাখেন্দ্র চাইবাসা, রামপদ মানভূম, রঙ্গলাল হুগলী সত্য ওয়ার্কাসা, সত্য বর্দ্ধমান মিউনি, সতোন্দ্র মুখার্জ্জি সেমি, সরচাঁদ বঙ্গবাসী. শিব পাণিহাটী, সিদ্ধেশ্বর বঙ্গবাসী, তারক রিপণ, তরণী হাজারিবাগ তারাপদ হাওড়া। মণীন্দ্র পুরুলিয়া,

ব্যানার্জি বিনোদবালা ডাইওসিশন, ঐ স্যামূয়েল্ ভবাণীপুর সেণ্ট মেরি, বণিক রাধাশ্যাম মেট্ বড় ব্রাঞ্চ, বংশীধর লাল ডুমরাওনরাজ, বরদা নর্থ ব্রুক, বারাণসী ভগলপুর টি এন, বর্দ্ধন—বনবাসী হেমনগর. হরেন্দ্র কমিল্লা জেলা, জ্ঞানদা কমিল্লা ভিক্ট, পুলিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বায় দোলাই গোলক শিলচর. বারিক দিবাকর বিষ্ণুপুর। বড়ুয়া—প্রবেশ্বর জোড়হাট, হরনাথ শিবসাগর; বামনী চন্ডি কলি; লক্ষ্মী প্রাইভেট. ললিত চট্ট মিউনি; রাজেশ্ব শিবসাগর। বসাক—বন্ধু হিন্দু, দেবেন্দ্র মেট্ বড় ব্রাঞ্চ, মৃণীন্দ্র প্রাইভেট প্রহ্লাদ ঢাকা কিশোরী, তারক লক্ষীপুর, বসন্ত লাল পুর্ণিয়া।

বসু—অমল ঢাকা কলিঃ. অমরেন্দ্র মিত্র ইনঃ, অমিয় মজফরপুর জেলা, অমূল্য ঢাকা কলি, বামাপদ মেট্, বিভূতি কলিকাতা ট্রেণিং, বিজয় বাঁকীপুর টিকে, বীরেন্দ্র বালেশ্বর, ব্রজেন্দ্র ময়ূরভঞ্জ, ধাত্রীপদ কালকাতা হাই. দুলাল হাওড়া, গোপেন্দ্র মাজু, হরেন্দ্র ঢাকা কিশোরী, হরিদাস লক্ষীপাশা, ইন্দু স্কটিশ, ইন্দু মিত্র ইনঃ; জগৎ কালীঘাট. যতীন্দ্র দেওঘর, জ্যোৎস্না শিলচর, জ্যোতিষ নড়াইল কামাখ্যা নাটোর, কিরণ
মালদহ, কৃষ্ণ ঢাকা ইম্পি, ক্ষেত্র প্রাইভেট. কুমুদ হেয়ার, মণীন্দ্র হিন্দু, মণীন্দ্র মুখার্জ্জি. মণীন্দ্র গঙ্গারাম পুর, নরেন্দ্র তেজপুর নির্ম্মল হিন্দু; নির্ম্মল নোয়াখালি স্কুবি. নিশিকান্ত গৈরহাট, প্রমথ ঢাকা ইম্পি, রমেশ বিনোদপুর, শচীন্দ্র রটন ইনঃ শৈলেন্দ্র বৈদ্যবাটী, শশধর শ্যামবাজার, শশি জগৎ নগর, সত্য ডুমরাওন, সত্যেন্দ্র হিন্দু, সতোন্দ্র পাবনা, সৌরেন্দ্র সম্মিলনী শিখর শ্রীরামপুর, শিশির মজফরপুর জেলা, শ্রীশ শিলসক্রা. সুধীর রাজেন্দ্র; সুশীল ঐ, সুরেন্দ্র রাজকুমার এড, শ্যাম সাগর দত্ত স্কুল। মণীন্দ্র মেট্।

বাসুদেব প্রসাদ ছাপরা, বাথ এডগার সেণ্ট জেভি, বেরা সুরেন্দ্র তমলুক।

ভাদুড়ী—অবনী বাঁকীপুর সেমি, বরদা বীরভূম, জ্ঞানেন্দ্র জামালপুর সুরেন্দ্র শীলস্ স্ত্রী ভগবান দাস বকসার ভড় মোহিত স্কটীশ চর্চ্চ।

ভট্টাচার্য্য—অক্ষয় সিলেট অম্বিকা ইছাপুর অশ্বিনী জে.কপ্প অটল থাগড়া বামনদেব নড়াইল বারীন্দ্র তুলাসার বিভূতি নবদ্বীপ বিজয় শান্তিপুর মিউনি বীরেন্দ্র সন্তীরপাড়া বিষ্ণুপদ ভবাণীপুর সাউথ সুরঃ বিশ্বেশ্বর আগরতলা বৃন্দাবন রংপুর চণ্ডীদাস হিন্দু দেবেন্দ্র কামলা জেলা ধীরেন্দ্র শিকারপুর দীনেশ মাদারিপুর দ্বিজেন্দ্র চাতরা

গোপাল চুচুড়া ট্রেণিঃ হরেন্দ্র সিলেট গিরিশচন্দ্র হারমোহন সং ক.ল হরিপুর মটন হেম সংকর্ণি যামিনী সিলেট গিরিশ চন্দ্র যামিনী প্রাইভেট

যতীন্দ্র সোনার গাঁও যোগেশ দিনাজপুর যোগেশ মড়াপাড়া কমল বারুইপুর কেশব নবীপুর ক্ষীরোদ ভবাণীপুর সেণ্ট মেরি ক্ষিতীশ রামপুরা ক্ষুদিরাম শ্রীরামপুর মধুসূদন মানিকগঞ্জ মানবেন্দ্র জেঙ্কিন্স মন্মথ নৈহাটী মহেন্দ্র নলিনাক্ষ মেহেরপুর ননী গোপাল প্রাইভেট নরেন্দ্র সেণ্ট্রাল প্রবোধ সিটি প্রমথ শিবপুর প্রাণদা পরজনা রজনী জয়নগর রজনী মাণ্ডিলা রাখাল স্কটিশ শৈলেন্দ্র নবদ্বীপ সাবদা সিলেট সত্য মুখার্জ্জি সেমি: শিবশঙ্কর ভগল পুর টি এন শ্রীনাথ ময়মনসিংহ শ্রীপতি ভুলাসার শ্রীশ কুমিলা সুরেন্দ্র চুঁচুড়া ক্রিচর্চ্চ ত্রৈলোক্য আগরতলা উপেন্দ্র কোড়হটে।

ভট্টশালী। সতীশ ঢাকা কলি।

ভৌমিক। জিতেন্দ্র পাবনা জেলা, যোগেশ কুচবিহার, মথুরানাথ বাজিতপুর রূপেন্দ্র সিরাজগঞ্জ।

ভোলাপসাদ নর্থব্রুক। ভুবনেশ্বর প্রসাদ মজঃফরপুর বি বি। ভুবনেশ্বরী সহায়, মুখার্জ্জী সেমি। ভাওয়াল ক্ষেত্র বজ্রযোগিনী।

ভুঞা। দুর্গা শিলং। বিন্ধেশ্বরী বর্ম্মা (১) গয়া। বিষ্ণু মজুমদার চারু সেনহাটী।

বিশ্বাস। অমূল্য কলিকাতা সি এম এস অশ্বিনী সৈদপুর বিভূতি বাঘাটী হেম ঢাকা পোগোজ হেম পাবনা হেরম্ব বেলতলি যুগল বিষ্ণুপুর কালীপদ হরিশ্চন্দ্র হাই মন্মথ গোয়ালন্দ নগেন্দ্র মাদারীপুর ঋষিপদ কৃষ্ণনগর শিবপ্রসাদ খাগড়া উপেন্দ্র মোহেবপুর উপেন্দ্র নড়াইল।

বোস, ডেজি লরেটো হাউস ওনেল সেণ্ট-জেভি হেলা লরেটো হাউস।

বৌবা। রামপদ বর্দ্ধমান সিটিনি।

ব্রহ্ম রজনী প্রাইভেট ব্রহ্মেশ্বর দয়াল বাঁকীপুর সেমি, ব্রজ সহায় নর্থব্রুক ব্রজ সহায় শ্রীবিশুদ্ধানন্দন সরস্বতী বিদ্যালয়, ব্রজ সহায় ছাপড়া জেলা। চাকী। চারু পাবন।

চাকলাদার। বিমলা ময়মনসিং সিটি

চক্রবর্ত্তী। অভয় মেহেরপুর অমরেশ গৌহাটী আশু বীরভূম অশ্বিনী নবদ্বীপ অতুল কাজ রিবাগ শাণী কিশোরগঞ্জ বরদা বাবুরহাট, বসন্ত ভবানীপুর সাউথস্থ বিনোদ ব্রজবয়ী বীরেন্দ্র এথেনিয়াম বিরেশ্বর সোনার গাঁ বিশ্বেশ্বর নোয়াখালি ভুবিলী চিত্তহরণ পালং দয়াল ইন্দ্রফালা দেবেন্দ্র বাবুরহাট ধীরেন্দ্র ময়মনসিং ধীরেন্দ্র নবীনগর ধীরেন্দ্র মালদহ গগন রাওজান গিরিজা সাজাদপুর গিরিন্দ্র হিন্দু গোপাল তিওটা হরি পাবনা হরিহর চাচরতলা হরিপদ নর্থব্রুক হেম মানভূম সতীন্দ্র ঢাকা জিতেন্দ্র হিন্দু জিতেন্দ্র উলুবেড়িয়া যোগেশ টাঙ্গাইল বিন্দু যোগেশ ময়মনসিং সিটী কালীপদ কলিকাতা টাউন কামিনী কুমিল্লা জেলা কেশবচন্দ্র খাগড়া এল, এম, এস মধুসূদন কুঞ্জপাড়া মহেন্দ্র চট্টগ্রাম মহিম গোকর্ণ মাখন (১) রাজবাড়ী ইনি। মনীন্দ্র রঘুনাথপুর নলিনী হেমনগর নরেন্দ্র বাণগাড়া নয়ন চাতরা নিরোদ ঢাকা কলি: পরেশ ঐ প্রতাপ ধলা পূর্ণচন্দ্র জয়পুর ইনষ্টি রাধিকা নাথ রাজসাহী ভোলা এক। রমণী জেঙ্কিন্স কুচ রেবতী ভুরাশার গুরুদাস শশি সিলেট শশি ব্রাহ্মণবেড়িয়া। সতীশ চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ সতীশ সাউথ সুবা ভবানীপুর শ্রীশচন্দ্র গোয়ালন্দ সুরেন্দ্র রাজসাহী ভোলা সুরেশ জামিরতা সুরেশ শিলং সুশীল গৌরীপুর পিঃ সিঃ ইনষ্ট তরণী মুড়াপাড়া তুলসী শ্রীরামপুর উমেশ ব্রাহ্মণবেড়িয়া.

চন্দ—জ্যোতিন্দ্র মুন্সিগঞ্জ লাবণ্য আদেক বালিকা মহেন্দ্র শ্যামাগ্রাম রামলাল সিরাজগঞ্জ।

চন্দ্র—কমলা হিন্দু মনি হেয়ার মুট তমলুক নারায়ণ ভাগলপুর জিলা।

চাপট—সুরেশ প্রাইভেট।

চট্টোপাধ্যায়—অমূল্য বাগাঁচি অমূল্য বীরসিংহ অশ্বিনী মিত্র ইনি, ভূপেন্দ্র ক্রিশ্চি ঢাকা, বলাই চুচড়া ট্রেনিং বিজয় সেনহাটী দীনেশ বগুড়া দুর্গা প্রাইভেট এককড়ি পাঁচড় রাজ গৌরিপতি বঙ্গবাসী গিরিধন উত্তরপাড়া হরিদাস কাঁথি হরিধন উত্তরপাড়া হরিপদ জামতাড়া হরিপদ খাগড়া. হেমন্ত বারাকপুর হীরালাল রঙ্গপুর জগত্তারণ রামপুরহাট যোগেন্দ্র ইটাচোনা জ্যোতির্ম্ময় ছাপড়া কেশব কুমিল্লা মুকুন্দ মহেশপুর নলিনাক্ষ ওরিসেমি নলিনী নিবাসই নরেন্দ্র কোন্নগর নীলকণ্ঠ শ্যামগ্রাম নিত্যানন্দ কলি হাই নৃপেন্দ্র জেঙ্কিন কচ পশুপতি প্রাণনাথ হাই ফণি সংস্কৃত কলি প্রহ্লাদ লক্ষ্মীপাশা প্যারী জনাই রামপ্রসাদ নাটোর রামনৃসিংহ ঢাকা কলিঃ রণজিৎ ববিশাল জেলা রতন সালি হিমসন শৈলেশ্বর পুরুলিয়া সঞ্জীবন কৃষ্ণ কলি সতীশ বাতিরদিয়া সুবোধ কুচিয়াকোল সুবোধ নিউ ইণ্ডিয়ান সুধাংশু মথুরুন সুধীর স্কটিশ চার্চ্চ সুজ্যোতিনাথ শিলস ক্রি, সুমতি বজ্রযোগিনী সুরেন্দ্র খাগড়া তারক ঢাকা পোগজ।

চৌধুরী। অমর সেণ্ট্রাল কলি অনুকূল মানিকগঞ্জ অতুল রাজকাল ভারত বারাপোতা ব্রজেন্দ্র শেরপুর ব্রজেন্দ্র আমলা সদরপুর গজেন্দ্র প্রাইভেট হেমেন্দ্র ধলা যাদবচন্দ্র করাটিয়া জনার্দ্দনপ্রসাদ টি এন জুবি ভাগলপুর যতীন্দ্র সিলেট জিতেন্দ্র আব্দুল জ্ঞান বরি জিলা যোগেন্দ্র কুমিলা যোগেশ কালীগঞ্জ যোগেশ পাইকেট জ্যোতিঃ প্রসাদ কলি হাই কালীপদ প্রাই, কালীপদ নাকরাকোন্দা কানাই শক্তিপুর ক্ষেত্র শ্যামবাজার ললিত চট কলি ললিত ঐ মতি রাজা দুর্গাকুমার রাজবাড়ী নগেন্দ্র রাজসাহী কলি নারায়ণ কুমার রাধাপ্রসাদ নরেন্দ্র প্রাইভেট নীরদ পাড়িয়া প্রফুল্ল পিংলা রণীন্দ্রকুমার রামপুরহাট রাধারমণ রাঁচি রাজচন্দ্র গিরিশচন্দ্র সিলেটহাই, রেবতী কৃষ্ণনগর শৈলেন্দ্র দেওবর সরোজাক্ষ বিষ্ণুপুর সতীশ সেকেন্দপুর সুরেন্দ্র মেনকোণা সুরেশ সিরাজগঞ্জ সুরেশচন্দ্র কিশোরী ঢাকা তারাপ্রসন্ন বিহার বি সি ই। মন্মথ মুঙ্গের ট্রেনিং পশুপতি বর্দ্ধমান সুরেন্দ্র ঢাকা সুরেন্দ্র চট্ট

চৌধুরী। আফসার আলি নবাব মাদ্রাসা মুর্শিদাবাদ।

খৃষ্ট শরণ রাঁচী দালাসুদ্দীন আমেদ সিটি কলিকাতা বলাই বিষ্ণুপদ উলুবেড়িয়া দাম অনঙ্গ রাজা গিরীশ শ্রীহট্ট দামোদর ঝা—বাঁকা হাই।

দাস—অদ্বৈত মেদিনী কাবণী আগরতলা অধনী মিশন কটক অন্নদা কালিয়া আশু ব্রাহ্মণবেড়িয়া বামন কাটোয়া বনমালী জামতাড়া বন বিহারী বীরভূম বনওয়ার রাজেন্দ্রা বসন্ত ঢাকা কলি ভূপেন্দ্র মেট্রো বীরেন্দ্র হেয়ার দুর্গাচরণ টাউন ভিক্টো কটক গজেন্দ্র বালেশ্বর গণেশ ওরি সেমি গোবর্দ্ধন মাজু হরিপদ উলুবেড়িয়া ইন্দ্ররাজ বাগ গোরা জানকী দিনাজপুর যতীন্দ্র জামতাড়া যতীশ শ্রীহট্ট যতীন্দ্র করিমগঞ্জ যোগেন্দ্র চট্ট মিউনি যোগেশ কালীগঞ্জ রাজা রাজেন্দ্র হাই কমলকুমার যুগল কুমিল্লা ললিত পৈলা হাই ললিত বাটসালি মদনমোহন ধেনকানাল মহেন্দ্র হবিগঞ্জ মথুরা মহা মোহিনীমোহন পটিয়া মোক্ষদা শ্রীহট্ট নবকিশোর পি এম কটক মনি বরিশা নিশামণি মিশন কটক পবিত্রনাথ শীলচর পঞ্চানন ভাগ্যকূলহাটি প্রসন্ন চট্টগ্রাম রাধাকিশন কাটোয়া রাধাকৃষ্ণ পবী রজনী কমিলা রজনী লক্ষ্মীপুর রাজেন্দ্র কিশোরী ঢাকা রমেশ ছাপরা রামকৃষ্ণ বালেশ্বর সতীশ আগরতলা সতীশ পাবনা সত্যগোপাল সেণ্ট্রাল সিলেট রাজা গিরীশ হাই সুধীর নবাব মাদ্রাসা মুর্শি সুরথ ঢাকা কলি: সুরেশ দিনাজপুর সুরেন্দ্র কালীকুমার ইন, সতীরপাড়া দুর্গা পুর্ণিয়া তারক হিন্দু।

দাসদেব অমৃতলাল আবদুল্লাপুর।

দাস ঘোষ—অমূল্য মানভূম হাই।

দাস চৌধুরী—গোপেন্দ্র শিলচর;

দাস গুপ্ত—অতুলেশ্বর তেজপুর ভূপেন্দ্র গুরু বিধু ডবলিউ বি ইনি বিজয় শিল্প বীরেন্দ্র রিপণ ধীরেন্দ্র নং ১ ঢাকা কলিঃ ধীরেন্দ্র নং ২ ঐ, জিতেন্দ্র বি এম বরিঃ, জিতেন্দ্র সা সুবাণ ভবাণীপুর মনীন্দ্র রাঙ্গামাটী নিশিকান্ত তেওতা প্রতাপ রঙ্গপুর প্রফুল্ল সিটি মৈমন পঙ্কজ গৈলা সত্যেন্দ্র মৈমনসিং জেলা সত্যেন্দ্র খাগড়া সুরেন্দ্র কীর্ত্তিপাশা সুরেশ কিশোরগঞ্জ [illegible] বরানগর ভিক্টো; দাস সেনাপতি। কাশী গিরিশ শ্রীহট্ট।

দত্ত।—অমূল্য রাণীগঞ্জ অনাথ বেলপুকুর দে নাথ রাজসাহী ভবকান্ত শিবসাগর ভারত কে বিভাস হিন্দু, চণ্ডী হুগলী চারুচন্দ্র ভাগলপুর দীনেশ করিমগঞ্জ দ্বিজেন্দ্র গিরীশ শ্রীহট্ট গো কলি ট্রেনিং ঘনশ্যাম বর্দ্ধমান ভিক্ট হর প্রসাদ বাজার, হরিপদ নারিট হেমেন্দ্র চট কলি, হেমে উলপুর জগৎ বালেশ্বর জহরী মহেশপুর যতী সিটী, যতীন্দ্র পাণিহাটি যতীন্দ্র বর্দ্ধমান ভিক্ট জ্ঞান ব্রজবরি, জ্ঞানেন্দ্র খলিসপুর জ্যোতিশচন্দ্র বাটি দিয়া জ্যোতিশচন্দ্র হায়দাকাঁদি কেশব সিটি কামিরা ক্ষীরোদ তেরকণা লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুপুর লালগোপাল শৈলকুপা, নবকুমার ফরিদপুর নগে রাণীগঞ্জ নগেন্দ্র বরিশাল নলিনী দাঁইহাট নলিনী জোড়হাট নীরদ শান্তিপুর নির্ম্মল হিন্দু: পরে শিলচর প্রভাত মাদারিপুর প্রফুল্ল সিটি মৈমন রাধাগোবিন্দ পুরুলিয়া রমেশচন্দ্র আমেরি মেথডিষ্ট রমেশ রাজা গিরীশ হাই শ্রীহট্ট রঘুনাথপুর জিভিলজ, শচীন্দ্র পি এম একা কট শচীন্দ্র সেনট্রেলে সজনী নড়াইল ভিক্টো শঙ্কর স্কটিশচর্চ্চ সন্ন্যাসীদাস মেট্রো, সন্তোষ কলি শরৎ খালিশপুর সতীশ কাসমাল ইনি চট্ট স্বর্ণ টাকী শ্বেতমর কিশোরি ঢাকা, সুধীর স্কটিশ চার্চ্চ সুরেন্দ্র জামতাড়া সুরেন্দ্র খেলা চন্দ্র প

সূর্য্য কমল পাবনা উপেন্দ্র হেমনগর শশিমুখী হাই। মৃত্যুঞ্জয় সুরেশ সিটি মৈমনসিং।

দে।—আশুতোষ ভাগলপুর অতুল কিশোর গঞ্জ অতুল প্রাইভেট, বনওয়ারী ঈশান ফরিদপুর বিপিন শ্রীহট্ট: চন্দ্র পশ্চিম গ্রাম লক্ষণ হাই. ধীরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা চুনিয়ালাল স্কটিশ চার্চ্চ গতি ওরিয়েন্টাল সেমি গোপাল বনগ্রাম হারাণ শিলংক্যি কলি, হরি হিন্দু হেম সিটি মৈমনসিং ইন্দু খরাবিরা যামিনী চাচল সিদ্ধেশ্বরী জ্যোতি কৃষ্ণনগর কলি মানিক হেয়ার মোহিনী প্রাইভেট; নগেন্দ্র মহিষাদল নরেন্দ্র টি কে ঘোষ বাঁকীপুর নিবারণ কুমিল্লা নির্ম্মল ঐ বাঁকীপুর নির্ম্মল সেনট্রাল কলি পঞ্চানন মাঝদিয়া রেল প্রমোদ রাভেন্সা কলি প্রেমাঙ্কুর সিটি প্যারী মোহন নোয়াখালি রাজকুমার বাবুর হাট রমেশ সরাইল অন্নদা সত্যরঞ্জন মাণিকগঞ্জ শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া সুখময় সরাইল শ্যামাচরণ নিউ ইণ্ডিয়ান; উমেশ নেত্রকোণ দত্ত হাই।

দেব। যতীন্দ্র উত্তরপাড়া নির্ম্মল টাউন কলি পুলিন ব্রাহ্মণ বেড়িয়া রবীন্দ্র টাউন কলি সুরেশ শিলচর সুর্গা কুড়িগ্রাম।

দেবশর্ম্মা। মদনমোহন বরপেতা।

দেব চৌধুরী। ভূপেন্দ্র কুমিল্লা দেবীপ্রসাদ বি বি কলি মজফরপুর দেওনাথলাল গয়াজিলা, ধনী ইন্দুভূষণ নবদ্বীপ ধনুকধারী মুঙ্গের টেৃণিং ধর্ম্মনাথ সহায় ছাপরা।

ধর। ফণিভূষণ প্রাইভেট, প্রমোদ হবিগঞ্জ সুরেন্দ্র রাজ গিরিশ শ্রীহট্ট সুরেশ মৃত্যুঞ্জয় ময়মনসিং একরাম হোসেন বগুরা জিঃ হিমন আলি বিশ্বাস কুষ্টিয়া কৈকুদ্দিন আকন্দদ নাটোর মহারাজা ফকিরুদ্দিন মুস্তাজি মেথলিগঞ্জ ফরজাউদ্দ আমদ কলি মাদ্রাসা;

ফজল কবির ঢাকা মাদ্রাসা, ফজলেহে খন্দকার মাগুরা ক্যান্সিস এ সেণ্ট জেভি।

গঙ্গোপাধ্যায় অমল ঈশান ফরিদপুর অমূল্য নর কৃষ্ণ কলি বহরমপুর অন্নদা সিরাজগঞ্জ অপর্ণাচরণ স্কটিশ গতি গোবিন্দ ঝারিয়া হৃষীকেশ কৃষ্ণগঞ্জ জিতেন্দ্র ঈশান ফরিদপুর জিতেন্দ্র বৈশারী জ্ঞানদা পালং জ্যোতি বঙ্গবাসী মহাদেব সাউথ সুধা ভবানীপুর মনীন্দ্র দিনাজপুর মুনিন্দ্র মাজু নিবারণ মুখার্জ্জি নিশি নিলকামারী রাজেন্দ্র বরিশাল রেণুপদ বর্দ্ধমান মিউনি শান্তি বরি সতীশ ওরি সেমি সতীশ লক্ষ্মীপাশা সুধাংশু গোয়ালন্দ সুরেশ মাল খাঁ নগর।

গরাবারু—মধুসূদন প্রাইভেট গড়াই—অতুল বাঁকুড়া জেলা গড়গড়ি—বিজবর বিনোদপুর ঘটক—ধীরেন্দ্র মতিহারী ললিত জলপাইগুড়ি গোলাম আকবর বীরভুম।

ঘোষ—অভিলাষ সিটি ময়মনসিং অজিত সারণ ছাপরা অক্ষয় রুক্সাল অমূল্য ময়মনসিং অনাদি রিপণ হাওড়া অনল দিনাজপুর অনিল টি এন জুবিলি ভাগলপুর অন্নদা ঝিনাইদহ অনীতা কিশোরী ঢাকা আশু সেণ্টমেরি ভবানীপুর আশু গড়বেতা আশু বারাশত অশ্বিনী খুলনা।

ঘোষ ভবানী রিপণ ভূপেন্দ্র শিবসাগর ভূষণ বঙ্গবাসী বিহুঁভ নবাব মাদ্রাসা মুরশিদা বিমলকৃষ্ণ রামমোহন রায় বাকিপুর বিপিন পৃথীরাম গোয়ালপাড়া চণ্ডী ভাগলপুর জেলা চাঁদমোহন কিশোরী ঢাকা দক্ষিণরঞ্জন কার্ত্তিকপুর হরিচরণ দক্ষিণ সুবারবন ভবানীপুর জ্যোতিন্দ্র সারোয়াতলী জ্যোতীন্দ্র বাবুলিয়া জিতেন্দ্র ওয়াটসন্স মধুবানী জিতেন্দ্র দারজিলিং জ্ঞানেন্দ্র গিরিধি জ্ঞানেন্দ্র সিটি কলি: যোগেশ ঈশান ফরিদপুর যোগেশ ঢাকা পগোজ কালিদাস বসিরহাট খগেন্দ্র স্কটিশ চচি খগেন্দ্র হুগলী কৃষ্ণ খিদিরপুর একা ক্ষেত্র মুন্সীগঞ্জ ক্ষিতীশ যশোর জেলা কুঞ্জ রাজা গিরীশ হাই শ্রীহট্ট ললিত প্রসাদ দক্ষিণ সুবরবন ভবানীপুর মহেন্দ্র লক্ষ্মীপুর মনীন্দ্র মানখা নগর মনীন্দ্র নিউ ইণ্ডিয়ান মন্মথ রাণীগঞ্জ মন্মথ আন্দুল নারায়ণ হেয়ার নরেন্দ্র বকসার নির্ম্মল স্কটিশ চর্চ্চ নৃপেন্দ্র খিদিরপুর একা পরিমল যেশহর প্রমথ পাকুর প্রফুল্ল ঢাকা পগোজ প্রফুল্ল মৈমনসিংহ প্রসাদ শ্রীরামপুর প্রেমাদিত্য দেওঘর পূর্ণেন্দু সিটি কলেঃ রবিন্দ্র (২ নং) টাকী। রাধা নর্থব্রুক দারভাঙ্গা রামপদ পুরুলিয়া। শচীন্দ্র পানপুর। শৈলেন্দ্র পি এম একা কটক। শান্ত আন্দুল।

শশী চান্দপুর সতীশ সেন্টরাল শ্রীপতি জামতাড়া শ্রীপতি জলপুর সুহৃদ স্কটিশ চার্চ্চ সুমতি প্রাই সুরেন্দ্র নাবিট সুরেন্দ্র বাজিরদিয়া সুরেন্দ্র বাবুলিয়া সুরেশ সম্মিলনী সূর্য্য দিনাজপুর শ্যামানন্দন কণ্টাই শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা

ঘোষাল। অজিত প্রাই যোগেশ কিশোরী ঢাকা মধু করিমগঞ্জ নির্ম্মল কোন্নগর। পাঁচুগোপাল শ্রীরামপুর শরৎ ময়ূরভঞ্জ

ঘোষ চাজরা। হরিপদ পাচগুপী ইনি রজনী রামপুরহাট গিবন মেরি ক্রিট প্রাইভেট। গোবর্দ্ধন প্রসাদ বাঁকিপুর বি এণ। গোবিন্দ রাঘব রাও বামরা রামকুমার। গোপী অতুল ভারেঙ্গা

গোস্বামী। ভবেশ রাচি ব্রজনাথ গৌরীপুর গৌরগোপাল শান্তিপুর মিউনিসী। ঘনশ্যাম বালি রিভার্স। গোপাল ঘোড়হাট। খগেন্দ্র শিব সাগর। পুলিন রাজসাহী ভোলানাথ সতীশ শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা।

সুধীর আমলা সদরপুর প্রাঞ্জার ভায়োলেট প্রাইভেট গ্রেগরি মার্টিরাস আর্ম্মেনিয়ান কলেজ গুহ। বিজয় বাগেরহাট বিরেন্দ্র রামমোহন সেমি বাকীপুর। দেবেন্দ্র পশ্চিম গা লছমন। ধর্ম্মদাস প্রাইভেট দিনেশ ইদিলপুর যতীন্দ্র ফরিদপুর জেলা জিতেন্দ্র বরিশাল জ্ঞানেন্দ্র মৃত্যুঞ্জয় ময়মনসিংহ মনীন্দ্র চট্টগ্রাম কলি মনীন্দ্র চট্টগ্রাম কলি মমীন্দ্র আর কে জুবিলি নোয়াখালি। শশি ইটালী সত্য জামালপুর সত্যেন্দ্র বজ্রযোগিনী।

গুহ সরকার। অচ্যুত সহায় ওরি সেমি। গুহ ঠাকুরতা প্রফুল্ল অর্দ্দশিতলা ঢাকা গুপ্ত। অবনী ইউসুফ কুমিল্লা। বসন্ত মাগুরা ধীরেন্দ্র বরিশাল জেলা। গোপেশ দুমকা হরিপদ উলুবেড়িয়া হেমন্ত পলাশডাঙ্গা মনীন্দ্র হেয়ার নির্ম্মল সংস্কৃত কলি পবিত্র গৌহাটী প্রভাত এং সং বাঁকীপুর প্রবোধেন্দু ঐ. প্রিয়নাথ রিপণ বংশী সিটী রমনী সোণারঙ্গ সনৎকুমার হিন্দু গুরনায়ক উদয় রাভেন্সা

হবিবুল দারভাঙ্গা হাবিবর রহমন ঢাকা মাদ্রাসা হাজরা। দেবেন্দ্র দশঘরা রাধা ইংকলা কে এম ইনি রামনারায়ণ কুচকুচিয়া

হালদার। জীবন তারা হিন্দু সুরদাস প্রাণনাথ সাতক্ষীরা উদয়চাঁদ প্রাইভেট।

হামিরলাল মেহের চট্টগ্রাম মিউনি হনুমান মারোয়ারী রাণীগঞ্জ হনুমান সহায় বি বি মজফরপুর হরগৌরী মুঙ্গের হরদেও ছাপরা হরনন্দন হেয়ার—হ রবংশ ডুমরাওন হরিহর বর্ম্মা টিকারী হরিহর (১) মুখার্জ্জি সেমি মজফরপুর হরিশঙ্কর মতিহারী হাসান নবাব খাঁ শলি মাদ্রাসা হেপাজত হোসেন পাটনা কলে হোড় তিনকড়ি বীর সিংহ ইন্দ্র সেন গোপালগঞ্জ ঈশ্বর মজফরপুর যদুবংশ সহায় ছাপরা জগদীশ কাশীপুর জমাদার সিংহ আরা টাউন যমুনা টি এন ভাগলপুর জানকী বর্ম্মা গয়া জয়মঙ্গল নর্থব্রুক জেহান বোড়া শিব সাগর জোয়ারদার অন্নদা যমশেরপুর যতীন্দ্র আরা টাউন যাহুরা সাগুম ই সেণ্টজেভি জুহাই শিলং কাবরুল হোসেন কলি মাদ্রাসা কাহালি সত্য তুলাসর গুরুদাস কমলাসিংহ প্রাইভেট কমল ধারী সেণ্ট জেভি কৈবর্ত্ত কনকেশ্বর ঘোড়হাট কামেশ্বরী মতিহারী কপিলা দেও নারায়ণ (২) ঐ যদুবংশ সহায় নর্থব্রুক জগদম্ব ছাপরা.

কর। কমল সরাইল অন্নদা রেণুপদ বর্দ্ধমান মিউনি সুরাজ উকীলস ইনি ঢাকা শানিলা ঢাকা কলিঃ করক রামকৃষ্ণ চন্দ্রকোণা কর্ম্মকার হেমচন্দ্র লোহাজঙ্গ কারুরাম হাজারিবাগ কেদার ছাপরা কাইমার এডোয়ার্ড সেণ্ট জেভি খাজা মহম্মদ জেলালুদ্দীন গয়া খাঁ সুশীল রাজসাহী খাস নবীশ সতীশ ধলা খন্দকার আবুল হোস বর্দ্ধমান মিউনি কলে সজনী ইটেচোনা কাওয়ার গৌরগোপাল বাধাগজা কুলভি সুরেন্দ্র মেদিনীপুর কুণ্ডু অক্ষয় ফরিদপুর বিভূতি কালীঘাট ধীরেন্দ্র দেওঘর কান্তি গোয়ালন্দ লাহা। হরিমোহন শ্রীরামপুর যতীশ সেণ্টপল প্রফুল্ল হেয়ার।

লাহিড়ী—বিমলানন্দ রঙ্গপুর হরিশ পাবনা ললিত শ্রীরামপুর প্রভাত ঈশান ফরিদপুর সত্য রঙ্গপুর লক্ষ্মীশ্বর মাধিপুরা লক্ষ্মীকান্ত ওয়াটসন লালাজ চৌধুরী নর্থব্রুক। লস্কর ক্ষীরোদ খানখানাপুর লিসেষ্টার গেরাল্ড সেণ্ট জোভ মকবুল মণ্ডল আড়বেলিয়া মফিজুদ্দীন ভুইয়া ঢাকা কলি মফিজুদ্দীন স্বর্ণকার বগুড়া মহাবীর আরাজেলা মহাদেও পীতাই সাউথ সুবা ভবানীপুর। মহলানবীশ উপেন্দ্র চাইবাসা মহম্মদ—আবদাস সাত্তার বগুড়া মনীর ছাপরা মুসা কলি মাদ্রাসা মোজাম্মেল হক্ মিত্র ইনি। মহান্তি। আর্ত্তবন্ধু রাভেন্সা বনবিহারী ঐ ভাগীরথী ঐ বিনোদ ঐ বৃন্দাবন কেন্দ্রপাড়া হাই।

কৃষ্ণচরণ জাজপুর রামচন্দ্র ময়ুরভঞ্জ।

মহাপাত্র। দ্বারকানাথ রাভেন্সা ঈশান মহিষাদল মথুরা পি এম একা কটক রাধা কেন্দ্রপাড়া শত্রুঘ্ন খুরদা

মহারাজ। পটুচরণ চেতমপুর মহরুদ্দীন অহম্মদ কুড়িগ্রাম মাহব হুসেন বারাসত মামুদ ভাগলপুর টি এন

মাইতি। বিপিন মহিষাদল হরিপদ বড়াল যামিনী পিংলা

মৈত্র। অমূল্য পাবনা হিনি বৃন্দাবন পুরী সৌরেন্দ্র খেলাত। মাজি। খগেন্দ্র তমলুক সুরেন্দ্র চক্রদিঘী। মজুমদার। অনন্ত নোয়াখালী। বিনয় পুরী ব্রজনাথ লক্ষ্মীপুর ধীরেন্দ্র মেদিনীপুর দিগীন্দ্র দধাপাতিয়া গোরক্ষ ভাগলপুর ক্ষিতীশ মৃত্যুঞ্জয় ময়মন সিংহ মলিনাকান্ত সাউথ সুবার ভবানীপুর মনীন্দ্র আমলা সদরপুর নগেন্দ্র কুষ্টিয়া নিশা ভূষণ ধানকুড়িয়া প্রবোধ তেজপুর প্রফুল্ল প্রাইভেট রণজিৎ ভামা সন্তোষ হেয়ার শিবদাস ভৈট্টা। শিশির স্কটিস চার্চ্চ। সুবল রঘুনাথপুর। সুরেন্দ্র জেঙ্কিন্স উপেন্দ্র গোয়ালন্দ।

মল্লিক। দ্বিজেন্দ্র কাঁথি। গিরীন্দ্র মহেশপুর। মণিলাল বংবাসী। নীরদ কুমার রাধাপ্রসাদ হিনি। শিবচন্দ্র হিন্দু।

মণ্ডল। বিভূতি বিষ্ণুপুর। বিনোদ বহুবাজার। যতীন্দ্র জামতাড়া অং বাহাদুর জয়দেব ধানবুড়িয়া ক্ষেত্রমোহন বি এম ইউনি সোনাকান্দা মুনিন্দ্র বীরভূম জেলা। পাঁচকড়ি পাণিত্রাস ফনীন্দ্র জগবল্লভপুর। রাধারমন শিয়াড়শোল সৌমিন্দ্র মাজু ধীরেন্দ্র সি এম এস কলিকাতা। মঙ্গলপ্রসাদ মজঃফরপুর। মনিরুদ্দীন চটগ্রাম। মথুরা বিহার মকুট প্রসাদ হাতোয়া মাকর শিক্ষক হুগলী। আবদুর রহমান সিরাজগঞ্জ। রহমন কলি মাদ্রাসা আসফর ভূঁইয়া মেত্রকোনা দত্ত জৈমুল সিটি মেশকব আর্মেনিয়ান মীর কয়ম মাদারিপুর মীর ওয়াজেদ আলি ফরিদপুর মীর ওয়াজেদ আলি ফরিদপুর মীর ওয়াজিদ আলি দ্বারভাঙ্গা।

মিশ্র। আনন্দেশ্বরী প্রসাদ আরা কেজে আশু তমলুক দেওনারায়ণ ওয়াটসন। গিরিচাঁদ ভাগলপুর লক্ষ্মীনাথ ওয়াটসন রামচন্দ্র মজঃফরপুর অপ্নেশ্বর ধানকেমাদা উদয় বালেশ্বর।

মিত্র। অমূল্য নবদ্বীপ। অমূল্য সং বাঁকিপুর। ভুবন মাদারীপুর ভূপেন্দ্র স্কটিস চার্চ্চ চণ্ডী মর্টন। চুণী নড়াইল। দেবেন্দ্র মর্টন। ধীরেন্দ্র কাওড়া দ্বিজেন্দ্র কেন্দ্রপাড়া। হরিদাস কুড়িগ্রাম। হরিপদ পানিহাটি। যতীন্দ্র ইটনা। যতীন্দ্র জগদ্বল্লভপুর কালীপদ মিত্র হিনি। কালীপদ চাতরা মনিলাল রুরুলি নরেশ হিন্দু নির্ম্মল ডায়মণ্ড হারবার পশুপতি প্রাইভেট পুলিন বাঁকুড়া পূর্ণচন্দ্র মুখো সেমি রাজেন্দ্র হিন্দু রমেশ ফেনী শৈলেন্দ্র মিত্র হিনি সন্তোষ কিশোরী জুবিলি ঢাকা সুশীল ডুমরাও তিনকড়ি বাগনান মেয়োজেম হোসেন বিশ্বাস আমলা সদরপুর।

মহম্মদ। আবদাস সামাদ অজিপুর আবুল কজল ফরিদপুর ইসুল হক আরা জেলা হবিব সিদ্দিকী মুঙ্গের হোসেন আরা ইসাক সরস্বতী দ্বারভাঙ্গা রফিক দিনাপুর এডেন্ড্র; সৈয়িদ প্রাইভেট আবদুল মজিদ কলি মাদ্রাসা। হবিবুক ঐ ইয়াকুব ঐ ওয়াহিদ মতিহারী মোক্ষেশ্বর শিবসাগর গবর মোসারেক হোসেন খন্দকার ডাঙ্গা আশিরুদ্দীন পাবনা ইন্দ্রিজ সেমি বাকীপুর হুমায়ুন হোসেন কাল মাদ্রাসা। তাহের উল্লা গৌহাটী ইয়াশিন রাজসাহী রাজ্রিউদ্দীন আদি সালার মোজলেউদ্দীন কলি মাদ্রাসা মোয়াজ্জম হোসেন ঐ।

মুখার্জ্জি। শোভা ইডেন ফিমেল ঢাকা। মুখোপাধ্যায়। অমূল্য সম্মিলনী অনাদি সাউথসুবা ভবানীপুর অনুকূল হিন্দু অপূর্ব্ব মিত্র হিনি অরুণ জামালপুর বৈদ্যনাথ কোন্নগর বৈদ্যনাথ দেওঘর বলাই বরিষা বিভূতি রানাঘাট চারু জয়নগর চুনি ফরিদপুর ধনগোপাল স্কটিস ধীরেন্দ্র ঐ ধীরেন্দ্র হুগলী ধীরেন্দ্র এ সং বাকীপুর ধীরেন্দ্র সাউথ সুবার ভবানীপুর ধীরেন্দ্র বরাহনগর ভিক্টো ধীরেন্দ্র মিত্র হিনি দিগিন্দ্র খুলনা দ্বিজেন্দ্র মর্টন গিরিজা শিয়ারশোল গিরিজা কাল আর্যা হরেন্দ্র হেয়ার হরেন্দ্র সাউথ সুবার ভবানীপুর হরিবোল শীলস হরিপদ রামপুরহাট জনার্দ্দন পাবনা জনার্দ্দন আর্য্য মিশন যতীন্দ্র গার্ডেন রিচ। যতীন্দ্র বাহিরদিয়া যতীন্দ্র গান্ডা জিতেন্দ্র কালীঘাট জ্ঞানদা কে এম এস সি হিনি জ্ঞানেন্দ্র বর্দ্ধমান মিউনি যুগলদাস হাজারিবাগ কালিদাস গার্টেনরিচ কিরণ সেণ্ট মেরি ভবানীপুর কৃষ্ণ সং কলি ললিত সেনহাটী মথুরা পিরোজপুর মতিলাল কার্ত্তিকপুর নগেন্দ্র বর্দ্ধমান মিউনি নগেন্দ্র স্কটিস চর্চ্চ নলিন নৈহাটি মহেন্দ্র নরেন্দ্র মেট্রো বড়বাজার নরেশ সাপাটি পরেশ ভাগাকুল ভরেন্দ্র হাই ফনীন্দ্র কলিঃ ট্রেনিং প্রবোধ হেয়ার প্রবোধ কে এম এস সি হিনি প্রকাশ জনাই প্রমথ লক্ষ্মীপাসা প্রমথ সাউথ সুবার ভবানীপুর বসময় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা শচীকান্ত হিন্দু শচীন্দ্র সিটি কলি সনৎকুমার বঙ্গবাসী সন্ন্যাসী আমতা শরৎ যশোহর সরোজ টি এন জুঃ ভাগলপুর সতীনাথ প্রাইভেট সতীন্দ্র বরাহনগর ভিক্ সতীশ ইচাপুর সত্যনারায়ণ টি এন জুঃ ভাগলপুর সত্যপিয় বিপণ সত্যরঞ্জন বারাকপুর সত্যেন্দ্র ধুবড়ি শিরচন্দ্র প্রাইভেট সুবোধ আগড়তলা সুবোধ বাঁটরা মধুসূদন। সুরেন্দ্র হেয়ার শ্যামাপদ হেতমপুর তারকচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা তিনকড়ি গার্টেন রীচ জ্ঞানেন্দ্র উমাকান্ত একাঃ

মুখোটী। সুরেন্দ্র ফরিদপুর মুন্সী। নরেন্দ্র রাজসাহী ভোলানাথ মুচ্ছদী। যতীশ সাউডীতলী মুস্তকী। বিনয়কৃষ্ণ কোন্নগর নবীনওয়ারাজ খাঁ রাজসাহী। নাগ। অপূর্ব্ব বাগেরহাট গৌরমোহন মর্টন হরেন্দ্র শ্রীহট্ট যতীন্দ্র ব্রাহ্মণবেড়িয়া এড নগেন্দ্র বাগেরহাট প্রফুল্ল কালীগঞ্জ সজনী সারণ সুরেন্দ্র হবিগঞ্জ নাগরলাল মায়ো রাড়ি রঘুনাথপুর নাগ চৌধুরী শরৎ সেণ্ট্রাল কলি। নইমউদ্দীন নর্থব্রুক দ্বারভাঙ্গা নীজামল হক চটগ্রাম;

নন্দী। অশ্বিনী রাজসাহী হৃষিকেশ রাজা প্রসাদ যোগেন্দ্র জামালপুর ডোনাফ কানাই হুগলি ব্রাঞ্চ সুরেন্দ্র বাঁদগোড়া সুরেশ পতিয়া নাপাটরাও আগরওয়ালা ডিব্রুগড়।

নাথ। যোগেন্দ্র রাইপুর নাথেনিয়াল উইহ্ ইহলামিনা, বালীগঞ্জ নাম্বুনী সিং বেগুসরাই নাওয়াল কিশোর হাজারিবাগ নায়েক। চণ্ডী আসানসোল চন্দ্রকান্ত সিয়ালশোল গোকুলানন্দ ভদ্রক সুলোচন লক্ষ্মীপুর ব্রহ্মহরি উখারা সতীশ নবাবগঞ্জ, নিয়োগী। বিজয় পুরী যতীন্দ্র প্রাইভেট; সুরেন্দ্র এডেদহ নজির আমেদ চটগ্রাম অবিরত গুরিশিল পাধান। মদন সম্বলপুর পরমাত্ম। সাপকোটা। নেপাল দরবার পাকড়াশী গোপেন্দ্র সিরাজগঞ্জ বনওয়ারি।

পাল। অনাথবন্ধু ঢাকা উকীল হিনি ভোলানাথ বর্দ্ধমান বিজয়কৃষ্ণ স্কটিস বিকাশ ভাগলপুর বিনোদ পণ্ডিতসার বিষ্ণুপদ মেট্রো। চণ্ডীচরণ বর্দ্ধমান দক্ষদাস বাঘনাপাড়া গোপীজনবল্লভ লাঙপুর হরি ব্রজহরি হেরন মর্টন যাদব জামালপুর তোমো কামিনী নাথ কিশোরগঞ্জ যতীন্দ্র সিটি যোগেন্দ্র মেদিনীপুর মতিলাল বরিশাল নলিনী বিষ্ণাসগর নরেশ বসিরহাট নিবারণ নবাবগঞ্জ পাতক্লল দুমকা রাজেন্দ্র হিন্দু রেবতী ঢাকা কিশোরী শম্ভুনাথ মালখানগর শশী ব্রাহ্মণবেড়িয়া সুরেন্দ্র ময়মনসিং সুরেন্দ্র নবদ্বীপ হিন্দু উপেন্দ্র হাবড়া।

পাল চৌধুরী। প্রাণবল্লভ আর্য্য হিনি পালিত। বিজন উটাচোনা পরেশ শ্রীহট্ট রাজা গিরিশ রজনী জামতাড়া। পান। বিজয় কৃষ্ণ উরক্কালা পাও। হরিবন্ধু কটক মিসন। পাণ্ডা সুধাংশু খাগড়া এল এম এস। পাণ্ডে। যুগল আরা যুগলকিশোর ভাগলপুর টি এন নন্দ কিশোর ঐ, রামনন্দ পালামৌ।

পণ্ডিত। জ্ঞানেন্দ্র বাবুরহাট পরমানন্দ বারাসত, পড়িয়া। প্রাণকৃষ্ণ রাজেন্দ্র, প্রামাণিক। সদানন্দ কুচ বেহার, পাঠক। অধর পুরুলিয়া যোগেশ মালদহ মন্মথ ঘাটাল শক্তি নিউ ইণ্ডিয়ান।

পাত্র। রসিকলাল তমলুক হ্যামিণ্টন সত্যচরণ সিঙ্গুর পাত্র নবীন হৃষীকেশ বীরভূম পারী। কানহুচরণ কেন্দ্রপাড়া পটনায়ক। বঙ্কনিধি রাভেন্সা গোলক ঐ গোপাল কটন টাউন মদনমোহন পুরী পদ্মচরণ খুরদা।

পরমেশ্বর নারায়ণ মজঃফরপুর পরমেশ্বর প্রসাদ প্রাইভেট পরমেশ্বরী প্রসাদ সিং মাধিপুর।

পোদ্দার। কুঞ্জবিহারী হিন্দু প্রভুদয়াল রাঁচী সেণ্টপলস হাই প্রাণজিবেদাস জৈথা সেণ্টজেভিয়ার ব্রাণভিল সিলং পুর গয়ন্থ রসময় সিলচর গবর্ণ পি ভেন্নকটাচার্য্য সিলং গবর্ণ কোরামারুদ্দীন মহম্মদ কোরামদ্দীরন ঢাকা মাদ্রাসা রাধেকৃষ্ণ বেহা রাঘোরাম রাম সিওয়ান রঘুনন্দন গয়া টাউন রঘুনন্দন ঝা মাধিপুর শিরীষ।

রাহা। চারু প্রাইভেট ক্রেরিস কলিকাত। বালিকা বীরেন্দ্র গয়া সাহেবগঞ্জ রহিমবক্স শিলং রাজ ত্রিজরাজ পাটনা রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি সেমি, রাজগুরু প্রতাপরাজ নেপাল দরবার রাজকিশোর প্রসাদ বর্ম্মা গয়া রাজমোহন ললি ভাগলপুর,

রক্ষিত। তিনকড়ি শ্রীরামপুর রারাকগ্রহ নারায়ণ পাটনা মোহন গয়া রামবাহাদুর পাটনা রামচন্দ্র প্রসাদ মধুবানী ওয়াটসন রামচরিত্র গয়া রামেশ্বর ঝা ওয়াটসন রামকিশোর সরণ নর্থব্রুক রামকুমার ঐ রামপ্রসাদ (২) মতিহারী রামানন্দ বারাসত রাম প্রতাপ আরা রামসমীক্ষণ সিংহ ছাপড়া রামায়ৎ প্রসাদ মতিহারী.

রাউত। নলিনীকান্ত দার্জ্জিলিং, রামতরায়। খুর্দা।

রায়। অবনী প্রাইভেট অবিনাশ পাবনা অন্নদকুমার রাজেন্দ্র অতুল চট্টগ্রাম ভূপেন্দ্র নাথ কুষ্টা। বিভূতি নবদ্বীপ বিজয় বৈঁচি বিমলা বাঁকুড়া। বিমল রাণাঘাট বিনয়কৃষ্ণ স্কটিস চার্চ্চ, নয় মুক্তাগাছা ধীরেন্দ্র সিটি ময়মনসিং ধীরেন্দ্র গৌরচরণ কুমিল্লা গোপাল রংপুর গুরুদয়াল ইল হরেন্দ্র শ্যামগ্রাম হরিপদ বীরসিংহ হরিপদ হরিপদ রাজেন্দ্র হেমাদ্রি ময়মনসিংহ প্রসাদ রাঁচী হিন্দু কৃষ্ণনগর যজ্ঞেশ্বর বেল ডাঙ্গা জানকী পাকুড় রাজ জ্ঞানেন্দ্র ময়মনসিং গণেশ কিশোরগঞ্জ যোগেন্দ্র মুক্তাগাছা যোগেশ জয়দেবপুর যতীশ পাবনা কানাই গড়বাটি কৃষ্ণচন্দ্র মালিয়াড়া কৃষ্ণপদ বাঁকুড়া ক্ষেমদা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় ক্ষীরোদকিশোর ময়মনসিং সিটী মধু চাঁদপুর মহীতোষ কৃষ্ণনগর, মনোমোহন মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা, মণীন্দ্র বরিশাল মুকুন্দ সিটী নগেন্দ্র নোয়াখালি নলিনী বাজিতপুর নলিনী বাঁকীপুর সং নরেন্দ্র ময়মনসিং সিটি নিরঞ্জন রাধাপ্রসাদ নিশি মেট্রো গোপাল হুগলী ব্রাঞ্চ পরেশ মাণিক গঞ্জ ফণীন্দ্র দশঘরা প্রকাশ পাণ্ডুয়া প্রমথ চাঁইবাসা প্রফুল্ল কুমার স্কটিস প্রশান্ত কুমার ঢাকা কলি প্রিয়নাথ প্রাইভেট পূর্ণ টাঙ্গাইল বিন্দু রজনী দশঘরা রাজকৃষ্ণ ওয়াটসন সনৎ সিটি শশী দেওঘর সতীশ শ্রীরামপুর শ্রীকুমার দেবীগড় শ্রীশচন্দ্র পাবনা সুখেন্দ্র শ্যামগ্রাম সুরেন্দ্র প্রাই সুশীলকৃষ্ণ মানভূম জিক।

রায় চৌধুরী। অমূল্য বানরি বসন্ত ফরিদপুর টাকী হরিপদ আমলাসদরপুর দুর্গাপ্রসন্ন চাঁদপুর যোগেশ হিন্দু মনীন্দ্র উলপুর নলিনী চাঁদপুর নলিনী টাকী নিবারণ নারায়ণগঞ্জ পুলিন উত্তরপাড়া রামপদ চঞ্চল সিদ্ধেশ্বরী সুবোধ কুমিল্লা ত্রিপুরা সিটি কলিঃ। রায় কর্ম্মকার। যাদব দিনাজপুর রায়। মানকুঞ্জ শিলং। সাহা। বিশ্বম্ভর শ্যাম গান ব্রজ বাজিতপুর চন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা ম্বিকা দিনাজপুর গোপাল মাদারিপুর গোপেন্দ্র ইণ্ডিয়ান যোগেন্দ্র ফরিদপুর যোগেশ দিঘাপাতিয়া কৃষ্ণবিনোদ নারায়ণগঞ্জ ক্ষেত্র প্রাইভেট ক্ষেত্র উজানচর ললিত বাবুরহাট লালমোহন নেত্রকোণা মহিম ইউসুফ কমিল্লা মেঘনাথ ঢাকা কিশোরী রামচরণ ঢাকা ইস্পি সেন্ট রুক্মিণী বগুড়া শচীনন্দন ব্রাহ্মণবেড়িয়া শচীন্দ্র সাগরপুর সতীশ ঢাকা ইস্পি সুরেন্দ্র সিরাজগঞ্জ।

সাহা রায়। প্রমথ ফরিদপুর শৈলজা প্রসাদ হাজারিবাগ শালিগ্রাম প্রসাদ মতিহারী শালিগ্রাম প্রসাদ গয়া এস আলি মনজেদ মজফরপুর এস আলি নবাব ঐ। সমাজদার। রমাকান্ত রাজসাহী কলি। সামন্ত। বিভূতি মেদিনীপুর মদনমোহন খুরদা পিতাম্বর কটক পি এম একা প্রাণকৃষ্ণ রাণীগঞ্জ। সাণ্ডিল্য। কালীপদ কলিকাতা এরিয়ান সাহীগ্রাহী। রাজেন্দ্র বাঁকুড়া সান্ন্যাল। অবিনাশ বান্দগোড়া সান্ন্যাল বিশ্বরঞ্জন সত্য বিশ্বেশ্বর ময়মনসিং সিটি যতীন্দ্র গোয়ালন্দ যতীন্দ্র বালী রিভার টমসন কালীচরণ শান্তিপুর মিউনি কোথল পাবনা মনমোহন কৃষ্ণনগর নরেন্দ্র সিরাজগঞ্জ নরেন্দ্র বালী রিভার টমসন প্রবোধ গোপায়ং গৌহাটী সরস্বপ্রসাদ ছাপড়া জেলা। সরকার। বিভূতি সুধাকরপুর।

বিজয় ময়মনসিং বিজয় শীল ত্রি বিনোদ ঢাকা উকিল বিপদবারণ বনরারিপাড়া রাজেন্দ্র লোহাগড়া ধীরেন্দ্র মাদারিপুর ধারেন্দ্র প্রাইভেট গৌরাঙ্গ পাবনা যদুপতি জঙ্গীপুর যতীন্দ্র শৌলকূপা কমলা জাতপুর কৃষ্ণ উলুবেড়িয়া মনীন্দ্র রাজাগাম নরেন্দ্র বালেশ্বর নিবারণ মানিকগঞ্জ ফণীন্দ্র বসিরহাট ফণীন্দ্র গোয়ালন্দ ফণীন্দ্র পাবনা প্রফুল্ল রাজসাহী পুলিন তমলুক পুলিন সরিষা সতীশ কমলা সুরেন্দ্র মাদারিপুর সুরেশ বড়বাজার সুরেশ বিষ্ণুপুর তিন কড়ি বক্তব্য শর্ম্মা। বরদা মৌলভীবাজার গোবিন্দ জোড়হাট গবর্ণ রুদ্রনাথ যোড়হাট বেজবড়ুয়া লোকনাথ শিবসাগর গবর্ণ রাধা যোড়হাট গবর্ণ উপেন্দ্র পতিয়া।

শর্ম্মা বড়ঠাকুর দুর্গাপ্রসাদ শিবসাগর সারওয়াম বিশপ কালেজ। সেন। অজিত মিত্র ইনি অন্নদা আরা আশালতা ইডেন ফিমেল অতুল সারেয়াতলী ভবেশ নেত্রকোণা বিজয় মুঙ্গের বিজয় বাঁকীপুর সেন্ট বীরেন্দ্র চট্টগাম মিউনি বীরেন্দ্র হিন্দু চিরঞ্জীব কুষ্টিয়া দেবেন্দ্র নেত্রকণা ধীরেন্দ্র গোয়ালন্দ গোকুলেশ্বর খুলনা তরকুমার কিশোরগঞ্জ হরি ধানকুড়িয়া হেম ব্রজ বলি ইন্দ্র আটলসাহী জ্ঞানেন্দ্র মর্টন যোগেন্দ্র চট্টগ্রাম কামাখ্যা তেজপুর কিরণ চট্টগ্রাম মিউনি ক্ষিতীশ সম্বলপুর লক্ষ্মীনারায়ণ বহরম কৃষ্ণনাথ ললিত ডায়মণ্ড হারবার মন্মথ গোয়ালন্দ মনোরঞ্জন শিলচর নগেন্দ্র পত্তিয়া নগেশ ব্রাহ্মণবেড়িয়া নিবারণ মজফরপুর নিখিল রাজসাহী নিরুপম ঢাকা পরেশ লক্ষীপুর প্রফুল্ল রংপুর প্রফুল্ল ভাগলপুর টি এন প্রিয়নাথ হিন্দু পূর্ণ ঐ রমণী সারেয়াতলী সতীশ মানিক গঞ্জ সতীশ পুরুলিয়া শরৎ হেতমপুর সুধীন্দ্র হিন্দু সুকুমার কসবা সুরেশ ঢাকা কিশোরী সুশান্ত দিনাজপুর সুশীল বরিশাল পাঁচু সিটি কলি পঙ্কজ ঢাকা।

সেনগুপ্ত। অজিত কোটচাঁদপুর অপূর্ব্ব বরিশাল ভবশঙ্কর ঢাকা আরমানীটোলা বিজয় খরারিয়া ধীরেন্দ্র বরিশাল গণেশ ব্রজবর হরিদাস সংকং হর্ষলাল প্রাইভেট জিতেন্দ্র ডবলিউ বি লুটমিয়ন ইনি জিতেন্দ্র রাচ সেণ্ট্রাল কালী উখারা কালী বঙ্গবাসী ক্ষিতীশ রাঙ্গুনা লোকেন্দ্র যোনারং নকুলেশ্বর গৈলা নলিনী হিন্দু নীহার ইছাপুর নৃপেন্দ্র ঢাকা রাজকুমার সিটি কলি রামদাস দার্জ্জিলিং রতিরঞ্জন বাঁকুড়া শৈলেশ্বর সেনহাটী শরৎ ডুমরাওন শশী কিশোরগঞ্জ সুবোধ ফরিদপুর সুরেন্দ্র ধুবরী। সেন রায়। প্রভাত হেমনগর শশীমুখী।

সেন সরকার। পূর্ণ কান্ত কার্ত্তিক সুর শেঠ। চারুচন্দ্র হালিসহর লালবিহারী অরি সেন্ট

সা। কালী মজঃফরপুর শাহবুদ্দীন আমেদ বরিশাল জেলা আবরা বক্স কটক মিসন আবদুল হেয়ার আবদুল ওয়ক উলুবেড়িয়া বন্ধু পাঁচথুপী সেখ বশীরুদ্দীন আমেদ মুর্শিদাবাদ মাদ্রাস যোরাজেম হেমনগর সেখ মহীউদ্দীন খুলনা মুনসুব বিক্রমপুর ওয়াকরুদ্দীন খুরদা সামসুল হুদা মজঃফরপুর শঙ্কর প্রসাদ ঐ শিওধান সিং ডুমরাওন সিদ্ধার্থ নির্ম্মল বাঁকুড়া শিলবন্ত সহায় বর্ম্মা পালামৌ শিবদীনলাল মতিহারী শিবনন্দন বিহার শিবচন্দ্র গয়া শিবানন্দন টিকারী রাজ

শীল। তারকচন্দ্র হিন্দু নরেন্দ্র মেট্রো শরৎচন্দ্র হরি সেন্ট।

সিংহ। বেনারসী প্রসাদ বেগুসরাই এল পি হাই ভগবতী প্রসাদ পাটনা বিভূতিভূষণ মানভূম জি এ বিজন রাঁচী বিনয়কৃষ্ণ দিঘাপতিয়া। দীপলাল হাজারীবাগ গোপাল প্রসাদ মজঃফরপুর বিবি কলি হেমেন্দ্র ভাগলপুর জগদম্ব মুঙ্গের যোগীশ হেয়ার মন্মথ ঢাকা ইস্পি সেন্ট মথুরা প্রসাদ রাঁচি জেলা মেদিনীপ্রসাদ মুঙ্গের নন্দলাল কৃষ্ণনগর সি এম

সিংহ। নমিগোপাল তমলুক হ্যামিলটন নরেন্দ্র আতুল নির্ম্মল ভাগলপুর প্রবোধ মতিহারি প্রফুল্ল বিষেণপুর প্রেমানন্দন ভাগলপুর রাধা রাখে হিন্দু রাধারমণ আমতাড়া রামানন্দ ছাপরা রমণী মোহন পাঁচথুপী রমেন্দ্র হিন্দু রামেশ্বর আরা রাম স্বরূপ টী এন ভাগলপুর সদানন্দ ধেঙ্কানাল সালিগ্রাম সারন চাপড়া শশী সিরাজগঞ্জ ভিক্টো শশিনবাব গঞ্জ হরিমোহন শিবচন্দ্র প্রসাদ মুঙ্গের জি শিব প্রসন্ন স্কটিশচার্চ্চ সুধীন্দ্র ভাগলপুর সুরেশ চন্দ্র নাকড়া কোঁদা ঠাকুর প্রসাদ ভাগলপুর

সিংহ রায়।—বিনয় মিত্র ইনি।

সরকার।—কুসুমকুমারী ইউ এফ সি স্কট শীতল নথ্রুক শীত ননীলাল জগৎবল্লভপুর শিবনন্দন সহায় টী কে ঘোষ বাকিপুর।

এস এম জাহরুল আরা কেজে একা শ্রীনাথ সহায় বর্ম্মা মজঃফরপুর জিঃ। সুখদেব নারায়ণ হাতোয়া সুখদেও প্রসাদ মুখার্জ্জি সেন্ট

সুর। বিপিন সালখিয়া মনীন্দ্রকুমার আর কে জুবিলি নোয়াখালী নগেন্দ্র কুমার চট কলি পঞ্চানন ইটাচোনা।

স্বরোজদেও সারণাস্বরাজদেও হাতোয়া স্বর্গদেও নারায়ণ সীতামারী সূর্য্য নারায়ণ খাঁ ভাগলপুর। সূত্রধর। সীতানাথ ময়মনসিং। সর। সুরেন্দ্র নাথ খালিশপুর। স্বর্ণকার। ভোলানাথ নাকড়া কোঁদা বিরণ লক্ষীপাশা দুর্গাচরণ ইনিঃ।

সৈয়দ আবদাস সত্তর বালেশ্বর আনওয়ার হোসেন মজঃফর পুর

আসফেক আলি নলধা আজিমুদ্দিন আমেদ রিজুট মুঙ্গের টেনিং ইব্রাহিম আলি রঙ্গপুর ইজাহার হোসেন এম এ পাটনা কবিরুদ্দিন বিহার মহম্মদ রহমান ডিব্রুগড় মহম্মদ অমিরুদ্দিন জামিরুদ্দিন জামুই মহম্মদ সোলেমান পাটনা সিটী মহিউদ্দীন আমেদ মুঙ্গের মহম্মদ নাজমুদ্দীন হোসেন দারভাঙ্গা মজুরালি টি এন জুবিলি ভাগলপুর নসেরালি দৌলৎপুর সুরুল হুদা সারন

তাবারক আলি রঙ্গপুর তাঁমিজুর রহমন চট্টগ্রাম; তালুকদার। ধনীরাম ডিব্রুগড় উপেন্দ্র ময়মনসিং; তাম্বুলি। যোগেশ গোলাঘাট। তরফদার দেবেন্দ্র শেরপুর, ঠাকুর। আনন্দ হেয়ার

গোকুল কৃষ্ণনাথ বহরমপুর শীতল প্রসাদ মতিহারী

টিকারী। পাঁচু গোপাল গার্ডেন রিচ ভিলে শ্বর প্রসাদ বি বি কলে রজঃফরপুর

ত্রিপাঠী। বৃন্দাবন রাভেন্শা ধর্ম্মানন্দ পুরী। ত্রিবাহুর রহিম বাঁকুড়া উদয় প্রকাশ লাল গয়া টাউন। উকীল। প্রকাশচন্দ্র হেমনগর রমেশ ঐ।

উপাধ্যায়। জিতেন্দ্র হেয়ার জ্যোতিশ্চন্দ্র পুরুলিয়া ওহাইউদ্দীন আমেদ কলিকাতা মাদ্রাসা, ওয়ার্ড লিয়ন এইচ সেণ্ট জেভি, জাইমুল আবে দিন হাতোয়া।

দ্বিতীয় বিভাগ

(বর্ণানুসারে)

আবদেন রাচেল কলিকাতা বালিকা আবদুল আজিজ চট্টো মাদ্রাসা আজিজ খাঁ ঢাকা মাদ্রাসা বারি পাটনা গফুর শিক্ষক গণি হউসক কুমিল্লা গণি খাঁ কিশোরগঞ্জ গফুর হবিণা চালিতাতলি হাই কাসনফি মুঙ্গের টেনিং হাফিস সরাইল অন্নদা আবদুল হালিম খাঁ মৈমনসিং

হাল্লিম সরসতী একা হাসিন কুমিল্লা হামিদ মুখাজ্জি সেমি হামিদ, পাবনা; কাদের আব্দুল, করিম টি. কে. বাঁকীপুর করিম বক্সার, করিম পণ্ডিতসর করিম খাঁ ঢাকা কলি।

করেম জলপাইগুড়ি খালেক গার্ডেন রিচ, খালেক ময়মনসিংহ খালেক জামালপুর লতিফ তারেস্পা মজিদ টি; কে, বাঁকীপুর মজিদ পটিয়া মালিক মাগুরা মারাম খাঁ প্রাইভেট মাটিন হবিগঞ্জ মহিদ নবাব মাদ্রাসা মজিদ গোয়ালপাড়া রহিম সারণ রজক উজানচর সাকুর টি, এন, জুবিলি আবতুর রসীদ হুগলি রহমন ঢাকা পগোজ রহিম জোড়হাট রহিম ব্রজবরি রহিম খাঁ বালেশ্বর রসিদ ফরিদপুর রজক সোণাকাঁদা রজক কৃষ্ণনাথ বহরমপুর আবদাস সহোদ মিঞা বারাদি সমদ তালুকদার তোলা সোভান গার্ডেন রিচ সোভান মিঞা সাহাজাদপুর আবদস্ত ভারের গৌহাটী এ. বি, এম, বেদার বথত কলি মাদ্রাসা আবুবেকার মুন্সীগঞ্জ আবু নাসের খাঁ মনিরাম আবুল কন্দী মাসুদ ঢাকা পোগোজ আবুল মায়-তোলা সিদ্দিকার মহমান ঢাকা মাদ্রাসা।

আচার্য্য বিভূতি নিউ ইণ্ডিয়ান গোবিন্দ সৈদ-পুর হেমন্ত শৈলকুপা ললিত উলপুর নকুলেশ্বর বরিশাল জেলা পঞ্চানন রঘুনাথপুর ল্যাং প্রফুল্ল রাজসাহী তোলা রাজেন্দ্র কৃষ্ণনগর কলি সুরেন্দ্র শূত্রগড় নদীয়া তারাপ্রসাদ পাণিত্রাস।

আচার্য্য চৌধুরী। বিজেন্দ্র হিন্দু আদক। গুরুদাস সাউথ সুবারবণ ভবানীপুর।

অধিকারী। বসন্ত বাবুরহাট কেশব রাণাঘাট মজুমদার একা ক্ষিতীশ নবাবগঞ্জ হরিমোহন মাখন লাল বেরা নারায়ণ কোটালপুর পদ্মপলাশ সিরাজ-গঞ্জ ভিক্টো প্রমথ রাজসাহী প্রমথ কোটালপুর সন্তোষ বীরভূম সতীশচন্দ্র রাধানগর শ্যামাপ্রসন্ন পিংনা।

আঢা নলিনাক্ষ দিনাজপুর এ এক সুলতান আমেদ প্রাইভেট এ এক সৈয়দ মহম্মদ আবুল গুএর কলি মাদ্রাসা আহম্মদ খাঁ নরবন্তী একা হায়-তাঙ্গা। আহম্মদ আলি ঢাকা মাদ্রাসা আসাদুল্ল রারি সাসারাম।

আইচ।—বসন্ত বাঁকুড়া জ্যোতিশ্চন্দ্র নোয়াখালি

আখোরী। রামগুরুগ বকসার আকরামুদ্দীন আমেদ ফুকারা আলক নারায়ণ টিকারী আলি আমেদ চট্ট আলিকুদ্দিন আমের টাঙ্গাইল বিদ্ধা বাসিনী আবর আলি পশ্চিম গাঁও আবেকা বি বি কলিঃ মজঃফরপুর, আমীর আতাম্মদ হুগলী কলিঃ অমিনল হক রাজসাহী আমীর আমেদ ঢাকা অমৃতমান সিং প্রধান দরবার আনওয়ার আলি সারণ আনওয়ার আলি মিঞা সোনার গাঁও আপ-বার জোসেফ ইসাহি আর্মেনিয়ান কলেজ।

অর্ণব। ভবেন্দ্র প্রাইভেট আসরাফসাজ্জাদ টি কে বাঁকীপুর আতাহার আলি পটিয়া আতাহার হোসেন গয়া সাহেবগঞ্জ সৈয়াদ আবদুল জব্বর কীর্ত্তিপাশা

আটদ বিহারী ববমার হাই আটলদ হোসেন খাঁ ইম্পিরিয়াল সেমি ঢাকা অযোধ্যা প্রসাদ মাধি পুর আজাহীর হোসেন নবাবগঞ্জ আজাহারণ ওয়াহ্ত্ত সাতকানিয়া আজাহার আলি শ্রীহট্ট আজা হার উদ্দিন আমেদ ইউসক কুমিল্লা আজিজ বখত ঢাকা কলি; আজিজার রহমন কলি মাদ্রাসা ঐ সোনাঘর হাই আজিজুদ্দীন আহমদ সিটি কলি ময়মনসিং আজিজল হক কৃষ্ণনাথ বহরম আজি জুম চট্ট মাদ্রাসা বদরুদ্দীন আমদ ধলা বদরুদ্দীন ফরিদপুর বণিয়ার বহরম চট্টগ্রাম মিউনি।

বদরী নাথ সাসারণ বদরীনাথ বকসার,

বাগচী। অমূল্য জামিরতা অপূর্ব্ব হিন্দু গিরিজা কুচ জেঙ্কিন হয়েশ চমকা মহেন্দ্র নাটোর রবীন্দ্র মেহেরপুর রবীন্দ্র জমাসেরপুর শচীন্দ্র নগম পুর তরণী টাঙ্গাইল হিন্দু বৈজনাথ প্রসাদ পাটনা জুবিঃ

বৈথা। মৃণীনাল আরারিয়া, বক্সী। অতুল মর্টন জানেন্দ্র চমকা,

বল। কামিনী ইছাপুর প্রকাশ কুমিল্লা সুরেন্দ্র নবাব মাদ্রাসা মুর্শিদাবাদ।

বলদেব নারায়ণ সিটী বলদেব সহায় ছাপরা বলরাম সিং আরা বঙ্কু শিবচন্দ্র কালনা।

বন্দোপাধ্যায়।—অমৃত ইটনা আশু প্রাইভেট অশ্বিনী মুড়াপাড়া অতুল কটন বলরাম সি এম এস ভাগলপুর বনবিহারী সাউথ সুবাবন ভবানীপুর বরদা চাইবাসা বসন্ত মেদিনীপুর ভোলানাথ মানভূম ভূম ভুজঙ্গ রামপুরহাট ভূপেন্দ্র মেদিনীপুর কলি-জিয়েট ভূপেন্দ্র হাজারিবাগ জেলা ভূপেন্দ্র বর্দ্ধমান এলবার্ট বিভূতি শ্যামবাজার বিধু সাতক্ষীরা বিজয় খুরড়ি বিজয় নকাপুর বিনয় কৃষ্ণনাথ বহরমপুর বিনয় পাণিহাটী বিরাজ মেদিনীপুর চন্দ্র মোহন শিকারপুর চন্দ্রশেখর সাতক্ষীরা চারু মেট্রো দেবী-পদ বর্দ্ধমান এলবার্ট ধীরেন্দ্র রাণাঘাট ধীরেন্দ্র টিকারি ধীরেন্দ্র বগুড়া বীরেন্দ্র চাঁদপুর জুবি দিলীপ পলাশডাঙ্গা দুর্গাচরণ সোমড়া দুর্গাদাস কৃষ্ণনগর এ ভিঃ দুর্গাপ্রসন্ন ব্রজযোগিনী বিজেন্দ্র রাণাঘাট গণপতি সাউথ সুবারণ ভবানীপুর, বন-শ্যাম গোঁসাই দুর্গাপুর গিরিজা মতিহারী গিরিজা সাউথ সুবার্বন ভবানীপুর গোবর্দ্ধন সালকিয়া গোপেশ খাগড়া গুরুপদ ইসলামপুর হারাধন হিন্দু হরিদাস কালনা হরিগোপাল রিপণ হাওড়া হরি গোপাল নগর হরিপদ প্রাইভেট হরি হেতমপুর হরিপদ শক্তিপুর হরি রিপণ হাপড়া যামিনী ব্রজ যোগিনী যতীন্দ্র যাহিরদিয়া যতীন্দ্র সোনাক ভিক্টোঃ যতীন্দ্র ভবানীপুর যতীন্দ্র মেদিনীপুর জিতেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরী যোগেশ ধুলীগঞ্জ কালীপদ আরা কালীসহার এল এম এস ভবানীপুর কার্ত্তিক মুড়াগাছা কিশর মেদিনীপুর টাউন কৃষ্ণধন পাটুলি কুঞ্জ গাভা লক্ষ্মী মানকর মধু নীলকামারি মানক হাই মুরারি কিষণগঞ্জ নলিনী ওরি সেমি নন্দনী পাকুড় ননি নিউ ইণ্ডিয়ান নরেন্দ্র প্রাইভেট নরেন্দ্র টিকেঘোর বাঁকীপুর নরেন রোয়াই নির্ম্মল নীলা ম্বর ঝরিয়া নীরদ ডাঙ্গা নেপাল সৈদপুর পঞ্চানন হুগলি পশুপতি ওরি সেমি ফণি দৌলতপুর ফণি হাওড়া ফণি বঙ্গবাসী ফণীন্দ্র হিন্দু প্রভাস কৃষ্ণ নগর প্রবোধ জনাই প্রফুল্ল পাবনা প্রফুল্ল কিশরিগাল জুবিলি প্রফুল্ল ফরিদপুর রবীন্দ্র ঢাকা রাধা তমলুক হামিল্টন রাধা কুচকুচিয়া রাধা লাভপুর রাধিকা আর কে জুবিলী নওয়াখালি রাজেন্দ্র ইদিলপুর রাজেশ্বর সাতক্ষীরা রাখাল ব্রজ বরি রামেশ্বর খুলনা শচীন্দ্র উত্তরপাড়া শৈলেশ্বর বাটরা শম্ভু বীর ভূম সন্তোষ গড় সন্তোষ বাগনাপাড়া সন্তোষ শান্তি পুর শরৎ সাগরদত্ত শশাঙ্ক প্রাইভেট সতী সেনহাটি সতীশ হিন্দু সতীশ শিলস ক্রি সতীশ প্রাইভেট সতীশ শিবপুর সতীশ নবাব মুর্শিদাবাদ সত্য কালীঘাট সত্য চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ সত্য কুচিয়াকোল সত্যেন্দ্র টিকে ঘোষ বাকীপুর শিবাদাস বাগনান শীতল ব্রজবরি স্মরজেৎ খুলনা শ্রীশচন্দ্র ফেণী শ্রীশচন্দ্র বাগেরহাট সুবোধ কৃষ্ণনগর সুধাকর বীর ভূম সুধীর শিলং সুধীর জয়দেবপুর সুধীর ব্রাহ্ম বয়েজ সুধীর বেলিলিয়স হাওড়া,

সুধীর বেলডাঙ্গা সুরেন্দ্র মুনসীগঞ্জ সুরেন্দ্র ঢাকা সুরেন্দ্র হেয়ার সুরেন্দ্র শিবসাগর সুরেশচন্দ্র উত্তর পাড়া শ্যামাচরণ চটঃ শ্যামা দেওঘর তারাচরণ ওরি সেমি উপেন্দ্র ঈশান ফরিদপুর।

বানার্জ্জি মুক্ত বেথুন বনওয়ারী লাল নর্থব্রুক বনওয়ারী লাল এং প্রো সং বাঁকি বনওয়ারী রাম হাজারিবাগ। বর্দ্ধন। হরেন্দ্র ইউসুফ মন্মথ সিটি মৈমনসিং।

বর্ম্মণ। গঙ্গা ব্রাহ্মণবেড়িয়া বর্ণারাস জে বিশপস কালঃ কচ্ছপ সেণ্ট কলম।

বড়ুয়া—বালীন্দ্র প্রাই বেনু ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাণ চটঃ দ্রোণ চট্ট হাই খাজীধর মালদহ নীতিপূর্ণ চটঃ রত্নেশ্বর প্রাই রুদ্র জোরহাট

বসাক—বীরেন্দ্র ভুপে গিরীন্দ্র ঢাকা হর চন্দ্র দুর্গাপুর যুগল কটীস নলিনী প্রাই রামপদ মেহেরপুর বাসারালি সারণ কমলিয় লাল ছাপরা রাজার মহম্মদ তাজ হাই

বসু। অবনী করাটিয়া অমর মুড়াগাছা অমূল্য টাকা অনাদি কটিস অশ্বিনী বিনোদপুর অভিকালাল উলপুর বঙ্কিম সিটী কলি ময়মনসিং বসন্ত কোটালপুর বসন্ত ইদিলপুর ভীমচরণ তম লুক ভূতনাথ রাজেঃ বিনয়কৃষ্ণ রাণীগঞ্জ বিপিন গার্ডিনরিচ বীরেন্দ্র ঢাকা কলি বীরেন্দ্র কে এম

এম সি ইনি বিষ্ণু নড়াইল ভিক্টো বিশেশ্বর ব্রজবদ্রি রেন্দ্র লক্ষ্মণনাথ দেবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা ধীরেন্দ্র ময়মনসিংহ ধীরেন্দ্র মালখা ধীরেন্দ্র হিন্দু ধীরেন্দ্র মিত্র ইনিঃ দুর্গা শিলস গৌরী সেন্ট্রাল গিরিজা সার কে মুক্তাগাছা হরিপদ মাগুরা হেমন্ত নারায়ণ গঞ্জ ইন্দু প্রাইভেট জগৎ মাণিকগঞ্জ জানকি পটুয়া খালি যতীন্দ্র রাজসাহি কলি যতীন্দ্র কির্ত্তিপাশা যতীন্দ্র প্রাই জ্যোতিষ বাটাজোড় জ্যোতিষ কাঁথি কালিপদ বাহিরদিয়া কাশীশ্বর সাউথ সুব খগেন্দ্র বৌবাজার ক্ষীরোদ শিলস কুলচন্দ্র ভাজহাট কুমার প্রাই ললিত বরিঃ মোহিত কোন্নগর হাই মণীন্দ্র জুবিঃ ভাগলপুর মন্মথনাথ ঐ

বসু। মন্মথ টেগ মন্মথ হিন্দু মনমহন মুন্সী মতি চিকণী মতি গাভা মেঘ ভাজা মাহেশ নবাব মুসিঃ নগেন্দ্র সেন্ট মেরি নগেন্দ্র নয়াখালা নকুলেশ্বর বাহিরদিয়া নলিনী নাকরা মনি সাউ সুব নরেন্দ্র সেন্ট্রল নরেন্দ্র ইাম্প নরেশ পটুয়াখালি নরেন্দ্র মাণিকগঞ্জ নিলাম্বর আর্য্য নির্ম্মল বারুইপুর নৃপেন্দ্র নোয়াখালি নৃপেন্দ্র খাগড়া নৃত্য রাজসাহী পঞ্চানন বাবুলিয়া পাতকী বাহিরদিয়া ফণীন্দ্র বিপন ক্যাথল মেট্রোঃ প্রভাস গিরিডি প্রমদা বাহিরদিয়া প্রফুল্ল মেদিনীপুর প্রফুল্ল শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা প্রিয় ময়মনসিং সিটি প্রিয় হাসারা পূর্ণ বরিঃ রাজেন্দ্র পণ্ডিতসর রাখাল বানরীপাড়া রমণি রমেশ সন্তোষ জাহ্নবী রণজিৎকুমার গাভা যোগেশনাথ মালখানগর সন্তোষ বর্দ্ধ মিউনি সরল মেদিনীপুর শরৎ ইদিলপুর সরজ বালেশ্বর শশি রঘুনাথপুর সতীশ দিনহাটা সতীশ বঙ্গবাসী কলিঃ সতিশ নিল কামারী সত্যেন্দ্র স্কটীস শ্রীমন্ত চাচর সুবোধ মেট্রো সুধীর জয়নগর সুরেন্দ্র জলপাইঃ সুরেন্দ্র বাটিয়া সুরেন্দ্র রঙ্গপুর সুরেন্দ্র শসারাম সুরেন্দ্র নোয়াখালি সুরেশ ইাম্প ঢাকা সুরেশ সাউ সুবা সুশীল বাহিরদিয়া সুশীল যশোহর সুস্থির সিটি শ্যামা খাড়াপাড়া তারক শিলস ত্রৈলক্য উমাপদ শিলস উপেন্দ্র সিটী উপেন্দ্র বহড় সতীশ এডোয়ার্ড সন্তোষ সমস্তিপুর ঐ চট মিউনি সুবোধ বিষ্ণুপুর, বসু চৌধুরী। রাজেন্দ্র বরিঃ বাসুদেব শিঃ বাসুদেব গয়া।

... মজলহক মাদারিপুর রহিম দিনহাটা ... বনমালী কটক রহমন কমিলা বাহুবিয়া ... বাতেন্দ্র বেরা—ভব শিংলা দেবেন্দ্র সশাটি শিব ... শ্রীপতি উলুবেড়িয়া ত্রৈলক্য বঙ্গবাসী ... বশরা ফিলিপ। হাজারীবাগ বেজবড়ুয়া ... যোড়হাট।

ভদ্র। অমৃত বাহিরদিয়া পঞ্চানন লক্ষীপাশা সতীশ বাইসারি উপেন্দ্র ঢাকা। ভাদুড়ী—অমূল্য ময়মনসিং সিটী হরি হাওড়া রিপণ। ভকত। রাধাকৃষ্ণ ভাগলপুর রায় জামুই ভাগবত গয়া ভগবতসহায় বন্ধা শিঃ ভাণ্ডারি। উপেন্দ্র আম্বুল ভড়। অনাথ কলি একা ভব কেশব একা মিশ বন্ধু হুগলি কলি। সুবোধ কুমার রাখা ভাস্কর রাও কটক ... ভিক্টো।

ভট্ট। নবীন লক্ষীপুর ভটাচার্য—অন্নদা জুলাসার অক্ষয় সং কলি অবিনাশ ফরিদপুর অজিত বেলপুকুর আনন্দ শ্রীহট্ট অরিন্দম জুলাসার অশ্বিনী আগরতলা বৈদ্যনাথ সেনহাটী বরদা পটিয়া ভগবতী মাজদিয়া ভীম প্রাই ভূপেন্দ্র শ্যামগ্রাম ভূপেন্দ্র সুধাকর ভূপেন্দ্র গঙ্গা রামপুর বিধু মেখলি বিরাজ হরিশ্চন্দ্র চিত্রা আজগড়া শৈলেশ মুড়াপাড়া ধীরেন্দ্র সাতকানিয়া দীন সুনাম ধীরেন্দ্র মানভূম গজেশ জাড়া গৌরি বিশুদ্ধা গিরিজা কুমিল্লা গিরিজা এড়িয়াদহ হর গোয়াল হরি কলি একাঃ তার বঙ্গবাসী হরি গড় ভবা হেম মেদিনীপুর হেম মালদহ যামিনী এডোয়ার্ড জানকী কেদার যতীন্দ্র চট জিতেন্দ্র ঢাকা যোগীন্দ্র চট যোগীন্দ্র রামপুরহাট যতীন্দ্র প্রাইভেট কামিনী শ্রীহট্ট কাশীনাথ হরিনাভি কৃষ্ণ নবদ্বীপ লাল হাসারা লীলা আলেক। মানদা পোরকলা মন্মথ এড়িয়াদহ মোহিনী পাবনা মোহিনী এডওয়ার্ড নলিনী লোন সিং নলীনাক্ষ বনয়ারিবাদ নলীনী কুচিয়া নন্দলাল (নং ১) মুড়াগাছা নন্দলাল (নং ২) মুড়াগাছা নলি কুচিয়া নরেন্দ্র নেত্রকোনা নরেন্দ্র চাঁচল নরেন্দ্র রিপণ পাঁচু দার্জ্জিলিং পশুপতি কোন্নগর ফণি কাঁথি ফুলেন্দু শৈলকুপা প্রবোধ বালেশ্বর প্রমথ যশোহর প্রফুল্ল নোয়াখালী পুলিন চুঁচুড়া ট্রেনিং পূর্ণচন্দ্র রাজসাহী পূর্ণেন্দু পাকুড় রাধা কান্ত পাঁচথুপী রজনী রামগোপালপুর রাজেন্দ্র টাকি রাশবিহারী শ্রীহট্ট সম্বিৎ উলু শশধর ডংলিউ বিঃ ইউঃ ইনি শিব ওকড়শা সুধীর এডওয়ার্ড সুধীর বেল পুকুর সুরেন্দ্র কুমিল্লা সুরেন্দ্র পাবনা সূর্য্যকান্ত শ্যামাগ্রাম সুরেন্দ্র নেত্রকোনা।

তারা কুমিলা বিবাম্পতি বনয়ারিবাদ উমা কাটোয়া উমা বর্দ্ধমান ভৌমিক—জ্ঞানেন্দ্র ঢাকা যতীশ এলবাট নগেন্দ্র দেবীগঞ্জ প্রভাত চাঁদপুর শ্রীশ ময়মন সিটি সুরেন্দ্র ঈশান সূর্য্য সীরাজ গঞ্জ তীমাহো চাইবাসা ভোলা মুঙ্গের ভুবনেশ্বর টি এন ভুবনেশ্বরী সারণ বিহারী কেন্দপাড়া বলাই বিহারি কাটোয়া বীরেশ্বরী প্রাই বিরেশ্বরী বিশু সরাই বিন্ধ্যা ছাপরা বিরাজ গুরুদাস হাজারিবাগ সেন্ট ইরাজম বাঁকিপুর এংগ্লো বিষ্ণু অক্ষয় বাহির দিয়া বিমল পাটনা বিষ্ণু ডুমরাও রাজা।

বিশ্বাস অবনী রায়না অবিনাশ চুঁচুড়া ফ্রি অমূল্য হুগলী ব্রাঞ্চ বিভাষ কৃষ্ণনগর বিভূতি জামসের ব্রজ গোয়ালপাড়া বৃন্দাবন মুর্শি মাদরাসা চন্দ্র কুমিলা ধীরেন্দ্র সীওয়ান গোকুল বরাহনগর হরেকৃষ্ণ দিনাজপুর হরি রামগোপালপুর হীরা ব্রজবন্দী যোগেন্দ্র রাঙ্গামাটী কালী কুষ্টিয়া কুঞ্জ বীরুপুর লক্ষ্মী শীকারপুর মহেন্দ্র মেহেরপুর মতী ব্রজবন্দী নিত্য শীকারপুর প্রমথ নীড ইটীয়ান প্রফুল্ল অমেরীকান রাখা তুষকা রাখা খাগড়া রাজেন্দ্র ঐ শচীন্দ্র রামগোপালপুর সত্যেন্দ্র কৃষ্ণনগর শশি হালিশহর শরৎ গোপালপুর সতীশ হাজারিবাগ সুরথ দাইহাটা উপেন্দ্র মাগুরা উপেন্দ্র সিরাজগঞ্জ বিশ্বেশ্বর বাঁকীপুর বিট হরেকৃষ্ণ বরাহনগর বহিদার মিত্রতনু শিঃ বোস সরেন্দ্র ঢাকা ইডেন ব্রহ্মচারী রমনী জামালপুর শৈলজা পাবনা ব্রহ্মদেব ছাপরা ব্রজ সন্তাস্তুপারা ব্রজ ছাপরা ব্রজ হাতোয়া ব্রজ আরা বৃন্দাবন বি-এন বাঁকী ভূপেন্দ্র মুঙ্গের কাজী আব দুল মানীকগঞ্জ ঢাকা কালি কৃষ্ণনগর গ্রীষ্ম কালী গ্রীয় সিটি কলে সতীশ পাবনা। চক্রবর্ত্তী অবনী নোয়াখালি অবনী ইদালপুর অক্ষয় প্রাইঃ অক্ষয় গাভা অমৃত বাগেরহাট অনঙ্গ লক্ষী পাশা অনন্ত কালনা অনন্ত কিশোরী অনাথ সিরাজগঞ্জ তারক রাণাঘাট।

আশু রাদলা। আশু বৌবাজার। আশু ঘাটাল অশ্বিনী ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অতুল ময়মন অতুল সোনার গাঁ বামাচরণ ঢাকা বঙ্কিম সাউথ সুব ময়মনসীং বীভূতি ভবানীপুর বীজয় বসীরহাট বীমল ধুবড়ী বিনয় আর্য্য বিনোদ কোটালী বিপীন রামগোপাল ধীরেন্দ্র মেদিনীপুর বীশেশ্বর সীরাজগঞ্জ রাজেন্দ্র গৌরীপুর বৃন্দাবন ভগীরথপুর চন্দ্র নুরদনগর দাশরথী সিঙ্গুর দেবেন্দ্র মৈমনাসং মৃত্যু দেবেন্দ্র এডওয়াড দেবেন্দ্র গাইবাধা ধরণী কিশোরগঞ্জ ধীরেন্দ্র শোলাগড ঐ সিটি ধীরেন্দ্র হটনা দীনেশ সিটী এম দীনেশ টাঙ্গাইল দীনেশ ধমুা দীনেশ মাদারীপুর এংগ্লো গোপীকৃষ্ণ মুর্শি মাদ্রা হর অপভ তলা হরেন্দ্র বাধগড়া হরি ঢাকা কিশোরী হেমেন্দ্র স্বর্ণগ্রাম। হৃষীকেশ বাকী ইন্দু ক সেনহাটি ইন্দুমতী ব্রাহ্মবালিকা যাদবেন্দ্র চাঁচল জগদীশ ময়মনসিং যতীন্দ্র ধামা যতীন্দ্র উলাপাড়া যতীন্দ্র ঢাকা কলিঃ যতীন্দ্র দিনাজপুর যতীন্দ্র পানিথা যতীশপুটিয়া জিতেন্দ্র ব্রজর্ষি জ্ঞানেন্দ্র জয়নগর যোগেন নোয়াখালি যোগেন দীঘাপাতিয়া যোগেন কৃষ্ণনাথ যোগেশ টাঙ্গাইল যতীশ সাউথ সুবাব কালীপদ আর্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা উকি কৃষ্ণ ধর্মা ক্ষীরোদ কোটালিপাড়া ক্ষীতিশ ভাগলপুর টি এন ক্ষীতীশ শোলাগড় কুমুদ শ্রীহট্ট কুমুদ বিঝারি লালমোহন সোণার গাঁ মহেন্দ্র কলমা মহেন্দ্র চুয়াডাঙ্গা মাখন স্বর্ণগ্রাম মণিমোহন হাজারিবাগ মনোরঞ্জন মেট্রো মতিলাল বৈরাগী। মুরারী খোলিদা। নগেন্দ্র সোনার গাঁ নগেন্দ্র ব্রাহ্মণবেড়িয়া নালনী নোয়াখালী। নরেন্দ্র শৈলকুপা নীরদ করিম গঞ্জ পঞ্চানন হেতমপুর। ফণীন্দ্র শ্রীরামপুর প্রভাত পলিং প্রমথ ইরকালা প্রমোদ কুমার ঢাকা ইাম্প প্রাণকৃষ্ণ বরাহনগর প্রফুল্ল প্রাই। প্রফুল্ল জলপাই রাধাকান্ত জলী রাধিকা হরিপাল রাজমোহন ইছাপুর রজনী ইচ্ছাপুর রাজেন্দ্র বালী রমনীচাকা কিশোরী রমণী শিঃ রামানুজ বিবেণপুর রমেশ রাজবাড়ী রামনাথ জামতাড়া রামনাথ অজাগড়া শঙ্কর হেতমপুর সজল সাউথ সু শরচ্চন্দ্র রাজশাহী সর্ব্বেশ্বর টালা শশিশেখর রায়না সতীশ চাঁদপুর সতীশ বারদী সতীশ দীঘাপতিয়া সতীশ রাণা সত্য ঢাকা সেমি শীতলাকান্ত মুক্তাগাছা সীতা নাথ পিরোজ পুর শ্রীশ আবাই শ্রীমন্ত ভাগাকুল শ্রীশ হটিশ সুধীর বীরভূম সুরেশ ঢাকা উকীল টাক সুরেন্দ্র কোটাল সুরেশ পগোজ সুরেশ চাঁদ সুরেশ সিটী এম তারক ব্রজর্ষি উপেন্দ্র ধুবড়ী চাঁদ বিমলাচরণ পুরী দ্বিজেন্দ্র ঢাকা কিশোরী দুর্গা বাঁকীপুর এংলো রজনী নেত্রকোণা ঐ চট্টগ্রাম রমেশ বজ্র যোগিনী সারদা শেরপুর.

চন্দ। বেণীমাধব মোয়াই ললিত বাইগাছি প্রিয়নাথ বানারীপাড়া পূর্ণচন্দ্র কাটাদিয়া রাজেন্দ্র বারদী শরৎ ভাগাকুল।

চন্দ্র—অন্নদিনা বারুই। অতুল কুচ বামন বনোয়ারীবাদ। যুগলকিশোর শ্রীকৃষ্ণপাঠ কালী উলুবেড়ে যতীন্দ্রকুমার মেট্রো নরেশর কটক একা প্রহ্লাদ সিরাজগঞ্জ রমণীরঞ্জন উলুবেড়ে শশী ঢাকা কিশোরী স্বর্ণময় চন্দ্রকোণা চন্দ্রিকা আরা টাউন চন্দ্রেশ্বরী সিওয়ান চোংদার অনাদি উখড়া চ্যাটার্জ্জি চিকেন চপ্পে।

চট্টোপাধ্যায়। অবোধ ভদ্রক অভয়া দীঘাপতিয়া অক্ষ চট অনঙ্গ খেলাৎচন্দ্র অনাথ স্কটীস অনিল আড়বেড়িয়া অন্নদা মাণিকগঞ্জ অরুণ ভাগল অতুলকৃষ্ণ করালী বঙ্কিম সাউথ সুবারবান বঙ্কিম চুঁচুড়া বঙ্কিম বৈচী বাসুদেব কুচ ভূপতি ঢাকা কিশোরী

বিভূতি খশীরা বিধুভূষণ মাদারীপুর বীজয় কৃষ্ণ কলিকাতা আর্য্য বীজয়কুমার নবদ্বীপ বিনয় মুর্শিদাবাদ মাদাসা বীরেশ্বর বাজীরদীয়া ব্রজবিহারী সাউথ সুবা চণ্ডীচরণ সোণামুখী চারু রাণীগঞ্জ দেবেন্দ্র ঢাকা কলী দেবেন্দ্র খোলক ধরণী উখড়া নরজাধারী ভমকা গঙ্গাদাস কাঁদীরাজ গষ্টী গোবিন্দ যদুনাথপুর গোকুল দীশারগড় হর সীটি ময়মন হর প্রাই চর্ম মুক্তের চারাধন রীগণ হরি নিউ ইণ্ডি হেমচন্দ্র বদীরহাট ইন্দ্র বাঁকুড়া হরি হেয়ার হরি উত্তরপাড়া।

চট্টোপাধ্যায়। ইন্দু প্রাই যামিনী পলাস যতীন্দ্র সং কলি যতীন্দ্র জয়নগর যোগেশ্বর বারাসত কামেশর মুন্সীগঞ্জ করালী কালণা কেশব ব্রজবীর খগেন্দ্র চুচুড়া ট্রেনিং ক্ষিতীশ রিপণ কলি জ্যোতিশ সিটি কলি লক্ষণ বর্দ্ধমান মিউনি ললিত কোর্ট চাঁদপুর ললিত হুগলি ব্রাঞ্চ লালমোহন কলি একা ই মহাদেব বণয়ারীবাদ মাখন লাল চাঁদপুর মনো মোহন বিহারি মোহিনী ব্রজবরি নলিনী জেকপুর নলিনী গুপ্তে নরেন্দ্র নবাবগঞ্জ শ্রীধর বংশীধর নরেন্দ্র চন্দ্রদীঘি এস পি নিবারণ বানরীপাড়া নিরাপদ কুঠিয়া নৃপেন্দ্র নিবধাই পঞ্চানন ডব্লিউ বি ইউনিয়ন পশুপতি লণ্ডন মিশন কলী পাটনী কলী চাঁদপুর কলীজিটিস কলী উত্তরপাড়া প্রবোধ আন্দুল প্রিয়নাথ কারকরী রাজেন্দ্র সেন্টযেরী ভবানীপুর রাখাল মেট্রো রমেশ বাঁকুড়া রামশঙ্কর লীলস রামরাখা লনাই রেণুপদ দাইহাটি শৈলজা বাকুড়া সঞ্জীব চাইবাসা সন্তোষ কিশোরীলাল সারথি বরাহ সরোজ মুক্তাগাছ সতীশ ইছাপুর সতীশ হাওড়া শীতলা আউটসাহা সত্যেন্দ্র বীরভূম শ্রীপতি প্রাণনাথ সুধাংশু কীর্ত্তিপাশা সুধীর প্রাণনাথ সুরেন্দ্র বারাসত সুরেন্দ্র তেকালা সুরেন্দ্র জামতাড়া সুরেন্দ্র গাথা শ্যামা বেলি হাওড়া তারক সিদ্ধেশ্বরী ভিরকাত কলি উমাপদ বাদগড উমাপদ রানীগঞ্জ

চটরাজ। মুরারী সালার এডোয়ার্ড

চৌধুরী। অবনী মৌলবীবাজার অখিল মাদা রীপুর অমৃত কিশোরী অমূল্য হরিনাভি অমূল্য লণ্ডন মিশন অনুকূল কুমিলা অর্দ্ধিনাথ বরারী ভাগলপুর অখিলি কুমিলা

অতুলানন্দ পাবনা ভারতী বাঁকা বিধু মেদিনী-পুর বিজয়বেতা বিমলা রাজবাড়ী বিনয় চট্টগ্রাম বিনোদ মৌলবীবাজার বিপিন হরকালা ব্রজেন্দ্র গড়বেতা দরীল শ্রীহট্ট হাবঃ দেবেন্দ্র মুক্তাগাছা ধীরেন্দ্র পাকোড় দীনেশ পুণ্ডড়ি গণেশ শাসটা গোপেন্দ্র সুনামগঞ্জ হরি বৈচী হৃষীকেশ ভগীরথ-পুর।

যতীন্দ্র হবিগঞ্জ কাট যতীন্দ্র গড়বেতা জিতেন্দ্র জিঙ্কিস কুচ জানদা সণ্টথ সুবা জ্ঞানেশ ময়মনসিংহ যোগেশ কুমিরা যোগেন্দ্র জেঙ্কিন্স কুচ যোগেশ চট্টগ্রাম কালীগোপাল সিটি কলি কালী কমিল্লা কামদা বাজিতপুর কেদার মৌলবাজার খগেন্দ্র টম্পি সেমি রূপা কিশোরীলাল জুবি. কিরণ রিপণ লজিত ভাগলপুর মচানাক বৈচী মহেন্দ্র শিলচর মহেশ মথার্জ্জি সেমি মন্মথ মিত্র টনষ্টি মতিলাল চিৎপুর মোহিনী চট নগেন্দ্র পান্তিয়া নগেন্দ্র মেক-লিগঞ্জ নলিনী পাই ননী গোবরডাঙ্গা নরেন্দ্র শ্রীহট্ট নিবারণ পাটিয়া ফণীলাল সোদপুর প্রমথ ঘাটাল রাধাগোবিন্দ বর্দ্ধমান এলবার্ট রজনী স্কটিস রাজেন্দ্র রাশ চট।

রামগোপাল পাই রামপদ খাগড়া রমেশ ভুবনচাটী রোহিত মক্রকণ্ঠা শ্যামাচরণ সাররাতলি সতীশ রাণ্জান উমাকিশোর পটিয়া ইপেন্দ্র বগুড়া গোলাম মকবুল বীরভূম। চেতনারায়ণ খগোল চক্রধারী সেণ্ট কলম্বা জেটীলাল গয়া চৌধুরী মত-মদ আইধুর বাঁকুড়া কোয়েন্স আলবর্ট সেণ্ট জেভি কোয়েন্স সারা কলি পার্লশ কলগা হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বা দজিলর রহমন যশোহর। দাম হরি বগুড়া মথুরা শিলচর সতীশ মাথাভাঙ্গা।

দাস। অভয় কুমিল্লা অবিনাশ ক্রিশ্চান বালেশ্বর অধরেন্দ্র শ্রীহট্ট অঘোর পাই অখিল সিটি মদন অনন্ত হিন্দু অনাথ রাজসাহী আশু দীঘা আশু টাকি আশু গড়বাটী আশু জিয়াগঞ্জ বৈকুণ্ঠ তেজপুর বলরাম কলম্বা লক্ষীকান্ত বরদা করিমগঞ্জ বসন্ত প্রাই ভগবান মধুরভঞ্জ ভোলা বসিরহাট ভুবন মাথাভাঙ্গা বিচিত্রা নন্দ কটক বিধু উকিল টনি বিজয় কেম্ব্রিজ বিধা-ধর কটক বিনোদ গৌহাটী বিনোদ জামতাড়া বিপিন ব্রাহ্মণবা বুদ্ধিরাম সোণারাম দামোদর প্রাই দেবেন্দ্র ধলা দেবেন্দ্র হরি মা দেবেন্দ্র কোকশা জামপুর দেবনারায়ণ খুপোল ধীরেন্দ্র চটগ্রাম দীলিপ তেজ-পুর দীনেশ মেট্রো দুর্গা নেত্রকোণা দ্বারকা ফেণী ধীরেন্দ্র পাটিয়া গদা কিশোরী জুবি গোপী বড় পেটা হরেন্দ্র কুমিল্লা হরেন্দ্র বেলিলিয়স হাওড়া হরিপদ আমলং সদরপুর হরিপদ কুচ হরি লীলস হেমন্ত মুক্তাগাছা রাজেন্দ্র জগন্নাথ টাউন ভিক হৃষীকেশ বর্দ্ধমান এলবার্ট জগন্নাথ রাজেন্দ্র জগ-বন্ধু কটক জগবন্ধু যামিনী কিশোরী জলপাই জনার্দ্দন ভিক্রগড জটাধর খালিসপুর যতীন্দ্রকিশোরী ঢাকা যতীন্দ্র গোপালনগর যতীন্দ্র চুঁচুড়া ট্রেনিং জয়নারা ক্রিশ্চান বালেশ্বর জীবন অভয়েশ্বরী যোগেন্দ্র কুমিল্লা যোগেন্দ্র পাকিয়া রতীশ সালার এডোয়ার্ড কৈলাস পটুয়া জুবি কালী হুগলী ব্রাঞ্চ কানাই জয়পুর লোহাগড়া খগেন্দ্র রাজকুমার এডো ক্ষীরোদ কালীকিশোর হাই ক্ষিতীশ দীঘাপতিয়া ক্ষিতীশ বাজিতপুর কৃষ্ণলাল কিশোরীলাল জুবি লক্ষ্মী গৌহাটী কলি মদন রঙ্গেজা মদন ইছাপুর মহেন্দ্র প্রাই মহেন্দ্র শিলং মাখন ভমকা মণীন্দ্র সাউথ ভবানী মনোমোহন মাদণানগর মনোরঞ্জন কালনা নব কাঁকিনাড়া নদীয়া শিলচর নগেন্দ্র পাই নগেন্দ্র রাশ চট নগেন্দ্র টম্বুক নন্দলাল শ্রীরামপুর নরেন্দ্র শ্রীহট্ট নরেন্দ্র সিটি কলি ময়মন নরেন্দ্র ঈশান নীলকণ্ঠ রাজেন্দ্র নিতাই সেণ্ট্রাল কলিঃ নৃপেন্দ্র রিপণ নিত্য খালিস পরেশ করিমগঞ্জ কলী টাকা প্রভাত মুন্সীগঞ্জ প্রবোধ সোদপুর প্রহ্লাদ হবিগঞ্জ প্রমদা সিটি ময়মন প্রমথ স্কটিস প্রমথ রাণীগঞ্জ প্রাণকৃষ্ণ কেন্দ্রাপাড়া প্রসন্ন লীলস প্রসন্ন লীলস প্রসন্ন ঢাকা প্রসন্ন ঢাকা প্রসন্ন জামিয়তা প্রিয় মতিবাদল পুলিন কালীঘাট পূর্ণ কটক পূর্ণ মাদারিপুর পূর্ণ অভয়ে-শ্বরী পূর্ণ শ্যাম বিদ। রাধা পাই রাধা বালে রাধা জামালপুর রাধা ঘাটাল মিঃ রাধা এডোয়ার্ড রাখিক নওগাঁ রজনী রঙ্গপুর রজনী হবিগঞ্জ রজনী বারপেটা রাজেন্দ্র নবাব মুর্শি রাজমোহন আগড়তলা রাকেশ শ্রীহট্ট রাম কটক রামনাথ. টম্পি ঢাকা রমানাথ কেম্ব্রিজ রমণী বগুড়া রমণী মুনসিগঞ্জ রাম নলডাঙ্গা রাম সিদ্ধিপাশা রাম টম্বুক রাসবিহারী বঙ্গবাসী রূপরাম গৌহাটি শরৎ কলি আর্য্য।

শরৎ কুচকুচিয়া শশী নেত্রকোনা সত্যেন্দ্র মেদিনী মেহ টিচার শ্রীকান্ত গৌরিপুর শ্রীকৃষ্ণ রেভেন্সা শ্রীশ বারদী শ্রীশ আসরতলা সুবোধ টম্পি ঢাকা সুধীন্দ্র টম্পি ঢাকা সুখদা শ্রীহট্ট সুরেন্দ্র সুনামগঞ্জ সুরেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ সুরেন্দ্র রাশ চটগ্রাম সুরেন্দ্র শিলং সুরেন্দ্র মর্টন সুরেন্দ্র কুমিল্লা সুরেশ পর্জুনা শ্যামা টম্বুক তারক টাম্প ঢাকা তারক নোয়াখালি তারকে শ্বর পটিয়া উদয় কাঁথি উপেন্দ্র খালিশপুর।

দাসগুপ্ত। অবনী তেলির অখিল পালং অমিয় স্কটিস বঙ্কিম গৈলা বঙ্কিম বগুড়া বরোদা টম্পি ঢাকা বিপিন বরিশাল বীরেন্দ্র মাতকাদিয়া চন্দ্রকান্ত গৈলা দেবেন্দ্র বানরীপাড়া ধীরেন্দ্র মিত্র ইন ধীরেন্দ্র পটুয়াখালি দীনেশ ফরিদপুর দুর্গা নবীনগর গোপাল চট হরদাস বিষ্ণুপুর হর সোণারং হরেন্দ্র (২)ব্রজরবি হর্ষ দীনাজ হেম সতীরপাড়া হিমাংশু শ্রীহট্ট ইন্দু গৈলা যতীন্দ্র মাগুরা যতীন্দ্র পাটিয়া জ্যোতির্ম্ময় রভেন্সা যতীশ শিলচর ক্ষিতীশ রিপন ললিত কাঠী মনোমোহন সিটি ময়মন মনোমোহন মাণিকগঞ্জ নলিনী গৈলা। গোপাল রিপণ।

নলিনী ব্রজবরি নরেশ কেত্তমপুর প্রিয় কলম্বা লক্ষ্মী রোহিনী রঙ্গপুর সুধীর পগ্নোজ জমোনাশ কেমনগর তারা কুমিল্লা তড়িৎ সোণারং উপেন্দ্র বাটাজোড়।

দাস মজুমদার। প্রকাশ টি এন দাস সরকার সুবোধ ঈশান মহাতো দাসু গয়া। দত্ত—অজিত সাউথ সুবঃ অখিল গোয়ালন্দ অক্ষয়কালীগঞ্জ অমূল্য রানীগঞ্জ অমূল্য মেট্রো বড়বাজার আনন্দ সিটি অনন্ত বরি অনাথ সিরাজগঞ্জ অনাথ প্রাই অনিল নবীনগর অপূর্ব্ব মিত্র ইন বগলা কার্ত্তিকপুর বলাই বঙ্গবাসী বৃন্দ রঘুনাথপুর বরদা কালীগঞ্জ ভুবন বগুড়া ভূপতি বর্দ্ধমান ভূপতি কাটোয়া বিভূতি কালনা মহারাজ বিনয় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা বিনোদ বঙ্গযোগিনী বিনোদ তমলুক বীরেন্দ্র প্রাই ব্রজ নবীনগর বৃন্দাবন রভেন্সা চারু লীলস দক্ষিণা জিয়-গঞ্জ ধীরেন্দ্র মেট্রো দুলাল কটক হরেন্দ্র সেণ্ট্রাল হীরেন্দ্র মালদা ইন্দু উলপুর বহু চুয়াডাঙ্গা জগবন্ধু খালিশপুর যতীন্দ্র চট্ট জ্ঞানেশ্বর মেদিনী জিতেন্দ্র

বাঁকুড়া নগেন্দ্র মানভুম বিশ্বনাথ নবদ্বীপ হিন্দু পঞ্চানন ঐ রাজেন্দ্র পাবনা সারদা ফেনী শ্রীরাম বাঁকুড়া শ্রীশ বাজিতপুর উমা গৌহাটী। গ্রীন এ কে গেপ্ট জেডি জি স্বর্ণনারায়ণ পি এর কটক। গুহ। অমৃত কীর্ত্তিপাশা ভূপেন্দ্র খুলনা ভূপেশ প্রাই বারেন্দ্র সিটি কলি চিন্তাহরণ বাবুরহাট দেবেন্দ্র দূবলহাটি যোগেন্দ্র সূর্য্য খনখনপুর যোগেশ পয় জনা কামিনী কারগীল খগেশ ন্যাশ কিরণ স্কটিস কুমুদ ঢাকা লালন ভাঙ্গা নারায়ণ রিপণ নিবারণ মাণিকগঞ্জ প্রিয়নাথ ডবুিট বি উনিই রাধিকা সিদ্ধ কাটী রমেশ কলকা সারদা ব্রজবরি শরৎ মাণিকগঞ্জ শশি ফেনী সুনেত্র আউটশাহী তারাপদ জেঙ্কিন্স তারকেশ্বর ব্রজযোগিনী উমেশ প্রাই উমেশ চট্ট।

গুহ রায়। নরেশ আরমাণি ঢাকা। গুইঠাকুরতা। নীলকণ্ঠ বানরীপাড়া। গোলাম মহম্মদ জামালপুর গোলাম ওয়ারীশ বাকীপুর গুপ্ত। অশ্বিনী রিপণ ভবেশ মুগকল্যাণ বিধু হুমকা বিজয় নোয়াখালি ব্রজেন্দ্র আগড়তলা বিজেন্দ্র হেয়ার গিরিজা উকিল ঢাকা হিমাংশু শ্রীহট্ট গবঃ যতীশ গৈলা জীবন সালকিয়া জ্ঞানেন্দ্র মেট্রো খগেন্দ্র করুণা মহিমা নবাবগঞ্জ টন মনোরঞ্জন বেটাজোড় মনীন্দ্র রাজেন্দ্র নগেন্দ্র লণ্ডন ভবানীপুর নলিনী চট্ট নরেন্দ্র ঢাকা প্রতাপ মাধাভাঙ্গা প্রতাপ মাণিকগঞ্জ পুলিন প্রাই রমেশ পটুয়াখালি জুবি সদানন্দ বনোয়ারী বাদ শৈলেশ ঢাকা সন্তোষ বাঁটরা শরৎ দিনাজপুর সতীশ প্রাই শিব গৈলা সুধীর গয়া তারক নবাবগঞ্জ ত্রৈলোক্য এডোয়ার্ড ঢাকা।

গুপ্তভায়া—সুরেশ খাগড়া তারা সিরাজগঞ্জ। গুরু—ব্রজ পি এন কটক হাবিবর রহমান ঢাকা। হাফিজুদ্দীন গয়া হাজারিকা বসুত প্রাইভেট কমলা—তেজপুর হাজরা—ভব জাড়া বিজয় মাজু গদাধর—মেট্রো, বড়বাজার মহিমা মুকুল—রাজেন্দ্র হিমাংশু প্রাই,

সোম গয়া শুধাংশু প্রাইভেট হালদার—অবিনাশ বাঁকুড়া ভোলানাথ ডায়মণ্ডহারবার চারু কালীঘাট হবী হাইহাট কালী ডাঙ্গাড়া নরেন্দ্র সাউথ সুবঃ ফণীন্দ্র নবাব মাদ্রাসা পূর্ণ ওরি সেমি রাম ওকোর্য্য শরচ্চন্দ্র রাণীগঞ্জ সরযু স্কটলাণ্ড সুবোধ নিরধাই উপেন্দ্র বাহিরদিয়া ফেরাদ কোচচাঁদপুর হমুকহাসা রাঁচি হবিবার বকসার হরবংশ ছাপরা বড়চৌধুরী সুরেন্দ্র কালিয়া হরশঙ্কর বিহার হার বংস ডুমরাও হরিহর গয়া হরিহর মুঙ্গের হরিহর মুখুর্য্যে মহঃ হার প্রাই হরি বাঁকীপুর হাতেম আহ নাওখিলা হাটি মোপী লাঙ্গপুর হিকমৎ লরেটো।

হক:—ধরণী মুক্তাগাছ আনন্দ কুড়িগ্রাম ফণীন্দ্র চট্টগ্রাম করিম মিশন কটক হুই হেমন্ত বাহিরদিয়া ইব্রাহিম আহি শ্রীরামপুর ইমদাদ হোসেন আরারিয়া ইমাহুয়েল টপ্পো রাঁচি ইন্দ্র অবিনাশ গোয়ালন্দ ঈশ্বর সিং ডুমরাও বছুবংশ সীতামারী জগদণ্ড:মিশ্র রামপুর হাট জগদীশ মুখার্জ্জি মজঃফর জগন্নাথ গয়া জগন্নাথ বাঁকি জগত দানাপুর জগদম্বীর বেগুসরাই জগদেও বাঁকিপুর এংগ্লো যোগেশ্বর সিং বি,বি মজঃফর

জগমোহন সেণ্ট কলম্বা জগপতি আরা টাউন জলালুদ্দীন সিরাজগঞ্জ ভিক জানকী ডুমরাওন রাজ জনার্দ্দন গিরিডি হাই জং বাহাদুর সিং মতিহারী জদী পাণ্ডে নবাব মুর্শিদাবাদ জান বক্স জাশ চট জানবক্স সা রাজসাহী জনমেজয় মতিহারী জস ব্রজেন্দ্র বর্দ্ধমান ধরণী সেণ্ট মেরী রাম উজ্জাস জান্ মহিমা উলুবেড়িয়া জাওয়াহির তেওয়ারি বক্সর .

জেয়তণী আহম্মদ সিরাজগঞ্জ যোগেশ্বর রা এন জুবি তগলপুর যোদার বিষ্ণুপদ জমশেরপুর যোগেন্দ্র হাজারিবাগ জয়াবন্ধ মেকলিগঞ্জ যুবরাজ আদিত্য চাইবাসা জগদেও মজঃফরপুর যোগেশ্বর আরা জেওলা প্রাই কবিরাজ রামচরিত্র বীরভূম কবিরুদ্দীন মহম্মদ প্রাই কাদের আলি খাঁ শাশাতী কাহালা কাহালি নিবারণ পালং কৈলাস আরা কৈলাস সিংহ বিহার কালা মিঞা ফেণী কামেশ্বর (২) সাহেবগঞ্জ কামেশ্বরী আরা কানুনগো ব্রজেন্দ্র চটঃ দীনেশ চট হাই মনীন্দ্র পটিয়া মনোরঞ্জন জাশ চট্টি কপিলদেও নারায়ণ বি বি মজঃফর কপিলদেও সিওয়ান এস ডি আনন্দ মটন বসন্ত ফেণী ধীরেন্দ্র ছাপরা হরেন্দ্র দারজিলিং,

কর। অবনী কালীঘাট অনিল দার্জ্জিলিঙ্গ ইন নোয়াখালি যামিনী কাটাদীয়া অন্নদা মটন বসন্ত ফেণি ধীরেন ছাপরা হরেন্দ্র দার্জ্জিলিং কালিদাস ময়মন সিং নর্ম্মদা প্রাই নটবর বাঁদগড়া রাধা বৈঁচি সতীশ শিলচর শিব দিনাজপুর সুরেশ শ্রীহট্ট সুরেশ পগোজ সূর্য্য খড়াফিয়া; করগুপ্ত। নিবারণ টাঙ্গাইল বিদ্ধা।

কর্ম্মকার। অটল প্রাই বঙ্ক শীলস বসন্ত ভগীরথপুর ব্রজবাসী ইসুফ কুমিলা জিতেন্দ্র সি. এম কৃষ্ণনগর কেশব বাঁকুড়া ক্ষেত্র সিদ্ধেশ্বরী ক্ষিতীশ জলপাইগুড়ি মহেন্দ্র তৈজপুর নরেন্দ্র রাজবাড়ী রাজসূর্য্য রাধারমণ ভোলা রাধিকা লোনসিং স্কুল সুবল শ্রীরামপুর। কার্ত্তিক ঝা মুঙ্গের কাশীনাথ গয়া কুঞ্জ মহেন্দ্র আগরতলা।

কাওসর আলি বিরভুম কেদার বাঁকিপুর খাঁ ফনী শান্তিপুর খাঁ শৈলেশ মাদারীপুর খাসনবীশ উপেন্দ্র চটঃ খেয়ালী মণ্ডল প্রাই খোন্দকার আলি তারেব কলি মাদ্রাসা খোন্দকার মনজুর শিবপুর কোলে উপেন্দ্র গয়লগাছা কলিয়া চন্দ্র চন্দ্রকোণা কোনার সুরেশ ভেটা কটকী লক্ষীনাথ জোড়হাট কুঞ্জদেও নারায়ণ মজঃফর বুখো কৃষ্ণদেও তেওয়ারী ঐ কৃষ্ণমদন সহায় শ্রীবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রসাদ বর্ম্মা দ্বার ভাঙ্গা সরস্বতী কুলদীপ সহায় পাটনা কুলবী রামরতন তমলুক হাবি কুমার সতীশ সিটি।

কুণ্ডু—অনাথ ঢাকা কিশোরী গদারাম চঞ্চল সিদ্ধেশ্বরী যতীন্দ্র ব্রজবরি যতীন্দ্র কলি আর্দ্র.যুগল মাদারীপুর কার্ত্তিক কালনা কিশোরী স্কটিশ কুঞ্জ রাজবাড়ী মদন খানখানাপুর ঠাকুরদাস দিনাজ কুমারী জিতেন্দ্র টাঙ্গাইল রিদ্ধা লছমীপ্রসাদ পাটনা কলি লালা বিমলামেট্রো মনীন্দ্র হিন্দু।

লাহিড়ী। গণেশ তাজহাট, মুরারি ঈশান নির্ম্মলেন্দু রিপণ, নিশিকান্ত ময়মনসিং প্রফুল্ল ঈশান সতীশ রাধানগর সন্তোষ গৌহাটী শ্রীকৃষ্ণ

রাজসাহী সুরেন্দ্র ময়মন সুত্রা উপেন্দ্র রাজসাহী লক্ষ্মণ দারভাঙ্গা লক্ষ্মণ আরা লক্ষ্ম মজঃফরপুর লক্ষ্মেশ্বর রঞ্জার লালা চন্দ্র চট্ট লালা ইন্দ্র প্রাইভেট লালা কুঞ্জ খাগড়া লালা লালচাঁদ আরা ললিত ঐ লাল ছুবে হাজারিবাগ.

লস্কর—হেরম্ব ঢাকা উজ্জ্বল মনোমোহন খানখানাপুর লতিফর গার্ডেনরীচ লটন আলেক সেণ্ট জেভি লু সারদা মোরা লংকর হুগলী মবতুল হোসেন সায়ওয়াত্তালী মফিকর রহমন কুড়িগ্রাম, নফিজুদ্দী ফকীর নাওখি মফিজুদ্দীন খাঁ সরাইল অন্নদা মহাবীর গয়া মহাদেওরাম বক্সাব মহলা নবীশ পরেশ রামগোপালপুর মহঃ ইউসুফ হোসেন তগল বরারি মহামণ্ডল নিবারণ ইকবাল মহ উস হাক নাওখিলামহ জুফার মাদ্রাসা মম্মদ আজিজুল কুমিল্লা মহঃ আলি বগুড়া মহঃ করি শ্রীহট্ট রাজ।

মহম্মদ নজীরুল আরারিয়া মহঃ ইউনাস আরা মহঃ আক্তার সিরাজঃ মহঃ মাজিদ মোরা মহঃ সৈয়দ শ্রীহট্ট রাজ মোহান্ত গোবিন্দ হেয়ার মোহান্ত ইন্দ্র কটক মিশন মন্থু ঐ কিশোরী কটক ভিক কুলমণি প্রাই লোকনাথ ভদ্রক মদন কটক একা পদ্মচরণ রাভেঃ পীতবাস কটক একা রাধা কটক ভিঃ; সদাশিব পুরী মহাপাত্র বৈধব জাজপুর কালাচাঁদ লক্ষণ সাধন চন্দ্র পাণি মহাবাজ সদার ভবানী মাহাতা কেশব প্রাই মহেন্দ্র রম্ভা টিকারী মহেশ্বর ঝা মহেশ্বর পাণ্ডে কিরণ মহেশ্বর সাহেব বরিস্তা শ্রীপতি ঢাকা মামুদ আলম বাঁকি মহম্মদ ইলাম শ্রীহট্ট মহঃ মুকফুরলহক পাটনা মাবুদ্দীন আবেদ যশো মাইতি ভুবন মহিষাদল মনী ঐ পঙ্কা তমলুক শশী কাঁথি মৈত্র বঙ্কিম রাজসাহী বসন্ত নারায়ণ ভূপেন্দ্র মৃন্ময় বিধু গর্জ্জনা বিনয় নব চন্দ্র রিপণ চারু বসির দেবেন্দ্র শৈল দেবেন্দ্র মেট্রো হরি দীঘা মণীন্দ্র মুক্তাগাছা নরেন্দ্র বরাহ শৈলেন্দ্র শীলস সূর্য্য পাবনা শশী জাম মুজিবুদ্দীন নীলফামারী,

মজুমদার অবিনাশ মতি অক্ষয় গোয়া অমিয় নড়া অনাথ প্রাই অশ্বিনী জয় বৈদ্য শ্রীকৃষ্ণ পাঠ বসন্ত কৃষ্ণ ভূপতি হুগলী ব্রাঞ্চ বিনোদ হাসাড় বীরেশ্বর নাটোর ধরণী কিশোর গণেশ আমতা গিরিজা পাবনা গোপাল ঈশান গোপী চাঁদ হরেন্দ্র জুলাম হেরম্ব রাধা ইন্দ্র কৃষ্ণ যোগেন্দ্র মদন সিটি কালী স্কটিশ ক্ষিতীশ পাবনা মহেন্দ্র চিকন্দী মণীন্দ্র মেজ নগেন্দ্র সিটি নৃপেন্দ্র কুচিয়া পাচু কাঁথি পয়মা ভিক প্রভাত বাজিত প্রকাশ কৃষ্ণনাথ শচীন্দ্র গোয়া শরচ্চন্দ্র নওগাঁ শ্রীনাথ আর কে জুবিঃ সুরেন্দ্র ফেণী সুরেশ পাবনা সূর্য্য পালং উপেন্দ্র মেট্রো উপেন্দ্র ভাঙ্গা মকবুল কাঁথি মকবুল আলি নওগাঁ মাখলেশ রহমন আবেদ পাবনা মুকুন্দ গয়া, মাল। অনুকূল মেদিনী ঈশ্বর কাঁথি আর জি বিশপ কলেজ; মালাকর। নরেশ মটন গণেশ পালামৌ হরি সেণ্ট্রাল জীবানন্দ রাণা নারায়ণ চুচুড়া ফ্রি নরেন্দ্র হুগলী রাধা ঐ রাধা হিন্দু সচ্চিদা নন্দ তগল, রাক্ষিক। শচীন্দ্র শান্তিপুর শ্রীধর সম্বলপুর তুলসী চুঁচুড়া ফ্রি

মণ্ডল—অনিরুদ্ধ বরোরি বিপ্রদাস হটুগঞ্জ বারেন্দ্র, কুচিয়া কোলি ধরণী ওকড়া ধনঞ্জয় জাম তাড়া গোবিন্দ দেওঘর গোপীমোহন রামপুরহাট

শাহা—অধর রিপণ কলি ভজ জলীপুর দে'বত্র ঈশান করীদপুর দুর্যোধন নাওখিলা দ্বারকা ইন্দি ঢাকা গিরিজা বগুড়া দেবেন্দ্র আমলা সদর পুর জয় কিশোরী ঢাকা যোগিন্দ্র রাজাসূর্গা রাজ বাড়ি যোগেন্দ্র লক্ষীপুর যোগেশ নাটোর ক্ষেত্র মাদারিপুর ললিত আবদুল্লাপুর ললিত ঢাকা মহিমা কলি: আর্য্য মাখন সন্তোষ মনিন্দ্র জামাল পুর মন্মথ সেণ্ট্রাল কর মনোমোহন বাবুরহাট নবদ্বীপ রায়পুর নবদ্বীপ কিশরী ঢাকা নিত্যেশ্বর তুলা সার গুরু প্রমথ কালীঘাট রাধিকা তুলাসার গুরু নবদ্বীপ রায়পুর

শাহা। রাধিকা পাবনা টনষ্টি রাট মোহন সিরাজগঞ্জ রেবতী কুমারখালি শচীন্দ্র ওরিসেমি. শরচ্চন্দ্র শ্যামগ্রাম শশী কিশোরগঞ্জ সতীশ কিশোরী ঢাকা, সতীশ কুমারখালি সাতকড়ি বর্দ্ধমান শিশির সেণ্ট্রালকর: সুরেন্দ্র কুমিল্লা জে: সুরেন্দ্র তুলসার গুরু ত্রৈলোক্য কলিকাতা আর্য্য উপেন্দ্র সন্তোষ সাহাকুঞ্জ রবীন্দ্র মেহেরপুর।

সাহারায়। ক্ষীরোদ সোহাগড়া সাহাদেও তেওয়ারী ডুমরাওরাজ।

সাহ। হরিপ্রসাদ ভাগলপুর. সাহু। শ্যাম ধেনকানল সেহুল হোসেন সমস্তিপুর সেথ আব দর রহমান পাকুড় সালে আহম্মদ চট কলি: সালিমুদ্দীন আহমেদ বগুড়া সলিমুল্লা হাতোয়া সমদ্দার দেবেন্দ্র সোনক ভিক প্রবোধ ব্রজবরি শ্রীধর ব্রজবরি শূকলাল লক্ষীপাশা দুর্গাচরণ সুরেশ রঙ্গপুর।

সামন্ত। দেবেন্দ্র সৈয়দপুর মনীন্দ্র শ্যাম বাজার সমিরুদ্দীন আমেদ রিপণ শান্তসরণ মতিহারী সাঁত্রা অনুকুল রাজা সূর্য্যকুমার সামুহার আলি চৌধুরী (১) হইলাকান্দী।

সান্যাল। বংশীধর সোণারম দেবেন্দ্র জমসের পুর হিজদাস রাজা সূর্য্যকুমার গণারাম পরজনা আনন্দ নারায়ণগঞ্জ নগেন্দ্র কুষ্টিয়া, নির্ম্মল পাবনা নৃত্য জামিরতা ফনীন্দ্র কেশব একা; প্রমথ হাওড়া পূর্ণচন্দ্র আর্য্য মিশন সঞ্জীব কুমারখালি সত্যেন্দ্র শ্রীরামপুর ভুজনেন্দ্র নিউ ইণ্ডিয়ান।

সার। নিকুঞ্জ সেনহাটী। সারাদী। ব্রজ পি, এম কটক। সরস্বতী। যোগেশ কিশোরী ঢাকা. সর্ব্বাধিকারী। নিখিল কলি হাই, সরকার। ববনাক্ষ নাওখিলা। সর্দ্দার। প্রমথ বসিরহাট সরফুদ্দীন আমেদ খুলনা।

সরযু দোবে মুখার্জ্জি মজ:ফর।

সরকার। অভয় গাইবাঁধা অবিনাশ ধুবড়ি, অমল হিন্দু অমরেন্দ্র ওরি সেমি অমূল্য মেট্রো অন্নদা সিরাজগঞ্জ অনুকুল হাজারিবাগ অপূর্ব্ব মিশন কটক অরুণ হিন্দু. অশ্বিনী মাণিকগঞ্জ অতুল রঘুনাথপুর বংশীধর ওথারা বসন্ত জামতাড়া বসি রুদ্দীন গাইবাধা ভূপেন্দ্র কৃষ্ণনগর এ বি. বিমলা সাউথ ভবানী বীরেন্দ্র উকিল ঢাকা বিষ্ণু পাটনা, চারু কৃষ্ণনাথ বহমম দেবেন্দ্র আড়া দেবেন্দ্র বানরী পাড়া দেবেন্দ্র সন্তোষ জাহ্নবী ধীরেন্দ্র মিত্র [illegible] ভূপেন্দ্র ডায়মণ্ডহার গণেশ হেয়ার গোপেন্দ্র আমলা সদরপুর গোপেশ্বর জামতাড়া হারাধন মর্টন হরেন্দ্র জলপাইগুড়ি হরিপুদ দোসারগড় হৃদয় উল্লাপাড়া ইন্দ্র বৈমার আহিরুদ্দীন গাইবাঁধা জনার্দ্দন জলীপুর যতীন্দ্র কিশোরী ঢাকা যতীন্দ্র রহমতপুর যতীন্দ্র পাবনা জয়কৃষ্ণ চিরকুণ্ডা কাসিমউদ্দীন নোয়াখালি পি. এল লালবিহারী বাহাক হাই মহেন্দ্র তারেজা মোহিনী মাঝদে মনোহর জামতাড়া জজ মনোমহন জয়নগর মোহিনী সূর্য্যকুমার রাজবাড়ী নইমুদ্দীন কুষ্টিয়া নরেন্দ্র পাটনা পঞ্চানন হেয়ার ফণী কৃষ্ণনগর প্রভাস কৃষ্ণনগর প্রমথ শিকারপুর প্রমোদ নেত্রকোণা প্রফুল্ল খুলনা পূর্ণ নবাব মুর্শিদাবাদ রাধা রমণ রাজসাহী রজনী বীরভূম রামকৃষ্ণ ছুবলহাটী রসময় পুরুলিয়া সন্তোষ মিত্র ইন সন্তোষ রাণাঘাট সাতকড়ি বীরভূম সত্য আরামবাগ সুধীর বলেশ্বর সুরেন্দ্র সন্তোষ জাহ্নবী সুরেন্দ্র মেদিনীপুর ক:, সুরেন্দ্র মাণ্ডয়া তারিনী রাজসাহী ভোলানাথ

সারখেল। যোগেন্দ্র লক্ষীকান্ত কমলা।

শর্ম্মা—অশ্বিনী শিলচর দীননাথ জোড়হাট দীনানাথ শিবসাগর যতীন্দ্র চট্টগ্রাম মিলনি ক্ষিতীশ পাটিয়া নন্দলাল ডিব্রুগড় রামধন রাজা গিরীশ রমেশ মৌলবীবাজার রাজেশ্বর জোড়হাট।

শর্ম্মাবিশ্বাস অতুল হরিশচন্দ্র শর্ম্মাদেশমুখ্য রামতারক শিলচর শর্ম্মাপুখন রামেশ্বর জোড়হাট বেজবড়ুয়া সার ওয়ারজান প্রাই।

শাসমল বিষ্ণুহরি কাঁথি সর্ব্বেশ্বর ঐ শতপতি দামোদর প্রাই।

সত্যদেব সহায় গয়া সত্যনারায়ণ (১) সারণ ছাপরা এস আজিজুল হক মতিহারী সাদক আহমদ পাটিয়া হাই।

সেন। অম্বিকা সরাওতালি অনিল পুরুলিয়া অনুকুল সেণ্টমেরী বরদা কুমিল্লা ভিক বরদা প্রাই ভূপেন্দ্র সিটি ময়মন বিধু সিটি কলি বিনোদ হৈলাকাঁদি বীরেন্দ্র রাঙ্গামাটী বীরেন্দ্র রাঙ্গামাটী বীরেন্দ্র ভবানীপুর মিশন বারেন্দ্র রাজসাহী বীরেশ্বর গৌরী পুর চারুচন্দ্র দার্জ্জিলিঙ চারু কিশোরী ঢাকা চারু সেরপুর ভিক চিণ্ময় মিত্র ইন দেবেন্দ্র কালিয়া রিমডেল হরেকৃষ্ণ জামতাড়া হেমন্ত পরজণা হেমচন্দ্র আউটসাহী হেরম্ব কুমিল্লা ভিক হীরেন্দ্র শ্রীহট্ট গব: জগন্নাথ পি, এম, কটক জগবন্ধু মাদারিপুর জানকীনাথ বাহিরদিয়া যতীন্দ্র ব্রজবরি যতীন্দ্র এজবরি যতীন্দ্র ঢাকা উকিল যতীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা যতীন্দ্র লক্ষ্মণনাথ জিতেন্দ্র ব্রজবরি জিতেন্দ্র করিদপুর যোগেশ ইটনা যোগেশ সরওয়াতলি, জ্যোতি নারায়ণগঞ্জ ললিত ইউসুফ কুমিল্লা লোকনাথ সিরাজগঞ্জ মানদা নিউ ইণ্ডিয়ান মণীন্দ্র কুমিলা ভিক মোহিনী চট্টগ্রাম নরেন্দ্র কুমিলা ভিক নরেন্দ্র ভুক্তে নিবারণ খালিশপুর নীরদ স্কটিস প্রফুল্ল কৃষ্ণনগর এ, ভি. প্রফুল্ল দিনাজপুর রবীন্দ্র পাটিয়া রমণী সারওয়াতলি রমেন্দ্র হিন্দু রাম সেণ্ট জেভি রতি পাইগ্রাম শরচ্চন্দ্র প্রাই, সত্য প্রাই সত্যেন্দ্র আগ তলা সুখময় ডিব্রুগড় সুনীতি বালা হডেম কিমেল ঢাকা সুরেন্দ্র ন্যাশনাল চট্টগ্রাম সুরেন্দ্র বগুড়া জেলা সুরেন্দ্র সেনহাটী সুরেন্দ্র সারওতলি, সুশীল দেওঘর, শ্যামসুন্দর রংজেলা তারকনাথ কুঞ্জনাথ বহরম।

সেনাপতি। সত্য ময়ুরভঞ্জ রাজ।

সেনগুপ্ত। অজিত অরি সেমি অমৃত কালিয়া রিমডেল আশুতোষ আর কে জুবিল অশ্বিনী সেনহাটি অতুল ময়মন সিটি বামাচরণ [illegible] ভূপেন্দ্র আর কে জুবিলি বিনয় ব্রজ [illegible] ইলছোবা বিপিন জেওতা একা বীরেন্দ্র [illegible] সান্নী দেবেন্দ্র বরিশাল দীনেশ ব্রজবরি [illegible] শীলস হীরালাল সন্তোষ জাহ্নবী হীরেন্দ্র বাট [illegible] যতীন্দ্র মাথাভাঙ্গা জীমূত বাকুড়া জিতেন্দ্র [illegible] যোগেন্দ্র প্রাই যোগেশ ঢাকা নগেন্দ্র [illegible] বগুড়া যতীশ পাণ্টিয়া কালীপদ রাধানাথ [illegible] কালীপদ যশোহর কমলপতী মুখার্জ্জি মজ: কংসারী বাঁদপতা কিরণ কালীরা রীমডেল সিদ্ধু চাঁইবাসা ক্ষিতীশ মর্টন নরেন্দ্র সম্মিলনী প্রমদা ব্রজ বরি প্রফুল্ল চাঁদপুর পূর্ণ রামকুমার কৃষ্ণনগর শচীন্দ্র সেনহাটি শচীন্দ্র ভূম সনৎ বরীশাল সত্য—মাদারিপুর [illegible] কেশব একা সুধাংশু কীর্ত্তীপাশ সুধীর [illegible] চটগ্রাম সুরেন্দ্র কোতোয়ালীপাড়া সুরেশ [illegible] পুর তারক মর্টন তেজচন্দ্র প্রাই উমাপদ কৃষ্ণ বহরমপুর উপেন্দ্র প্রাই সীরাজুল হক চট

শেঠ। চৈতন্য শীলস গোবর্দ্ধন রীপণ [illegible]

সেখ আমেদ বারাকপুর গব: আলি হোসে[illegible] পাটনা ক: এল এস বাদসা বারাসত গব: [illegible] রহমান বাগেরহাট কোরিমাতুল্লা বালেশ্বর [illegible] রহমনার নাওখিলা খলিলার রহমান প্রাই [illegible] আলি কলি মাদ্রাসা মহম্মদ হোসেন এম এল মাজিরুদ্দীন বাঁকুড়া হিন্দু নূরমহম্মদ প্রাই রহ আমেদ চন্দল সিদ্ধেশ্বরী তাকিম আমেদ খালি ইয়াসুফ আলি কুষ্টিয়া জামিন ডুমরাওন [illegible] আলি গাডেন রীচ সি এস সামসুদ্দীন আড়াইহাজার সামছুল হক মতিহারী [illegible] আমারিয়া হাই শঙ্কর গয়াটাউন। সত্য[illegible] সেণ্টজেভি।

সেথ। আবুল হোসেন রাজসাহী ক: জয় রহমন মাজিরা এডেড কেলিমুদ্দীন ঐ। লাথান মিশ্র বি এন বাকিপুর শিওনন্দন আরা টাউন। শিউনন্দন সহায় গয়া [illegible] শিউজাহাল লাল প্রাই। সি হি হরিপদ [illegible] সদরপুর। শিওবত্ত সহায় গয়া জেলা। প্রসাদ গয়া শিউপুজনগুঞ্জের শিউশঙ্কর হাজারীবাগ শিউশঙ্কর সহায় গয়া টাউন।

সিকদার। জিতে আবাইপুর [illegible] নরেন্দ্র রাজা সূর্য্যকুমার শৈলবালা [illegible] রমিজুদ্দীন কার্ত্তিকপুর।

সেথ আবুল হোসেন রাজসাহী ক: [illegible] রহমন মাজিরা এডেড কোলিমুদ্দীন ঐ।

শিওনাথান মিশ্র বি এম বাঁকিপুর [illegible] কুমার আরা টাউন শিউনন্দন সহায় গয়া [illegible] ন লাল প্রাই সি হি হরিপদ আমলা স[illegible] শিওবত্ত সহায় গয়া শীতলপ্রসাদ গয়া শিউ যুদ্ধের শিউশঙ্কর হাজারিবাগ শিউশঙ্কর সহায় টাউন।

সিকদার। জিতেন্দ্র আবাইপুর মুকুন্দ নরেন্দ্র রাজা সূর্য্যকুমার শৈলবালা উইমেন [illegible] দ্দীন কার্ত্তিকপুর।

শীল। বাম চরণ কীর্ত্তিপাশা ভূপেশ [illegible] ঢাকা দেবদাস গোলাঘাট গৌর মর্টন লক্ষ্ম[illegible]

বড়ুয়া। যোগেন্দ্র ডিব্রুগড় গগন ঐ মোহন ঐ।

বসাক। দিগেন্দ্র উকীলস ঢাকা ইনি বসির উদ্দীন আমেদ দীনহাটা বসনিরাং উপেন্দ্র বাহাদুর দরবার নেপাল।

বসু। অমূল্য সেনট্রাল কলিঃ অমূল্য চুচুঁড়া ফ্রিচর্চ্চ ই অনিল হিন্দু অন্নদা মাদারিপুর অক্ষিম সিরাজগঞ্জ বীরেন্দ্র পাস্তা চন্দ্রনাথ গড়বেতা দ্বিজেন্দ্র সিটি ময়মন হেমন্ত বিদ্যা নলকাঠী হীরালাল লক্ষ্মণ হরিরঞ্জন বসিরহাট যামিনী ঘাটাল মিউনি যতীন্দ্র রামপুর যোগেশ নলডাঙ্গা ভূষণ কালিদাস বঙ্গবাসী কালীপদ খুলনা নগেন্দ্র কুলতলা নালনী দশঘরা নয়নরঞ্জন ব্রাহ্মণ গাঁ প্রবোধ শিবপুর প্রবোধ সিরাজগঞ্জ প্রেমরঞ্জন মউলখানগর রাজেন্দ্র তাঙ্গা রাজেন্দ্র উকীল ইনি ঢাকা সত্য ফরিদপুর সৌরেন্দ্র শোলাগড় শ্রীনিবাস প্রাইভেট সুবোধ মৃত্যুঞ্জয় ময়মনসিংহ শচীন্দ্র ব্রাহ্ম বয়েজ বোর্ডিং সুধীন্দ্র নড়াইল সুরেন্দ্র মাজদিয়া রেলবাজার বাসুদেব নারায়ণ বুদ্ধা বি বি মক.জয়পুর।

বজলুর রহমন রাজা গিরিশ্চন্দ্র শ্রীহট্ট বেলায়ত আলি পিঙ্গনা হাই।

ভাদুড়ী। বিহারী সিরাজগঞ্জ বনোয়ারি মণীন্দ্র কৃষ্ণনাথ বহরমপুর শশিভূষণ হটুগঞ্জ ভগবৎ সারণ আরা জেলা।

ভরদ্বাজ। আশু ইউস্থক কুমল্লা।

ভট্টাচার্য্য। অলকনাথ কালিকুমার ইনি অমৃত সুধাকরপুর বৈকুণ্ঠনাথ তেলিয়বাগ বনবিহারী বর্দ্ধমান বসন্তচাঁদপুর ভূপেন্দ্র জয়নগর চিন্তা বাটাজোড় ধীরেন্দ্র সিটি গিরিজা নাটোর হৃদয় নকিপুর যতীন্দ্র চুচুড়া টেনিং যতীন্দ্র পর্জ্জা জিতেন্দ্র শান্তিপুর মিউনি কালীবর ডুমকল মণীন্দ্র হিন্দু নলিনী বিএম বরিশাল নলিনী কৃষ্ণ গরলগাছা নরনারায়ণ মাদারিপুর নারায়ণ ব্রাহ্মণবেড়িয়া নরেন্দ্র খাগড়া পঞ্চানন চুচুড়া ফ্রিচর্চ্চ পার্শনাথ চাঁচরতলা ঋষিভূষণ কাঁদি সুরেন্দ্র সম্মিলনী যশোহর।

ভৌমিক। মহেন্দ্র নোয়াখালি শরচ্চন্দ্র কুমিল্লা ভিক্‌।

ভূইয়া। উপেন্দ্র ময়ূরভঞ্জ বিন্ধ্যেশ্বরী বিহার বিন্ধ্যেশ্বরী (২) গয়া বিন্ধ্যেশ্বরী হাজারীবাগ বিন্ধ্যাচল হাতোয়া বিনন্দকুমার কৃষ্ণনগর বিশ্বনাথ আরা

বিশ্বাস। দুর্গাশঙ্কর বুজবরি হরিহর মাজদিয়া যামিনী চট্টগ্রাম মিউনি জে অক্ষয়প্রকাশ্যাসি এম এস কৃষ্ণনগর করুণা গিরিধি নরেন্দ্র মাদারিপুর মেথনিয়ের কৃষ্ণনগর সি এম এস প্রাণকুমার ঐ এস বি প্রাইভেট শীতল নেশনেল চটগ্রাম সুরেন্দ্র আমেরিকান মেথো সুরেন্দ্র কীর্ত্তিপাশা।

বোড়া। শম্ভুরাম মঙ্গলদই বুদ্ধদেব দ্বারভাঙ্গা বুজ মুঙ্গের টেনিং।

চাকী। যোগেশ তারেজা চাকমা মতিলাল রাঙ্গামাটী।

চক্রবর্ত্তী। আদিত্য জলপাই জেলা অমূল্য চাঁদপুর অন্নদা ময়মনসিংহ অতুল্য রাধানগর মজুমদার ধীরেন্দ্র বজ্রযোগিনী ব্রজেন্দ্র খায়ারিয়া দেবেন্দ্র তুলাপার গুরুদাস দিগেন্দ্র রাউলি গিরিজা মুক্তাগাছা হরলাল শান্ত হরিপদ প্রাইভেট হেমন্ত পটুয়াখালি যামিনী মৌলবীবাজার জ্ঞানদা কুষ্টিয়া যোগেশ রাউলি কালীপদ সতীরপাড়া কমলাপতি সোমড়া দুর্গাচরণ কৃষ্ণকুমার কৃষ্ণনাথ বহরমপুর। ক্ষীরোদ শোলাগড় কুলদা সোণামুখী কুমুদ যেডকাট ললিত নারিট মধু শ্রীরামপুর পূর্ণচন্দ্র হুগলী রমণী চির কুণা রমেশ ধলা রমেশ দোকাল মেদিনীপুর রোহিণী ধলা সতীশ বৈশারি সত্যেন্দ্র সিটি ময়মনসিংহ সুরেন্দ্র পেলা সুশীল কালিয়া রিমভেল উপেন্দ্র আগরতলা চন্দ্র। গোলকনাথ জিরাগঞ্জ।

চটোপাধ্যায় অক্ষয় ডবলিউ বি ইনি অমূল্য কুড়ি রাকোল আশু কালনা ভূধর বর্দ্ধমান এলবার্ট ভূদেব খুলনা বিজয় কৃষ্ণনগর বীরেন্দ্র রঙ্গপুর চণ্ডী মুক্তাগাছা গণেশ সি এম এস কৃষ্ণনগর চন্দ্র গড়বেতা হরি সং কলেজ হরিদাস এড়োয়াদহ হরিদাস টাকি হরিমোহন রঙ্গপুর যতীশ হেয়ার যতীন্দ্র বাঁশগড়া জিতেন্দ্র চুচুড়া টেনিং যতীশ ভাগলপুর কালীপদ পি কে বঙ্গবঙ্গ খুদিরাব বর্দ্ধমান কৃষ্ণকিশোর খাগড়া ললিত রাধাপ্রসাদ টনি মনোমোহন বজ যোগনী নিবারণ জঙ্গিপুর নৃপেন্দ্র বজ্রযোগিনী মৃত্যুঞ্জয় দার্জ্জিলিং নরেন্দ্র বজ্রযোগনী অরব দাস শক্তিপুর পঞ্চানন গোঁসাই চণ্ডীপুর প্রভাত পটুয়াখালি রোহিণী সালার শিবপদ রাম গোপালপুর সুরেশ নেত্রকোণা দত্ত উপেন্দ্র পাণপুর।

চৌধুরী। অবিনাশ সিরাজগঞ্জ অমৃত কুড়িগ্রাম বংশধর জলপাইগুড়ি বিজয় প্রাইভেট বিজয় কান্দি রাজ হাই মহিমানাথ নবাবগঞ্জ হরিমোহন প্রেমহরি রাউজান আর আর রমণী বেণীপুর রমণী সাতকাণিয়া রমেশ চাঁচল সুরেন্দ্র আর কে মুক্তাগাছা সুরেন্দ্র কাঁটাদিয়া সুরেশ সিদ্ধেশ্বরী চক্রতলা উমেশ রাজা গিরিশ হাই শ্রীহট চিত্রকূট ছাপরা।

চৌবে। সুধাংশুশেখর পাকুড় রাজ, কৃষ্ণ একা জর্ম্মণ রাঁচি।

দলুই। মন্মথ উলুবেড়িয়া. দাস। অকিঞ্চন এম্পি সেমি, আশু বেলতলী বালকৃষ্ণ পি এম কটক, বরদা মহিষাদল ভূতনাথ ভিক মেমোরিয়েল বিধু কিশোরি ঢাকা; বিধুভূষণ এড্‌োয়ার্ড ব্রহ্মানন্দ পি এম কটক, ব্রজগোপাল মালদহ চন্দ্র উত্তরপাড়া চন্দ্র বালেশ্বর চূড়ামণি রংদিয়া দেবেন্দ্র প্রাইভেট ধনেশ্বর কৃষ্ণগঞ্জ দিননাথ খলিসপুর গঙ্গা সয়াইল গৌর বাকুড়া হিন্দু ঘনশ্যাম প্রাইভেট। গিরিজা এল এম এস খাগড়া গিরিশ মেদিনীপুর গিরিশ মৌলবীবাজার গোবিন্দ উকীল ইনি ঢাকা হরগোবিন্দ শ্রীহট যামিনী আবদুল্লাপুর যামিনী নারায়ণগঞ্জ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাইভেট কৃষ্ণগোপাল ইম্পি সেমি ঢাকা, কৃষ্ণরাম প্রাই ললিত মেদিনীপুর কলি, লোকনাথ বয়োদি মহানন্দ ঢাকা পোগস। মন্মথ এল এম এস ভবানীপুর মোহিনী মাদারিপুর প্রাণেশ্বর বড়পেটা প্রফুল্ল প্রাইভেট রাজেন্দ্র জুবিলি রাজমোহন এডোয়ার্ড ব্রাহ্মণবেড়িয়া রমণী শিলচর রামদুলাল ঐ শরৎ বৈসারাই শরৎ গঙ্গারামপুর সুশীল শসাটী অবিনাশ হাই তাজুরাম ডিবরুগড় তারাপদ জঙ্গিপুর। নরেন্দ্র মেদিনীপুর।

দাস গুপ্ত। আশু কালিয়া রিমভেল বসন্ত ঐ বিরাজ সেনহাটী ধনেশ মাণিকগঞ্জ হারাণ কীর্ত্তিপাশা পি কে হেমন্ত ব্রজ বরি হীরালাল অ তলা হীরালাল বাটাজোড় জিতেন্দ্র পেলা তেলিয়বাগ প্রাণহরি কালীকিশোর হাসড়া ব্রজ বরিশাল রাজেন্দ্র ঢাকা কলি, সুরেন্দ্র খালি জুবিলি।

দত্ত। অমল কৃষ্ণনগর এ ভি অমূল্য স অন্নদা অমূল্য কে এম সি এস ইনি বনবিহারী বগগু হরিমোহন ইনি বসন্ত হাবড়া বিজয় সে বিনয় মুন্সীগঞ্জ বিপিন ইটনা ব্রজেন্দ্র বাঘরা জেঙ্কিন্স জ্ঞানেন্দ্র বাহিরদিয়া কুঞ্জ বজ্রযোগিনী প্রিয়মোহন সুধাকরপুর নরেন্দ্র নেশনাল চ নিরঞ্জন বাগেরহাট পান্নালাল বিপণ প্রতিভা ভেট রাধাগোবিন্দ প্রাইভেট রসিকলাল কা শচীশ চটগ্রাম শশধর আবদুল্লাপুর সতীশ মে মেদিনীপুর সুরেন্দ্র চটগ্রাম মিউনি সুরেশ পাড়া সুরেশ কার্ত্তিকপুর সূর্য্য কাটাদিয়া ইম্পি সেমি ঢাকা দে ভূপেন্দ্র সি এম এস কৃ বিভূতি শ্রীরামপুর ইউনি। বিনোদ সি ধীরেন্দ্র তুলাপার গুরুদাস দিগেন্দ্র ভোলা প্রাইভেট। গিরিশ বালরা গুরুজকুমার হরেন্দ্র সিটি কলি ময়মনসিং হারদাস ঘাটাল হরিশ মেদিনীপুর টাউন যামিনী রহমতপুর যামিরতা ললিত উকীলস ইনি ঢাকা মাধব ইনি ময়মনসিং মনোমোহন ইজিলপুর নবীন নেল চটগ্রাম ললিন হিন্দু নারায়ণ পুকলিয়া নরেন্দ্র বঙ্গবাসী কলি নিবারণ নারায়ণগঞ্জ কান্ত রাউলি ফণীন্দ্র যুগকল্যাণ প্রাণচন্দ্র প প্রফুল্ল মেট্রো পুলিন দুর্গাপুর প্যারীগোবিন্দ পুর এল এম এস শৈলেন্দ্র কলিকাতা একা পটুয়াখালি জুবিলী।

দেব। হেমেন্দ্র শ্রীহট্ট সত্যেন্দ্র প্র সুরেন্দ্র শ্রীহট গবর্ণ উপেন্দ্র হবিগঞ্জ।

দেববর্ম্মণ। সতীশ আগরতলা উ একা দেবকিশোর সহায় আরা।

দে সরকার। ধীরেন্দ্র প্রাইভেট।

ধর। গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা পশা নাল চটগ্রাম শশিভূষণ কিশোরগঞ্জ।

দীঘল। ভবতারণ আড়া লালমোহন সর দুঃখমোহন ঝা ওয়াটশন হাই মধুবনী আলি মণ্ডল সিরাজগঞ্জ ভিক ফকিরউদ্দীন কাল ফজলু করিম খাঁ ঢাকা মাদ্রাসা প্রেমজা জে মদন সেণ্ট জেভি কলি সহায় সি এম এস ভাগলপুর।

গঙ্গোপাধ্যায়। অবিনাশ বনগড়া, অতুল্য কে এম হিরণ্ময় সিদ্ধেশ্বরী হাই যতীন্দ্র ভেট জিতেন্দ্র খপড়দহ ভিউক কাশীশ্বর কুমিল্লা ক্ষিতীশ মেদিনীপুর কলিঃ মণীন্দ্র মলিন কালিয়া রিমভেল নন্দলাল ইম্পি ঢাকা নিশি পেলা হাই পাঁচকড়ি বাঘনা কালিকিশোর হাসড়া শিবগোপাল স উপেন্দ্র লোনসিংহ গয়াপ্রসাদ সিংহ গয়া গয়াপ্রসাদ গয়া সাহেবগঞ্জ হাই।

ঘটক—অবিনাশ গঙ্গাপ্রসাদ জগন্নাথ বে

ঘোষ—আশু বাবুলিয়া জে এস ঝিকরা বঙ্কিম এলবার্ট কলি বসন্ত

নিয়োগী। কিরণ ভবানী সাউথ সুব নরেন্দ্র ভাগল জিঃ প্রবোধ নোয়াখালী জুবিঃ রাধাবিনোদ কুমার রাধা ইনি নৃসিংহ দয়াল চাইবাসা জিঃ নুরল আমিন ফেনী হাই নুরান হাই ফজলল হক ডাঙ্গা ওঝা। নিরঞ্জন দানাপুর এডেড। পাল। আশু হিন্দু গোবিন্দ রিপণ কলিঃ গোবিন্দ মানকর। হরপদ গুপ্তিপাড়া কৃষ্ণ দ্বারভাঙ্গা একা নগেন্দ্র স্বর্ণগ্রাম রাধা নরশচন্দ্র টাঙ্গাইল বি হাই রাজকুমার লক্ষ্মীপুর রমণ মোহন ব্রজঃ বরিঃ শশি মোহন শ্রীহট্ট রাজাগিরি সতীশ মুগকল্যাণ হাই সুরেন্দ্র মেট্রো ইনি তারক পূর্ণিয়া জিঃ। পাল চৌধুরী মুরারি লোহাজঙ্গ হাই। পালিত। নলিনী স্কটিঃ কলিঃ।

পণ্ডিত। রাধিকা প্রসাদ ঝিকরা পরেশ নাথ গয়া টাউন। পাণিহি। গৌরমোহন কটক একা। পাট্টা সর্ব্বেশ্বর মহিষাদল পাত্র। প্রফুল্ল কটক একা। সোপানেশ্বর পি এম কটক পাঠনায়ক। ভাগগ্রাহী কটক টাউন ভিক পাল। কচ্ছপ হাজারীবাগ পিপি সন্তানন্দন বিশপ কলি প্রধান। সত্যবাদী ধেন কানাল। প্রামাণিক। মসজুদ্দীন মণ্ডগী কে ভিঃ প্রসটি। মধুসূদন ধেনকানাল। পুরকায়েস্ত। দুর্গচরণ প্রাইভেট রঘুনাথ বর্ম্মা মুখার্জ্জি সেমি রঘুরাজ কিশোর লাল বকসার [illegible] ধীরেন্দ্র রাজারাম এ এস উপেন্দ্র স্থল পাকুড়াণী ইনি রাজেশ্বরী। প্রসাদ মুঙ্গের মকাতু সিংহ। মোজফরপুর মুখর্জ্জি সেমি রামনন্দন প্রসাদ রামেশ্বরী মজফর সেমি রামাবতার সহায়। ঐ রামচন্দ্র প্রসাদ বিহার। রাম দত্ত রায়। প্রাইভেট রামধারী সিংহ। গয়া টাউন রামেশ্বর নারায়ণ। দ্বারভাঙ্গা রামকিশোর লাল মহিহারী

রামলগন ছুমরাও রাজ মাই। রমজান আলি কলিঃ মাদ্রাসা। রথা—গনপতি কটক ভিক। রায়—অহী ভূষণ ঝনিদা অহীন্দ্র গরবেত্তা অনাদি নাথ শক্তিপুর ইনি অম্ন
বিশ্বনাথ বহরমপুর কলিঃ ভূপেন্দ আর্যমিশন ভূত নাথ জয়নগর ইনি বিনোদ প্রাইভেট বীরেন্দ্র বহরমপুর কালিঃ ব্রজেন্দ্র মেহেরপুর দামোদর রাজসাহী দেবেন্দ্র মানভূম ভিকঃ।

হরেন্দ্র কুমিল্লা হৃষিকেশ শক্তিপুর ইনি, জগদীশ নোয়াখালী জুবি যামিনী ব্রজঃ বারঃ যতীন্দ্র নেত্রকোণা জিতেন্দ্র ব্রজ বরি যোগেন্দ্র কৃষ্ণনাথ বহরম কালী তাহেতা কার্ত্তিক কালনা মহাঃ কিরণচ বহরমপুর কৃষ্ণঃ কলি ক্ষীরোদ গড়বেতা হাই ললিত হাবড়া বাইবল, মোহিনী সেকেন্দারপুর মহান্ত বঙ্গবাসী নগেন্দ্র ঢাকা পোগোজ।

রায়। নগেন্দ্র উত্তরপাড়া নিরঞ্জন খগোল নৃসিংহ তাইতা ফকির পুরুলিয়া ফণী বরানগর প্রিয় ভবানীপুর এল এম এস রজনী আর্য্যমিশন রমেশ কিশোরগঞ্জ সচ্চিদানন্দ মর্টন সতীন্দ্র চাতরা সতীশ কৃষ্ণনগর এ ভি সভা বর্দ্ধমান এলবার্ট সুরেন্দ্র ঢাকা উকিল সুরেন্দ্র অভয়পুর রাঃ ইনি।

রায়। সুরেন্দ্র রাজবাড়ী পূর্ব্বা ইনি সুরেন্দ্র আগরতলা উমা এস সুরেশ আর্য্য মিশন সুরেশ টাঙ্গাইলবিন্দু উপেন্দ্র কুমিল্লা ভিক উপেন্দ্র সিটি কলি।

রায়বর্ম্মণ। সুরেশ নগরপুর।

রায়চৌধুরী। চারু খয়রিয়া মনোমোহন বঙ্গবাসী কলি নিত্যেন্দ্র মুর্শিদাবাদ নবাব মাদ্রা।

রায় গুপ্ত। তারা সিরাজগঞ্জ।

রায় মহাপাত্র। প্যারীশ্যাম তম্রক রায় মিরজয় নাগেন্দ্র গাজা। রিচার্ডস। ঈশ্বরীবর্দ্ধন রাচী সেন্টপল রোম দত্ত প্রসাদ বর্ম্মা বাকিপুর একা রুদ্র। বসন্ত কলিকাতা ক্রাইষ্ট জান ইরকানা ইনি রূপনারায়ণ মুঙ্গের।

সাবের আলি বিশ্বাস রাধানগর একা সাবরে দীন আহমদ মাণিকগঞ্জ হাই সাদেক আলি খাঁ পাবনা।

সাধু মানিকলাল কলঃ টৈলিং একা সাকারুদ্দীন আহমেদ দেব্রুগড় সিপিরদ্দীন আমেদ কুমিল্লা ভিক সাহা। অরুণগঞ্জ ভিক বলদেব আর্য্য বিধুভূষণ বাজিতপুর প্রমথ মালদা জিঃ রাধাকৃষ্ণ বালেশ্বর জিঃ রমেশ খানখানাপুর হনিঃ সতীশ বিদ্যাসাগর ইনিঃ সা। সাহেবজী পদ্মবিক্রম সাহা নেপাল দরবার।

সাহু। উপেন্দ্রনাথ পাঁচেটগড়। সমাজদার উপেন্দ্র নবদ্বীপ শাণ্ডাল। জিতেন্দ্র সেন্ট জেভিঃ কলি। সান্যাল আশু কিষ্ণগঞ্জ বিধু মেট্রো জ্ঞানে বেয়া যতীন্দ্র দিব্রুগড় হাই ক্ষীতীশ কুষ্টিয়া। সান্যাল। মহেন্দ্র বগুড়া জিলা

সরকার। ভোলানাথ উখরা ভূপেশ মানভূম ভিক্টো ইনি বীরেন্দ্র মাদারীপুর ধীরেন্দ্র সি এম এস গার্ডেনরিচ গোপাল সিরাজগঞ্জ বনওয়ারীলাল হীরেন্দ্র যশোর জিলা যতীন্দ্র রাজসাহী ভোলা একা জ্ঞানপদ মেহেরপুর যোগেশ প্রাই যুগলকিশোর বনগাও যতীশচন্দ্র রাধানগর নিস্তুমদর একা মন্মথ বালেশ্বর জিলা নির্ম্মল চন্দ্রকোণা জিরাট শচীন্দ্রকুমার মর্টন ইনি শরচ্চন্দ্র কালনা মহারাজা সরোজকুমার বালাগড় সতীশচন্দ্র উজানচড় কে এম সাতকড়ি বাগনান উৎপল এম্পি সেমি ঢাকা সারথেল।—জ্ঞানদাকান্ত রামগোপালপুর পি থে কে বর্ম্মা। ঈশ্বর সারোয়াতলী হাই জীবাকান্ত জোরহাট বেজবড়ুয়া হাই শশিকান্ত জোরহটি হাই সয়েদ আমীর উদ্দীন রাচ জেলা সযেদ মজিরুদ্দীন বেহার হাই।

সেন—অমূল্য পাবনা অনাথ এম্পি সেম ঢাকা ধীরেন্দ্র রাজা গিরিশ শ্রীহট্ট দ্বিজেন্দ্র হউস্তুক কুমিল্লা গৌর শীল হেম প্রাই হেমেন্দু ন্যাশানাল ইনি যামিনী চটো মিউনি যতীন্দ্র সাতকাণিয়া যতীন্দ্র ন্যাশানাল ইনি চটো যতীশ গোবিন্দ রাজসাহী কলি ললিত পালং মাণক টাউন স্কুল কলি মণীন্দ্র রাউজান আর আর ইনি প্রভাত ন্যাশানাল হাঁ ন চট রাজকুমার রাজা গিরিশ হাই শ্রীহট্ট শৈলেন্দ্র ভাগলপুর সুরেন্দ্র সেন্টপল রাঁচি সুরেন্দ্র মৌলবী বাজার শ্রীহট্ট উপেন্দ্র শ্রীহট্ট গবয় সেনগুপ্ত। অবনী কার্ত্তিকপুর অমৃত আগরতলা উমাকান্ত একা আশু রাজসাহী কলি ভূপতি ন্যাশানাল চটো রাজেন্দ্র পিরোজপুর দেবেন্দ্র বি এম বরিশাল ধীরেন্দ্র হিন্দু স্কুল দুর্গাপ্রসন্ন প্রাই হরেন্দ্র চটীশ চর্চ্চ কলি, যতীন্দ্র সিদ্ধেশ্বরী যতীন্দ্র কালীগঞ্জ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জ্জি সোম

মোজাফরপুর; কৃষ্ণধন সালিকা নীতীন্দ্র পালং প্রফুল্ল বাগীরহাট প্রফুল্ল এল এম এস [illegible] ভবানীপুর রমণীরঞ্জন চট্টগ্রাম শ্যামসুন্দর [illegible] সত্যেন্দ্র শিয়ারসোল সুরেন্দ্র গৈলা হাই সুরে[illegible] কৃত্তিপাশা পি কে ইনি তেজেন্দ্র কলধা হাই।

শেখ। আমীরুদ্দীন নিউইণ্ডিয়ান স্কুল, [illegible] মুদ্দিন মোল্লা শলাটী তাহিরুদ্দীন মিশন কটক।

সাহা। শচীন্দ্র সিটি কলি, শেখ। [illegible] নাটোর শিওপ্রসাদ গয়া শীতলচাঁদ আরা।

সেকেন্দর আলী হারলাকান্দী ভিক্টো,

শীল। নিকুঞ্জ হাই, বেণীমাধব পটুয়াখালী

সিংহ। অচিন্ত বর্দ্ধমান বৈদ্যনাথ [illegible] বিজয়রাম বাকীপুর, বিধুভূষণ প্রাই দেবেন্দ্র [illegible] পুর ধুবরাজ দীনাপুর গুরুদাস পান্না যমুনা[illegible] করপুর মুকুন্দ খাগড়া, মনী বর্দ্ধরাম নন্দীর[illegible] চাঁদ মুখার্জ্জি সেমিঃ রঘুনন্দন আরা রামবিনোদ কর সনৎকুমার স্কটিসচার্চ্চ সভা রাণাঘাট প্রসাদ বাকীপুর সুরেশ বাঁকা নরেশ কাঁদি।

সিংহরায়। পঞ্চানন মুঙ্গের রাখাল প্রাই[illegible]

সরকার। রুনরী এন্ট্রা অবলাবালা [illegible] গঞ্জ সীতারাম মতিহার এস এম কোরকান [illegible] সাতকাণিয়া,

সোম। যোগেশ কিশোরী জুবিলি জো[illegible] ময়মনসিং। সোম বর্ম্মন। যতীন্দ্র আরাম[illegible] সোয়েদালী শ্রীহট্ট।

সুকুল। বিজয় ভোলা একা। সুল[illegible] আবেদ চট্টগ্রাম মাদ্রাসা।

সুর। পূর্ণ হেয়ার, সুরেশ্বরী মুখার্জ্জি [illegible] মজঃফরপুর শ্যামসুন্দর বাঁকা।

সৈয়দ। আবদুল হাকিজ হাজারিবাগ আবদুল মনসুর পিরোজপুর বসিরুদ্দীন গয়[illegible] বর রহমন সালার হোসেন টিকে একা রাঁচি[illegible] আমাল হরদার গয়া মহম্মদ আকবর এম [illegible] পাটনা মহম্মদ মহীউদ্দীন কলি মাদ্রাসা ম[illegible] সারান একা হোসেন এংলো সংস্কৃত বাঁকি[illegible] মহম্মদ ইউসফ ছাপরা মর্ত্তজ হোসেন মজঃফ[illegible] মতলুব আহমেদ বারাকপুর।

সৈয়দ। মজীবল হাও শ্রীহট্ট গবণ [illegible] বৎ হোসেন রাজেন্দা তোবোদিক হোসেন মাদ্রাসা ওয়াহিদ হোসেন মুখার্জ্জি সোমঃ করপুর।

তাকাজজাই হোসেন মিঞা পাবনা তানুব[illegible] গোপীনাথ পালং হাই। তরফদার। আশনী[illegible] কৃষ্ণনগর তারাশঙ্কর দ্বারভাঙ্গা তারিণী মুঙ্গের [illegible] তোলীদাস তম্রক।

তেওয়ারি। বংশগোপাল পুরুলিয়া,

ঠাকুর। বরদা কৃষ্ণনাথ বহরমপুর,

তফজলহোসেন মাদারিপুর তকে লুদ্দিন [illegible] হুগলি, ত্রৈলোক্য আরা জিলা।

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsu*[illegible]

বিজ্ঞাপন।

পাণ্ডুয়া মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেড পণ্ডিত। বেতন গুণানুসারে ১৫ হইতে ১৭ টাকা পর্য্যন্ত। শ্রীকালীপদ নন্দী হেড মাষ্টার।

সিদ্ধা সাহায্য প্রাপ্ত উঃ প্রাঃ স্কুলে আবাস ও ৫ টাকা বেতনে একজন শিক্ষক। বি, এল আর রেলওয়ের ষ্টেশন হইতে এক মাইল ব্যবধান। সাগরবাড় পোষ্ট, ভায়া কোলা, মেদিনীপুর জেলা।

ঘোণাপাড়া মইং স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা বাসস্থান ফ্রি। কায়স্থ কিম্বা নমঃশূদ্র চাই। পোঃ ওলপুর, জেলা ফরিদপুর।

সাঁওইল মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ; নর্ম্মাল পাশ নূ হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২০, ও ১৫ টাকা এবং আবা। হেডপণ্ডিত মুসলমান হইলে ভাল হয়। পোঃ নসরৎপুর, বগুড়া।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জগৎপুর আশ্রম টোলের জন্ত বেদান্ত ও ন্যায় শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য পড়াইতে সক্ষম একজন অধ্যাপক। বেতন ৫০ টাকা। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। এই টোলের ন্যায়ের অধ্যাপকের জন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৩০, টাকা সাহায্য মঞ্জুর আছে। শ্রীচন্দ্র নাথ সেন হেড ক্লার্ক স্কুল ইন্সপেক্টর অফিস, চট্টগ্রাম।

চিনার কড়িয়া মাদ্রাসার জন্ত একজন জিজিমার পাশ মৌলবী। বেতন আপাতত ১৫ টাকা এবং আবা। এবং অন্যান্য আয় মাসিক ৪॥ টাকা হইতে পারে। পোঃ মোহনপুর পাবনা।

জেলা খুলনা কলকলিয়া মইং স্কুল হেঃ মাঃ এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ১ টাকা ও আবা। নমঃশূদ্র আদরণীয় পাক করিয়া খাইতে পারিলে যে কোন জাতির আবেদন গ্রাহ্য জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস হেড মাষ্টার শান্তিডাঙ্গা হাঃ নারায়ণপুর পোঃ, নদীয়া।

তাজপুর মইং স্কুলের জন্ত একজন এফ পাশ হেড মাষ্টার ও নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন হেড পণ্ডিতের প্রয়োজন। বেতন আহার বাসস্থান বাদে যথাক্রমে ১৫ ও ১২ টাকা। হেড মাষ্টার মহাশয় স্কুল সংলগ্ন পোষ্টাফিসের কার্য্য করিলে আরও ৩, টাকা অতিরিক্ত পাইবেন। সম্পাদকের নিকট ১৫ই জুনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। গ্রাম তাজপুর, পোঃ পুড়াকোলা ভায়া পানাগড়, জেলা বাঁকুড়া।

দুমকা মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান দ্বিতীয় শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রীর বেতন যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ১২ টাকা। প্রাইভেট পড়াইয়া অতিরিক্ত আয় হইবে। ২০ জুন পর্য্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা যাইবে।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৫৬)

(হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমীকরণ বা সমন্বয়)

রুচিভেদে মনুষ্যের সংসর্গ চিরকাল বিসং [illegible] পূর্ণ, তাই দেখিতে পাই আদিকালে দেবা[illegible]র সংগ্রাম এত ঘোরতর হইয়াছিল। এই [illegible]দেবাসুরেরা সকলেই এক পিতার সন্তান। এই [illegible] ভ্রাতায় বিবাদ কর্ম্মক্ষেত্র লইয়া। সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা নাকরিতে পারিয়াই বিবা[illegible] সূত্রপাত হয়। উত্তর কুরু বর্ষ (Central Asia) হইতে কোন অজ্ঞাত কারণে আর্য্যগণ সেই বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল হিমালয়ের দক্ষিণ প্রদেশে আসিয়া বসবাস করেন। মানস সরোবরের প্রান্ত দেশই সেই স্থান। কতকাল সেই সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা এখন নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। তাহার নিরা[illegible] না হউক এখনো সেই সকল প্রদেশে আর্য্য কীর্ত্তির ভগ্নাংশ বিভিন্নাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরিব্রাজক মহানুভব মিষ্টার সহীন, আজি কালি [illegible] পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি পরিদর্শন [illegible] যে সকল অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে, [illegible], আর্য্য প্রত্ন তত্ত্ব কতদূর অগ্রসর হইতে [illegible]। ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই রূপেই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

[illegible]তির আকারগত সাদৃশ্যে হিমালয় [illegible] অধিবাসী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গেলে, [illegible] ব্যবহার রীতি নীতি এবং ধর্ম্ম [illegible] হইবে. তখন বুঝা যাইবে [illegible]ন দেশ হইতে আসিয়া কোন [illegible]তেছে। এই সকল কথা দুই কি [illegible] সহস্র [illegible]রের কর্ম্ম ধর্ম্ম লইয়া বিচারে আনিলে তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে না, কারণ [illegible] প্রদেশ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ [illegible]স্থান দার্দ্দিস্থান চিত্রল আফগানি[illegible] [illegible]লুচিস্থান প্রভৃতি) মুসলমান রাজ্যের [illegible] মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত—আবার তাহারা [illegible] তাহাদের প্রাচীন ইতিহাস তাহারা [illegible] গিয়াছে। সুতরাং তাহারা যে "চিরকাল [illegible]" এই তাহাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাহারা আনন্দ অনুভব করুক কিন্তু তাহা যে, এক সহস্র বৎসরের অধিক নহে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদের আকার দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। তাহার পর হিমালয়ের অধিত্যকা হইতে নামিয়া আসিয়া সমস্ত আফগানিস্থান, ভুখারা, পারস্য এবং তুর্কিস্থান হইতে ইয়োরোপে গমন করিয়া দেখ সেই আর্য্য মূর্ত্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মগত কত পার্থক্য তাহাদের ধর্ম্মক্ষেত্রে শত সহস্র পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলেও মূলগত বিশ্বাসে কোথাও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন। মনুষ্য শরীরে আত্মা অবস্থিতি করিতেছে মৃত্যুর পর পরলোক আছে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার আছে। সত্যের আদর এবং অসত্যের অনাদর আছে, একতার মূলে এত গুলি সমতা বর্ত্তমান থাকিতেও কেন যে জাতি বিশেষের উপর জাতি বিশেষের বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হয় তাহার কারণ নির্ণয় হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামের কথার উল্লেখ করিয়াছি। দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা—দিতি আর অদিতি। প্রজাপতি মুনিবর কশ্যপকে এই দুইটী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে—অদিতির গর্ভে দেবগণ এবং দিতির গর্ভে অসুরগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি দেবতাদিগের এবং শুক্রাচার্য্য অসুর দিগের গুরু ছিলেন। ঘটনা বৈচিত্র্যে শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানি ক্ষত্রিয় রাজ যযাতির পত্নীরূপে গৃহীতা হন। এই বিবাহ লইয়া শর্ম্মিষ্ঠার লাঞ্ছনার আর সীমা ছিল না। সে যাহা হউক সেই দেবাসুর সমাজে আদান প্রদানে বিশেষ কোন রূপ বাধা না থাকিলেও দ্বেষভাব উভয় দলের মধ্যে বিলক্ষণ বদ্ধমূল ছিল। সমস্ত পৃথিবীর মানব সমাজে, আদিকাল হইতে এই বিদ্বেষ ভাব চলিয়া আসিতেছে। পুরাতন বাইবলের ইহুদা ইস্রায়েল বংশে, গ্রীক রোমানে, নরম্যান সাক্সনে ফ্রাঙ্ক জর্ম্মানে, রুশো তুর্কনে, ইয়োরোপে চিরদিন মহা বিপ্লব বাধিয়া রাখিয়াছে, ভারতে সেই দেবাসুর সংগ্রাম অবাধে সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, আর্য্য অনার্য্যে আত্মীয় আর্য্য, গন্ধর্ব্ব-আর্য্যে, শাক-আর্য্যে, যবনে এবং আর্য্যে এই ধারা ধরিয়া দেখিলে দেখিতেপাওয়া যায় যে, এক মাতা পিতার পুত্র হইয়াও দেশ ভেদে ধর্ম্মভেদে তাহার আর নিস্তার নাই। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া এখন ভারতবর্ষে আসিয়া ঘরের কথার উল্লেখ করা যাউক।

সংঘর্ষণের মূল কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুফলা সুজলা শস্যশ্যামলা ভারত চিরদিন সকল জাতির মনোলোভা, শক সেকেন্দর তৈমুর গজনবী সকলেই বিদেশ হইতে আসিয়া ভারতের অমূল্য রত্ন সকল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বিক্রমাদিত্য হইতে শক জাতি তাড়িত হয়, সেকেন্দরকে তাড়াইতে হয় নাই, তাঁহার সেনাপতিগণ ঘর ছাড়িয়া সুদূরে আর না থাকিতে পারিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর পর পর যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা লুট তরাজ যতই করুন তাঁহাদের গমনাগমনের পথের রেখা দেখিয়া বোধ হইতেছে তাঁহারা যত লইয়া চুরমার করিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যাহা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহার জ্বালায় জ্বালাতন। এই সংঘর্ষেই বৌদ্ধ বিপ্লব সমস্ত ভারতবর্ষে প্লাবিত। এই প্লাবনে হিন্দু সমাজ বিধ্বস্ত, তাহারা কেবল যাগ যজ্ঞের প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়ায় নাই। হিন্দুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। হিন্দুজাতি এমন নিরীহ যে তাহারা প্রতিবাসীর অত্যাচার চক্ষিনে ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে এক ভাবিয়া এক করিয়া লইতে চাহিতেছে।

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

অতঃপর রাজা নিজেরই অধিকৃত রাজ্যের অন্তঃপাতী সেই তাম্রের পাহাড় হইতে প্রচুর তাম্র সংগ্রহ করিয়া নিজের নাম ছাপ দিয়া একটী মাত্র কম এক শত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা নির্ম্মাণ করিলেন।

এবং যদি কেহ আমার মত সম্পূর্ণ একশত কোটি করিতে পারেন তিনিই আমাকে পরাজয় করিবেন, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নৃপতিবৃন্দের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই যেন এই নিয়ম স্থাপন করিলেন ও এরূপ মুদ্রা নির্ম্মাণে আর কাহারও কৌশল সম্ভবিবে না স্থির বুঝিয়াই এইরূপ অসাধারণ কার্য্য প্রকাশ করিয়া সকলের অপেক্ষা বড় হইয়া থাকিলেন।

অতঃপর রাজা এ যাবৎ যে পিতামহের প্রচলিত পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন প্রজাদের ভাগ্য দোষেই হঠাৎ সে পথ ছাড়িয়া পিতার আচরিত নৃশংস উপায় অবলম্বন করিলেন।

তাঁহার কর্ম্মচারী কায়স্থেরাও তখন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে যেমনি জানাইল যে আর কেন আপনি দিগ্বিজয়ের কষ্ট করিবেন নিজের অধিকারে থেকে বিনা ক্লেশেই ধন সংগ্রহ করুন অমনি তিনি

ধনাগার নিরীহ চিরানুরক্ত প্রজাদেরই পীড়ন আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে আবার অতিলোভী শিবদাস প্রভৃতি যে কয়জন তাঁহার ধন রক্ষায় নিযুক্ত ছিল তাহারাও স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহার ধন তৃষ্ণা বাড়াইয়া দিল, তিনি অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিলেন।

তদবধি কাশ্মীর রাজাদের নিজের আদেশের প্রতিকূলে সকল বিষয়েই ধনাধ্যক্ষ কায়স্থদের মুখাপেক্ষা সহযোগেই রাজকার্য্য চলিতে লাগিল।

নৃপতি জয়াদিত্যের বড় বড় রাজাদিগকে বশে আনিবার জন্য যে সকল কূট মন্ত্রণা চলিয়াছিল এখন সেই সকল মন্ত্রনীতি পুরুষানুক্রমে কাশ্মীরবাসী নিরপরাধী অনুরক্ত প্রজাদিগকে বাঁধিয়া আনিবার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিল।

জয়াপীড়ের যে পাণ্ডিত্য সজ্জনদিগের শান্তি পথের উপদেষ্টা ছিল বর্ত্তমানে তাহাই আবার প্রজাপীড়নের কৌশল উদ্ভাবন করিয়া অবিরত পাপেরই মন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইল।

তৎকালে জয়াপীড় সৌদাসরাজার ন্যায় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে থাকিয়া অধিক কি স্বপ্নাবস্থাতেও ঐ নিন্দিত কার্য্য করায় তৃপ্তিলাভ করেন নাই (অর্থাৎ তাঁহার নৃশংসতার আশা মিটে নাই)।

আমরা পাপ করিতেছি ইহা মনে বুঝিয়া কৌতুকবশে বেশ্যাজনে জঘন্য প্রবৃত্তি ও রাজাদের নৃশংসতা একবার যে করে তাহাতে বিস্ময় কি? তবে বেশ্যারা যেমন বারংবার নীচ পুরুষের আলিঙ্গন করিয়াও অন্তরে দারুণ পাপ করিতেছি বলিয়া বুঝেনা তেমনি রাজারাও নির্লজ্জ হইয়া নিজেদের পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত যে হত্যা করিতে থাকিয়া কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না ইহা ঐশ্বর্য্যেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

রাজা এইরূপে অতিলোভে পড়িয়া যে তিনটী বৎসর নৃশংস আচরণ করিলেন ঐ তিন বৎসরে কৃষকদের ভাগ্যদোষে শরৎ ঋতুও ভূমির শস্য অপহরণ করিয়া লইলেন।

ঐ সময়ে যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে বহু সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে সামান্য কিছু দিয়া নিজেরাই সকল সংগ্রহ করিতেছিল সেই কোষাধ্যক্ষ কায়স্থদিগকেই রাজা নিজে অতিলোভে হতবুদ্ধি হওয়াতেই বিশেষ হিতৈষী বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন।

সমুদ্রবাসী তিমি মাছেরা ও রাজারা উভয়েই সমান, কারণ তিমিরা সাগরের জলের সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞাতসারে মণিমুক্তাদি সকল উদরসাৎ করে, যখন আবার সেগুলি উদ্গীরণ করে তখন আপনাদিগকেই দাতা বলিয়া বিবেচনা করে আর জয়াপীড়ের মত রাজাদের কথা বলি, যে কায়স্থেরা তাঁহাদেরই সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সামান্য কিছু দেয় সেই দুষ্ট পরিজনদিগের হিতৈষিতাই অন্তরে বিবেচনা করিয়া থাকেন।

চারিসূলেই কোন রাজার সময়েই যে ব্রাহ্মণদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই সেই শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণেরাও ঐ বিপথগামী জয়াপীড়ের শাসন কার্য্যের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

রাজার উপদ্রবে প্রায় সকলেই দেশান্তরে উঠিয়া গেলেন, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর আক্রোশ করিতে থাকিয়া প্রাণত্যাগে বিরত হইলেন বটে কিন্তু রাজা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে নিবৃত্ত হইলেন না।

জয়াপীড় ক্রমে এত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন যে একদিন তাঁহার পরিজনদের আদেশ করিলেন যে তোমরা সত্বর আসিয়া জানাও যে এক কম এক শত ব্রাহ্মণ একদিনে প্রাণত্যাগ করিল।

এইরূপে জয়াপীড় কুচরিত্র ও নৃশংস হইয়া উঠিলে পণ্ডিতেরা কাব্যের মধ্যেও তাঁহার যেরূপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন তাহা বলিতেছি। মহামহোপাধ্যায় পাণিনির সহিত শ্রীজয়াপীড়দেবের কোনই প্রভেদ নাই কারণ রাজা কৃতকৃত্য অর্থাৎ কৃতকর্ম্মা আর পাণিনি কৃত্য প্রত্যয়কারী এবং রাজা গুণের পোষক আর পাণিনি গুণ ও বৃদ্ধির বিধায়ক।

যে পণ্ডিতেরা তাহার বাল্যকালে রাজার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হইয়া এই প্রশংসাবাদটী করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার উহার নৃশংসতায় মর্ম্মাহত হইয়া এই নিন্দাশ্লোক লিখিয়া গিয়াছেন যে—

বি, প্র, প্রভৃতি উপসর্গকারী ও ভূতকালে নিষ্ঠাপ্রত্যয় বিধায়ক পাণিনি মহাশয়ের সঙ্গে বিপ্রজনের অপমানকারী ও অতীতের উচ্ছেদক জয়াপীড়ের কোনই প্রভেদ নাই।

রাজা তুলমূলা গ্রামটী কাড়িয়া লইবার উদ্দেশে চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থান করিতেছিলেন যেমনি শুনিলেন যে তথাকার একোনশত ব্রাহ্মণ অপমান ভয়ে চন্দ্রভাগার সলিলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন অমনি গ্রামটী কাড়িয়া লওয়ার বুদ্ধি ছাড়িলেন বটে কিন্তু আগে যাহাদের বাসভূমি লইয়াছিলেন তাহা আর তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন না।

—

সদালাপ। (১)

(১) ভদ্রতা।—ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী একদিন পারিস নগরের রাস্তা দিয়া পারিষদবর্গসহ যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল। রাজাও টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিলেন। অমায়িক রাজা সকল আমীর ওমরাদের সহিতই সেরূপ করেন পারিষদেরা দেখিয়াছিল; কিন্তু ভিক্ষুককে অতটা করা উহাদের চক্ষে বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় একজন পারিষদ বলিল যে ভিক্ষুককে ওরূপে সেলাম করা ঠিক নয়। রাজা হাসিয়া বলিলেন 'আমার রাজ্যের সামান্য ভিক্ষুকের অপেক্ষাও ভদ্রতায় কম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।'

আমাদের পরমহংসদেব বলিয়া গিয়াছেন—"যদি বড় হবে ত নীচু হও।" চাণক্যের কথা—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।"

(২) সততা।—জর্ম্মণিতে যুদ্ধকালে কয়েক জন অশ্বারোহ সৈন্য লইয়া কোন কাপ্তেন অশ্বের আহার জন্য যবভূষি ও শস্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন। চারিদিকেই শুষ্ক মাঠ। কাপ্তেন একজন চাষাকে ধরিয়া বলিলেন "কোথা ফসল আছে দেখাইয়া দে।" চাষা অগত্যা পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। একটী জঙ্গল পারে নিম্নভূমিতে ফসল ছিল। কাপ্তেন উহাই কাটিতে চাহিলেন। চাষা বলিল "আর একটু আগে চলুন।" অনেকটা পথ যাওয়ার পর চাষা ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল। সৈন্যেরা সমস্ত ছোলার গাছ উপড়াইয়া বোঝা বাঁধিয়া ঘোড়ার উপর তুলিয়া ছাউনির দিকে চলিল। কাপ্তেন রাগিয়া বলিলেন "প্রথম ক্ষেতের ফসল ভাল ছিল। এতদূর হাঁটাইলে কেন?" চাষা উত্তর করিল "মহাশয়! এ ক্ষেতটা আমার! যখন দাম দেওয়া হইবে না তখন পরের ক্ষেত দেখাই কিরূপে?"

(৩) সৌজন্য।—ভিয়েনা নগরের প্রান্তে একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ভিক্ষুক পথের ধারে বেহালা বাজাইত। টুপি চিত করা পড়িয়া থাকিত। দয়ালু ব্যক্তিরা দয়া করিয়া তাহার টুপির ভিতর কেহ কেহ এক একটী তাম্রখণ্ড ফেলিয়া দিতেন। একদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুমাত্র না পাইয়া বৃদ্ধ ক্ষুন্ন মনে বেহালা ধরিয়া বসিয়াছিল। একজন ভদ্রলোক পথে যাইতে উহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন ভাই! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, আমাকে বেহালাটা একবার দাও, আমি একটু বাজাই। দেখি কেহ ভিক্ষা দেয় কিনা।" বেহা-

লায় সুর বাঁধিয়া আগন্তুক বাজাইতে আরম্ভ করিলে অন্ধের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। বাজনার মাধুর্য্যেই তাহার যেন দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইতে লাগিল। পথের সকল লোকও সেই বাজনা শুনিবার জন্য ভিড় লাগিয়া গেল। বৃদ্ধের টুপি অল্প সময়ের মধ্যে তাম্র এবং রজত খণ্ডে ভরিয়া গেল। ভিয়েনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইউরোপ বিখ্যাত বেহালার ওস্তাদ বৃদ্ধের উপকারার্থে বেহালা বাজাইতেছিলেন। স্বোপার্জ্জিত টাকা হইতে তিনি একটা মোহর দিলে দান হইত কিন্তু এতটা সহৃদয়তা প্রকাশিত হইত না।

(৪) সহৃদয়তা—কলিকাতায় কোন স্কুলে দুইটী খুব ভাল ছেলে পড়িত। উহারা প্রতি পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। পরীক্ষার পূর্ব্বে এক জনের মাতার ব্যারাম হইল। প্রায় দুই মাস উহার পড়াশুনা বন্ধ গেল। মাতৃ বিয়োগের পর সে আসিয়া পরীক্ষা দিলে সকলেই স্থির করিয়াছিল যে খুব ভাল ছেলে হইলেও এবারে সে প্রথম স্থান পাইবে না—যে দ্বিতীয় হয় সেই এবারে প্রথম হইবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, যে প্রথম থাকে সেই প্রথম হইয়াছে। যে দ্বিতীয় থাকে সে দ্বিতীয়ই আছে। শিক্ষকের বড়ই কৌতূহল হইল। উভয়ের উত্তরের কাগজ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। জানিলেন যে, প্রতি প্রশ্নের কাগজেই দ্বিতীয় বালক কিছু কিছু উত্তর লেখে নাই। যে সকল উত্তর ঐ বালক লেখে নাই তাহা শক্ত নয়। বরং সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে সেই গুলিই সোজা। শিক্ষক এই কথা বালককে একান্তে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "ও আমার চেয়ে ভাল। ওর মার রোগ ও মৃত্যুর জন্যই এবার আমি হয়ত পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারিতাম। তা কি উচিত? এই জন্য, আর ওর এ সময়ে প্রথম হইলে তবু একটু সুখ হইবে বলিয়া ... ছিলাম। আমার মা আছেন। ওর ... নাই ... এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। আপনি ... জ করিতে কেন গেলেন?" শিক্ষক বলিলেন ... সব চেয়ে বড় যে পরীক্ষা—মহত্বের পরীক্ষা—তাহাতে প্রথম হইয়াছ এবং যাবজ্জীবন ... স্কুলের পরীক্ষা তাহার নিকট নগণ্য।"

(৫) সত্যরক্ষা।—নেপোলিয়ন যখন ব্রাইয়েনের সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িতেন তখন একজন ফলওয়ালীর নিকট ধার করিয়া ফল খাইতেন। বাড়ী হইতে টাকা আসিলেই ধার শুধিতেন কিন্তু ... ভালবাসার জন্য ধার সর্ব্বদাই হইত। যেদিন পড় শেষে স্কুল ছাড়িয়া যান তখনও কয়েক আনা ধার ছিল। নেপোলিয়ান ফলওয়ালীকে বলিলেন "এখন শোধ দিতে পারিব না। কিন্তু আসিয়া এক দিন শোধ দিব।" ফলওয়ালী বলিল "তোমাকে অনেক বেচিয়াছি। এমন খরিদ্দার কোন ছেলেই নয়, ও কয় আনার জন্য এসে যায় না।"

বহু বর্ষ গত হইল। নেপোলিয়ান সম্রাট হইয়াছেন। সামরিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন। ধূমধাম সমস্তদিন হইল। সন্ধ্যার পর সম্রাট ফলওয়ালীর বাড়ী গেলেন ও ভাল ফল চাহিয়া লইয়া ছেলেবেলার মত খাইতে বসিলেন। বলিলেন "আজ এখানে সম্রাট আসিয়াছেন?" বৃদ্ধা বলিল "হাঁ তিনি বাল্যকালে এইখানে পড়িতেন। আমার খুব ভাল খদ্দের ছিলেন।" সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "দাম দিতেন ত?"—বৃদ্ধা বলিল "হাঁ দাম দিতে কখন বাকী থাকিত না।" তখন নেপোলিয়ান বলিলেন "তিনি সম্রাট হইয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার অযথা তোষামোদ করিতেছ। এখনও তোমার কয়আনা পাওনা আছে—আর এতদিন সম্রাট তাহা দেন নাই।" বৃদ্ধা তখন ভাবে ও স্বরে বুঝিতে পারিয়া আনন্দে সম্রাটকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। নেপোলিয়ান বৃদ্ধাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিলেন। তাহার কন্যার বিবাহের ভার লইলেন এবং সামরিক বিদ্যালয়ে বৃদ্ধার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

(৬) সহানুভূতির সুখ।—(ক) সাডোয়া বা কোনিগ্রাট্‌জের যুদ্ধে প্রুসীয়েরা অষ্ট্রীয়ার সামরিক বল চূর্ণ করিয়া দেয়। সেই যুদ্ধের দিন অনবরত ছুটাছুটিতে পরিশ্রান্ত প্রিন্স বিসমার্ক পকেটে একটি চুরুট বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন যে যুদ্ধশেষে কোথাও হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া চুরুটটী খাইবেন। রণস্থলে একজন জর্ম্মাণ সৈনিক আহত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আকর্ষিত হইয়া বিসমার্ক ঘোড়া হইতে নামিলেন কিন্তু উহাকে কি দিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। পকেটে টাকা মোহর ছিল। যাহার মৃত্যু সন্নিকট তাহার টাকায় কি করিবে? চুরুটটীর কথা মনে পড়িল। উহা ধরাইয়া বিসমার্ক উহার মুখে দিলেন। সৈনিক চুরুটটী টানিতে আরম্ভ করিলেই তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে যে আনন্দের রেখা আসিল ও নয়নে যে কৃতজ্ঞতার সজলদৃষ্টি আসিল তাহার উল্লেখে আধুনিক জর্ম্মণির সকল উন্নতির নেতা প্রিন্স বিসমার্ক বলিতেন "যে চুরুটটির ধূমপান আমি করি নাই তাহার মত আনন্দ উপভোগ অন্য কোন চুরুট হইতে আমার হয় নাই।"

(খ) পূজ্যপাদ ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এক সময় বাত-শ্লেষ্মাজ্বরে বিষম তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। কবিরাজ বিন্দুমাত্র জল দিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন দুইটী ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া সামনে বসাইয়া ডাব, সরবত, তরমুজ প্রভৃতি খাওয়াও। তাহা করিলেই ঐ পবিত্রচেতা মহাপুরুষের তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের মুখে যাঁহারা পিতৃপুরুষকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইতে অভ্যস্ত—আর্য্যশাস্ত্রের পবিত্র উপদেশে যাঁহাদের চরিত্র গঠিত—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং"—ও "সর্ব্বঘটে নারায়ণ" তাঁহারা "সুস্পষ্ট অনুভব" করিতে সহজেই সক্ষম। আজও সকল হিন্দু গৃহস্থই নিমন্ত্রিতদিগকে না খাওয়াইয়া জল গ্রহণ করেন না। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা অনুভূতও হয় না। নিমন্ত্রিতদিগকে সময়ে খাওয়াইতে না পারিলেই কষ্ট হয়। উঁহাদের ভোজন আরম্ভ হইলেই আর কষ্ট থাকে না।

কাশীরামের ভিটা।

বাঙ্গালা পদ্য মহাভারত-প্রণেতা মহাত্মা কাশীরাম দাসের জন্মস্থান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে। যে স্থানে কবিবর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, যে স্থানে লালিত পালিত, বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, যে স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমাদের দীনা মাতৃভাষার অতি শৈশবে গোমুখীর অমর নির্ঝরের ন্যায় ভাব গঙ্গার পবিত্র উৎস প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই স্থান বঙ্গভাষাভাষী জনগণের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। কিন্তু বড় পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কবি কাশীরাম দাস যে গৃহে বাস করিতেন, সেই বাস গৃহের ভিটার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কবিবরের খনিত পুষ্করিণীটী (যাহা এখনও কেশে পুষ্করিণী নামে অভিহিত) মজিয়া গিয়া সম্পূর্ণ আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্য হইতেই জাতীয় জীবনের উন্নতি। বঙ্গসাহিত্যই আমাদের জাতীয় সাহিত্য। কবি কাশীরামকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের মূল প্রস্রবণবলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যে মহাপুরুষ এক সময়ে মহাযোগীর ন্যায় একাগ্রমনে কঠোর সাধনান্তে কোমল অথচ কমনীয় ভাবায় আলাপনে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গীয় কাব্যগণের বরণীয় হইয়া গিয়াছেন, যাঁহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বীণার মধুর ঝঙ্কার আজি প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, সেই মহাপুরুষের বাসগৃহের

ভিটার চিহ্ন বিলুপ্ত হইতেছে, এ কথা ভাবিলেও হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। আমরা কবিবরের বাসগৃহের ভিটার উপর একটী স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। কাশীরাম বহুদিন স্বর্গে গমন করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি অমর। যতদিন বাঙ্গালা দেশ থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালা দেশ থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী জাতি থাকিবে ততদিন তিনি অমর। এ হেন অমর কবির আবার স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস কেন এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা কাশীরামের স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াসী হই নাই, তাঁহার অমূল্য মহাভারত গ্রন্থই তাঁহার অক্ষয় স্মৃতি মন্দির। আমরা তাঁহার সেই নিভৃত পল্লী নিকেতনের—যে স্থানে তিনি বীণাপানির উপাসনা করিতেন—যে ক্ষুদ্র কুটীর হইতে তিনি কাব্যরসের অমিয় প্রবাহ দেশে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন সেই কুটীররূপ মহাপবিত্র মন্দিরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য আমরা প্রয়াসী হইয়াছি। কালক্রমে কবিবরের বাসস্থানের চিহ্ন বিলুপ্ত হইতে পারে। তিনি যে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও হয়ত জনসাধারণে ভুলিয়া যাইতে পারে। কোন নিদর্শন না পাইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও ভাবীকালে স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না। এই সকল কারণে আমরা কাশীরামের বাসগৃহের ভিটার উপর একটী স্মৃতিমন্দির সংস্থাপনের মানস করিয়াছি। কিন্তু এ কার্য্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত কঠিন। বঙ্গের প্রত্যেক নরনারীই কবিবরের নিকট ঋণী।

বঙ্গবাসিগণ কাশীরামের নিকট কিরূপ ঋণী তাহা স্বর্গগত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয় তাঁহার চতুর্দ্দশ পদী কবিতায় একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন :—

"হে কবি! ভারত পথ ধনি স্ববলে,
ভারত রসের স্রোত আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।"

যাঁহার নিকট বঙ্গের প্রত্যেক নরনারীই ঋণী, তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য হইলেও অবশ্য কর্ত্তব্য। সকলে ইচ্ছা করিলে এ কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। একারণ আমরা স্বদেশানুরাগী সাহিত্যামোদী মহৎ-ব্যক্তিগণের সমীপে সাহায্য ভিক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেছি। ভরসা করি বঙ্গের আদি কবি কাশীরামের স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের সাহায্য করে সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

কাটোয়া নগরে কাশীরাম স্মৃতি সংরক্ষিণী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া কাশীরাম স্মৃতি সংরক্ষিণী ভাণ্ডারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সাহায্যের টাকা ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ সবডিবিসন্যাল আফিসারের নামে প্রেরিতব্য।

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি-এ,
সবডিভিসন্যাল অফিসার কাটোয়া।

সভাপতি।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি-এল;
উকিল কাটোয়া

সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এল,
উকিল কাটোয়া।

সভ্যগণ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সব ডেপুটী কালেক্টর কাটোয়া।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল,
মুন্সেফ কাটোয়া।

শ্রীবনওয়ারিলাল গোস্বামী বি এল,
মুন্সেফ কাটোয়া।

উকিল কাটোয়া

শ্রীকুমারীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল,
উকিল কাটোয়া

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এল, এম এস, কাটোয়া।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ এম এ, বি-এল,
উকিল কাটোয়া।

শ্রীঅরুণোদয় চন্দ্র,
উকিল কাটোয়া।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ,
"প্রসূন" সম্পাদক কাটোয়া

জয় রাজরাজেশ্বর।

জয় জয় জয়   জয় এডোয়ার্ড
জয় রাজ রাজেশ্বর।
জয় জয় জয়,   কেশরি বিক্রম
অরিন্দম বিভুবর।
জয় জয় জয়   জয়োস্তু রাজার,—
স্নেহমাখা প্রাণ যাঁর।
জয় জয় জয়   বিশ্ব বিপ্লাবন
দয়াস্রোত খরধার।
জয় জয় জয়   দয়াময়ী সুত,
ধন্য দয়া অবতার।
জয়োস্তু রাজন্   দানব দলন,
ধর পূজা অবলার।
অস্ফুটন্ত জ্ঞান   না চিনি রতন
আমরা অবলাগণ।
রাজার পূজার   হীরা মতি চুণি
নাহি তার আয়োজন।
আছে মাত্র ভক্তি   প্রীতির কুসুম
গাঁথিয়া মালিকা তায়,
পরাইব আজি   উদ্দেশে রাজার
রাজকণ্ঠে সে মালায়।
করহে গ্রহণ   ক্ষুদ্র উপহার
ক্ষুদ্র অবলার পূজা।
করিও না ঘৃণা   করুণা নিধান!
অবলা তোমারি প্রজা।

শ্রীমতী—
বিন্দুবাসিনী মধ্য বাঙ্গালা
বালিকাবিদ্যালয় টাঙ্গাইল।

এডুকেশন গেজেট

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সাল ইং ১১ই জুন ১৯০৯ সাল

বৈশাখ মাসের পুরস্কারের ফল।

১ম। ভারতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসুবল চন্দ্র ঠাকুর কাটোয়া হাই স্কুলের শিক্ষক কাটোয়া

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণ :—(১) বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় (পলাশডাঙ্গা) (২) অক্ষয় কুমার শর্ম্মা (বড়শুল বর্দ্ধমান)

উত্তর (পুরস্কৃত ব্যক্তির :—

হেমাভা হরিদংশ্রা পদতলে নীলাম্বুনীলাঙ্কিতা
সিন্ধু সিন্ধুতরঙ্গিনী সুরধুনী সিন্ধুর্নিবাদ্ধিনী
সূর্য্যেন্দু প্রতিবিম্বিতাম্বরলসং প্রান্তের মৌলিস্তনা
সৌরাসাদধিভারতী ভবহরা নিত্যাঘদা পাতুবো

২য়। পুরস্কৃত ব্যক্তি :—শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া নামপাড়া পুরুলিয়া পোঃ (মান

ভূম)

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণ (গুণানুসারে] ১। সুরেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ (গোপালপুর বীরভূম) ২। নলিনীরঞ্জন সরকার [মহম্মদ বাজার বীরভূম] ৩। হেডমাষ্টার কতেপুর মধ্য ইং স্কুল] ৪। বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পলাসডাঙ্গা ৫। ভূধারী লাল ঘোষ ...পুর হুগলী ৬। বিমলাকুমার দাস জয়কৃষ্ণপুর নোয়াখালী]

উত্তর—

পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন, বত্রিশের ঘর পূরণ স্থলে ষোলটি ঘর কাটিয়া প্রথম ঘরে ১, দ্বিতীয় ঘরে ৮, সপ্তম ঘরে ৩ অষ্টম ঘরে ৬ নবম ঘরে ৭ দশম ঘরে ২ পঞ্চদশ ঘরে ৫ এবং ষোড়শ ঘরে ৪ বসান আছে। এই কয়টি ঘরে এই কয়টি সংখ্যা নিত্যভাবে থাকিবে। অবশিষ্ট ঘরগুলির কোন্‌টিতে কি কি রাশি বসাইয়া কত রকমে বত্রিশের ঘর পূরণ করিতে পারা যায়, ইহাই প্রশ্ন।

১	৮	ক	২৩—ক
২০—ক	৩+ক	৩	৬
৭	২	২৪—ক	ক—১
৪+ক	১৯—ক	৫	৪

মনে করুন তৃতীয় ঘরে যদি ক সংখ্যা বসান যায় তাহা হইলে

৪র্থ ঘরের সংখ্যা হইবে

৩২—[১+৮+ক]=২৩—ক

১২শ „ ৩২—[২৩—ক+৬+৪]=ক—১

১১শ „ ৩২—[৭+২+ক—১]=২৪—ক

১৩শ „ ৩২—(২০—ক+৩+২)=৪+ক

কোণাকুনি ধরিয়া

৫ম „ ৩২—(১+৭+৪+ক)=২০—ক

৬ষ্ঠ „ ৩২—(২০—ক+৩+৬)=৩+ক

১৪শ „ ৩২—(৪+ক+৫+৪)=১৯—ক

এখন দেখা যাইতেছে যে, ক'য়ের মূল্য ... ১৯ পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যা ধরিয়া নিশ্চিত ... Positive number দ্বারা বত্রিশের ঘর পূরণ হইতে পারে। ক য়ের মূল্য যদি ১১ ধরা যায়, তাহা হইলে

৩য় ঘরে ১১; ৪র্থ ঘরে ১২, ৫ম ঘরে ৯, ৬ষ্ঠ ঘরে ১৪, ১১শ ঘরে ১৩. ১২শ ঘরে ১০, ১৩শ ঘরে ১৫; ১৪শ ঘরে ৮ বসিবে। ইত্যাদি

ক'য়ের ঋণ মূল্য negative value যে কোন রাশি দ্বারা ৩২ এর ঘর পূরণ হইতে পারে।

৩৬। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসুধাংশু বসু গড়বেতা ভি টি স্কুল পোঃ গড়বেতা জেলা মেদিনীপুর

উল্লেখযোগ্য প্রেরক—শরৎচন্দ্র দত্ত [ইলছোবা]

কেহই এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর পাঠাইতে পারেন নাই। প্রশ্নটি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল।

উত্তর—

মনুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থায় উন্নতি হইলে যখন শস্যজয় এবং শিল্প নির্ম্মাণ মাত্র মনুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ করেন তাঁহাদিগকে এই সকলের অপেক্ষাই বড় বলিয়া বোধ হয়। জল, বায়ু, বহ্নি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, জ্যোতিষ্কগণ তদপেক্ষাও অধিক চমৎকার জনক, জীবন আরও রহস্য বস্তু, বৈষয়িক সুখ দুঃখের ব্যাপার সকলের চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং বিস্ময়জনক এমত আর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারা যে নরগণের অবশ্য পূজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হয় তাহার নাম অবতারোপাসনা। অবতার উপাসনা আরম্ভ হইলে মনুষ্যদিগের দিন দিন ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় হয়। কারণ উক্ত অবতারেরা নরজাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপস্বরূপে পরিচিত হয়েন, এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জনগণ ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে।

সৎকার্য্য—গিরিডির শ্রীযুক্ত বাবু সুন্দর লাল এবং কুণ্ডার জমিদার বাবু রামেশ্বর নাথ সিংহ হাজারিবাগে আর্ত্তিদিগের সাহায্যার্থ যথাক্রমে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় যেরূপ যাহা করিতে হয় তাহা গবর্ণমেন্টই করিবেন। ছোটলাট বাহাদুর এই সৎকার্য্যের জন্য উভয় দাতাকেই সাধুবাদ দিয়াছেন।

পাটীগণিত পাঠ্য।

ছেলেদের বিতর্ক করিবার ক্ষমতা বাড়াইতে এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সতেজ, সচকিত এবং ক্ষিপ্র করিয়া তুলিতে পাটীগণিত একটি প্রধান সহায়। পাটীগণিতের এই প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বড় একটা লক্ষ্য করেন না, উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে এই বিষয়ের শিক্ষাভার পড়িলে ইহা ছেলেদের মস্তিষ্ক সবল এবং পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে একটি প্রধান সাধন হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ পাটীগণিত এই ভাবেই শিখান হয় যে. ছেলেরা কতকগুলা বাঁধাবাঁধি নিয়ম শিক্ষা করে এবং সেই নিয়মানুসারে পাটীগণিতের অঙ্ক সকল কষিয়া থাকে। অমুক ছেলে পাটীগণিতে খুব ভাল, একথা বলিলে সাধারণতঃ এই বুঝায় যে সে টপ টপ করিয়া অঙ্ক কষিতে পারে। দুঃখের বিষয়, যে নিয়ম ধরিয়া ছেলেরা অঙ্ক কষিতেছে সেই নিয়ম কি প্রকারে হইল, এই ভাবে শিক্ষা সচরাচর দেওয়া হয় না। ইহাতে পাটীগণিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যায়। এটি যেন মনে থাকে যে পরবর্ত্তী জীবনে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশ্ন সমাধান স্থলগুলিতেই (problems) পাটীগণিতের জ্ঞান আবশ্যক হয়।

পাটীগণিতের শিক্ষক যেন অনুক্ষণ এইটি মনে রাখেন যে, ছেলেদের পাটীগণিত শিখাইবার উদ্দেশ্য—কিরূপ করিয়া চিন্তা করিতে হয়, কিরূপ করিয়া বিতর্ক করিতে হয় এই সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। এইটি মনে রাখিলে পাটীগণিতের আঁক কষিবার নিয়মমাত্র ছেলেদের না শিখাইয়া মূল সূত্র তাহাদিগকে বুঝাইবার শিখাইবার দিকে শিক্ষকের যত্ন হইবে। মূলসূত্রগুলি ছেলেরা যতদূর সম্ভব নিজেরা বুঝিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিবে। বস্তু উপলক্ষ করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করান উচিত। পাঁচ আর পাঁচে দশ হয়, এরূপে না শিখাইয়া পাঁচটা কুকুর আর পাঁচটা কুকুর দশটা কুকুর হয়, এই ভাবে শিখান আবশ্যক।

মূলসূত্র বুঝা হইয়া গেলে প্রশ্ন সমাধান লইয়াই ছেলেদের শিক্ষা আরম্ভ করাইতে হইবে। প্রথমে মুখে মুখে, তারপর শ্লেটে পেন্সিলে, কাগজে কলমে। ২,৪,১০,১২ এই কয়টি রাশি যোগ করিলে কত হয়, এরূপভাবে শিক্ষা অগ্রে না হইয়া বস্তু উপলক্ষে হউক,—রামের নিকট দুইটী পয়সা আছে, গোপালের নিকট চারিটি, হরির নিকট দশটি এবং হেমের নিকট ১২টি পয়সা আছে। সর্ব্বশুদ্ধ পয়সা কয়টি? এইরূপভাবে প্রথমে শিক্ষা

চাই। প্রথম প্রথম খুব সোজা সোজা, যেমন একটি পয়সা আর একটি পয়সা কয়টি পয়সা হয় ইত্যাদি। তারপর ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে একটু বেশী বেশী। যে সকল জিনিস ছেলেদের খুবই পরিচিত, যাহাদের সহিত তাহাদের নিয়ত সম্বন্ধ এমন সকল জিনিস উপলক্ষ করিয়া প্রথম প্রথম মুখে মুখে অতি সহজ সহজ বিবিধ প্রশ্ন ছেলেদের করিতে হইবে। ছেলেরা সেই সকলের উত্তর করিবে এবং তাহা করিতে তাহাদের চিন্তা শক্তির প্রাখর্য্য ও মস্তিষ্কের সবলতা হইবে।

শিক্ষকের সুতরাং এই কয়টি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ছেলেরা যাহাতে ঐ সমস্ত বিবিধ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সমর্থ করিতে পারাই পাটীগণিতের প্রধান ব্যবহারিক উদ্দেশ্য। একটি প্রশ্ন হইলে সেটিকে কিরূপ সুবিধামত করিয়া উত্তর করিলে উহার উত্তর নির্ণয় সহজ হইবে, একটি প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বলিয়া দেওয়া আছে, কয়েকটি বলিয়া দেওয়া নাই। যে গুলি বলিয়া দেওয়া আছে সেই গুলি উপলক্ষেই যে গুলি বলিয়া দেওয়া নাই তাহাদের স্থির করিতে হইবে। এখন হয়ত একটা অঙ্ক দেওয়া হইল যাহাতে তিনটি বিষয় বলিয়া দেওয়া আছে একটি বলিতে হইবে। ঐ তিনটি জানা বিষয় হইতেই অজানা বিষয়টি বাহির হইবে। কিন্তু হয়ত তিনটি বলিয়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, দুইটি বলা থাকিলেই অজানা বিষয়টি বলা যাইতে পারিত। সুতরাং একটি অঙ্কের মধ্যে জানা বিষয় যে গুলি দেওয়া আছে, যে গুলি হইতে অজানা বিষয়টির ঠিকানা করিতে হইবে, সেই জানা বিষয়গুলির মধ্যে হয়ত কোনটি আবশ্যক, কোনটি অনাবশ্যক, এই আবশ্যক অনাবশ্যক ছেলেরা যাহাতে বুঝিতে পারে শিক্ষক সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। কিরূপে ছেলেরা পর পর প্রক্রিয়ায় কোন অঙ্ক কষিবে তাহা শিক্ষক মহাশয় তাহাদের শিখাইয়া দিবেন।

ছেলেরা স্লেটে অথবা কাগজে আঁক কষিবার সময় পর পর প্রক্রিয়াগুলি যথাক্রমে সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের মনে প্রথম হইতেই যেন এই কথাটি বদ্ধমূল করিয়া দেন যে, কোন অঙ্কের উত্তর ঠিক হইলেই অঙ্কের পরীক্ষকেরা তজ্জন্য পুরা নম্বর দেন না, তাঁহারা ক্রমগুলি দেখেন, সেইগুলির উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। এই ধারণা প্রথম হইতে ছেলেদের মনে বদ্ধমূল হইলে উহারা অঙ্ক কষার ক্রম শিক্ষা এবং ক্রম নির্দ্দেশের জন্য যত্ন করিবে।

ছেলেরা ত্রৈরাশিক কষে, নির্দ্দিষ্ট মত প্রথম দ্বিতীয় করিয়া রাশিগুলি বসাইয়া লইয়া, কলে জিনিস তৈয়ারী করার মত কষিয়া ফেলে। এরূপে অঙ্ক কষায় পাটীগণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ঐকিক নিয়মে কষাই ঠিক। উহাতে অঙ্ক কষার একটা হিসাব পাওয়া যায় এবং খুব কম বুদ্ধিমান ছেলেও ঐ নিয়মে আঁক কষিতে পারে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] মেদিনীপুরের বোমার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত যোগজীবন সন্তোষ ও সুরেন্দ্রের আপীলের মোকদ্দমার রায় বিগত ১লা জুন প্রকাশিত হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এজলাসে এই আপীলের বিচার হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বি কে দত্ত শ্রীযুক্ত এ চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন উকিল আপেলাণ্টদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। একটিং এডভোকেট জেনারেল মিঃ গ্রেগরি ও উকিল শ্রীযুক্ত জে এন চট্টোপাধ্যায় সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারে তিনজনকেই অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মহাশয় রায়ে বলিয়াছেন যে, বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে রাজপুরুষগণের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং যোগজীবন সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল, এই অভিযোগ তাহার নামে উপস্থিত করা হইয়াছে। আবদর রহমনের সাক্ষ্য ব্যতীত এই অভিযোগের অন্য কোন প্রমাণ নাই। যোগজীবনকে ষড়যন্ত্রের একজন কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু যে সময়ে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সে সময়ে তাহার বয়স ষোল বৎসরেরও কম ছিল। সে কুস্তি করিত, লাঠিখেলা করিত, বন্দে মাতরম শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু এই সকল ব্যাপার হইতে ষড়যন্ত্রের কোন সূত্র পাওয়া যায় না। আবদর রহমনের মূল এজাহার ও জেরায় সকল স্থানে মিল নাই, আসামীর সনাক্ত সে যে ভাবে করিয়াছে এবং তাহার সামাজিক মর্য্যাদা যেরূপ সে সকল বিবেচনা করিয়া এডভোকেট জেনারেল যে যোগজীবনের অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ জেদ দেখান নাই তাহাতে তাঁহার দূরদর্শিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। যোগজীবনকে সুতরাং নিরপরাধ বলিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইল। সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধে একরার গুলি যদি ধর্ত্তব্য না করা যায় তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আর প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহাকেও অব্যাহতি দেওয়া হইল। সন্তোষের বিরুদ্ধে তাহার নিজের ও সুরেন্দ্রের একরার পরিত্যাগ করিলে তাহার বাড়ীতে বোমা পাওয়া ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নাই। বোমা যে বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা সন্তোষের বাড়ী নয়, উহার পিতার বাড়ী বোমাটী সন্তোষের নিজের প্রকোষ্ঠেও পাওয়া যায় নাই। বোমাটি থানায় পাওয়া গিয়াছে। সন্তোষের নিজের গৃহে বোমা পাওয়া গেলেও বরং কথা থাকিত। বোমাটা যে সন্তোষের নিকটে ছিল পুলিস তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। সুতরাং সন্তোষের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ না থাকাতে তাহাকেও অব্যাহতি দেওয়া হইল।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার আপীলের বিচার ভার হাইকোর্টের বিশেষ এজলাসের উপর পড়িয়াছে শুনা যাইতেছে। প্রধান বিচারপতি মহাশয় এই বিশেষ এজলাসের অন্যতম বিচারপতি থাকিবেন।

মেদিনীপুরের বোমার মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য রাখাল চন্দ্র লাহার প্রতি পাঁচবৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল। মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় ও মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আপীলের বিচার হয়। বিচারে রাখালের পাঁচবৎসর কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে সাড়ে তিন বৎসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য সভার ১৩১৭ সালের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সভাপতি। মাননীয় মিঃ জষ্টিস আশুতোষ মুখার্জ্জি এম, এ, ডি, এল; রাজা প্যারিমোহন মুখার্জি সি, এস, আই, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই, মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, রায় ডাক্তার চুনিলাল বসু বাহাদুর এম, বি, বাবু অমৃতলাল বসু সহকারী সভাপতি। অনারারী সেক্রেটারী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ বাহাদুর, বাবু সুবলচন্দ্র মিত্র, সাহিত্য সংহিতার সম্পাদক বাবু গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জি।

জেলা ঢাকা, মাণিকগঞ্জ মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী আসরফ উদ্দীন আহম্মদ ঘুষ লইবার উদ্দেশে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ও ১৬৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হন। বিচারে

তাঁহার আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি কাস্‌পার্জ ও রাউজ্‌সের নিকট আপীলের বিচার হয়। হাই কোর্ট আপীল ডিসমিস করিয়া নিম্ন আদালতের রায়ই বাহাল রাখিয়াছেন।

জর্ম্মণ সম্রাট জর্ম্মণ সেনার রণকৌশল দেখিবার জন্য জাপানের রাজকুমার নাশিমতো এবং পত্নীকে নিমন্ত্রণ করেন। বিগত ১৮ শে মে তারিখে রাজকুমার দয় আপন আপন মহিষী সঙ্গে লইয়া পটসডামে গিয়া জর্ম্মণ সৈন্যের রণক্রীড়া ও সমর কৌশল দর্শন করেন। জর্ম্মণ সম্রাট উহাদের যথেষ্ট আদর ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং প্রিন্স নাশিমতোকে "অর্ডার অফ ব্লাক ঈগল" উপাধি দিয়াছেন।

১৯০৯ সালে গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত যে কলেজ সকাদন বন্ধ থাকিবে তাহা নিম্নে লিখিত হইল—প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা ৯৮ দিন, কৃষ্ণনগর কলেজ ঐ, পাটনা ট্রেনিং কলেজ ঐ, হুগলী কলেজ ঐ, শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঐ, কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ১০৮, কটক র‍্যাভেন্স কলেজ ৯৮, সংস্কৃত কলেজ এবং বিহার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল ঐ শ্রীরামপুর গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল উইভিং স্কুল এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কমর্শিয়াল ক্লাস ঐ, বেথুন হাউস ট্রেনিং কলেজ (শিক্ষয়িত্রীদিগের জন্য) বাঁকীপুর ১১, কলিকাতা মাদ্রাসা আরবী বিভাগ ৯৮, হুগলী মাদ্রাসা ৯৫, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল ৯৮।

শ্রীমতি লাবণ্য প্রভা দত্ত বর্ত্তমান বর্ষের মার্চ মাস হইতে আর এক বৎসরকাল মাসিক ১০ টাকা হিসাবে নিম্নপ্রাথমিক বৃত্তি পাইবে। কলি[illegible] কলেজে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইবে। [illegible] থাকিয়া স্কুলে পড়াশুনার উন্নতি [illegible] জানা গেলে তবে এই বৃত্তি দেওয়া [illegible]

[illegible] দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন [illegible] প্রতিকার হয় তাহার তদন্ত [illegible] ভারত গবর্ণমেণ্ট করেন। ও [illegible] সেক্রেটারী মহাশয় সরকারী পত্র [illegible] পত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া [illegible] প্রকাশিত করিবেন।

[illegible] সভায় মিঃ লুপটন আরন্দের [illegible] এই প্রশ্ন করেন যে, ভারতে দেশী [illegible] দলের অধিনায়ক কর্ম্মচারিগণ অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং লোকজনদিগকে [illegible] জন্য টীকা লইতে বাধ্য করিতে পারি

বেন এরূপ কোন ক্ষমতা তাঁহাদের আছে কি না। উত্তরে মিঃ হবহাউস বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত অধিনায়ক দিগের ওরূপ কোন অধিকার নাই। লোকেদের মনে যাহাতে এরূপ ধারণা না থাকে যে ঐ সকল কর্ম্মচারী তাহাদিগকে টীকা লইতে বাধ্য করিতে পারেন, সেই মত ব্যবস্থা হইতেছে।

মেদিনীপুরের বোমাঘটিত মোকদ্দমাসম্বন্ধে বিভাগীয় তদন্ত জন্য ছোটলাট বাহাদুর বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর মিঃ ম্যাকফার্সনের উপর ভার দিয়াছেন। গত কল্য হইতে সার্কিট হাউসে তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বিগত ২১শে আগষ্ট তারিখে মিঃ কে বি দত্ত ছোটলাট বাহাদুরের নিকট যে পত্র পাঠান তাহাতে যে সকল লোকের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল তাঁহাদিগকে সার্কিট হাউসে আসিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রীড পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

এসিয়ার নানাস্থান হইতে এক্ষণে লোক ব্যবহারিক বিদ্যা ও শ্রম শিক্ষার্থ জাপানে যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে তথায় চীন দেশ হইতে ১৫ হাজার ছাত্র এইরূপ শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছে। কোরিয়া হইতে ৬০০ শত গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় ৫০ জন যুবক তথায় এই উদ্দেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং শ্যামদেশেও ৬০ জনকে পাঠান হইয়াছে। তথায় যে সকল ছাত্র ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মাসিক ব্যয় সর্ব্বসমেত ৬০ হইতে ৭৫ টাকার অধিক লাগে না।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—সম্বলপুরের ডেঃ মাঃ মিঃ কৃষ্ণজি অনন্ত সিরোল উক্ত জেলার ডেঃ কমিঃ হইলেন। নদীয়ার ডেঃ মাঃ বাবু রামসদন ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের সদরে বদলী হইলেন। হাওড়ার ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামাচরণ মিত্র উক্ত জেলার মাঃ হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। প্রোবেটর ডেঃ মাঃ বাবু সতীশ চন্দ্র রায় পালামৌর সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মৌঃ মুস্তফ আলি আর ৪ মাসের ফর্লো পাইলেন।

বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদন ক্রমে ছোট লাট বাহাদুর মিঃ এডোয়ার্ড গিকিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত করিলেন।

বিচার—আলিপুরের মুঃ বাবু পরেশ চন্দ্র বস্থ মুঙ্গেরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ভগলপুরের প্রতিনিধি মুঃ বাবু শিবনন্দন প্রসাদ মাধিপুরা এবং বিগুসরাইয়ের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন।

বাবু নীললোহিত মুখোপাধ্যায় ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন। পাটনার মুঃ বাবু হেমন্ত কুমার হালদার ১ মাসের ছুটী পাইলেন। বক্সারের মুঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ মিত্র ৬ মাসের ছুটি পাইলেন। কাঁথির মুঃ বাবু জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩২ দিনের ছুটী পাইলেন।

মজফরপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ১ মাস ১৯ দিনের ছুটী পাইলেন। জামতাড়ার সব ডেঃ কঃ মৌঃ নাসিরুদ্দীন আহম্মদ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। মুঙ্গেরের প্রোবেসন সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ আলতাফ আহমদ জামতাড়া মহকুমায় বদলী হইলেন। বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

শিক্ষা—বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনঃ বাবু শ্রীপতি মুখার্জ্জি প্রাদেশিক শিক্ষাসর্ভিসের ৮ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

সুলতানগঞ্জের ইনঃ পণ্ডিত বাবু কৈলাস বিহারী লাল ভগলপুরের সব ইনঃ হইলেন। উড়িষ্যার করদ মহলের সহকারী সব ইনঃ বাবু চিন্তাহরণ নন্দ তথায় সব ইনঃ হইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

সাধারণ—অতিরিক্ত সহকারী কমিঃ বাবু গোকুলচন্দ্র মজুমদার হবিগঞ্জ সবট্রেজুরীর ভার পাইলেন।

রাজসাহীর সব ডেঃ কঃ মৌঃ দলিলুদ্দীন আহমেদ জলপাইগুড়ির সদরে স্থাপিত হইলেন। তত্রত্য অপর সব ডেঃ কঃ মৌঃ সারাজউদ্দীন আহমদ [২] দিনাজপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ঢাকার প্রোবে সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ মহবুবর রহমন কিশোরগঞ্জ মহকুমায় স্থাপিত হইলেন। বাবু তহুসিংহ কামালপুর সার্কেলে স্থাপিত হইলেন।

উদ্ভট কবিতা

একঃ খলোঽপি যদি নাম ভবেৎ সভায়াং
মোঘী করোতি বিদুষাং নিখিল প্রয়াসম্।
একাপি পূর্ণমুদরং মধুরৈঃ পদার্থৈ
রালোড়য়েদ্‌ভবতি হন্ত ন মক্ষিকা কিম্॥ ২৩

সভাতে একটি মাত্র খল উপস্থিত থাকিলে শত শত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশ বিফল করিয়া

দের। উত্তম খাদ্য বস্তুর সহিত একটিমাত্র মক্ষিকা উদরস্থ হইলে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যকে বাহির করিয়া ফেলে। ২৩

ন চৌরহার্য্যং ন চ রাজহার্য্যম্
ন ভ্রাতৃভাজ্যং ন চ ভারকারি।
ব্যয়ে কৃতে বর্দ্ধত এব নিত্যম্
বিদ্যাধনং সর্ব্বধনপ্রধানম্। ২৪

বিদ্যাধন সকল ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেননা ইহা চোরে চুরি করিতে পারে না, রাজায় কাড়িয়া লইতে পারে না, ভাইকে ভাগ দিতে হয় না, অন্য ধনের ন্যায় ইহাতে বহন ক্লেশ নাই, অন্য ধনের ন্যায় খরচ করিলে ইহা কমে না, বরং বাড়ে। ২৪

কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজার নিকট নিজ দুরবস্থা বর্ণন করিতেছেন—

পীঠাঃ কচ্ছপবত্তরন্তি সলিলে সম্মার্জ্জনী মীনবৎ
দর্ব্বী সর্পবিচেষ্টিতানি কুরুতে সন্ত্রাসবতী শিশূন্।
শূর্পাচ্ছাদিত মস্তকা চ গৃহিণী ভিত্তিঃ প্রপাতোন্মুখী
রাত্রৌ পূর্ণতড়াগ সন্নিভ মভূদ্ রাজন্ মদীয়ং গৃহম্

মহারাজ, গত কল্য রাত্রিতে আমার গৃহখানি জলপূর্ণ সরোবরের মত হইয়াছিল। প্রথমেই ঝড়ে ঘরের চাল উড়িয়া যায়, পরে বৃষ্টিতে ঘরের মেঝেতে একহাঁটু জল, পিঁড়িগুলা সেই জলে কচ্ছপের মত পিঠ ভাসাইয়া থাকে, ঝাঁটা মাছের মত জলে ভাসিতে থাকে, কাঠের হাতা জলে ভাসিতেছে দেখিয়া ছোট ছেলেগুলা সাপ মনে করিয়া ভয় পাইয়া উঠে, গৃহিণী আধখানি ভাঙ্গা কুলা মাথায় দিয়া রাত্রি কাটান, বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঘরের দেওয়াল পড় পড় হইয়াছে। আমি একেবারে আশ্রয়শূন্য হইয়াছি। ২৫।

ভারতের জাতীয় চিকিৎসা কলেজ।

পরীক্ষোত্তীর্ণ গণের নাম

সিনিয়র এম সি পি এস এবং এল এম এস

রামরঞ্জন দে, বিজয় কিশোর মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায়, সি এস পাটেল, ডি এইচ বি[illegible] হমুমজি, এস ডি স্যাণ্ডাল।

এল এম এস (জাতীয়)

প্রফুল্ল কুমার দত্ত, কৃষ্ণ দুলাল বড়াল, নগেন্দ্র নাথ দাস, ত্রিগুণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী, যতীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, গুরুদাস বড়াল, কান্তিভূষণ বিশ্বাস, রাজেশ্বর চন্দ্র দাস, উপেন্দ্র নাথ বারুই, কেদার নাথ বসু, এল আর দেব ভাকর, এস এন মঙ্গল বেদকর, এস কে দেওয়ারী পি ডবলিউ চিটেল, দেবেন্দ্র নাথ সাহা, মন্মথ গুপ্ত, নলিনী মোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবতী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম জে কার্ণাভেজ, খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

জুনিয়র পরীক্ষা

যামিনী জীবন ঘোষ, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র জীবন রায়, সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায়, নলিনী কান্ত নন্দী, ভূপেন্দ্র নাথ রায়, গোপাল এস পালসি উল, ভূপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, ফ্রান্ড লোবো, নরেন্দ্র নাথ রায়, শশাঙ্ক শেখর সরকার, এম জি বুচা, এস কে কেন, মন্মথ নাথ দাস, আর এস কানেট কর, শ্রীনাথ বর্ম্মা, ভি জি ভোপায় দেকর, মনীন্দ্র নাথ গুপ্ত, রবীনন্দন ভূতি।

নিম্নপ্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ,

জেলা বগুড়া

বৃত্তিধারী বালকের নাম এবং যে স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়াছে।

বগুড়া থানা—হারাণ উদ্দিন মণ্ডল ভরক সরতাজ করিম বক্স প্রামাণিক চান্দপাড়া সরলাবালা কর শিববাটী;বালিকা। সেরপুর থানা—মহাম্মদ কছিম উদ্দিন সরকার ভবানীপুর আজিজ উদ্দীন খাঁ পেচুন। সারিয়াকান্দি—সমশের আলী মণ্ডল পাকুল্লা সরাকত উল্লা প্রামাণিক পারীতত্তপরশা আব্দর রহমান সরকার কর্ণীবাড়ী। ধচুট—মনতুর রহমান কাপের পাড়া বছির উদ্দীন সেখ রাম নগরপুর। শিবগঞ্জ—হাকিম উদ্দীন প্রামাণিক দেউলী হাফেজ উদ্দীন প্রামাণিক মহাস্থানগড় আদমদীঘি—মহেজ উদ্দীন প্রামাণিক গাড়ীবেন ধরিয়া মইবুল্লা সরদার ভহরপুর নুরজাহানেছা বিহি গ্রাম বালিকা। পাঁচবিবি—আরেজ উদ্দীন সেখ নওআ শশীবালা দাস পার্ব্বতিপুর বালিকা ক্ষেতলাল —মমতাজার রহমান মণ্ডল তিল্লা বাকির উদ্দীন প্রামাণিক বাজাত।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

Three scholarshibs each at Rs 8 a month tenable for five years in the mechanical Apprentice Department of the Civil Engineering College Shibpur, will be awarded by the Howrah District Board two from 1st April and one from 1st June 1909. Those who being of age between fifteen and 17 years have passed the university Entrance Examination may apply for the scholarships on or before the 15 June 1909 to the undersigned through the Principal of the College. The applicant must enclose certificates from two respectable gentlemen of the District or from the Principal, regarding his circumstances and also that he is a bona fide resident of the Howrah District within the Boards area. Vice Chairman District Board office Howrah.

London Missionary Society's Institution, Bhowanipore.

The College will open for the new session on Monday, June 21st. Classes will be held for F A students in English, Sanskrit & Bengali, Mathematics, Persian, History, Logic, Geography, Botany.

Classes have also been arranged for preparing Teachers for the Licentiate in Teaching Examination. A thorough course of training for teachers is provided with demonstration & practical work.

There is accomodation for a limited number of students in the College Hostel under the management of a resident European Superintendent.

For fees and all particulars apply to the principal.

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ট্রিন্ড, ও কিণ্ডারগার্টেন -প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ট্রিন্ড ও কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An Inspecting Pandit of schools for the Kasmar circle under this Board on a progressive pay of Rs 15 to 20

plus Rs 5 fixed T A per month. A Bengali who has passed the final Examination of a Normal school or possessing an equivalant qualification need only apply. Applications will be received by the undersigned upto 30th June 1909. Nirmal Chunder Mitter Vice Chairman Hazaribagh District Board.

An Entrance passed Hd master for the Khanjapur M E school on Rs 18 with free board and lodging. Kayastha or Mahamadan preferred. Apply to the Hd master Khanjapur M E school Po, Khandarpara, Dt Faridpur.

An F A Hd master for the Orefuli M E school Dt. Howrah, on Rs 18 per mensem rising to Rs 20 Boarding and lodging free. Must stick for two years.

An Entrance passed teacher on Rs 10 per month for the Ajagora H E school lodging and boarding free. Ajagora po. Khulna.

For the E I Ry H E school Sahebgunge (Loopline) (1) a Graduate Hd master on Rs 50 rising to Rs 80 on approved service (2) A B course graduate 2nd master strong in English and Mathematics on Rs 35 and (3) one Sanskrit Teacher, Sanskrit college F A preferred. Pay Rs 25 rising to 30 per mensem. Applications will be received up to September 1909.

A Hd master Entrance passed for the Chandiharpur M E school, Nal Jessore, on Rs 15 per mensem. Boarding and lodging free. Apply before ...th June, to Babu Amrita Lal R... 35 B...wantala Road, Beliaghata, Calcutta.

For the Jalalpur M E school, Mymensingh, an Additional English teacher F A on Rs 20 with free quarters board and also a Normal H... Rs 15 with free quarters ...

An English knowing Maulavi for the ...lipur M S H E school on Rs 20 a month. Must stick at least for 2 years. Apply to Babu Harendra Krishna Roy ... President of the school committee. ...lipur Dt Rangpur.

A Private tutor who knows how to teach young boys. He will have to stay at Nandi and to teach 3 or 4th Zamindar's children. Free board and lodging salary accordingto qualifications. Apply to Babu Gurudas Sirkar po. Nandi Burdwan,

A B A and a plucked B A on Rs 40 and 25 respectively for the Baburhat H E school 4 miles from Chandipur A B Ry. Apply to Hd master Baburhat Po. Tipprea within 21st June.

An F A Hd master for the Boyra M E school, po Sukhanpuker, Dt Bogra on Rs 25—30 according to qualifications. Apply to the Asst Secretary.

A graduate Assistant Teacher for the Baliator H E school on Rs 40—45 per mensem. Quarters free. Baliator Dt Bankura.

Two B A s on Rs 45—50. Palong po. Faridpur.

A Hd Teacher (F A) having knowledge in English with an initial pay of Rs 22. Lodging free. Boarding on private tuition. Patul M E school po Patul, via Khunakal Dt. Hooghly.

A graduate with honours in Mathematics for the Janai Training school, on Rs 50 a month.

An Entrance passed Hd master on Rs 18 with free board and lodging. A Kayastha or a Mahamadan prefeired Apply to the Hd master, Khanjapur M E school, po. Khandarpara, Dt. Faridpur.

An F A Hd Master and a properly qualified Hd Pandit for the Chandra kanta M E school, Biswanath, Dt Sylhet on Rs 35 and Rs 20 per mensem respectively.

A graduate Hd master on Rs 100. (2) Hd Pandit, must know English on Rs 25. Apply to Dr. Mead, Faridpur.

An Entrance passed elderly teacher to serve as asst master in the Duptara M E school (Dacca) and also to take charge of the local Girls school on Rs 15 (Rs 11 for the M E school. and Rs 4 for. the Girls' school with free boarding and lodging.

An F A Hd master for the Daragram M E school at present on Rs 22 and free boarding po. and vill Daragram (Dacca).

For the Paigram Kasba H E school a Hd Master graduate strong in English pay 40—45 according to qualifications. A 2nd master graduate strong in Mathematics, pay 35—40 according to qualifications. A 3rd and 4th master F A pay Rs 20 each. All teacher should get free boarding and lodging Must agree to stick for at least a year. Bhagilhat po. Dt. Khulna.

A Hd Pandit for the Dharampur circle school in Kustia sub Division in Nadia on Rs 15 and in class V of the Lower subordinate educational service risingely an annual increment of Re I. None need apply who has not passed the final examination of the Ist grade Training school under the new system of Vernacular education. Preference will be given to a Muhammadu candidate. Apply to the Addl. Dy Inspector of schools, Nadia.

Required for the High School at Pirojpur, Bakarganj, the following teachers:—

Hd master on Rs 100 A B A (B Course) Rs 60 3 read up to B A Standard or passed F A one strong in Sanskrit Rs 40 each. An F A Rs 30 Persian Teacher possessing a working knowledge of English Rs 30 to Rs 40 according to qnalifications. A passed Entrance Candidate with good handwriting Rs 20 Selected candidates will have to join their appointments on the Ist July, 1909, the date from which the school will be provincialised. The school, though initially under the immediate control of the Education Department, will ultimately be handed over to a local Committee and the fact of holding an appointment in the provincialised School will confer no preferential claim to Government service. Applications with copies of testimonials should be forwarded to this office on or before the 15th June, Candidates are requested to state their age, schools and colleges in which they have read, past services and home district with village and post office.

Two graduates, one strong in English on Rs 50—Rs 60 according to qualifications, and another strong in Mathematics on Rs 40—Rs 45, as the Hd master and 2nd master for the N sigram H E school, Burdwan. Private tuitions available.

An able Entrance passed Teacher for Jamui juvenile school on Rs 20 Apply to Babu Satya Prosad Mukerjee Jamui Dist Monghyr Jamui po. E I Ry Chord line.

An Entrance passed Mahishya private tutor with a sound knowledge in English, Mathematics and Bengali for coaching a boy who reads in the 2nd class M E school on Rs 10 per month. Board and lodging free Halud Bari M E school. po. Haludbari.

One second teacher who has read up to second third class of any H E school or passed the Minor Examination of the old Standard. Pay Rs 8 Boarding and lodging free. Churli po. Dist Purnia.

A Normal third year passed Hd Pandit for the Barguna Dacca F K Middle Madrasa on Rs 15 a month with free board and lodging.

An Entrance passed 5th master for the Natuda H E school on Rs 15 Private tuitions available. Apply to the Hd Master Natuda H E school Dt. Nadia.

A higher Madrassah passed English knowing Moulavi on Rs 20 a month with free board lodge and prospect of increment for the Ramgopalpur H E school Mymensing. Apply to the Hd master.

For the Kalma Laksmikanta H E school a graduate on Rs 40 rising to 50 and an undergraduate strong in English on Rs 25 rising to Rs 30. Po. Kalma (Dt Dacca).

For a High school in the Dt. of Dacca a graduate strong in Mathematics on Rs 40—50 according to merits and experience. Must stick at least for two years. Apply within 30th June to Babu Akshoy Chandra Bhattasali B A Po Paikpara (Dacca).

A graduate assistant Hd master and a Normal passed Kindergarten Pandit for H E school on Rs 45 and Rs 20 respectively quarters free. Po Poddardihi (Manbhum).

A graduate Assistant Hd master and an F A third master for the V M H E school Gopalganj (Saran) on Rs 50 and Rs30 respectively. H D G Law J C S President.

A teacher for the Gushtia High school near Barasat. He must be B A. Apply at once stating terms Khetter Nath Chatterjee no 63—1—3 Mechoabazar street Calcutta.

In Churli M E school one who had up to the Entrance standard is wanted to act as second teacher, pay Rs 10 Boarding and lodging free. Must stick to the post at least one year. Po. Churli, Purnea,

জেলা দিনাজপুর. পোঃ রাণীশকৈল কর্ণাইট মইং স্কুলে মাসিক ২০ টাকা বেতনে জনৈক হেড পণ্ডিত।

ত্রিপুরা জিলা বরদিরা পোঃ গোবিন্দপুর মইঃ স্কুলে নূতন নর্ম্মাল দ্বিতীয় বার্ষিক পাশ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হেঃ পঃ। বেতন ১২ টাকা খোরাক ও বাসা দেওয়া যাইবে। প্রার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ উল্লিখিত ঠিকানায় উক্ত স্কুলের সম্পাদক সাহেবের নিকট আবেদন করিবেন। শ্রীমহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভারপ্রাপ্ত হেড মাষ্টার গোবিন্দপুর মইং স্কুল।

দুই তিনটি বালক বালিকাকে পড়াইবার জন্ত একজন শিক্ষক। আবা বাদে বেতন আপাততঃ ৭৲ শ্রীদক্ষিণাচরণ দাস বিলাতী কানুনগোই বৈরাম পুর গড়, খাকুড়দা পোঃ অঃ, জিলা মেদিনীপুর।

জিলতলা মবা স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১২ ১৫ টাকা ও আবা। সবইনস্পেক্টর অব স্কুল স্বরূপকাঠী জেলা বরিশাল।

ই আই আর লুপলাইন পাকুড় ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে ধনুকপুজা নামক গুরু ট্রেনিং স্কুলে একজন প্রথম বার্ষিক পাশ দ্বিতীয় পণ্ডিত। বেতন ১০ টাকা ও ছাত্রদত্ত বেতনের এক তৃতীয়াংশ। শ্রীকুমারীশ চন্দ্র ঘোষাল হেড পণ্ডিত। ইন্দাস গ্রাম, পোঃ বিপ্রটিকুরী; জেলা বীরভূম।

দিয়াবাড়ী মইং স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা। শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী মোক্তার জুনিয়ার) পোঃ মাণিকগঞ্জ জেলা ঢাকা

মহিচরণ মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার এবং নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ১৬৲ ও ১৫ টাকা এবং আবা। পোঃ সুখানপুকুর বগুড়া

হাকিমপুর মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১৭ টাকা। মুসলমান হইলে আবা হিন্দু হইলে শুধু বাসা পাইবেন। পোঃ হামিরপুর ভায়া সোদপুর রংপুর

বগুড়া জেলা ক্ষেতলাল পোঃ কালাই মইং স্কুলে আবাও মাসিক ১২ টাকা ও ২৫৲ বেতনে একজন এণ্ট্রেন্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার ও একজন এফ এ হেঃ মাঃ। মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের পক্ষে সুবিধা আছে।

খগাবড়বাড়ী মধ্য মাদ্রাসার জন্ত একজন সিনিয়র পাশ হেড মৌলভী ১৫ টাকা বেতন ও খোরাক। ব্যবহারিক মুশলমানী হাদিস ইত্যাদিতে অভিজ্ঞতা থাকা চাই, বেশ উপরি আছে। একজন এফ এ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন ২০ টাকা। একজন নূতন নিয়মে নর্ম্মাল পাশ হেড পণ্ডিত বেতন ১৫—১৮। হেড মাষ্টারের নিকটে আবেদন করুন। পোঃ ডিমলা, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের হুগলী জেলাস্থ দ্বারবাসিনী মইং স্কুলে ১৫ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল পাস ড্রিল জুইং জানা হেঃ পঃ। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

নং ১৮।৬।০৯

বিষ্ণুপুর মবা স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে এক এ ইংরেজী শিক্ষক। ষষ্ঠ মানের দুইটী বালককে প্রাইভেট পড়াইলে আবা। তন্তুবায়ের অন্নভোজী হইলেই ভাল হয়। বিষ্ণুপুর রামপুরহাট রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে। বিষ্ণুপুর বসোয়া পোঃ, জেলা বীরভূম।

কল্যাণপুর উচ্চ স্কুলে একজন মাইনর কিম্বা এণ্ট্রান্স ফেল শিক্ষক খোরাকবাদ মাসিক বেতন ৭ টাকা। গ্রাম ও পোঃ কল্যানপুর ভায়া গুসকরা বর্দ্ধমান

আমদাবাদ উচ্চ স্কুলে প্রধান শিক্ষক। একজন মধ্য বাঙ্গালা বা প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং নূতন নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে ... শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন আপাততঃ মাসিক ১২ ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত। মনিহারী পোঃ পূর্ণিয়া জেলা।

জেলা রংপুর ফুলছড়ি মবা স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ নূ ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডার

[illegible] জানা চাই। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা [illegible]। স্থানটী ব্রহ্মপুত্রের ধারে, রেল ও [illegible] ষ্টেশন ফুলছড়ি, পোঃ ফুলছড়ি জেলা রংপুর।

জেলা নদীয়া পোঃ হাতিশালা আবা ও ১৬ [illegible] বেতনে শিবপুর গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত [illegible] স্কুলে একজন ব্রাহ্মণ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ড্রিল [illegible] সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হেঃ পঃ, প্রাইভেট পড়া- [illegible] আবা।

গোপালনগর মইং স্কুলে একজন হেঃ পঃ [illegible] ত্রৈবার্ষিক ও ট্রেনিং ড্রিল ড্রইং জানা [illegible]। ১৫ টাকা বেতন ও বাসস্থান পাইবেন ও ইচ্ছা করিলে প্রাইভেট টিউসনী পাইবেন। [illegible] মোহন চট্টোপাধ্যায় গোপালনগর মধ্য [illegible] স্কুল সম্পাদক বাঁকুড়া

কামারের চর সাহায্যকৃত মিডল মাদ্রাসা স্কুলে [illegible] হেঃ মাঃ ও এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন যোগ্যতানুসারে ক্রমে ২০—২৫ টাকা ও ১২ [illegible] টাকা। জামালপুর রেলষ্টেসন হইতে ৬মাইল উত্তরে। কায়স্থ হইলে ভাল হয়, পোঃ কামারের চর ময়মনসিং

কলিকাতা ইটালী কৈলাসচন্দ্র হিন্দু অবৈত- নিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ম একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ শিক্ষক। নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। বেতন আপাততঃ ২০ [illegible] ২৫ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। শ্রীরামেশ্বর বন্দো- পাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ২৫ নং আনন্দ গোপাল পালিত রোড ইটালী কলিকাতা।

মথুরাবাদ মইং স্কুলে নর্ম্মাল ও ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের পাশ একজন হেঃ পঃ। বেতন আবা এবং [illegible] ১২ হইতে ১৫ টাকা পোঃ ও গ্রাম [illegible] বরিশাল

[illegible] স্কুলে। হেড মাষ্টার বিএ [illegible] বি কোর্স বিএ অথবা জনৈক [illegible] অভিজ্ঞ শিক্ষক আণ্ডার গ্রাজুয়েট [illegible] শিক্ষক ৪ জন। এণ্ট্রেন্স পাশ [illegible]। কাব্যতীর্থ পাশ হেড পণ্ডিত। [illegible] ২জন সেকেণ্ড পণ্ডিত মৌলবী [illegible] যথাক্রমে গুণানুসারে ৬০ ৯০ ৪০ ৬০ [illegible] ৩০-৪০ ২৫-৩০ ২৫-৩০। শ্রীভুবন [illegible] পোঃ চাঁদহাট নারায়ণপুর।

[illegible] উপ্রা স্কুলে একজন হেঃ পঃ বেতন [illegible] পাইবেন। বাসা ও আহার পৃথক। [illegible] বসু চাম্পাফুল পোঃ, খুলনা জেলা

কেতলাল মধ্য স্কুলে নূ নর্ম্মাল শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা এবং আবা। কেতলাল বগুড়া

চাঁপাপুকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকা দিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ গুরু মহাশয়। আবা বাদে বেতন ৮ টাকা। পোঃ চাঁপাপুকুর ভায়া বারাসত জেলা ২৪ পরগণা।

আমার সংসার রক্ষণাবেক্ষণ ও আদায় তহ সীলের জন্ত একজন গোমস্তা বেতন ৫ টাকা। শ্রীরাধিকা কান্ত গোস্বামী পোঃ ইসবপুর দিনাজ- পুর

খেমিরদিয়াড় মইং স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ বেতন ২০ টাকা ই বি এস রেল ওয়ের ভেড়ামারা ষ্টেসনের ১ মাইল। পোঃ ক্ষেমির দিয়াড় নদীয়া।

জামিরবাড়িয়া মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ২০ টাকা ও বাসস্থান শুকান পুকুর রেল ওয়ে ষ্টেষণ হইতে ২ মাইল। পোঃ শুকানপুকুর, জেলা বগুড়া।

ব্যাসপুর মইং স্কুলে জন্ত একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন ১৫ টাকা ও বাসস্থান আড়ংঘাটা পোঃ গ্রাম ব্যাসপুর নদিয়া।

জেলা নোয়াখালী, রামগঞ্জ থানার এলাকায় চণ্ডিপুর মনসা স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও আবা। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ মোক্তার।

গাইবান্ধা মিডল মাদ্রাশার জন্ত মাসিক ২৫৲ টাকায় একজন এফ এ কিংবা ইণ্টার মিডিয়েট হিন্দু বা মুসলমান হেঃ মাঃ ও ২০৲ টাকায় একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। এবং ২০ টাকায় সিনিয়ার মাদ্রা সার ফাইনাল পাশ বাঙ্গালা ও কিছু ইংরাজী জানা একজন হেড মৌলবী।

জেলা ময়মনসিংহ পোঃ গয়হাটা, গয়হাটা এষ্টেটের সদর নায়েব ইংরাজী ও জমীদারী কার্য্য এবং থাকসার্ভে জানা চাই। পাঁচ হাজার টাকার জামিন স্থাবর সম্পত্তিই অগ্রগণ্য। মাসিক বেতন যোগ্যতানুসারে আপাততঃ ২৫৲ হইতে ৩৫ টাকা ক্রমে ৪০ টাকা। বাসা এবং সরকারী কার্য্যের জন্ত স্থানান্তর গেলে খোরাকী ও যাতায়াত ব্যয় পাইবেন। স্থানটী বিনানই ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে মাত্র এক মাইল দূরবর্ত্তী।

বড়জাগুলী মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন প্রধান পণ্ডিত বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৫ টাকা। জাতিতে কায়স্থ হইলে এবং বাসায় ছোট ছোট চারিটি বালককে পড়াইবার ভারগ্রহণ করিলে বিনাব্যয়ে আবা। জেলা নদীয়া সবডিভিজান রাণাঘাটের অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে বরাবর পাকা রাস্তা আছে। শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ জাগুলি পোঃ অঃ ভায়া কাঁচড়াপাড়া জেলা নদীয়া।

মইং স্কুলের জন্ত ড্রিল ড্রইং জানা নূ নর্ম্মাল পাশ কিছু ইংরাজী জানা হেঃ পঃ বেতন আপা- ততঃ ১৫ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইলে আহার। ক্রমে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। চৌধুরী জমির উদ্দীন আহাম্মদ জামালপুর তৌলিরত এষ্টেট পোঃ বসন্ত নগর জেলা দিনাজপুর ঠিকা- নায় আবেদন করিতে হইবে।

(উদ্ধৃত)

কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।

বঙ্গের সুসন্তান বাঙ্গালীর মুখোজ্জলকারী বীরভ্রাতা কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিগত ১৯০৫ সনের ২২ শে সেপ্টেম্বর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, বাঙ্গালী যাঁহার নামে অসামান্য গৌরব অনুভব করে আজ ৪৪ মাস হইল তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইলেও তাঁহার স্বদেশবাসী সবে সে দিন মাত্র সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুদূর প্রবাসে কি ভাবে কোন ব্যাধিতে তাঁহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল তাহা এখন পর্য্যন্তও অজ্ঞাত রহি য়াছে। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়টী কথা জানিতে পারিয়াছি তাহাই নিম্নে বিবৃত করি- লাম।

সুরেশচন্দ্র নদীয়ার অন্তর্গত নাথপুর গ্রামে যে বিশ্বাস বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহ রামচাঁদ বিশ্বাস নাথপুরের জমিদার ছিলেন। রামচাঁদের চারিপুত্র, তন্মধ্যে সুরেশচন্দ্রের পিতা গিরীশচন্দ্র তৃতীয় পুত্র ছিলেন। গিরীশচন্দ্র স্ব- গ্রাম নাথপুর পরিত্যাগ করতঃ কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এখানে সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসে কার্য্য করিতেন। গিরীশচন্দ্র বহুদিন হইল লোকা ন্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এখন কেবল কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ই জীবিত আছেন। কৈলাসচন্দ্র সারা জীবন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখন পেনসন ভোগ করিতে ছেন। গিরীশচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র, সুরেশচন্দ্রের ভ্রাতা মন্মথনাথ এখন কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের অফিসে চাকরী করিতেছেন।

সুরেশ চন্দ্রের মাতুলালয় রাণাঘাটে। সেই স্থানেই তাঁহার জন্ম হয়। সুরেশচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত সাহসী এবং চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য প্রতিবেশি গণ সন্ত্রস্ত থাকিতেন। তাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। ভবানীপুরের মিশনরী স্কুলে তিনি বিদ্যা অভ্যাস করেন। তিনি প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে সুরেশচন্দ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। লণ্ডন মিশনরী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড এস্টন তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের পর সুরেশচন্দ্র কিছুদিন স্পেনসেস্ হোটেলে কাজ করেন। ইহার পর তিনি কিছু দিন মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তখনও তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। এই অল্প বয়সেই সুরেশচন্দ্রের ইংলণ্ডে যাইবার আকাঙ্ক্ষা হয় এবং তদনুসারে তিনি একখানি জাহাজের খানসামা রূপে নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন।

তাঁহার দীক্ষাগুরু মিঃ এষ্টন তখন লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই সুরেশচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় তিনি লণ্ডন নগরের একটি পশুশালার কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উক্ত পশুশালার উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি হিংস্র পশুদিগকে বশীভূত করিবার কৌশল শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি একটী সার্কাসের দল গঠন করেন এবং এই দল লইয়া জার্ম্মাণী, স্পেন, ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশের ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিতে ও চিঠি পত্র লিখিতে পারিতেন। ইউরোপ ভ্রমণের পর তিনি সার্কাসের দল লইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করেন। পথিমধ্যে অনেক পশু মরিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে সার্কাস দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে আভ্যন্তরিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। দেশের লোক রাজতন্ত্রবাদী ও প্রজাতন্ত্রবাদী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুরেশচন্দ্র এই সুযোগে প্রজাতন্ত্রের সেনাদলে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে প্রজাতন্ত্র বিজয় লাভ করে এবং সুরেশচন্দ্র সাধারণ সেনা হইতে কর্ণেল পদে উন্নীত হন। এক জন বিদেশী বাঙ্গালী সুদূর ব্রাজিল রাজ্যের একটি রেজিমেণ্টের কর্ণেল পদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার সামান্য রণনৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে।

সুরেশচন্দ্র জার্ম্মাণীতে অবস্থান কালে এদেশ হইতে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রসমূহ লইয়া গিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়া শোনা যায়। চিকিৎসা শাস্ত্র ও হিন্দুজ্যোতিষ শাস্ত্রও তিনি অধ্যয়ন করিতেন।

গত ১৯০৩ সালে সেনাবিভাগে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী একজন ভারতীয় যুবককে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমি আপনাদিগকে সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। কিন্তু আপনাদের পক্ষে সেনাবিভাগে প্রবেশ করা অসাধ্য না হইলেও যে অত্যন্ত দুঃসাধ্য তাহার সন্দেহ নাই। বাল্যকালে যখন সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ ছিলাম তখন সকল কার্য্যই অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিবার পর হৃদয় নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর কাহাকেও আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার উপদেশ দিতে সাহস হয় না। তবে একথাও বলি, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা কখনও বিফল হয় না। আমার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত বিদেশে কত দুঃখ কষ্টের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত যে আমার মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আশ্রয় স্থলের অভাবে মুক্ত আকাশের তলে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছি—কতবার আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে যখন ঐরূপ ভীষণ সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিত, তখন একাকী সমুদ্রতীরে বা পর্ব্বতের উপরিভাগে গমন করতঃ দিগন্ত প্রসারিত আকাশের সুগভীর নীলিমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতাম। আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিয়া বেড়াইত—তাহা দেখিয়া আমার প্রাণে আবার নূতন আশা ও নূতন উদ্যম জাগিয়া উঠিত।

যাও সুরেশচন্দ্র, তুমি এত দুঃখ ও কষ্ট সহিয়া যে সাধনা করিয়াছিলে তাহা নিষ্ফল হয় নাই। কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও তুমি বাঙ্গালীর ললাট কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছ। সুদূর ব্রাজিলের সমর ক্ষেত্রে তুমি যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পর দেশে অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায়ও তোমার প্রতিভা বিকশিত হইবার ক্ষেত্র পাইয়াছিল, কিন্তু তোমার স্বদেশে বাঙ্গালী বলিয়া তুমি সিপাহী শ্রেণীতেও ঢুকিতে পাইতে না, চিরকাল হয়ত তোমাকে কেরাণী জীবন বহন করিয়াই জীবিকার সংস্থান করিতে হইত। (সঞ্জীবনী)

বাঙ্গলার উপসর্গ।

গত ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের অধিবেশনে খাঁটি বাঙ্গালার কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তখন হইতেই বাঙ্গালার উপসর্গগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তখনই গুটিকয়েক উপসর্গের নমুনা দিয়াছিলাম। এতদিন অবসরবশতঃ সবগুলিকে জুটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমার এই চেষ্টা দেখিয়া কোন রসিক বন্ধু বলিয়াছিলেন, আগে ধাতুর ঠিক কর, তারপর উপসর্গ জুটাইও। বাঙ্গালার উপসর্গের অভাব নাই। যত উপসর্গ জুটিয়াইতো বাঙ্গালাটাকে মাটী করিয়াছে। বন্ধুবরের কথায় আমি হটি নাই, বরং খুঁজিয়া দেখিলাম খাঁটি বাঙ্গালায় উপসর্গ বেশী নাই। বেশী কি, এক প্রকার উপসর্গের অভাবই বলিতে হইবে দুই চারিটা যা আছে, তাহাদের বাছিয়া ফেলা বড় দুরূহ ব্যাপার নহে। অল্পবয় যা খুঁজিয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, খাঁটি বাঙ্গালার ধাতু স্থির করাই বড় শক্ত কথা। অনেক দিন হইতে ইহার ধাতু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। যখন ইহার বিশেষ বিকার ঘটিয়াছিল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহার চিকিৎসা করিতে বসিয়া ইহার ধাতু ঠাহর করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সংস্কৃতের স্যাঁচাক্ষরণ এত বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন যে এখন তাহার বিক্রিয়া বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবু ইহার এখন যে বেগ দেখা যাইতেছে, যদি শীঘ্র শীঘ্র ইহার ধাতুর গতি স্থির করিয়া দিতে পারা না যায়, তবে সেই বেগই প্রাণঘাতক হইয়া পড়িবে। সেই জন্যই যাহাতে উপসর্গগুলা ধরা পড়ে আর ধাতুর ঠিক হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বাঙ্গালার উপসর্গ বেশী না থাকিলেও যা দুই-চারিটা আছে, তাহারও অধিকাংশ বিদেশী। আমাদের শব্দ ছিল, অলঙ্কার ছিল, অর্থ ছিল, কেবল উপসর্গ ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এখন যে ... জুটিয়াছে, সে কয়টাই বিদেশী, সুতরাং ...দের নাম উপসর্গ রাখাই ঠিক হইয়াছে। ... র মধ্যে যে গুলি খাঁটি বিদেশী, এখনও সাজ ... ছাড়িয়া স্বরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই, আগে তাহাদের ... চিয়া লওয়া যা'ক। সুখের বিষয় ইহাদের বাছিতে ... হইবে না, কারণ ইহারা এখনও স্বজাতীয় ... র ঘাড়ে চড়িয়াই নিজ মূর্ত্তিতেই বর্ত্তমান ... ছে, বিদেশী কৃৎ ও তদ্ধিতের ন্যায় বর্ণচোরা হইবার অবকাশ এখনও হয় নাই। বাঙ্গালাটা এক সময়ে কেবল হিন্দুর ভাষা ছিল কি না, তাই ইহাতে মুসলমানী ভাষার উপসর্গগুলা ঢুকিলেও মিশিতে পারে নাই। বাঙ্গালা কোন শব্দ এখনও তাহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া লয় নাই। কোন কোনটা হয়ত চুরী করিয়া কোন কোন বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যগ্রাহ্য নহে। এইবার এক একটির পরিচয় দেওয়া যাক—

'না'—এটি পারস্য ভাষার উপসর্গ, নঞর্থ-ব্যঞ্জক শব্দ, এটির পারস্য শব্দের ঘাড়ে চড়িয়াই ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, আর তাহাদের ঘাড়েই আছে, আজকাল অনেক স্থলে অসতর্কভাবে ইহার বাঙ্গালা মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা হইতেছে যথা—না-... না-দাবি, নাদাবি; নাওয়ারেস নাবারেস ইত্যাদি।

'না'—এই মূর্ত্তিতে একটি পারসী উপসর্গ আছে। ইহাও নঞর্থ প্রকাশক যথা—না পসন্দ না-মনাসিব, না ... না-বালগ না দোরস্ত, না হক্, না ... নামঞ্জুর নাপাক নারাজ নাচার ... পোষাকে নাবালক নাকাচ হইয়া ...। নাকারা অকর্ম্মণ্য, হিন্দী কথা। ... আরবীর শব্দ, অর্থ উত্তর ভাষার ... যেন ইহাকে "না" উপসর্গযুক্ত কোন শব্দ মনে না করেন। নঞর্থ না+ ... করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় কি বাঙ্গালা ... কোন ভাষাতেই উক্ত শব্দের সে অর্থ ... বাঙ্গালায় বা সংস্কৃতে নঞর্থ একটি "না" ... আছে। অনেকের মতে ইহাকে তাহার ... করিয়া লওয়া হউক। তাহা হইলে ... হয় বটে, কিন্তু সে অদ্বৈতজ্ঞানের বিকাশ হইলে, ভাষাতত্ত্বের একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে। আর একটি পারস্য উপসর্গ "বে"—এতৎ সংযুক্ত পারস্যশব্দগুলি অন্য গুলির অপেক্ষা ভাষায় বেশী পরিচিত, যথা বেবন্দোবস্ত, বেহিসাব বেআকুফ, বে আক্কেল, বেতরিবৎ, বেদম, বেকেতা, বেজার, বেমালুম, বে হায়া, বে ইজ্জত, বে আন্দাজ, বে দস্তুর, বে ওমিজ বে হাল, বে কল, বে হোস্, বে কায়দা, বে সিজিল বে কিস্মত, বে রকম, বে আর, বে জার, বেদখল বে কিস্‌ম ইত্যাদি। এই "বে"টি বড় বে আদব তাই স্বজাতীয় শব্দ ছাড়িয়া বাঙ্গালার হালচালের সঙ্গে মিশিয়া কিছু বে সাট হইয়া পড়িয়াছে যথা—বে চাল, বে নাম, বে হাত, বে গোছ, বে ঢপ, বে দিন, বে ভুত, বে ভাব, বে দাড়া, বে সত্য, বে রসিক, বে দর্দি, বে লয়, বে আড়া, বে ঘোর ইত্যাদি। বে তাগ, বে কার, বে খিরকিচ, বে-পানা বে-কাঁস, প্রভৃতি হিন্দী শব্দ মিশ্রিত। বেগার, বে-কল, বেনাম, বেঘোর প্রভৃতি বিকল, বিনাম বিঘোর মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের বিকাল, কথাটার হয়তবা একদিন বে কাল মূর্ত্তি ছিল।

'বে'—এই পারসী উপসর্গটি আবার বাঙ্গালার মধ্যে দিয়া আজকাল কয়েকটি ইংরাজী শব্দের সহিতও সংযুক্ত হইয়া নঞর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা—বেহেড, বেটাইন, বেবুটস। ব—বনাম বকলম, ব-হাল, বদস্তুর, বতৌরিখ, বজাবেদা প্রভৃতির বকেও উপসর্গ বলা চলে। বিদেশীদের পরিচয় এই পর্য্যন্ত।

বর-খাস্ত বর-খেলাপ গর-হাজির গর-পসন্দ হর রকম হরকিসম দরবার দরপত্তন, কমবক্তা, কম-সিন, বদনাম, বদরাগী, বদ্‌জাত (বজ্জাত) প্রভৃতি শব্দের প্রথমাংশগুলিকে একদিন আমিই উপসর্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা নহে, উহারা সংস্কৃত অন্তর্, প্রাতর্, পুনর্ প্রভৃতি শব্দের ন্যায়।

এইবার ঘরের উপসর্গগুলির পরিচয় দিব। প্রকৃত প্রস্তাবে এ গুলির সমস্তও আবার বাঙ্গালা নহে। সংস্কৃত সূচিকাভরণের বিষক্রিয়ার ফলে ইহার কতকগুলি আঠুলির মত বাঙ্গালা শব্দের গায়ে লাগিয়া গিয়াছে। একে একে তাহা দেখাইতেছি।

'অ'—এটিও নঞর্থ উপসর্গ যথা—অকথা, অকটকিনা, অকাজ, অকেজো, অকৌশল, অগতি, অচেনা, অজানা, অটুট, অঠেল, অচেল, অথই, অমিমিখ, অপাট, অফুরন্ত, অবুঝ, অবেলা, অবনিবনাও, অচোল, অমানুষ অমায়িক, অসাড়, অবরস, অস্বস্তি, প্রভৃতি শব্দ ও প্রয়োগ দেখিয়া যদি ইহাকে সংস্কৃত নঞর্থ "অ" এর সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বৈয়াকরণ ও শাব্দিকেরা হয়ত কোন আপত্তি করিবেন না; কিন্তু সামাজিকেরা বলিবেন যে যখন আমরা সংস্কৃতের ধার ধারিতাম না, তখন কি আমাদের মধ্যে যাঁহারা অবুঝ ছিল, তাহারা অকাজ, অপাট করিত না, পাড়াপড়সীর সহিত তাঁহাদের অবরস ঘটিত না কিম্বা আমাদের পুকুরে অথই জল থাকিত না অথবা আমাদের মধ্যে অমায়িক লোকের অভাব ছিল? এ সকল কথার তৃপ্তিজনক উত্তর দিয়া এই উপসর্গের বাঙ্গালীত্ব ঘুচান একটু কঠিন হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অটান শব্দে উপসর্গের অর্থ—বিশেষ প্রচুর। বাঙ্গালীর সংসারে অটান নিত্যবস্তু। অকৌশল অমানুষ অবরস অমায়িক, অস্বস্তি প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিতে পুরা সংস্কৃত হইলেও অর্থে একেবারে বাঙ্গালা। অস্বস্তি কথাটি আবার যে দুই সংস্কৃত শব্দযোগে লিখিত হয়, তাহার সহিত উহার উৎপত্তির কোন সংস্রবই নাই। উহা অস্বাস্থ্য কথা হইতে অপভ্রংশ হইয়া ঐরূপে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর আর একটি উপসর্গের নাম "অনা" এত বিপুল ভাষাটার মধ্যে এই উপসর্গটি দুটিমাত্র শব্দ অধিকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, যথা—অনামুখো" আর অনাসৃষ্টি। এই উপসর্গের অর্থ কুৎসিত বা ঘৃণ্য। সংস্কৃত নঞর্থ অ স্বরাদি শব্দের আদিতে বসিলে 'অন্' হয়। অনেকে এই অনাকে সেই অন' এর জ্ঞাতিত্ব দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হয় না। উক্তয়ের গোত্র এক নহে, আর অর্থও এক নহে। 'অনা—স্বরাদি শব্দের পূর্ব্বে বসে না।

আর একটি উপসর্গ "আ"—ইহা একেবারে খাঁটি বাঙ্গালা উপসর্গ। ইহাও নঞর্থ প্রকাশক। নঞর্থ আ সংস্কৃতে নাই, সুতরাং ইহার জাতি লইয়া আর কাহারও সহিত গোল নাই। আকাচা আকাটা, আকাঁড়া, আখোড়া আগলা, আচোট, আছেলা, আঢাকা, আঢাপা, আদেখা, আধোয়া, আপরা, আবলা, আভাঙ্গা, আমাজা, আলেখা প্রভৃতি বিবিধ ধাতুসংযুক্ত পদে এই উপসর্গটির নঞর্থ অতি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়

অনেকে আবার এই প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়াই 'অ' উপসর্গযোগে লিখিয়া থাকেন। অ-চেনা, অজানা অদেখা, অবলা প্রভৃতি গুটিকয়েক ধাতুতে আ স্থানে অ যোগ করিলে অশুদ্ধ বা প্রয়োগ বিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু আধোয়া, আমাজা, আঢাকা, আভাঙ্গা, আকাঁড়া আকাটা প্রভৃতি স্থলে আ'র পরিবর্ত্তে অ প্রয়োগ

একান্ত অসিদ্ধ প্রয়োগ বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র এই উপসর্গটির অন্যার্থও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন---

আকাট—আকাট মূর্খ অর্থাৎ কাষ্ঠবৎ নিরেট মূর্খ। ইহার ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ Blockhead ভয়ে আকাট—আড়ষ্ট।

আঘাটা—ঘাটশূন্য। আঝালা—ঝালহীন। আলুনি—লবণাস্বাদ শূন্য। উপসর্গের অর্থ হীনতা।

আমযদা—প্রচুর।

আচমকা আচম্বিতে—হঠাৎ। উপসর্গের অর্থ পর্য্যাপ্ত।

আগাছা— গাছ নহে, অপ্রয়োজনীয় তৃণগুল্মাদি।

আঁকাড়া—আঁকাড়া জবাব।

আকাল—দুর্ভিক্ষ। অনেকে "অকাল" ও "আকাল" উভয় শব্দের অর্থগত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া অসতর্কভাবে একের স্থলে অন্যের প্রয়োগ করেন।

আন্তলা---ঈষৎ তৈলাক্ত, পিচ্ছিল বা তৈলশূন্য। আতিৎ—ঈষৎ তিক্ত। আলোণা—ঈষৎ লবণাক্ত। উপসর্গের অর্থ ঈষৎ।

আদেখ্‌লে, অদেখ্‌লেপনা—যে দেখে নাই।

"উন"—আর একটি উপসর্গ। ইহা হীনার্থ প্রকাশক সংস্কৃত "উন" শব্দজাত বলিয়া মনে হয়, যথা—উন্‌কটি, উনপাঁজুরে ইহারও এই দুইটি শব্দ বৈ আর নাই। উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ উনষাট, উনসত্তর, উনআশী উননব্বই প্রভৃতি শব্দগুলিকে এই উপসর্গযুক্ত বলিয়াই ধরা উচিত কেননা ইহার উপসর্গভাগ খাঁটি সংস্কৃত আকারে বর্ত্তমান. কিন্তু আসল শব্দটি অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে 'উনিশ' শব্দটি উন-বিশ (হিন্দী উনৈশ) শব্দের অপভ্রংশ বা বাঙ্গালা সমাসে নিপাতন নিষ্পন্ন শব্দ।

"না"—বাঙ্গালা উপসর্গ সংস্কৃত নঞর্থ "না" শব্দেরই সগোত্র। এতৎসংযুক্ত শব্দও আবার একটার বেশী দুটী নাই, তাহাও আবার কৌতূহল জনক শব্দ—নাপার্যামান, না পার্য্যমান। ('পার্য্যমান' শব্দটি বাঙ্গলা "পরিমাণ" শব্দের উত্তর সংস্কৃত 'অণ্‌' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন নাকি?) "নাচার" শব্দটই হিন্দী শব্দ, তবে বাঙ্গলা বাহার "চারা" (উপায়) এইরূপ ব্যাসবাক্য দিয়া উহার অর্থ করা যায় বা করা হইয়া থাকে; এজন্য উহাকেও এই উপসর্গযুক্ত শব্দের উদাহরণ মধ্যে গ্রহণ করা যায়।

"নি"—এটিও খাঁটি বাঙ্গালা উপসর্গ। ইহাও নঞর্থবাচী; যথা.—নিকড়ে, নিকষ, নিকাম, নিখরচা. নিখুঁত; নিখাউজী, নিচুক; নিখাগী নিঝুম, নিখর. নিগড়, নিভাঁজ, নিবড় (নিয়ড়) নিবস্ত্র. নিরালা; নিরাগী. নিলাজ ইত্যাদি। "নিমুড় নিচুড়ে" বাক্যটার দুইটা অংশই এই 'নি' উপসর্গযুক্ত শব্দ, কখনও তাহার স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বাক্যটার অর্থ,—নির্মুড়—নির্মুণ্ড অর্থাৎ আত্মীয়হীন, নিচুড়ে=নিবন্ধ (?)। "নিহাল" শব্দটা হিন্দী;—নেহালচাঁদ।

"পরি"—সংস্কৃত "পরি" উপসর্গেরই "নিকটবর্ত্তী"। পরিহার পরিপাটি; পরিসর, পরিমাপ ইত্যাদি। "পর্য্যবিত" অর্থে "পরিষ্টি" কথাটীতেও এই উপসর্গের অস্তিত্ব থাকিতে পারে।

"বি"—সংস্কৃত "বি" উপসর্গেরই মত। যথা—বিভোর, বিজোড়. বিভোল; বিজাতক; বিছড়ন, বিগড়ন।

বাঙ্গালা উপসর্গ এই পর্য্যন্ত; আর তো এখন খুঁজিয়া পাই নাই। ভবিষ্যতে পাই, আবার আপনাদিগকে উপহার দিব। মুসলমান বাদশাহদিগের কৃপায় আরবী পারসী ভাষার শব্দে সঙ্গে সঙ্গে যেমন কতকগুলি আরবী পারসী উপসর্গ বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি ইংরাজরাজের কৃপায় ইংরাজি ভাষার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি উপসর্গও দু একটি বাঙ্গলা ভাষায় যে প্রবেশ করে নাই; এমন নহে; তবে সেইগুলি এখনও ইংরাজি শব্দের ঘাড়েই আছে; বাঙ্গলা শব্দের সহিত মিশিতে পারে নাই; যথা—

"সাব"—সাব্‌-ইনস্পেক্টার, সাব্‌-রেজিষ্ট্রার, সাব-ডেপুটি, সাব ম্যানেজার।

"ডিস"—ডিস-মিস, ডিস বার।

"মিস"—মিস-রেগুলার; ইত্যাদি।

এই সকল উপসর্গের প্রয়োগ লইয়া বাঙ্গলায় অনেক কথা বলিবার আছে। সংস্কৃত উপসর্গগুলি ধাতুর অর্থের বিকার ঘটাইয়া থাকে; এবং প্রায় সকল উপসর্গই সকল ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয়! বাঙ্গলা উপসর্গগুলির কোনটিই সেরূপ নহে। বাঙ্গলার যে উপসর্গ যে ধাতু বা যে শব্দের সঙ্গে যে অর্থসংযুক্ত প্রায় সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এক "আ" উপসর্গ ব্যতীত আর কোন উপসর্গ সকল ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয় না। যথাঃ অবু—নাট কিন্তু "অনাচোখো" হয় না। এবং নঞর্থ "আ" যোগে "আ ঝাড়া" কিন্তু নঞর্থ "বি" যোগে "বিঝাড়া হয় না, কিন্তু "বিজোড়" হয়, অথচ "অজোড়" বা 'আজোড়" হয় না। এই সকল বিবেচনা করিলে যে শব্দাংশগুলিকে এই প্রবন্ধে উপসর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, সংস্কৃত উপসর্গের লক্ষণ অনুসারে সেই গুলিকে উপসর্গ বলা যায় না। এইগুলিকে উপসর্গ বলিতে হইলে বাঙ্গলায় উপযুক্ত উপসর্গের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইবে। বাঙ্গালা উপসর্গ সর্ব্বত্র ধাতুর সহিতই ব্যবহৃত হয় না—যথা,—আঘাটা, অকেজো ইত্যাদি।

অতএব বন্ধুবর অমূল্য বাবু. রামেন্দ্র বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বদর্শীরা বাঙ্গালা উপসর্গের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিলে সুখী হইব।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া কি[illegible] ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্র দিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩০৫ বাবু রাধাবিনোদ চৌধুরী,
জয়নাবাদ ৩০।৫।১

১৩০৬ " রাজেন্দ্র নাথ দত্ত, মহেশপুর

৪৫১ " দ্বারিকানাথ বেদান্ততীর্থ,
বনকাটা চৈতন্য চতুষ্পাঠী

১৩০৭ " রমণী মোহন পাহাড়ি,
হেঃ মাঃ কল্যাণচক

৪৩০ " রসিকলাল ঘোষ, রাইপুর

১৩০৯ " তারা কিশোর শর্ম্মা,
গ্রাম মোহনাবাদ

১৩১০ " ছাত্র সমিতি, বলরামপুর

১৩১১ " হরেরাম ভট্টাচার্য্য, আমলা গ্রাম

৪৯৪ " গিরীশচন্দ্র দত্ত, মোঃ তিড়াল

১৩১২ " শিবচন্দ্র আহিৗ, পাব ৩১।৫।১

৪৭৩ " শ্রীকণ্ঠ সরকার পাইকাইল স্কুল

৪৭৭ " শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিঠাপুর

১৩১৩ " হরেরাম মুখোপাধ্যায় বেলডিয়া

১৩১৪ " ছাত্রগণ, পড়ালা

১৩১৫ " পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; হেঃ পঃ বালিচরা.

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্র[illegible] প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsur[illegible]

নূতন সম্পাদক। ৫৪শ খণ্ড [illegible] সংখ্যা

৪ঠা আষাঢ় শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ১৮ই জুন ১৯০৯ খৃঃ অব্দ।

এডুকেশন গেজেটের আয় "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" উৎসর্গীকৃত।

এডুকেশন গেজেটের

[illegible] এবং উপকারিতা, সুধীগণের সকলেরই উপদেশ [illegible] বিবেচনা করা হয়। ইহাতে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ [illegible] উদ্ধৃত করায় কাহারও কোন প্রকার আপত্তি [illegible]

[illegible] অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] টাকা। সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। দুই টাকার কম [illegible] সাধারণ সংস্করণের প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি [illegible] হিসাবে ধরিয়া যে কয় সংখ্যা হয়, তাহাই দেওয়া হয় [illegible] প্রত্যেক পংক্তি ১ম ও ২য় বার প্রকাশে ৵০, [illegible] ততোধিকবার প্রকাশে /০, ছয় মাসের অধিক সময় [illegible] এবং পেটেণ্ট ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্য [illegible] বিশেষ নিয়ম কর্মখালির এবং ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত [illegible] বিজ্ঞাপন একবার মাত্র বিনামূল্যে ছাপা যায়।

এডুকেশন গেজেটের ও বিজ্ঞাপনের মূল্য

[illegible] দিতে এবং চুঁচুড়া (Chinsurah) পোষ্টাফিসে [illegible] নামে মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইতে হয়। কুপনে স্পষ্ট [illegible] নাম ঠিকানা ও পোষ্টাফিসের নাম লেখা আবশ্যক।

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে

ইংরাজী বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষরে সকল প্রকার [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রের আয়ও [illegible] ফণ্ডে" দাতব্য কার্য্যে উৎসর্গীকৃত।

ভূদেব বৃত্তি।

[illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কার্য্যত [illegible] অধ্যাপক পণ্ডিতগণের পারদর্শিতা [illegible] যাহা যে কোন উপলক্ষে "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" [illegible] করিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার নিকট পাঠাইতে [illegible] প্রথম টাকার টাকা পবিত্র বিশ্বনাথ [illegible] এবং উহার আয় হইতে ক্রমশঃ [illegible] "ভূদেব বৃত্তি" নামক স্থাপিত [illegible]। হিন্দুর আচারাদি অভ্যাস ঘটে, বিদ্যার্থি [illegible] অধ্যাপকপণ্ডিতগণকে কিছু [illegible] দেওয়া [illegible] আছে। সমগ্র ভারতের অধ্যাপক পাওয়া [illegible] সময়ে একাধারে পূজা। ইহা এই জন্য [illegible] কিছু কিছু দিলেই হয় বলিয়া সে [illegible] উত্তম দানের কথা কৌশিক [illegible] এবং একটি অতি বৃহৎ ও পবিত্র কার্য্যের [illegible] হইতে পারেন।

[illegible] গৃহীত মোট টাকা ৩১১১৸০

[illegible] ১।০

৩১১২৸০

এডুকেশন গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী :—

১। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রত্যেক পুরস্কারের পরিমাণ ২ টাকা। প্রত্যেক মাসে তিনটী করিয়া পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক মাত্রেই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পুরস্কারের কুপন থাকিবে।

২। একজন গ্রাহক তিনটী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার একমাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। "এডুকেশন গেজেট পুরস্কার" বাঁকিপুর, এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ মাসের প্রশ্নের উত্তর গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। উত্তরগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে। প্রথমেই প্রেরকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকা চাই। একাধিক ব্যক্তির উত্তর ঠিক হইলে লেখার বন্ধন এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন।

আষাঢ়ের প্রশ্ন ——

১। নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে ×. চিহ্নিত স্থান গুলি হইতে এক একটি কথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কথাগুলি বসাইয়া বিবরটি সম্পূর্ণ এবং অর্থসঙ্গত কর।

ভারতবর্ষে যে সামাজিক বর্ণভেদের × আছে, তাহার প্রকৃতি × করিয়া × বুঝা × ×, উহা অতি উদার উদ্দেশ্যে × × প্রবর্ত্তিত ×। প্রথমতঃ দেখা × ×, জাতিভেদটা কেবল × মধ্যেই ×, গৃহস্থাশ্রম × করিলে × মানিতে হয় না। অপরাপর × সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশেষ × যে, × বিবাহ আছে, অন্যান্য × × নাই। আর একটি × এই ×, গৃহস্থাশ্রমে জীবিকা অর্জ্জনের × ব্যবসায় অবলম্বন ×, অপরাপর × × নাই। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত × মধ্যে × হইলে জাতিপাত হয়। অথচ জাতীয় × ভিন্ন অন্য × অবলম্বন × অপ্রায়শ্চিত্তিক কোন দোষ হয় ×। জাতিভেদ × মুখ্যতঃ বিভিন্ন × মধ্যে × প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্ত্তিত। এবং ক্রমে দৃঢ়ীভূত × আছে। বিবাহ প্রতিষেধ দৃঢ় সম্বন্ধ × জন্যই খাওয়া দাওয়ার × × হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রতিষেধক × প্রথার নৈসর্গিক × আছে। উহা এদেশে × বলিয়াই × জন্মিয়াছে।

এডুকেশন গেজেট পুরস্কার।

কুপন নং ৩

প্রশ্নের উত্তর সহ লেখক এই অংশ কাটিয়া পাঠাইবেন

২। ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রধান সহরের নামের অক্ষর গুলি উলট পালট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নগর গুলির নাম লিখিতে হইবে। প্রত্যেক ছত্রে তিনটি করিয়া নগরের নাম আছে।

১। মুনাগরলক্ষেতাপাপুটর
২। শাসিকাটলেরিচালব
৩। দিবহড়াগনীমেহালীরপু
৪। ণআরকাপুগবাসীরাণয়া
৫। লোজলন্দ্রারয়াওমাট্রিটেপচিলী
৬। সরতক্ষলামৃসিমহোলারহ
৭। টমেক্সদারাস্থপুআদবা
৮। য়ায়াপালায়াহাবাত্তিলিটরয়দদাগো

[৩] ইউক্লিডের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম প্রতিজ্ঞানুসারে অঙ্কিত সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের একটি বাহু যদি দেড় ইঞ্চি হয়, তবে তাহার ভূমি কত ইঞ্চি হইবে?

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

.পর ভূলমূলাবাসী অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা রাজার সুবিচারের প্রত্যাশায় সমবেত হইলেন ..জানাইবার উদ্যোগী হইলে দ্বারপালেরা ..প্রহার করিতে লাগিল তাঁহারা তাহাতে ..অপমান বোধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

পূর্বকালে শ্রীরামচন্দ্র মনু মান্ধাতা প্রভৃতি কতই বড় বড় রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের কাছে তো কখন ব্রাহ্মণে অপমানিত হন নাই ব্রাহ্মণেরা কোপ করিলে ইন্দ্রের সহিতই স্বর্গরাজকে এবং পর্বত সমেত পৃথিবীকে ও অনন্তদেবের সঙ্গে রসাতলকে মুহূর্ত্তমধ্যে দগ্ধ করিতে পারেন ইহা স্থির জানিবেন।

রাজা এই কথা শুনিবামাত্র ভ্রূকুটী করিলেন অভিমানভরে বলিলেন যাহারা ভিক্ষালব্ধ শস্যকণা ভোজন করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া বেড়ায় সেই তোমাদের আবার অভিমান কিসের যাহার বলে ঋষিদের মত এই সকল মহিমা প্রকাশক কথা বলিতেছ?

ব্রাহ্মণেরা তখন রাজার, ভ্রূভঙ্গী ও তেজের কথা শুনিয়া ভয় পাইয়াই ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিলেন পরে তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ দ্বিজবর ইটিল তাঁহাকে উত্তর করিলেন।

মহারাজ! যুগানুসারে রাজা যেরূপ গুণসম্পন্ন হয়েন প্রজারা শাসকের অনুরূপই হইয়া থাকে এক্ষণে তোমার মত চরিত্রহীন রাজার কাছে আমরা কেন ঋষি না হইব? এই কথায় রাজার ক্রোধ ..ড়িল, তিনি অহঙ্কারে বলিলেন, বলি তুমি ..বিশ্বামিত্র কিম্বা তপোনাথ বশিষ্ঠদেব ..মুনি অগস্ত্য হইবে।

এই উপহাসে ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে এরূপ তেজ বাহির হইতেছিল যে তাহাতে তিনি অগ্নির মত ..হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার দিকে ..কাঠিন হইল। তিনি ফণাধারী ..মত গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রোধে বলিলেন

মহারাজ! তুমি যথায় রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র নহুষ কিম্বা নহুষ নৃপতি, তথায় আমি যে অনার্য্যসেই বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তাপসদের মধ্যে অন্যতম ঋষি হইতে পারি সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

তদুত্তরে রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তাপসদের কোপানলে হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মা নরপতিরা ধ্বংস পাইয়াছেন, তুমি রাগ করিয়া আমার কি করিতে পার?

এই কথা শুনিয়া ইটিল ক্রোধে মাটীতে হাত আছড়াইতে আছড়াইতে বলিলেন আমি কুপিত হইলে এই ব্রাহ্মণের অপমান করায় ফলে তোমার মাথায় ব্রহ্মদণ্ড কি নিমেষ মধ্যে পড়িতে পারে না? ইহার উত্তরে রাজা ক্রোধে হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণকে জানাইলেন, বলি তপোধম এমনি যদি তোমার তেজ তবে এই দণ্ডেই কেন আমার উপর ব্রাহ্মণের কোপদণ্ড পড়ুক না, আর কেন বিলম্ব।

ওরে মূখ তোর আসন্ন সময়, এই তোর মাথায় দণ্ড পড়িল। যেমনি এই কথা ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন অমনি রাজার অঙ্গে চাঁদোয়া বাঁধনের আশ্রয় প্রকাণ্ড সোনার দণ্ড খসিয়া পড়িয়া গেল। তাহাতে রাজা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, ক্রমে ক্ষত স্থানে কীট দেখা দিল সমুদয় দেহ পূঁজে ভরিয়া গেল। তিনি এরূপ দারুণ যাতনা পাইতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার অনুক্ষণ মৃত্যুর কামনা আসিল এবং কৃতকর্মের ফলে ভবিষ্যতে নরক দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনার দশম রজনীতে প্রাণবায়ু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

সেই অবিনয়ের দণ্ডদাতা কাশ্মীররাজ ব্রাহ্মণদের অকারণ দণ্ড বিধান করায় নিজে ব্রাহ্মণ দারুণ দণ্ড ভোগ করিয়া শুভাশুভের বিচারক দণ্ডধর যমের আশ্রয়ে গমন করিলেন।

সেই অসংযত চিত্ত প্রতাপশালী রাজা জয়াপীড়ের এইরূপ হঠকারিতা দোষে একত্রিংশৎ বৎসর মাত্র পৃথিবী ভোগ ঘটিয়াছিল।

শ্রীকমল কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ
ভাটপাড়া।

মেহ রোগের মুষ্টি যোগ।

মেহ রোগ যে কি ভীষণ ব্যাধি তাহা পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছি। আজ কাল এই পীড়ায় অনেককে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে এই রোগের মন ভুলান বিজ্ঞাপন ও রাশি রাশি দেখা যায়। সম্ভবতঃ অনেকে সেই সমস্ত ঔষধ দ্বারা আশানুরূপ ফল পান না। সেই সহজ প্রাপ্য দ্রব্য দ্বারা যাহাতে মেহ রোগ নির্দোষ রূপে আরোগ্য হয় সেইরূপ কয়েকটি মুষ্টিযোগ নিম্নে লিখিত হইল।

১। অড়হর পাতার রস এক ছটাক চাঁচি চিনি সহ এক সপ্তাহ খাইলে মেহ রোগ আরোগ্য হয়।

২। হিংচার রস [হেলঞ্চ] এক ছটাক, কাঁচা দুগ্ধ এক ছটাক, চাঁচি চিনি আধ ছটাক এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া প্রাতঃকালে খাইলে ধাতুস্থ পীড়া আরোগ্য হয়।

৩। আফুলা নাটার শিকড় তিনটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া মটরের মত বড়ি করিয়া বাসি মুখে বাসি জল দিয়া খাইলে পুরাতন ধাতুস্থ জ্বর আরোগ্য হয়।

৪। মাখাল গাছের শিকড় একটা ঘোল দিয়া বাটিয়া খাইলে ধাতু চাল্য ভাল হয়।

৫। ডালিমের শিকড়ের ছালের রস আধ তোলা এক পোয়া দুগ্ধে গুলিয়া প্রত্যহ খাইলে প্রমেহ রোগ ভাল হইয়া শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয়। ইহাতে মিষ্ট ও অম্ল দ্রব্য খাওয়া নিষেধ।

৬। যজ্ঞ ডুমুরের আটা আধ তোলা মধু আধ তোলা এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া খাইলে মেহ রোগ ভাল হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি হয়।

৭। বটের নামনার রস আধ পোয়া কাঁচা দুগ্ধ আধপোয়া এই দুই দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া খাইলে মেহ ভাল হয়।

৮। গন্ধ সুন্দরার পাতার রস এক তোলা খালি পেটে খাইলে মেহ ২।৩ দিনের মধ্যে ভাল হয়।

৯। বুটের ডাল কাল মরিচ, যবানী সৈন্ধব লবণ এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া অল্প জলে ভিজাইয়া খাইলে ধাতু চাল্য বন্ধ হইয়া শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয়।

উপার উক্ত ঔষধ গুলি খাইবার সময়ে শাক অম্ল, মিষ্ট ও ঝাল লঙ্কা খাওয়া নিষেধ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি ধাঁচুয়া পোঃ অঃ ২৪ পরগণা

তীর্থযাত্রা। (১৫৭)

তব সভার অন্যতর নেতা মহামান্ত শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ সেনের এই মত। তিনি হিন্দুর হিন্দুত্বে বৌদ্ধ গরিমা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বহুদিন হইল কাশীধামে, যৎকালে আমরা সাধু শুশ্রূষালয় সংস্থাপন করিতেছিলাম, তৎকালে বশিষ্ঠাশ্রমে চৌখাম্বার মিত্রকুলতিলক শ্রীমান প্রমদা দাস

মিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় তিনি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী। তাঁহারো মতে বৌদ্ধ হিন্দু এক। কথা প্রসঙ্গে তিনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান রাসবিহারী বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া কহেন—"রাস বিহারী বাবু এ বিষয়ের তথ্য বিশেষ রূপে অবগত আছেন"—এই কথা উপলক্ষ করিয়া আমরা একবার তাঁহার উত্তরপাড়ার বাটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, সে প্রসঙ্গ স্থলে উল্লেখ যোগ্য নহে। কারণ তাঁহার বিশ্বাস অটল। হিন্দুরা না বুঝিয়া বৌদ্ধদিগকে বিদ্বেষী ভাবাপন্ন ভাবিয়া থাকে। সম্রাট অশোক শ্রমণ শর্ম্মন সকলকেই সমাদরে আসন প্রদান করিতেন ইত্যাদি কিন্তু আমরা সে কথায় সায় দিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমলক ফলের ন্যায় আমাদের করতলে উপস্থিত। ইতঃপূর্ব্বে এই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে "কাশী পরিক্রম" প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছিল। লোকে বিশ্বনাথের পুরাতন ভগ্ন মন্দির দেখাইয়া মুশলমান দিগের অত্যাচারের নিদর্শন প্রদর্শন করে, কিন্তু যাহারা যদি সরনাথের পার্শ্ব কোপিশ্বর ক্ষেত্র দর্শন করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন বৌদ্ধগণে বিশ্বেশ্বরের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল। ভগ্ন বৌদ্ধ মূর্ত্তির সহিত শত খণ্ডে বিখণ্ড হিন্দুদের দেবীর মূর্ত্তি একত্রে রোদন করিয়া বৌদ্ধ মুশলমানের অপকীর্ত্তি বর্ণন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পুরাতন বৌদ্ধ ইতিহাসে যাহা বর্ণিত আছে এতদিন পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। আধুনিক তত্ত্বসন্ধায় সত্যেরা তাহা বুঝুন আর নাই বুঝুন হিন্দু সাধারণ তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

বাবু শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের পঞ্চম বর্ষের ফেলোশিপ লেকচরের পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্র কান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিতেছেন "বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের সময়ে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার প্রমাণ জন্য এইরূপ লিখিতেছেন।

ধারেশ্বর মহারাজ ভোজদেব প্রণীত "কামধেনু" নামক স্মৃতি সংগ্রহ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, ভোজদেবের দৌহিত্র এবং খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের পুত্র উজ্জয়িনীশ্বর মহারাজ মত্তাদিত্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ সংকারার্থ শ্মশানে নীত হইয়াছে এমন সময় একজন বৌদ্ধ যোগী অভিপ্রেতার্থ সাধনের উত্তম সুযোগ হইবে বিবেচনায় যোগ প্রভাবে মহারাজ মত্তাদিত্যের শবদেহে প্রবিষ্ট হন। শ্মশানে মহারাজ জীবিত হইয়া উঠিলেন, রাজ্য মধ্যে আনন্দ উৎসবের পরিসীমা রহিল না। কিছুকাল পরে মত্তাদিত্য একটি যজ্ঞ করিবেন, মন্ত্রী দিগের নিকট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রিগণ তাহার অনুমোদন করিলে তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত পণ্ডিত সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তক লইয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইবেন। সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ ঐকমত্যে যে যজ্ঞ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির করিবেন, সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। মন্ত্রীদিগের যত্নে অবিলম্বে রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। পণ্ডিতদিগের নির্দ্দেশানুসারে শিপ্রানদীর তটে দীর্ঘায়তন যজ্ঞ কাষ্ঠ এবং বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞকুণ্ড সকল প্রস্তুত হইল। যজ্ঞদীক্ষার দিন অবধারিত হইল। ইতিমধ্যে একদিন মত্তাদিত্য কোন কৌশলে পণ্ডিতদিগকে রাজধানীর কিছুদূরে পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতবর্গ রাজধানী হইতে দূরে যাইলে, মত্তাদিত্যের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞকুণ্ড সকলে অগ্নি প্রজ্বলিত এবং অগ্নিতে পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মপুস্তক সকল ভস্মীভূত হইল। পণ্ডিতগণ যথাসময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। মত্তাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার করিবার অভিলাষে রাজ্যমধ্যে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই বৃত্তান্ত মহারাজ ভোজদেবের কর্ণগত হইল। মত্তাদিত্য তাঁহার দৌহিত্র এবং বিক্রমাদিত্যের পুত্র, কেন তাঁহার ঈদৃশ দুর্ম্মতি হইল?—ইহা চিন্তা করিয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। জ্যোতিষী গণনায় স্থির হইল যে মত্তাদিত্য জীবিত নাই। মত্তাদিত্যের শরীরে একজন বৌদ্ধ পরকায় প্রবেশ পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অবিলম্বে ধারানগরীতে পরকায় প্রবেশের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। যে দিন যে সময়ে ধারানগরীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল, সেই দিন সেই সময়ে মত্তাদিত্যের দেহ ও প্রাণবিযুক্ত হইল। তাহার পর ভারতবর্ষের যে স্থানে যে শাস্ত্রগ্রন্থ অবশিষ্ট ছিল তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গকে ধারানগরীতে সমবেত করাইয়া, শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এবং সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীর কণ্ঠস্থ শাস্ত্রবাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া মহারাজ ভোজ "কামধেনু" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যে সকল শাস্ত্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ এবং যে সকল গ্রন্থের যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কামধেনুর প্রারম্ভে তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন।

এদেশ তখন ও বহিঃশত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ঘরে ঘরে ধর্ম্ম লইয়া ঘরোয়া বিবাদ এই শান্তিময় সংসারে অশান্তি উপস্থিত হইয়া এই অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। হিন্দুর মুশলমান বিদ্বেষ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইয়াছিল? তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, এদেশে আসিয়া দেখিল তেত্রিশ কোটী ঈশ্বর। একের স্থলে তেত্রিশ কোটী দর্শন তাহাদের সহ্য হইল না, তাই রাগের বশে শত শত অঘটন ঘটাইয়া হিন্দুর দেব দেবী হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ জ্বালাইয়া দিল. তাহার পূর্ব্বে আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয়েরও সেই দশা ঘটিয়াছিল, হজরত উমরের যুক্তি অনুসারে "কোরাণে যাহা আছে, তাহার জন্য গ্রন্থান্তর নিষ্প্রয়োজন, তাহাতে যাহা নাই তাহাতে আর প্রয়োজন কি?" বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়াই শ্রমণেরা শর্ম্মন দিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। হিন্দু চির কাল নির্ব্বিবাদী পরের দোষ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করাই সঙ্গত, তাই ঘরের লোকের এত দুর্ব্যবহার দুইদিনে ভুলিয়া গেল। মুশলমান দিগের দুর্ব্যবহারও ঐরূপে ভুলিয়া যাইবে।

ভূগোল শিক্ষা।

কিন্তু একথা বলা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। এই স্বেচ্ছা স্বীকৃত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার পথে নানা বিঘ্ন ও বহু অসুবিধা। প্রথমতঃ আকাশ পাতাল ব্যাপক ভূগোলের কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং কোথায়ই বা শেষ করিতে হইবে চালকহীন শিক্ষক ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ভূগোল বিদ্যার সীমা এত অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট এবং অন্তঃসীমায় ইহার সহিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য অসংখ্য বিদ্যার এত মেসামিসি যে ভূগোলের কতটুকু বাদ দিতে হইবে এবং কতটুকুই বা গ্রহণ করিতে হইবে, কোন কোন অংশ শিক্ষাপ্রদান কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা নির্ণয় করা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন। অনেক সময় শিক্ষকেরা চেষ্টা করিয়া ভূগোলশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াও শিক্ষাদান সময়ে কঠিনতর সমস্যায় পতিত হইয়া থাকেন যে কিরূপে পাঠ দিলে বালকদিগের আগ্রহ

জন্মাইবে এবং কি প্রকারেই বা তাহা ছাত্রদিগের প্রয়োজন এবং ব্যবহারানুযায়ী করিয়া তাহাদের বোধগম্য করাইবেন।

ভূগোলের যে সকল শাখাবিদ্যার কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রত্যেক ভূগোলবিদের একান্ত আবশ্যক। কোন বিশেষ বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার সামান্য ও সীমাবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তিনি যতটুকু অনুশীলন করিবেন—যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করিবেন তাহা স্বচ্ছ, পূর্ণ এবং সন্দেহ বর্জ্জিত হওয়া উচিত। উহার সাহায্যে কল্পনা ও অনুমান বলে ঐ শাস্ত্রের যে কোন নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্যক্ ধারণা করিবার সামর্থ্য তাঁহার থাকা প্রয়োজন।

প্রত্যেক ভূগোল শিক্ষক এক একজন ছোট খাট ভৌগোলিক ভূগোলবিদ্ পণ্ডিতের যে সকল গুণ থাকা অপরিহার্য্য, ভূগোল শিক্ষকেরও অনেকটা সেই সকল গুণ থাকিলে ভাল হয়। ভূগোল শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে, এ বিদ্যা অধ্যাপনা করিতে হইলে বিশেষ যোগ্যতার আবশ্যক। যে কেহ ভূগোল শাস্ত্রের শিক্ষকতা করিতে পারে না। প্রকৃত ভূগোলবিদ্যা কি, ইহা জানিতে পারিলে শিক্ষক বুঝিবেন যে তাহা ভালরূপ শিক্ষাদান করা নিতান্ত সাধারণ যোগ্যতার কাজ নহে। তিনি দেখিবেন যে বিপুল অধ্যয়ন তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নানা বিদ্যা হইতে জ্ঞান ও দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তাঁহাকে ভূগোল সম্বন্ধে যে কোন বিষয় বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শিক্ষক আরো বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও পরিদর্শন দ্বারা তাঁহাকে ভূগোল বিষয়ক চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

ভূগোল শিক্ষক যদি শিক্ষকতার ভিতরে জীবন সঞ্চার করিতে চাহেন, যদি শিক্ষা দান কার্য্যের সঙ্গে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে চাহেন, গুরু কর্ত্তব্যকে সরস করিয়া সফলতা লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিজ্ঞানের কোন একটি শাখা বিদ্যা স্বয়ং শিক্ষা করিতে হইবে। অনুসন্ধিৎসা স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা সত্য প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ভূগোল শিক্ষকের থাকিলে তিনি যাহা বলিবেন ও বুঝাইবেন তাহাতে কেমন এক রকম বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকিবে, প্রাণের গভীরতা থাকিবে, জীবন্ত সত্যের ছাপ থাকিবে। তাঁহার পরীক্ষিত সত্য ছাত্রদিগের প্রাণ স্পর্শ করিবে এবং সে অকৃত্রিম শিক্ষা তাহাদের হৃদয় ফলকে চিরমুদ্রিত হইয়া যাইবে। সে শিক্ষার ভিতরে কেমন এক রকম সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ থাকিবে যাহাতে বালকেরা আকৃষ্ট হইবে—নিতান্ত নির্ব্বোধ বালকেরাও বুঝিতে পারিয়া তাহা আগ্রহের সহিত ক্রীড়ার ন্যায় উপভোগ করিবে।

প্রাণের সহিত, ইচ্ছা, আগ্রহ ও যোগ্যতার সহিত নব নিয়মে অধ্যাপনা করিলে ভূগোল শিক্ষকের শক্তি, চরিত্র ও মনোবৃত্তি বিকাশের অবসর হইবে। সেই সেকেলে ধরণের এক ঘেয়ে ভেলে ভাড়ান মুখস্থ বিদ্যা চর্চ্চার গুরু মহাশয় সৃষ্টির বাহির অদ্ভুতজীবে পরিণত হইতেন। স্কুল মাষ্টার দুনিয়ার সকল রকম কাজের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন আদালতে তাঁহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইত যেহেতু এই শ্রেণীর অধ্যাপক জীব বাহ্যজ্ঞানহীন। পক্ষান্তরে নবতন্ত্রের ভূগোল শিক্ষক বিশ্বজগতের না জানেন এমন বিষয় নাই ধরাপৃষ্ঠের বর্ণনা ও বিচরণ, প্রাণিতত্ত্ব মানবজাতিতত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানি, যাতায়াত, রাস্তা রেলপথ, তার; ষ্টীমার প্রভৃতি দুনিয়ার যেখানে যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় আছে ঐ সংবাদ ও জ্ঞান তাঁহার ভূগোল শিক্ষকের নিকট গেলেই সকল সন্দেহের মীমাংসা হইবে।

এত বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে শিক্ষককে সমতা ও উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া ধীরে, অতি সন্তর্পণে, কর্ত্তব্যের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে হয়। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে এত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট আইন কানুন ! সম্ভবপর নহে। তথাপি ভবিষ্যতে স্থূল স্থূল ভাবে সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত ও প্রস্তুত হইবার পর গত ২৮শে এপ্রিলের কলিকাতা গেজেটে ইংরাজী স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষণীয় বিষয় সকলের সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে মিঃ আর্চ্চেন উড্ নূতন প্রণালীতে ভূগোলের বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু যতদিন শিক্ষক প্রস্তুত না হইবে, ততদিন গবর্ণমেন্টের এবং সাধারণের সকল উদ্যম পণ্ড হইবে বলিয়া ভয় হয়। গত বৎসর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে কলিকাতা ট্রেনিং কলেজের অন্যতম প্রফেসর মিঃ আর্মিটেড্ ভূগোলের উচিত মূল্য প্রদান করিতে ভারতবর্ষকে উদ্বোধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু জানি না তাঁহার সে ক্ষীণস্বর ভারতের স্থূল কর্ণপটহে কতদূর আঘাত করিয়াছে।

যে সকল ইংরাজী অভিজ্ঞ শিক্ষক ভূগোলপাঠ ও পঠন প্রণালী বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মহাত্মা গীকি প্রণীত ভূগোল শিক্ষা (The teaching of Geography, হকসলী প্রণীত প্রাকৃতিক ভূগোল বিজ্ঞান Physiography ডেক্‌ষ্টার ও গার্ণক প্রণীত ভৌগোলিক বস্তুপাঠ object lessons in Geography,) গনি প্রণীত প্রত্যক্ষ বাস্তব ভৌগোলিক শিক্ষা Realistie Teaching of Geography) এবং এন্‌ডারসন প্রণীত ভূচিত্র ও তাহার অঙ্কন বিধি (Maps and Map drawing) প্রভৃতি পুস্তক দেখিতে পারেন

শ্রী রসিক লাল রায়; ছাপরা

গ্রাম্য ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক উন্নতিকল্পে যতগুলি সদনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে "গ্রাম্য ব্যাঙ্ক" বা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী—আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। কিন্তু দুঃখের কথা—বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে এ সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন যে এরূপ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। অনেকের বিশ্বাস যে—এই স্বদেশীর দিনে গবর্ণমেন্টের সংস্রব আছে বলিয়া দেশের শিক্ষিত লোক এ কাজে হাত দিতে ততটা ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এ কথা অমূলক। কো-অপারেটিভ সোসাইটী পরস্পরের সাহায্য জন্য সৃষ্ট। উহাই স্বদেশীর সহিত সহানুভূতি বৃদ্ধি ও নিজেদের কার্য্যক্ষম করে। উহাই প্রকৃত স্বদেশী ভক্তির সত্য সত্যই দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাঁহাদের চক্ষে জল আসে তাঁহারা এ দলাদলির মধ্যে থাকিবার পাত্র নহেন। দেশের উন্নতি যাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা যে পথ দেখিতে পাইয়াও গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সে পথের সংস্রব আছে বলিয়া সে সুপথ ত্যাগ করিবেন—এরূপ মনে করাও ধৃষ্টতা ! আমাদের বিশ্বাস, গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত যে উপায়ে এ বিষয়টি সাধারণের নিকট

প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন নহে। বিষয়টী সহজ নয়। ইহার উপকারিতা প্রজাসাধারণের মনে বিশিষ্টরূপে বদ্ধমূল না করিতে পারিলে—গ্রামে গ্রামে এরূপ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। কৃষক ও শ্রমজীবীরা সাধারণতঃ অল্পবুদ্ধি নূতন কোন জিনিসই তাহারা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না এবং সেই জন্য সন্দেহের চক্ষে দেখে। মহাজনের নিকট শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ লইতে যাহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না—কিন্তু "গ্রাম্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৯ সুদে টাকা লইতে তাহারা দশবার অগ্র পশ্চাৎ করে। অজ্ঞতাই যে এরূপ হইবার মূল কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গ্রাম্য ব্যাঙ্কের উপকারিতা কৃষক সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার পূর্ব্বে যদি গ্রামে গ্রামে নিম্নশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিবার একটু সুব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় গত চারি বৎসরে গ্রাম্য ব্যাঙ্কে বাঙ্গালা পূর্ণ হইয়া যাইত।

এখনও যদি গ্রামে গ্রামে গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিম্ন শ্রেণীর বালকদের শিক্ষা সুব্যবস্থা করিয়া দেন—তাহা হইলে কালে সেই সকল বালক নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া "গ্রাম্য ব্যাঙ্কের" উপকারিতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। দেশের দশ জনে মিলিয়া নিজেদেরই টাকাতে দেশের দশ জনের উপকার করিবার চেষ্টা করা যে আমাদের পক্ষে এখন কতটা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে—তাহা যাহারা এ সম্বন্ধে একটু স্থির ভাবে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। সঞ্চয়ের অভ্যাস, মিতব্যয়িতা, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা এবং আত্ম নির্ভরতা শিক্ষা করিবার উপায় "গ্রাম্য ব্যাঙ্কের" স্থাপন দ্বারা যেমন সহজে হইতে পারে—এমন আর কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী, যতদিন না আমরা আপনার চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করিতে শিখিব—নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিব—ততদিন আমাদের দেশের উন্নতি সুদুর পরাহত।

নিম্নশিক্ষার বহুল প্রচার যেমন "গ্রাম্য ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার একটি সহজ উপায় তেমনি গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের জমীদারদের এসম্বন্ধে একটু বিশেষ চেষ্টা করিবার জন্য ইঙ্গিত করেন তাহা হইলে অতি সত্বরে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। লর্ড কর্জ্জনের একটি মাত্র ইঙ্গিতে তৃতীয় শ্রেণী রেল যাত্রীদের শৌচ ও প্রস্রাব সম্বন্ধে কষ্ট ঘুচিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট সামান্য চেষ্টা করিলেই বিশেষ সুফল ফলিবে। ধরিতে গেলে জমীদারদের এ সম্বন্ধে আপনা হইতেই বিশেষ অগ্রণী হওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, যখন প্রজার শুভাশুভের উপর তাঁহাদের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে তখন তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে কেন? ফলতঃ গ্রাম্য ব্যাঙ্কের মূলধনের অধিকাংশই তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা!

উপরি উক্ত দুইটি উপায় ছাড়া গ্রাম্য ভাষায় লিখিত ব্যাঙ্কের উপকারিতা বিষয়ক ছোট ছোট পুস্তিকার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। পুস্তিকাগুলি কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইলেই ভাল হয়। অল্প শিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকে পড়িয়া ব্যাপারটা কি যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে এবং অপরকে বুঝাইতে পারে পুস্তকগুলি এরূপ ভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক। কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইলে সহজেই সাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রোতাও অনেক জুটিবে' ইহাতে অতি সহজে লোকের মনে জিনিষটার উপকারিতা বদ্ধমূল হইবে। "পোষ্টঅফিস সেভিং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় ডাকবিভাগ এই উপায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত উপকার পাইয়া ছিলেন।

ইহার উপর যদি গ্রামের স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মধ্যে মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সম্বন্ধে সাধারণ স্থানে সভা করিয়া কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে "গ্রাম্য ব্যাঙ্ক' স্থাপনের উপকারিতা বুঝাইয়া দিবার ভার লয়েন—তাহা হইলে অনায়াসে ক্রমে ক্রমে এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মহাজনের অত্যাচারে প্রজার হাহাকার নিবারণ হয়—এবং আত্ম নির্ভর শিখিয়া দেশের লোক কতকটা শান্তিতে বাস করিতে পারে।

শ্রীললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সদালাপ। (২)

৭। সজ্জনতা। [ক] একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া চারি ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া ছিলেন। ঐ গাড়ির আগে ও পিছনে কয়েকটী অশ্বারোহী শরীররক্ষক সৈনিক ঘোড়া দৌড় করিয়া যাইতেছিল। ঐ সময়ে একটী ছোট কফিন [শবাধার বক্স] হস্তে একটী দরিদ্র লোক পত্নী ও কন্যাসহ গোরস্থানে শিশু সন্তানকে কবর দিতে যাইতেছিল। উহারা সামনে পড়িলে মহারাণী উহাদের পাশে ফেলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া আগে চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। যতক্ষণ উহারা বড় রাস্তা দিয়া চলিল ততক্ষণ মহারাণীর দলও ঐ শোকের মিছিলের সামিল হইয়া অতীব ধীরে ধীরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে বাধ্য হইল। পরে উহারা গোরস্থানের গলিতে প্রবেশ করিলে মহারাণীর দল বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। যে কেহ এই সৌজন্য দর্শন করিয়াছিল সেই রাজ্ঞীর মহানুভবতায় তৃপ্ত হইয়াছিল। ৺মহারাজ্ঞীর মন প্রজাসম্বন্ধে এইরূপ সহানুভূতি পূর্ণ ছিল বলিয়াই উহার এত গৌরব।

[খ] ইটালীর রাণী মার্ঘারিটা আল্পস পর্ব্বতে উঠিতে ছিলেন। পথে ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাত আরম্ভ হইল। আলপাইন ক্লবের একটী ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া রাণী ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর আশ্রয় লইলেন। ভ্রমণকারী নানাদেশীয় আরও জন কয়েক লোক ঐ কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল। রাণী আসিতেই উহারা কুটীরের বাহির হইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলেন। রাণী বলিলেন "এ দুর্য্যোগে আপনারা সকলেই আমার দেশে ও এই ঘরে আমার অতিথি; বসিবার স্থান না হউক সকলেরই দাঁড়াইবার স্থান হইবে। একত্রেই থাকা যাউক।"—যাহার পদ যত উচ্চ তাহার ততই অধিক সৌজন্যের প্রয়োজন বটে, কিন্তু সৌজন্য সকলেরই থাকা সঙ্গত। রাণীর এই ব্যবহার এদেশে রেলের যাত্রিগণ স্মরণ করিলে অনেক মারামারি ঠেলাঠেলি পৃথিবীতে কমিয়া যায়। "বসিবার স্থান না হউক দাঁড়াইবার স্থান হইবে।" একথা কয়জন বলেন। আর্ত্তের, স্ত্রীলোকের, বৃদ্ধের, শিশুর সুবিধার জন্য নিজেদের একটু অসুবিধা যেনা করে সে ত অভদ্র। যে কেহই অপরের জন্য ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করে সেই প্রকৃত ভদ্র। প্রত্যেক অপরিচিত ব্যক্তিকেই বন্ধু ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

৮। কৃতজ্ঞতা।—কোন কারিকরকে উহার মনিব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে তোমার মজুরীর টাকা তুমি কিরূপে খরচ কর। কারিকর উত্তর করে অর্দ্ধেক খরচ করি, সিকি ধার দিই এবং সিকিতে দেনা শোধ করি। অর্থাৎ অর্দ্ধেক খাওয়া দাওয়াতেই যায়; সিকিতে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করি এবং সিকি ভাগ পিতা মাতাকে পাঠাই। ছেলেমেয়েরা কখন ঐ দেনা শোধ করিবে কালকালে সে আশা না রাখাই

ভাল … তবে পিতামাতার সম্বন্ধে একটু কৃতজ্ঞতা পোষণ প্রয়োজনীয়।

দয়া।—সুইডেনের রাজার ভগিনী প্রিন্সেস ইউজিনী তাঁহার হীরা মুক্তার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া একটী হাঁসপাতাল প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। রোগীদিগের শুশ্রূষা জন্য ঐ হাঁসপাতালে তিনি সর্ব্বদা যাইতেন। একটী রোগী তাঁহার দয়ার মুগ্ধ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। রাজকুমারী ইহা দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—"আমার হীরকখণ্ডগুলিকে আবার দেখিতে পাইতেছি।"

১০। উন্নতির উপায়।—"যখন যে কার্য্য করিবে তাহা যতদূর ভাল করিয়া করিতে পার ততদূর ভাল করিয়া করিবে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে"যাহা করার উপযুক্ত তাহা ভাল করিয়া করা উপযুক্ত"[what is worth doing is worth doing well]। মনের এই ভাবে কার্য্য করাইতে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নতি—ইহার উপর আর্থিক উন্নতিও অনেক সময়ে হইয়া থাকে তাই উন্নতির উপায় ইহাকে বলা হয়। আমাদের সকল কাজই পূজাভাবে উৎকৃষ্টরূপে করিতে আদেশ। "যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং"—হে জগন্মাতা যাহা কিছু করি তাহাই যেন তোমার পূজাভাবে [পবিত্র মনে ভক্তি ও প্রেমের সহিত] করি। জনক রাজা অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এইভাবে কার্য্য করিয়াই রাজর্ষি পদবাচ্য ছিলেন। রাজ্য, ধন, শরীর সমস্তই ভগবানের—তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন—এই দাস ভাবের কার্য্যে লোভ, ক্রোধ অমনোযোগ অবহেলা প্রভৃতি একেবারেই অন্তর্হিত হয়।

১১। মার্কিন দেশে কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন যুবক দারিদ্র্য কষ্টে পড়িয়া একজন প্রধান সওদাগরের আফিসে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন; সওদাগর বলিলেন, "উপযুক্ত কাজ খালি নাই।" যুবক বলিল "যে কোন কাজ দিন। আমার … অন্নাভাব হইয়াছে।" সওদাগর বলিলেন "… সকলেই বলিয়া থাকে যে যে কোন কাজ … তারপর কাজ দিলে তাহা মনের মত হয় …" যুবক বলিল "পূর্ব্বে সেইভাব ছিল বটে; … এখন হতে কিছুমাত্র নাই এখন আর … ভাল করিয়া আসিয়া ছি যে যে কাজই হউক … করিব। ভগবান উহাই আমার জন্য … দিয়াছেন মনে করিয়া করিব।" সওদাগরের … ইহাও ছেঁদো কথা। প্রকৃত এরূপ মন পাশ করা ছেলেদের হয় না। তিনি বলিলেন "অফিসে ঢুকিবার রাস্তাটা মেরামত করার জন্য মজুরেরা উহা খুঁড়িতেছে তুমি কি উহাদের সহিত রাস্তা খুঁড়িয়া চারি আনা রোজ লইবে?" যুবক বলিলেন তাহাই করিব। "সওদাগর উহাকে একটি গাঁতি দিয়া কাজে লাগানর জন্য দারোয়ানকে হুকুম দিলেন। যুবক খানিকটা রাস্তা চিহ্নিত করিয়া লইয়া খুঁড়িতে লাগিলেন। পাথরের খোয়া গুলি খুঁড়িয়া একধারে সরাইয়া পরিষ্কারভাবে সাজাইলেন এবং কোদাল দিয়া ও হাত দিয়া নুড়ি সরাইয়া ঐ খোঁড়া স্থানও পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। অপর মজুরেরা যেখানটা খুঁড়িয়াছিল সে খানটায় সেদিন বৈকালে আফিস হইতে যাওয়ার সময় পাথরের নুড়ি ছড়ান থাকায় সওদাগরের গাড়ীতে হেঁচকা লাগিল—পাশ করা যুবক যেখানটায় কাজ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে খানটায় সেরূপ হইল না। সওদাগর লক্ষ্য করিলেন যে শিক্ষিতের ও সুতন্ত্রের উপযুক্ত কাজ বটে। পরদিন ঐ যুবককে মজুরদের সর্দ্দারী করিতে দিলেন এবং ॥০ রোজ দিলেন। রাস্তাটী এরূপ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল যে অন্য কোন রাস্তা সেরূপ হয় না। সর্দ্দার সর্ব্বত্র স্বহস্তে উঁচু নিচু ঢালু প্রভৃতি ঠিক করিতেছিল। যত্ন ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটিই হয় নাই। সওদাগর ক্রমে উহাকে অন্যান্য কাজের পরিদর্শনের ভার দিলেন। সব কাজই নিখুঁত হইতে লাগিল। ক্রমে যুবক সওদাগরের অংশীদার ও প্রধান কার্য্য কারক হইয়াছিলেন!—সকলেরই ঐহিক উন্নতি ওরূপ হওয়া সম্ভবে না, কিন্তু সকলেই পূজা বুদ্ধিতে ভগবৎ প্রীতিকামী হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সুচারুরূপে করিতে অধিকারী এবং বাধ্য।

১২। আর্ত্তে দয়া।—কথিত আছে কোন সময়ে ৺ কাশীর মন্দিরে স্বর্গ হইতে এক খানি সুবর্ণ নির্ম্মিত থালা পতিত হয়। ঐ থালায় লেখা ছিল "সর্ব্বাপেক্ষা যাহার ভালবাসা অধিক তাহার জন্য স্বর্গীয় পুরস্কার।" পাণ্ডারা ঢেঁটরা দিলেন যে দ্বিপ্রহরের সময় পুরস্কার প্রার্থীরা আসিয়া স্ব স্ব গুণপণার পরিচয় দিবেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই আসিয়া নিজ নিজ গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহার বিপুল বৈভব দরিদ্রদিগকে দান করিয়া ৺ কাশীতে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে ঐ থালা পাণ্ডারা দিলেন। কিন্তু থালাটী তখনি সীসায় পরিণত হইয়া গেল। পুরস্কৃত ব্যক্তি লজ্জায় থালা নামাইয়া রাখিলেন—থালা আবার সোণার হইল। পুরস্কার প্রার্থীরা মন্দিরের নিকটাগত দরিদ্রদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু টাকা ছড়ানই দয়ার লক্ষণ নহে। মন্দিরের অনতিদূরে একজন বৃদ্ধ রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি পড়িয়াছিল। তাহার দিকে কেহই দেখিতে ছিল না। একজন চাষা মন্দিরে পূজা করিতে আসিবার পথে উহাকে দেখিল। দয়ায় হৃদয় ভরিয়া গেল। সে উহার মুখে জল দিয়া বাতাস করিয়া অল্প একটু দুধ কিনিয়া আনিয়া উহাকে খাওয়াইয়া ও আশ্বাস দিয়া সেবা যত্নের দ্বারা উহাকে অনেকটা সুস্থ করিল। উহাকে ধর্ম্মশালার একটা কুঠারীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার পর পূজা করিবার জন্য মন্দিরে গেল। প্রধান পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখিয়া ছিলেন—হঠাৎ কি মনে হওয়ায় উহার হাতেই থালাখানি দিলেন। থালাখানি দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! ["৺ কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" আর্ত্তে দয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত। কোথাও কোন নিরাশ্রয় রুগ্ন যাত্রী বা সাধু পড়িয়া আছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া আনিয়া উহাঁরা সেবা শুশ্রূষা করেন। প্রবৃত্তি হইলে ঐ সেবাশ্রমের সাহায্যে কাপড় কম্বল, আহার্য্য বা টাকা পাঠান ভাল। গল্পটী বিজ্ঞাপন দিবার জন্য সেবাশ্রম হইতে প্রেরিত নয়। চাঁদা দেওয়ার ভয়ে যেন কেহ গল্পটীর রসাস্বাদে পরাঙ্মুখ না হন। দেওয়া না দেওয়া নিজের পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতের উপর নির্ভর করে। আমার বক্তব্য এই মাত্র যে সেবাশ্রম "সোণার থালা" পাওয়ার মতই কাজ করেন।]

শ্রীঃ—

রাজ-ভক্তি।

রাগিণী—ভৈরো।

তাল—একতালা।

চলে আই ভাই আয় চলে যাই,
করিতে রাজার বন্দনা;
রাজা হন যিনি, দেব তুল্য তিনি,
তাহা কি তোমরা জান না?
বিধাতৃ বিধানে মরতে রাজন
করেন নিয়ত পাপের শাসন,
তাই এত তিনি ভকতি ভাজন,
নাহিক তাঁহার তুলনা।
দুই জনে রাজা করেন দমন,
পালেন সতত শিষ্ট সেই জন,

আত্ম পর প্রতি সমান যতন,
সর্ব্বজীবে সম করুণা।
ধর্ম্মাধিকরণে রাজা দণ্ডধারী,
কার্য লয়ে প্রভু দাতা, হিতকারী;
বিপদ সাগরে সবার কাণ্ডারী,
ভাবিয়া সকলে দেখনা !
ভূভিক্ষে দীন ভক্ত হ'লে কোন স্থল,
কিংবা হ'লে মহামারী অমঙ্গল,
রাজাদেশে সবে পায় অন্ন জল:
রাজ ই নিবারে যাতনা !
ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কৃষিকর্ম্ম,
শান্তি সদাচার সুখ নীতি ধর্ম্ম,
স্থাপেন সর্ব্বত্র কত রম্য হর্ম্ম্য,
কে করে তাহার ঠিকানা !
সপ্তম এডোয়ার্ড ভারত নৃপতি,
ধরায় সুধন্য পুণ্য মহামতি,
ধনমান তাঁর সুকীর্ত্তি শকতি,
করিছে জগৎ ঘোষণা।
যদিও বিলাতে রয়েছেন তিনি,
যদিও তাঁহারে নাহি মোরা চিনি,
তবুও করিব সবে নিশি দিনি,
তাঁহার মঙ্গল কামনা !
শৌর্য্যে বীর্য্যে তিনি সর্ব্ব শক্তিমান।
দয়া ধর্ম্মগুণ পুণ্যের আধান,
তাই এস ভাই হিন্দু মুসলমান,
করিগে তাঁহার অর্চ্চনা।

শ্রীমির্জ্জা অখিল উদ্দীন আহম্মদ। হেড পণ্ডিত, সারেহ্না মধুদিয়া এম, ই, স্কুল, খুলনা।

——

এডুকেশন গেজেট

৪ঠা আষাঢ় ১৩১৬ সাল ইং ১৮ই জুন ১৯০৯ সাল

পাটীগণিত ও বিজ্ঞান পাঠ।

তৃতীয় মানের পাঠ।—অমিশ্র চারি নিয়মের পুনরালোচনা [ইংরাজিতে সংখ্যা লিখন সহ]

মিশ্র চারি নিয়মের শিক্ষা [ইংরাজিতে সংখ্যা লিখন সহ]

মিশ্র এবং অমিশ্র চারি নিয়ম সম্বলিত বিবিধ প্রশ্ন [প্রচলিত মাপ ওজন এবং মুদ্রা সম্বন্ধীয় ছোট ছোট লঘূকরণ সহ]

চতুর্থ মানের পাঠ—মিশ্র চারি নিয়মের পুনরালোচনা [ইংরাজীতে সংখ্যা লিখন সহ] এই আলোচনার সহিত অপেক্ষাকৃত কঠিন বিবিধ প্রশ্নের সমাধান করিতে ছেলেদের শিখাইতে হইবে। গুননীয়ক ও গুণিতক।

সরল ভগ্নাংশ [প্রথম চারি নিয়ম] এবং ঐ নিয়ম সম্বলিত সহজ সহজ প্রশ্ন।

পঞ্চম মানের পাঠ।—ছোট ছোট ভগ্নাংশ সরল করা। ভগ্নাংশের সহজ সহজ লঘূকরণ পৌনঃপুনিক দশমিক সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান। পৌনঃপুনিক দশমিকের যোগ ও বিয়োগ। সরল সাঙ্কেতিক, সরল বিল। ঐকিক নিয়ম সংক্রান্ত সোজা সোজা প্রশ্ন সোজা ত্রৈরাশিকের ন্যায়]

ষষ্ঠ মানের পাঠ—ভগ্নাংশ [সম্পূর্ণ] পৌনঃপুনিক দশমিক [সম্পূর্ণ] ঐকিক নিয়ম সম্বলিত বিবিধ প্রশ্ন [যৌরকেবসক ত্রৈরাশিকের ন্যায়] সাঙ্কেতিক [সম্পূর্ণ] পূর্ণরাশি এবং পৌনঃপুনিক দশমিকের বর্গমূল।

মানসাঙ্ক উল্লিখিত সকল শ্রেণীগুলিতেই শিখাইতে হইবে। অঙ্ক কষিবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অঙ্ক কষিবার প্রক্রিয়াগুলি যাহাতে ঠিক ঠিক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

অঙ্কের নম্বর দিবার সময় পরীক্ষক মহাশয়েরা এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন অর্থাৎ অঙ্ক কষিবার প্রক্রিয়াগুলি পর পর ঠিক ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবেন।

মধ্য বাঙ্গালা এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুল সমূহে নিম্নলিখিতরূপ অতিরিক্ত পাটীগণিত পাঠ পড়ান হইবে।—

তৃতীয়মান—সোণারূপা প্রভৃতি এবং ঔষধের ওজন বৎসর মাস প্রভৃতি সময় গজ, ইঞ্চি হাত প্রভৃতি মাপ এবং একার বিঘা প্রভৃতি সারা মাপ। লঘূকরণ দেশীয় প্রণালী অনুসারে মিশ্র চারি নিয়ম সংক্রান্ত সোজা সোজা বিবিধ প্রশ্ন।

চতুর্থমান—মিশ্র চারি নিয়ম সংক্রান্ত সরল সরল বিবিধ প্রশ্ন। কড়িকষা মনকষা সেরকষা মাস মাহিনা বৎসর মাহিনা।

পঞ্চমমান—চতুর্থমানের পাঠের পুনরালোচনা সোণাকষা সুদকষা বাটাকষা।

ষষ্ঠমান—বিঘাকালি কাঠাকালি হাতকালি ফুটকালি অয়াবন্দি নিটনকালি এবং ঐকিক নিয়মানুযায়ী সোজা সোজা বিবিধ প্রশ্ন।

বিজ্ঞান পাঠ। (১)

(তৃতীয়মান)

স্বাভাবিক ঘটনা—ছেলেরা একখানি করিয়া রোজনামচা রাখিবে। স্বভাবের যে সব ঘটনা তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে ঐ খাতায় তাহা লিপিবদ্ধ রাখিবে।

তৃতীয়মান শ্রেণীতে যাহারা পড়ে তাহারা লিখিতে জানে, সুতরাং যে ছেলে স্বভাবের যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবে ঐ খাতায় তাহা লিখিয়া লইবার জন্য শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন। খাতায় ছেলেদের নাম থাকিবে। যে ছেলে স্বভাবের যে ঘটনা দেখিয়াছে তাহা খাতায় লিখিত থাকায়, ঐ খাতাগুলি পড়িতে বড় আমোদ বোধ হইবে। গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ স্কুল দেখিতে আসিলে ঐ খাতা গুলি তাঁহাদিগকে দেখাইতে। তাঁহারা উহাতে নাম স্বাক্ষর করিবেন। খাতা নষ্ট না করিয়া ছেলেরা যাহাতে উহা রাখিয়া দেয় শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে সে কথা বলিয়া দিবেন এবং খাতা গুলি যাহাতে রাখিয়া দিবার মত হয় সেইরূপ করিয়া উহা তৈয়ার করিতে ছেলেদের উপদেশ দিবেন। জল বায়ুর অবস্থা উহাতে যেন নিয়মমত লেখা হয়। শিক্ষক মহাশয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। ক্রমশঃ স্কুল সমূহে জল বায়ু নির্ণায়ক যন্ত্র সমূহ রাখা হইতে পারিবে। প্রত্যেক শ্রেণীর ছেলেরা স্কুলের প্রাঙ্গনে একখণ্ড জমি দেখিয়া লইয়া ঠিক লম্বভাবে একটি কাঠি তথায় পুতিয়া রাখিবে। এবং সেই কাঠির ছায়ার অগ্রভাগ দিবসের কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে থাকে তাহা ঠিক করিয়া একটী একটি দাগ দিয়া রাখিবে। সূর্য্য উদয় হইবার সময় এবং অস্ত যাইবার সময় কোন দিন কোথায় উহার অবস্থান তাহা প্রত্যহ অথবা সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিবে। বিভিন্ন ঋতুতে উহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহার ঠিকানা থাকিবে। এইরূপ সমস্ত ঠিকানা করিয়া রাখিলে একটী সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত হইবে, এবং শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের উহার ব্যবহার বুঝাইয়া দিবেন। সূর্য্যের গতি এইরূপে ছেলেদের অনেকটা জানা হইয়া গেলে ছেলেরা চন্দ্রের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করিবে, সূর্য্যের গতির ন্যায় চন্দ্রের গতির বিষয় জানা ছেলেদের তত্তটা সহজ বোধ হইবে না, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় ঐ বিষয়ে ছেলেদের এরূপ আগ্রহ জন্মাইয়া দিবেন যাহাতে ছেলেরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এবং প্রত্যূষে চন্দ্রের গতি লক্ষ্য করিতে শিখে। যে ছেলে যেরূপ দেখিয়াছে স্কুলের অপরাপর ছেলেদের নিকট তাহা গল্প করিবে। খাতায় উহা লিপিবদ্ধ থাকিবে। একটা লম্বা কাঠি লম্ব ভাবে পুতিয়া তাহাতে

...লাগাইয়া বায়ুর বল ও গতি পরীক্ষা করিবে এবং কত বৃষ্টি হইল তাহার পরীক্ষার জন্য ... বরোমা তৈয়ারি যন্ত্র রাখিবে। শ্রেণীর ... বালকদিগের সম্মুখে মাপা হইবে। প্রত্যেক ...র নিকট একটী করিয়া ফুট মাপ থাকিবে। ... কাটিতে ইঞ্চি ভাগ করা থাকিবে। মাপ কাঠির এক মুড়ায় এক ইঞ্চি দশভাগে এবং আর এক মুড়ায় এক ইঞ্চি ষোল ভাগে ভাগ করা থাকিবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

সম্বন্ধ নির্ণয়। বঙ্গ দেশীয় জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত।—

হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত (কাব্যনির্ণয় ও ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা) শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা এস কে লাহিড়ী কোং দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ২॥ টাকা। ৭৬০ পৃষ্ঠায় ... পুস্তক।

...ধৃত কুলার্ণব তন্ত্রের বচন গ্রন্থের উপরিভাগে সুসঙ্গতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তিরিতিহাস পুরাতনম্।
সর্ব্বতীর্থেং সদা ভক্ত্যা দেবর্ষি স্বধাভুজাম্॥

এই পুস্তকে জাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য বহু ... পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে ইহা একখানি উজ্জ্বল রত্ন। নব্য সভ্য-বঙ্গীয়দিগের মধ্যে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান সকল হইতেছে—তাঁহাদের সহিত গ্রন্থকারের অনেক বিষয়ে মিল নাই। কিন্তু এ বিষয়ের সকল বিচারেই এই পুস্তকের উল্লেখ (হয় সাহায্য লইবার না হয় মত খণ্ডন চেষ্টা করিবার জন্য) ...করে আবশ্যক হইবে।

...কার ৬৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ডোম ... কোন জাতি অশৌচ সংকোচ করিতে পারি... তাহারা উর্দ্ধ সংখ্যা ত্রিরাত্র মাত্র অশৌচ ...।" ৬৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বিশ্বামিত্র ... ব্রাহ্মণ তখনও তাঁহাকে পিতৃপিণ্ডদানে ক্ষত্রি-...র বংশ উল্লেখ করিতে হইয়াছিল।" ...ক্ত বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ ... না যুক্তিমুখে ইহা স্থির হইয়াছে? ইহা ... কৌতূহল অনেকেরই হইবে।

৬৮৫ পৃষ্ঠা হইতে কায়স্থের জাতি বিচার সম্বন্ধে নুলো পঞ্চাননের উক্তি উদ্ধৃত আছে। শূদ্রাগর্ভে ক্ষত্রিয় ঔরসে কায়স্থের জন্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কায়স্থ কার্য্যদোষে পতিত ক্ষত্রিয় হউন আর শূদ্রা-দোষযুক্ত হউন সে বিষয়ে বৃথা তর্কের প্রয়োজন কিছুই নাই। কার্য্যগুণে কায়স্থ সৎশূদ্র মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান হিন্দু সমাজে পাইয়াছেন।

• সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৩৬২ পৃষ্ঠায় রোহিলা খাকের কথা আছে। ৪১১ পৃষ্ঠায় হিরণ্যের বংশের কথা আছে।

(১) রোহিলা খাকের সহিত রোহিলাখণ্ডের মুসলমানী দোষ।

ভাদুড়ী, প্রচণ্ড খাঁ রোহিলার মহিলা
বাদশার দেওয়ান হয়ে সাথে লয়ে ছিলা।
সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি দু ভাই।
দেশে আসি মাজা কহে "হাম রোহেলা বায়।

এ অপবাদ সত্য যদিই হয় তথাপি রোহিলা খাক এখন আর সৎ সমাজে অচল নয়।

(২) হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তানেরা বেনেনী গর্ভজাত বলিয়া কথা আছে। নুলো পঞ্চানন বলিয়াছেন—

চক্রেতে বিবাহ দেয় জাতির কি আছে ভয়
লোকে তান্ত্রিক বামন কয়।
হিরণ্য মরিয়া যায় পুত্রাদির সাহস হয়
দ্বিজবলি দিতে পরিচয়।
সাত পৌত্র সাতঋষি তুল্য সপ্তর্ষি মহর্ষি
তবু সুব্রাহ্মণে নাহি চায়॥
পুত্রের সন্ততি যত বিদ্যায় গীষ্পতিমত
নানা দেশ ভ্রময়ে কথায়॥
ক্রমে শূদ্রাদি যাজন প্রথা আছে ত যেমন
আস্তে আস্তে উঠিল সভায়।
বিদ্যার গৌরবে লোকে পাঠ পড়িতে ডাকে
সেই হৈল ব্রাহ্মণের গোড়া।
নিয়ে দোপোড়া তেপোড়া যেত আরো ছুচার পোড়া
হিরণ্যের খাদ যেত উড়ে॥

এক্ষণে হিরণ্যের খাকের খাদ প্রকৃতই উড়িয়া গিয়াছে। যেরূপ সদাচার, বিদ্যারচর্চ্চা দ্বারা ব্রাহ্মণ বংশে বেনেনীর খাদ উড়িয়া চক্রের উপর গেল, কায়স্থের শূদ্রাখাদ বা পাতিত্য দোষ কেনই বা ক্রমে উড়িবে না। "নুলো পঞ্চানন কয়, জাতীয় দোষ অক্ষয়"—এ কথা সত্য হইলেও না হয় ক্ষত্রিয় নামধারী সদাচার সম্পন্ন বিনয়ান্বিত কায়স্থের সহজে রাজপুতের সহিত বিবাহ ঘটিতে না পারে। কিন্তু সাধারণ "কায়স্থ খাকের ক্ষত্রিয়" সংখ্যা নিতান্ত কম হইবে না। ১১ রাজপুতের তের হাঁড়ি ছিল না হয় ১৩ ক্ষত্রিয়ের ১৭ হাঁড়ি হইবে এই মাত্র। ক্রমে তাহাও যাইতে পারে। ফলতঃ ভীতিশূন্যতা, স্বার্থত্যাগ, শাস্ত্রচর্চ্চা, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের গুণগ্রাম অনুশীলনে বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ কায়স্থ সমাজ যে আবার ক্রমশঃই উচ্চতর হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষানুক্রমিক গুণ কর্ম্মের বলে জাতির উচ্চতা ঘটা অবশ্য ভাবী।

এই সকল কথা শুধু কায়স্থের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত নয়। সকল জাতির সম্বন্ধেই ইহা খাটে। ব্রহ্মনিষ্ঠা, উদারতা, ধৈর্য্য, ত্যাগ, শিক্ষায় অগ্রবর্ত্তিতা, শিক্ষাদানে অকাতরতা, হিতাহিত জ্ঞান, হৃদয়ে শান্তি, ধৃষ্টতায় উপেক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণের অনুশীলন না রাখিলে ব্রাহ্মণ সমাজ ক্রমেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। রসায়ন বিজ্ঞান, কল কারখানার কাজ ও ব্রাহ্মণকে শিখিয়া লইয়া বিনা "ফি"তে ... দিতে হইবে। ব্রাহ্মণই সমাজের শিক্ষক; ... ত্যাগ করিলে সমাজেও সম্মান খর্ব্ব হইবে। ...চার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেন। মহর্ষিরাই ... গ্রন্থ সকল লিখিয়া গিয়াছেন।

২। মহাশ্মশান বা দেহের পরিণাম আধ্যাত্মিক চিত্র মূল্য। ০ আনা মাত্র। ১১১ নং বারাবাজার কলিকাতা আর্য্য চিত্রালয় ও প্রেস হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ এই চিত্র এবং আরও ১৫ খানি চিত্র পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছাপা ভাল। ... মুখে সর্ব্বজীবের প্রবেশ ও শ্মশানের চিত্র প্রত্যহ ভাবিয়া দেখিবার জিনিস। ... হিন্দুর শিক্ষায় প্রধান অঙ্গ।

চিত্রাবলী।—... সহকারী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র সম্পাদিত। মূল্য ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ... ১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধান ভাল দেশী কাগজে ছাপা ১২ পেজী পুস্তক ২০৬ পৃষ্ঠায় ১৫টী গল্প আছে। ৬ জন লেখকের গল্প একত্র করা হইয়াছে। কয়েকটী গল্প আমাদের খুব ভাল লাগিল।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] রণজিতের জীবন যজ্ঞ নামক পুস্তকের প্রণেতা বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রকা

শক বাবু দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মুদ্রাকর বাবু অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থরনহিলের নিকট মোকদ্দমার বিচার হইতেছে। সরকার পক্ষে মিঃ হিউম মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আসামীর পক্ষে আছেন বাবু যতীন্দ্রমোহন ঘোষ। মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মিঃ হিউম আদালতকে এই কথা জানান যে, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে এই মর্ম্মে পত্র পাইয়াছেন যে আসামীরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, ঐ পুস্তকের বিষয় লইয়া যাত্রা না করে এবং পুস্তকগুলি সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে সমর্পণ করে তাহা হইলে জরিমানা করিয়া আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আসামীদের উকিল আদালতকে বলেন যে, তাঁহার মক্কেলেরা ঐরূপ সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অতঃপর আদালত পুলিস সুপঃ অলড্রিজ এবং গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক বাবু মন্মথ রুদ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ আসামীদিগের নামে চার্জ্জ করিয়া প্রত্যেককে ১০৲ হিসাবে অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

[বর্দ্ধমান] বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ ম্যাকফর্সন মেদিনীপুরের বোমাঘটিত মোকদ্দমার ব্যাপারে তদন্ত করিতেছেন। মিঃ কে, বি দত্ত, উপেন্দ্র নাথ মাইতি, নাড়াজোলের রাজার ম্যানেজার প্রমুখ ছাব্বিশ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে। সংবাদ পত্রের রিপোর্টার দিগকে সাক্ষ্য গ্রহণ স্থলে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। মিঃ ওয়েষ্টন এবং লালমোহন বাবু ও মৌলবী সাক্ষীদিগের জেরা করিতেছেন।

[পাঞ্জাব] লাহোরের মিউনিসিপাল কমিটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে দশ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাধারণের নিকট হইতেও চাঁদা আদায় হইতেছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক বার হাজার টাকা উঠিয়াছে। লাহোর মিউনিসিপ্যাল কমিটীর কর্ম্মচারিগণ প্রদর্শনী কমিটীর কর্ম্মচারিদিগের সহিত একযোগে যাহাতে প্রদর্শনীর কাজ কর্ম্ম ভালরূপ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

[সাধর] সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৪ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমগ্র প্রদেশে সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। বেহার অঞ্চলে এবং বীরভূম দার্জ্জিলিং কুচবেহারে বৃষ্টি কিছু বেশী পরিমাণে হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গে ১৯.০৪ ইঞ্চি এবং কুচবিহারে ৩৬.৩৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর বেহার ও ভগলপুর বিভাগ এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, পাটনা শাহাবাদ এবং সম্বলপুরের স্থানে স্থানে ৭·১৮ হইতে ১৫·৩৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। বাঁকুড়া, চম্পারণ পুর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে বৃষ্টিতে কৃষি কার্য্যের অনেকটা ব্যাঘাত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া এবং বীজ বপন করার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। ক্ষেতে যে সকল ফসল আছে তাহাদের অবস্থা ভাল। পাট ইক্ষুর অবস্থাও ভাল। গত সপ্তাহের সহিত তুলনায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, চব্বিশ পরগণা, গয়া, চম্পারণ, মুঙ্গের সাঁওতাল পরগণা বালেশ্বর এবং সম্বলপুরে সাধারণের ব্যবহার্য্য চাউলের দর কিছু চড়িয়াছে।

ইমারত নষ্ট করিতে অশ্বথ গাছ যেমন তেমন আর কিছুই নহে। এই বর্ষার সময় ইমারতের বিশেষতঃ পুরাতন ইমারতের নানাস্থানে অশ্বথ গাছ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহস্থেরা এ বিষয়ে এতদূর উদাসীন যে, অশ্বথ গাছ বাড়িয়া যখন এরূপ হয় যে অনেকটা স্থান ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে আর তাহাকে মূল সমেত উপড়ান যায় না, তখন তাঁহাদের চৈতন্য হয়। গাছ জন্মিবা মাত্রই যদি উহা তুলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শেষে অত বেগ পাইতে হয় না। আমাদিগের বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গাছ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মুখে হিং গুলিয়া দিলে সে গাছ আর গজায় না। ভিতরে শিকড় নষ্ট হইয়া যায়। সকলেই এটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী জুলাই মাস হইতে হুগলি কলেজে প্লীডারশিপ শ্রেণী পুনর্ব্বার খোলা হইবে। বাবু অম্বিকা চরণ মিত্র এম এ বি এল কলেজের "ল" লেকচারার হইবেন। যাঁহারা এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে কোনও কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট তাহা জানিতে পারিবেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর আগামী ২২শে জুন তারিখে হুগলি কলেজের কলেজ শ্রেণী খোলা হইবে। আপাততঃ এই কয়টি বিষয়ে এই কলেজ এফিলিয়েটেড হইল।——

(ক) ইণ্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান)—ইংরাজি সাহিত্য, ভার্ণাকুলার রচনা গণিত ফিজিক্স, এবং রসায়ণ।

(খ) ইণ্টারমিডিয়েট (আর্টস)—ইংরাজি সাহিত্য, ভার্ণাকুলার রচনা, ইতিহাস, গণিত, সংস্কৃত পার্শি, ফিজিক্স এবং রসায়ণ।

বি এ—ইংরাজি সাহিত্য পাশ] ইতিহাস পাশ, গণিত [পাশ এবং অনার] সংস্কৃত [পাশ এবং অনার] পার্শি [পাশ] ভার্ণাকুলার রচনা।

কলেজ খোলার পর ৩ সপ্তাহের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে হইবে। ইণ্টার মিডিয়েট [বিজ্ঞান] প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্র লওয়া হইবে। সুতরাং ঐ শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব যেন আবেদন করেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল।

এবার ব্রহ্মদেশের নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

(১৯০৯)

প্রথম বিভাগ।

ইংরাজী বর্ণমালানুসারে

আবাই বেসিন সা কারেন মিশন হাই ও স্বামীয়া দিয়া শিক্ষক; অংথীন মৌলমেন গবর্ণ নর্ম্মাল এডিয়েট হেমরি রেঙ্গুন সেণ্টপল আইম রেঙ্গুন সেণ্ট জন্স বা—বা বেসিন মিউনি বা কিন রেঙ্গুন ব্যাপ্টিষ্ট মং [১৪৮৪] রেঙ্গুন গবর; প মৌলমেন গবর নর্ম্মাল থ রেঙ্গুন সেণ্টজন্স চার্লস মগথীন শিক্ষক। চট্ট কে সি মৌলমেন সেণ্ট পেট্রিক। চিট্ট সি ৩৭৬০ মৌলমেন গবর নর্ম্মাল ছটিলাল রেঙ্গুন সেণ্ট পল; সি কান সাই রেঙ্গুন গবর, সি এস :গোপালকৃষ্ণ রেঙ্গুন সেণ্টজন্স. ডি সন্তোষ ওয়ালটার সেণ্টজন রেঙ্গুন সেণ্টপল; এইচ হানসন মৌলমেন গঃ নঃ। গা রেঙ্গুন গঃ। ইগ নেটি রস এম প্রাইভেট, জিন রাম মৌলমেন গঃ নঃ; কে দামোদর রাম পিলাই রেঙ্গুন সেণ্টপল, খু পু এইন ঐ; কে সকলগুণব রেঙ্গুণ সেণ্ট জন্স, কে তেক টাবেদী মৌলমেন গঃ নঃ। লাজারে ক্রেলেয়ার রেঙ্গুন সেণ্টাল, সিহোক সিন ঐ লা মি রেঙ্গুন ব্যাপ্টি, মেরিয়ানো চার্লস পেট্রিক রেঙ্গুন সেণ্টপল মং বা হান ঐ, বা খিন মৌলমেন সেণ্ট পেট্রিক, বাজাব রেঙ্গুন সেণ্টপল, ই নৌলমেন গঃ নঃ লুন রেঙ্গুন ব্যাপ্টিষ্ট, মং মৌলমেন গঃ

বর্দ্ধমান বিভাগ

রামশরণ ঘোষ ওয়েস্লীয়ান মিশন বাঁকুড়া, কানাই লাল মণ্ডল হুগলি, জ্যোতিশ চন্দ্র মণ্ডল ওয়েস্লীয়ান মিশন সত্যেন্দ্রনাথ মুখো বর্দ্ধমান, রাজ, নলিনাক্ষ মুখো হেতমপুর, জ্ঞানদা শঙ্কর গুপ্ত হুগলি, প্রিয় গোবিন্দ দত্ত ওয়েস্লীয়ান মিশন,

পাটনা এবং ত্রিহুত বিভাগ

ফণীভূষণ মুখো পাটনা, বলদেব সহায় বাঁকীপুর বি এন, নাজিম উদ্দীন পাটনা কেশব চন্দ্র সুর ঐ,

ভাগলপুর বিভাগ

সুশীল কুমার মৈত্র টী এন জুবি শিবদাস ভট্টাচার্য্য ঐ

উড়িষ্যা বিভাগ

নারায়ন মোহন দে র‍্যাভেন্স বিজয় গোপাল ঘোষ ঐ,

ছোটনাগপুর বিভাগ

নন্দ লাল ভগত হাজারিবাগ,

আদিমবাসীর বৃত্তি— \

আনন্দ মোশি টোকোন হাজারিবাগ (আর একটি এখনও দেওয়া হয় নাই ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি

সাধারণ—ভগলপুরের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ পেরট্ উক্ত জেলার অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন॥ ডেঃ মাঃ বাবু কান্তিভূষণ সেন ছোটনাগপুর বিভাগের কমিঃ পার্শ্ব আসিষ্টান্ট হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু হেমকুমার মল্লিক আম্বুলের সদর মহকুমার কর্ম্মচারী " হইলেন। ছুটি প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু যোগেন্দ্রকুমার সিংহ রাঁচির সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ মৌঃ সৈয়দ ইজহার হোসেন সাহাবাদের সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রোবেঃ ডেঃ কঃ মিঃ নরেন্দ্রকুমার রায় অষ্টম শ্রেণীর ডেঃ মাঃ হইয়া ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। সাওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ বাবু বিপিনচন্দ্র বন্দ্যো ভারত গবর্ণমেন্টের রেলওয়ে বোর্ডের কর্ম্ম পাইলেন। ছোটনাগপুর বিভাগের কমিঃর প্রতিনিধি পার্শ্বঃ আসিষ্টান্ট বাবু গঙ্গা গোবিন্দ গুপ্ত ছয় মাসের ছুটি পাইলেন। আম্বুলের সদর মহকুমার কর্ম্মচারী বাবু বৈদ্যনাথ মিশ্র ছ মাসের ছুটি পাইলেন।

বিচার—মিঃ সৈয়দ মহঃ আরিফ ব্যারিষ্টার পাটনা সদরের মুঃ হইলেন। আয়ার মুঃ বাবু বিনোদ বিহারী মিত্র বর্দ্ধমান সদরের মুঃ হইলেন। বর্দ্ধমানের মুঃ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ আয়ার মুঃ হইলেন।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের সব ডেঃ কঃ বাবু ক্ষেত্র মোহন মুখো ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। বাবু সাতকড়ি পতি রায় রাঁচিতে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সার্ভেয়িং শিক্ষক বাবু চুনীলাল সরকার উক্ত কলেজের সহকারী প্রোফেসর বাবু সুরেন্দ্র কুমার বোস এক মাসের ছুটি পাইলেন।

কৌতুক কণা

(১) ইংরাজ মহিলা। (চীনীয় মহিলার প্রতি) পা ছোট থাকিবে এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া লোহার জুতা পরার দারুণ কুপ্রথায় ভগ্নি! তোমাদের কতই না কষ্ট হয়!

চীনীয় মহিলা। ভগ্নি! পা টিপিয়া রাখার কুপ্রথায় আমাদের যত কষ্ট হয়, কোমর সরু দেখানর সাধে তোমাদের লোহার শিকের চাপের প্রথায় অবশ্যই তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্ট হয়। বুকে পর্য্যন্ত চাপ পড়ে!

(২)

(কাবুলে) ডাক্তার মিস্ হ্যামিলটন। "অবরোধ প্রথায় আপনারা পৃথিবীর কিছুই দেখিতে পান না। আপনাদের অবস্থার জন্য প্রকৃতই আমাদের দুঃখ হয়। আমি নানা দেশ দেখিয়াছি।"

আমীর পত্নী। "আমাদের কিন্তু মনে একটা দুখ আছে যে, অতি সামান্য অবস্থার মুসলমানের ঘরের মেয়েদেরও বাপ ভাই ও স্বামী সহজে খাওয়ায় এবং সর্ব্ব প্রকার বাহিরের কষ্ট হইতে রক্ষা করে। এই যে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আপনাকে ডাক্তারী করিতে আসিতে হইয়াছে পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আপনার নিজের কেহই নাই অথবা আপনাদের দেশে মেয়েদের প্রতি বড়ই অযত্ন এই ভাবনায় আপনার জন্য আমাদের বড়ই করুণার উদ্রেক হয় এবং সে কথা আমাদের মধ্যে সর্ব্বদাই হয়।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A teacher for the Primary classes of the Bengal National College & school. None but those who have passed the Normal Third year Examination (ত্রৈবার্ষিক) and have knowledge of Kindergarten need apply Salary Rs 25 Apply to the Secretary, National Council of Education, Bengal, 166, Bowbazar Street, Calcutta.

A B A on Rs 100 and an F A on Rs 30. Apply to Dr. Mead, Mission House Faridpur.

A grduate assistant Hd master and a Normal passed Kindergarten Pandit for H E school on Rs 45 and Rs 20 respectively quarters free. Po Poddardihi (Manbhum).

Required for the High School at Pirojpur, Bakarganj, the following teachers:—

Hd Master on Rs 100 A B A (B Course) Rs 60 2 read up to B A Standard or passed F A One strong in Sanskrit Rs 40 each. An F A Rs 30 Persian Teacher possessing a working knowledge of English Rs 30 to 40 according to qualifications. A Passed Entrance Candidate with good handwriting Rs 20 Selected candidates will have to join their appointments on the 1st July, 1909, the date from which the school will be provincialised. The school, though initially under the immediate control of the Education

...partment, will ul imately be handed ...ver to a local Committee and the ...al holding an appointment in the ...ovincialised school wi l confer no ...ferential claim to Government ... Applications with copies of ...monials should be forwarded to this ... on or before the 15th June. ...ndidates are requested to state ... age, schools and colleges in which ... have read, past services and home ... with village and post off ce. ... Stapleton Inspector of Schools ...acca Division.

A plucked B A strong in English ... master, an F A strong in Mathe...tics as fifth master and an Entrance ... sixth master on a monthly ...ary of Rs 25, 20 and 15 respectively ... the Ethora Sreesh chandra Inst. Apply to Babu Nikhil nath Roy ... secretary po Ethora via Sitaram... E I Ry.

A Hd master F A and Teachership ...amination passed for the Bhogpur ...hisya M E school on Rs 20 rising ... per month. Boarding free. stick ... least for 2 years. The sch ol situa... just by the side of Bhogpore station ... N Ry po Sagarbarh, Midnapur.

...graduate competent to teach the ...atriculation optional Subjects under ... new Regulations. Apply stating ... to B bu Girja Prassuna Mukerjee ...sident Gobardanga H E school ...mittee.

...n F A 5th teacher for the Santi... Municipal school on Rs 25 rising ... Rs 28. Apply to Babu Kumud ... Dasgupta Chairman, Santipur ...cipalty and Subdivisional officer, ...hat.

...graduate Mathematical teacher ... for the Yusuff H E school ...

An F A teacher for an aided M E ... on Rs 20. Private tuition ... Apply to Babu Kali Pada ... Belerhat Dispensary Majlda po ...).

...ained Vernacular teacher for ...ikgonj H E school on Rs 15 ... Apply to G C Nag subdi...onal officer Manikgonj.

Candidates for the posts of Hd master, 2nd master, and First Vernacular teachers of aided M E and M V Schools. A large number of vacancies are available. The pay attached to the posts are Rs 25—30, Rs 16—20 and Rs 16—20 respectively, and the qualifications required are F A passed, Entrance passed, and Normal passed. The applications should state the age, caste, qualificat ons and previous experience of the candidates and mu t reach this office on or before the 30th June 1909. Candidates must be prepared to enter into an agreement to stick to their posts for three complete sessions. J N Gupta Chairman, D B Noakhali.

A Mahomedan Hd Pandit for Dhunat M E school on Rs 15 beside free board and lodging. নর্ম্যাল দ্বৈবার্ষিক ন্ po Dhunat, Bogra.

A B A teacher on Rs 40 rising to Rs 50 on approved service, in two years Apply to H Chatterje M A Ondal po Burdwan Dt.

Two graduates as Hd master and 2nd master for the Nasigram H E school, Burdwan. One must be strong in English and the other strong in Mathematics salary Rs 50 to 60 and Rs 40 to Rs 45 respectively. Private tuitions available. Po Nasigram.

An F A teacher for the Noapara H E school on Rs 20 to Rs 25 according to qualification Bo rding and lodging free. Po Guzra, Noapara, Dt. Chittagong.

B A Hd master for the Royail H E school (Dt. Dacca) on Rs 50 a month.

For the Rajkumar Edward Institution, Bajitpur, Faridpur a Hd master M A or an experienced B A with honours in English and an assistant Hd master B A strong in Mathematics on Rs 65 to 75 and Rs 50 to 60 respectively with an ncrement of Rs 5 every year and an undergraduate strong in History on Rs 25 to 30.

An A course graduate strong in English as an Additional Teacher, for the Ramgopalpur H E school (Mymensingh Dt), on Rs 50 a month. To stick twoyears

An F A or a plucked B A except Brahmin as a teacher for Patdaha Gangadhar Institution. Salary Rs 20 per mensem. Boarding and lodging free. Apply to Babu Dwarka Nath Burmon Patdaha, Sorisha po Dt 24 Pergs.

An Entrance passed 2nd master for the Champapukur M E school on Rs 16 with free borad and lodge po Champapooker, 24 Pergs.

A Brahmin F A Hd master for the Kaligang M E school on Rs 20 to 25 according to qualification and a Brahmon Entrance passed 3rd master for the same school on Rs 10 with free board and lodging in both cases. Po. Sholapatty via, Kalkina Dt Faridpur.

An F A Hd master for the Kulipara M E school on Rs 25 per month lodging free. Po. Pindira, Dt Hooghly.

An F A Hd master for the Bighat Govt school on Rs 23 a month. Lodging boarding free on private tuition. Apply to the Manager Babu Keshori mohon Roy. Po Bighati Dt Hooghly.

জেলা চট্টগ্রাম হিলট্রেকট বান্দরবান মইং স্কুলে একজন নৰ্ম্মাল হেঃ পঃ। ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ অভাবে বড়ুয়ার দাবী অগ্রগণ্য। বেতন মাসিক ২০ টাকা বাসাভাড়া লাগিবে না, পোঃ আঃ বান্দরবান চট্টগ্রাম হিলট্রেকট

গোকুল নগর মধ্য স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ জনৈক শিক্ষক। আবা ও ১০ টাকা হেডপণ্ডিতের নিকট আবেদন গ্রাহ্য পোঃ নন্দীগ্রাম জেলা মেদিনীপুর।

কামার জানী মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন আপাততঃ ১২ ও আবা গাইবান্ধা রেলষ্টেশন হইতে ৮।৯ মাইল পূর্ব্বদিকে ত্রিস্রোতা নদীর নিকটে অবস্থিত। পোঃ কামার জানি, রংপুর।

"উত্তি মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাস মাষ্টার জাতি কায়স্থ, মাসিক বেতন ১২ ও আবা। শ্রীকেশব চন্দ্র পাল মোক্তার সাং নৈনান পোঃ উত্তি

শিমুলবাড়ী উঃ প্রাঃ স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ নূ শিক্ষক বেতন ১০ টাকা। বাসা ও খোরাক পাই

বেন। শ্রীহরি কিশোর দাস শিমূলবাড়ী পোঃ মিরগঞ্জহাট রংপুর

মুর্শিদাবাদ জেলার বারুইপাড়া সার্কেল স্কুলে পোঃ বারুইপাড়া একজন এণ্ট্রান্স পড়া বেতন ১৪ টাকা বা ১৫৲ টাকা। বাসস্থান মিলিবে। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

সুকনের পুর উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ কিছু ইংরাজী জানা একজন হেঃ পঃ বেতন ৮৲ ও ১০ টাকা ও আবা

পাইকাইল মইং স্কুলে ২০ টাকা বেতনে ট্রেনিং পাশ হেঃ পঃ। কায়স্থ হইলে আবা। ৩০শে জুনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ পাইকাইল ময়মনসিং

এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন আপাততঃ ১৫ টাকা। মুসলমান কিম্বা কায়স্থ হইলে আহারীর পাইতে পারেন। শ্রীমাণিক উদ্দীন সরকার চান্দাইকোণা মধ্য ইংরাজী স্কুল গ্রাম ধনকুণ্ডী (বগুড়া)

২৪ পরগণা বরদা মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন আবা বাদে ২২ টাকা পাইবেন। বরদা কলিকাতার সন্নিকট; ৩০শে জুনের ভিতর লোকের আবশ্যক পোঃ সহরারহাট, ডায়মণ্ড হার্ব্বার।

পাঁচড়া রানী পাথর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা আবা পাইবেন। পোঃ পাঁচড়াহাট ভায়া দুবরাজপুর, বীরভূম

সিউড়ি থানা কালেকটরী ভুক্ত পাট চন্দ্রপুরের জন্য একজন গোমস্তা বেতন যথাক্রমে ৪০৲ ও ১৫ টাকা সরকারী হইতে আবা পাইবেন। শ্রীকমলা কিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার পাঁচড়া সদর কাছারী পোঃ পাঁচড়া হাট ভায়া দুবরাজপুর বীরভূম

নারায়ণপুর মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫ টাকা পোঃ নারায়ণপুর জেলা বীরভূম।

জেলা মেদিনীপুর, রামচন্দ্রপুর মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা আবা পাইবেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই আবেদন সমান আদরণীয় শ্রীসৈয়দ মহম্মদ আলি পোঃ বির্শাপুর ভায়া ডেবরা জেলা মেদিনীপুর

আমার ষ্টেটের সর্ব্ব কার্য্য পরিদর্শন জন্য একজন ম্যানেজার বেতন ২০ টাকা জমিদারী কার্য্য জানা চাই। ও একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন ৮ টাকা উভয়ে আবা পাইবেন শ্রীহীরালাল মিশ্র জমিদার ষ্টেট বাড় উত্তর হিজ্‌লী লক্ষা পোঃ বাড় উত্তর হিজলী গ্রাম জেলা মেদিনীপুর.

জেলা মেদিনীপুর পোঃ গড় হরিপুর পুরাগড় মইং স্কুলে হেঃ মাঃ এফ এ চাই। বেতন ২০৲. একটী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইলে আবা,

জেলা ত্রিপুরা পোঃ জাফরগঞ্জ জাফর গঞ্জ রাজ মইং স্কুলে একজন হেঃ পঃ। নূ বৈবার্ষিক চাই বাসস্থান পাইবেন, বেতন আপাততঃ ১৬ টাকা।

বানীয়াড়া সার্কেল স্কুলের জন্য আবাও দশ টাকা বেতনে ছাত্রবৃত্তি ও এণ্ট্রান্স পাশ একজন দ্বিতীয় শিক্ষক। প্রাইভেট পড়াইতে পাওয়া যায় পোঃ ও গ্রাম বাণিয়াড়া মাণিকগঞ্জ, ঢাকা,

অল্প বয়স্ক বালক বালিকা দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একজন মাইনর পাশ শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ১২ টাকা ব্রাহ্মণ হইলে আবা অন্য বিষয়ের ৬৷৭ টাকা উপায় করিতে পারিবেন। শ্রীকানাই লাল চৌধুরী পাতুল গ্রাম পাতুল পোঃ জেলা হুগলী।

আড়ানী মইং বিদ্যালয়ে একজন হেঃ পঃ। বেতন গুণানুসারে ১৮৲ হইতে ২০ টাকা। নর্ম্মাল পাশ চাই। নর্দ্দার্ন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের মালঞ্চী ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল। পোঃ আড়ানী জেলা রাজসাহী।

হরিপুর মইং স্কুলে নূ কায়স্থ হেঃ পঃ। ১৫৲ এবং আবা।

জেলা নদীয়া, মহকুমা রাণাঘাট, হবি বস্থর মইং একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫৲ টাকা। এবং একজন নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ ১৮ টাকা। শ্রীরজনীকান্ত দত্ত হবি বস্থর পোঃ ভায়া রাণাঘাট জেলা নদীয়া।

"হাওড়া জেলায় বলুহাটী উঃ ইং স্কুলে কায়স্থের অন্নভোজী দ্বৈবার্ষিক নর্ম্মাল পণ্ডিত ও সদগোপের অন্নভোজী এণ্ট্রান্স পাস শিক্ষক, আপ্রা ছাড়া বেতন যথাক্রমে ১২৲ ও ১০৲ টাকা। অতি সত্বর আবেদন করা চাই। ২।৭।০৯

জেলা মেদিনীপুর, তমোলুক মধ্য স্কুলে নর্ম্মাল প্রধান পণ্ডিত ও গুরু ট্রেনিং পাশ দ্বিতীয় পঃ। বেতন ১৩৲ ও ৭৲ টাকা।

মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ ও নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ২০৲ ও ১৫৲ [পরে ২৫ ও ১৮৲] টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইলে আহার শ্রীযুক্ত হাজি খাজমত আলী চৌধুরী মতওয়ালী সাহেবের নিকট, জামালপুর তৌলিয়ত এষ্টেট পোঃ বসন্তনগর, দিনাজপুর ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। দুই বৎসর অন্ততঃ থাকা চাই।

খগা বড়বাড়ী মধ্য মাদ্রাসার জন্য একজন সিনিয়র পাশ হেড মৌলবী—বেতন ১৫৲ এবং খোরাক যাবহারি মুসলমানী হদিস ইত্যাদিতে অধিকার থাকা চাই। উপরি ও যথেষ্ট আছে। একজন এফ এ মাষ্টার ২০৲ বেতনে এবং ১৮৲ বেতনে নূতন নিয়মে নর্ম্মাল পাশ হেড পণ্ডিত প্রয়োজন। হেঃ মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন পোঃ ডিমলা রঙ্গপুর।

আবা ও মাসিক ২৫৲ বেতনে আপাততঃ তিন মাসের জন্য খাজুরা মাইনর স্কুলে হেডমাষ্টার। খাজুরা পোঃ রাজসাহী।

শ্রীধরপুর পায়সা বঙ্গবিদ্যালয়ে ড্রিল ও ড্রয়িং জানা নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ ও সিনিয়ার পড়া অথবা জুনিয়ার পাশ একজন মৌলবী বেতন যথাক্রমে ১৭৲ ও ১০৲ টাকা। পোঃ দুর্গাপুর জেলা রাজসাহী।

একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ১৫৲ টাকা; থাকিবার স্থান ও প্রাইভেট টিউসন আছে। আবুজহাটী রাধাবিনোদ ম ইং স্কুল। পোঃ কেওটারা। জেলা বর্দ্ধমান।

জেলা হাওড়া, আগুনসী ম ইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা। একটী ছাত্রকে পড়াইলে আবা। মওলাথ আলি, বি এল ৩নং ইলিয়টলেন, কলিকাতা।

(উদ্ধৃত)

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ

সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—চাঁদামামা সকলেরই মামা।

ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপ আপনিই খুঁজে লয়।

জীবকে খাওয়ান সাধুর কাজ, সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ঈশ্বর সব করছেন, এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবন্মুক্ত। কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ আলু, বেগুণ, সব তাতে দিয়েছ, খানিক পরে আলু, বেগুণ, চাল, লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে, আমি নড়ছি—আমি লাফাচ্ছি। ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে আলু, পটল, বেগুণ বুঝি জীবন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটল, এরা জীবন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্ছে না; হাঁড়ীর নীচে আগুন জলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে।

যদি কাট টেনে নওয়া যায়, তা হলে আর বদ্ধ না। জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান বোধ হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান,—কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের বাজীকরের হাতে বেশ নাচে; হাত থেকে গেলে আর নড়েনা চড়েনা।

লজ্জা ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।

ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।

অবতার যখন আসেন, সাধারণ লোকে জানতে পারে না—গোপনে আসেন। দুই চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে।

যাদের চৈতন্য হয়েছে; তাদের বেতালে পা পড়ে না, তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, যে কর্ম্ম তারা করে, সেই কর্ম্মই সৎকর্ম্ম।

প্রেমের দুইটি লক্ষণ। প্রথম জগৎ ভুল হয়ে যাবে, এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য; ২য় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না; দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য্য—বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা, এই সব। বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন জঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়গুড়ি, এই সব পাঁচরকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন বলে।

তাঁর নাম করে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়।

তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

যেমন ভাব, তেমন লাভ। ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

ভক্তি দুই প্রকার। প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি, এক জিনিস; আর ব্যভিচারিণী ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্র ভক্তি আর এক জিনিস। প্রেমাভক্তির সঙ্গে জ্ঞান একেবারে মিশ্রিত নাই। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে—অহংতা আর মমতা। যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হলে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর মমতা—আমার জ্ঞান—আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লেন, মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি।" যশোদা তা শুনে বল্লেন, 'ওরে তোমাদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি—চিন্তামণি না—আমার গোপাল।'

ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না, তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্চে একটা বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বল্লে ভাই—আমরা সব মারা গেলুম। আর একজন বল্লে কেন? মারা যাব কেন? এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। আর একজন বল্লে, না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি। যে বল্লে আমরা মারা গেলুম—সে জানেনা যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যে বল্লে, এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সব করছেন। আর যে ব্যক্তি বল্লে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস আমরা গাছে উঠি, তার ভিতর প্রেম বা ভালবাসা জন্মেছে। প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালবাসে, তার পায়ে কাঁটাটী পর্য্যন্ত না ফোটে।

জ্ঞান ও ভক্তি দুইই পথ। ভক্তিপথে একটু আচার বেশী করতে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে অনাচার নষ্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জ্বাললে কলাগাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়।

একজন আগুন করলে, দশজন পোয়ায়। সাধুর কৃপায় অনেকে উদ্ধার হয়।

সংসার করলে, মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়, আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয় পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি একটুও বুঝিতে পারি নাই যে গড়ানে রাস্তা দিয়া যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌঁছিলে দেখতে পেলুম, কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝিতে দেয় না। ভূতে যাকে পায় সে জানেনা যে, ভূতে পেয়েছে। সে বলে, বেশ আছি।

সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়; আবার ক্রোধ আছে, কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।

সংসারী ফোঁস করবে, বিষঢালা উচিত নয়। কাজে কারুর অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন—ও সব ভাল পথ নয়। বড় কঠিন আর পতন প্রায়ই হয়। বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন, দাসীভাবও ভাল সন্তানভাব বড় শুদ্ধভাব।

ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?

দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে, আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে; কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহ বুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

জমিদার সব যায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে আর দড়ি মেপে বলে "এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার।" ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ,—তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে—'এদিকটা আমার, ও দিকটা তোমার।' ঈশ্বর আর একবার হাসেন যখন ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে 'ভয় কি মা!' আমি ভাল করবো। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।

স্বপ্নে ভয় দেখেছো, ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে, তবু বুক দুড়্ দুড়্ করে; অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা

থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার করে বলে, "আমার খাতির করে না।"

ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করেনা। যদি কোনও মহাপুরুষ বলেন 'আমি ঈশ্বরকে দেখেছি,' তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিক্। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক দিন ঘুরতে হয়। তখন কোনটা কফের নাড়ী, কোনটা বায়ুর নাড়ী, কোনটা পিত্তের নাড়ী, বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।

তত্ত্বমঞ্জরী বৈশাখ ১৩১৬।

চিত্তশুদ্ধি।

"দ্রব্যশুদ্ধি কথং দেবি আত্মশুদ্ধিঃ সমাচরেৎ"

কোন গণ্ডগ্রামে একজন ভগবদ্ভক্ত রমণী বাস করিত। সে ভগবানকে পুত্ররূপে সেবা করিতে বড় ভালবাসিত, তাই প্রত্যহ সকালে সকালে শ্রীগোপাল আহার করিয়া গোষ্ঠে যাইবে, এই জ্ঞানে মাতোয়ারা হইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করতঃ হস্তমুখাদি প্রক্ষালন না করিয়াই রন্ধনশালে প্রবেশ করতঃ সিদ্ধ পোড়া ভাত রাঁধিয়া ভগবানকে অর্পণ করিত।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে, সেই গ্রামবাসী কোন শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত পরম্পরা লোক মুখে এই কথা শুনিয়া, ঐ রমণীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তুমি ওরূপ অনাচার পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিও না, উহাতে পাপ হয়, শুদ্ধাচারে সেবা করিও। এই কথা শুনিয়া সেই রমণী বলিল, মহাশয়! আমি জ্ঞানহীন, তাই ওরূপে সেবা করি, আপনি নিষেধ করিলেন, আর ওরূপ করিব না।

পর দিবস শুদ্ধাচারে ভোগ পাক করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিতে বেলা প্রায় দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া গেল। ভগবানের আহার করিতে বিলম্ব হইল বলিয়া সেই রমণীর মনে বড়ই দুঃখ হইল।

ভক্তসেবাপরিতুষ্ট ভগবান নিশীথকালে এক ব্রাহ্মণ বালকের রূপে নিদ্রিত ঐ বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে বলিতে লাগিলেন, রে অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যান কারিন্! তোর জন্ত আমি আজ আহার করিতে পারি নাই। আমি প্রত্যহ সকালে সকালে ঐ রমণীর নিকটে পরম সুখে আহার করিতাম, তুই কি নিমিত্ত তাহাতে বাদী হইলি? তুই কি জানিস্ যে, বহিঃশুদ্ধি প্রকৃত শুদ্ধি নহে, অন্তঃশুদ্ধই বাস্তবিক শুদ্ধি। তাহার বাহিরে অপবিত্র ভাব থাকিলেও হৃদয় অতি নির্ম্মল, পরম পবিত্র, তাই তাহার প্রদত্ত অন্ন আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"। অতএই তুই সত্বর সেই রমণীর নিকটে গিয়া বলিয়া আয় যে সে পূর্ব্বে আমাকে যেরূপে সেবা করিত, সেইরূপই করুক।

ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দর্শনান্তে আর কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে গিয়া সেই রমণীকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন; রমণীও ব্রাহ্মণের মুখে ভগবানের অনুগ্রহসূচক আদেশ অবগত হইয়া যার পর নাই আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

হে ভাবগ্রাহিন্! এ ভবে তোমাকে যে, কে কি ভাবে ভজনা করে, তাহা তুমিই বুঝিতে পার, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিতের উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই—

"অধীত্য চতুরোবেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥

তবে দয়া করিয়া তুমি যাহাকে বুঝিবার অধিকার দাও সেই বুঝিতে পারে, বুঝিতে পারে, আর প্রাণ ভরিয়া হৃদয় খুলিয়া মনের আনন্দে গাহিতে থাকে—

(হৃদে) হরির চরণ যে করে ধারণ, শাস্ত্রের শাসন সে কি মানেরে।
সে ত, বেদবিধিপার, হয়ে অনিবার হরিনাম সার শুধু করেরে॥
বন কি উদ্যান, গৃহ কি শ্মশান, তার নিকটে ত সকলি সমান।
সে ত সুহৃদে কুহৃদে, বসি কুতুহলে, (সদা) ভাবে নীলকমলে হৃদিমন্দিরে॥
ভবে তার অন্তর শুদ্ধ নিরন্তর, অশুচিভাব তার সদা রয় অন্তর,
বেদে, দেদি দিব্যনেত্র, সকলি পবিত্র; সে ত অপবিত্র কিছু না হেরে॥
তার ত নাহি আর ভবের বিকার,
(তার) নির্ব্বিকার চিতে (করে) শ্রীকৃষ্ণবিহার,
[তাই সে] বিষ্ঠা কি চন্দনে চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণে,
সকলেরি মাঝে শ্রীকৃষ্ণে হেরে॥

ও দিকে আবার দেখ যাহার প্রাণে বৈরাগ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহার মনে সংযমের কৌপিন আঁটা নাই, তাহার বাহিরে কৌপিন পরিধান বিফল. তাহার ভেক লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বাহ্য ধর্ম্মভাব বিফল। তাই সাধক হরিনাথ গাহিয়াছেন—

"মনেতে বিবেক হ'লে, ভেক লইলে, কেবল যে তার বিড়ম্বনা
মনে তোর টাকা কড়ি, কোঠা বাড়ী, কিসে মিলে হবে সেই ভাবনা,
বাহিরে তিলক ফোঁটা, জপের মালা; দেখে ত তাই সে ভুলবেনা।
বাহিরে মুড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা,
তাইত সে, মাগীর ভয়ে, ভিক্ষা করে, বেড়ায় আসন ঠিক থাকেনা।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মাঝে থাকলে না হয় উপাসনা
যদি বৈরাগী হ'তে ইচ্ছা ভবে, ছাই কর তাই কুবাসনা

তত্ত্বমঞ্জরী বৈশাখ ১৩১৬।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া হইবে ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্র দিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩১৬ শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র মজুমদার,
পিঃ ধাত্রীগ্রাম ৩১।৫।১০
৫৩৭ „ অক্ষয় কুমার স্মৃতিকণ্ঠ সাং বড়ুআ ঐ
৪৫২ „ হেঃ মাঃ ব্যাপটিষ্ট মিশনস্কুল
মেদিনীপুর ঐ
১৩১৭ „ ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়,
খোষাপাড়া মইং স্কুল ঐ
১৩১৮ „ ভবরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ ঐ
৫০৯ „ প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়
জি, টীঃ স্কুল বিষ্ণুপুর ঐ
৫২০ „ অতুল পদ দে, কেশবলাল ঘোষ,
চন্দনগর প্রতাপ ঐ
১৩১৯ „ জ্যোতির্ম্ময় ব্যাকরণ তীর্থ, কৈয়ড় ঐ
১৩২০ „ মনিগোপাল বিশ্বাস ঐ
৪২৮ „ যোগীরঞ্জন সাহা, ৬২নং কলু
টোলা, কলিকাতা

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৬৮)

...দিগের ব্যবহারের কথা বলা হইল। ... বিদ্বেষভাব প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিয়া ...পুর পরিবার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। ... "ভারতমহিলা" নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে তাহাও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

...কোষাধ্যক্ষ সিগার অনেক দিন হইতেই উলঙ্গ সন্ন্যাসী (পরমহংস) সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। সন্নিকটস্থ মঠে ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব অবস্থান করা সত্ত্বেও সিগার তাঁহাকে পুত্রের বিবাহোৎসবে কোন প্রকার সম্বর্দ্ধনা না করিয়া উলঙ্গ (পরমহংস) সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে পায়সান্ন ভোজন করাইবার মানসে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা গৃহে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ বিশাখার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন "এই সকল সাধুসেবা করিবার জন্য বধুমাতাকে আসিতে ..." যখন বিশাখার কর্ণকুহরে "সাধু" এই শব্দ প্রবেশ করিল, ভক্তিমতী বিশাখা আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে গমন করিলেন। তাঁহাদের ভোজন কালে বিশাখা উপনীত হইলেন, উলঙ্গ (পরমহংস) সাধুগণকে দেখিয়া, বিশাখা ক্ষুব্ধচিত্তে স্বপুরে এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন "যে এই সকল অধর্ম্মচারী সাধু নামের যোগ্য নহে। আমার শ্বশুর মহাশয় কেন বৃথা ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উলঙ্গ (পরমহংস) সন্ন্যাসিগণ যখন বিশাখাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা কোষাধ্যক্ষকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ওহে বাপু! আর কাহাকেও ... পুত্রবধূ করিতে পার নাই? তুমি ... গৃহে দুর্ভাগা সন্ন্যাসী গৌতম শিষ্যাকে আন...য়াছ, সত্বর ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ...দাও"। কোষাধ্যক্ষ চিন্তা করিলেন, ইঁহা... ...আমত বিশাখাকে পরিত্যাগ করা আমার ...অসম্ভব, কারণ বিশাখা উচ্চবংশসম্ভূতা, ...সিগার এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় ...(এবং কহিলেন) যে, হে মহাত্মাগণ! ...বংশীগণ অনেক সময় পরিণাম না জানিয়া ... করে, আপনারা শান্ত হউন, আমার ...বধূর কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

যাঁহারা বেদপারগ পণ্ডিতদিগকে "ভণ্ড" "ধূর্ত্ত" "নিশাচর" বলিয়া গালি দিতে পারেন তাঁহাদিগের হৃদয় কত প্রশস্ত তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যাঁহারা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা যে রাগ-দ্বেষ হিংসাকে শ্রেণীবিভাগ করিতে জানেন না কেমন করিয়া বলিব? কাটাকুটী এবং মারামারীই কেবল হিংসাপদবাচ্য নহে কায়মনবাক্যে অহিংসা ব্যবহার না করাই অহিংসা এবং তাহাই ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। এ স্থলে আর্যদিগের অগাধ সম্পত্তি শাস্ত্র গ্রন্থ সকল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া কি তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দেওয়া হয় নাই? না সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগকে কি, সমস্ত আর্য্যসমাজকে অপমানিত করা হয় নাই? এখন আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে তত্ত্ব সভার সভ্যগণ একবার বৌদ্ধ ইতিহাস পাঠ করিয়া হিন্দু বৌদ্ধ কত প্রভেদ তাহা নিরাকরণ করুন। সনাতন ধর্ম্ম বিশ্বাসী হিন্দু জাতি, কোন কালে প্রতাবের অমর্য্যাদা করেন নাই চার্ব্বাককেও মুনি বলিয়াছেন—শাক সিংহকেও বৌদ্ধাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার পর শঙ্কর চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে অম্লানবদনে ঈশ্বরাবতার বলিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এ সকলের কি কথা, সে দিনকার "মাণিকপীর"ও হিন্দু সমাজে পূজার আসন পাইতে সমর্থ হইয়াছেন।"*

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

যেমন ঘোলাজলে মৎস্যদের পিপাসা বৃদ্ধি হইলে তাহারা চিরন্তন আশ্রয় ছাড়িয়া যেমনি বিপথে চলিতে থাকে অমনি ধূর্ত্ত ধীবরেরা সুযোগ পাইয়া হঠাৎ তাহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিয়া লয় তেমনি রাজাদের সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে আশা বৃদ্ধি পাইলে যেমনি তাঁহারা পূর্ব্বাচরিত সুনীতি পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হন অমনি যমদূতেরা তাঁহাদিগকে চিরদিনের মত নরকে ফেলিয়া দেয়।

সেই মৃত পাপিষ্ঠ জয়াপীড়ের স্বর্গ উদ্দেশে তাহার মাতা অমৃতপ্রভা মৃতের উদ্ধার বাসনায় অমৃতকেশব নাম দিয়া এক অপূর্ব্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

জয়াপীড়ের দুর্গা নাম্নী পত্নীর গর্ভে যে ললিতাপীড় নামে সন্তান জন্মিয়াছিল অতঃপর তাঁহারই রাজপদ লাভ হইল কিন্তু তিনি সিংহাসনে বসিয়াও অতিশয় কামাসক্ত হওয়াতে কিছুমাত্র রাজকার্য্য দেখিতেন না সুতরাং তাঁহার সময়ে কাশ্মীর রাজ্য দুর্নীতি দূষিত ও ক্রমে বেশ্যাদেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিল।

তাঁহার নরকগত পিতা নানা পাপ কর্ম্মে যে ধন রাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন তিনি সেই সকল ধন নট নর্ত্তকাদির পারিতোষিকে নিয়োজিত করিয়া অর্জ্জনানুরূপ কর্ম্মেই ব্যয় করিতে লাগিলেন।

তাঁহার যে সকল হিতৈষী বৃদ্ধ অমাত্যেরা অব্যবহারের বিরোধী ছিল রাজার প্রিয় লম্পটেরা তাহাদিগকে উপহাসবাক্যে মর্ম্মাহত করিয়া অনভিমত কার্য্য করিত। ইহাতে রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া লম্পটদিগকে পারিতোষিক দিতেন।

বেশ্যা সহচর রাজা অনুক্ষণ হাস্যকারী ভৃত্যের মত সভামধ্যেই স্পষ্ট পরিহাস করিতে থাকিয়া প্রাচীন মন্ত্রীদের সদাই লজ্জা দিতেন।

একদা সেই দুর্ম্মতি নৃপতি বারবিলাসিনীদের চরণচিহ্নে অঙ্কিত সুন্দর উত্তরীয় বসনাদি পরিচ্ছদ সম্মানযোগ্য প্রাচীন মন্ত্রীদিগকে অকুতোভয়ে পরিধান করাইলেন।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে অভিমানী মন্ত্রী মনোরথ প্রভৃতনয় ললিতাপীড়কে ঐ সকল কুকর্ম্ম হইতে ফিরাইতে না পারিয়া তাঁহার আত্মজাবী পতন দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন। কারণ তিনি তখন বুঝিলেন যে প্রভু কুকর্ম্মশীল নিষ্ঠুর ও সতত পরাপকারী তাঁহাকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন মর্য্যাদা রক্ষার অপর কিছু ঔষধ নাই। সেই রাজা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াও বার বৎসর কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন তাঁহার

---

* লেখক প্রবন্ধটীতে অনেক ভুল করিয়াছেন, আমি বন্ধনীচ্ছেদ দ্বারা তাহা শোধন করিয়া দিলাম। "উলঙ্গ সন্ন্যাসী" না বলিয়া "পরমহংস" বলাই উচিত ছিল। হিন্দুর চক্ষে "পরমহংস" দেবতুল্য পূজ্য, তাই তাহাদিগকে দেখিলে লোকে নারায়ণ বলিয়া থাকে। এরূপ পূজ্যপাদদিগকে— "তাহাদিগকে"— "তাহাদের" "পাইল" "তাহারা" "কহিল" "ইহাদিগের" এই সকল অবজ্ঞাসূচক বাক্য কি বলিতে আছে? ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পাইলেন তাঁহারা কহিলেন ইহাঁদিগের বলিতে হয়। আমি যথা স্থানে ব্রাকেট মধ্যে তাহাই করিয়া দিলাম।

অবসানে মহারাজ জয়াপীড়ের মহিষী কল্যাণ দেবীর গর্ভে সংগ্রামপীড় নামে যে পুত্র জন্মিয়া ছিল সেই পুত্রই রাজ্যেশ্বর হইলেন।

কিন্তু তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়া ছিলেন বলিয়া পৃথিব্যাপীড় এই একটী অপর নামেও অভিহিত হইতেন। পঞ্জার অভ্যাগোষ্ঠ তাঁহার রাজ্যকাল সাতটি বৎসরেই শেষ হইয়া গেল।

ধনলোভী লম্পটেরা বেশ্যাদের সুহৃদরূপে পরিচয় দিয়া রাজভবনে অনায়াসে আশ্রয় পাইতে লাগিল এবং রাজাকে কামুকের বেশ বিন্যাসের প্রতি এরূপ পক্ষপাতী করিয়া তুলিল যে তাহাতে ক্রমে তিনি কিরীট কঙ্কণ প্রভৃতি রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাদের দন্তে অৰ্দ্ধছিন্ন গ্রীব কেশরাশিকে ও বক্ষঃস্থলে তাহাদেরই নখ ক্ষতকে নিতান্ত দেহশোভা বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন।

তাঁহার নিকট যে কেহ উত্তম বেশ্যার গল্প করিতে পারিত ও যে কেহ পরিহাস বিষয়ে সুরসিক হইত তাঁহারাই তাঁহার প্রিয় হইত কোন বীর বা পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় হইতেন না।

ললিতাপীড় এতদূর কামুক হইয়া উঠিলেন যে অসংখ্য রমণী সম্ভোগ করিয়া তাঁহার ভোগের আশা মিটিত না এবং তাহাতে পিতা জয়াপীড় যে নারীরাজ্য পরাজয় করিয়াও তথা হইতে ভোগ সুখে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে তিনি নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই স্থির করিলেন।

তিনি সৰ্ব্বদাই অনুরূপ লম্পটগণে পরিবৃত থাকিয়া বেশ্যা সম্ভোগ সুখ অনুভব করিতেন ও পূৰ্ব্ব রাজাদের দিগ্বিজয় ব্যাপারকে বৃথাশ্রম বলিয়া উপহাস করিতেন!

কেরাণী জীবনের বৈচিত্র্য।

গরীব কেরাণীদের জীবনে যে কিছু বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব—এটা বোধ হয় কেহ মনে করিতেও পারেন না। সেই খোড়, বড়ী, খাড়া—আর "খাড়া, বড়ী, খোড়ের মধ্যে কি বৈচিত্র্য সম্ভব? কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অধম কেরাণীকুলের জীবনেও কিছু কিছু নূতন না ঘটিলে বর্ষের পর বর্ষ "হাড়ভাঙ্গা" পরিশ্রম করিয়া, পারিশ্রমিকের স্বল্পতায় অৰ্দ্ধাশনে থাকিয়া কেরাণীকুল কখনও বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

কেরাণী সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—গবর্ণমেণ্ট আপিষের এবং সওদাগরী আপিষের। গবর্ণমেণ্ট আপিষের কেরাণীদের অবস্থা সওদাগরী আপিষের কেরাণীদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। কারণ গবর্ণমেণ্টের চাকরী সহজে যায় না। কোন কেরাণীকে জবাব দিতে হইলে—তাঁহাকে জবাব দিবার বিশিষ্ট কারণ দেখান আবশ্যক। এবং বোর্ড পর্য্যন্ত আপিল করিবার ক্ষমতা কেরাণীদের আছে। সওদাগরী আপিষে সে সব বালাই নাই। "যাও" বলিলেই চলিয়া যাইতে হইবে—তাহার আর কোন আপিল আদালত নাই। সেইজন্য সওদাগরী আপিষের কেরাণীরা সদাই ভীতি গ্রস্ত! তাহা ছাড়া—গবর্ণমেণ্ট আপিষে ছুটি বেশী, তাহার উপর "প্রিভিলেজ লিভ" ক্যাজুয়াল লিভ' অনেক কাল কাজ করার পর ফরলো এবং পেনসন প্রভৃতি আছে। কিন্তু সওদাগরী আপিষে বড় ছুটী ৩টার বেশী নহে—দুর্গোৎসব, খ্রীষ্টমাস (বড় দিন এবং ইষ্টার হলিডে (গুড ফ্রাইডে)—এই তিনটি পর্ব্বে মোট ৪ দিন করিয়া ছুটীর ব্যবস্থা। অন্যান্য ছুটীও দুই দশটা আছে—কিন্তু তাহা দুই দিন বা একদিন করিয়া ছুটীর মধ্যেও অধিকাংশ কেরাণীকে আপিষ করিতে হয়। আপত্তি করিবার উপায় নাই—কারণ তাহা করিলে চাকরীটি পর্য্যন্ত যাইতে পারে। রোগে শোকে—ছুটী পাওয়া দুর্ঘট। সাধারণ কোন কার্য্যোপলক্ষে ছুটী পাওয়া ত সম্ভবই নয়। আমরা শুনিয়াছি, কোন সওদাগরী আপিষে একজন কেরাণীকে তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ রবিবার দেখিয়া করিবার আদেশ দেওয়া হয়। সে ঐ আদেশ পালন করিতে পারে নাই—শ্রাদ্ধের দিন আফিস কামাই করিয়াছিল। সেইজন্য তাহার চাকরিটি গেল! চাকরীর অবস্থা এই। চব্বিশ ঘণ্টা এই 'গেল' "গেল' ভাব লইয়া জীবনটা কাটাইতে হয়। অগত্যা ইহার মধ্যে যতটুকু সম্ভব বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা না করিলে চলে না।

প্রাতঃকালে আপিষে আসিয়াই প্রণাম, নমস্কার' প্রতিনমস্কারের ব্যাপারটা সারিয়া লওয়া হয়। এবং সেই সময়ের মধ্যে সকলের কুশল সমাচার প্রভৃতি লওয়া হয়। কাহারও বাড়ীতে অসুখ থাকিলে সকলে মিলিয়া আগ্রহ সহকারে রোগীর অবস্থা প্রভৃতির সংবাদ লইয়া থাকেন। তাহার পর নিত্যকার্য্যের মধ্যে সকলে ডুবিয়া যান। কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে যাঁহারা কাছাকাছি বসেন—তাঁহারা নানারূপ আলাপ করেন। আপিষের কথা, কাজের কথা, দেশের কথা, পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা—চুপে চুপে চলে। পরস্পরে সাহায্যে উন্মুখতা ভদ্রলোক মাত্রের মধ্যেই আছে। কিন্তু বোধ হয় বড় চাকরেদের মধ্যের অপেক্ষা কেরাণীদের মধ্যে অধিক। তাহার পর টিফিনের সময়! এই সময়টিই কেরাণী বাবুদের সৰ্ব্বাপেক্ষা আনন্দের সময়। কারণ আন্দাজ অৰ্দ্ধ হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত "জল খাবার ঘরে" বসিয়া সকলে নানারূপ গল্প কৌতুক করেন। আপিষের কেরাণীদের মধ্যে যদি দলাদলি থাকে ত এই সময়ে দুই দলের লোকই সমবেত হইয়া "কথা কাটাকাটি" আরম্ভ করিয়া দেন। কেহ হয়ত ধারাবাহিক গল্পই আরম্ভ করিলেন। গল্প খুব জমিয়া গিয়াছে,—সকলে নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছে—এমন সময় হয়ত সাহেবের বেহারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া গল্পকারীকে বলিল "বাবু জলদী আসুন সাহেব ডাকচে।" একবারে রসভঙ্গ, মধ্যপথে গল্প থামিয়া গেল। শ্রোতারা ক্ষুণ্ণ মনে ধূমপানে বা অন্য গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। "জল খাবার ঘরই হইল কেরাণী বাবুদের মনের কথা প্রকাশের স্থান। কোন সাহেব কি রকম, কোন বাবুর উপর কোন সাহেবের নজর বেশী, 'অমুকের আর ভাবনা নাই যখন সাহেবের নজরে পড়েচে—তখন দেখনা দু মাসের মধ্যেই সে গুচিয়ে নিচ্চে।" 'অমুকের এত মাইনে বাড়লো, তাকে ধরতে হবে—আসচে শনিবার একটা 'কালীঘাট'' দেওয়াতে হবে।" এইরূপ নানা কথার আলোচনা এই "জল খাবার ঘরটি'তে হয়। 'মাস কাবারের'' আগের দিন—জল খাবার ঘরটি রীতিমত একটি মন্ত্রণাগারে পরিণত হয়। কারণ সেইদিন বেতন বৃদ্ধির দরখাস্তের দিন—এবং বৃদ্ধি হইবে কি না—তাহাও ... দিনই স্থির হয়। যে একটু আশা পাইয়াছে—তাহার আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের সহিত, যে কিছু পাইবে না স্থির হইয়াছে তাহার বিষাদ করুণ মুখের কতই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। হতাশ হইয়াও সে আশা ছাড়িতে পারে না—তাই নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞতর লোকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। পরামর্শ দাতাও যথাযোগ্য উপদেশ দেন। ... রূপে সমস্ত দিনটি কাটিয়া যায়। বিকাল বেলা যখন শেষ সিদ্ধান্তটি প্রকাশ হয় তখন কেহ হাস্য মুখে কেহ নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফেরেন! যাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি হইল, তাঁহাদের নিকট সমস্ত ...ের বাবুরা আসিয়া একটা বিশিষ্ট রকম ভোজ বা "কালীঘাট" দিবার জন্য অনুরোধ করেন। শেষে যাহা হউক একটা "রফা হাড়' হইয়া কিছু স্থির হয়। বদিও কালীঘাট দেওয়াই স্থির হয়—

...হইতে তাঁহার ব্যবস্থা সুরু ...স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "পাণ্ডা" ...সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহের সমস্ত ...। আর যাঁহারা "কালীঘাট" দিতে ...টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত হন। রবিবার ...বেলা "পাণ্ডারা" কালীঘাটে গিয়া একটি ...স্থির করেন এবং সেখানে পাকশাকের ...করিয়া ফেলেন। ক্রমশঃ বেলা ৮ টা ...বাবুরা একে একে দুইয়ে দুইয়ে আসিতে ...করেন। তাঁহাদের কলহাস্যে ও অনাবিল ...খানা মুখরিত হইয়া উঠে। দোষ ...সমাজেই আছে—কেরাণী সমাজেও তাহার অপ্রতুল নাই। "সুরাহীন প্রসাদ" ভোজন ...কাহারও মনঃপূত হইল না। ...কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—"মার পূজা দিতে ...অনাচার করা হইবে না।" অগত্যা ...দল হয় চুপ করিয়া যায়—কিম্বা ...কোন স্থানে গিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আসে। ক্রমে স্নান ও পূজার সময় হইলে ...দলবদ্ধ হইয়া স্নান করিতে যান। স্নানান্তে ...ব্যবস্থা! সে এক বৃহৎ ব্যাপার, এক ...শত লোক এক সঙ্গে মা মা করিতে ...মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে—সেদৃশ্য ...বড়ই মনোরম। সে জনসঙ্ঘের সম্মুখে অপর কেহ দাঁড়াইতে পারে না। পূজা শেষ ...সকলে মহাপ্রসাদ লইয়া বাসায় ফেরেন—...পর পাকের ব্যবস্থা। সকলেই উৎকৃষ্ট ...। কিন্তু তাহাতে আনন্দের কিছু ...না। পাক যেরূপই হউক—সকলেই সহাস্য ...আহার কার্য্য শেষ করেন। তাহার পর ...বিশ্রাম ও মার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ...পূর্ব্বে সকলে বাড়ী ফিরিবার ব্যবস্থা ...। এরূপ কালীঘাট দেওয়া যে প্রতি ...হয়, তাহা নহে। তবে আফিসে বৎসরে ...রবিবার হইয়া থাকে

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

...দের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা ( )

...কুণ্ঠতা এক জিনিষ এবং অমিতব্যয়িতা ...কারিতা আর এক জিনিষ পূজ্যপাদ ...মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যয়কুণ্ঠতা ছিল ...দিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারা যায় ...তিনি তাহাই করিতেন। তিনি বলিতেন, ...কখনও ১২ টাকার অধিক মূল্যের ঘড়ি ব্যবহার করি নাই। অল্প মূল্যের ঘড়ি হইলে সকল সময় কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় দেয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইত না। আমাকে কখনও স্বাভাবিক চলন অপেক্ষা দ্রুত গমনে যাইয়া ট্রেণ ধরিতে হয় নাই, ট্রেণ ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বে যাইয়াই আমি ষ্টেশনে পৌঁছিতাম। যতক্ষণ না গাড়ী আসিত ততক্ষণ কাগজ বা পুস্তক পড়িতাম, সুতরাং আমার সময় নষ্ট হইত না। সোনার চেনও কখনও ব্যবহার করি নাই, ষ্টীলের চেনই ব্যবহার করিতাম। কিন্তু বাড়ীতে কাহারও অসুখ হইলে কখনও "ছুটো" ডাক্তার ডাকি নাই, বড় ডাক্তারই ডাকিতাম। যখন বাড়ীতে এলোপাথি চিকিৎসা করাইতাম তখন সাধারণ ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনাইয়া রোগিকে খাওয়াইতাম না, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তার খানা হইতে ঔষধ আনাইয়া প্রস্তুত রাখিতাম। ডাক্তার পেসক্রিপসন করিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া রোগীকে খাওয়াইতেন। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কাহারও রোগ হইলে আবশ্যকমত নিজ বাড়ীতে আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছি। গরিব দুঃখী কাহাকে টাকা পয়সা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই, কিন্তু মুষ্টি ভিক্ষা দিতে গিয়া চাল ছড়াইয়াছে দেখিলে বকিয়াছি। সংসার খরচের খাতা দেখিয়া কোথাও চারি পয়সার জায়গায় পাঁচ পয়সা খরচ হইয়াছে দেখিলে তিরস্কার করিয়াছি। এইরূপ ভাবে ব্যয় করিয়াছি বলিয়াই আজ বিশ্বনাথ ফণ্ড করিয়া দেশের উপকারার্থ কিছু টাকা দিতে পারিতেছি। অথচ আমার ছেলেদের গায়ে ইহাতে কিছুই আঁচ লাগিবেনা, তাহারা যেমন খাইতেছে পরিতেছে তেমনিই খাইতে পরিতে থাকিবে। উপার্জ্জন ধরিয়া কাহাকেও ধনী ঠিক করা যায় না। উপার্জ্জনকারী কত টাকা বাঁচাইতে পারিতেছে তাহা দেখিয়াই তাহার ধনবত্তা নির্ণয় করিতে হয়। একজন ৫০০ শত টাকা রোজগার করে কিন্তু চারিশত টাকা খরচ করিয়া ফেলে, আর একজন চারিশত টাকা রোজগার করিয়া দেড়শত টাকা খরচ করে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপার্জ্জন বেশী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শেষোক্ত ব্যক্তিই ধনী। এই হিসাবে কোন কোন রাজারাজড়া অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ী লোককে অপেক্ষাকৃত ধনী বলিতে পারা যায়।

ভূদেব বাবুর বংশধরও তাঁহার এই অমূল্য শিক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন। প্রকৃত বিষয়ের জন্য ব্যয়কুণ্ঠতা নাই। কিন্তু অনর্থক ব্যয়ে অনুযোগ আছে। পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আম্র খাওয়াইতে হইবে তজ্জন্য ১০ টাকা করিয়া আম্রের শ কেনা হইয়াছে তাহাতে সন্তোষ দেখিয়াছি, কিন্তু দাঁতের কাঠি যাহা চিরদিনই লোকে পেয়ারা বাবলা প্রভৃতির ডালে করিয়া থাকে তাহার জন্য চারি পয়সা দিয়া লোহার দাঁতের কাঠি কেনায় কর্ম্মচারীকে অনুযোগ করিয়াছেন শুনিয়াছি।

ভূদেব বাবু সংসার খরচের টাকা কর্ম্মচারীর হস্তে দিতেন এবং তার হিসাব লইতেন। তিনি কাহার কাছে কি পাইবেন, তাঁহার নিকট কে কি পাইবে ইহার ঠিকানা সব সময়ে রাখিতেন। এ সম্বন্ধে একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এ অভ্যাস ভাল, ইহাতে নিজের আয় ব্যয়ের ঠিকানা রাখা যায়, তোমরা (সুবর্ণ বণিকেরা) এইরূপ করিয়া ৬ টাকা সঞ্চয় কর এবং কাহারও ঋণী প্রায় হওনা। আমার দেখাদেখি বাড়ীর ছেলেরা এইরূপ করিতে অভ্যাস করিলে সংসার ক্ষেত্রে তাদের দিন সচ্ছন্দে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা।"

শ্রীদীননাথ ধর, চুঁচুড়া।

এডুকেশন গেজেট

১১ই আষাঢ় ১৩১৬ সাল ইং ২৫শে জুন ১৯০৯ সাল

সম্রাটের জন্মদিনোৎসব।

আজ সম্রাটের জন্মদিনোৎসব। হিন্দুর গৃহে পুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিধিতে পূজা হোম প্রভৃতি কতকগুলি বৈধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অশক্ত স্থলে অনেকে পুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষে নিজের ঘরে ঠাকুর থাকিলে সেখানে নতুবা অন্যত্র ঠাকুরঘরে মঙ্গল কামনায় নৈবেদ্যাদি পূজা দিয়া থাকেন। যাহার জন্মতিথি পূজা তাহার হাতে জন্মগ্রন্থি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মুসলমানদিগের মধ্যেও এই দিনে উৎসব, ঈশ্ব-

পাসনা, সৎকার্য্যে দান প্রভৃতি আচার আছে। এই দিনকে উহাঁদের মধ্যে "সালগেরা" বলা হইয়া থাকে। এরূপ নিয়ম ছিল যে, এক বৎসর যাইয়া আর এক বৎসর পড়িলেই পুত্রের মাতা বা অপর কোন অভিভাবক একটা দড়িতে এক একটা গাঁট দিয়া রাখিতেন। তাহাকে সেই পুত্রের বয়সের ঠিকানা থাকিত। সেই হইতে মুসলমানদিগের মধ্যে এই পর্ব্বদিনকে সালগেরা কহিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান সকল জাতির মধ্যেই জন্মদিন একটি উৎসব দিন বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

আজ সম্রাট্ এডোয়ার্ডের জন্ম দিন। প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া জননের—সর্ব্বাদেনের ভ্রমণপথ যাহার রাজা তাঁহার—নিরাপত্তা রক্ষণাদি হেতু পিতৃসদৃশ রাজার—জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব ক্রিয়ায়, সপরিজন তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলকামনায়, আইস, আমরা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভারতের সকল জাতি মিলিয়া যোগদান করি। যাঁহার ধর্ম্মে জন্মদিনোৎসবে যেরূপ অনুষ্ঠান আছে, আইস আজ রাজার ও তাঁহার রাজ্যের শুভ কামনায় আমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান করি—এই উৎসব দিনের আনন্দ ও গৌরব বাড়ীর ছেলে মেয়ে পরিজন সকলেরই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দি।

সকল জাতীয় লোকের ছেলে মেয়েরা দেবতাকে ভক্তি করিতে শিখে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মজন দেবতার তেজঃ হইতে রাজার উৎপত্তি, সুতরাং রাজা দেবতারও অধিক বস্তু। আমাদের সম্রাট্ এডোয়ার্ড ও দেবতা, পরন্তু দেবতারও বাড়া, এই ধারণা আজিকার দিনে বাড়ীর পুত্র কন্যা পরিজন সকলেরই মনে বদ্ধমূল হউক। যাঁহার সামর্থ্য আছে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিন যেন বাড়ীর পুত্র কন্যা পরিজনগণ নব বস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রণাম ও অভিনন্দন করে। বাড়ীতে রাজার ও রাজ্যের মঙ্গল কামনায় বাড়ীর কর্ত্তার সামর্থ্যানুসারে পূজাদি হউক। ছেলেরা এই সমস্ত দেখিয়া শিখুক। ফলকথা, রাজার জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবানুষ্ঠান ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত হইলে তাহার ফল যে কত সুন্দর হইবে তাহা অনেকটাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহাতে রাজার মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গল, প্রত্যেকের নিজের ও পরিজন বর্গের মঙ্গল হইবে

এই বৈধ অনুষ্ঠানের পর পল্লীতে পল্লীতে স্কুলে স্কুলে সর্ব্বত্রই রাজভক্তি লইয়া আলোচনা হউক! রাজাতে দেববুদ্ধি যাহাতে সকলের জন্মে এইরূপ শিক্ষার এবং অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন। প্রকৃত রাজভক্তি এইরূপ ব্যবস্থাতেই জন্মিতে পারিবে।

বিজ্ঞান পাঠ্য (২)

(তৃতীয় মান)

উদ্ভিদ—উদ্ভিদের যে জীবন আছে এ ধারণা ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে। জীবজন্তুর ন্যায় বৃক্ষ লতাদিও আহার করে, জল পান করে, শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করে। আহার পানীয় অথবা বায়ু, এ তিনের কোনটির অভাবে বৃক্ষলতাদি বাঁচিতে পারে না। সূর্য্যালোকও উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। গাছ পালার সূর্য্যালোক না পাইলে উহারা বিবর্ণ এবং নিস্তেজ ও কৃশ হইয়া যায় এবং শেষে মরিয়া যায়।

কোন কোন গাছ অল্পে অল্পে বাড়ে, কোন কোন গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। কোন কোন গাছ আকারে খুব বড় হয়, কোন কোন গাছ খুব ছোট হয়। কোন গাছ দূরব্যাপী হয় অর্থাৎ উহার ডাল পালা অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কোন কোন গাছ মাটীতে লতাইয়া বেড়ায়, কোন কোনে গাছ আশ্রয় পাইলে তাহা জড়াইয়া উপরে উঠে

কোন কোন গাছ ঋতুজীবী অর্থাৎ একটা ঋতু ব্যাপিয়া তাহার পরমায়ু থাকে। কোন গাছ দুই বৎসর বাঁচে, আবার কোন কোন গাছ কয়েক বৎসরও বাঁচিয়া থাকে।

জন্তু—পাখীর পা, পাখা ও শরীরের সহিত প্রজা তির পা পাখা ও শরীরের তুলনা করিয়া শিক্ষক মহাশয় এই উভয়বিধ প্রাণীর পার্থক্য ছেলেদের বুঝাইয়া দিবেন। শামুক, মৌমাছি, জোঁক প্রভৃতির পীঠের হাড় বা কাঁটা নাই, কিন্তু মাছের আছে। এই গুলি শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের শিখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিবেন।

পিপীলিকা ও মৌমাছিরা যেরূপ ভাবে জীবন কাটায় ছেলেদের তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৪র্থ মান

স্বাভাবিক ঘটনা—তৃতীয় মান শ্রেণী ছেলেরা তাহাদের কালেণ্ডার বহিতে তাহাদের দেখা জিনিসের বিবরণ যেরূপ লিপিবদ্ধ রাখিবে, এই শ্রেণীতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং সূক্ষ্মতর ভাবে বিবরণ সমূহ লিপিবদ্ধ রাখিতে হইবে। তৃতীয় মান শ্রেণীর ছেলেরা কোন কিছু যেরূপ ভাবে দেখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবে, ৪র্থ মান শ্রেণীতে যেন তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভাবে দেখিতে শিখিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করে।

বর্ষার প্রারম্ভে কয়েকগাড়ী মাটীর (বালি পাওয়া গেলেই ভাল হয়) সহিত কতকগুলা ইট পাটকেল বা হাঁড়ি, কুঁড়ি, ভাঙ্গা মিশাইয়া স্কুল প্রাঙ্গনের একটা কোণে গাদা করিয়া রাখিবে এবং সেগুলা কেহ ছড়াছড়ি প্রভৃতি করিয়া নষ্ট না করে তজ্জন্য বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিতে হইবে। ঐ মাটী বা বালির গাদার উপর বর্ষার জল পড়িয়া উহার আকার কিরূপ দাঁড়ায় লক্ষ্য করিবে। ক্রমে উহাতেই ভূমি পর্ব্বত এবং উপত্যকার আকারের ধরণ দেখিতে পাইবে। ঘাস এবং অন্যান্য গাছ পালা উহার উপর জন্মিয়া উহাকে কেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তাহা দেখা যাইবে। এই গাদা

... যেখানে যেমন সুবিধা হয় সেই- ... পর্ব্বতাদি দৃশ্যের মত করিতে ... পরিদর্শক কর্ম্মচারীরা স্কুল পরি- ... এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দিবেন। ... রৌদ্র ও বৃষ্টির ক্রিয়া কিরূপ হয় ... রাখিতে হইবে।

... গুল্ম লতা—এ তিনের প্রকৃতি ... ছেলেদের বুঝাইয়া দিবেন। কি ... মুকুলিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা ... বৃক্ষের পত্রের রং, আকৃতি এবং ... আকার সাধারণ প্রকৃতি শিক্ষা করিতে ...

... বৃক্ষাদির কতকগুলি পাতাসংগ্রহ ... তাহাদের নানারূপ আকার প্রভৃতির ... হইবে। কতকগুলি বেশ সুগন্ধ, ... গন্ধ তীব্র, কতকগুলি বেশ মসৃণ, ... অর্থাৎ শুঁয়াযুক্ত। কোন কোন ... আছে যেকোন কিছুর স্পর্শ হইলেই ... পড়ে এবং কোন কোন পত্র রাত্রিতে ... সকাল হইলেই খুলিয়া যায়।

... ফুল সকলের রং, আকার এবং ভিন্ন ... অভ্যাস করিবে। ফুলের ... লক্ষ্য করিবে। ঐ গুলিই ফুলের ... পত্রাংশ ফুলটিকে রক্ষা করে। ... সম্বন্ধে এই গুলি লক্ষ্য করিবে।

ফল—ফুল হইতে ফল হয়। ফলে বীজ ... ফল হইবার সময় ফুলের পাপড়ি ও ... ঝরিয়া যায়। কতকগুলি ফল রসাল, ... কঠিন, কতকগুলি ফল বাক্সের ... মধ্যে বীজ থাকে, ফল কাটিয়া গেলে ... বাহির হইয়া ঝরিয়া পড়ে। বীজ হইতে আবার নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

জন্তু—বেঙাচি ও বেঙের আকার ও কি ভাবে ... জীবন ধারণ হয় তাহা ছেলেদের বুঝা- ... হইবে। কুম্ভীর, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতি ... সাধারণ প্রকৃতি, উহাদের গঠন ... ভাবে জীবন ধারণ করে, উহা ... গঠন সম্বন্ধে সকল বিবরণ ছেলেরা ...।

... সাধারণ প্রকৃতি লক্ষ্য করা চাই। ... দাঁতের সহিত তুলনা করিয়া ছেলেদের ...।

৫ম মান

... ঘটনা—৪র্থ মান শ্রেণীতে যেরূপ এ ... অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট এবং সূক্ষ্মভাবে স্বাভাবিক বস্তু সমূহ দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এ সকল ছেলেরা বাড়ীতে বসিয়া করিবে। স্কুলে আনিলে শিক্ষক মহাশয় তাহা দেখিয়া দিবেন। যেমন, উহার আকার, উচ্চতা এবং গতি; চন্দ্র উহার গতি ও কলা সমূহ—এ সকল লক্ষ্য করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য্যের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহা বুঝাইবার মত একটি সোজাসুজি মডেল প্রস্তুত করিতে হইবে।

উদ্ভিদ্‌—উদ্ভিজ্জের জৈবনিক ইতিহাস,—বীজের অংশ সমূহের পরীক্ষা, বীজ সমূহের উৎপত্তি (মটর কিম্বা শিম) বীজ পুতিলে তাহার কতকটা মাটীর নীচের দিকে যাইয়া শিকড়ে পরিণত হয়' আর এক অংশ মাটির উপরিভাগে উঠিয়া ডাঁটি বা গুঁড়ি হয়।—এই সকল বিষয়ে ছেলেদের শিখাইতে হইবে। বীজ শিকড় ডাঁটি প্রভৃতির ক্রিয়া বীজাঙ্কুরের বৃদ্ধি এবং উহার অংশ সমূহের পরীক্ষা, সাধারণ উদ্ভিদের আহার্য্য (মাটী এবং বায়ু), কীট এবং উদ্ভিদ্‌—পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের সাহায্য।—উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে এ সকল তথ্য শিক্ষক মহাশয় এই শ্রেণীর ছাত্রদের বুঝাইয়া দিবেন।

জন্তু—স্তন্যপায়ী জীবদিগের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে সরল সরল তথ্য ছেলেরা এই শ্রেণীতে শিক্ষা করিবে। ক্ষুরযুক্ত জন্তুর প্রকৃতি বুঝাইয়া দিতে হইবে। একটা ছাগল কাটিয়া তাহার পাকস্থলী পরীক্ষা করিতে হইবে। যে সকল প্রাণী রোমন্থন করে তাহাদের অভ্যাসের উপযোগী যে তাহাদের পাকস্থলীর গঠন, ছেলেদের ইহা বুঝাইয়া দেওয়া চাই। যাহারা রোমন্থন করে তাহাদের দাঁত আর যাহারা তাহা করে না তাহাদের দাঁতে তুলনা করিয়া বুঝাইতে হইবে।

৬ষ্ঠ মান

স্বাভাবিক ঘটনা—৫ম মান শ্রেণীর অপেক্ষা আরও উচ্চ অঙ্গের বিবরণ ক্যালেণ্ডারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ৫ম শ্রেণীতে পৃথিবী এবং চন্দ্র সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এইটি বুঝাইবার মত মডেল প্রস্তুত করিবার কথা আছে। এই শ্রেণীতে আরও কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ বুঝাইবার মত মডেল প্রস্তুত করিতে হইবে।

উদ্ভিদ্‌—উদ্ভিজ্জের জৈবনিক ইতিহাস।—শিকড় ডাঁটি এবং পাতা সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্ম বিবরণ এই শ্রেণীতে শিখান হইবে। ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য উদ্ভিজ্জেরা গুঁড়িতে এবং শিকড়ে কিরূপে খাদ্য সঞ্চিত রাখে, উহারা কিরূপে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করে, কিরূপে নিদ্রা যায়, তাহা শিখান হইবে। পরগাছা কিরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বীজ সকল সঞ্চালিত হয়, পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ—ইত্যাদি সম্বন্ধেও শিক্ষা এই শ্রেণীতে দেওয়া হইবে।

জন্তু—মাংসভুক্ প্রাণীদের সাধারণ প্রকৃতি। ঐ সকল প্রাণীর উপর ও নীচের পাটীর দাঁত, বাঁদর বিড়াল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সরল সরল তথ্য শিখান হইবে।

পত্রপ্রেরকগণ

১। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস—স্বদেশী ও বয়কট সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে স্বদেশীভাবে প্রীতি ও ভক্তি মাত্র থাকা উচিত, বিদ্বেষ থাকা উচিত নহে। প্রকৃত কথা।

২। জনৈক প্রবাসী বাঙ্গালী এলাহাবাদ ষ্টেশনের কুলি, একাওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, পাণ্ডার লোক এবং কখন কখন পুলিসের কোন কোন দুষ্ট কনষ্টেবলের চাতুরীতে যাত্রীরা বড়ই পীড়িত হয়, এজন্য ষ্টেশনের অতি নিকটবর্ত্তী শেঠ বিহারীলাল সাহানিয়া মহাশয়ের ধর্ম্মশালায় প্রথম যাওয়ার উপদেশ [illegible]। সেখানকার ব্রাহ্মণ ম্যানেজার সজ্জন। সেখানে বেশী পয়সা খরচ না করিয়াও যাত্রীরা সকল রকম সুবিধাই পাইতে পারেন।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

মহাজন বন্ধু—মাসিক পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। ল্যাঙ্কসায়ারে বস্ত্র ও সূতার বাণিজ্য প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—

"স্বদেশী করিতে গিয়া, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম সূতা উহারা খুব করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাই লইয়াছি। মাছ খাইব না, মাছের ঝোল খাইব, ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে; বস্ত্র লইব না সূতা লইব।

১৯০৪ সালের বিক্রয়াধিক্য বশতঃ তাঁহারা তুলাশিল্পের কলকারখানা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে ৪ কোটি টাকা ছিল; ১৯০৪ সালে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকাতে দাঁড়ায়। ১৯০৩ সালে ৬,৫৭,০০০ টাকে তথায়

বস্ত্র বয়ন হইয়াছিল, ১৯০৪ সালে সেই স্থলে ১৬০০০৯ তাঁতে বস্ত্র বয়ন হয়। ঐ সকল প্রবল কল কারখানার সূতা ও বস্ত্র জগৎময় এত অধিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, পৃথিবীর বহু স্থানে তাহা মজুত হইয়া গিয়াছে। টাকার টান পড়িয়াছে, কাজেই রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে।

১৯০৮ সাল হইতেই রপ্তানী প্রকৃত পক্ষে কম হইয়াছে। কল বৃদ্ধির জন্য গোড়ায় মাল অধিক হইতে লাগিল, গ্রাহক যাহারা তাহারাই রহিল, নূতন গ্রাহক হয় নাই। কাজেই উৎপন্ন মালের সামাই দিতে গিয়া টাকায় জ্বালা পড়িল, এইহেতু কম দরে মাল বিক্রয় করিয়া উপস্থিত অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা হইল। ইহার জন্য বাজার পড়িল কেবল ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীরা পড়ে জাত দিল এইহেতু এখন গ্রাহকেরা মাল মজুত করিয়া খরিদ বিক্রয় করিতে সাহস পায় না, যেমন কার্য্য তদ্রূপ হইয়াছে। এ কারণ বিলাতী কাপড় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে পূর্ব্বে যেরূপ মজুত থাকিত, এখন সেরূপ মজুত নাই। ল্যাঙ্কাসায়ারের তাঁতের বস্ত্র যত উৎপন্ন হয়; ভারত বর্ষ তাহার শতকরা ৪০ ভাগ লয়। অবশিষ্ট ৬০ ভাগ লয় চীন, তুরস্ক মিসর প্রভৃতি দেশ। ভারতবর্ষ উক্ত ৪০ ভাগ যাহা লয় তাহাও ভারতের ব্যবহার জন্য সমুদয় নয়, উহার শতকরা ত্রিশ ভাগ পারস্য সিংহল, মরিশস এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিক্রয় করিয়া থাকে।

আমরা বিলাতী কাপড় লই না বলিয়া মান চেষ্টার দীপবাতি জ্বালিয়াছে, এইরূপ মিথ্যা কথা এদেশী সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা উঁহাদের কতটুকু ক্ষুদ্র গ্রাহক, তাহা এই সবকে বুঝিতে পারিয়াছেন, আর স্বদেশী সাধারণ লোকের মধ্যে কয়জন করে?

২। ক। বসন্ত পূর্ণিমা, মূল্য ৵০ আনা।

খ। তত্ত্বকথা বা অদ্বৈততত্ত্ব, মূল্য ।০ আনা।

গ। বিবিধ কথা বা খেয়াল মূল্য ।৵০ আনা।

এই তিনখানি কবিতাপুস্তক কবিরাজ শ্রীক্ষেত্র কালী রায় কাব্যরত্ন বর্ম্মণী প্রণীত। হুগলী সাহাগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে বিবেক চূড়ামণির অনুসরণে বেদান্ত কথা লিখিত হইয়াছে। অনেক মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত ইহার মতবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। নমুনাস্বরূপে কোন কোন স্থল অত্যন্ত উদ্ধৃত করা গেল।

তৃতীয় পুস্তক হইতে কবিরাজ মহাশয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশও অন্যত্র উদ্ধৃত করা গেল।

জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হয়। তিনি স্ত্রীলোককে কখন দেখিতেন না। জরা ব্যতীত জরা আসে না। পবিত্রচিত্ত সংযমীই দীর্ঘজীবী হইতে পারেন। অযথা শুক্রক্ষয়ে মহাপাপ। হিন্দু গৃহস্থের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ এবং পূজা ব্রতাদি আচরণ পূর্ব্বক একমাত্র পুত্র জন্য একবার মাত্র স্ত্রীসংসর্গ, অযথা উপায়ে বাল্যকাল হইতে শুক্রক্ষয়ে জাতিটা নির্বীর্য্য হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় একান্তই প্রয়োজন।

৩। মৃন্ময়ী, ১ম ভাগ ১ম সাখ্যা বৈশাখ ১৩১৬ সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী—কটক হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২ টাকা।

সকল প্রবন্ধই সুলিখিত। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি এবারের লেখক। আমরা এই নূতন পত্রিকা খানির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

৪। পল্লী গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা। ঢাকা মুন্সীগঞ্জের ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত।

বঙ্গের এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শ্রীযুক্ত স্যানিটারী কমিশনর মহাশয়দ্বয় গত ১৯০৭ সনের উক্ত প্রদেশের যে ভীষণ অকালমৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে বঙ্গে জ্বরে ১১,৭১৫৪০ জন, ওলাউঠায় ২,০৫৭০২ জন ও অন্যান্য পীড়ায় মোট ১৯,০৬১৯২ জন, এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে জ্বরে ৬,৩১১৯৭ জন, ওলাউঠায় ৭৭,১৮১ জন ও অন্যান্য পীড়ায় মোট ৮,৭৩৭৫২ জন লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত স্যানিটারী কমিশনর মহোদয়গণ এই অকালমৃত্যুর কারণ জলাভাব, দূষিত জলপান করা, জল নিকাশের অভাব এবং খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ ভীষণ জলাভাব হইল কেন? পূর্ব্বে এদেশে অধিকাংশ মহাত্মারাই ধর্ম্ম উদ্দেশে নিজ নিজ বাটীতে ও নানাস্থানে পুষ্কর, দীর্ঘি ও কূপ খনন করাইতেন এবং পুকুর ও দিঘী ভগবানের নামে "উৎসর্গ" করিতেন। উহার ফল সেই সময়ে দেশের সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ জলের কোনও অভাব হইত না এবং "উৎসর্গ" পুকুরের জল কেহ পাট ভিজাইয়া নিজেরা স্নান করিয়া বাসন মাজিয়া ময়লা কাপড় কাচিয়া জলশৌচ করিয়া মলত্যাগ করিয়া, গোরু বাছুর স্নান করাইয়া বা অন্য কোন প্রকারে দূষিত করিতে সাহসী হইত না। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় কেহই জলাশয় খনন করেন না, এমন কি পুরাতন পুকুরগুলি পর্য্যন্তও কেহ পঙ্কোদ্ধার করিয়া সংস্কার করিতেছেন না। সুতরাং দেশের সর্ব্বত্রই ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এ দেশের পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। ধর্ম্মভাবেরও কমি হইয়াছে। স্বার্থপরভাবে নিজের সামান্য সুবিধা জন্য সাধারণের পানীয় জল দুষ্ট করিতে আর সঙ্কোচ করে না; সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার মোটামুটি নিয়মগুলি যে তাহা তাহারা আদৌ জানে না এবং তাহাদিগকে জানাইবারও কোন বন্দোবস্ত নাই। এই সকল নানা কারণে এবং অজ্ঞতার ফলেই এ দেশের সর্ব্বত্র অকালমৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে আমাদের দেশের প্রত্যেক নরনারী ও বালকবালিকাগণ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও এতৎপাঠে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইবে এবং সাধারণ জ্ঞান জন্মিবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। স্বদেশভক্ত উদ্যমশীল যুবকমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে এই পুস্তকখানি গ্রামাঞ্চলী বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে এবং এই পুস্তকের বিষয়গুলি অশিক্ষিত পল্লীবাসী দিগকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করেন।

৪৮ পৃষ্ঠায় সুচারুরূপে মুদ্রিত পুস্তকের মূল্য /০ আনা মাত্র। প্রতি গ্রামেই দুই চারিখানি পৌঁছান উচিত।

ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে পানীয় জল ফুটাইয়া লইয়া পান করা উচিত।

কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া তবে কুইনাইন খাওয়া আবশ্যক।

...বিরা জ্বরে কুইনাইন না দিলে জ্বর ... নালতের জল, চিরেতার জল বা ... উপকারী। জ্বরের আভিশয্যের ... সুস্থ শরীরেও উহার প্রত্যহ ব্যবহার করা ...

বিজ্ঞাপন।

... হেঃ মাঃ বিযাটী মইং স্কুল। ২৭ ... ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন ... নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ ... জেলা হুগলী।

... গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

...রণ—দার্জ্জিলিঙ্গের প্রোবে ডেঃ কঃ মিঃ ... ভারতগবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক ... কর্ম্ম পাইলেন। চম্পারণের অঃ মাঃ মিঃ ... সদরে বদলী হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ... জঃ মাঃ মিঃ লিওসে বক্সার মহকুমার ... নিযুক্ত হইলেন। সীতামারীর প্রতিনিধি জঃ মাঃ ... চম্পারণের মাঃ হইলেন। মজফর ... প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ রীড সীতামারি মহ ... নিযুক্ত হইলেন। ২৪ পরগণার ডেঃ মাঃ ... নাথ সরকার ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। ... মাঃ মিঃ ষ্টার্ক ৩ মাসের ছুটী পাই... মাঃ মিঃ প্যারেট ১মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—সদারামের মুঃ মিঃ সৈয়দ নসিরুল ... মুঃ হইলেন। আরার মুঃ বাবু সতীশ ... নগরের মুঃ হইলেন। বাবু সত্য... চরণ মুখো বি এল তমলুকের মুঃ হইলেন।

... ডেঃ কঃ বাবু নগেন্দ্র লাল মিত্র ... বিভাগে স্থাপিত হইলেন। বর্দ্ধমানের ... বসু ১মাসের এবং মজফরপুরের ... সেন ৬ মাসের ছুটী পাইলেন।

...র ডেঃ ইনঃ বাবু হীরালাল পাল ... সহকারী ইনঃ হইলেন। তত্রত্য ... বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ৬ মাসের ...

...জলা স্কুলের শিক্ষক বাবু সুরবভূষণ ... স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। ... বিএ এক বৎসরের শিক্ষা... জেলা স্কুলের শিক্ষক হইলেন। ... পূর্ণিয়ার সব ইনঃ পাকা হইলেন। রাঁচি ইণ্ডষ্ট্রীয়াল স্কুলের শিক্ষক বাবু হরি দাস চক্রবর্ত্তী ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। মানভূমের ছুটী প্রাপ্ত সব ইনঃ বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার গঙ্গা জলঘাটী সব ইনঃ হইলেন। মানভূমের সব ইনঃ বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার এবং বাঁকুড়ার বাবু কুমুদমোহন গাঙ্গুলী পরস্পরে পদ বদলাবদলী করিয়া লইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু বিএ শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের এপ্রেণ্টিস বিভাগের শিক্ষক হইলেন। উত্তর খুলনা সকলের সব ইনঃ বাবু নৃত্যগোপাল ভটাচার্য্য ৬ মাসের ছুটি পাইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন বি এ উত্তর খুলনা সকলেরবইনঃ হইলেন ডিরেক্টর আফিসার আসিষ্টাণ্ট বাবু বিনোদবিহারী সেন ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। আসিষ্টাণ্ট বাবু ভোলানাথ সরকার (নিম্ন অধস্তন শিক্ষা সার্ভিসের ১ম শ্রেণী) অধস্তন শিক্ষা সার্ভিসের ৮ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। মুরসিদাবাদ দক্ষিণ সদর সার্কেলের সব ইনঃ বাবু দীননাথ ভট্টাচার্য্য ১ মাসের, পুরীর বাবু শঙ্কর সারঙ্গী ২ মাসের, এবং হুগলীর অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। সারঙ্গীর স্থানে কর্ম্ম করিবেন পুরীর সহকারী সব ইনঃ বাবু নারায়ণ মিশ্র (নিম্ন অধস্তন শিক্ষাসর্ভিসের ১ম শ্রেণী) একণে অধস্তন শিক্ষাসর্ভিসের ৮ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। পুরী জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্ত উক্ত স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। উক্ত স্কুলের সহকারী শিক্ষক বাবু মাওলি দাস (নিম্ন অধস্তন শিক্ষা সর্ভিসের ১ম শ্রেণী) অধস্তন শিক্ষাসর্ভিসের ৮ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভার উপাধি পরীক্ষার ফল শকাব্দা ১৮৩০।

[প্রথমে পরীক্ষোত্তীর্ণের নাম, পরে অধ্যাপকের নাম, তৎপরে অধ্যয়ন স্থান এবং শেষে বিভাগ, এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে]

ব্যাকরণ

বিভূতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাখালানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড ১,

কাব্য

জানকী নাথ সেনগুপ্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান ১, যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য যদুনাথ বিদ্যারত্ন পূর্ব্বস্থলী ১, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কলিকাতা ১, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কলিকাতা ১, শিবরাম গোস্বামী ব্রজরাজ গোস্বামী ভাগবত ভূষণ নবদ্বীপ ২, ভরত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড ২

স্মৃতি

অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণ নাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী ১, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান ২,

ন্যায়

রামচন্দ্র মিশ্র তর্কতীর্থ মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ১, তারিণী চরণ চট্টোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ২।

সাংখ্য

বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী নবদ্বীপ ১।

জ্যোতিষ

শিবনন্দন শর্ম্মা গেনালাল শর্ম্মা হাথিতৌরাছ ১।

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ—
সম্পাদক।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

মুসলমান দিগের জন্য সিনিয়র বৃত্তি।

অঙ্কের প্রদত্ত বৃত্তি

মশিন বৃত্তি—হোসেন এস সুবায়ণবরদি সেণ্ট জেভিয়ার ১৪ টাকা. আবদুল আলি বিশ্বাস হুগলী কলেজ ১২৲।

হারবঙ্গরাজ বৃত্তি—মহম্মদ আজহারুল হক প্রেসিডেন্সী কলেজ ১০৲ আজিজুর রহমন ঐ ১০৲

গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি—মহম্মদসাগির প্রেসিডেন্সী কঃ ১০৲, এ আলিম ঐ ১০৲, সৈয়দ ওয়ালি আহম্মদ মজফরপুর বি বি কলেজ, আমীরুদ্দীন আহমেদ প্রেসিডেন্সী কলেজ, [৭ টাকা করিয়া আর চারিটি বৃত্তি এখনও কাহাকেও দেওয়া হয় নাই]

স্ত্রী লোকদিগের জন্ত বিশেষ সিনিয়ার বৃত্তি ১৯০৯

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২৫৲—বেথুন কলেজ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ২০৲—...ড সরকার লরেটো হাউস।

ব্রজমোহন দত্তের পুরস্কার

(১৯০৭ সালের জন্য)

দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে। ১৯০৬-৭ সালে "গার্হস্থ্য বিধি এবং উহাতে বাড়ীর স্ত্রী পরিজন দিগের কর্তটা কর্ত্তব্য আছে" এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখিকাকে ৪৫ টাকা পুরস্কার দিবার কথা থাকে। উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন—শ্রীমতী কাদম্বিনী ঘোষ, কেয়ার অফ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রতাপপুরষ্ট্রীট, চুঁচুড়া।

এইচ আর জেমস, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর

প্রীডারশিপ শ্রেণী

গ্রীষ্মাবকাশের পর পাটনা কটক কৃষ্ণনগর এবং হুগলী কলেজে প্রীডারশিপ শ্রেণী পুনরায় খোলা হইবে। যাঁহারা এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহারা উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিলে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

জে আর কনিংহাম

শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর—

পাটনা আইন কলেজ

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে জুলাই মাসের প্রারম্ভে অথবা আবশ্যকমত বন্দোবস্ত শেষ হইবা মাত্রই পাটনায় একটি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থানুসারে বি এল পাঠ্য পড়াইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইবে এবং আইন পুস্তকের একটি পুস্তকাগার এবং পাঠগৃহ থাকিবে। প্রীডারশিপ শ্রেণীতে খোলা হইবে। বি এল ছাত্রদিগের জন্য একটি ছোট হোষ্টেল থাকিবে।

বি এল পাঠার্থী ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ৬ টাকা এবং প্রীডারশিপ পাঠার্থী ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ৫ টাকা হইবে।

ভর্ত্তি হইবার আবেদনের তারিখ এবং সেশন খোলার তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ যতশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হইবে।

এইচ আর জেমস

বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর

কৃষ্ণনগর কলেজ

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিগত ২৩শে জুন তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজ খুলিয়াছে। নিম্নলিখিতরূপ পাঠ্য এই কলেজে পড়ান হইবে :—

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা (আর্টস)—(১) ইংরাজী সাহিত্য (২) ভার্ণাকুলার রচনা, (৩) সংস্কৃত (৪) ইতিহাস, [৫] গণিত, [৬] ফিজিক্স, [৭] রসায়ণ।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা [বিজ্ঞান]—[১] ইংরাজী সাহিত্য [২] ভার্ণাকুলার রচনা, [৩] গণিত [৪] ফিজিক্স, [৫] রসায়ণ

বি এ—(১) ইংরাজী সাহিত্য (পাশ ও অনার) (২) ভার্ণাকুলার রচনা, (৩) সংস্কৃত, (৪) গণিত, (৬) ফিজিক্স, (৬) রসায়ন।

বি এস সি—(১) গণিত, (২) ফিজিক্স, (৩) রসায়ন।

আগামী ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। কোন বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে অতঃপর আর ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে না।

বিজ্ঞান পাঠার্থী ছাত্র কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব ভর্ত্তি হইবেন। বিলম্ব হইলে ভর্ত্তি না হইতে পাওয়াই সম্ভব।

এস সি রায়

কৃষ্ণনগর কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রোফেসর।

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ১৯০৯

বিগত ২৩শে জুন হইতে সংস্কৃত কলেজে বিএ ক্লাস খুলিয়াছে। ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হওয়ার দরখাস্ত লওয়া হইবে।

বিএ—পাঠ্য

(১) ইংরাজী সাহিত্য (পাশ), বাঙ্গালা রচনা, সংস্কৃত (পাশ এবং অনার), ইতিহাস (পাশ)।

(২) ইংরাজী (পাশ), বাঙ্গালা রচনা, সংস্কৃত (পাশ এবং অনার) ফিলজফি (পাশ)

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা—আর্টস

ইংরাজী, বাঙ্গালারচনা, সংস্কৃত, ইতিহাস, লজিক।

শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারপ্রাপ্ত প্রোফেসর।

পাটনা কলেজ, বাঁকীপুর ১৯০৯-১০

আগামী ৫ই জুলাই পাটনা কলেজ খুলিবে। এই তারিখের পূর্ব্বে যতশীঘ্র সম্ভব দরখাস্ত করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। বেহারী ছাত্র যাহারা পাটনা কলেজে পড়িয়াছে অথবা যাহারা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে যাহারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের আবেদনই অধিক গ্রাহ্য হইবে।

বিশেষস্থল ব্যতীত ২৫শে জুলাইয়ের পর আর আবেদন লওয়া হইবে না। ২১শে জুন পর্য্যন্ত যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে সে সকলের সম্বন্ধে আদেশ ২২শে জুন হইয়াছে। উপযুক্ত হইলে ঐ সকল প্রার্থীরই দাবী বেশী। নূতন ছাত্র ১৫২ জন ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। কলেজ আফিসে আবেদন করিবার ফারম পাওয়া যায়। সরকারী ছুটীর দিন ছাড়া আর সকল দিন পূর্ব্বাহ্নে বেলা ৭টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ আফিস খোলা থাকিবে।

ভি এইচ জ্যাকসন

পাটনা কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ

পুনরায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুরোধে সেনেট সভা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের (১৯০৪ সালের ৮ আইন) ২৫ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের মত সাপেক্ষ রহিল—

[১] যে সকল ছাত্রের নাম বিগত এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য রেজেষ্টরীভুক্ত হইয়াছিল এবং যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলে আবার পরীক্ষা দিতে পারিবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাইৎ এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ছাত্রেরা যে সকল পাঠ্য পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছিল, সেই সকল পাঠ্যেরই পরীক্ষা লওয়া হইবে।

[২] যে সকল ছাত্র এই পরীক্ষা দিবে তাহারা আর ১৯১০ সালের নূতন নিয়মানুযায়ী ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

[৩] পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা দিতে হইবে।

[৪] পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত এবং পরীক্ষার ফী আগামী ১২ই অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

[৫] ঐ দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি না পাঠাইলে দরখাস্ত লওয়া হইবে না—

[ক] বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রারের প্রদত্ত রসিদ।

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত কোন স্কুলের [illegible] নিকট হইতে সার্টিফিকেট এই [illegible] হইবে যে, বিগত পরীক্ষার পর [illegible] মাস কাল ঐ ছাত্র স্কুলে নিয়ম [illegible] এবং তাহার স্বভাব ও আচ- [illegible] অথবা এমন একখানি [illegible] পারিলেও হইবে যাহাতে [illegible] ইনস্পেক্টর [স্কুলের] স্বাক্ষর থাকিবে। [illegible] এই লেখা থাকিবে যে, বিগত পরী- [illegible] হইতে এ যাবৎ পরীক্ষার্থী কোন স্কুলে [illegible] বটে কিন্তু ইনস্পেক্টর দ্বারা অথবা [illegible] গৃহীত নির্বাচনী পরীক্ষায় [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার [illegible] আচরণ সন্তোষ জনক।

[illegible] হইতে এই পরীক্ষার জন্য ছাত্র [illegible] সেই স্কুল এইরূপ কোন ছাত্রের [illegible] স্কুলের ধার্য্য বেতনানুরূপ পাঁচ মাসের [illegible] জন্য বেতন লইতে পারিবে না।

[illegible] ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত [illegible] হইবে।

জি থিবো
রেজিষ্ট্রার।

[illegible] মেডিক্যাল কলেজের

পরীক্ষার ফল ১৯০৯।

[illegible] এল, সি, এস, এবং এল, এম, এস,

[ক্যাম্বেল]

[illegible] দে বিজয়কিশোর মুখোপাধ্যায়, [illegible] মুখো, সি, এস, পেটেল, ডি, এইচ, [illegible] ওমনাজ, এস, ডি, সেক্সেণ্ট।

এল, এম, এস, [ক্যাম্বেল]

[illegible] দত্ত, কৃষ্ণদুলাল বড়াল, নগেন্দ্রনাথ [illegible] চট্টো, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, যতীন্দ্র গাঙ্গুলী [illegible] কান্তিভূষণ বিশ্বাস, রাজেশ্বর দাস, [illegible] বসু, এন আর দেওচনকার, [illegible] কার, এস কে দেওয়ারী পি [illegible] নাথ সাহা, হরিপদ গুপ্ত, [illegible] প্রবেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, রেবতী [illegible] কে, কামনেনজিজ, নগেন্দ্রনাথ [illegible]

[illegible] উত্তীর্ণগণের নাম।

[illegible] কানাইলাল চট্টো, সুরেন্দ্র [illegible] মুখো, নলিনীকান্ত নন্দী, [illegible] এস পলমুল রুদ্র নবো, [illegible] মজুমদার, জ্ঞানাকুশেশ্বর সরকার, এন্ এম্ বুচা, এন্ কে কেহন মন্মথনাথ দাস, আর এস্ কনংকার, শ্রীনাথ বর্ম্ম, ভি জি তোপারদেকার, মণীন্দ্র গুহ, মোহিনীনন্দন ভুতি।

ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ অব ইণ্ডিয়া।

এই কলেজে এল, এম, এস এবং বি পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ L. M. S (Natl or M. C. P. S. উপাধি Diploma) প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত একটি বিশেষ আয়ুর্ব্বেদীয় শ্রেণী গ্রাজুয়েটদিগের জন্য এক শ্রেণী, এবং শব ব্যবচ্ছেদ ও অন্যান্য কার্য্যকারী বিষয়সমূহ শিক্ষার শ্রেণী সকল এই কলেজে থাকিবে। সমাগত out door ও অবস্থিত (in-door) রোগিগণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বোর্ডিং আছে। মাসিক বেতন ৩৲ তিন টাকা, আবেদন সহিত ৩৲ টাকা প্রবেশ ফিঃ দিতে হয়।

ছাত্রবৃত্তি—কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এস, কে মল্লিক এণ্ট্রান্স বা মাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য ৫০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা এবং উক্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য ৩০ টাকা এবং ২৫৲ বৃত্তি দিবেন।

অদ্য ২৫শে জুন হইতে সেসন আরম্ভ হইবে। কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯০৯ সনের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বৃত্তি

পূর্ব্ববঙ্গ।

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি (মাসিক ২৫৲ টাকা)
(গুণানুসারে)।

বিশ্বেশ্বর দত্ত ঢাকা কলেজ, হরিকমল রায় ঐ কালীকুমার সাহা ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি (মাসিক ২০৲ টাকা)।

ঢাকা বিভাগ।—শশিকুমার ঘোষ ঢাকা কলেজ, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ কলেজ, ত্রিদিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা কলেজ, আবদুল গফুর ঐ, গোপীবল্লভ সরকার ঐ।

চট্টগ্রাম বিভাগ।—সুরেন্দ্রনাথ সেন চট্টগ্রাম কলেজ, সুবোধকৃষ্ণ রায় ঐ।

রাজসাহী বিভাগ।—হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী কলেজ, যতীন্দ্রনারায়ণ রায় ঐ, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারি হইয়াছে যে অতঃপর সবজজ ও মুন্সেফদিগকে গাউন পরিয়া এজলাসে আসিতে হইবে।

[বর্দ্ধমান] বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল শীল মহাশয় দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে—উক্ত গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ জন্য একটী বৃহৎ দীঘী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

মেদিনীপুরের বোমাঘটিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত তদন্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বাহাদুর করিতেছেন। আসামীর সংখ্যা বাড়াইয়া ৩৮ জন করা হইয়াছে।

[আসাম] বর্ত্তমান সেসন হইতে কটন কলেজে বিএ শ্রেণীতে যাহাতে ইতিহাস, অর্থনীতিশাস্ত্র, এবং রসায়ন পাঠ পড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইবে। ইহার জন্য তেজপুর টাউনহলে সভা হইয়াছিল। আবেদন মঞ্জুর না হইলে অধিকাংশ আসামী ছাত্রের বিশেষ অসুবিধা হইবে বলা হইয়াছে।

[সাধারণ] সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ, ২১শে জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে বাঙ্গালায় সাধারণ ভাবে সর্ব্বত্রই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ত্রিহুত বিভাগের এবং মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা ও কুচবেহারের স্থানে স্থানে বৃষ্টি বেশী পরিমাণেই হইয়াছে। হাওড়া, পাটনা এবং মজফরপুরে নিম্ন ভূমিতে বীজবপন ও চাষের কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বর্দ্ধমান, চম্পারণ মজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, কটক, বালেশ্বর, এবং কুচবেহারে ধান রোয়া আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার কোন কোন অংশে প্রয়োজনমতে বৃষ্টির অভাবে রোয়া হইতেছে না। [illegible]র ফসল বপন আরম্ভ হইয়াছে। পাট এবং ইক্ষুর অবস্থা ভাল। নদীয়া এবং যশোহরে পোকায় কতক ফসল নষ্ট করিয়াছে। মুরশিদাবাদের কাঁদি মহকুমায় বন্যায় পাট, ইক্ষু, তিল এবং আশু ধান্যের কতকটা ক্ষতি করিয়াছে।

বিগত ১৬ই জুন দার্জিলিঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মাননীয় বর্দ্ধমান মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—[ক] মেদিনীপুরের বোমার মোকদ্দমায় মিঃ ম্যাককাটেন কিরূপ প্রণা

নীতে তদন্ত করিবেন, গবর্ণমেন্ট তাহার কোন আভাষ দিতে প্রস্তুত আছেন কি না? [খ] এই তদন্ত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইবে কি না। উত্তরে মাননীয় মিঃ ডিউক বলিয়াছেন মিঃ ম্যাকফারসনকে যেরূপ ভাবে তদন্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার নকল আপনাদিগকে দিতেছি। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কোন বিশেষ হুকুম দেন নাই, তবে জনসাধারণের নিকট তদন্তের কোন কোন অংশ প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই—কিন্তু অন্যান্য এমন অনেক গোপনীয় বিষয় আছে যাহা প্রকাশ করিলে তদন্ত চালাইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে। মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, কমিশনার সাহেবের ইচ্ছার উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। মেদিনীপুরের মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট আসামীদিগকে খালাস দিয়া পুলিসের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই জন্যই এই মোকদ্দমার আগাগোড়া একটা তদন্তের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উপর তদন্ত করা হইবে। [১] মিঃ, কে. বি. দত্তের ১৯০৮ সনের ১১ই অক্টোবরের তার ও ২৭ শের চিঠিতে আভাষ দেওয়া হইয়াছিল যে এই মোকদ্দমার মূলে কোনই সত্য নাই সেই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করাই তদন্তের প্রথম কাজ। [২] মিঃ দত্তের অভিযোগ ছাড়া গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে যে মন্তব্য উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্যও আর একটা ভিন্ন ভাবে তদন্ত করা হইবে, মিঃ দত্তের অভিযোগের মূলে কোন সত্য আছে কি না, মোকদ্দমা আগাগোড়া রীতিমত চালান হইয়াছে কি না, এই বিষয়ও তদন্ত করা হইবে। [৩] মেদিনীপুরে এমন কোন অবস্থা ঘটিয়াছিল কি না যাহাতে পুলিশ ও জিলার কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না। [৪] পুলিশ যে সকল খবর পাইয়াছিল তাহার রীতিমত ব্যবহার হইয়াছিল কি না, তাহারা এবিষয়ে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে কি না, এবং পুলিশ যে সকল আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা জিলার উর্দ্ধতন কর্মচারীদের ঠিক সময়ে জানান হইয়াছে কি না। [৫] পুলিশ যে সকল খবর পাইয়া ছিল তাহা এরূপ গুরুতর ও বিশ্বাস যোগ্য ছিল কি না, যাহাতে তাহাদের অবিলম্বেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইয়াছিল এবং সে তদন্ত রীতিমত করা হইয়াছিল কি না? [৬] পুলিশ আসামীদিগকে ধরিয়া যে মোকদ্দমা চালাইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি জেলের ভিতরে বাহিরে ব্যবহার আইন সঙ্গত হইয়াছিল কি না। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার কর্মচারীবৃন্দের ন্যায় বিচারের প্রতি তীব্রদৃষ্টি ছিল কি না। যে সকল কর্মচারীবৃন্দের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ মহামান্য হাইকোর্ট করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য প্রমাণ যোটাইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবার বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। [৭] অবশেষে, তদন্তের উপযুক্ত কোন সত্য ঘটনা ঘটিয়াছিল কিনা ইহা দেখিতে হইবে। সকল বিভাগের কর্মচারীদের ব্যবহার সরল ও অপক্ষপাতী ছিল কি না। [৮] মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে স্থানীয় কর্মচারীদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া যে সকল কথার উত্থাপন করা হইয়াছে, বোধ হয় সে সকল বিষয়ই তদন্ত করা হইবে। [৯] কোন ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যের তদন্তের জন্য অথবা হাইকোর্টের বিচারের বিষয় লইয়া এই তদন্ত করা হইতেছে না, মাননীয় ছোট লাট বাহাদুরের ইচ্ছা যে কমিশনার সাহেব ইহাই স্থির করেন যে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল কি না, এবং এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সকল ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে কি না। উল্লিখিতরূপ উপদেশ অনুসারে মিঃ ম্যাকফারসন তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তদন্ত করিতে পারিবেন।

১৯০৮-০৯ সালে বঙ্গে ২,১৭০,৩০০ একর জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল কিন্তু কেবল মাত্র ১,৫৫৭,৫০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ১,৪০৩,১০০ একর ছিল এই বিবরণীতে কেবল মাত্র তিল বাদে অন্য আর আর তৈল শস্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তৈল শস্য বপনের সময় জল হাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে সুবৃষ্টি না হওয়ায় অনেক জমি পতিত রহিয়া যায় এবং ক্ষেত্রস্থ অনেক ফসলের ক্ষতি হয়। তৈল শস্যের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায় সম্বলপুরে তের আনা, ৬টী জেলায় বার আনা অপর দশটী জেলায় নয় কিম্বা দশ আনা এবং বাকী ৮টী জেলায় আট আনা কিম্বা নয় আনা মাত্র ফসল জন্মিয়াছে। একর প্রতি সরিষা, রাই ও তিসির ফসল ৬/০ মণ ধরিলে এবং অন্য তৈল শস্যের ৪।০ মণ ধরিলে মোটের উপর ১৮৯,৭০০ টন তৈল শস্য জন্মিয়াছে গতপূর্ব্ব বৎসরে ১৮৮,০০০ টন শস্য জন্মিয়াছিল।

১৯০৮-০৯ সালে উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় সমস্ত জমিতে চাষ ঘটিয়া উঠে নাই। আশানুরূপ গমও উৎপন্ন হয় নাই। ১৭৭১৫০০ একর জমির মধ্যে ১২৫৫২০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগ জমি পতিত ছিল। গম চাষের উপযুক্ত জমি বেহার প্রদেশেই বেশীর ভাগ। সমস্ত বঙ্গদেশে যত জমিতে গম চাষ হয়, তাহার ৮৭ ভাগ জমিই বেহারে। গত সনে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে শস্য জন্মে নাই সাধারণতঃ যাহা আশা করা যায়, তাহার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক মাত্র জন্মিয়াছে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং হাজারিবাগ এই তিন স্থানেও গমের চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথম দুই স্থানে অর্দ্ধেকেরও কম জন্মিয়াছে এবং তৃতীয় স্থানে অর্দ্ধেকের কিছু বেশী জন্মিয়াছে।

ফরিদপুরের অন্তর্গত বুদ্ধিতপুর গ্রামের উত্তরপাড়ার কতকাংশে জলের কষ্ট ছিল। উক্ত পাড়ার বালকগণ এক দিন একত্র হইয়া স্থির করে যে, তাহারা দত্তদিগের পুরাতন অব্যবহার্য্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া তথাকার জলকষ্ট দূর করিবে। অতঃপর দত্তদিগের অনুমতি লইয়া তাহারা পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করে। সকলেই কায়স্থ ভদ্রলোকের সন্তান। পুষ্করিণীটি দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত এবং প্রস্থে ৫০ হাত; ইহাতে প্রায় ২ হাত গভীর মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছে। এ [illegible] রিণী খনন করিতে অন্যূন ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইত। (কৃষক)

জোহানসবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] দরবারে ভারতবাসী প্রতিনিধিবর্গের [illegible] জনের রেজিষ্ট্রেশন আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধে তিন মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[সাধারণ] ১৭ ই জুন প্রাতে রুষ ও জার্ম্মান সম্রাটদ্বয় বৈয়রকোতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার পর জর্ম্মাণ সম্রাট রুষরাজ, রাজমহিষী ও তাহার পুত্রকন্যাগণের সহিত ভোজন করিয়াছেন। পরদিন রুষের রণতরীগুলি সম্রাটদ্বয়ের প্রহরীতায় নিযুক্ত থাকিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিল। পরে নিউকাসেল বন্দরে গমনোদ্যত ব্রিটীশ জাহাজ 'উডবরণ' ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, তাহার উপর গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে উডবরণ জাহাজের বয়লার ভাঙ্গিয়া যায় এবং এক জন ষ্টোকার আহত হয়। ফ্রাইড্রিসাম বন্দরে জাহাজখানির সংস্কারের পর, উহা ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। আহত ষ্টোকারকে জাহাজের হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ভোজসভায়

বলিয়াছেন যে রুষ জার্ম্মনির সৌহৃদ্য অটুট থাকে তাহার প্রতি তাহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে। শক্তিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি সংস্থাপ- ও রুষ জর্ম্মান প্রীতি অব্যাহত থাকা উত্তরে জর্ম্মানরাজ ঐ কথারই প্রতি করিয়াছেন। জার্ম্মণ সংবাদ পত্র লিখিতেছেন যে, রুষ ও জর্ম্মাণ সম্রাটের ফলে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলেও আন্তর্জাতিক বিরো সম্ভাবনা অনেকটা কমিবে। জার্ম্মণের পড়িবার ভয়, এখন আর রহিল না। সংবাদপত্র সমূহ এ বিষয়ে কোন কথা না।

তারের সংবাদে প্রকাশ যে শ্যাম বর্ত্তমান এংলো শ্যাম সন্ধিতে ব্রিটিশ কোন শাসনভার দিবেন কি না, আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। ইংরেজদের যাঁহারা সন্ধির পরে শ্যামদেশে তাঁহাদের প্রতিই কেবল সন্ধির বর্ত্তিবে। সন্ধির সর্ত্তগুলি কার্য্যে পরি হইতে বেশী বিলম্ব হইবে বলিয়া বোধ হয় ইংরেজ প্রজাদের স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় অটুট ইংরেজ প্রজাদের মধ্য হইতে শ্যাম আর তিন জন জজ নিয়োগ করিবেন হইয়াছেন।

স্যর হেনরী কটন, মিঃ ম্যাকারনেস এবং অনেক সদস্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত নির্ব্বাসন ও পুলিস তদন্তের বিষয়ে প্রশ্ন ছিলেন। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী এসকুইথ কি প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত দিন তাঁহারা এ অবস্থায় আটক সে বিষয়ে ভারতের বড়লাট যাহা পারেন। উপর্য্যুপরি ইণ্ডিয়া কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্ষতির অবসান হইয়াছিল, সমস্ত নয়ন করিবেন। এবং নির্ব্বা তারিখ পিছাইয়া দিয়েছেন।

...টি কবিতা।

জানন্তি প্রায়েণ পরবেদনাম্।
... শেতে নারায়ণঃ সুখম্ ॥২৬

লক্ষ্মীবান্ লোকে অপরের বেদনা প্রায়ই বুঝিতে পারে না, অনন্ত বাসুকি পৃথিবী ভার বহন করিয়া ক্লান্ত রহিয়াছেন, তথাপি নারায়ণ তাহার উপরে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া আছেন, তাহার কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না, নারায়ণ ও লক্ষ্মীবান্ কিনা? লক্ষ্মীবান্—ধনবান্ পক্ষান্তরে লক্ষ্মীযুক্ত। ২৬

কোন দরিদ্র বাক্‌চাতুরী দ্বারা রাজাকে আপন অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে—

অহঞ্চ ত্বঞ্চ রাজেন্দ্র লোকনাথাবুভাবপি।
বহুব্রীহিরহং রাজন্ ষষ্ঠীতৎ পুরুষো ভবান্ ॥২৭॥

মহারাজ, আপনি ও আমি আমরা উভয়েই লোকনাথ—তবে বিশেষ এই আমি বহুব্রীহি সমাসে লোকনাথ (লোক হইয়াছে নাথ যার) আর আপনি ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাসে লোকনাথ (লোকের নাথ)

উদরস্যরস্য পূরণভিয়া যোঽভবৎপত্নী। ।২৭।
স এবহি পিণাকপাণির্জানীতে দীনদুঃখানি ॥২৮।

যিনি তুই উদর পূর্ণ করিতে অক্ষম হওয়ায় নিজ অর্দ্ধাঙ্গকে পত্নী করিয়াছেন, সেই পিণাকপাণি মহাদেবই দরিদ্রের দুঃখ অবগত আছেন।২৮।

আদ্যন্ত মধ্য রহিতং দশাহীনং পুরাতনম্।
অদ্বিতীয়মহং বন্দে মদ্বস্ত্রসদৃশং হরিম্ ॥২৯।

কোন নির্ধন ব্যক্তি আপনার ছিন্ন বস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া হরিকে নমস্কার করিতেছে। আমি আমার বস্ত্র তুল্য হরিকে প্রণাম করি, আমার বস্ত্র আদ্যন্ত মধ্য রহিত অর্থাৎ ইহার আদি অন্ত মধ্য ছিন্ন হরিও অনাদি অনন্ত অমধ্য। হরি দশাহীন অবস্থাশূন্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার। আমার বস্ত্রের ও দশা অর্থাৎ পাড় নাই। হরি পুরাতন আমার বস্ত্রখানিও তাই। হরি অদ্বিতীয় আমিও অদ্বিতীয় অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় বস্ত্র আর নাই। ২৯।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী জুলাই মাস হইতে হুগলি কলেজে প্লীডারশিপ শ্রেণী পুনর্ব্বার খোলা হইবে। বাবু অম্বিকা চরণ মিত্র এম.এ বি এল কলেজের "ল" লেকচারার হইবেন। যাঁহারা এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে কোনও কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট তাহা জানিতে পারিবেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর আগামী ২২শে জুন তারিখে হুগলি কলেজের কলেজ শ্রেণী খোলা হইবে। আপাততঃ এই কয়টি বিষয়ে এই কলেজ এফি- লিয়েটেড হইল।—

(ক) ইণ্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান)—ইংরাজি সাহিত্য, ভার্ণাকুলার রচনা গণিত ফিজিক্স, এবং রসায়ণ।

(খ) ইণ্টারমিডিয়েট (আর্টস)—ইংরাজি সাহিত্য, ভার্ণাকুলার রচনা, ইতিহাস, গণিত, সংস্কৃত পালি, ফিজিক্স এবং রসায়ণ।

বিএ—ইংরাজি সাহিত্য [পাশ] ইতিহাস [পাশ] গণিত [পাশ এবং অনার] সংস্কৃত [পাশ এবং অনার] পালি [পাশ] ভার্ণাকুলার রচনা।

কলেজ খোলার পর ৩ সপ্তাহের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে হইবে। ইণ্টার মিডিয়েট [বিজ্ঞান] প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্র লওয়া হইবে; সুতরাং ঐ শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব যেন আবেদন করেন।

কর্ম্মখালি

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন -প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ.প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে

A Hd master F A for the Chandpara M E school po. Chandpara, Dt Birbhum on Rs 25 quarters free.

An able Entrance passed or F A plucked teacher strong in English, Mathematics Bengali and Urdu for Nator Middle Madrasa pay Rs 15 to Rs 25 according to qualifications. Applications are to be submitted to the president of the Anjamani islamia, Nator, Moulvi Ershad ali khan Chowdhuri, Zamindar.

A B course graduate, an A course B A plucked, strong in History or Sanskrit, and an F A strong in Mathematics, as assistant teacher for the Sholz

Batajar Union Institution, on Rs 45, Rs 30 and Rs 20 respectively, with prospects. Boarding and lodging free.

A graduate assistant Hd master, for the H E school at Baisari, Backerganj on Rs 45 with free board and lodging.

A graduate with honors in science to act as a resident private tutor for sons of Kumar Sarat Kumar Ray of Deghapateya. Pay Rs 50 or upwards according to qualification: free board. Also a Sanskrit Pandit with a little knowledge of English and good hand writing on Rs 15 with free board and lodging.

A graduate 2nd master, strong in Mathematics on Rs 40 per month for Beldanga H E school, Dt. Murshidabad. Private tuition available. Apply before 23rd June. The school is very near Beldanga Ry Station.

A B A strong in Mathematics B course preferred for the post of 2nd Teacher of the Araria H E school on Rs 40 per month po Araria.

A Teacher F A strong in English for the Dasghara High school, Dist

board and lodging on the condition of teaching a boy in private. Apply to the Hd master.

An F A Hd master for the Orefrli, M E school, Dt. Howrah, on Rs 18 rising to Rs 20 per month. Boarding and quarters free. Must stick to post at least for 2 years.

An F A Hd master for Tawrat M E school on Rs 20 per month, lodging and boarding free. A Brahmin or a Sadgope preferable. Ballah po (Jessore).

A private tutor to coach a few small boys. The Applicant must be an undergraduate. Pay Rs 12 lodging and boarding free. Apply to Babu Kiran Chandra Sen, po. Kalia (Jessore).

A Hd Pandit (Normal school passed) for the Jayrampur M E school M E school Nadia on Rs 18 per mensem with free boarding and lodging.

A Hd master B A for the Mudialy M E school on Rs 25. The candidate will have to join on the 1st July 1909. Apply to Babu Syama Charan Pal. Secretary, Mudialy M E school Garden Reach. Po, Calcutta.

An F A Hd master for the Bahar pur M E school Dt. Faridpur on Rs 25 month. Kaysatha or Nabashak preferable.

An Entrance passed or F A plucked Teacher for certain H E school on Rs 20 per month with free boarding and lodging with extra earning of Rs 8 per month for clerical duties in a Zamindari Seresta. Apply to Babu Satyendra Nath Sen Singur po Dt Hooghly.

An Entrance passed private Tutor for two boys reading up to the 4th and 7th classes of H C E school standard. Free Board and lodging on Rs 10 to 15 according to qualification. Apply to Babu Hiralal Chatterjee Supervisor District Board Arrah.

An F A or plucked privatetutor on Rs 10 per month with free board and lodging for two boys of a pleader. Rajani Kanta Ray Uluberia Uluberia po (Howrah Dist).

A Hd master Entrance passed for Raipusa M E school on Rs 20 with free board and lodging. Po Kotakole village Raipara, Jessore.

A private tutor F A to coach two boys one of whom belongs to the 6th class of an Entrance school, and the other has read the 7th class course on Rs 12 and free Board and Lodging Apply to Babu Jogendra Kumer Sen B L Pleader Uluberia, Howrah.

A B course B A on Rs 50 per mensem for the Kurigram H E school. It is a healthy railway station. Apply to S C sen Kurigram Rangpore.

An F A and an Entrance passed Kaisthya Head master Mahomedan 2nd master for the Lakshmiur (লক্ষ্মীপুর) M E school, on Rs 20 and 15 respectively per mensem, with prospects of an increased pay after 3 months. The place is within a mile from thr Railway station of Komarpara: free board and lodging available, po. Komarpara Dt. Rongpur.

Some clerks are required in office of Superintendent of Police Chinsurah. Applicants should submit copies of testimonials to undersigned. J V Ryan L L D Supdt. of Police, Hooghly

For Khelat Ch. Cal. Institution 7, Wellington Square, Calcutta. (1) Students to compete at an examination to be held at the above school on the the 2nd of July next for awarding to scholarships to the Matriculation and the 2nd class,—each scholarship being of the value of Rs 6 per month. (2) A Moulvi to teach Persian and Urdu up to the Matriculation standard,—none need apply who has not a tolerable knowledge in English and Bengali. (3) An experienced graduate specialy to coach up Matriculation students.

কুড়ি টাকা বেতনে নূতন নিয়মে পাশ চূড়ামন স্কুলে একজন হেঃ পঃ। চূড়ামন পোঃ দিনাজপুর।

কল কাদিয়া মইঃ স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে দক্ষ একজন আসিষ্টান্ট হেঃ মাঃ। এণ্ট্রান্স ফেল। বেতন ৮ টাকা আবা পাইবেন। স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হইবে। শ্রীরামচরণ মোহন্ত কল কাদিয়া স্কুল, পোঃ ফকিরহাট, খুলনা।

লক্ষ্মণনাথ উইঃ স্কুলে একজন এফ এ তৃতীয় শিক্ষক। বেতন ২৫৲ টাকা। হরেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় এফ এ, লক্ষ্মণনাথ পোঃ, বালেশ্বর জেলা।

গণেশপুর মইঃ স্কুলে মাসিক ১৬ টাকা বেতনে ড্রিল ও ড্রইং জানা একজন হেঃ পঃ। শ্রীদীননাথ রায়। সাঃ গণেশপুর, আমড়দহ পোঃ জেলা হাওড়া।

জেলা খুলনা দক্ষিণ শ্রীপুর পোঃ, দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের মাইনর স্কুলে একজন হেঃ মাঃ এফ এ অথবা ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিয়া থাকা চাই। বেতন ১২ টাকা এবং আবা।

জেলা বীরভূম পোঃ/ দুবরাজপুর, রসিদপুর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে একজন উপযুক্ত নর্ম্মাল পাশ হেড পণ্ডিত। বেতন ১৮ টাকা ও আবা। প্রাইভেট পড়াইলে আরও সুবিধা হইবে। শ্রীমহেশ চন্দ্র বস গ্রাম রসিদপুর

চাতলপাড় মইঃ স্কুলে ড্রিল ড্রইং পাশ জন কায়স্থ হেঃ পঃ বেতন ১৮ টাকা বাসা। শ্রীদীননাথ দত্ত, হেঃ মাষ্টার পোঃ চাতলপাড়া, ত্রিপুরা।

(উদ্ধৃত)

(১) স্বাস্থ্য

উঠি স্মরি শ্রীয় ইষ্ট নাম।
সমাপিয়া কর কার্য্য সবিশ্রাম ॥
পরে দ স্থানান্তরে যেতে হয়।
এ ল'বে রাত্রে যদি সুনিশ্চয় ॥
দন্ত দণ্ড বিনামা সর্ব্বদা পায়।
ভক্ষ্য সঙ্গে ল'বে তমিস্রায় ॥
সপ্তাহের মধ্যে সোম কিম্বা বুধবারে।
কেশচ্ছেদ প্রাতে ডাকি ক্ষৌরকারে ॥
তে শুভ ফল লভা যায়।
ভোজনের পূর্ব্বে রীতিমত মাখি গায় ॥
সদা জলে গহ্বমত করি স্নান।
বস্ত্রদ্বারা ঢেকে রেখো দেহখান ॥
দুগ্ধ ফলে সদা বৃদ্ধি পায় কায়।
জীর্ণে প্রতিদিন সেব তায় ॥
আহারে পুরাইয়া অর্দ্ধোদর।
এক ভাগ চতুর্থ রেখো অন্তর ॥
গ্রীষ্মের মধ্যে অম্ল আর ক্ষার ॥
ইত্যাদি সেবি পাল স্বাস্থ্যাচার
ভোজনের পর সুমন্দ গমন করি
বিশ্রাম দিয়া বসিবে শয়নোপরি ॥
যাহা আদ যার যাতে মন যায়।
ভোজ্য অন্ন সুজীর্ণ হইবে তায় ॥
অনিষ্ট হ'লে হয় শূলোদর।
ভোজনে বপু চঙ্ক্রমণ আয়ুষ্কর ॥
আসে খেয়ে যে যেরূপ ক্রত যায়।
এ বাক্য সদা রেখো ধারণায় ॥
উপবাস কার্ত্তিকেতে পূর্ণাহার।
গুরু খেলে আয়ুঃশেষ হয় তায় ॥
মহাদোষ তাহে করে আয়ুক্ষয়।
কিন্তু স্বল্প নিদ্রা মন্দ নয় ॥
রোগ অতিসার শূলকাশ।
কফ রসাজীর্ণ হিক্কাশ্বাস ॥
শয়নাগী রাত্রি জাগরণকারী।
পথে আর পর্য্যটনে ক্লান্ত ভারি ॥
দিবাভাগে স্বল্প স্বপ্নে নাহি দোষ।
দিবাস্বপ্নে দেহ হয় পরিতোষ ॥
যদি হয় অন্ন সংস্থান।
কান্ত থাকিও না মতিমান ॥
কার্য্যে হ'লে অন্ন সুলক্ষণ।
শম চিন্তা করি সুবিষম ॥
আলাপনে বাড়ে কায় মন বল।
অলাপনে নাশে স্বাস্থ্য সুবিমল ॥

অতিশ্রমে ক্লান্ত যদি হয় কভু কায়মন।
আমোদ জনক ক্রিয়া করিবে হে আচরণ ॥
কুৎসিত আমোদ যাহা তাহে, করে আয়ুক্ষয়।
অল্প কু-আমোদ বিনা শ্রান্তি আসে সুনিশ্চয় ॥
দেহ ও মনের মল করি সদা পরিহার।
সকল বিষয়ে পালে হিতকারী মিতাচার ॥
সূর্য্যালোকে আলোকিত চন্দ্ররশ্মি বিভাসিত।
সম্মার্জ্জনে পরিষ্কৃত শুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত
স্থানেতে করিলে বাস স্বাস্থ্য তাহে ভাল রয়।
ভ্রান্তি-ক্রমে অনিয়মে যদি কোন ব্যাধি হয় ॥
আক্রমণ করা মাত্র সমূলে নাশিবে তারে।
উপেক্ষায় পরিণাম বহ্ন যথা গৃহোপরে ॥
শরীর মানস বাক্যে দশবিধ পাপ কর্ম্ম।
করি পরিহার সদা চিন্তি মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
মনোজ্ঞ অবিসম্বাদি পরিমিত হিতকর।
বাক্যাবলী দ্বারা সবে তুষিবে হে নিরন্তর ॥
কীট পিপীলিকা আদি ক্ষুদ্রতর প্রাণিগণে।
ক্ষুদ্র বলি কাহাকেও অবজ্ঞা ক'রো না মনে ॥
সর্ব্বভূতে আত্মসম করি সদা বিলোকন।
পাপ পুণ্য কোন কাজে হ'ল দিন সমাপন ॥
স্থির মনে চিন্তা করি শয়নের পূর্ব্বক্ষণে।
কৃত কর্ম্ম সমর্পিয়া ঈশ্বরের শ্রীচরণে ॥
প্রত্যেক হ'লে গত নিশামান সুখদায়ী।
হস্ত-পদ ধৌত করি সুখে হবে শয্যাশায়ী ॥
দ্বাবিংশ বয়স হতে পঞ্চাশ অবধি পতি।
সেবিবে পুত্রার্থী হয়ে ঋতুস্নাতা নিজসতী ॥
প্রাপ্ত বয়সের পূর্ব্বে অজ্ঞানতা নিবন্ধন
জননেন্দ্রিয়ের কেহ করিওনা সঞ্চালন ॥
হস্তক্রিয়া আদি দ্বারা রেতঃপাত করা হ'তে।
নাহি কিছু অপকারী নাশকারী এ জগতে ॥
উৎফুল্ল বদনও হয় পাণ্ডু প্রভাহীন।
অজীর্ণাদি হ'য়ে দেহ করে ক্ষীণ দিন দিন ॥
প্রস্রাবের পীড়া হয়ে মূত্র অতি বৃদ্ধি পায়।
উঠিবার কালে মাথা শূন্যভাবে ঘুরে যায় ॥
দন্ত পচে পোকা ধরে চক্ষু বসে ক্ষুধা হরে।
শরীরের সন্ধিস্থানে বাত আক্রমণ করে।
নিম্নপেটে ব্যথা ধরে কোষ্ঠ সাফ নাহি হয়।
কায়মনে কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি বল নাহি রয়।
বুদ্ধি স্মৃতি কান্তি মেধা স্বাস্থ্য শৌর্য্য করি নাশ
সমতুল্য করে তারে ঘুণধরা কাঁচা বাঁশ ॥
শুক্রে মূর্চ্ছা উন্মত্ততা চিত্ত বিকলতা শ্বাস।
সর্ব্বাঙ্গ শিরঃ পীড়া পক্ষাঘাত ক্ষয়কাশ ॥
প্রভৃতি অনেকানেক গ্লানি কষ্টকারী রোগ।
অকালে করিয়া নাশ ঘুচায় সকল ভোগ ॥
অতএব সাবধান হেন আয়ুঃ স্বাস্থ্যহর।

কু-অভ্যাসে বিষ সম দূরে পরিহার কর ॥
এই সব স্বাস্থ্যচার পালি সদা এ সকল।
দীর্ঘ আয়ু হ'য়ে লভ স্বাস্থ্য সুখ অবিরল ॥

---

(২) তত্ত্বকথা

শিষ্যের উক্তি।

শাশ্বত চৈতন্য দিব্য, ব্যোমাতীত নিরঞ্জন।
বিন্দুনাদ কলাযুত ওঁ স্বরূপ সনাতন ॥
ভব পাশ নাশ তরে, জ্ঞানদৃষ্টি কর দান।
নমি আমি বারংবার, অভীষ্ট কর বিধান ॥

গুরু।

সন্তুষ্ট হয়েছি বৎস, বাক্যেতে তোমার।
কি আছে জিজ্ঞাস্য বল, নিকটে আমার ॥

শিষ্যের প্রশ্ন

সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান, পাইবার তরে।
অনেকেই দেখা যায়, যত্ন চেষ্টা করে ॥
সেই তত্ত্বজ্ঞানে গুরো, অধিকার কার।
বলিয়া করুন নাশ সন্দেহ আমার ॥

গুরুর উত্তর।

যে সাধন চতুষ্টয় সমন্বিত হয়।
গুরুবাক্যে হয় তার তত্ত্বের উদয় ॥
নিত্যানিত্য পদার্থের, বিবেক প্রথম।
অর্থ এর বলিতেছি শুন যথাক্রম ॥
একমাত্র ব্রহ্মকেই, নিত্য বস্তু বলি।
ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর অনিত্য সকলি।
এরূপ হইলে পরে জ্ঞানের উদয়।
নিত্যানিত্য বস্তু জ্ঞান, তাহাকেই কয় ॥
ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ দ্বিতীয়।
স্থির মনে শুন বলি তাৎপর্য্য তদীয় ॥
ইহ কিম্বা পরকালে, স্বর্গাদি বিষয়।
ভোগে অভিলাষ যার কিছু নাহি রয় ॥
তাহারি জানিবে তুমি, হয়েছে নিশ্চয়।
ইহামুত্র ফলভোগ, বিরাগ উদয় ॥
শম আদি ষট্ সাধন, সম্পত্তি তৃতীয়।
বিস্তারিত বলি শুন, ব্যুৎপত্তি তদীয়
শম দম তপঃ ক্ষান্তি, শ্রদ্ধা সমাধান।
ক্রমে, এ ছয়ের অর্থ, কর অবধান ॥
মনের নিগ্রহ শম, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের—
নিগ্রহকে দম কয়, আভাস বেদের ॥
স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তপঃ।
সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ আদি করি সব—
দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাকেই, ক্ষান্তি বলি কয়।
এইরূপ বলে সদা, শাস্ত্র সমুদয় ॥
গুরু ও বেদান্তবাক্যে অত্যন্ত বিশ্বাস।
করাকেই শ্রদ্ধা কহে, বেদান্তে প্রকাশ ॥

চিত্তের একাগ্রতা সমাধান কয়।
এই ছয় ষট্‌ সাধন, সম্পত্তিনিচয়॥
আমার হউক মোক্ষ, ইচ্ছা যার এই।
চতুর্থেতে মুমুক্ষুত্ব বলে তাহাকেই॥
তপঃ পরিবর্ত্তে বেদ, উপরতি আছে।
উপরতি কারে বলে, শুন মম কাছে॥
বিষয়ানুভব হ'তে হইলে বিরতি।
তাহাকেই জ্ঞানিগণ ক'ন উপরতি॥
যে আত্মানাত্মবিবেকী, সনকাদি প্রায়।
হ'লেও গৃহস্থ সেও, এই জ্ঞান পায়॥
আত্মাই সত্য [illegible] মিথ্যা আর সব।
এইরূপ হয় যবে, জ্ঞানের উদ্ভব॥
তাহাকেই আত্মানাত্ম বিবেক বলয়!
অতঃপর শুন বলি আত্মা কারে ক'য়॥
স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর অতীত।
অবস্থাত্রয়মুক্ত পঞ্চকোষাতীত॥
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সাক্ষী হন যিনি।
নিশ্চয় জানিবে বৎস আত্মা হ'ন তিনি॥
স্থূল দেহ কারে বলে, শুন অতঃপর।
যেরূপ শাস্ত্রেতে আছে, স্বরূপ উত্তর॥
পঞ্চীকৃত মহাভূত, পঞ্চ দ্বারা কৃত।
সদসৎ কর্ম্মদ্বারা, যাহা হয় জাত॥
এই রূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিবার।
নিমিত্ত যে আয়তন দেহ নাম তার॥
এই স্থূল দেহ হয় ষড়্‌বিকারশালী।
ষড়্‌বিকার মুক্ত হও মম বাক্য পালি॥
বিদ্যমান আছে আর পুনঃ জনমিছে।
পরিণত হইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে॥
ক্ষীণ হইতেছে আর, বিনাশ পাইছে।
এই ছয় ষড়্‌বিকার শাস্ত্রে উক্ত আছে॥
সূক্ষ্ম দেহ কা'রে বলে, কি লক্ষণ তা'র।
শুন বলি শাস্ত্রে আছে, ব্যাখ্যা যে প্রকার॥
অপঞ্চীকৃতের পঞ্চ ভূত দ্বারা কৃত।
সদসৎ কর্ম্ম হ'তে হয়েছে উদ্ভূত॥
এরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার।
সাধন স্বরূপ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় যার॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ পাঁচ প্রাণ আদি বায়ু।
মন এক বুদ্ধি এক সর্ব্বস্থিতি আয়ু।
এইরূপ সপ্তদশ বস্তু মিলি যাহা হয়।
পণ্ডিতেরা তাহাকেই সূক্ষ্ম দেহ কয়॥
অতঃপর শুন বলি কারণ শরীর।
কা'রে বলে কি লক্ষণ আছে তার স্থির॥
পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কারণ।
স্বরূপানির্ব্বচনীয় অনাদি স্মরণ॥
যে, [illegible] দেহ মাঝে রহে নিরন্তর।

কারণ শরীর তাকে, কহে জ্ঞানী নর॥
অন্নময় প্রাণময়, মনোময় আর।
বিজ্ঞান আনন্দময় নাম হয় যার॥
এই পঞ্চে পঞ্চকোষ ক'ন জ্ঞানিগণ।
শুন বলি অন্নময় কোষের লক্ষণ॥
অন্নরস দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইয়া।
সেই অন্নরস দ্বারা প্রবৃদ্ধি পাইয়া॥
অবশেষে অন্নরূপে পৃথিবীতে যাহা।
বিলয় পাইয়া থাকে অন্নময় তাহা॥
ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই স্থূল দেহ হয়।
অতঃপর শুন বলি কোষ প্রাণময়॥

প্রাণ আদি পঞ্চ বায়ু বাগাদি অশেষ।
কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চে হয় প্রাণময় কোষ॥
মনোময় কোষ কি বা কি লক্ষণ তার।
শুন বলি শাস্ত্রে আছে ব্যাখ্যা যে প্রকার॥
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন মিলি যাহা হয়।
তাহাকেই মনোময় কোষ বেদে কয়॥
বিজ্ঞানময় কোষের শুনহ লক্ষণ।
এইরূপ চিহ্ন তার ক'ন সুধীগণ॥
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি মিলি যাহা হয়।
তা'রেই বিজ্ঞানময় কোষ বেদে কয়॥

প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান-ময় কোষ মিলি।
সূক্ষ্ম দেহ হয় ইহা বেদান্তের বিলী॥
আনন্দময় কোষের শুনহ লক্ষণ।
পূর্ব্বোক্ত চারি কোষের যে হয় কারণ॥
সে আনন্দময়কোষ বেদান্তেতে কয়।
তাহাই কারণ দেহ হয় সুনিশ্চয়॥

যথা ব্যবহার্য্য নানা কুণ্ডলাদি করি।
অলঙ্কার পাত্র বস্ত্র গৃহ ক্ষেত্র ভরি॥
হ'য়েও স্বীয় সম্পত্তি আত্মা হ'তে ভিন্ন।
সেরূপ পঞ্চকোষাদি আত্মা নহে, অন্য॥
অবস্থাত্রয় কি আর কি লক্ষণ তা'র।
বলিতেছি শুন তুমি স্বরূপ তাহার॥
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, অবস্থা এ তিন।
লভেন ঈশ্বর হ'য়ে মায়ার অধীন॥
যে অবস্থায় শ্রোত্র ও নাসা, অক্ষি তারা।
জিহ্বা ত্বক্‌ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা॥
শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শজ্ঞান হয়।
তাহাকে জাগ্রদবস্থা বৈদান্তিকে কয়॥
এই অবস্থায় আত্মা স্থূল শরীরের।
অভিমানী রহে ইহা উক্তি বেদান্তের॥
ব্যষ্টি স্থূল শরীরের অভিমানী যিনি।
বিশ্ব নামে অভিহিত হন সদা তিনি
সেরূপ সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী।

বৈশ্বানর বা বিরাট নামে খ্যাত তিনি॥
জাগ্রতাবস্থায় যাহা দেখা শুনা যায়।
তজ্জন্য স্মৃতি বশে যদি নিদ্রিতাবস্থায়॥
সেই সেই রূপকাদি অনুভূত হয়।
হেন নিদ্রিতাবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা কয়॥
এ অবস্থায় আত্মার সূক্ষ্ম শরীরের।
অভিমান থাকে ইহা উক্তি বেদান্তের॥

পৃথক্‌ পৃথক সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী।
আত্মাকে তৈজস কহে, বেদান্তের বাণী॥
সেরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী।
আত্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলে শাস্ত্রজ্ঞানী॥
যে নিদ্রিত অবস্থায় পারনা জানিতে।
কি কি কাণ্ড হইতেছে তব চারি ভিতে॥
সুখে নিদ্রা হইয়াছে এরূপ প্রকার।
অনুভবের প্রতীতি থাকে মাত্র যা'র॥
ভূত ভাবী বর্ত্তমান এই তিন কালে।
থাকে যাহা বিদ্যমান সৎ তা'কেই বলে।
চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান আনন্দার্থে সুখ।
নিত্যজ্ঞানানন্দ লভি নাশ কর দুখ॥

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের [illegible] তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া [illegible] ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে যেন [illegible] এই পুস্তক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে [illegible] বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা [illegible] পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩২১ বাবু রাজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
নবদ্বীপ ৩১।৫।[illegible]
১৩২২ „ দেবেন্দ্র নাথ নন্দী, হাবড়া
১৩১৩ „ গুরু ও ছাত্রগণ ভুবনেশ্বরপুর স্কুল
৪৯৮ „ হেঃ মাঃ শাঁটিপুর মধ্য স্কুল
১৩২৪ „ কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য আলির হাট
৫৩০ „ সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেঃ মাঃ
দেবীপুর মাইং স্কুল
৫৭৯ „ ধূপ চাচিয়া স্কুলের সাহিত্য সভা
৫২৪ „ কালীনাথ পাল, সম্পাদক আন্দুবাগ
১৩২১ „ কৃষ্ণ কিশোর সাংখ্যভূষণ, ধাবুক

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্য[illegible]
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবার
প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsura

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৬০)

স্বধর্ম্মে অনুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

সকল ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় অনুরাগ ও বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত। তাই তাহাদের প্রবর্ত্তকগণ দেব স্থানে পূজিত ও সম্মানিত। কোটী কোটী লোক তাঁহাদের পদাবনত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কোন প্রবর্ত্তকই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারেন নাই—তাই সকলেই সংসার বিরাগী। ধর্ম্মের উৎসব লইয়া সংসার বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতে চাহে, কিন্তু তাহারা কেহই ধর্ম্মের আদেশ, প্রবর্ত্তকদিগের ন্যায় পালন করিতে চাহে না, তাহা হইলে সংসার এতদিন স্বর্গ হইয়া যাইত।

সৃষ্টিকালে পিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি মানসে সনক সনাতনাদি কতকগুলি মানস পুত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহারা পিতার আদেশ পালন না করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তাহার পর যুগে যুগে সংসারী মনুষ্য পুত্রকামনা করিয়া কত যোগ যাগ তপস্যা করিয়াছেন, পুত্র পাইয়া তাঁহারা পরিতুষ্ট, কিন্তু পুত্র পুন্নাম নরক হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার না করিয়া [illegible]র পথে পলায়ন করিতে অগ্রসর। প্রহ্লাদ [illegible] আত্ম সমর্পণ করিতে চাহিলে সংসারী পিতা তাহার কত লাঞ্ছনাই না করিয়াছিলেন? [illegible]চারী শুকদেবকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া [illegible] হইতে দেখিয়া ব্যাসদেবের দুঃখ রাখি[illegible]র স্থান ছিল না; শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য [illegible]র্থে বনগমন করিতে প্রয়াসী হইলে দশরথ [illegible]লোর ক্রন্দনের আর সীমা ছিল না, ভক্ত [illegible] হরি অন্বেষণে বাহির হইবার সময় মাতাকে [illegible]দিয়া পলাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। [illegible] শাক্যমুনি নিশীথ সময়ে রাজগৃহ পরি[illegible] করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শঙ্কর বৃদ্ধা [illegible] স্নেহ জাল ছিন্ন করিবার জন্ত কত উপায় [illegible]ই বা না করিয়াছিলেন।

সংসারে সারবস্তু প্রাপ্তির আশা থাকিলে কখনই ইহাঁরা এই রূপ উৎকট বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেন না। ইহাঁদিগের সকলেরই চক্ষে সংসার অসার অকর্ম্মণ্য এই অসার এবং অকর্ম্মণ্য সংসারে যাহারা আবদ্ধ তাহাদের আবার মহত্ত্ব কি? তাহাই ভাবিয়া তাঁহাদের মধ্যে যিনি যত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তিনি মানবের চক্ষে তত দূর সুন্দর ও দেবোপম।

অন্য দিকে দেখিতে পাওয়া যায় জগতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ক্ষত্রিয় মাতা ক্ষত্রিয় পত্নী নিজ নিজ সন্তান স্বামীকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ অনুরোধ করিতেছেন এবং বলিয়া দিতেছেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দান করিতে কদাচ পশ্চাৎপদ হইবে না। একি বীভৎস দৃশ্য? জগতে শান্তি আনয়ন করিতে হইলে কি এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়? কোন রাজা, কবে নরশোণিতে ধরা প্লাবিত না করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন? সমস্ত জগতের কথা দূরে থাকুক এই ভারত খণ্ডে এক—চ্ছত্রী চক্রবর্ত্তী রাজা অতি অল্পই হইয়া গিয়াছেন। আজিও দেখিতে পাই তাঁহাদিগের বংশধরেরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি, সেই সামান্য অধিকারের অহঙ্কারে অধীর হইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উৎপন্ন করিয়া কত অনিষ্টই না করিয়া গিয়াছেন। এ সকল অন্তর্বিচ্ছিন্ন, দেশমধ্যে শান্তি রক্ষা করিবার জন্য নহে, নিজ নিজ দম্ভ মাৎসর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। তবে এখানে ধর্ম্মে অনুরাগ কোথায়? এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠা কোথায়? কেবল গৃহ বিবাদ মাত্র। সংসারে এই গৃহবিবাদ প্রত্যক্ষ করিয়াই মনস্বী মহাত্মারা সংসার ছাড়িয়া, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রের স্নেহ মমতার ডোর ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিতেন।

ব্রাহ্মণ জাতি আজন্ম উদাসীন। বাল্যকালে গুরু গৃহে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ তাহার পর দীক্ষালাভ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করণান্তর সমাবর্ত্তন করিলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া ষড় অধ্যয়ন অধ্যাপন দান এবং প্রতিগ্রহ দ্বারা সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেন, নয় চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করত মহাপান্থের আয়োজন করিতেন। এখন এ সকল স্বপ্নের প্রায় বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এখন সকলে একবর্ণ হইয়া ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু গঙ্গা যমুনা সরস্বতী দীনা হীনা ক্ষীণা হইয়া সাগরগর্ভে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের যে কঙ্কালবিশিষ্ট বিশীর্ণকায় এখনো পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আর কিছুই নহে শত শত নব ধারা সেই পথে ধাবিত হইয়া পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে মাত্র। কতকাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদিগকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু বর্ষা ধারার ন্যায় যেমন আসিল তেমনি বহিয়া গেল তাহার পর ইসলাম ধর্ম্ম বানডাকে আসিয়া তাহার উত্তাল তরঙ্গে চকুল আকুল করিয়াছিল বটে কিন্তু ভিত্তিতে পারে নাই। জোয়ারের জলের মত সকল দিক ভাসাইয়া ধীরে ধীরে কোথায় সরিয়া গেল। তাহার পর খৃষ্ট ধর্ম্ম আসিয়া যে আদর্শ পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে তাহার বল সামান্য নহে।

চক্ষুরোগে পুনর্ণবা।

চক্ষু যে পরম ধন তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অনুভব করিতে পারেন না। আজ কাল অনেকে ইচ্ছা করিয়া এই রোগ আনয়ন করেন, বিশেষতঃ স্কুলের অপরিণামদর্শী বালকগণ ইচ্ছা করিয়া সুস্থ চক্ষুতে চশ্‌মা ব্যবহার করিয়া অকালে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া থাকেন। আবার অনেক অশীতিপর বৃদ্ধকেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রখর দৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিতে দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল একজন স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী আর অপর ব্যক্তি স্বভাবের বিরুদ্ধে কখন দেহকে চালিত করেন নাই।

নিম্নের কয়েকটী কারণে প্রধানতঃ চক্ষুরোগ হইয়া থাকে:—

১। [illegible] [illegible].

২। [illegible] উপায়ে শুক্রক্ষয়, (এইটী প্রধান কারণ)

৩। [illegible] অথবা উক্ত প্রকার উগ্র তৈলের [illegible] ব্যবহার,

৪। শরীরে রক্তরসের অভাব,

৫। পিতা মাতার কোন উৎকট পীড়া থাকিলে,

৬। শিরোরোগ থাকিলে,

৭। নিয়মমত চক্ষু প্রক্ষালন না করিলে,

৮। পরিশ্রমের অভাবে, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে

৯। নাসিকার মধ্যের চুল তুলিলে,

১০। শরীরে তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে;

১১। বাঙ্কা হেতু;

১২। পারার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে

উপরে যে সমস্ত কারণ লিখিত হইল, সেই গুলির সহিত চক্ষুরোগের কারণগুলি মিলাইয়া সেই কারণগুলি পরিত্যাগ করিয়া নিম্নের ঔষধটী ব্যবহার করিলে চক্ষুর ময়লা কাটিয়া গিয়া দৃষ্টিশক্তি বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে।

পুনর্নবা শাক বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই গাছের রস যতটা, ততটা জলের সহিত মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু প্রসন্ন হয় চক্ষুর ময়লা কাটিয়া যায়। চক্ষু রোগে ত্রিফলার কাথও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরীতকী বয়ড়া ও আমলকী ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে এই তিন দ্রব্যকে বীজ রহিত করিয়া অল্প থেঁতো করতঃ একসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া সেই জল ঠাণ্ডা হইলে তাহার দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর ক্লেদ পরিষ্কার হইয়া চক্ষু প্রসন্ন হয়।

নিম্নে আরও কয়েকটা চক্ষুর পীড়ার মুষ্টিযোগ লিখিত হইল।

১। গুগ্‌লির জল দিলে চক্ষুর ঝাপ্‌সা কাটিয়া যায়। পুকুর হইতে ভাল করিয়া ধুইয়া গুগ্‌লি গুলি (জীবন্ত হওয়া চাই) একটা পাথরের বাটিতে রাখিলে অল্পক্ষণ পরে দেখা যায় যে বাটিতে খানিকটা জল উক্ত গুগ্‌লি হইতে বাহির হইয়াছে, সেই জল গুগ্‌লির জল।

২। হাতি শুঁড়ার সমস্ত গাছটীর রস বাহির করিয়া সেই রস চক্ষে ফুট দিলে চক্ষু ভাল হয়।

৩। পাতিলেবুর রসে, পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া তাহা চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে চক্ষুর পীড়া ভাল হয়। কিন্তু উক্ত দ্রব্য যেন চক্ষের ভিতরে না যায়।

৪। গোলাপ জলে ফট্‌কিরী দিয়া সেইজলে নেকড়া ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলে চক্ষু ভাল থাকে।

৫। প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় ঠাণ্ডা জল দ্বারা পূৰ্ব্ব দিকে মুখ করিয়া তিন বার চক্ষে ঝাপ্‌টা দিয়া চক্ষু ধুইলে চক্ষুর পীড়া ভাল হয় ও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬। খাঁটি সরিষার তৈল স্নানের সময়ে চক্ষে ফুট দিলে চক্ষুর ঝাপ্‌সা কাটিয়া যায়।

৭। স্নানের সময় পায়ের বড়া আঙ্গুলের নখে সরিষার তৈল দিলে চক্ষুর যাবতীয় পীড়া কাটিয়া যায়।

৮। হিন্দুস্থানীরা সুরমা ব্যবহার করিয়া থাকে। চক্ষের পক্ষে সুরমাও ভাল জিনিষ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি, খাঁটুরা পোঃ জঃ ২৪ পরগণা

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

অনন্তর ললিতাপীড়ের শ্রীচিপট জয়াপীড় নামে এক বালক পুত্র রাজা হইলেন। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে বৃহস্পতি নামেও নির্দ্দেশ করিত।

পূৰ্ব্বে ললিতাপীড় আখুব গ্রামের অধিপতি উৎপ্রদেবের কন্যা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের অন্তঃপুরচারিণী মধ্যে রাখিয়া ছিলেন।

রাজা ললিতাপীড় এইরূপ রমণীর প্রণয়রূপ মোহে আবিষ্ট হইলে তাঁহারই ঔরসে সেই অসবর্ণা অবিবাহিতা রাণী জয়াদেবীর গর্ভে ঐ কুমার জন্ম লাভ করিয়াছিল।

সেই বালককে পদ্ম, উৎপলক, কল্যাণ, মৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্ম এই পাঁচ মাতুল সাম্রাজ্য সম্ভোগের ভাগ পাইবার প্রত্যাশাতেই পালন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উৎপলক মহাশয়ে সঙ্কেতিত রাজ্যের সন্ধিবিগ্রাহি পাঁচটী প্রধান কর্ম্মস্থানেরই অধ্যক্ষতা লইলেন। অপর মাতুলেরা অন্যান্য কর্ম্মস্থান অধিকার করিলেন। ঐ উৎপলক প্রভৃতি পাঁচ ভাইতেই ক্রমে কাশ্মীর রাজ্য একান্ত বশীভূত করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু ভ্রমেও ভগিনীর আজ্ঞা অমান্য করিতেন না সুতরাং কুমারকে তদীয় জননী ভ্রাতৃবর্গের সাহায্যে জয়েশ্বর নাম দিয়া সহজেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে পারিলেন।

এক সময়ে ব্যয় কাতর লোকেরা রাজসংসারে ঢুকিয়া রাজার যে অসীম ধনরত্ন সঞ্চয় রাখিয়া যায়, কালে আবার বিপরীতবুদ্ধি পরিজনদের হাতে সেই ধন রত্ন পড়িলে অতি শীঘ্রই ক্ষয় পাইয়া থাকে তাহার ঐ উদাহরণ।

পূৰ্ব্ব মহারাজ জয়াপীড়ের সঞ্চিত ধন রাশির মধ্যে পুত্র ললিতাপীড় যে কিছু সামান্য মাত্র ব্যয় করিয়াছিলেন বৰ্ত্তমানে তাঁহার সেই পুত্রের শালকেরা ক্রমে সকল ধনই আত্মসাৎ করিয়া লইল।

মহাভাগ্যবান পদ্ম প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাই ভগিনীর সৌভাগ্যে লব্ধ প্রচুর ঐশ্বর্য্য পাইয়া অসীম ঐহিক ভোগের ভোক্তা হইতে লাগিলেন। সেই চক্কুলসম্ভূত রাজশালকেরা এযাবৎ যে নিঃশঙ্কচিত্তে যদৃচ্ছাব্যবহার করিতেছিলেন এক্ষণে ভাগিনের কাশ্মীরনাথ ক্রমে ক্রমে শৈশব অতিক্রম করিতে থাকিলে আপনাদের কৃতকর্ম্মের ফলে তাঁহা হইতে পদে পদে বিপদের শঙ্কা করিতে লাগিলেন।

এবং সেই পাপিষ্ঠেরা সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যের অভিলাষে গোপনে পরামর্শ আঁটিল। তাহার ফলে ঐ ভাগিনের অথচ নিজেদেরই প্রভু সেই নিরপরাধ কাশ্মীরনাথ জয়েশ্বরকে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলিল।

বালক জয়েশ্বর বারটী বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়াই নিহত হইলেন বটে; কিন্তু ঐ দুরাচারেরা পরস্পরেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কেহ কাহার প্রভুত্ব ইচ্ছা করিল না।

তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী দেশ অধিকার করিয়া আধিপত্য করিতেছিল, সুতরাং কেহ কাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল। তাহার পরিণামে পরস্পর বিরোধ বাধিয়া গেল।

পূৰ্ব্বে নরপতি বাপ্পীয়ের ঔরসে মেঘাবলী দেবীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়া নিজে জ্যেষ্ঠ হইয়াও যিনি রাজকীয় চক্রান্তেই রাজা হইতে পারেন নাই সেই ত্রিভুবনাপীড় অবিবাহিতা অন্তঃপুর রমণীর যে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন সেই অজিতাপীড়কেই তখন উৎপলক অন্যভ্রাতাদের উপেক্ষা করিয়া জোর করিয়াই রাজা করিয়া দিলেন।

এডুকেশন গেজেট

১৮ই আষাঢ় ৭১৩ সাল ইং ২রা জুলাই ১৯০৯ সাল

জন্মদিনোৎসব উপলক্ষে উপাধি বিতরণ

জন্মদিনোৎসব উপলক্ষে মালের কোটলার নবাব বাহাদুর এবং মুঘোলের সর্দ্দারের সম্মানার্থ যথাক্রমে এগারটি ও নয়টি তোপধ্বনির ব্যবস্থা হইল।

কে জি সি এস আই উপাধি পাইলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি মহাশয় ভাইকাউন্ট কিচেনার।

কে সি এস আই—মাল্রাজ কৌন্সিলের সদস্য মাননীয় মিঃ জি এস ষ্টুয়ার্ট সি এস আই। ও রটলামের রাজা সজ্জন সিংহ।

সি এস আই—মিঃ কে জি গুপ্ত, মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ আর এ ল্যাম সি আই ই ভেক্টর জেনারেল হকিম ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, প্রাদেশিক কণ্ট্রোলার এবং আডিটার জেনারেল মিঃ গ্যারিসন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ লুসন, পারস্য উপসাগরের রাজনৈতিক রেসিডেণ্ট মেজর কক্স, কে সি আই ই, ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডিউ এস মেয়ার সি আই ই মিঃ উইলিয়ম ব্রচ আই ই।

আই ই—উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের ম্যানেজার মিঃ বার্ট, ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ হণ্টার কেল টেলিগ্রাফ বিভাগের মিঃ জন নিউলাণ্ডস, মুসুরী ভলণ্টিয়ার রাইফলের অধিনায়ক কর্ণেল বীয়ার, বর্ম্মা মিলিটারী পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল লেপ্টঃ কর্ণেল পাকিন, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মেডিকেল হাসপাতালের প্রতিনিধি ইনঃ জেনারেল লেঃ কর্ণেল ক্যাম্বেল, লাহোরের ডেঃ কিমঃ মিঃ বীনার, কোয়িটের ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক এজেণ্ট মেঃ নক্স, কাপ্তেন রলিং, গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল মেডিক্যেলের স্থপঃ এডগার থর্নটন, বিকানিরের দেওয়ান বাহাদুর শেঠ কস্তুর চাঁদ দাগা, বুলন্দ সহর খুর্জ্জার রায় নথিমাল বাহাদুর, রাউল পিণ্ডীর রায় বাহাদুর বুটা শিং, টেলিগ্রাফ বিভাগের মিঃ এইচ এ কার্ক।

নাইট—পঞ্জাব চীফ কোর্টের চীফ জজ মাননীয় মিঃ রীড, কলিকাতা পোর্টট্রষ্টের ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ এফ জি ডুমাইন, ইণ্ডিয়া অফিসের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরজেনারেল অফ ষ্টোর্স মিঃ ই জি বার্ণস।

রাজা (বংশাবলীর সম্মান)—যুক্তপ্রদেশ মৈনপুরীর রাজা শিবমঙ্গল সিংহ।

নবাব—পাটনা নেওয়ার শামসুল উলামা সৈয়দ ইমদাদ ইমাম, সর্দ্দার পসন্দ খাঁ (বেলুচিস্থান

রাজা (ব্যক্তিগত সম্মান)—রায় বাহাদুর কমলেশ্বরী পসাদ সিংহ মুঙ্গের এবং দয়ার (আলাহাবাদ) লাল দিগ্বিজয় সিংহ।

মহামহোপাধ্যায়—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মাইলাপুর সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রশেখর শাস্ত্রিয়াল, তাঞ্জোর ত্রিবাদী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত নীলামেঘ শাস্ত্রী, বেনারস সংস্কৃত কলেজের প্রোফেসর পণ্ডিত রামকিষণ শাস্ত্রী, যোধপুর কনসালটিভ কৌন্সিলের সদস্য কবিরাজ মুরার দাঁ।

শামসুল উলামা—গুজরাট কলেজের ভূতপূর্ব্ব পারসী প্রোফেসর মীর্জ্জা মুশা শিরাজ খাঁ বাহাদুর মৌঃ মঃ য়ুসুফ, ঢাকা মাদ্রাসার সুপঃ মৌঃ আবু নসর মহঃ ওয়াহিদ।

শাকাউল মুলক—দিল্লীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হাকিম রাজি উদ্দীন খাঁ।

দেওয়ান বাহাদুর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত পাণ্টুলু গুরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী সান্দুর রাজ্যের দেওয়ান রাও বাহাদুর নরাম্বু গুরু, পঞ্জাবে কপুরতলা রাজ্যের দেওয়ান ভগবান দাস, জব্বলপুরের রায় বাহাদুর বল্লভ দাস।

খাঁ বাহাদুর—বোম্বাই সাধারণ জেলের সুপঃ খাঁ সাহেব দাদা ভাই সোরাব শা, আহম্মেদাবাদের ভূতপূর্ব্ব সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট দাদাভাই নসরভঞ্জি নানাবতী, কলিকাতা পুলিসের ইনস্পেক্টর শামসুল আলাম, সিলেট সদর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ মহঃ বখত মজুমদার, বেরেলী মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুন্সী আসগর আলি খাঁ, যুক্ত প্রদেশের পুলিস ইনস্পেক্টর সৈয়দ আমজদ হোসেন, বড়বাঁকী জেলা বিষণদাবপুরের মীর্জ্জা য়ুসুফ বেগ, মীরাটের সেখ ওয়াহিদুদ্দীন আগরা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ আলাই নবী, পঞ্জাবের অতিরিক্ত সহকারী কমিঃ কাজি খুলাম রব্বানি, পঞ্জাবের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জুডি সহকারী কমিঃ মুন্সী মহম্মদ আলি, বর্ম্মা মিলিটারী পুলিসের সুবাদার সাদিক খাঁ, মধ্যভারত জাওরা রাজ্যের মন্ত্রী মৌলবী সৈয়দ আলি হাসান, বেলুচিস্থানের মীর রহিম খাঁ, বেলুচিস্থান বরোজাইয়ের সর্দ্দার নুস্তাফা খাঁ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অতিরিক্ত সহকারী কামঃরর্থ সাহেব মুন্সী মহম্মদ আব্দুল করিম খাঁ; উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সিবারাজ্যের মহঃ উমর খাঁ বান্নু জেলা মারোয়াটের জাইগীরদার সাহেব দাদ খাঁ মিদাদ খেল, খোরাশানের ব্রিটিশ কনসুলেট জেনারেল খাঁ সাহেব আহম্মদ দীন, পুনিয়ালের গবর্ণর রাজা সিফাৎ বাহাদুর

সর্দ্দার বাহাদুর—লাহোর মেয়ো আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল সর্দ্দার সাহেব ভাই রাম সিং সুবাদার মেজর নাথু সিং।

রায় বাহাদুর—মেহেরপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কটকের অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীঅন্নদালাল বসু এম বি, খুলনার শ্রীঅমৃতলাল রায়, চম্পারণের পুলিস সুপঃ শ্রীরেচুনারায়ণলাল হুগলী ইটাচোনার শ্রীবিজয়নারায়ণ কুণ্ডু, বারাসত ষ্টিমার শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত পরশুরাম খাউল ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু প্রাণভূষণ মিত্র, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে মেম্বর বাবু প্রয়াগনারায়ণ ভার্গব, বরাইচ জেলার ভাঙ্গাহার তালুকদার সর্দ্দার বাহেল সিং, বালিয়ার প্রতিনিধি সিভিল সার্জ্জন অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বলদেব সিংহ, শাহারানপুর থাপালগ্রাণ্ট ষ্টেটের জমিদার মোহনলাল লক্ষ্ণৌয়ের পুলিস ইনস্পেক্টর সর্দ্দার ... সিং, গাজিপুরের পণ্ডিত সদানন্দ পাণ্ডে, ... মিউনিসিপ্যাল কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট রায় সাহেব ...রাম, রাজপুতানা কোটা রাজ্যের রেভেনিউ সুপঃ পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ বেচুচিরন, নসিরাবাদের অতি সহকারী কমিঃ রায় সাহেব দেওয়ান উত্তম চাঁদ, পেশোয়ার মিউনিসিপ্যাল কমিটির মেম্বর লালা করমচাঁদ, মিলিটারী সপ্লাই বিভাগের অফিসের অবসর প্রাপ্ত সুপঃ বাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় সেনাদলের প্রধান চিকিৎসক কর্ম্মচারীর অফিসের সুপঃ লালা রামরতন, যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল বাবু চন্দ্রকান্ত দত্ত,

রাও বাহাদুর—মান্দ্রাজ রেভেনিউ সেটেলমেণ্ট বিভাগের সহকারী কমিঃ শ্রীযুক্ত পাণ্টুলু গুরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পুলিসের ডেপুটী সুপঃ মিঃ ... অববগাল, ভিজিগাপট্টন মিউনিসিপ্যাল কৌন্সিলের চেয়ারম্যান মাননীয় মিঃ নরসিংহেশ্বর শর্ম্মা, মান্দ্রাজের সওদাগর শ্রীনারায়ণ স্বামী চেটি গারু, কাটিওয়াড়ের ডেপুটি অ্যাসিষ্টাণ্ট রাজনৈতিক এজেণ্ট অনন্ত সদাশিব ভাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বেলগাঁর মিঃ ... ভাস্কর দেশাই বোম্বাই প্রেসিডেন্সী কাংড়ায়ের ১ম শ্রেণীর সরজজ শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রামচন্দ্র গাঙ্গোলী, বোম্বাইয়ের সলিসিটর শ্রীসুন্দরদাস নারায়ণ দাস ঠাকুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ... রাজ্যের মিঃ শ্রীধর আবাজী সাঠে ভাও, নাগপুরের উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও পাঠক, বেরার জিওটমালের উকিল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গণেশ মণ্ডল, ... রাজ্যের দেওয়ান বাবু তেওয়ারী ছজুরাম, মধ্যভারত ভাইসুয়ার জাহগীরদার ছত্রপাল প্রসাদ, ভরতপুর ষ্টেট কৌন্সিলের রেভেনিউ মেম্বর পণ্ডিত গিরধারী লাল।

খাঁ সাহেব—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী দক্ষিণ কানাড়া জেলার জমিদার আবদুল্লা হাজি কাশিম

সাহেব, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুলিস ইনস্পেক্টর জাফর হোসেন খাঁ সাহেব, এডেন ট্রেজারির হেড আকাউন্টেন্ট বেরামজি সোরাবজি যেহতা সিন্ধু প্রদেশের বিভাগের পুলিস ইনস্পেক্টর কাফজ সোলেমান করম খাঁ, বোম্বাইয়ের সদাগর আবা কাজি মহম্মদ, সিন্ধু প্রদেশ কথবোর বাদেরো রহিমদাদ খাঁ উক্ত প্রদেশের চোরো মামলতদারের বাদেরো কম্ বালাদ ইসলদাদ, যুক্ত প্রদেশ জেল বিভাগের মুন্সী চাসমৎ আলি খাঁ, পঞ্জাব পূর্ত্তের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মিয়া আবদুল আজাদ, আটক জেলার সুলতান মোবারিজ খাঁ, মুলতান মিউনিসিপাল কমিটীর ভাইস প্রেসিডেন্ট সেখ আবদুল হক, মধ্য প্রদেশ চন্দার পুলিস ইনস্পেক্টর ফকির মহম্মদ খাঁ, মধ্য ভারত রাঘোগড়ের সুপঃ মুন্সী সৈয়দ আলি আহমেদ; আজমীরের মুন্সী হোজীর বস্থ বিকানীর ভগবান দাস হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত সিনিয়র হাসপাতাল আসিষ্টান্ট মীর্জ্জা এনায়েৎ হোসেন, কান্দাহারের ব্রিটিস প্রতিনিধি রাণা মহম্মদ আলি খাঁ, বেলুচিস্থানের মৌলাদাদ খাঁ, ও মালিক মোলহাবি খাঁ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে জজুর মহঃ আকবর খাঁ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের তহশীলদার মৌলবী হুসেন দীন, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইনঃ সেখ গুলাম মহম্মদ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের চারসদ্দা তহশীলের মহম্মদ আমন খাঁ, বরোদার মিঃ করমালি জুসাব, পেশোয়ার ব্রিটিস রেসিডেন্সীর হেড মুন্সী হাজি মোল্লাজাফর, গিলগিট রাজনৈতিক এজেন্টের দেশীয় আসিষ্টান্ট মুন্সী আজিজুদ্দীন, উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের সহকারী ট্রাফিক সুপঃ সেখ খয়ের দীন।

সর্দ্দার সাহেব—পঞ্জাব পুলিসের ইনস্পেক্টর ভাই তেজ সিংহ।

রায় সাহেব—সব ইঞ্জিনিয়ার বাবু প্রাণকৃষ্ণ সেন, বাবু প্রিয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, সব ডেঃ কঃ বাবু বঙ্কচন্দ্র চৌধুরী, আসাম জোড়হাটের ভূতপূর্ব্ব তহশীলদার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম বড়ুয়া, যুক্ত প্রদেশ বুন্দাবন মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবু গোবর্দ্ধন সিংহ, আলমোড়ার পণ্ডিত নারায়ণ দাও চনওয়াল, আম্বালার লালা কৃপারাম, লাহোরের উকিল পণ্ডিত শিবনারায়ণ, পাতিয়ালার ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন লালা মাধু মাল, ইন্দোর বিভাগের ভূতপূর্ব্ব আকাউন্টান্ট বাবু সংসার চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পেশোয়ারের সমরু [illegible] লালা কিষণ চাঁদ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আসিষ্টান্ট সার্জ্জন দেওয়ান সিং, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পুলিস ইনস্পেক্টর পানারাম, নেপাল রেসিডেন্সীর ডেন্সীর লালা রঘুবর দয়াল মীরমুন্সী, দেরা ইস্মাইল খাঁ সেনা বিভাগীয় আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু পিয়ারা লাল, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের টেলিগ্রাফ ইনস্পেক্টর রাও নারায়ণ সূর্য্যবংশী

রাও সাহেব—তাঞ্জোরের সদাগর মিঃ ইব্রাহিম পণ্ডিত কর, রায়দুর্গ তালুকের জমিদার সস্তোগ ভীমসেন রাও পাক, নাসিকের মিঃ কিষণ মল্লম, গোহাটি মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রীকৃষ্ণ, ধারবারের নিরূপরূপ দত্ত, বোম্বাইয়ের পরশোত্তম বালকৃষ্ণ যোশি, কানাড়ার পুণ্ডরীক রাও নারায়ণ, বেরার আকোলা পুলিসের ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীবিনায়ক গণেশ, মধ্য ভারত দিবাস রাজ্যের মন্ত্রী দৌলৎরাও খানবিলকার, সাজাহানপুরের সুবা বাপু নারায়ণ দেখনি।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশীয় নয়জন তদ্দেশীয় সম্মান সূচক উপাধি পাইয়াছেন।

১ম শ্রেণীর কৈশরী হিন্দ মেডেল—নিজাম রাজ্যে রেলওয়ে পুলিসের সুপঃ এক সি ক্রফোর্ড, ভারতীয় সেনাদলের মেজর হার্ভেষ্ট, কলিকাতার রায় বাহাদুর ডঃ কৈলাসচন্দ্র বসু সি আই ই নিজাম গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী মৌঃ মহঃ আজিজ মীর্জ্জা, বোম্বাইয়ের ডাঃ জেমসজি জিকাজি নারিমান, মিস কর্ণিলিয়া সোরাবজি

মেজর এডোয়ার্ড ওয়েককে কৈশরী হিন্দ মেডেলের সহিত পরিবার জন্য একটি বার দেওয়া হইয়াছে।

২য় শ্রেণীর কৈশরী হিন্দ মেডেল—পঞ্জাবে কর্ণাল মিউনিসিপাল কমিটীর অবৈতনিক সেক্রেটারী মুনসী আবদুল ঘনি, মধ্য প্রদেশ বুরহানপুর এংলো ভার্ণাকুলার স্কুলের হেড মাষ্টার পণ্ডিত বালকৃষ্ণ গোবিন্দ ভাটে, রাজপুতানার রেভ উইলিয়ম বয়ার, গোদাবরী জেলায় বিবি সারাকেন, যুক্ত প্রদেশের বন বিভাগের ডেপুটী কনজারভেটার টমান কার, হয়দ্রাবাদ ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালের জুনিয়র রেসিডেন্ট হাউস সার্জ্জন মিসমার্গারি কোরিয়া, নদীয়া কৃষ্ণপুরের মিস এলেন ডা, রেঙ্গুনের দালাল মং টুন মিয়া, ম্বারবঙ্গের রবার্ট ষ্টুয়ার্ট কিং, বাঙ্গালোরের রায় বাহাদুর মুদেলিয়র, হয়দ্রাবাদ ভিক্টো জেনানা হাসপাতালের বিবি পিন্টো এবং অকোলায় কোলি ওয়েলী স্কুলের হেঃ মাঃ শ্রীসুরিজান আজি।

বাঙ্গালোরের রাও বাহাদুর মুদেলিয়ার কৈশরী মেডেলের সহিত ধারণ করিবার জন্য একটি বার পাইলেন।

স্বাস্থ্যশিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষকদিগের প্রতি উপদেশ

মধ্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ মান পর্য্যন্ত শ্রেণীর পাঠ্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্যবিধি কিরূপে শিক্ষা দিবেন তৎসম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগ হইতে কয়েকটি উপদেশ তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। উপদেশের মর্ম্ম এই:—

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয় ছেলেদের শিক্ষা হইবার স্থলে কেবল যদি পুস্তক হইতেই উহা শিখাইবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে বিষয়টি ছেলেদের পক্ষে যে কতদূর নীরস হয় তাহা বলা যায় না। উহা একান্তই ছেলেদের অরুচিকর হয়। স্বাস্থ্যবিধি শিখিতে ছেলেদের যাহাতে ভাল লাগে এরূপ করিয়া উহা শিখাইতে হইলে ছবির সাহায্যে অথবা প্রকৃত বস্তু উপলক্ষ করিয়া এবং ব্যবহারিক ভাবে শিখাইতে হয়। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে যে যে পাঠ ছেলেদের দেওয়া হইবে তাহা যেন বস্তু উপলক্ষে শিখাইবার মত পাঠ হয়। ছেলেরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে—এই বিষয় ছেলেদের শিখাইবার সময় শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখিবেন তিনি নিজে বেশ পরিষ্কার প[illegible] আছেন কিনা। কোন ছেলে অপরিষ্কার থাকিলে তজ্জন্য তাহাকে ধমকাইতে পারিবেন, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় নিজে তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে কিরূপে তিনি অপরিষ্কার বলিয়া কোন ছেলেকে তিরস্কার করিবেন? শিক্ষক মহাশয়েরা ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিবেন, কোন ছেলে অপরিষ্কার হইয়া স্কুলে আসিলেই তাহাকে তিরস্কার করিবেন। এইরূপে অপরিষ্কৃত ছেলেরা নিয়ত তিরস্কৃত হইতে থাকিলে তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবে না আর ঐরূপ থাকাই যে উচিত, স্কুলের সকল ছেলের মনেই তাহা বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারিবে শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের শিক্ষা দিবেন যে, বাড়ীর সম্মুখে জঙ্গল রাখিতে নাই। থাকিলে উহা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। বদ্ধজল খানা ডোবা প্রভৃতি বাড়ীর নিকট থাকিলে তাহা বুজাইয়া দিতে হয়। ইত্যাদিরূপ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় ছেলেদের শিখাইতে হইবে। কিন্তু এরূপ স্থলে যদি দেখা যায় যে, শিক্ষক মহাশয়ের নিজের বাড়ীর চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ, খানা ডোবাও চারি দিকে অনেক আছে, তবে সে শিক্ষক দ্বারা ঐ বিষয় ছেলেদের শিখাইয়া কোন লাভ নাই। শিক্ষক যে সকল বিষয় ছেলেদের পালন

[illegible] বলিবেন, নিজেকে সম্যক্ ভাবে সে গুলি পালন করিতে হইবে। নিজে করিতেছি এক রকম এবং ছেলেদের করিতে বলিতেছি আর এক রকম এরূপ হইলে চলিবে না। ফলকথা, সুশিক্ষা সম্বন্ধে ছেলেরা যেন শিক্ষক মহাশয়কে আদর্শ পায়।

শিক্ষক ছেলেদের পরিষ্কার পানীয় জল [illegible] শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেতাবের লেখা হইতে ঐ কথা মুখে মাত্র ছেলেদের শুনাইয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে শিক্ষক মহাশয়কে একটি জল বিশোধক ফিলটারের যত্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই ফিলটারের ব্যবস্থা ছেলেরা যেন স্কুলে দেখিতে পায়। শিক্ষকের বাড়ীতেও ঐরূপ ফিলটারের ব্যবস্থা থাকিবে তবে শিক্ষক মহাশয় জোর করিয়া ছেলেদের জল ফিলটার করিয়া খাইবার জন্য বলিতে পারিবেন। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় ছেলেরা স্কুল ঘরেই থুতু প্রভৃতি ফেলা প্রভৃতি অযথা ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সকল নোংরামি যাহাতে ছেলেরা না করে সে বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্ব্বদাই ছেলেদের ঐ বিষয় লইয়া টিক টিক করিতে হইবে, তিরস্কার করিতে হইবে। কিন্তু সেরূপ স্থলে শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন যেন তাঁহার নিজের স্বভাব ওরূপ না থাকে, তিনি যদি স্কুল ঘরে থুতু প্রভৃতি শিকনি ফেলার অভ্যাস রাখেন তাহা হইলে ছেলেদের ও বিষয়ে জোর করিয়া নিষেধ করিবার অধিকার তাঁহার থাকিবে না। করিলেও তেমন ফল হইবে না।

সেরূপ ভাবে চলিলে ব্যারাম কম হয় সেইরূপ [illegible] চলিতে শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের উপদেশ [illegible] এবং নিজেও সেই ভাবে চলিবেন। টীকা [illegible] উপকারিতা শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের [illegible] করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। বিশোধিত জল [illegible] ছেলেরা পান করে, কাঁচা ফল ছেলেরা [illegible] না খায় ইত্যাদিরূপ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নিয়ম [illegible] করিতে শিক্ষক মহাশয় নিয়তই ছাত্রদিগকে [illegible] দিবেন। এ সকল শিক্ষা বেশ হিসাব [illegible] ছেলেদের দেওয়া চাই। ছেলেদের কোন [illegible] হয়, কোন বিষয়ে নিরুৎসাহ না হয় ঐরূপ [illegible] ঐ সকল শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। [illegible] ঐ সকল শিক্ষার যেন আলোক পায় এবং [illegible] ঐ সকলের পালনে যত্নবান হয়। [illegible] কথায় বলিতে হইলে স্বাস্থ্যবিধি ছেলেদের শিখাইতে হইলে ব্যবহারিক ভাবেই উহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে এবং এ শিক্ষায় ছেলেরা যেন শিক্ষককে আদর্শ পায়। ব্যবস্থা এইরূপ হইলে স্কুল বাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আর ভাবিতে হইবে না। ও বিষয়ে স্কুলের সকল শিক্ষকেরই যত্ন ও চেষ্টা থাকিবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

ভারতী আষাঢ় ১৩১৬—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ৪৪ নং ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ৩৷৵০।

"রাজ্যের কথায়" সম্পাদিকা বলিয়াছেন :—

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স সাহেবকে সেইরূপ বিধাতা প্রেরিত বলিয়াই মনে হয়। তিনি তাঁহার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াই যেরূপ স্বাধীনতা, অপক্ষপাতিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আজ কাল এ দেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার সুবিচারে যেরূপ পুলিশ কলঙ্ক ও অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আশা করিতে পারি যে এতদিনে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু ফুটিবে। পুলিসের প্রতি অন্ধবিশ্বাসে যে কেবল প্রজারই অমঙ্গল হইতেছিল তাহা নহে। জেঙ্কিন্স সাহেব আসিয়া রাজা প্রজা উভয়কেই রক্ষা করিতেছেন।

আলিপুরে বোমার মামলার পর হইতেই আমরা দেশের বালকগণের নামে অনেক অভিযোগ শুনিলাম। অনেক অভিযোগে অনেকের অনেক প্রকার কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু এ দেশের অভিযোগ ও দণ্ডবিধি যে কি প্রহসন এতদিনে তাহা প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স সাহেবের অপক্ষপাত বিচারে জগতের সম্মুখে প্রমাণিত হইল। পরে পরে তিনটী মামলায় আমরা দেখিলাম, দেশের নিরপরাধ বালকগণ পুলিশের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত ও বিচারকের বিচারভ্রমে দণ্ডিত। বড়া ডাকাতির পর পুলিশ কয়েকটি বালককে গ্রেপ্তার করিয়া ডাকাত বলিয়া চালান দেয়। অভিযোগ শুধু ডাকাতি নহে, ডাকাতেরা আত্মরক্ষা করিবার জন্য চারি পাঁচজন গ্রামবাসীকে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিল। সুতরাং আইন অনুসারে ইহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয়। জেঙ্কিন্স সাহেব বিচার করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে হয় যে আমাদের পুলিস যে কেবল পীড়ন করিতেই প্রস্তুত তাহা নহে তাহারা নিরপরাধ ব্যক্তিগণের প্রাণবধেও কুণ্ঠিত নহে। জেঙ্কিন্স সাহেব অভিযুক্তগণকে মুক্তি দিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন, পুলিস যে সকল সাক্ষী ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তাহা অবিশ্বাসযোগ্য এবং এই ব্যাপারের মধ্যে পুলিসের যেরূপ সন্দেহ ও কার্য্যনীতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়।

তাহার পর নাটোরের মেল ডাকাতির মামলা ইহাও কেবল ডাকাতি নহে; ডাকাতি ও নরহত্যা। পুলিস যে কয়েকজনকে অপরাধী বলিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন ন্যায়পরায়ণ জেঙ্কিন্স সাহেব তাহাদিগকে নির্দোষ বলিয়া মুক্তিদান করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে মেদিনীপুরের বোমার মামলা। এ ব্যাপারের ইতিহাস দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন। এ মামলায় বিশেষত্ব এই, এক্ষেত্রে যে কেবল পুলিসই সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও যোগজীবনকে অপরাধী বলিয়া চালান দিয়াছিলেন তাহা নহে, মেদিনীপুরের সেশন জজ তাহাদিগকে যথার্থ অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া একজনকে দশ বৎসর ও দুই জনকে সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। জেঙ্কিন্স সাহেব আপিলে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, সন্তোষ ও সুরেন্দ্র যে তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল তাহা কেবল পুলিসের তাড়নায় ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্ররোচনায়। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন ও নেলসন সাহেবেরও অনেক অসঙ্গত ও আইন বহির্ভূত কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ অত্যাচারের প্রধান অভিনেতা মৌলবী ও সব ইন্সপেক্টর মাজহারুল হক।

বঙ্গচ্ছেদের পর হইতে আমাদের দেশের বালকদিগের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। ডাকাতি হইতে রাজদ্রোহিতা পর্য্যন্ত সকল প্রকার অপরাধেই তাহারা অভিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এ সকল অভিযোগ [illegible] তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু [illegible] সকল [illegible] যাহা [illegible] তাহা আমরা এবং গবর্ণমেণ্ট [illegible] স্বীকার করিতে বাধ্য। কলিকাতায় [illegible] সময়ে আমরা বালকদের [illegible] পরিচয় পাইয়াছিলাম [illegible] গবর্ণমেণ্টও মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগের প্রশংসা

করিয়াছিলেন। বাজিতপুরের বালকগণ যে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা অসাধারণ। গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য নিজেরা মাটি খুঁড়িয়া পাঁক তুলিয়া উহার একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বালকগণ বাজিতপুরের পদানুসরণ করিলে দেশের কলঙ্ক এবং দুর্দ্দশা অচিরে দূর হইবে।

সেনাপতি সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের ছবি এবং জীবনী দেওয়া হইয়াছে। জীবনীতে কয়েক খানি পত্রও ছাপা হইয়াছে।

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

লণ্ডন নগরের ডাক্তার সলিচির মতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে সকলেরই শতবর্ষ পরমায়ু হওয়া সম্ভব। আপন আহার বিহারের জন্য প্রতিদিন ছয় আনা করিয়া ব্যয় করিবে; এবং তাহা নিজে উপার্জ্জন করিবে। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন প্রায় সকলেই আমরা আবশ্যকের অধিক আহার করিয়া থাকি। আনন্দ পানাহারে সংযম ও বিশ্রাম এই তিনটি লাভ করিতে পারিলে অধিকাংশ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মানসিক অবসাদই আমাদের মৃত্যুর কারণ। প্রত্যেক আনন্দ আমাদের পরমায়ুকে বৃদ্ধি করে। পরিশ্রম করিলে মনুষ্যের যৌবন সহজে নষ্ট হয় না। বয়সের কর্ম্মহীনতাই মানুষকে শীঘ্র জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বালকদিগের সহিত আলাপ ও বাস করিবে। নিঃসন্তানদিগের অপেক্ষা সংসারে জনকজননীর পরমায়ু অধিক হইয়া থাকে বালকদের, দেখিলে, তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ থাকিলে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের সহিত বালকোচিত ক্রীড়ায় যোগদান করিলে মনুষ্যের যৌবন অধিকদিন স্থায়ী হয় কখনও আশা ও উৎসাহ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতীত বা মৃতের বিষয় লইয়া মনকে ভারাক্রান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপন ধারণানুযায়ী বৃদ্ধ হইয়া পড়ি। মনের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে দেহেরও বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন সম্ভব বালক থাকিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিল্পের ত্রিধারা বারান্তরে উদ্ধৃত করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের কারাগৃহ ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে লেখকের হিন্দুসম্মত সাত্ত্বিক ভাব প্রকট হইয়াছে। উহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল এবারের ভারতীতে বিরহী যক্ষের চিত্র এবং কুশদৃষ্ট অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর চিত্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অন্যান্য প্রবন্ধও ভাল।

পত্র প্রেরকগণ।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী ঘোড়ামারা রাজশাহী এবং শ্রীকান্ত মোহন রায়—কামার জাঁদি রংপুর—১৪ই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত "কায়স্থের যজ্ঞসূত্র ধারণ" প্রাপ্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। আংশিক তীব্রোক্তি পূর্ণ প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে যে কেহ "সংক্ষেপে" কায়স্থের যজ্ঞসূত্র ধারণের পক্ষের যুক্তিগুলি; "সযত্নে" একত্রে করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে পাঠকবর্গের অবগতি জন্য ঐ গুলি সাদরে ছাপান যাইবে। এরূপ প্রবন্ধে তীব্রোক্তি ছাড়িলে তবে স্থান সংকুলানের সুবিধা হইবে কাজের কথা সমালোচনাদি অধিক বলিতে পারিবে।

ভ্রম সংশোধন।

আষাঢ়ের প্রশ্নের ২য় প্রশ্নে দুইটি ভুল আছে।—

৫। নোজলভ্রারয়াওমাটি টেপচিলী

৭। টমেনাদারাস্পআদবা

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার ফল।

বর্ণমালানুসারে

[প্রথমে ছাত্র পরে অধ্যাপকের নাম এবং শেষে অধ্যয়ন স্থান, এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত]

ভাটপাড়া পরীক্ষা সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য কাশীনাথ গণেশচন্দ্র কবিরাজ কবিভূষণ মুরাড়ি
" পঞ্চানন ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ ভুবনহাটী
দাসগুপ্ত বিনোদচন্দ্র ঐ ঐ
গুপ্ত অমূল্য গোপীনাথ স্মৃতিরত্ন হাড়মাসড়া
" গৌরাঙ্গ কেশবচন্দ্র শিরোমণি ঐ
" পার্ব্বতী গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ ঐ
" সুরেন্দ্র কেশবচন্দ্র শিরোমণি ঐ
মুখোপাধ্যায় বিহারীলাল গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ ঐ
" হারধন যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্নগর
সরকার জগদীশ রজনীকান্ত স্মৃতিকণ্ঠ তিলুড়ী
" পূর্ণকান্ত গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী মানভূম
শিকদার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা

দ্বিতীয় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বর কালীপ্রসাদ বেদান্তরত্ন লক্ষ্মীপুর
" নৃসিংহপ্রসাদ যতীন্দ্রমোহন কাব্যরত্ন পুরাবাজা
ভট্টাচার্য্য গিরীন্দ্রনাথ রমেশ বিদ্যারত্ন ভাস্তাড়া
" জগচ্চন্দ্র গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া
" মন্মথ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
" রমেশ জগদীশ স্মৃতিকণ্ঠ কাশীপুর
" সন্তোষ কুমার প্রাইভেট
" উপেন্দ্র ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
চৌধুরী অতুল তারাপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ তিলুড়ী
চট্টোপাধ্যায় সুরেশ ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ ভুবনহাটী
চক্রবর্ত্তী আশুতোষ সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া
বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী
" চন্দ্রমোহন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা।
" যামিনীকান্ত ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ ভুবনহাটী
" মাণিকলাল সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া
" যতিলাল কালীপ্রসাদ বেদান্তরত্ন লক্ষ্মীপুর
" সনাতন ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ ভুবনহাটী
মুখোপাধ্যায় আশুতোষ রমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভাস্তাড়া
ওঝা শশিভূষণ বাণেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ তিলুড়ী
পাঠক গঙ্গাধর ঐ
রায় গৌরী সরকার ঐ
" পূর্ণকাক রামনাথ রায় লক্ষ্মীপুর

কাব্য

ভট্টাচার্য্য আশুতোষ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া
রায় সীতানাথ তারাপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ তিলুড়ী
" তিনকড়ি ঐ ঐ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য হরবিলাস সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া
" প্রভাত চন্দ্র বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া
" ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ঐ
চক্রবর্ত্তী ক্ষুদিরাম গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া
নন্দ হট্টেশ্বর অমরনাথ স্মৃতিভূষণ ভাটপাড়া

বেদান্ত—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী মাধবচন্দ্র সীতানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী চুঁচুড়া

উপ'ময়ন—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দীনবন্ধু যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন হুগলী

সাংখ্য

ভট্টাচার্য্য যোগেন্দ্র যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্নগর

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বসন্তকুমার সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অশ্বিনীকুমার বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া
" বক্রেশ্বর গোপীনাথ স্মৃতিকণ্ঠ হাড়মাসড়া
" মন্মথনাথ বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

বর্দ্ধমান বিজয় কেন্দ্র।

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য শিবকালী পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বিদ্যা...

চক্রবর্ত্তী শরচ্চন্দ্র শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান
শেঠ যতীন্দ্রনাথ পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বিদ্যাপুর

২য় বিভাগ

... গাপাধ্যায় ব্রজমোহন পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বিষ্ণাপুর

" কৃষ্ণচন্দ্র শশিভূষণ ন্যায়রত্ন অযোধ্যা

" নরেন্দ্রনাথ পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বিষ্ণুপুর

" শক্তিপদ রাধারমণ বেদান্ততীর্থ লাকপুর

ভট্টাচার্য্য ভোলানাথ হরিপদ স্মৃতিতীর্থ কীর্ণাহার

" হরিবিলাস ঐ ঐ

" ...কালী মাধবচন্দ্র কাব্য বিনোদ বালসী

" কৃষ্ণপদ শ্রীশচন্দ্র কবিরত্ন বর্দ্ধমান

" নলিনাক্ষ শরৎকুমার কাব্যরত্ন রাধাকান্তপুর

" শ্রীপতি হরিপদ স্মৃতিতীর্থ বীরভূম

চট্টোপাধ্যায় রাধারমণ ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন বর্দ্ধমান

" রসময় নীলমাধব তর্করত্ন সোণামুখী

" সত্যকিঙ্কর রুদ্রদাস কাব্যরত্ন কুমারা

চক্রবর্ত্তী বরুণানন্দ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান

" রাম গোপাল কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার গয়ারা

গঙ্গোপাধ্যায় রাসবিহারী শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন বেতুড়

গোস্বামী বিপিন কৃষ্ণ রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ গোপাল দাসপুর

" গগনচন্দ্র সীতানাথ জ্যোতিভূষণ করঙা

" মুরলী মোহন রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ গোপাল-দাসপুর

" নৃসিংহাচার্য্য ত্রিভুবননাথ তর্করত্ন বেড়ো-মানভূম

" রামানুজাচার্য্য ঐ ঐ

" সুরেন্দ্রমোহন শ্রীগোপাল গোস্বামী মাড়

গুপ্ত শিবদাস হরিদাস গুপ্ত সেরান্ধা

কণ্ঠ চিন্তামণি পুরুষোত্তম স্মৃতিরত্ন বেলুট

মুখোপাধ্যায় অতুলচন্দ্র শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন বেতুড়

" রাখহরি ঐ ঐ

" শ্রীপদ অম্বিকাচরণ স্মৃতিরত্ন ধান্যখেরুর

" তারাপদ ঐ ঐ

পাঠক ক্ষেত্রনাথ কেদার নাথ তর্কবাগীশ দত্তপাড়া

পাত্র অন্নদাপ্রসাদ পুরুষোত্তম স্মৃতিরত্ন বেলুট

সরকার হরিশঙ্কর রামনাথ বিদ্যাভূষণ গোপাল নগর

... শ্রীপতিলাল কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার গয়ারা

সেন সদানন্দ জগদানন্দ ব্যাকরণতীর্থ বাকুল্যা

সেনগুপ্ত জগদীশ দক্ষিণারঞ্জন তর্কনিধি বেনারস

সেনগুপ্ত উমাচরণ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান

... দীক্ষিতেন্দ্র দেবেন্দ্র গুরু বড়হামাহড়িয়া

... গোবিন্দপ্রসাদ রামনাথ বিদ্যাভূষণ গোপালনগর

কাব্য ২য় বিভাগ

...মা সত্যকিঙ্কর ত্রৈলোক্য নাথ ন্যায় পঞ্চানন পাকুলিয়া

...র্য্য বাসুদেব রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ গোপালদাসপুর

...ধ্যায় অক্রুরীলাল বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর

...োপাধ্যায় মহানন্দ বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ ইন্দাস

ন্যায়—১ম বিভাগ

কাব্য ব্যাকরণতীর্থ রামপদ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান

১ম বিভাগ

গোস্বামী গৌরীশঙ্কর বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান

বেদান্ত—২য় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় দাশরথি বিশ্বেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর

পুরাণ—২য় বিভাগ

মুখোপাধ্যায় কৃপাময় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সাতকড়ি শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান

বিজয় চতুঃ

চক্রবর্ত্তী শ্যামাচরণ ঐ ঐ

দাসগুপ্ত রামপদ ঐ ঐ

গোস্বামী মাধবচন্দ্র ঐ ঐ ঐ

সাপ্তাহিক সংবাদ

[কলিকাতা] হাইকোর্টের মাননীয় বিচার পতি মিঃ ফ্লেচারের এজলাসে "ইংলিসম্যান" সংবাদ পত্রের নামে মানহানি ও ক্ষতিপূরণের নালিশের বিচার হইতেছে। লাহোরের লালা লাজপত রায় এই বলিয়া নালিশ করিয়াছেন যে তিনি সিপাহী সৈন্যদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই কথা উল্লেখে "ইংলিসম্যান" পত্রিকা বিগত ১৯০৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি এ সকল কিছুই করেন নাই। "ইংলিশ-ম্যান" তাঁহার নামে এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত ও খর্ব্ব করিয়াছেন। ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের দাবী করা হই য়াছে। ইংলিশম্যান জবাবে বলিয়াছেন যে মন্তব্য সরল ভাবেই করা হইয়াছে। বাদী পক্ষে আছেন মিঃ এ চৌধুরী, মিঃ বি চক্রবর্ত্তী, মিঃ এস আর দাস এবং মিঃ বি সি মিত্র। প্রতি বাদী পক্ষে আছেন মিঃ নর্টন ও মিঃ বাগ্রাম।

বিগত এপ্রিলমাসে মেডিকেল কলেজের প্রথম এল, এম, এস, পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই তাহাদের জন্য আগামী ৫ই জুলাই হইতে কয়েক দিবস, পুরাতন নিয়ম অনুসারে আর একবার এল, এম, এস, পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব সেনেট সভায় উপ-স্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি সেনেট সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

[বর্দ্ধমান] মেদিনীপুরের তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই। এখনও সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লওয়া হইতেছে। পুলিস কর্ম্মচারী ও জেল সুপার ন্টেণ্ডেণ্ট সাক্ষীদিগকে জেরা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চিন্তামন আঠাভেল বোম্বাই বরোদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিরুদ্ধে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। ইটোলার রেলওয়ে দুর্ঘটনায় তিনি যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে কাজ কর্ম্মের ক্ষতি হওয়ায় তাঁহার আর্থিক ক্ষতি অনেক হইয়াছে। তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে এবং চিকিৎসার ব্যয়ও বিস্তর হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মিঃ ডাভারের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হয়। তিনি বাদীর শারীরিক যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই হাজার এবং চিকিৎসার ব্যয় বলিয়া তিনশত টাকা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, চিকিৎসার ব্যয় কত হইয়াছে বাদী তাহা প্রমাণ করেন নাই, তাহা করিলে তিনি সমস্ত ব্যয়েরই ডিক্রী দিতেন। উভয় পক্ষীয় কৌন্সলের বক্তৃতা শেষ হইয়াছে। রায় দিতে বাকী আছে।

[বোম্বাই] বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ১৬ই জুন জি আই পি রেলের পুনা ষ্টেশ-নের মালগুদামে স্থানীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণ হার্ণের নামে নিজামাবাদ হইতে প্রেরিত একটী বিছানার মোট আসিয়া উপস্থিত হয়। দুইদিন অতিবাহিত হইল অথচ মালিক মাল লইতে আসিল না দেখিয়া মালগুদামের লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় ও পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ গত ১৮ই জুন প্রাতঃ কালে উক্ত বিছানার মোট খুলিয়া ফেলিয়া দেখিতে পায় যে, উহার ভিতর একটী ছয়নলী বিভলভার রহিয়াছে। অতঃপর বাসুদেবকে ডাকাইয়া আনাইয়া ব্যাপারটীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বিছানার মোটটী তাহার স্বীকার করিয়াছে ও বাক্সের ভিতর পিস্তলটী যে কিরূপে উহার সঙ্গে আসিল সে তাহা বলিতে পারে না। এবং সে কাহাকেও পিস্তল পাঠাইবার কথা বলে নাই। ব্যাপারটীর তদন্ত চলিতেছে।

[কাশ্মীর] গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর রাজ্যে রেশম চাষের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়াছেন। রেশম উৎপাদন বিদ্যায় অভিজ্ঞ মিঃ ডগলাস নামক জনৈক ইউরোপীয়ের হস্তে কাশ্মীর রাজ্যের রেশম উৎপাদনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ

যে ইঁহার চেষ্টায় গত দুই বৎসরের মধ্যে কাশ্মীরে রেশম ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান পঞ্চম মহম্মদের সিংহাসনাধিরোহণের বিষয় ইংলণ্ডেশ্বরের গোচর করিবার নিমিত্ত তুরস্ক রাজদূত গাজীম উক্তারপাশা গত ২২শে জুন বিলাতে পৌছিয়াছেন।

[পঞ্জাব] আগামী ডিসেম্বরে লাহোরে এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে স্থির আছে। গত ১৭ই জুন অভ্যর্থনা কমিটীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্থির হইয়াছে যে, মাননীয় মিঃ হরকিষণ লাল অভ্যর্থনা সমিতির ভাইসচেয়ারম্যান হইবেন। এবং মিঃ সুন্দরলাল জেনারেল সেক্রেটারী, মিঃ এলক্রেড নন্দী করেস্পণ্ডিং সেক্রেটারী, মিঃ ধর্ম্মদাস সুরিও মিঃ ভাটিয়া সেক্রেটারী হইবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগেরও নিয়োগ ও নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে লাহোরের ব্রাড্‌লা হল নামক যে ভবনে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় এবৎসরও কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার নিমিত্ত কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন, মিউনিসপাল কর্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। ব্রাড্‌লা হলটির জীর্ণ সংস্কারের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

[মান্দ্রাজ] কলিকাতা হইতে যে ডাকগাড়ী মান্দ্রাজ গমন করিয়া থাকে গত ১৯শে জুন শনিবার মান্দ্রাজ হইতে পনর মাইল দূরবর্ত্তী এন্নোর নামক স্থানে সেই গাড়ীতে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কয়েকখানি গাড়ী সহসা লাইন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ায় অন্যান্য গাড়ীর সহিত পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। কাহার দোষ বা কি জন্য গাড়ীগুলি লাইন চ্যুত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত পনরজন আরোহী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও বিস্তর লোক আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিতেছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ি ও ডাকগাড়ি একখানি একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জীন ও ব্রেকভ্যানের কোন ক্ষতি হয় নাই। ডাকের গাড়ীর একজন ব্যতীত আর সকলেই মারা পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রেলওয়ে পুলিসের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল এবং রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ উপস্থিত থাকিয়া ব্যাপারটীর তদন্ত করিতেছেন।

পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ ম্যাকারনেস ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় রেগুলেশনের সংস্কার প্রস্তাব করিয়া কয়েকদিন হইল কমন্স মহাসভায় একটী নূতন পাণ্ডুলিপি দাখিল করিয়াছেন। গত ১৫ই জুন মিঃ ম্যাকারনেস সহকারী ভারত সচিব মিঃ বুকাননকে এই পাণ্ডুলিপির আলোচনা সম্বন্ধে কতদূর কি হইল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে মিঃ বুকানন বলিয়াছেন, চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে যথাসময়ে প্রস্তাবিত বিধানের পাণ্ডুলিপি ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট আলোচনার্থ প্রেরিত হইবে। প্রস্তাবিত বিধান সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে সমুচিত আলোচনা হইবার পূর্ব্বে ভারত সচিব মহাশয় তৎসম্বন্ধে কোনও কার্য্যই করিবেন না।

বিগত ১৯শে জুন রাত্রিকালে সংবাদ পত্র সমিতির প্রতিনিধিগণকে ম্যাঞ্চেষ্টারের টাউনহলে সংবর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতের অশান্তিকর অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি অরাজকতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন যে, কর্তৃপক্ষ শান্তনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেশমধ্যে সুশাসন ও উন্নতিকর ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেই দেশ হইতে অরাজকতা ও অশান্তি দূরীভূত হইবে। ভারতে যাহাতে স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্যও তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কানাডা উপনিবেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসাধ্বনি করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ আশওয়ার্থ ম্যাঞ্চেষ্টার শিপ কানালের ভোজসভায় সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন ভারতে যে সফল হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক সম্প্রদায়ের তাঁহাদের প্রতি কোনও বিদ্বেষের ভাব নাই

বিগত ৫ই ও ৬ই আষাঢ় শনি ও রবিবার দুই দিন বরিশাল জেলা সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শনিবারে অপরাহ্ন তিনটার সময় অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রবল ঝড়ে সভামণ্ডপ নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় যথাসময়ে সভার অধিবেশন হয় নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে এই দুর্য্যোগের অবসান হইলে সভার অধিবেশন হয়। সভায় ন্যূন তিন সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভবানীপুর স্বদেশসেবক সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি প্রথমেই গান করেন। অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী প্রতিনিধিবর্গের সংবর্দ্ধনা করিয়া দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর একটি স্বদেশী সঙ্গীত গীত হইলে উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইতে না পারায় সভার কার্য্যে তাঁহাদের সহানুভূতি জানান হয়। সভাপতি মহাশয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় রেগুলেশনের নিন্দাবাদ, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ, বয়কটের সমর্থন, ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার, জলনিকাশের অসুবিধা ম্যালেরিয়ার দেশের অপকার প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা শেষ করিলে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা করেন। রবিবারে সভার অধিবেশন হইলে নির্ব্বাসিত জনগণের কষ্টে দুঃখ প্রকাশ, স্বদেশী ও বয়কটের সমর্থন, জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, আপোষে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, বৈধ সভার অধিবেশন বন্ধ করিবার ব্যবস্থার নিন্দাবাদ, স্বরাজ, জেলায় জলনিকাশের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতিসাধন, বিরোধশূন্য কংগ্রেস প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম জেলার টাভয় নামক স্থানে গত ২০শে ডিসেম্বর মিঃ জে, কারওয়ান নামক একজন ইউরোপীয় ওভারশিয়ার কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিহত হয়েন। পুলিশ এই খুনের তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া মুলাজান নামক একজন পাঠান ও অপর তিনজনকে মিঃ কারওয়ানের হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করেন। এবং তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করেন ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের প্রদত্ত প্রমাণাদি দর্শন করিয়া আসামী চারিজনকে অপরাধী স্থির করতঃ তাহাদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। দায়রায় আসামীদিগের প্রত্যেকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। রেঙ্গুন চিফকোর্টে আসামীরা আপীল করে। চিফকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার চার্লস ফক্স ও বিচারপতি মিঃ পার্লেটের নিকট আপিলের শুনানি হয় মাননীয় বিচারপতি মিঃ পার্লেটের নিকট আপিলের শুনানি হয়। মাননীয় বিচারপতি আসামীদিগকে নিরপরাধ স্থির করিয়া গত ১৭ই তারিখে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। এই মোকদ্দমার রায়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহা

অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন যে, বিচারবিভাগে তাঁহার সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় তিনি আসামীর বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি এখনও দর্শন করেন নাই।

কৌতুক-কণা।

নবীন—তুমি মেডেলটা কি করে পেয়েছিলে?

রাখাল—একজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলুম।

নবীন—"কেমন করে?"

রাখাল—"একজন ভিকিরি আমার কাছে একটা পয়সা চেয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আচ্ছা আমি যদি তোমাকে পাঁচটাকা দি, তাহলে তুমি কি কর? সে বল্লে, আহ্লাদে মরে যাই। সেই জন্যে আমি তাঁকে টাকা দিই নি।"

শিক্ষক [ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে]—"আদর্শ রাজা কে ছিল?"

প্রথমছাত্র—"বিক্রমাদিত্য।"

শিক্ষক (দ্বিতীয় ছাত্রের প্রতি)—"তুমি বল।"

দ্বিতীয়ছাত্র—"রামচন্দ্র।"

প্রথমছাত্র—(রাগিয়া শিক্ষকের প্রতি)—"আপনি বিদেশী রাজার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, আমি তা বুঝতে পারিনি!"

মাতামহী। তুমি ক্লাশে কিরকম থাক।

বালক। দ্বিতীয়

মাতামহী। তুমি বেশ ছেলেত! ক্লাসে কজন পড়ে।

বালক। আমি ও আর একটী মেয়ে

উদ্ভট কবিতা।

কোন লোক সূর্য্যাস্ত বর্ণন প্রসঙ্গে তেজস্বীর অস্তগমনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

যা যেনোদয়ং প্রাপ্য দ্বিজরাজস্তিরস্‌ক্রিয়া।

তস্য বিষ্ণুপদাদ্ ভ্রংশঃ সূর্য্যস্যাশ্চর্য্যমত্র কিম্॥

'যিনি উদয় লাভ করিয়াই দ্বিজরাজকে [চন্দ্র পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ] তিরস্কার [হীনপ্রভ অস্তগত, পক্ষান্তরে অপমানিত] করিয়াছেন, সূর্য্যের বিষ্ণুপদ হইতে [বিষ্ণুপদ আকাশ পক্ষান্তরে বিষ্ণুপদ] যে পতন হইল ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যিনি সদ্‌ব্রাহ্মণের অনাদর করেন, তিনি যতবড় লোক হউন না কেন, নিশ্চিতই অধঃপতিত হইবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু নীরদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোল মহকুমায় স্থাপিত হইলেন। হাওড়ার ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামাচরণ মিত্র উক্ত জেলার সদর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মিঃ ওয়াডি জোনস্ সাঁওতাল পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। সারণের প্রতিনিধি ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ মন্মথকৃষ্ণ দেব ভগলপুরের ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু কালীকুমার রায় ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। নদীয়ার ডেঃ মাঃ মৌঃ ফজলুল করিম হুগলীর সদরে বদলী হইলেন। ভগলপুরের ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ টুইডেল ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—ছাপরার মুঃ বাবু আশুতোষ পাল গিরিডির মুঃ হইলেন। বাবু কৃষ্ণ সহায় বি এল ছাপরার মুঃ হইলেন।

শিক্ষা—বাবু মোহিনীমোহন পাণ্ডে পুরীতে স্কুল সব ইনঃ পাকা হইলেন। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ফোরম্যান ইনষ্ট্রক্টর মিঃ লরেন্স ২ মাস ২৭ দিনের ছুটী পাইলেন। খন্দমালের সব ইনঃ বাবু জাবেন্দ্র চন্দ্র মিশ্র ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু যদুনাথ মহান্তি খন্দমালের সব ইনঃ হইলেন। বাবু অবিনাশচন্দ্র দেব নদীয়ায় সব ইনঃ পাকা হইলেন। বাবু নীরদরতন রায় নদীয়ায় সব ইন, পাকা হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর আকাউন্টান্ট পরীক্ষার ফল।

এই পরীক্ষা শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে তথাকার প্রিন্সিপাল কর্ত্তৃক বিগত ৭ই ও ৮ই জুন গৃহীত হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নাম—

পারদর্শিতানুসারে

হরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ১ (রেজিষ্ট্রেশন নম্বর) পঞ্চানন দাস ১০৪ শিবপুর, রাসবিহারী দে ৭ শিবপুর, মতিলাল কাপুর ২৩ শিমলা, ডিই ডেপেন ৩২ শিবপুর, এম এল গুহ ৬১ রেঙ্গুন, রোহিণী কুমার রায় চৌধুরী ১৮৩ শিবপুর, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত ১৫৪ ঐ, (বেলভিল মার্চ্চান্ট ৯৮ ঐ, রাধাকৃষ্ণ শিয়াল ৯১ ঐ) দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত ১৫১ ঐ কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক ১১৯ ঐ এম জে পদুনাদান ৫১ রেঙ্গুন, (ডি এস মহাদেব ৫৭ রেঙ্গুন, ফণিভূষণ গাঙ্গুলী ১০৯ শিবপুর) দ্বিজেন্দ্র নাথ দেব ২৯ ঐ, (নগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায় ৩১ শিবপুর এন আর গোপাল কৃষ্ণ আয়ার ৫৬ রেঙ্গুন, জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭০ শিবপুর, রজনীকান্ত সরকার ১০০ শিবপুর, (টি এম সুব্রহ্মণ্য ৬৫ রেঙ্গুন, রাধারমণ ঘোষ ৮ শিবপুর] [হেমচন্দ্র দে ৭৯ শিমলা, বসন্তকুমার নন্দী ৪১ শিবপুর] মনোরঞ্জন চন্দ্র ৯৪ শিবপুর, মহেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ৭৮ ঐ শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত ১৬৬ ঐ, যতীন্দ্র মোহন পাল ১১৮ ঐ, [ভিভি সুব্রহ্মণ্য ৭১ ঐ, গৌরাঙ্গ পানি ২৭ ঐ, বেণীমাধব ভৌমিক ৩২ শিমলা] হৃদয় বিহারী ঘোষ ১৩৯ শিবপুর, গৌরচরণ দে ১২২ ঐ, দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪ ঐ [কৃষ্ণকিশোর কর ২০ ঐ, বিনয়কৃষ্ণ দাস ২১ ঐ, গৌরীকান্ত বিশ্বাস ৮২ শিমলা, সুবল চন্দ্র দাস ১৭ শিবপুর, যতীন্দ্র কুমার নাগ ৬০ রেঙ্গুন, অশ্বিনী কুমার দাস ৮৩ শিমলা, কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী ১২৮ শিবপুর, টি জে জজ ১৪৫ ঐ।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী বৎসরের ১লা মার্চ্চ হইতে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ১৭ই জানুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে পরীক্ষা দিবার জন্য দরখাস্ত ও আবেদনের ফী রেজিষ্ট্রারের নিকট যাইয়া পৌছান চাই। আর্টস এবং বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট, বি এ এবং বি এস সি পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে। উহার দরখাস্ত ও ফী ২৪শে জানুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে যাইয়া যেন রেজিষ্ট্রারের নিকট পৌছে।

ইঞ্জিনিয়ারী সার্টিফিকেট এবং প্রথম ও দ্বিতীয় এম বি পরীক্ষা ১১শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে। দরখাস্ত এবং ফী ৫ই মার্চ্চ বা তৎপূর্ব্বে যাইয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট পৌছান চাই। দ্বিতীয় এল এম এস পরীক্ষা ৮ই এপ্রেল আরম্ভ হইবে। দরখাস্ত এবং ফী ২রা এপ্রেল বা তৎপূর্ব্বে যাইয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট পৌছান চাই।

ডাক্তারি পরীক্ষার ফল

কর্ণওয়ালিস হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল স্কুল হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

(১) শ্রীশশধর বসু, (২) শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য, (৩) শ্রীপাঁচকড়ি মল্লিক, (৪) শ্রীহিমাংশু বিমল রায় (৫) শ্রীফণিভূষণ নিয়োগী।

ঢাকা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ শেষ এল, এম, এস, [ডি এইচ, এম, সি] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সুদন চন্দ্র দর, বৃন্দাবন চন্দ্র দে, বিপিন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কৈলাস চন্দ্র মজুমদার, দয়ানাথ ধর, নন্দ কুমার ধর, ক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মির মহম্মদ কোব্বাদ।

ব্রজমোহন দত্তের পুরস্কার

(১৯০৬-৭ সালের জন্য)

দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে। ১৯০৬-৭ সালে "গার্হস্থ্য বিধি এবং উহাতে বাড়ীর স্ত্রী পরিজনদিগের কতটা কর্ত্তব্য আছে" এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখিকাকে ৪৫ টাকা পুরস্কার দিবার কথা থাকে। উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন—শ্রীমতী কাদম্বিনী ঘোষ. কেয়ার অফ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রতাপপুরষ্ট্রীট, চুঁচুড়া।

এইচ আর জেমস, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর

প্লীডারশিপ শ্রেণী

গ্রীষ্মাবকাশের পর পাটনা কটক কৃষ্ণনগর এবং হুগলী কলেজে প্লীডারশিপ শ্রেণী পুনরায় খোলা হইবে। যাঁহারা এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহারা উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিলে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

জে আর কনিংহাম

শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর—

পাটনা আইন কলেজ

গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে জুলাই মাসের প্রারম্ভে অথবা আবশ্যকমত বন্দোবস্ত শেষ হইবা মাত্রই পাটনায় একটি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থানুসারে বি এল পাঠ্য পড়াইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইবে এবং আইন পুস্তকের একটি পুস্তকাগার এবং পাঠগৃহ থাকিবে। প্লীডারশিপ শ্রেণীতে খোলা হইবে। বি এল ছাত্রদিগের জন্য একটি ছোট হোষ্টেল থাকিবে।

বি এল পাঠার্থী ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ৬ টাকা এবং প্লীডারশিপ পাঠার্থী ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ৫ টাকা হইবে।

ভর্ত্তি হইবার আবেদনের তারিখ এবং সেশন খোলার তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ যতশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হইবে।

এইচ আর জেমস

বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর

কৃষ্ণনগর কলেজ

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিগত ২৩শে জুন তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজ খুলিয়াছে। নিম্নলিখিতরূপ পাঠ্য এই কলেজে পড়ান হইবে :—

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা (আর্টস)—(১) ইংরাজী সাহিত্য (২) ভার্ণাকুলার রচনা, (৩) সংস্কৃত (৪) ইতিহাস, [৫] গণিত, [৬] ফিজিক্স, [৭] রসায়ণ।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা [বিজ্ঞান]—[১] ইংরাজী সাহিত্য [২] ভার্ণাকুলার রচনা, [৩] গণিত [৪] ফিজিক্স, [৫] রসায়ণ

বি এ—(১) ইংরাজী সাহিত্য (পাশ ও অনার) (২) ভার্ণাকুলার রচনা, (৩) সংস্কৃত, (৪) গণিত, (৬) ফিজিক্স, (৬) রসায়ন।

বি এস সি—(১) গণিত, (২) ফিজিক্স, (৩) রসায়ন।

আগামী ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। কোন বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে অতঃপর আর ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে না।

বিজ্ঞান পাঠার্থী ছাত্র কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব ভর্ত্তি হইবেন। বিলম্ব হইলে ভর্ত্তি না হইতে পাওয়াই সম্ভব।

এস সি রায়

কৃষ্ণনগর কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রোফেসর।

গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ ১৯০৯

বিগত ২৩শে জুন হইতে সংস্কৃত কলেজে বিএ ক্লাস খুলিয়াছে। ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হওয়া দরখাস্ত লওয়া হইবে।

বিএ—পাঠ্য

(১) ইংরাজী সাহিত্য (পাশ), বাঙ্গালা রচনা, সংস্কৃত (পাশ এবং অনার), ইতিহাস (পাশ)।

(২) ইংরাজী (পাশ), বাঙ্গালা রচনা, সংস্কৃত (পাশ এবং অনার), ফিলজফি (পাশ)

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা—আর্টস

ইংরাজী, বাঙ্গালারচনা, সংস্কৃত, ইতিহাস, লজিক।

শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারপ্রাপ্ত প্রোফেসর।

পাটনা কলেজ, বাঁকীপুর ১৯০৯-১০

আগামী ৫ই জুলাই পাটনা কলেজ খুলিবে। এই তারিখের পূর্ব্বে যতশীঘ্র সম্ভব দরখাস্ত করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। বেহারী ছাত্র যাহারা পাটনা কলেজে পড়িয়াছে অথবা যাহারা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে যাহারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের আবেদনই অধিক গ্রাহ্য হইবে।

বিশেষস্থল ব্যতীত ২৫শে জুলাইয়ের পর আর আবেদন লওয়া হইবে না। ২১শে জুন পর্য্যন্ত যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে সে সকলের সম্বন্ধে আদেশ ২২শে জুন হইয়াছে। উপযুক্ত স্থলে ঐ সকল প্রার্থীরই দাবী বেশী। নূতন ছাত্র ১৫২ জন ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। কলেজ আফিসে আবেদন করিবার ফারম পাওয়া যায়। সরকারী ছুটীর দিন ছাড়া আর সকল দিন পূর্ব্বাহ্নে বেলা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ আফিস খোলা থাকিবে।

এইচ জ্যাকসন

পাটনা কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ

পুনরায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুরোধে সেনেট সভা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের (১৯০৪ সালের ৮ আইন) ২৫ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেন্টের মত সাপেক্ষ রহিল—

[১] যে সকল ছাত্রের নাম বিগত এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য রেজেষ্টরীভুক্ত হইয়াছিল এবং যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলে আবার পরীক্ষা দিতে পারিবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাইৎ এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ছাত্রেরা যে সকল পাঠ্য পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছিল, সেই সকল পাঠ্যেরই পরীক্ষা লওয়া হইবে।

] যে সকল ছাত্র এই পরীক্ষা দিবে না আর ১৯১০ সালের নূতন নিয়মানুযায়ী কেউলেশন পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

৩] পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা দিতে হইবে।

৪] পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য এবং পরীক্ষার ফী আগামী ১২ই অক্টো তৎপূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে।

৫] ঐ দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিস না পাঠাইলে দরখাস্ত লওয়া হইবে না—

ক] বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রারের রসিদ।

খ] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত কোন স্কুলের মাষ্টারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট এই পাঠাইতে হইবে যে, বিগত পরীক্ষার পর হইতে তিনমাস কাল ঐ ছাত্র স্কুলে নিয়ম পড়িয়াছে এবং তাহার স্বভাব ও আচরণ সন্তোষজনক। অথবা এমন একখানি সার্টিফিকেট দিতে পারিলেও হইবে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর [স্কুলের] স্বাক্ষর থাকিবে। সার্টিফিকেটে এই লেখা থাকিবে যে, বিগত পরীক্ষার পর হইতে এ যাবৎ পরীক্ষার্থী কোন স্কুলে পড়ে নাই বটে কিন্তু ইনস্পেক্টর দ্বারা অথবা তাঁহার আদেশমত গৃহীত নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় সন্তোষ জনকরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার চরিত্র ও আচরণ সন্তোষ জনক।

৬] যে স্কুল হইতে এই পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠান হইবে সেই স্কুল এইরূপ কোন ছাত্রের নিকট হইতে স্কুলের ধার্য্য বেতনানুরূপ পাঁচ মাসের অধিক কালের জন্য বেতন লইতে পারিবে না।

এই ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে জানান হইবে।

জি থিবো
রেজিষ্ট্রার।

ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ অব ইণ্ডিয়া।

এ কলেজে এল, এম, এস এবং বি পরীক্ষার পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ L. M. S. (Natl) or M. C. P. S. (Diploma) প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান অনুমোদিত একটি বিশেষ আয়ুর্ব্বেদীয় শ্রেণী ডাক্তারদিগের জন্য এক শ্রেণী, এবং শব-ব্যবচ্ছেদ কার্য্যকারী বিষয়সমূহ শিক্ষার শ্রেণী এই কলেজে থাকিবে। সমাগত out door) অবস্থিত (in-door) রোগিগণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা ও করা হইয়াছে। বোর্ডিং আছে। মাসিক বেতন ৩৲ তিন টাকা, আবেদন সহিত ৩৲ টাকা প্রবেশ ফিঃ দিতে হয়।

ছাত্রবৃত্তি—কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এস, কে মল্লিক এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষোত্তীর্ণ দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য ৫০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা এবং উক্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য ৩০ টাকা এবং ২৫৲ বৃত্তি দিবেন।

অদ্য ২৫শে জুন হইতে সেসন আরম্ভ হইবে। কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৯১ নং বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী জুলাই মাস হইতে হুগলি কলেজে প্লীডারশিপ শ্রেণী পুনর্ব্বার খোলা হইবে। বাবু অম্বিকা চরণ মিত্র এম এ বি এল কলেজের "ল" লেকচারার হইবেন। যাঁহারা এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে কোনও কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট তাহা জানিতে পারিবেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর আগামী ২২শে জুন তারিখে হুগলি কলেজের কলেজ শ্রেণী খোলা হইবে। আপাততঃ এই কয়টি বিষয়ে এই কলেজ এফিলয়েটেড হইল।——

(ক) ইণ্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান)—ইংরাজি সাহিত্য, ভার্ণাকুলার রচনা, গণিত. ফিজিক্স, এবং রসায়ণ।

(খ) ইণ্টারমিডিয়েট (আর্টস)—ইংরাজি সাহিত্য, ভার্ণাকুলার রচনা, ইতিহাস, গণিত, সংস্কৃত পার্শি, ফিজিক্স এবং রসায়ণ।

বিএ—ইংরাজি সাহিত্য (পাশ] ইতিহাস (পাশ গণিত [পাশ এবং অনার] সংস্কৃত [পাশ এবং অনার] পার্শি [পাশ) ভার্ণাকুলার রচনা।

কলেজ খোলার পর ৩ সপ্তাহের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে হইবে। ইণ্টার মিডিয়েট [বিজ্ঞান] প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় ছাত্র লওয়া হইবে। সুতরাং ঐ শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব যেন আবেদন করেন।

মুসলমান দিগের জন্য সিনিয়র বৃত্তি।

অন্যের প্রদত্ত বৃত্তি

মসিন বৃত্তি—হোসেন এস সুবারণবরদি সেণ্ট জেভিয়ার্ ১৪ টাকা. আবদুল আলি বিশ্বাস হুগলী কলেজ ১২৲।

বারবজরাজ বৃত্তি—মহম্মদ আজ্জুলহক প্রেসিডেন্সী কলেজ ১০৲ আজিজুর রহমন ঐ ১০৲

গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি—মহম্মদসাগির প্রেসিডেন্সী কঃ ১০৲, এ আলিম ঐ ১০৲, সৈয়দ ওয়াশি আহম্মদ মজফরপুর বি বি কলেজ, আমীরুদ্দীন আহমেদ প্রেসিডেন্সী কলেজ, [৭ টাকা করিয়া আর চারিটি বৃত্তি এখনও কাহাকেও দেওয়া হয় নাই]

স্ত্রী লোকদিগের জন্য বিশেষ সিনিয়ার বৃত্তি ১৯০৯

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২৫৲—বেথুন কলেজ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ২০৲—মাড সরকার লরেটো হাউস।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি, কত দূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate strong in Mathematics for the [illegible] H E school on Rs 40 per month. Quarters and servant free. [illegible] Rs 5 only

[illegible] graduate as Hd master of [illegible] H E school po Ajago- [illegible] on Rs 40 lodging and [illegible] Rs 50 may be offered to [illegible] candidate.

[illegible] Shibgunge M E school [illegible] passed Hd master and [illegible] qualified according to [illegible] Rs 25 and Rs 20 respectively [illegible] private tuition. Both must be [illegible] in Mathematics. Preference [illegible] given to those who serve in the Education Department for sometime. The Hd Pandit must have some knowledge in English. po. Ba[illegible], Dinajpur.

A gra'u te 2nd master for the Khagole E I R aided H E school Dinapur on Rs 40 a month. Must stick to the post at least for two years.

A graduate on Rs 40 and a Sanskrit college passed F A on Rs 25 for the Patulo H E school. Po Patuli, Burd-

An F A Hd master, an Entrance passed 2nd master and a 2nd year passed new Hd Pandit for Kalai M E school on a salary of Rs 25, Rs 12 and Rs 16 respectively. Both Hindus and Mahomedans have advantage. Po. Khetlal Dt. Bogra.

An A course graduate as Hd master and a B course B A and also a plucked B A or passed F A strong in Mathematics on Rs 50 to 55, Rs 45 to 50 and 25 to 30 respectively for a H C E school near Ghatal subdivision Dt. Midnapur. Apply to Babu Bhuban Mohun Sing B L Pleader, Ghatal

A B A and one F A teacher for the Babulia J S H E school Dt. Khulna on Rs 35—40 and 16—20 respectively according to qualifications with free board and lodging to both. Apply to the Managing committee, Babulia J S H E school, po Babulia via Satkhira Dt. Khulna.

A graduate 2nd master, strong in Mathematics (B course preferred) for the Jhenidah H E school on Rs 50 per month po. Jhenidah Dt. Jessore.

A graduate strong in English and two F A undergraduates one strong in Mathematics, as 2nd, 3rd, and 4th teachers of the Islampur H E school on salaries of Rs 40 Rs 25 respectively.

A graduate Hd master strong in English and Mathematics for the Bhagira[illegible]pur H E school, Murshidbad on R[illegible] r month with free quarters po Bh[illegible]pur, Murshidabad.

(1) [illegible] A course plucked B A on Rs 30 [illegible] one F A on Rs 15 (2) one [illegible] on 12 free board and lodgi[illegible] each case. Apply to Babu Sri[illegible] [illegible]l Karakdi H E school [illegible] [illegible] Dt Faridpur.

An A course graduate as Hd master on Rs 50 rising to 55 per month, also B course graduate as 2nd master on Rs 45 to 50 per month, also one plucked B course B A or passed F A strong n Mathematics Rs 25 to 30 per month for a H E school in subdivision Ghatal District Midnapur quarters free, private tuition available and living cheap Apply to Babu Bhuban Mohan Singh B L Pleader, Ghatal, Miadiapur.

An F A Hd master for Saranga M E school on Rs 20 with free board and lodging. Private tuition available. Purna Chandra Mukherjee Saranga po via kotar Dt. Burdwan.

An F A Hd master for Kamalpur M E school on Rs 20 per month. Boarding and Rs 4 on tuition. Po Khamargachi, Dt. Hughly.

A graduate Hd master strong in English for the Harinarvanpur H E school, Dt Nadia, on Rs 60 per month Apply to the Hd master.

A whole time private tutor on Rs 10 rising to 20 boarding and lodging free. The studies of the boys comprise different standards of the High English school curricula. Apply to Babu Rama Kshoya Datta, Zamindar Bhaita po. via Saktighor E I R Dt. Burdwan. Must stick at least two years except under exigent circumtances.

An F A Hd master for the Goneshpur M E school on Rs 24 per month. Must have passed also Idiom and Pronunciation Dino nath Ray. Goneshpur. Amardah po Howrah.

An F A for the Haripal Guru Duyal Institution. He is to be also the private tutor to a boy of the Asst. Secretary and get a consolidated sum Rs 23 per mensem with free board and lodging. Applications should reach the Asst. Secretary before the 7th July.

A B course graduate 2nd teacher for the Okerra H E school Burdwan, on Rs 40 a month with free quarters.

An F A Hd master for the Bahar pur M E school Dt. Faridpur on Rs 25 month. Kayastha or Nabashak preferable.

Two graduates for Golaghat Bejboroa H E school in Golagahat, Assam on Rs 50 each: must join at once Apply to L N Bezbaroa 8 Hare street, Calcutta.

A graduate assistant Hd master for the Kumarkhali M N H E school (District Nadia) on Rs 45 to 50 according to qualification.

A Hd master Entrance passed for the Rohini K K M E school on Rs 25 lodging free for one year. Preference to a Behare, experienced Hindee knowing man. Rohini po. via Baidaynath Deoghor, Santhal Pergs.

An F A Hd master for the Kumirkola M E school on Rs 20 Boarding and lodging on private tuition po. Khondaghosh Kumirkola.

বোঙাক্রো মইং স্কুলে এক, এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট পড়া ইলে আহারীর ব্যয় লাগিবে না। পোঃ সরঙ্গা জেলা বর্দ্ধমান।

মুন্সিগঞ্জ মইং স্কুলে হেঃ পঃ। ডিল ড হেং জানা ত্রৈবার্ষিক অথবা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ দ্বৈবার্ষিক চাই। বেতন ২০ টাকা এবং চাকর ও বাসা। ব্রাহ্মণের আবেদন অগ্রগণ্য। জেলা নদীয়া, পোঃ মুন্সিগঞ্জ।

ভুনিদপুর উপ্রা বিদ্যালয়ে একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা ও বাসা পোঃ পাঁচড়াহাট বীরভূম।

জমীদারী সেরেস্তার কাজ জানা একজন ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ। বেতন সাত টাকা হইতে দশ টাকা। আহার বাসস্থান প্রভৃতি সরকার হইতে দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত উপরি পাওনাও আছে। জে এন গুহ মামুদনগর পোঃ টাঙ্গাইল।

বাকড়া উপ্রা স্কুলে অনৈক এণ্ট্রান্স পাশ কায়স্থ শিক্ষক। বেতন যথাক্রমে ১০ এবং ৮ টাকা ও বাসা। ৭ই জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন করুন। পোঃ সোণাকুড় বাঁকড়া, যশোহর জেলা।

(উদ্ধৃত)

কারাগৃহ ও স্বাধীনতা।

মনুষ্যমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূল জগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল সেই বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিও স্থূলের সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিতে

অক্ষম ; প্রাণের সুখদুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দাসত্ব শরীরের আধিপত্যজনিত। উপনিষদে বলা হইয়াছে, "জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ শরীরের দ্বারসকল বহির্মুখীন করিয়া গড়িয়াছেন তাই সকলের দৃষ্টি বহির্জগতে আবদ্ধ, অন্তরাত্মাকে কেহও দেখে না। সেইরূপ ধীরপ্রকৃতি লোক বিরল কিছি অমৃতের বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।" আমরা সাধারণতঃ যে বহির্মুখীন স্থূলদৃষ্টিতে মনুষ্যের জীবন দেখি, সেই দৃষ্টিতে শরীরই আত্মার মুখ্য সম্বল। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রই জড়বাদী। শরীর ধর্মসাধনের উপায়, আমাদের বহু অশ্বযুক্ত রথ, যে দেহরথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা কিন্তু দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া দেহাত্মকবুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিই যে বাহ্যিক কর্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অজ্ঞানের ফল জীবনব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ শুভাশুভ সম্পদ বিপদ আমাদের মানসিক অবস্থাকে নিজের অনুযায়ী করিতে সচেষ্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দত্ত দুঃখ গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। ইহার চরম দৃষ্টান্ত কারাবদ্ধের অবস্থা। কিন্তু যিনি বন্ধুবান্ধব বেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দুর্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাত্মক বুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু।

পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ববিকাশ, এই স্বাধীনতাই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকেই মুক্তি বলে। এই মুক্ত্যর্থে আমরা অন্তঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীরনেতাকে জ্ঞানদ্বারা চিনিতে কিংবা কর্মভক্তিদ্বারা প্রাণ মন শরীর অর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি" বলিয়া গীতার যে প্রধান উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গীতোক্ত যোগ। আন্তরিক সুখদুঃখ যখন বাহ্যিক শুভাশুভ সম্পদবিপদকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ংজাত, স্বয়ংপ্রেরিত, স্বসীমাবদ্ধ হয়, তখন মনুষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের অনুযায়ী করা যায়, কর্মবন্ধন শিথিল হয়। গীতার আদর্শ পুরুষ কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কর্মসন্ন্যাস করেন। তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"; আন্তরিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সুখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রিত হন না, পরের দত্ত সুখদুঃখ গ্রহণ করেন না; অথচ কর্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপান্বিত দেবাসুরযুদ্ধে রাগভয় ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবৎ প্রেরিত যে কর্মযোগী রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্মবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম সমাজ রক্ষা করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবৎকর্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনিই গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থূলজগতের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করায় আরোহণমার্গের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে। সূক্ষ্মজগতের বিশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অনেকের মন সেই রাজ্যজয়ের আশায় প্রলুব্ধ। ইহার লক্ষণ দেখা হইতেছে—যেমন অল্প দিনে থিয়জফির বিস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ আধিপত্য কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভারতের আকস্মিক ও আশাতীত উত্থান। ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্য বর্জ্জিত হইলে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি চেষ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবন-বিকাশের সর্বপ্রধান উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ও যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি। বাহ্য সুখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আন্তরিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিষ্কাম কর্মে ভারতবাসীই সমর্থ, অহঙ্কারবর্জ্জন ও কর্মে নির্লিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরূপে নিহিত।

এই কথার যাথার্থ্য প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব করিলাম। যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেইস্থান। আমি এইস্থানে বার মাস কাটাইয় ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্য চরিত্রের উপর দ্বিগুণ ভক্তি এবং স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছি। আলিপুর জেলের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডেলি সাহেবও ইহা সমর্থন করিতেন। ডেলি সাহেব মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ সহৃদয় ও বিচক্ষণ লোক, মনুষ্য চরিত্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য বৃত্তি সকল প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান, অথচ তিনি আমাকে বলিতেন "ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, চরিত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এই দেশের কয়েদী ও য়ুরোপের কয়েদীতে আকাশ পাতাল তফাৎ। এই ছেলেদের দেখে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চরিত্র ও নানা সদ্গুণ দেখে কে বলিতে পারে যে এরা হত্যাকারী। তাদের মধ্যে ক্রূরতা উদ্দামভাব অধীরতা বা ধৃষ্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টা গুণই দেখি," যাঁহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিজ সহজসাধ্য স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস কারাবাসের পরে নির্মুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল বক্সার জেলের চোর ডাকাতের মধ্যেই সর্বঘটে নারায়ণকে দর্শন করিয়া উত্তর পাড়ার সভায় মুক্ত কণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দু ধর্মের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সর্বপ্রথম মনুষ্যদেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করিলাম।

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘকাল জেলরূপ নরকবাস ভোগ দ্বারা পূর্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কর্মফল ক্ষয় করিয়া তাঁহাদের স্বর্গপথ পরিষ্কার করিতেছেন।

আলিপুরের একজন কয়েদীর কথা বলি। এ ব্যক্তি ডাকাতীতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্মসম্বন্ধের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্যশিক্ষাসুলভ ধৈর্য ও অন্যান্য সদ্গুণ উহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রী ভাব বিরাজিত, মুখে সর্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ

আলাপ। কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধের সব চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখ সুবিধা সংক্রান্ত। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাব ধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখসোয়াস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর—বিশেষ নিরপরাধ ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার দয়াদৃষ্টি বিনীত সেবাসম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই বৃদ্ধ কয়েদীর দয়াদাক্ষিণ্য পূর্ণ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে—আমরা যাহাদের অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,—তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দু সন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব, আর্য্যশিক্ষার অতুল গুণ প্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশা জনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটি শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।

উপরে একটি অশিক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইঁহারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজদ্বয়, নগেন্দ্র নাথ ও ধরণী। ইঁহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারাও যেরূপ শান্তভাবে যেরূপ সন্তুষ্টমনে এই আকস্মিক বিপত্তি, সহ্য করিতেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধ দুষ্ট বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশক একটীও কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র ক্রোধ বিরক্তির ভাব বা বিরক্তি পর্য্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্য ভাষায় ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় অভিজ্ঞতা-বঞ্চিত, মাতৃভাষাই ইঁহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছি। দুজনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিম্বা বিধাতার নিকট নালিস না করিয়া সহাস্য মুখে নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। দুটী ভাইই সাধক কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর বুদ্ধিমান। হরিকথা ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইল তখন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপ্তে আমাদিগকে বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন।

গীতা না পড়িয়া বাইবেল গীতার সমতাবাদ, কর্ম্মফল ত্যাগ, সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকৃতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইঁহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে বাঙ্গালী হীন অধম? এই শক্তি এই মনুষ্যত্ব এই পবিত্র অগ্নি ভস্মরাশিতে লুক্কায়িত আছে মাত্র।

ইঁহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারাবদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখ দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের সদ্গুণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলিপুরে ছিলাম, দুয়েকজন ভিন্ন যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ঘটিয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্ব্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম। আধুনিক শিক্ষা দূষিত আমাদের মধ্যে বরঞ্চ এ সকল গুণের অভাব দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে। যে দয়া সহানুভূতি আর্য্যশিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ, তাহা এই চোর ডাকাতের মধ্যেও দেখিতাম। একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের ন্যায় ভাল বাসিতেন, বিদায় লইবার সময় তিনি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দেশের জন্যে এই লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ বলিয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া দুঃখ করিতেন, "দেখ, ইঁহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীব দুঃখীকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া ইঁহাদের এই দুর্দ্দশা।" যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের জেলে নিম্নশ্রেণীর কয়েদী চোর ডাকাত খুনীর এইরূপ আত্মসংযম দয়াদাক্ষিণ্য, কৃতজ্ঞতা, পরার্থে ভগবদ্ভক্তি কি দেখা যায়।

জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত। [আষাঢ় ১৩১৬ সাল, ভারতীতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ]

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া হইবে ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কের প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩২৬ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মৈত্র হেঃ মাঃ
ঘোড়াদহ ৩০।৬।১১১০

১৩২৭ „ পঞ্চানন কাঞ্জিলাল হেঃ মাঃ
হরিশঙ্করপুর ঐ

১৩২৮ „ গৌর গোপাল বিদ্যারত্ন
পারুলিয়া ঐ

১৩২৯ „ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৭ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ঐ

১৩৩০ „ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত শিঃ
গোয়ালন্দ হাইস্কুল ঐ

১৩৩১ „ ধরণীধর কাব্যতীর্থ
দীনবন্ধু চতুঃ ঐ

১৩৩২ „ মহেশচন্দ্র সরকার ভবানীপুর
স্কুল রাজসাহী ঐ

১৩৩৩ কমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন
সারোয়াতলি ঐ

১৩৩৪ „ মণিমোহন দে হেঃ মাঃ
সমাজ ইশ্বরপুর

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsurah

বিজ্ঞাপন।

For 4 months a M V passed Lady teacher to teach Zenana ladies from house to house in the town of Noakhali on Rs 30 a month. Must konw sewing and knitting. Apply stating age and religion to the Dy Inspector of schools Nokahali before 15th July.

An F A on Rs 25 as 4th master of the Hamilton scho l, Tamluk, Dt. Midnapur. Hostel accommodation available.

A Hd master for the Popular Academy, Barnipur, 24 - perganas, on Rs 50 to 60 per month according to qualification and an English knowing Hd Pandit on Rs 20 to 25 per month. Apply stating terms to Babu Rajani Bhusan Chatterjee M A B L Pleader Barnipur.

Two graduates for the Aryya Mission Institution, one in the A course. Salary to be fixed according to qualification. Apply personally or by letter to Babu Hari Mohan Banerja No. 80. 1 Muktaram Babu's street Calcutta.

A B course graduate strong in Mathematics as an assistant teacher for the Donough H E school, Jamalpur Dt. Mymensingh, on Rs 60 a month.

A B A (B course) or B S Master, for the Feni H E school, Feni Noakhali, on Rs 50 a month. Must be competent to teach Geography according to the new University Regulations and must stick at least for two sessions. Apply before 2 th July.

A 4th and a 5th master for the Hailakandi Victoria Memorial High school, Dt Cachar, on Rs 35 and 30 respectively. Must have read up to the B A standard.

An F A Hd master Taluri M E M E school on Rs 22, Bankura.

An F A on Rs 25 a month. A to Hd master A C Inst. Dishargad, Dt. Burdwan.

An F A as 2nd master for the Kundala M E school on Rs 15 a month Must know Drill, Drawing and Kindergarten system of teaching Apply to the Secretary Kundala M E schoo (Birbhum Dt).

An F A on Rs 22 free lodging, Paiker M E school, po Paiker, Dt. Birbhoom. Apply to the Hd master.

F A plucked Hd master on 16 and free board and lodging on private tuition. Nischintapur M E school, po Satberia, Pabna.

F A Hd master on Rs 25, Entrance 2nd master on 15 to 20, Normal Pandit on Rs 15—18 Churain school, po Churain, Dt. Dacca.

Hd master Dirghanagar M E school, po. Dirghanagar Dt. Burdwan via Gushkara on 25 with free quarters,

B A Hd master Birsingha H E school, Midnapur on 50—60.

F A 3rd master and Kabya Hd Pandit—Lalgola H E school Mursidabad on Rs 25 and 20 respectively: quarters free. Private tuition available. Apply to the Hd master.

An F teacher and Normal Pandit knowing English on 25 each—Mathabhanga H E school.

প্র[illegible]

[illegible]

সদালাপ। (৩)

[illegible] আচরণ।—[ক] যখন প্রিন্স চার্লস [illegible] ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেম্‌সের পৌত্র] [illegible] যুদ্ধে ইংলণ্ড রাজ প্রথম জর্জ্জের সেনা [illegible] নিকট পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে স্কট [illegible] প্রদেশে ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়া[illegible] ছিলেন এবং তাঁহার মস্তকের জন্য ৩০ হাজার [illegible] টাকা) পুরস্কার ঘোষিত হইয়া সেই সময়ে একজন রাজসৈন্যের কাপ্তেন [illegible]ওয়ার বালককে জিজ্ঞাসা করেন যে [illegible]কে" দেখিয়াছে কিনা ? দ্বাদশবর্ষ বালক উত্তর দিল যে সে দেখিয়াছে বটে তিনি কোন্ পথে গিয়াছেন ও সে কবে দেখি[illegible] সে কথা কোন মতেই বলিবে না।" কাপ্তেন [illegible] খাপ শুদ্ধ তরবারির দ্বারা সজোরে [illegible] করিয়া বলিলেন "মারের চোটে বলিতেই [illegible] বালক আঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল তখনই বলিল মারিলে বড় লাগে সেই জন্য [illegible] করিলাম নচেৎ আমি ম্যাকফার্সন গোষ্ঠীর—[illegible] ঘাতকতা করিয়া বিপদাপন্ন রাজাকে [illegible] সাহায্য আমার দ্বারা কখন হইবে [illegible] কাপ্তেন বালকের সত্যপূত কথায় ও তেজস্বী[illegible] প্রীত হইলেন যে উহাকে একটী রৌপ্য[illegible] পুরস্কার দিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ [illegible] এখনও ম্যাকফার্সন গোষ্ঠীয়দিগের নিকট [illegible] এবং সযত্নে রক্ষিত আছে।

[খ] আধুনিক শিখগুরু রামসিংহ উপদেশ [illegible] যে "সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম। সত্য [illegible] সব কর্ত্তব্য পালন হইয়া যায়— মুক্তির একমাত্র উপায়।"

শাস্ত্রেও উক্ত আছে—"সত্যম্পরং ব্রহ্মঃ [illegible] পরমং তপঃ। সত্যমূলা ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যা[illegible]" সাধক ও ভক্ত তুলসীদাস বলিয়া[illegible] [illegible] বরোবর তপ নেহি ঔর ঝুট বরো[illegible] [illegible] যসকা হৃদ যে সচ হ্যায়—উসকা হৃদ[illegible] [illegible] গুরু রামসিংহ শিখাদের উপলক্ষে [illegible] বলিয়াছিলেন—"দেখ, [illegible] [illegible] পারে না। মনুষ্যকে ভীত, [illegible] প্রভৃতি কিছুই অন্যের ন্যায় [illegible] ভগবান দেন নাই। নিরস্ত্র মানব এইজন্য সহজেই ভীরু। সেই জন্যই গুরু গোবিন্দ সিংহ লৌহ বা অস্ত্র ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন। চুলের ভিতর ক্ষুদ্র লোহার চাকতি বা হাতে লোহার বালা স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিতে তাঁহার শিষ্য বা শিখদিগকে তিনি উপদেশ দিয়া যান নাই। একখানা বড় দেখে ছুরি কাছে রাখিলেই মনুষ্য আর ভীরু থাকে না, সুতরাং সত্য বলিতে সাহস পায়। আর সত্য বলিতে পারিলেই মুক্তি!"

গুরু রামসিংহের শিষ্যেরা কাছে ছুরি রাখিল এবং সত্য বলিতে আরম্ভ করিল। গুরু রামসিংহের সরল ও পরম পবিত্র সত্যপূত মনের সংস্পর্শে তাঁহার নিরক্ষর শিষ্যেরা [উহাদের সাধারণ আখ্যা কুকাপন্থী শিখ] তেজস্বী, ভক্তিমান, কষ্টসহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সত্য বলিতে অভ্যস্ত হইল। গুরু রামসিংহ যে একজন মহাপুরুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক সাধারণ লোককে "ভাল লোক" করিয়া কেলিতে ছিলেন।

এই সময়ে আম্বালায় কসাইদের সহিত হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়। কসাইয়েরা জলবলে সাজিয়া বাদ্য ভাণ্ড সহিত অনেক গোরু জবেহ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পাড়ার হিন্দুরা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ গোরু ছিনাই বার চেষ্টা করে কিন্তু ছিনাইতে পারে নাই। উহার পরেই ১০।১২ জন কসাই এক রাত্রে গলা-কাটা উহাদের আপন আপন ঘরে পাওয়া গেল। পুলিস কতকগুলি লোককে ধরিয়া সাক্ষীর জোগাড় করিয়া চালান দিল। তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। এই কথা একদিন গুরু রামসিংহের কাছে হইতেছিল। গুরু বলিলেন "এরূপে খুন করা বড়ই অসত্যাচরণ। কসাইদের উপর রাগ হইয়া থাকিলে উহাদের এক এক খানা ছুরি কেলিয়া দিয়া বলা উচিত ছিল আমার রাগ হই রাছে তোমার সহিত মারামারি করিব। তাহার পর সরল ও প্রকাশ্য ভাবে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে যাহা হয় হউক। তা নয়, মানুষ নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাইতেছে চোরের ন্যায় গিয়া গলাকাটিয়া দিয়া পলায়ন! ছি! ইহা বড়ই অসরল ও অপবিত্র ও অসত্য আচরণ। সত্য সর্ব্বদা সুপ্রকাশ ও সরল ও তেজঃ পূর্ণ। অসত্যই গুপ্ত অসরল ও হীনতা ও ভয়পূর্ণ। আমার শিষ্য কেহ এরূপে "গুপ্ত হত্যা" করিতে পারে না।" —গুরুর নিকটে একজন কুকা শিখ বসিয়াছিল। সে এই কথায় কাঁদিতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "গুরুদেব এ কি বলিতেছেন? সত্যাচরণ আবার কি? সত্য কখনই ত [illegible] জানি। যদি আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাহা হইলে কি আমার কোন খবর দিতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে?" গুরু চমকিত হইয়া বলিলেন "তুমি কি ঐ ঘৃণিত ঘটনায় লিপ্ত?" শিষ্য বলিল "হাঁ— আমি ও তিন চার জনে মিলিয়া ঐ কাজ করিয়াছিলাম, বড়ই রাগ হইয়াছিল।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে?" উত্তর—"তাহারা নির্দ্দোষী"। গুরু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এই তুমি আমার শিষ্য! এই তুমি সত্য আশ্রয় করিয়াছ! নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হইতেছে, নিজে গুপ্ত হত্যা করিয়া নিরাপদে রহিয়াছ!!!" শিষ্য কাতরভাবে বলিল "গুরুদেব! সত্যকথা বলিতেই অভ্যাস করিতে ছিলাম। গুপ্ত হত্যা যে অসত্যাচরণ এবং জিজ্ঞাসা না করিলেও যে সত্যাচরণ জন্য লোকে নিজের দোষ বলিতে বাধ্য তাহা বুঝি নাই। ক্ষমা করিয়া এখনকার কর্ত্তব্য বলিয়া দিন।" গুরু তখন নরমস্বরে বলিলেন "বৎস! কাজ অতিশয় মন্দ করিয়াছ। তাহার আর উপায় নাই। এখন দৃঢ় মনে সেই সত্যস্বরূপকে অন্তরে কাতরভাবে ডাক এবং সত্যের ভজনা কর। স্বেচ্ছায় গিয়া দোষ স্বীকার কর। নির্দ্দোষীদের রক্ষা কর। নিজে সত্যাচরণের জন্য পাপক্ষালনের জন্য— অবহিতচিত্তে ও অকম্পিতভাবে ফাঁসী যাও! ইহাই এখন তোমার মঙ্গলের এক মাত্র উপায়।"

শিষ্য বলিল "সঙ্গীদের নাম বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহারাও কি আমার শিষ্য? তাহা যদি হয় ত উহাদের নাম 'আমাকে' বল আমিই তাহাদের পারলৌকিক হিতার্থে সত্য বলিবা প্রায়শ্চিত্ত করিতে পাঠাইয়া দিব।" শিষ্য বলিল "না, তাহারা সাধারণ হিন্দু।" গুরু বলিলেন পুলিসকে বলিও যে নাম জানি কিন্তু বলিব না। জানি না কি অন্যে ছিল, না এরূপ মিথ্যা বলিও না। সঙ্গীর নাম বলায় বিশ্বাসঘাতকতা হয়। উহাও অসত্যাচরণ। কিন্তু উহারা যদি আমার শিষ্য হইত তাহা হইলে রাজদণ্ড লইয়া কৃত পাপের ক্ষালন জন্য আমিই তাহাদের স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারে উৎসাহিত করিতাম।"

ইহার পর শিষ্য রাজপুরুষদিগের নিকট গিয়া অপরাধ স্বীকার করিল—কোন যন্ত্রণাতেই অপরের নাম বলিল না, শেষে তাহার ফাঁসি হইল।

শিশু-কেশপাশ গেজেট

২৫শে আষাঢ় [illegible] ইং [illegible] জুলাই ১৩৩৬ সাল

জ্যৈষ্ঠের পুরস্কারের ফল।—

১ম প্রশ্ন

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীঅতুলচন্দ্র দে ঘোরপুর মধ্য ইংরাজী স্কুল হাউর পোঃ জেলা মেদিনীপুর।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ—

মোহম্মদ এসমাইল সিদ্দিকী রাজখামার বাঁকুড়া।

শ্রীবিমলাকুমার দাস গ্রাম জয়কৃষ্ণপুর।
দিবাকর পাল গ্রাম খামারবেড়া।

২য় প্রশ্ন। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান পোঃ আঃ

৩য় প্রশ্ন। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ হেড মাষ্টার পোঃ বাসুলিয়া যশোহর।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ—শ্রী প্রমথনাথ দুবে পাকুড়।
শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

প্রশ্নানুসারে—

প্রথম খণ্ডটির ওজন যদি ৮ আউন্স হয় তবে তাহাতে ৭ আউন্স স্বর্ণ ও ১ আউন্স রৌপ্য আছে। এবং ২য় খণ্ডটির ওজন যদি ৮ আউন্স হয় তবে তাহাতে ২ আঃ স্বর্ণ এবং ৬ আঃ রৌপ্য আছে।

তাহা হইলে প্রশ্নানুসারে প্রথমোক্ত মিশ্রিত ৮ আউন্স ওজনের ধাতুখণ্ডের যে মূল্য দ্বিতীয়োক্ত মিশ্রিত ২৪ আউন্স ওজনের ধাতুখণ্ডের সেই মূল্য।

অর্থাৎ ৭ আউন্স স্বর্ণ ও ১ আউন্স রৌপ্যের মূল্য = ৬ আঃ স্বর্ণ ও ১৮ আঃ রৌপ্যের মূল্য।

অর্থাৎ ১ আউন্স স্বর্ণের মূল্য = ১৭ আউন্স রৌপ্যের মূল্য।

প্রশ্নানুসারে, ১ আউন্স স্বর্ণের মূল্য ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১১ পেন্স।

সুতরাং ১৭ আউন্স রৌপ্যের মূল্য ও = ৩ পা ১৭ শিলিং ১১ পেন্স।

সুতরাং ১ আউন্স রৌপ্যের মূল্য = ৩ পা ১৭ শি ১১পে ÷ ১৭ = ৪ শি ৭ পে

তাহা হইলে প্রথমোক্ত মিশ্রিত ধাতুখণ্ডের

১ আউন্সের মূল্য = { ৭ × ৩ পা ১৭ শি ১১ পে + ৪ শি ৭ পে } ÷ ৮ = ৮২৫ পেন্স

এবং দ্বিতীয়োক্ত মিশ্রিত ধাতু খণ্ডটির ১ আউন্সের মূল্য

= { ৩ পা ১৭ শি ১১ পে + ৩ × ৪ শি ৭ পে } ÷ ৪ = ২৭৫ পেন্স

এখন দেখিতে হইবে ৮২৫ পেন্স ১ আউন্সের মূল্য এরূপ কি পরিমাণ মিশ্রিত ধাতুখণ্ডের সহিত, ২৭৫ পেন্স ১ আউন্সের মূল্য এরূপ কি পরিমাণ মিশ্রিত ধাতু খণ্ড মিশাইলে ২ পা ১০ শি = ৬০০ পেন্স ১ আউন্সের মূল্য এরূপ মিশ্রিত ধাতুখণ্ড উৎপন্ন হইবে।

এখন বুঝা যাইতেছে যে এই তিন মিশ্রিত ধাতুখণ্ডের মূল্যের অনুপাত

৮২৫ : ২৭৫ : ৬০০

অর্থাৎ ৩৩ : ১১ : ২৪

মনে কর, প্রথমোক্ত ধাতুখণ্ড ও দ্বিতীয়োক্ত ধাতুখণ্ড ক : খ এইরূপ অনুপাতে মিশান হইল

তাহা হইলে ৩৩ ক + ১১ খ = ২৪ (ক + খ)

$$\therefore ৩৩\frac{\text{ক}}{\text{খ}} + ১১ = ২৪\frac{\text{ক}}{\text{খ}} + ২৪$$

$$৯\frac{\text{ক}}{\text{খ}} = ১৩$$

$$\frac{\text{ক}}{\text{খ}} = \frac{১৩}{৯}$$

অর্থাৎ প্রথমোক্ত মিশ্রিত ধাতুখণ্ডের ১৩ আউন্সের সহিত দ্বিতীয়োক্ত মিশ্রিত ধাতুখণ্ডের ৯ আউন্স এই অনুপাতে মিশাইলে যে ধাতুখণ্ড উৎপন্ন হইবে তাহার ১ আউন্সের মূল্য হইবে ২ পা ১০ শি।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

ইউরোপের ইতিহাসে দুইবার মাত্র এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যখন সমাজের মধ্যে পবিত্রতাবের উদ্রেকন হেতু রাজদণ্ড অপরাধে এবং সমাজদণ্ড পাপাচারে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। একবার রোমীয়দিগের অভ্যুদয়ের এবং অতি প্রাবল্যের সময়ে, তাহাদিগের সেন্সর নামক কর্ম্মচারীরা প্রজাবৃন্দ আপনাপন গৃহে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করে তাহারও সংবাদ লইতেন এবং পাপাচারীর দণ্ড করিতেন। ঐ সময়ে রোমীয়েরা যেমন সতেজ হইয়াছিল তেমন আর কখনও হয় নাই। ইংলণ্ড ও যখন প্রথমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যখন ইংরাজ যোদ্ধৃগণের সাহস, বীর্য্যবত্তা এবং ধর্ম্মশীলতা ইউরোপীয় অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ক্রমওয়েলের অধিকারকালে পাপাচরণে এবং অপরাধে বড় ইতর বিশেষ করা হইত না। তখন যেমন অপরাধের তেমনি পাপাচারেরও বিচার এবং দণ্ড হইত। তখন ইংরাজের বাহ্য এবং গার্হ্য বা প্রকাশ্য ও অপকাশ্য এইরূপ দুইটী জীবন ধারণ করিতেন না অর্থাৎ এখন যেমন কথা উঠিয়াছে আমি সরকারী কাজকর্ম্ম কিরূপ নির্ব্বাহ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়া কি করি না করি অন্যের তাহা দেখিবার কোন অধিকার নাই—তখন সেরূপ কথা উঠে নাই। ইংরাজ তখন তেজোবীর্য্যে জাজ্বল্যমান হইয়াছিলেন।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

১। সাদা ঘো ৩৬—২১। কা রা ৬—৫
২। সাদা দাবা ৫২—৪ কিঃ। কা গ ১২—৪
৩। সা নৌ ৬২—৬ কিঃ। কা নৌ ৭—৬
৪। সাদা ঘো ২১—১৫ কিস্তি মাৎ

রাজভক্তি।

প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত "রাজভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—

"স্বহস্তঘটিত মূর্ত্তির প্রতি দেববুদ্ধি হইতে পারে। আমরা যাহাকে আপনাদের মনঃকল্পিত গুণ এবং শক্তি সমূহের আধার বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, আমরা সর্ব্বকালেই আদৌ নিজ মানস সম্ভূত গুণাবলী দ্বারা পদার্থ বিশেষকে বিভূষিত করিয়া লইয়া এবং তদনন্তর সেই অলঙ্কৃত [illegible] র্থের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি আবির্ভাব করতঃ তাহার মধ্যে একান্ত নিমগ্ন থাকি।

রাজভক্তি এইরূপ ভাব। "সকলেই জানি য... অন্যান্য সামান্য ব্যক্তির ন্যায় রোগ শোকাদির ... ভূত তিনি স্বর্গলোকাদিকে অতিক্রম ... তিনি প্রজাবৃন্দের প্রভু বই আর কিছু ... এ সমস্ত জানিয়াও আমরা রাজাকে স... এবং গৌরবের আধার জ্ঞান করি। ... মনুষ্যের মধ্যে দেবতা—তিনি পুণ্য নিষ্পাপ, তাঁহার দর্শনে পুণ্য, তাঁহার ... ক্ষয় হয়। "সর্ব্বেষাং লোকপালানাং ... নৃপঃ" রাজশরীরে ইন্দ্র যম বরুণ, কু... তীয় লোকপাল সমস্ত বিদ্যমান—তি... রূপে পিতৃতর্পণের অংশাধিকারী।" ... ২য় ভাগ ১৩৪ পৃঃ

রাজাকে সকল গুণের আধারস্বরূপ রাখিয়া প্রজার মনে যে সুখ হয় সে সুখ যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য রাজার কর্ত্ত... হিত মাত্র স্মরণে রাখিয়া স্বীয় রাজ্য ... চালনা করিবেন।

সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে রাজার প্র... ও প্রীতিসম্পন্ন থাকা ভাবের পরিবর্ত্তন কাল বৈদেশিক শিক্ষা প্রভাবে এবং বৈদে... অনুকরণে যেন দেখা যাইতেছে। ইহা আ... পক্ষে কল্যাণ জনক নহে। মহাত্মা ভূদেব ... পাধ্যায় মহাশয়ই তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে ... স্থানে লিখিয়াছেন, "ইংরাজি শিক্ষার ... দেশীয়দিগের রাজভক্তির এইরূপ ভাব প... তাঁহাদের মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল ... এই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ভোট ... প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রভৃতির হাঙ্গামা তেম... কারী বলিয়া বোধ হয় না। এদেশে রাজা ... প্রণোদিত হইয়া ধার্ম্মিক মন্ত্রীদিগের সহ... যাহা যাহা করেন, তাহা তখনই হউক, দুই দিন পরেই হউক সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে এবং প্রজাহিতকারীরূপে প্রতীয়মান ... ইংরাজী শিক্ষিত প্রজার মধ্যেও রাজার ... একটা দেবত্ব ও ভক্তি জন্মিবার কথা। ... কি বুদ্ধি—এত দূরদর্শন—এত সহানুভূতি কি সম্ভবে?" এদেশীয় প্রজার মনে রাজার ... এইরূপ ভাবের উদ্রেকই প্রার্থনীয়। নচেৎ ... ধর্ম্মহানি হয়। ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও ... ত এদেশজাত বটেন, সুতরাং রাজাকে সকল ... মনে করিতে অন্তঃকরণের অন্তস্তলে তাঁহা... অপ্রবৃত্তি নাই। এদেশীয় সাধারণ প্রজা ... অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে, এবং নিজের ... চিরকাল তাহা থাকিবে।" (বিবিধ প্রবন্ধ ... ১৩৭ পৃঃ)

রাজার স্তুতি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ... বলিয়া এ স্থলে কোচবিহারের একটী গল্প ব... একদিন কোচবিহারের কোন ভূতপূর্ব্ব মহা... মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। পরিশ্রান্ত ... অরণ্যের সীমাস্থিত কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে উ...

হন। ব্রাহ্মণ রাজাকে পরমযত্নে মহা সমাদর করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাসাধ্য অর্চনা করেন। বিদায়ের সময় কাংস্য পাত্র সমস্তই তাঁহার অগ্র বাহির করিয়া দেন। মহারাজ নিজের জাতি সম্বন্ধে (কোচেরা জল আচরণীয় নয়) সঙ্কুচিত হইলে ব্রাহ্মণ তাহা হইতে নিষেধ করেন।

কিছুকাল পরে রাজভ্রাতাকেও ঐ স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ, অতিথি হিসাবে আদর করেন, কিন্তু পিত্তলের পাত্র ও কম্বলাসন দিয়াছিলেন। রাজভ্রাতা যাইবার সময় বলিয়া ছিলেন "শুনিয়া ছিলাম আপনি মহারাজকে কাংস্যপাত্র দিয়াছিলেন।" ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আপনি ও বিষয়ে লক্ষ্য করিবেন ইহা বুঝিতে পারি নাই। আতিথ্যের ত্রুটি হইল। কাংস্য পাত্র দিয়াই তাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। তবে খাস রাজায় ও রাজগোষ্ঠীতে খুবই পার্থক্য আছে। রাজারই শরীরে দিক্‌পাল, তাঁহারই জাতি বিচার করিতে হয় না।"

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড এখন আমাদের রাজা। ভারতবাসী প্রজাগণ তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি সম্পন্ন, তিনিও ভারতবাসী প্রজার রাজভক্তি উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। পার্লিয়ামেন্টের উদ্বোধনদিনে বক্তৃতা পাঠ কালে ভারতের প্রসঙ্গে কথা বলিতে তিনি যে "আমার ভারতবাসী প্রজা" বলিয়া উল্লেখ করেন, সে কথা ভারতবাসীর যে কতই মধুর বলিয়া বোধ হয় তাহা বর্ণনাতীত। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ হউক। তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক। তাঁহার জীবন সুখময় হউক।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] লালা লাজপত রায় "ইংলিশম্যান" পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নামে ৫০ হাজার টাকার খেসারতের দাবীতে কলিকাতা হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। একথা ইতিপূর্ব্বে জানান হইয়াছে। মাননীয় বিচারপতি [illegible]রের নিকট মোকদ্দমার বিচার হয়। ১৫ হাজার টাকার ডিক্রী হইয়াছে। এবং [illegible] অনুসারে বাদী প্রতিবাদীর নিকট হইতে মোকদ্দমার খরচ পাইবেন। রায় প্রকাশকালে অন্যান্য কথা-সহ বিচারপতি বলিয়াছেন, ইংলিশম্যান সরল বিশ্বাসে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া যে কথা জবাবে বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ঘটনার মূলে সত্য আছে ইহা প্রমাণিত করিতে না পারিলে সেই ঘটনার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশকে সরল বিশ্বাসে মন্তব্য প্রকাশ বলা যাইতে পারে না।

[সাধারণ] বিলাতের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে ভারত সচিবের রাজনৈতিক এডিকং কর্ণেল স্যর উইলিয়ম কর্জন ওয়াইলীকে জনৈক বিলাত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। স্যর উইলিয়ম উক্ত ইনষ্টিটিউটের জেহাঙ্গীর হলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটি সম্মিলনীতে গমন করিয়াছিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিবার সময় উক্ত ছাত্র তাঁহাকে গুলি করিয়া মারে। পার্শী ডাক্তার লালকাকা ঐ সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার গায়েও গুলি লাগে। হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শুনা যায় সে গুলি দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। চেষ্টা বিফল হইয়াছে। "ডেলি ক্রনিকেল" পত্রিকায় হত্যাকারীর কোন পরিচিত লিখিয়াছেন যে, এব্যক্তি অমৃতসহরে জনৈক ডাক্তারের পুত্র। ইহার এক ভাই পঞ্জাবে ব্যারিষ্টারী করেন। এই ব্যাপারে বিলাতে খুবই আন্দোলন হইতেছে। বিলাতপ্রবাসী ছাত্রগণ মধ্যে এবং ভারতে নানাস্থানে সভা হইয়া এই গর্হিত কার্য্যের নিন্দাবাদ এবং হত ব্যক্তিদের শোচনীয় মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশ হইতেছে। "ডেলি ক্রনিকেল" পত্রিকায় প্রকাশ, গত শুক্রবার হইতে তিনজন বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রকে তাহাদের বাসায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। একজন ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর সাক্ষ্য স্থলে বলিয়াছেন যে, হত্যাকারীর সহিত এই হত্যাব্যাপারে আর কাহারও সংস্রব ছিলনা। গত শনিবার শনিট রিফরম ক্লবে বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় জনগণের একটি সভা হয়। শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সকল ভারতবাসীই এই ব্যাপারে দুঃখিত এবং কার্য্যটি যে, অতীব গর্হিত হইয়াছে একথা সকলেই বলিতেছেন। মিঃ এসকুইথ বলিয়াছেন যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছে এই ব্যাপারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। মিঃ ব্যানার্জ্জি উক্ত সভায় সে কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল ঐ সভায় বলিয়াছেন, নরমদলই কি আর গরমদলই কি যে কোন সম্প্রদায়ের লোক সকল সমূহেই রাজনৈতিক হত্যাব্যাপারে দুঃখিত, উহা কাহারও অনুমোদিত নহে।" মিঃ ব্যানার্জ্জি সকলকে আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—সাহাবাদের প্রতিনিধি ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ২৪ পরগণার ৩য় আডিশনাল সেঃ জজ হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু অমৃতশেখর মুখো মুরসিদাবাদের সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ জে টি [illegible] কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হইলেন।

বিচার—কলোরগঞ্জের মুঃ মিঃ খোয়াজা টাকী জান ৩০ দিনের [illegible] মুঃ বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এবং মুঙ্গেরের মুঃ মিঃ সৈয়দ হাসান ৬ সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা—পাটনা কলেজের লেকচারার বাবু হরিলাল চৌধুরী প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের প্রোটেম ৮ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার ফল।

বর্ণমালানুসারে

[প্রথমে ছাত্র পরে অধ্যাপকের নাম এবং শেষে অধ্যয়ন স্থান, এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত।]

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন, মজফরপুর

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্ট সুরেন্দ্র গোপীকৃষ্ণ চতুর্বেদী মজফরপুর

দ্বিবেদী নরব্রত রঘুনন্দন ত্রিপাঠী মতিহারী

২য় বিভাগ

ত্রিবেদী মহেশ্বর গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজফরপুর

„ সত্য [illegible] রঘুনন্দন ত্রিপাঠী মতিহারী

ঝা জনার্দ্দন গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজফরপুর

[illegible] ঐ ঐ

মিশ্র [illegible] বাগীশরী দত্ত পাণ্ডে কেশরীগড়

„ সিদ্ধেশ্বর গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজফরপুর

„ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রমণি মিশ্র সিহারোয়া

„ শিবকুমার গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজফরপুর

পাণ্ডে পরমানন্দ রঘুনন্দন ত্রিপাঠী মতিহারী

„ রামচরণ ঐ ঐ

পাঠক রামলোচন [illegible] ঝা বাথি

„ সূর্য্য রঘুনন্দন ত্রিপাঠী মতিহারী

ত্রিবেদী চাণক্য গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজঃফরপুর

কাব্য—২য় বিভাগ

বাজপেয়ী গেনাপ্রসাদ বাসুদেব ঠাকুর পীতাম্বর

দ্বিবেদী হরেশ্বর দত্ত গোপীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী মজকরপুর
অবাধেশর দত্ত ঐ ঐ
মিশ্র ভাগবত দত্ত ঐ ঐ
নারায়ণ বাসুদেব রামকৃষ্ণ দ্বিবেদী ঐ

সাংখ্য—২য় বিভাগ

দ্বিবেদী রামদেব শশিনাথ ঝা মজফরপুর
ঝা মনোমোহন ঐ ঐ

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

দ্বিবেদী কাশীনাথ শিবশরণ মিশ্র মতিহারী
„ রাধাকৃষ্ণ ঐ ঐ
ঝা জটাধর নেওয়ালাল ঠাকুর আগুয়ার
„ রামনারায়ণ ঐ ঐ
ঠাকুর তেলু ত্রিভুবন ঝা বাঁধজয়রাজ
উপাধ্যায়বলদেব শিবশরণ মিশ্র মতিহারী
নড়াইল

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

সেনগুপ্ত প্রমথভূষণ সতীরঞ্জন মিশ্র মাগুরা

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য বিশেশ্বর লোহারাম স্মৃতিতীর্থ মল্লিকপুর
„ হেমন্তকুমার যোগেন্দ্র তর্কবত্ন দীঘলবান
„ কিরণচন্দ্র ঐ ঐ
„ রামগোপাল শ্রীপতি স্মৃতিতীর্থ বিষ্ণুপুর
„ সুরেন্দ্রনাথ ঐ ঐ
„ যোগেন্দ্র বিজয়নাথ শিরোমণি বাত্রথালি
বিশ্বাস উপেন্দ্র লোহারাম স্মৃতিতীর্থ মল্লিকপুর
মজুমদার ভোলানাথ জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ লোহাগড়

কাব্য—২য় বিভাগ

মুখো মুকুন্দলাল যতীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ কুকুরা

সাংখ্য—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য তারাপ্রসন্ন প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ বারুই
দৌলৎপুর

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অতুলকৃষ্ণ শশধর স্মৃতিতীর্থ পিলজঙ্গ
মজুমদার ব্রজেন্দ্র ঐ ঐ

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বিনোদ দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
„ ধীরেন্দ্র শীতলচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বারুলি
„ কালিদাস শশধর স্মৃতিতীর্থ পিলজঙ্গ
„ রামচরণ দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
„ শিবনাথ ঐ ঐ
„ মুরারিমোহন মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কারাপাড়া
বন্দ্যো বিনোদ দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ কারাপাড়া
চক্রবর্ত্তী জগবন্ধু অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার দৌলৎপুর
„ শুকলাল ভারতচন্দ্র কাব্যতীর্থ বাগেরহাট

চট্টোপাধ্যায় অমরেন্দ্র সুরেন্দ্র কাব্যতীর্থ অভয়নগর
„ ভূধর উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য খেসড়া
„ সতীশচন্দ্র ঐ ঐ
„ বাগেন্দ্রচন্দ্র শশধর স্মৃতিতীর্থ পিলজঙ্গ
গুপ্ত চরণচন্দ্র দাস মধুসূদন কাব্যরত্ন গোপালপুর
„ রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খেসড়া
হালদার ভূপতিকুমার রসিকলাল ভট্টাচার্য্য শ্রীরামপুর
মল্লিক বসন্তকুমার মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কারাপাড়া
মজুমদার ধীরেন্দ্র উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খেসড়া
মুখোপাধ্যায় জিতেন্দ্র আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ খুলনা
„ কামকুমার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খেসড়া
„ প্রমথনাথ আশুতোষ স্মৃতিরত্ন পিলজঙ্গ
সমদ্দার উপেন্দ্রনাথ দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎ
সরকার মণীন্দ্রনাথ শীতলচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বারুলী

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সতীশ মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কারাপাড়া
চট্টোপাধ্যায় উপেন্দ্র শশধর স্মৃতিতীর্থ পিলজঙ্গ
মুখোপাধ্যায় নগেন্দ্র দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
„ নিশাভূষণ মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কারাপাড়া

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য শিতিকণ্ঠ আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সাংদিয়া
„ সুরেন্দ্রনাথ উমানাথ স্মৃতিশিরোমণি ব্রাহ্মণ
রাংদিয়া

ন্যায়—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য তারাপ্রসন্ন গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ ইতিনা
ধর্ম্মসভা ময়মনসিংহ

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

অধিকারী শ্যামাপ্রসন্ন জগদীশ কাব্যতীর্থ শিমলা
ভট্টাচার্য বিপিন দেবেন্দ্র বিদ্যাভূষণ যশোদল
„ বিরাজ গুরুদাস স্মৃতিকণ্ঠ কানিহারী
„ দেবেন্দ্র শশিকুমার বিদ্যাভূষণ শেরি
„ দীনেশচন্দ্র আনন্দ কিশোর ন্যায়ালঙ্কার কাটী
„ গঙ্গাদাস কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাঁচড়া
„ হরেন্দ্র সুরেশচন্দ্র বিদ্যানিধি যশোদল
„ হেমচন্দ্র শিবচন্দ্র কাব্যতীর্থ ময়মনসিংহ
„ হরেন্দ্র কালীচরণ ন্যায়ালঙ্কার ও গোলকনাথ
তর্কসিদ্ধান্ত উত্তি
„ হেমচন্দ্র দেবেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ যশোদল
„ হেমেন্দ্র শশিভূষণ বিদ্যানিধি আমোদপুর
„ যতীন্দ্র গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন কাটীহালি
„ পূর্ণচন্দ্র দেবেন্দ্র নারায়ণ বিদ্যাভূষণ যশোদল
„ প্রফুল্ল উমেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সুবর্ণতলি
„ শচীন্দ্র কিশোর গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন কাটীহালি
„ শশিকুমার কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাঁচড়া

„ শ্রীশচন্দ্র প্রসন্নকুমার স্মৃতিরত্ন গোলাবাড়ী
„ সতীশ তারিণীচরণ স্মৃতিতীর্থ মসুয়া
„ সতীশ সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুখারি
„ সুরেশ কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাঁচড়া
„ উপেন্দ্র অবনীনাথ বিদ্যারঞ্জন ইসলামপুর
„ যতীন্দ্র গঙ্গাচরণ বিদ্যানিধি ময়মনসিংহ
„ যোগেশ গুরুদাস স্মৃতিকণ্ঠ কানিহারী
„ যোগেশ আনন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার কাটীহালি
বৃশান গিরীন্দ্র গঙ্গাচরণ বিদ্যানিধি ময়মনসিংহ
চক্রবর্ত্তী বিজেন্দ্র গিরীশচন্দ্র স্মৃতিভূষণ ভাওয়াখোলা
„ কাশীনাথ হরকুমার কাব্যতীর্থ নেত্রকোণা
„ মহেন্দ্র মুকুন্দ কিশোর স্মৃতিভূষণ উত্তি
„ সুশীল উপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ এলোঙ্গা
„ সুরেন্দ্র গিরীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব মসুয়া
গোস্বামী দেবেন্দ্র তারিণীচরণ স্মৃতিতীর্থ মসুয়া
„ রোহিণী সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুখারি
„ যোগেশ গিরীশচন্দ্র স্মৃতিভূষণ ভাওয়াখোলা
লাহিড়ী রোহিণী কুমার মুকুন্দ কিশোর স্মৃতিভূষণ
উত্তি
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র প্রসন্নকুমার স্মৃতিরত্ন গোলাবাড়ী
সান্যাল নীরদ হরকুমার কাব্যতীর্থ নেত্রকোণা
সেন বীরেন্দ্র গঙ্গাচরণ বিদ্যানিধি ময়মনসিংহ
তালুকদার যামিনীকান্ত রেবতী রমণ বিদ্যারত্ন
সুখাহর

কাব্য—২য় বিভাগ

আচার্য্য মধুসূদন জনার্দ্দন স্মৃতিরত্ন কায়াখোলা
চক্রবর্ত্তী হেম তারকচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মুক্তাগাছা

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সতীশ তারিণীচরণ স্মৃতিতীর্থ মসুয়া
চক্রবর্ত্তী সতীশ কেশবনাথ স্মৃতিরত্ন ধুনাইল
কাব্যতীর্থ হৃষীকেশ উমেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সুবর্ণ
তলি

বেদান্ত—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী জ্যোতিশ্চন্দ্র শশিকুমার বিদ্যাভূষণ সিরাজ

উপনিষদ—২য় বিভাগ

গোস্বামী হেমচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ ময়মন
সিংহ

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য নগেন্দ্র উমেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সুবর্ণতলি
গোস্বামী মধুসূদন সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুখাহর
ব্যাকরণতীর্থ কুমুদ আনন্দ কিশোর ন্যায়ালঙ্কার
কাটীহালি

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দুর্গাসুন্দর সুরেশচন্দ্র বিদ্যানিধি যশোদল
চক্রবর্ত্তী দুর্গাপ্রসন্ন বিপিনচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ চাপুরিয়া

ভাটপাড়া পরীক্ষা সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য কাশীনাথ গণেশচন্দ্র কবিরাজ কবিভূষণ মুরাডি

পঞ্চানন ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ চুবলহাটী

দাশগুপ্ত বিনোদচন্দ্র ঐ ঐ

অমূল্য গোপীনাথ স্মৃতিরত্ন হাড়মাসড়া

গৌরাঙ্গ কেশবচন্দ্র শিরোমণি ঐ

পার্ব্বতী গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ ঐ

সুরেন্দ্র কেশবচন্দ্র শিরোমণি ঐ

বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারীলাল গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ ঐ

" হরিধন যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্নগর

সরকার জগদীশ রজনীকান্ত স্মৃতিকণ্ঠ তিলুড়ী

" দুর্গাকান্ত গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী মানভূম

মজুমদার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা

দ্বিতীয় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বর কালীপ্রসাদ বেদান্তরত্ন লক্ষ্মীপুর

" নৃসিংহপ্রসাদ যতীন্দ্রমোহন কাব্যরত্ন পুরাবাজার

ভট্টাচার্য্য গিরীন্দ্রনাথ রমেশ বিদ্যারত্ন ভাস্তাড়া

" জগচ্চন্দ্র গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া

মন্মথ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা

" রমেশ জগদীশ স্মৃতিকণ্ঠ কাশীপুর

" সন্তোষ কুমার প্রাইভেট

" উপেন্দ্র ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা

চৌধুরী অতুল তারাপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ তিলুড়ী

চট্টোপাধ্যায় সুরেশ ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ চুবলহাটী

চক্রবর্ত্তী আশুতোষ সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী

" চন্দ্রমোহন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা।

" যামিনীকান্ত ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ চুবলহাটী

" মাণিকলাল সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া

মতিলাল কালীপ্রসাদ বেদান্তরত্ন লক্ষ্মীপুর

সনাতন ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ চুবলহাটী

গঙ্গোপাধ্যায় আশুতোষ রমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভাস্তাড়া

শর্ম্মা শশিভূষণ বাণেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ তিলুড়ী

পাঠক গদাধর ঐ

" গৌরী সরকার ঐ

পুণ্ডরীকাক্ষ রামনাথ রায় লক্ষ্মীপুর।

কাব্য

ভট্টাচার্য্য আশুতোষ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা

মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া

রায় সীতানাথ তারাপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ তিলুড়ী

তিনকড়ি ঐ ঐ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য হরবিলাস সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া

প্রভাত চন্দ্র বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

" ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ঐ

চক্রবর্ত্তী ক্ষুদিরাম গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া

নন্দ হট্টেশ্বর অমরনাথ স্মৃতিভূষণ ভাটপাড়া

বেদান্ত—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী মাধবচন্দ্র সীতানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী চুঁচুড়া

উপনিষদ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দীনবন্ধু যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন হুগলী

সাংখ্য

ভট্টাচার্য্য যোগেন্দ্র যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্নগর

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বসন্তকুমার সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অশ্বিনীকুমার বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

" বকেশ্বর গোপীনাথ স্মৃতিকণ্ঠ হাড়মাসড়া

" মন্মথনাথ বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

বৰ্দ্ধমান বিজয় কেন্দ্র।

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য শিবকালী পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর

চক্রবর্ত্তী শরচ্চন্দ্র শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বৰ্দ্ধমান

শেঠ যতীন্দ্রনাথ পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর

২য় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর

" কৃষ্ণচন্দ্র শশিভূষণ ন্যায়রত্ন অযোধ্যা

" নরেন্দ্রনাথ পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর

" শক্তিপদ রাধারমণ বেদান্ততীর্থ লাভপুর

ভট্টাচার্য্য ভোলানাথ হরিপদ স্মৃতিতীর্থ কীর্ণাহার

হরিবিলাস ঐ ঐ

" জয়কালী মাখনচন্দ্র কাব্যবিনোদ বালসী

" কৃষ্ণপদ শ্রীশচন্দ্র কবিরত্ন বৰ্দ্ধমান

" নলিনাক্ষ শরৎকুমার কাব্যরত্ন রাধাকান্তপুর

" শ্রীপতি হরিপদ স্মৃতিতীর্থ বীরভূম

চট্টোপাধ্যায় রাধারঞ্জন ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন বৰ্দ্ধমান

" রসময় নীলমাধব তর্করত্ন সোনামুখী

" সতীকিঙ্কর রামদাস কবিরত্ন কুয়ারা

চক্রবর্ত্তী বরুণানন্দ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বৰ্দ্ধমান

" রাম গোপাল কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার গয়ারা

গঙ্গোপাধ্যায় রাসবিহারী শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন বেতুড়

গোস্বামী বিপিন কৃষ্ণ রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ গোপাল দাসপুর

" গগনচন্দ্র সীতানাথ জ্যোতিভূষণ করগ্রা

" মুরলী মোহন রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ গোপালদাসপুর

" নৃসিংহাচার্য্য ত্রিভুবননাথ তর্করত্ন বেড়োমানভূম

" রামানুজাচার্য্য ঐ ঐ

" সুরেন্দ্রমোহন শ্রীগোপাল গোস্বামী মাড়

গুপ্ত শিবদাস হরিদাস গুপ্ত সেরান্দা

কণ্ঠ চিন্তামণি পুরুষোত্তম স্মৃতিরত্ন বেলুট

মুখোপাধ্যায় অতুলচন্দ্র শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন বেতুড়

" রাখহরি ঐ ঐ

" শ্রীপদ অম্বিকাচরণ স্মৃতিরত্ন ধাত্রগ্রাম

" তারাপদ ঐ ঐ

পাঠক ক্ষেত্রনাথ কেদার নাথ তর্কবাগীশ দত্তপাড়া

পাত্র অন্নদাপ্রসাদ পুরুষোত্তম স্মৃতিরত্ন বেলুট

সরকার হরিশঙ্কর রামনাথ বিদ্যাভূষণ গোপালনগর

সংপতি শ্রীপতিলাল কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার গয়ারা

সেন সদানন্দ জগদানন্দ ব্যাকরণতীর্থ বাকুলা

সেনগুপ্ত জগদীশ দক্ষিণারঞ্জন তর্কনিধি বেনারস

সেনগুপ্ত উমাচরণ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বৰ্দ্ধমান

শর্ম্মা দীক্ষতেন্দ্র শিবচরণ গুপ্ত বড়হামাচাড়িয়া

ঠাকুর গোবিন্দপ্রসাদ রামনাথ বিদ্যাভূষণ গোপালনগর

কাব্য ২য় বিভাগ

বন্দ্যো সতীকিঙ্কর ত্রৈলোক্য নাথ ন্যায়পঞ্চানন পারুলিয়া

ভট্টাচার্য্য বাসুদেব রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ গোপালদাসপুর

বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কুবিহারীলাল বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর

মুখোপাধ্যায় মহানন্দ বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ ইন্দাস

ন্যায়—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রামপদ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বৰ্দ্ধমান

২য় বিভাগ

গোস্বামী [illegible] বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বৰ্দ্ধমান

সাংখ্য—২য় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় দাশরথি বিশ্বেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর

পুরাণ—২য় বিভাগ

মুখোপাধ্যায় কৃপাময় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বৰ্দ্ধমান

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সাতকড়ি শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান বিজয় চতু:

চক্রবর্ত্তী শ্যামাচরণ ঐ ঐ

দাসগুপ্ত রামপদ ঐ ঐ

গোস্বামী মাধবচন্দ্র ঐ ঐ ঐ

বহরমপুর পণ্ডিত সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

অধিকারী পুলিন পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন জামুয়া

ভট্টাচার্য্য অহিভূষণ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর

„ দেবেন্দ্র যদুনন্দন কাব্যতীর্থ মাড়গ্রাম

„ করুণাময় যশোদানন্দন কাব্যতীর্থ ডুমকোল

„ মন্মথ মহেন্দ্র নারায়ণ কাব্যতীর্থ ছয়ঘরি

„ মৃত্যুঞ্জয় সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ গোপালপুর

„ সত্যেশ্বর দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন খাগড়া

চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র রামশরণ বিদ্যাবাগীশ ঐ

চট্টো ক্রমদেশ্বর গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পারুলিয়া

গোস্বামী করুণাময় শ্যামভূষণ স্মৃতিতীর্থ মানিকডিহি

" সতীশ নৃত্যগোপাল কাব্যতীর্থ শান্তিপুর

রায় কৃষ্ণপ্রসন্ন গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পারুলিয়া

২য় বিভাগ

আচার্য্য বামনদাস রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর

অধিকারী হরিনাথ ব্রজেন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ছয়ঘরি

বন্দ্যো সুরেশ পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন জামুয়া

ভট্টাচার্য্য পূর্ণ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর

„ শ্রীকান্ত সুরেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ গোপালপুর

„ শিবনাথ উমাপতি বিদ্যারত্ন লথারি

চট্টোপাধ্যায় শিবচন্দ্র পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন জামুয়া

" তপেশ ব্রজেন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ছয়ঘরি

চক্রবর্ত্তী শচীনন্দন ঐ ঐ

গোস্বামী হরিনাথ শ্যামভূষণ স্মৃতিতীর্থ মানিকডিহি

„ রামময় ঐ ঐ

„ সুধাময় ঐ ঐ

গুপ্ত প্রফুল্ল উপেন্দ্র নারায়ণ কবিভূষণ কান্দি

মৈত্র অনিলকুমার যশোদানন্দ কাব্যতীর্থ ডুমকোল

মিশ্র রামকুমার ত্রৈলোক্য নাথ স্মৃতিভূষণ লালগোলা

মুখো সুধাকর উপেন্দ্র নারায়ণ কবিভূষণ কান্দি

পালধি রামপতি পশুপতি তর্করত্ন পাইকর

রায় নরেন্দ্র নাথ পঞ্চানন বেদান্তশাস্ত্রী মাঝিগ্রাম

সেনগুপ্ত অবনী গৌর গোপাল বিদ্যারত্ন পারুলিয়া

„ নকুলেশ্বর ঐ ঐ

„ কবিরাজ গিরিজানাথ ঐ ঐ

ঠাকুর আদিত্য গিরিশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মালিহাটি

কাব্য—১ম বিভাগ

বন্দ্যো রাসবিহারী রামতারণ স্মৃতিতীর্থ হেতম

মণ্ডল মলিনচন্দ্র রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর

রায়ত্র্যম্বকেশ্বর গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পারুলিয়া,

বন্দ্যো কমলাক্ষ রামতারণ স্মৃতিতীর্থ হেতম

ভট্টাচার্য্য শম্ভুনাথ নলিনাক্ষ কাব্যতীর্থ বিষ্ণুপুর

চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর

গুপ্ত উপেন্দ্র ঐ ঐ

ন্যায়—১ম বিভাগ

বন্দোপাধ্যায় রামনারায়ণ চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ বহরমপুর

বেদান্ত—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী বনোয়ারীলাল রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ কান্দি

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য নারদ মোহন পঞ্চানন বেদান্তশাস্ত্রী মাঝিগ্রাম

মীমাংসা

চক্রবর্ত্তী তারকেশ্বর কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার কাঠমাপাড়া

বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টা ভবেশের মাধব তর্কসিদ্ধান্ত আগোলপাশা

চক্রবর্ত্তী গীতা আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকোটা

২য় বিভাগ

ভট্টা বিনোদ মাধব তর্কসিদ্ধান্ত আগোলপাশা

„ জাহ্নবী আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশকোটা

„ রমণীমোহন কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন দাদপুর

চক্রবর্ত্তী হেমন্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাগীশ সিদ্ধকাটী

„ চিন্তাহরণ পত্তাকীচন্দ্র কাব্যতীর্থ কোয়াড়া

„ বনমালী বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সিদ্ধকাটী

„ নকুলেশ্বর শশিভূষণ ন্যায়রত্ন সাহসপুর

দাস দীননাথ কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন দাদপুর

গুপ্ত উপেন্দ্র পত্তাকীচন্দ্র কাব্যতীর্থ কোয়াড়া

রায় অক্ষয়কুমার কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন দাদপুর

সেনগুপ্ত অশ্বিনীকুমার শশিভূষণ ন্যায়রত্ন সাহসপুর

" বিজয়ভূষণ হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বরিশাল

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টা হরিদাস আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকোটা

সেন গুপ্ত হেমেন্দ্রকুমার ঐ ঐ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী চিন্তাহরণ মুণি রাঘধন ন্যায়ালঙ্কার শিকারপুর

বেদান্ত—১ম বিভাগ

ভট্টা বীরেশ্বর তারাণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ বরিশাল

সাংখ্য—১ম বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকোটা

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য আশুতোষ ঐ কাব্যতীর্থ খলিশাকোটা

গুপ্ত শান্তিরঞ্জন বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন নারায়ণপুর

সেনগুপ্ত রাইরঞ্জন আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকোটা

বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

গ্রহাচার্য্য রমেশ বলভদ্র কাব্যতীর্থ রাজরঞ্জন

পাণ্ডে যদুনাথ আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র টোল

„ শরচ্চন্দ্র রুদ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ নাম্পু

রথ লাল মোহন আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র টোল

২য় বিভাগ

আচার্য্য রামনাথ অনিরুদ্ধ সারঙ্গী গণেশ্বরপুর

বেহারা দিবাকর বৃন্দাবন মহাপাত্র ঝিকিরা

ব্রহ্ম নবকিশোর কৃত্তিবাস ন্যায়রত্ন অমরদা টোল

বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাচরণ মহেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন দেহরদা

ভট্টাচার্য্য গণেশ রমেশচন্দ্র সংপতি ভদ্রা

দ্বিবেদী কিশোরীমোহন লোকনাথ কাব্যতীর্থ মধুসূদন চতুঃ

ঘোষাল হরিচরণ রুদ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ নাম্পু

কর দাশরথি আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র টোল

মিশ্র কৃষ্ণনাথ মহেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন দেহরদা

„ ভাগবত যজ্ঞেশ্বর মিশ্র বাসতা

„ গুরুপ্রসাদ অনিরুদ্ধ কাব্যতীর্থ গণপতি টোল

„ জগন্নাথ দৈত্যারি সারঙ্গী রাজকুমার টোল

শ্রীনাথ অনিরুদ্ধ কাব্যতীর্থ গণেশপতি টোল

„ রাধাকৃষ্ণ গদাধর তর্ক পঞ্চানন তান্ত্রী টোল

মহাপাত্র ভিকারী দৈত্যারি সারঙ্গী রাজকুমার

„ ঘনশ্যাম বৃন্দাবন মহাপাত্র ঝিকিরা

„ ত্রিবিক্রম দৈত্যারি সারঙ্গী রাজকুমার টোল

নাথু ঘনশ্যাম বলভদ্র কাব্যতীর্থ রাজনারায়ণ

পাণ্ডা কৃত্তিবাস মহেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন দেহরদা

„ গদাধর অনিরুদ্ধ সারঙ্গী গণেশ্বরপুর

„ শ্রীকণ্ঠ আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র টোল

„ ত্রিলোচন রুদ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ নাম্পু টোল

পতি কৃপাসিন্ধু বৃন্দাবন মহাপাত্র ঝিকিরা

„ মার্কণ্ড

পূর্ণচন্দ্র অনিরুদ্ধ সারঙ্গী গণেশ্বরপুর
কাশীনাথ আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র
গ্রাহী লম্বোদর ঐ ঐ
...িক বরদাপ্রসাদ প্রাইভেট
...রাজকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র টোল
...মহেশ্বর বুদ্ধিনাথ কাব্যতীর্থ ময়ূরভঞ্জ টোল
...তি বলভদ্র জগন্নাথ আচার্য্য বৈকুণ্ঠনাথ টোল
বৃন্দাবন ঐ ঐ
গঙ্গাধর আর্ত্তত্রাণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র টোল
জনার্দ্দন জগন্নাথ আচার্য্য বৈকুণ্ঠনাথ টোল
গণুচরণ রামচন্দ্র সৎপতি মদন মোহন টোল
মধুসূদন যজ্ঞেশ্বর মিশ্র রাসতা টোল
মায়াধর বাসুদেব মিশ্র দামোদর টোল
শত্রুঘ্ন জগন্নাথ আচার্য্য বৈকুণ্ঠনাথ টোল
ত্রিপাঠী গোবিন্দ বুদ্ধিনাথ কাব্যতীর্থ ময়ূরভঞ্জ
জগমোহন অনিরুদ্ধ সারঙ্গী গণেশ্বরপুর
জগন্নাথ বৈদ্যনাথ সৎপতি খাউনগর
নারায়ণ রামচরণ কাব্যতীর্থ ভগীরথ টোল
উদ্গাতা শ্রীকর অমৃত সারঙ্গী গণেশপুর
শিতিকণ্ঠ রুদ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ নাম্পু

কাব্য—১মবিভাগ

সৎপতি গোপাল কালীচরণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র

২য় বিভাগ

...গুন রামদত্ত কালীচরণ কাব্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্র
...রামনাথ ঐ ঐ
...র্ম্মা লক্ষ্মীধর ফকিরচন্দ্র বাণীভূষণ নীলগিরি

নব্যস্মৃতি—২য় বিভাগ

কর বিশ্বাধর বলভদ্র কাব্যতীর্থ রাজনারায়ণ
মিশ্র জলন্ধর বুদ্ধিনাথ কাব্যতীর্থ ময়ূরভঞ্জ
মিশ্র লোকনাথ আর্ত্তত্রাণ কবিরত্ন শ্রীরামচন্দ্র
সৎপতি বৈদ্যনাথ বুদ্ধিনাথ কাব্যতীর্থ ময়ূরভঞ্জ

মীমাংসা—১ম বিভাগ

...শ্র উপেন্দ্র বৈষ্ণবচরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ

পুরাণ—২য় বিভাগ

... ঘনশ্যাম লোকনাথ কাব্যতীর্থ মধুসূদন টোল
...ঠী উপেন্দ্র বৈষ্ণবচরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন, ভগলপুর

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

...লাল কিশোর আদিনাথ উপাধ্যায় মুঙ্গের
...তি রামকৃষ্ণ চণ্ডীচরণ কাব্যরত্ন কর্ণগড়

২য় বিভাগ

...রামস্বরূপ আচার্য্য সদাশিব ঝা মাধিপুরা
ভুবনেশ্বর প্রসাদ লক্ষ্মীকান্ত ঝা তেলডিহি
অশ্বিনী কুমার অমৃতনাথ ঠাকুর বাউনী
দেবী সুধানাথ মহেশ ঝা সুজাগঞ্জ
ঝা বাবুজি উচিত ঝা পুরণদহ
„ ধুনেশ্বর মহেশ ঝা সুজাগঞ্জ
„ দুঃখমোচন আদিনাথ উপাধ্যায় মুঙ্গের
„ গেনালাল হরিপ্রসাদ মিশ্র চাথর
„ হরি প্রসাদ মুকুন্দ পাণ্ডে কর্ণগড়
„ হরিমোহন মহেশ ঝা সুজাগঞ্জ
„ জগন্নাথ আচার্য্য সদাশিব ঝা মাধিপুরা
„ কমলাকান্ত নর্শনকুমার সিহোল
„ উমানাথ রামধারী মিশ্র জেমাথা
মিশ্র দ্বারকাপ্রসাদ সুরত নারায়ণ মিশ্র সানাখিয়া
„ মহাদেব প্রসাদ ঐ ঐ
„ রাজেশ্বর আচার্য্য সদাশিব ঝা মাধিপুরা
„ রমণ ঐ ঐ
„ লীলানন্দ অমৃতনাথ ঠাকুর বাউনী
„ শ্যামলবিহারী পক্ষেশ্বর ঝা মুঙ্গের
„ শ্রীকৃষ্ণ নিরসন কুমার সিহোল
পাণ্ডে নাথুরাম ভগবৎ নারায়ণ ঝা লক্ষ্মীপুর
পাঠক সংসারধর মুকুন্দপাণ্ডে কর্ণগড়
রায় রাম সুন্দর গরিবন মিশ্র দার্জ্জিলিং
শর্ম্মা গোলাবচাঁদ মহেশ ঝা সুজাগঞ্জ
„ জয়নারায়ণ ঐ ঐ
ঠাকুর প্রভাকর নিরসন কুমার সিহোল
„ বিদ্যানন্দ তুরন্থলাল ঝা শেরনগর
তেওয়ারী কুলেশচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত ঝা তেলদিহা

কাব্য—১ম বিভাগ

ঝা শশিনাথ মহেশ ঝা সুজাগঞ্জ

২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী বিধুভূষণ আচার্য্য সদাশিব ঝা মাধিপুরা
ঝা পুরুষোত্তম ঐ ঐ
„ কপিলেশ্বর ঐ ঐ
শর্ম্মা দামোদর জগন্নাথ ঝি সুজাগঞ্জ

জ্যোতিষ

ঝা বাবুজি শ্রীহরি ঝা পাচগেচিয়া
„ পারিখান ঐ ঐ
„ রাধাবল্লভ ঐ বারুয়ারি
মিশ্র হরিবংশ যদুনন্দন মিশ্র রক্তপুর
সুরযদেব ঐ ঐ ঐ
পাঠক নাথু শ্রীহরি ঝা পাচগাচিয়া
ঠাকুর মুরলীধর ঐ ঐ

সাংখ্য—২য় বিভাগ

পাঠক গঙ্গাপ্রসাদ শ্রীকণ্ঠলাল পাঠক ব্রাউনি

কমিল্লা ধর্ম্মসমিতি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য নগেন্দ্র রাসমোহন স্মৃতিভূষণ আগরতলা
„ মহেন্দ্র ঐ ঐ
দাস অশ্বিনী কালীকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ চুণ্টা
দে নিবারণ উমাচরণ তর্কবাগীশ সাহাপুর
গোস্বামী সুরেন্দ্র মহেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ জয়পুর
পাল নবীন পূর্ণচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যাকুট

২য়—বিভাগ

আচার্য্য দেবেন্দ্র কালীকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ চুণ্টা
„ মহানন্দ রজনীমোহন স্মৃতিভূষণ আন্দুয়া
„ শ্যামাচরণ মহেশচন্দ্র স্মৃতিভূষণ খাসিগ্রাম
ভট্টাচার্য্য অক্ষয় দ্বারকানাথ তর্করত্ন রুদ্রাক্ষপুর
„ অক্ষয়কুমার দীনবন্ধু তর্কনিধি সাহাপুর
„ অশ্বিনী রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ জয়পুর
ভারতচন্দ্র কামিনীকুমার ন্যায়রত্ন গুণসাগর
দীনেশ শশিধর বিদ্যাভূষণ ছাটিয়াপ
হেম কামিনীকুমার ন্যায়রত্ন গুণসাগর
„ জয়কুমার দীনবন্ধু তর্কনিধি সাহাপুর
„ যোগেন্দ্র কামিনীকুমার ন্যায়রত্ন গুণসাগর
„ কৈলাস দীনবন্ধু তর্কনিধি সাহাপুর
„ নির্ম্মলচন্দ্র পরমানন্দ বিদ্যারত্ন চুণ্টা
„ রমেশচন্দ্র অখিলচন্দ্র ন্যায়রত্ন চৌবেপুর
„ যাদবচন্দ্র শশিমোহন তর্কশাস্ত্রী দেবপাড়া
„ রমেশচন্দ্র রত্নগোপাল বিদ্যাবিনোদ নয়াদিল
চৌধুরী অন্নদারঞ্জন চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ কমিল্লা
চক্রবর্ত্তী চন্দ্রোদয় গোবিন্দচন্দ্র স্মৃতিরত্ন কৈতালা
„ ঈশ্বর শশিমোহন তর্কশাস্ত্রী দেবপাড়া
„ প্রসন্নকুমার উমাচরণ তর্কবাগীশ সাহাপুর
দে হরেন্দ্রলাল চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ কমিল্লা
মহাটা দেবেন্দ্র বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ সরাইল
শর্ম্মা ভগবান চন্দ্র প্রাণশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বঙ্গলাইস
„ কালিদাস গঙ্গাচরণ কাব্যরত্ন সুলতানপুর
সেনগুপ্ত দীনেশ চন্দ্রমোহন কাব্য বিনোদ কমিল্লা
শীল ভারতচন্দ্র ঐ ঐ

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য [illegible] চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ কমিল্লা
সেনগুপ্ত [illegible] ঐ ঐ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টা[illegible] প্রকাশ রাসমোহন স্মৃতিভূষণ আগরতলা

ন্যায়—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী মোহিনীমোহন নবীনচন্দ্র তর্কতীর্থ ভালশা

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বঙ্গচন্দ্র চন্দ্র কিশোর ন্যায়রত্ন সাহাপুর

বাকলা আর্য্যসম্মিলনী সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য মনসাচরণ ললিত মোহন দাসগুপ্ত গৈলা

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অশ্বিনী নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন বড়পাইকা
,, চন্দ্রকান্ত অশ্বিনীকুমার বিদ্যারত্ন সোহানডাঙ্গা
,, হরিমোহন ঐ টলুহার
,, কৃষ্ণকান্ত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন তুখিয়া
,, মধুসূদন নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন বড়পাইকা
ভার্গমালি নরসিংহ ঐ ঐ
চন্দ্র যামিনীকুমার হরকুমার সেনগুপ্ত কালুপাড়া
চক্রবর্ত্তী অশ্বিনী ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা
দাস ক্ষীরোদ ঐ ঐ
দাসগুপ্ত অশ্বিনীকুমার ঐ ঐ
,, বিলাস চন্দ্র ঐ ঐ
,, নিশিকান্ত ঐ ঐ
গুপ্ত চিন্তাহরণ উমাচরণ স্মৃতিরত্ন ঘুটিয়া
,, উপেন্দ্র বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন নারায়ণপুর
সেনগুপ্ত বনমালী ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ উমাচরণ স্মৃতিতীর্থ ঘুটিয়া
,, নিশিকান্ত ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা
,, সুরেশচন্দ্র সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মাদারিপুর

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য গোপাল ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা
কর্ম্মকার অশ্বিনীকুমার ঐ ঐ

সামবেদ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সতীশ ললিতমোহন দাস কবিরাজ গৈলা

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রামচরণ বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন নারায়ণপুর
চক্রবর্ত্তী অক্ষয়কুমার শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান
,, শশিকুমার ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য জগবন্ধু মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বেজারপাড়
চক্রবর্ত্তী কালীকুমার পূর্ণচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ হুয়াইর

উড়িষ্যা সংস্কৃত সমিতি, কটক

ব্যাকরণ—প্রথম বিভাগ

মিশ্র অচ্যুতানন্দ নারায়ণ দাস নারায়ণ
নন্দ নারায়ণ ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ধেনকানাল
পতি রত্নাকর নারায়ণ দাস নারায়ণ
রায় শ্রীপতিনাথ ঐ ঐ

২য় বিভাগ

আচার্য্য বৈকুণ্ঠ ভোলানাথ আচার্য্য মদনমোহন
" বাউরী বন্ধু রামচন্দ্র মহাপাত্র রাধাকান্ত
" ধর্ম্মানন্দ নারায়ণ দাস নারায়ণ
" মাধব ভোলানাথ আচার্য্য মনোমোহন
বসু কৃষ্ণমোহন নারায়ণ দাস নারায়ণ
দাস বনমালী মুকুন্দ কাব্যতীর্থ পদ্মনাভ
" দিবাসিংহ দিবাকর কাব্যতীর্থ মধুসূদন
" দয়ানিধি নারায়ণ দাস নারায়ণ
" কালীচরণ কৃত্তিবাস মিশ্র আজুল
" লোকনাথ নারায়ণ দাস নারায়ণ
" মহেশ্বর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ সাধুচরণ
দত্ত শরচ্চন্দ্র নারায়ণ দাস নারায়ণ
গিরি জগন্নাথ বলরাম মহাপাত্র রঘুনাথ
মহাপাত্র অনন্ত ঐ ঐ
,, আনন্দ গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাভ
,, নরসিংহ বলরাম মহাপাত্র বাণানিধি
,, পঞ্চানন রামচন্দ্র মহাপাত্র রাধাকান্ত
মহান্তি বৃন্দাবন দীনবন্ধু কবিভূষণ জগন্নাথ বল্লভ
মিশ্র অনন্ত কৃত্তিবাস মিশ্র আজুল
" অনন্ত রামচন্দ্র মহাপাত্র রাধাকান্ত
" বলরাম গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাভ
" বিদ্যাধর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ সাধুচরণ
" শুভকৃষ্ণ বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি
" ব্রজনাথ দীনবন্ধু কবিভূষণ জগন্নাথ বল্লভ।
" চিন্তামণি ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ধেনকানাল
" দাসরথি ধরণীধর দাস মঙ্গুয়া
গণেশ্বর রামচন্দ্র পঞ্চানন বড়মা
যজ্ঞেশ্বর উমানাথ মিশ্র শ্রীধর
" হৃষীকেশ বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি
" যদুনাথ দীনবন্ধু কবিভূষণ জগন্নাথ
" কাশীনাথ গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পঞ্চানন
" পঞ্চানন রঘুনাথ দাস হরিনারায়ণ
" সর্ব্বেশ্বর বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি
সোমনাথ ঐ ঐ
,, সোমনাথ বিদ্যাধর বিদ্যালঙ্কার রাজকিশোর
" সুধাকর গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাভ
" নন্দ বিশ্বম্ভর মুকুন্দ কাব্যতীর্থ তালচর
" ভাগবত রামচন্দ্র মহাপাত্র রাধাকান্ত
" হরিহর মুকুন্দ কাব্যতীর্থ তালচর
" নরোত্তম গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাভ
মন্ত্রী কৃষ্ণকৃষ্ণ দীনবন্ধু কবিভূষণ জগন্নাথ
নায়ক কিশোরী নারায়ণ দাস নারায়ণ
" বসানন্দ বিদ্যাধর বেদান্ত বাগীশ বলদেবজি
পাণ্ডা বনমালী নারায়ণ দাস নারায়ণ
" কৃষ্ণচন্দ্র দানেশ্বর পাণ্ডা ভুবনপুর
" মেত্রানন্দ উমানাথ মিশ্র শ্রীধর
পতি ভগবান গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাথ
রথ গঙ্গাধর হেমচন্দ্র আচার্য ব্রহ্মা
" সোমনাথ ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ধেনকানাল
রায় অশোকনাথ রঘুনাথ দাস হরিনারায়ণ
সংপতি কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি
সারঙ্গী যামেশ্বর রামচন্দ্র শাস্ত্রী নিমাইশাপুর
ত্রিপাঠি কৃষ্ণ বলরাম মহাপাত্র রঘুনাথ
" শঙ্কর রঘুনাথ দাস হরিনারায়ণ
" সোমনাথ বিদ্যাধর বেদান্ত বাগীশ বলদেবজি

কাব্য—২য় বিভাগ

আচার্য অচ্যুতানন্দ রামচন্দ্র মহাপাত্র রাধাকান্ত
চৌধুরী গোপবন্ধু নারায়ণ দাস নারায়ণ
" জগন্নাথ দাস ঐ ঐ
হোতা ভগবান বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি
মিশ্র দামোদর ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ধেনকানাল
" কুমার চন্দ্র রামচন্দ্র মহাপাত্র রাধাকান্ত
" নরসিংহ বিদ্যাধর বাণীভূষণ খান্দপাড়া
" সোমনাথ দিবাকর কাব্যতীর্থ মধুসূদন
" সোমনাথ দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ সাধুচরণ
পাণ্ডা চিন্তামণি ঐ ঐ
রথ মৃত্যুঞ্জয় বালকেশ্বর তর্কালঙ্কার খালিখান
সংপতি মাগুনি রামচরণ শাস্ত্রী নিমাইশাপুর
" কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি
সারঙ্গী বলরাম ঐ ঐ
" নিশাকর রামচন্দ্র শাস্ত্রী নিমাইশাপুর
ত্রিপাঠী বালকৃষ্ণ নারায়ণ দাস নারায়ণ
" সুধাকৃষ্ণ উমানাথ মিশ্র শ্রীধর

স্মৃতি—২য় বিভাগ

আচার্য্য গোবর্দ্ধন যামেশ্বর কাব্যতীর্থ বলদেবজি
দাস উদয়নাথ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য পানং
মিশ্র বনাম্বীর ত্রিলোচন কাব্যতীর্থ ধেনকানাল
নরহরি ঐ ঐ
" সোমনাথ উমানাথ মিশ্র শ্রীধর
নন্দ বাঞ্ছানিধি যামেশ্বর কাব্যতীর্থ বলদেবজি

পুরাণ—২য় বিভাগ

মিশ্র লিঙ্গরাজ কৃপাসিন্ধু ত্রিপাঠী শ্রীধর

ঢাকা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র রামচন্দ্র স্মৃতিরত্ন নবাবগঞ্জ
চক্রবর্ত্তী যাদবচন্দ্র উপেন্দ্র নাথ সিদ্ধান্তবাগীশ পাঁচর
গুপ্ত প্রতাপচন্দ্র দুর্গেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মুড়াপাড়া
মজুমদার শিতিকণ্ঠ শশাঙ্কমোহন কাব্যতীর্থ আবদুল্লাপুর

২য় বিভাগ

আচার্য্য মহিম কালীকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদ কৃষ্ণপুর
" রাধিকা প্রসাদ দেবীচরণ তর্কভূষণ বাসাইল
ভট্টাচার্য্য অশ্বিনী মাধব চন্দ্র তর্কচূড়ামণি স্বরূপপুর
" মদন মোহন ঐ ঐ
" মন্মথনাথ উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ পাঁচর

সারদাচরণ দুর্গেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মুড়াপাড়া
চক্রবর্ত্তী অম্বিকা মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সুজাপুর
ভারত চন্দ্র ঐ ঐ
জলধর ঐ
" যতীন্দ্রনাথ বামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ বড়াইল
" কামদেব রামচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ঐ
" শশিভূষণ বামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ ঐ
" সুরেশচন্দ্র লাল মোহন ব্যাকরণ চূড়াইন
গুপ্ত রমেশচন্দ্র দাস মহেন্দ্র চন্দ্র কাব্যতীর্থ ঢাকা
গোস্বামী চিন্তাহরণ বলরাম বিদ্যারত্ন বাথিয়া
পাল ইন্দ্রমোহন কৈলাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণ আমতাল
শীল রত্নেশ্বর বলরাম বিদ্যারত্ন বাগাহি

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য যোগেশ রাসমোহন বিদ্যারত্ন ঢাকা

ন্যায়—২য় বিভাগ

সমজদার শরচ্চন্দ্র হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন বাসাইল।

উপনিষদ—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গ মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সুজাপুর

বেদান্ত—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী যশোদা রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ বৈদ্যবাজার

সাংখ্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য গণেশ রমেশচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ জনসনরোড

পুরাণ—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী হরিধন মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সুজাপুর

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন, দ্বারবঙ্গ

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

চৌধুরী বৈদ্যনাথ মুক্তিনাথ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
ঝা ওধ বিহারী সোমলাল ঝা হরিপুর
,, বদ্রী প্রয়াগদত্ত ঝা নরহন
,, বলদেব বুচানঠাকুর আলাম
,, বিকুদা হরিশঙ্কর শর্ম্মা থরহি
,, ব্রজনাথ রবিনাথ ঝা ঐ
,, ভীমদত্ত দীনবন্ধু ঝা ইসাপুর
,, মুক্তিনাথ শক্তিনাথ ঝা উজান
,, ফেকান জনার্দ্দন ঝা সরিশাব
,, শুখর সোমলাল ঝা হরিপুর
,, নগদানন্দ রঘুনন্দন মিশ্র মধুবানি
,, নাগেশ্বর দীনবন্ধু ঝা ইসাপুর
,, জয়গোবিন্দ ভগবান দত্ত ঝা বাজিতপুর
,, জীবনাথ মুক্তি নাথ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
,, লাটী সুরেশমিশ্র মধুবানী
,, নিত্যনাথ রবিনাথ ঝা দ্বারবঙ্গ
,, শত্রুপতি ঐ ঐ
,, রামানুগ্রহ রত্নেশ্বর ঝা পাহিতাল
,, শ্রীনাথ সোমলাল ঝা হরিপুর
,, শ্রীকণ্ঠ রত্নেশ্বর ঝা পাহিতাল
,, স্বরূপলাল প্রয়াগ দত্ত ঝা নরহন
মিশ্র আধানন্দ বুচানঠাকুর আলাম
,, বলদেব মুক্তিনাথ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
,, বিশ্বানন্দ ঐ ঐ
,, বৈদ্যনাথ শক্তিনাথ ঝা উজান
,, বিশ্বনাথ মুক্তিনাথ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
,, ভুবনাথ সোমলাল ঝা হরিপুর
,, চণ্ডেশ্বর মুক্তি নাথ ঝা দ্বারবঙ্গ
,, চন্দ্রধর সোমলাল ঝা হরিপুর
,, গোবিন্দ জনার্দ্দন ঝা সরিশাব
,, গোকুল প্রসাদ বাসুদেব ঝা রঘুপুর
,, যদুপতি দীনবন্ধু ঝা ইশাপুর
,, নাকচেদী জনার্দ্দন ঝা সরিশাব
,, পুলকিত হরিশঙ্কর শর্ম্মা থহি
,, রামভূষণ মনোহর ঠাকুর দ্বারবঙ্গ
,, সত্যদেব বুচান ঠাকুর আলাম
,, শ্রীকৃষ্ণ রঘুনন্দন মিশ্র মধুবাণী
,, সূর্য্যনারায়ণ রামদত্ত মিশ্র পাটনা
পাঠক ঔধনারায়ণ হরিশঙ্কর শর্ম্মা থহি
,, দ্বারকা ভগবানদত্ত ঝা বাজিতপুর
,, হরিদেব বাসুদেব শর্ম্মা সীতামারি
রায় শ্রীপতি রত্নেশ্বর পাহিতাল
শর্ম্মা কেদারনাথ বাসুদেবশর্ম্মা সীতামারি
লক্ষণ ঐ ঐ
,, সর্ব্বদয়াল সুরেশ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
সিংহ রাম নিরীক্ষ্য প্রয়াগদত্ত ঝা নরহন
,, রামনেজ ঐ ঐ
ঠাকুর বিশম্ভর সোমলাল ঝা হরিপুর
,, বিশ্বেশ্বর নিরসন মিশ্র হরিনগর
,, হলধর রঘুনন্দন মিশ্র দ্বারবঙ্গ
,, জীবনাথ দুঃখমোচন ঝা কৈলাক
,, রামেশ্বর কপিলেশ্বর ঝা দ্বারবঙ্গ
,, রাকেশ্বর জনার্দ্দন ঝা সরিশাব
,, সুরেশ ঐ ঐ
ত্রিবেদী উমাকান্ত রঘুনন্দন মিশ্র মধুবাণী

কাব্য—২য় বিভাগ

ঝা বাছা মুক্তিনাথ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
,, চতুরানন্দ কপিলেশ্বর ঝা সাবন
,, নিত্যানন্দ দুঃখ মোচন ঝা মধুবানী
চৌধুরী ধর্ম্মনারায়ণ সুরেশ মিশ্র দ্বারবঙ্গ

ন্যায়—২য় বিভাগ

ঝা সদানন্দ উমেশ চন্দ্র মিশ্র দ্বারবঙ্গ
ঠাকুর ত্রিলোক নাথ ঐ ঐ

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ঝা বলভদ্র মুকুন্দ ঝা দ্বারবঙ্গ

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

ঝা ভৈরো অনুপলাল ঝা বহ্রা
,, চতুর্ভুজ অনুপলাল ঐ
,, ধনুর্দ্ধর শ্রীনাথ দ্বারবঙ্গ
,, গণেশ ঐ ঐ
,, হাটেশ্বর যাগেশ্বর পাণ্ডারুচ
,, যাগেশ্বর গঙ্গাধর জানকী
,, জটাধর অনুপলাল বহ্রা
,, জয়গোবিন্দ যাগেশ্বর পাণ্ডারুচ
,, কান্তি শ্রীনাথ দ্বারবঙ্গ
,, মুক্তিনাথ নর্ম্মদেশ্বর সীতামারি
,, মুক্তিনাথ অনুপলাল বহ্রা
,, নাথু যাগেশ্বর পাণ্ডারুচ
,, রামখেলাওন ঐ ঐ
,, রামনন্দন নর্ম্মদেশ্বর ঝা সীতামারি
,, শ্রীধর অনুপলাল বহ্রা
,, তুরন্তলাল ঐ ঐ
,, উমাকান্ত ঐ ঐ
মিশ্র ভৈয়ান গঙ্গাধর জানকী
,, জগৎলাল অনুপলাল বহ্রা
,, জয়কান্ত ঐ ঐ
,, মহাবীর হরিকিশোর চৌধুরী পাণ্ডারুচ
,, নন্দলাল নর্ম্মদেশ্বর ঝা সীতামারি
,, রাজহংসী রাজহংসী কাহিবাবি
,, সোমলাল যাগেশ্বর পাণ্ডারুচ
পাঠক জয়কৃষ্ণ জলধর মুরাজপুর
,, লক্ষ্মীকান্ত যাগেশ্বর পাণ্ডারুচ
,, শ্রীকান্ত অনুপলাল ঐ
,, সুন্দরী যাগেশ্বর ঐ
,, সুন্দর অনুপলাল বহ্রা
,, জগদীশ রতিশর্ম্মা আরবান
,, লোকনাথ ঐ ঐ
,, মহেশ্বর ঐ ঐ
,, উমাকান্ত ঐ ঐ
ঠাকুর সূর্য্যনারায়ণ অনুপলাল ঝা বহ্রা

ঘাটাল সংস্কৃত সমিতি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপদ পার্ব্বতীচরণ বিদ্যারত্ন থাই
ভট্টাচার্য্য ঘনশ্যাম শিবপ্রসাদ সার্ব্বভৌম ছত্রকালী
,, নবকান্ত নীলকান্ত ন্যায়ভূষণ জেমুয়া
,, সতীশ অভয় চরণ তর্কতীর্থ রনাই

পঞ্চাধ্যায়ী ঈশান শ্রীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ আকনামানপুর
মুখোপাধ্যায় রামটুল সুরেন্দ্র সাংখ্যতীর্থ কোতুলপুর
২য় বিভাগ
আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সীতানাথ বিদ্যারত্ন মহান্টা
,, জলধর বিদ্যানাথ বেদান্ততীর্থ বাসুদেবপুর
,, নীলাম্বর সারদাপ্রসন্ন বিদ্যানিধি তাতিবাড়ীয়া
অধিকারী ক্ষুদিরাম বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ চাপাদালি
আত্মাশানি উদয় কেশবলাল স্মৃতিরত্ন আসনাইতলা
বন্দ্যোপাধ্যায় ভূপতি ধরণীধর কাব্যতীর্থ দেওলিয়া
ভট্টাচার্য্য আদিত্য সূর্য্য নারায়ণ তর্কভূষণ বিষ্ণুপুর
" অধর কুশধ্বজ স্মৃতিরত্ন তিলদা
" অম্বিকা সারদাচরণ ব্যাকরণতীর্থ মহান্টা
" বেণী মাধব শ্রীনিবাস সাংখ্যভূষণ কিশোরপুর
" ভূধর হেমচন্দ্র তর্কতীর্থ বাণিয়েড়া
" ভূপতি শ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন কিশোরপুর
" ঈশ্বর ভগবতী চরণ কাব্য ভূষণ বান্দা
" ঐ জানকীনাথ তর্করত্ন করকাই
" কৃষ্ণনাথ শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার টৌটানালা
" রামগতি পার্ব্বতীচরণ বিদ্যারত্ন থাই
" সতীশ গোবিন্দ চন্দ্র ভাগবত ভূষণ তারাট
" শশিভূষণ শিবপ্রসাদ সার্ব্বভৌম ছবথালি
" সুবোধ ঐ ঐ
" সতীশ রামপদ স্মৃতিতীর্থ জাড়া
" উপেন্দ্র শিবনারায়ণ স্মৃতিরত্ন ইউপালা
চক্রবর্ত্তী ভবতারণ কালীপদ শিরোমণি চাঁদপাড়া
" ভবতোষ রঘুরাম শিরোমণি বিষ্ণুপুর
" বিভূতি আশুতোষ বিদ্যাভূষণ গদিঘাট
" দেবেন্দ্র যাদবচন্দ্র তর্করত্ন মোহনপুর
" হরকালী আশুতোষ বিদ্যাভূষণ গদিঘাট
" লক্ষণ যোগীন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন বিক্রমপুর
" মুক্তালাল সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হাওড়া
" রামপদ অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন ঘোড়দহ
" সুরেশ ঐ ঐ
" ত্রিলোচন বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন বাসুদেবপুর
" উপেন্দ্র দিবাকর বেদান্ত পঞ্চানন কাঁথি
চট্টোপাধ্যায় ধীরেন্দ্র ভুবন মোহন কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ শিরলা
" হীরালাল কেদার নাথ স্মৃতিরত্ন মঙ্গলকোট
" সারদা বামাচরণ কাব্যতীর্থ গোপালনগর
" সুরেন্দ্র সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হাওড়া
দাস ভূপতি শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার টৌটানালা
" যোগেন্দ্র জয় নারায়ণ কাব্যতীর্থ সাতকান্দা
" নরেন্দ্র সারদাপ্রসন্ন বিদ্যানিধি হাতিবেড়িয়া
" শশিভূষণ উদয় নারায়ণ দ্বিবেদী বেনাপুর
দেব বর্ম্মা হৃষীকেশ ভুবন মোহন কাব্য ব্যাকরণ

ঘোষাল রামকালী যাদবচন্দ্র তর্করত্ন মোহনপুর হুগলী
গোস্বামী ইন্দ্র উমেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কুমারকোণ
" যোগীন্দ্রচন্দ্র ভাগবতভূষণ তারাট
" ক্ষুদিরাম যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বিক্রমপুর
" [illegible] ঐ ঐ
কর কালীকুমার শ্রীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ আকনামানপুর
" সুরেন্দ্র সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হাওড়া
মিশ্র বৃন্দাবন পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি বাসুদেবপুর
" ব্রজেন্দ্র দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন বাহিরি
" হেরম্ব লম্বোদর কাব্যতীর্থ বসন্তিয়া
" মধুসূদন বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন বাসুদেবপুর
" পীতাম্বর দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন বাহিরি
" বামনাথ দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুদেব বেড়া
" শ্রীনিবাস কেশব লাল স্মৃতিরত্ন আসনাইতলা
" ত্রিলোচন হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বক্শিচক
" উপেন্দ্র অনিরুদ্ধ ভক্তিরত্ন খোয়াল
মুখো দিবাকর হেমচন্দ্র তর্কতীর্থ বানিয়াড়া
" সতীশ নিবারণ চন্দ্র কাব্যরত্ন ইড়াপালা
" হরিপদ রামপদ স্মৃতিতীর্থ জাড়া
নন্দ গোবিন্দপ্রসাদ জয়নারায়ণ কাব্যতীর্থ সাতখণ্ড
" মধুসূদন অধর চন্দ্র ন্যায়রত্ন কুলাপাড়া
" নরেন্দ্র দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন বাহিরি
পাণ্ডা ভুবন হারাধন বিদ্যানিধি পালপাড়া
" ভুবন হরনারায়ণ ভট্টাচার্য বয়াল
" গোবিন্দ প্রসাদ কৃষ্ণ প্রসাদ সাংখ্যতীর্থ ভূপতিনগর
" কুমার নারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন দেওয়ান চক
" কৃত্তিবাস ঐ ঐ
" পদ্মনাভ দ্বারকানাথ ন্যায় ভূষণ মুগবেড়িয়া
" রত্নাকর দুর্গা প্রসন্ন তর্কভূষণ নন্দীগ্রাম
" সিদ্ধেশ্বর কৃষ্ণপ্রসাদ সাংখ্যতীর্থ ভূপতিনগর
" শশিভূষণ শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ বলাগড়িয়া
" উদয়চন্দ্র প্রধানন্দ ন্যায়রত্ন দেপাল
" বিদ্যাধর কৃষ্ণপ্রসাদ সাংখ্যতীর্থ ভূপতিনগর
পঞ্চধাই দয়ানিধি মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কৃষ্ণনগর
পতি অমৃতানন্দ হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বক্শিচক
পাত্র রামনিধি অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য্য গরা
" সুরেশ ঐ ঐ
সন্নিগ্রাহী গুরুপ্রসাদ দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুবেড়া
রাজপণ্ডিত প্রমদাকান্ত হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বক্শিচক
ঐ কালীপদ ত্রিপুরাচরণ চূড়ামণি কুনপুজা
রথ মহেন্দ্র হারাধন বিদ্যানিধি পালপাড়া

সাহু যতীন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ চাপাদালি
সৎপতি প্রাণবল্লভ দ্বারকা বেদান্ততীর্থ বেনাকাটা
" সুরেন্দ্র বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন বাসুদেবপুর
সেনগুপ্ত হরিহর হেমচন্দ্র তর্কতীর্থ বাহিরি
ত্রিপাঠী ঈশ্বর বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন বাসুদেবপুর
" শিব কৃষ্ণপ্রসাদ সাংখ্যতীর্থ ভূপতিনগর
" উপেন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন দেওয়ানচক
কাব্য—২য় বিভাগ
আচার্য্য গোপাল বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন বাসুদেবপুর
ভট্টাচার্য হারাধন দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুদেববেড়া
" প্রমথ নাথ শ্রীশচন্দ্র তর্কতীর্থ নাড়াজোল
" পূর্ণচন্দ্র রামরক্ষ তর্কতীর্থ মাণিক্য
" রামপদ ঐ ঐ
চক্রবর্ত্তী হরিপদ ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চন্দ্রকোণা
চৌধুরী প্রমথনাথ লম্বোদর কাব্যতীর্থ বসন্তোয়া
গঙ্গোপাধ্যায় যতীন্দ্র দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মুগবেড়িয়া
ঘোষাল বিপিনবিহারী ঐ ঐ
ঘটক বিভূতি রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ বসন চোয়া
মুখো গুরুদাস সুরেন্দ্র কাব্যতীর্থ কোতুলপুর
মিশ্র অনন্ত প্রধানন্দ ন্যায়রত্ন দেপাল
" কার্ত্তিক দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মুগবেড়িয়া
" লোকনাথ পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি গড়বালাবেড়ে
পাণ্ডা শীতল প্রসাদ শত্রুঘ্ন বিদ্যারত্ন মহাজন
পাহাড়ী মাধব দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুদেপুর
পাঠক মহাদেব উমেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সুন্নাকোন
পতি ঘনশ্যাম প্রসন্নকুমার কাব্যতীর্থ রাণীসাহী
সৎপতি রমেশ দুর্গাপ্রসন্ন তর্কভূষণ নন্দীগ্রাম
ত্রিপাঠী মৃত্যুঞ্জয় বরদা কাব্যতীর্থ কেশাইদীঘি
নব্যস্মৃতি—২য় বিভাগ
ভট্টাচার্য্য দিগম্বর নিবারণ স্মৃতিতীর্থ তারকেশ্বর
কাব্যতীর্থ বামাচরণ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন শ্রীবাড়ী
" ত্রৈলোক্যনাথ রামলাল তর্কতীর্থ বরেণ্য
নব্যন্যায়—১ম বিভাগ
ভট্টাচার্য্য রাখালদাস রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত ভেমুয়া
২য় বিভাগ
মিশ্র চতুর্ভুজ দুর্গাপ্রসন্ন তর্কভূষণ নন্দীগ্রাম
কাব্যতীর্থ দেবকৃষ্ণ রামাকান্ত তর্কতীর্থ মাণিখা
পাণ্ডা বসন্ত রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত ভেমুয়া
" উপেন্দ্র ঐ ঐ
বেদান্ত—২য় বিভাগ
দাস শর্ম্মা বেণীমাধব রামলতা বেদান্ততীর্থ খুনাবেড়ে
মিশ্র বিপিন বিহারী হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বক্শিচক

পাণিগ্রাহী ভুবন রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত জেমুয়া
সিদ্ধান্ত বিমলা সারদাচরণ ব্যাকরণ তীর্থ মহাস্থী
ত্রিপাঠী কালীনাথ জীবনাথ কাব্য তীর্থ বাসুদেব

উপক্রম—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য প্রিয়নাথ রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত জেমুয়া

সাংখ্য —১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য যোগেন্দ্র শ্রীনিবাস সাংখ্যভূষণ কিশোরপুর

পুরাণ—১ম বিভাগ

মিশ্র কুঞ্জনাথ বরদাকান্ত কাব্যতীর্থ কোশাইকীলি

২য় বিভাগ

পাণ্ডা জানকীনাথ বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন গড়বাসুদেব

সামবেদ—১ম বিভাগ

কাব্যরত্ন গোপাল হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বক্‌শিচক

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য হরিপদ ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ ধন্দা
মিশ্র ধনঞ্জয় বৈকুণ্ঠনাথ চূড়ামণি ভকুটিয়া
" মৃত্যুঞ্জয় কেশবলাল স্মৃতিরত্ন আসনাইতলা

মীমাংসা—২য় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় অতুল রামরঙ্গ কাব্যতীর্থ মেদিনীপুর
দাস সুর সীচরণ ঐ ঐ

হিতৈষিণী সভা উদিলপুর

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় মাখন লাল তারকনাথ ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিতসর
ভট্টাচার্য্য আশু তারকনাথ ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিতসর

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য গিরিজা শিবাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি
" নবকিশোর কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ ধামুকা
" যতীন্দ্র কটিকচন্দ্র বিদ্যারত্ন ডিংমারিক
চক্রবর্ত্তী অবনী ঐ ঐ
" বৈকুণ্ঠনাথ সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মাধারিপুর
" হরেন্দ্র জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ ধীপুর
" কালীচরণ কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সামন্তসার
" রাধানাথ হরনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহীশর
" রোহিণী শিবাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি
" সুরেন্দ্র শ্রীরামভট্টাচার্য্য পশ্চিমপুর
" যোগেশ হরকুমার বিদ্যালঙ্কার তাম্রশাসন
গুপ্ত বিভূতি হরনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহীশর
নগেন্দ্র শিবাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি
পাঠক কৃত্তরাম লম্বনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহীশর
রায় সূর্য্যনাথ প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন লক্ষীকুল
সমাদ্দার বৈকুণ্ঠ কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সামন্তসার

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য ভবেন্দ্র শিবাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি
" হরনাথ হরিনাথ শাস্ত্রী টৈঙরা
চক্রবর্ত্তী অমৃত কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ ধামুকা

ন্যায়—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রামাচরণ নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মুলগাও
" কৃষ্ণপ্রসন্ন ঐ ঐ
ঠাকুর কুঞ্জনাথ ঐ ঐ

পুরাণ—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্র জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ ধীপুর

মীমাংসা—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য শ্রীনাথ বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ তুলসার

সুহৃদ সম্মিলনী সভা, নোয়াখালি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

মিত্র রমেশ প্রাইভেট

২য় বিভাগ

আচার্য্য কালীপ্রসন্ন হরনাথ ন্যায়রত্ন ঘোষকামতা
শশিভূষণ নন্দকুমার বিদ্যাবিনোদ বিজয়পুর
চক্রবর্ত্তী দুর্গামোহন কালী তর্কসিদ্ধান্ত মোহনগঞ্জ
" জানকীনাথ চন্দ্রনাথ ন্যায়ভূষণ খিলপাড়া
" যতীন্দ্রচন্দ্র হরনাথ ন্যায়রত্ন ঘোষকামতা
" যোগেন্দ্র ঐ ঐ
" নগেন্দ্র কালীনাথ তর্ক বাচস্পতি কাঠুরী
" প্রভাত শারদচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক
" সুরেন্দ্র কালীনাথ তর্ক বাচস্পতি কেথুরি
" সুরেন্দ্রচন্দ্র হরনাথ ন্যায়রত্ন ঘোষ কামতা
" শ্যামাচরণ ঐ ঐ
গুপ্ত অশ্বিনী মদনগোপাল বিদ্যাবাগীশ মাধব সিং

কাব্য—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী বৈকুণ্ঠ সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক
" বরদাচরণ ঐ ঐ
দে সারদাকুমার কালীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মোহনগঞ্জ

বেদান্ত—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দ্বারকা অন্নদানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী চৌপল্লী

সাংখ্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য যামিনী হরিকৃষ্ণ সাংখ্যভূষণ নোয়াখালি

কোটালীপাড়া আর্য্য শিক্ষাসমিতি

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

সমাদ্দার পণ্ডিত মাধবচন্দ্র বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন উনশিয়া —রুনপুর

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বিশ্বনাথ বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন উনাশিয়া

নব্যস্মৃতি—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী কালিদাস সারদাচরণ স্মৃতিভূষণ মাঝবাড়ী

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য আশুতোষ আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন কবিরাজ

রংপুর ধর্ম্মসভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী রমেন্দ্র সারদাচরণ বিদ্যারত্ন জোতারি
ঘটক আশুতোষ বিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ন রায়কালী
গুপ্ত ব্রজেন্দ্র শশিভূষণ বিদ্যাভূষণ মালদহপাটী
শর্ম্মা অনিরুদ্ধ তারানাথ গোস্বামী গৌরীপুর
" রাজেশ্বর ঐ ঐ

২য় বিভাগ

বন্দ্যো গোপাল কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী হরিদ্রাপুর
ভট্টাচার্য্য ভবানী গোপালনাথ তর্কতীর্থ শেরপুর
চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ রাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মালতী নগর
গোস্বামী অচ্যুতানন্দ আগ্ননাথ ন্যায়ভূষণ গৌরীপুর
" নরেন্দ্র নারায়ণ ঐ ঐ
গুই অক্ষয় শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর
গুপ্ত বিজয়কুমার যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর
" নৃত্যগোপাল নন্দ কৈলাস কাব্যতীর্থ কুড়িগ্রাম
মৈত্র যোগেশ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর
পাণ্ডা গৌরীকান্ত আগ্ননাথ ন্যায়ভূষণ গৌরীপুর

কাব্য—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী বসন্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন রায়কালী

২য় বিভাগ

গোস্বামী গিরীন্দ্র সারদাচরণ কবিভূষণ রাজারামপুর

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রোহিনী রাজচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন মালতি নগর
গোস্বামী ললিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর

ন্যায়—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য প্রসন্ন—গোপালনাথ তর্করত্ন শেরপুর

সাংখ্য—১ম বিভাগ

দাস তারিণীকান্ত শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর

২য় বিভাগ

সরকার বিজয় বিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ন রায়কালী

মীমাংসা —২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বিধু কৃষ্ণদাস স্মৃতিভূষণ দিনাজপুর

পুরী জগন্নাথ সমিতি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

দাস আর্ত্তত্রাণ গদাধর ত্রিপাঠী রঘুনন্দন টোল
" বনমালী বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সংটোল
মিশ্র ভিকারী বলভদ্র মিশ্র পুরী
" রত্নমণি দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ ভুবনেশ্বর
" লম্বোদর বাসুদেব কাব্যতীর্থ ঐ
" নীলকণ্ঠ বলভদ্র মিশ্র পুরী
" সোমনাথ রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুরী
রথবলভদ্র দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ ভুবনেশ্বর
" গদাধর সামন্ত বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী
" গঙ্গাধর বৈদ্যনাথ সারঙ্গী ঐ
" গোপীনাথ কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী

২য় বিভাগ

দাস গোপীনাথ কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী

„ রামশরণ দামোদর রাধাচরণ দাস জগন্নাথ টোল

„ ত্রিলোচন গদাধর ত্রিপাঠী রঘুনন্দন টোল

মহাপাত্র গঙ্গাধর রামচন্দ্র মিশ্র রামকৃষ্ণ টোল

„ সদাশিব গদাধর ত্রিপাঠী রঘুনন্দন টোল

মিশ্র বাসুদেব শাস্ত্রি সোমনাথ মিশ্র বালিসাহি

„ চিন্তামণি বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী

„ ফকির গদাধর ত্রিপাঠী রঘুনন্দন টোল

„ গোবিন্দ ঐ ঐ

„ হরিহর দামোদর মিশ্র ঐ

„ জয়কৃষ্ণ বলভদ্র মিশ্র নিমাপাড়া

„ নারায়ণ (গোবিন্দ মিশ্রের পুত্র) বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী

„ নারায়ণ (চেমা মিশ্রের পুত্র) ঐ ঐ

„ রঘুনাথ জগন্নাথ রথ বাসুদেবপুর

নন্দ বলভদ্র বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সং টোল

পুজাপাণ্ডা বৈদ্যনাথ দীনবন্ধু রথ ভুবনেশ্বর

রথ বনমালি বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী

„ ফকির লোকনাথ মিশ্র মুরগাসনগর

„ কাশীনাথ বলভদ্র মিশ্র নিমাপাড়া

„ মৃত্যুঞ্জয় বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সং স্কুল

„ নরসিংহ ঐ ঐ

শ্রীচন্দন সামন্ত রাধাশ্যাম লোকনাথ মিশ্র মুরগাসনগর

ত্রিপাঠী নারায়ণ ভুবনেশ্বর মহাপাত্র বালিসাহী

কাব্য—২য় বিভাগ

হোতা সত্যবাদী রামচন্দ্র মিশ্র পুরী

মহাপাত্র লোকনাথ বৈদ্যনাথ মিশ্র ঐ

নন্দ জগন্নাথ বলভদ্রমিশ্র রামচন্দ্রপুর

পতি বৈদ্যনাথ জগন্নাথ মিশ্র পুরী

রথ গঙ্গাধর কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী

„ জগন্নাথ বৈদ্যনাথ মিশ্র পুরী

„ জগন্নাথ ঐ ঐ

ন্যায়—১ম বিভাগ

মহাপাত্র নীলকণ্ঠ জগন্নাথ মিশ্র পুরী

স্মৃতি—১ম বিভাগ

রথ জগন্নাথ রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুরী

২য় বিভাগ

মহাপাত্র সামন্তনারায়ণ সামন্ত বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী

বেদান্ত—২য় বিভাগ

দাস গোপীনাথ হরিহর মিশ্র ন্যায়ভূষণ পুরী

মিশ্র সদাশিব ঐ ঐ

সাংখ্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য জয়কৃষ্ণ জগন্নাথ মিশ্র পুরী

নবদ্বীপ বিবুধজননী সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

অধিকারী চতুরানন শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন পাঁচথুপি

ভট্টাচার্য্য অম্বিকা ব্রজরাজ গোস্বামী নবদ্বীপ

বিশ্বাস হরিদয়াল ঐ ঐ

চক্রবর্ত্তী যদুনাথ প্যারীলাল ভাগবতভূষণ ঐ

চট্টোপাধ্যায় বামনদাস যদুনাথ বিদ্যারত্ন পূর্ব্বস্থলী

গোস্বামী রূপরঞ্জন ব্রজরাজ গোস্বামী নবদ্বীপ

কবিরাজ দ্বিজেন্দ্র রাখালানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড

২য় বিভাগ

বন্দ্যো যোগেন্দ্র নীলমণি কাব্যতীর্থ কৃষ্ণনগর

ভট্টাচার্য্য বামনদাস হরিনাথ স্মৃতিকণ্ঠ সাগিক

শৈলেন্দ্র নীলমণি কাব্যতীর্থ কৃষ্ণনগর

„ সোমেশ্বর শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন পাঁচথুপি

„ শ্রীপতি ঐ ঐ

চক্রবর্ত্তী দুর্গাপদ যদুনাথ বিদ্যারত্ন পূর্ব্বস্থলী

„ তিনকড়ি ঐ ঐ

চট্টোপাধ্যায় ভোলানাথ শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন পাঁচথুপি

গোস্বামী যতীন্দ্র আদিনাথ কাব্যতীর্থ গোঁসাই দুর্গাপুর

মুখো নন্দলাল নিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ নবদ্বীপ

রায় ভোলানাথ রাখালানন্দ ঠাকুর ঐ শ্রীকুণ্ড

সেনগুপ্ত রমণীমোহন ঐ ঐ

ঠাকুর রামবিলাস ঐ ঐ

কাব্য—২য় বিভাগ

মিত্র হৃষীকেশ কুমারনাথ কাব্যতীর্থ মতিহারী

ন্যায়—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী গগন অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নবদ্বীপ

মুখো সুরেন্দ্র আশুতোষ তর্কভূষণ ঐ

ত্রিবেদী রামরত্ন সুরেন্দ্র তর্করত্ন বেলপুকুর

উপনিষৎ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য জীবনকৃষ্ণ প্রাইভেট

মীমাংসা—১ম বিভাগ

কাব্যতীর্থ কুমুদবন্ধু হারশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ

২য় বিভাগ

বন্দ্যোপাধ্যায় ভবনাথ যোগেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ নবদ্বীপ

ভট্টাচার্য্য যদুনাথ দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর

রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ রাজসাহী

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য যোগেন্দ্র শরৎকুমার স্মৃতিতীর্থ কোটালিপুর

চক্রবর্ত্তী গোপাল রামচন্দ্র তর্করত্ন আগাদিয়া

„ সুরেন্দ্র রমণীমোহন বিদ্যারত্ন নাটোর

চট্টো পঞ্চানন রামচন্দ্র তর্করত্ন আগাদিয়া

চৌধুরী নরেন্দ্র গোপালচন্দ্র কাব্যরত্ন বড়কুঠি

২য় বিভাগ

বাগচি যতীন্দ্র গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রাণী হেমন্তকুমারীর সং কঃ

বন্দ্যো হেম কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ বান্দাইখাড়া

ভট্টাচার্য্য শিবদাস গোপালচন্দ্র কাব্যরত্ন বড়কুঠি

চক্রবর্ত্তী যতীন্দ্র অভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম

পার্ব্বতীনাথ গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রাণী হেমন্তকুমারী সং কঃ

„ শশিভূষণ গোপালচন্দ্র কাব্যরত্ন বড়কুঠী

„ সারদা কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ বান্দাইখাড়া

„ সুরেশ রাধারমণ বেদান্তভূষণ চণ্ডিপুর

„ তারক বঙ্কিমচন্দ্র বাগচি চাটমোহর

দেবনাথ সুরেশ প্রকাশ ব্যাকরণতীর্থ রাণীবাজার

গোস্বামী কৃষ্ণচৈতন্য রাধারমণ বিদ্যাভূষণ চণ্ডীপুর

„ কুঞ্জবিহারী শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য্য রাজসাহী কলি

পুরাণ—১ম বিভাগ

ব্যাকরণতীর্থ যুধেন্দ্রজিৎ অভিলাষ চন্দ্রসার্ব্বভৌম যোড়াবাড়ী

বেদান্ত—২য় বিভাগ

তলাপাত্র হরিশ্চন্দ্র শ্যামলাখচন্দ্র সার্ব্বভৌম যোড়া

কলিকাতা পণ্ডিত সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

বন্দ্যো হরিচরণ সং কলিঃ কলিকাতা

„ কেশবনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৮৮ বলরামদে'র ষ্ট্রীট

„ কাশীশ্বর যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন তেবেড়িয়া

ভট্টাচার্য্য চন্দ্রকান্ত নিবারণচন্দ্র কবিরত্ন কলিকাতা

„ গোপাল সীতানাথ কৃত্তিরত্ন ঐ

„ কান্তিভূষণ সং কলি কলিকাতা

„ নগেন্দ্র চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ ঐ

চক্রবর্ত্তী কন্দর্প বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়

„ পতিতপাবন যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন তেবেড়িয়া

দ্বিবেদী কেদার রঘুনাথ ত্রিবেদী বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যানন্দ বিদ্যালয়, কলিকাতা

গুপ্ত কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীহরি কাব্যতীর্থ কলুটোলা

মুখো অনাদিকুমার সং কলিঃ কলিকাতা

শর্ম্মা হরিহর যোগীশ্বর মিশ্র রাঁচি

রামপ্রসাদ ঐ ঐ

২য় বিভাগ

আচার্য্য ক্ষিতীশ সং কলি কলিকাতা

বন্দ্যো প্রমথ ঐ ঐ

বসু ইন্দুভূষণ আশুতোষ শাস্ত্রী কলিকাতা

ভট্টাচার্য্য আশুতোষ সীতানাথ কৃত্তিরত্ন ঐ

„ অতুলকৃষ্ণ অতুলকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন কালীঘাট

ভূপতি বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়

„ দক্ষিণারঞ্জন সংকলি, কলিকাতা

„ হারাণ যদুনাথ স্মৃতিতীর্থ পাশা

„ হেম সীতানাথ কৃত্তিরত্ন কলিকাতা

„ যতীন্দ্র যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন তেবেড়িয়া

„ কিশোরীমোহন হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহিষাদল

„ কৃষ্ণচন্দ্র সীতানাথ কৃত্তিরত্ন কলিকাতা

নীলরত্ন হরিদাস বিদ্যানিধি হাতীবাগান
রমেশ বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়
শ্রীনিবাস হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বাঁহবাদল
„ সুরেশ শরচ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বাবুয়াডাঙ্গা
„ সতীশ দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর
„ উপেন্দ্রনাথ ঐ ঐ
যামিনী সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধি কলিকাতা
যতীন্দ্র রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য ছবুয়াটী
চক্রবর্ত্তী হরিশ পঞ্চানন সাহিত্য সংঃ কলিকাতা
„ মহেন্দ্র সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গোপালপুর
নিরাময় সং কলি কলিকাতা
„ পঞ্চানন নারায়ণ বিদ্যারত্ন মাজুরখা
„ ঐ সং কলি কলিকাতা
চট্টোপাধ্যায় পুরন্দর অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ কলি
„ শশীভূষণ সং কলি কলি
„ সারদা হরিদাস বিদ্যাভূষণ সোণাপুরা
গাঙ্গুলী নগেন্দ্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন মাজুরকা
গোস্বামী সুন্দর সত্যানন্দ গোস্বামী কলিকাতা
গুপ্ত কালীপদ সেন নগেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন বুহিটা
কৃষ্ণবন্ধু দাস ঐ ঐ
„ মদনমোহন সেন সং কলিকাতা
ঝা কুশেশ্বর যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়
„ কমলাকান্ত ঐ ঐ
ঠাকুর অমর সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গোপালপুর
মাইতি প্রমথ ঐ ঐ
„ ঐ পূর্ণচন্দ্র ঐ ঐ
মণ্ডল নারায়ণ দাস শুভ্রপদ যোগ বিশারদ মথুরপুর
মুখো রাধাশ্যাম বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়
মিশ্রা ইন্দ্রনারায়ণ ধরণীধর কাব্যতীর্থ এবং রমণী
ভূষণ কাব্যতীর্থ দেউলিয়া
পাটনায়েক উমাচরণ চিন্তামণি কাব্যতীর্থ পার্ব্বতী-
পুর
পাণ্ডে ভগবতী জগন্নাথ প্রসাদ কলিকাতা
রায় নারদকৃষ্ণ চৌধুরী রঘুবীর ত্রিবেদী বিশুদ্ধানন্দ
বিদ্যালয়
„ প্রভাস তারকচন্দ্র স্মৃতিরত্ন হাতীবাগান
সান্ন্যাল কিরণ গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ পাবনা
শর্ম্মা সত্যনারায়ণ যোগীশ্বর মিশ্র রাঁচি
„ রামরিখ যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়
শুকুল মথুরাপ্রসাদ রঘুবীর ত্রিবেদী ঐ
সিংহ ভূপেন্দ্র আশুতোষ শাস্ত্রী কলিকাতা
ত্রিপাঠী রামকুমার রঘুবীর ত্রিবেদী বিশুদ্ধানন্দ
বিদ্যালয়
রাজবেদী মদনমোহন রঘুবীর ত্রিবেদী ঐ
[illegible] রসরাজ মন্ত্রী কলিকাতা

উদাসিনী রামজীবন সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গোপাল
পুর মেদিনীপুর

কাব্য—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য হারাণ তারকনাথ স্মৃতিরত্ন কলিকাতা
„ জানকী দ্বারকানাথ কাব্যতীর্থ ঐ
চক্রবর্ত্তী বিধুভূষণ অঘোরনাথ বিদ্যারত্ন মজিলপুর

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বৈদ্যনাথ হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
„ ঐ ব্রজেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর
„ বলরাম হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
„ বিভূতিভূষণ শশীচরণ কবিরাজ ভাজুমোড়া
„ বিজয়কৃষ্ণ হৃষীকেশ শাস্ত্রী ভাটপাড়া
„ দেবেন্দ্র হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
„ উপেন্দ্র সীতানাথ সংখ্যারত্ন চন্দননগর
চক্রবর্ত্তী প্রফুল্ল গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ পাবনা
„ রামলাল ব্রজেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর
গোস্বামী বেণীলাল হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
„ সত্যকিঙ্কর ঐ ঐ
মিশ্র ভূপেন্দ্র মধুসূদন তর্কভূষণ গোগা
মুখো নন্দলাল প্রসন্নকুমার স্মৃতিতীর্থ বালী
পাণ্ডে রামবদন যোগী ঝা কলিকাতা

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অমর নীলকান্ত তর্কবাগীশ বালী
„ মন্মথ কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া
„ নগেন্দ্র রমণীমোহন বিদ্যারত্ন নাটোর

বেদান্ত—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য শশি রজনীকান্ত বেদান্ততীর্থ শ্রীরামপুর
মজুমদার রামচন্দ্র সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী বিশ্বনাথ
চতুঃ চুঁচুড়া

উপনিষদ—২য় বিভাগ

বন্দ্যো বিরাজ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নবদ্বীপ
চৌধুরী সতীশ ঐ ঐ
শর্ম্মা আনন্দীলাল যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়

মীমাংসা—১ম বিভাগ

ভট্টা কালীচরণ নীলকান্ত তর্কবাগীশ আগড়পাড়া
„ নিরঞ্জন কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া
„ নৃত্যগোপাল হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
চক্রবর্ত্তী মণিমোহন রামকুমার স্মৃতিতীর্থ বালী

২য় বিভাগ

বন্দ্যো চণ্ডীচরণ রামরত্ন বেদান্তরত্ন অমর চতুঃ চুঁচুড়া
[ভট্টা]চার্য্য হেম রজনীকান্ত বেদান্ততীর্থ শ্রীরামপুর
চট্টোপাধ্যায় বসন্ত ভোলানাথ স্মৃতিতীর্থ পাড়াগেল
„ মণিমোহন দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ গোয়াড়ী
জৈনী লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়
ঝা দেবকৃষ্ণ ঐ ঐ

সাংখ্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রাজকুমার অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি কলিঃ

সামবেদ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য নকুলেশ্বর সীতানাথ সাংখ্যরত্ন বারাসত
হুগলী

শুক্ল যজুর্ব্বেদ—১ম বিভাগ

দাস গোকুলচন্দ্র মদনমোহন পাঠক রণবীর
সেণ্ট্রাল হিন্দু কঃ লুধিয়ানা

পুরাণ—২য় বিভাগ

সেনগুপ্ত নীরদরঞ্জন সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া
(আদ্য পরীক্ষার অবশিষ্ট এবং মধ্য পরীক্ষার সমগ্র ফল আগামী বারে প্রকাশিত হইবে)

শিক্ষাসংক্রান্ত

পুনরায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুরোধে সেনেট সভা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের [১৯০৪ সালের ৮ আইন] ২৫ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের মত সাপেক্ষ রহিল—

[১] যে সকল ছাত্রের নাম বিগত এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য রেজেষ্টরীভুক্ত হইয়াছিল এবং যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় নাই তাহারা ইচ্ছা করিলে আবার পরীক্ষা দিতে পারিবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাইদ এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ছাত্রেরা যে সকল পাঠ্য পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছিল, সেই সকল পাঠ্যরই পরীক্ষা লওয়া হইবে।

[২] যে সকল ছাত্র এই পরীক্ষা দিবে তাহারা আর ১৯১০ সালের নূতন নিয়মানুযায়ী ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

[৩] পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা দিতে হইবে।

[৪] পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত এবং পরীক্ষার ফী আগামী ১২ই অক্টোবর রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে

[৫] দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি না পাঠাইলে দরখাস্ত লওয়া হইবে না—

[ক] বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রারের প্রদত্ত রসিদ।

[খ] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত কোন স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট এই মর্ম্মে পাঠাইতে হইবে যে, বিগত পরীক্ষার পর হইতে তিনমাস কাল ঐ ছাত্র স্কুলে নিয়ম মত পড়িয়াছে এবং তাহার স্বভাব ও আচরণ সন্তোষজনক। অথবা এমন একখানি সার্টিফিকেট দিতে পারিলেও হইবে যাহাতে

গবর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর [স্কুলের] স্বাক্ষর থাকিবে। সার্টিফিকেটে এই লেখা থাকিবে যে, বিগত পরী ক্ষার পর হইতে এ যাবৎ পরীক্ষার্থী কোন স্কুলে পড়ে নাই বটে কিন্তু ইনস্পেক্টর স্বয়ং অথবা তাঁহার আদেশমত গৃহীত নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় সন্তোষ জনকরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার চরিত্র ও আচরণ সন্তোষ জনক।

[৮] যে স্কুল হইতে এই পরীক্ষায় অন্য ছাত্র পাঠান হইবে সেই স্কুল এইরূপ কোন ছাত্রের নিকট হইতে স্কুলের ধার্য্য বেতনানুরূপ পাঁচ মাসের অধিক কালের জন্য বেতন লইতে পারিবে না।

এই ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলেই জানান হইবে।

জি থিবো
রেজিষ্ট্রার।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An undergraduate Hd master on 22—25—Ajhapur M E school, po. Ajhapur, via Memari, Burdwan. Apply to Babu Bhutnath Ghosh, Superintendent.

A B course and an A course graduate on Rs 50 to 60 in 2years—Sonatola H E school. B course may be given at once Rs 55, po Sonatola, Bogra, Apply to the Hd master.

A graduate Hd master on 60 and a B course graduate 2nd master on 60—J D J Institution Kanchnatola, Mursidabad.

An English knowing Kabyatirtha Hd Pandit on 25 Dhankuria H E school. Apply 26 Galiff street, Shambazar, Calcutta.

An A course graduate Hd master and B course, graduate 2nd master on 50 to 55 and 45—50. An F A 25—35—for a high school near Ghatal Quarters free. Private tuition available. Apply to Babu Charu Ch. Ghosal, Muktear Ghatal, po Ghatal, Dt. Midnapur.

Graduate Hd master A course on 45, graduate asst. Hd master B course on 40 and B A plucked asst teacher strong in Mathematics on Rs 20—25 Baghutia H E school,

Normal Hd Pandit on Rs 20—Narajole Mahendra Academy, Po. Narajole, Midnapur,

F A Hd master on 22 and lodging Khala Boalia H E school, po Khal Boalia, Nadia.

Two undergraduates—one strong in English and the other in Mathematics on 20 and 25 respectively. Free board and lodging—Bijhari High school, po Bijhari, Faridpur.

F A Hd master on Rs 25—Dumaria M E school, po Jadubpur, Jessore, also a Muhuri for a pleader. Apply Babu Sibendra Nath Nandi, pleader village N. Dumaria, po Jadabpur, Jessore.

A B A plucked Hd master on 25—Garifa school near Naihati E B S Ry po Garifa, 24 Pergs. A private tuition of Rs 15. Food and lodging if thoroughly competent. Apply to Babu Banischaran Mitter, Asst Surgeon, Garifa

শান্তিপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে বি, এ; ও কাব্যতীর্থ বা ব্যাকরণ কাব্যে ব্যুৎপন্ন নবদ্বীপ বিবুধ জননী সভার উপাধিধারী শিক্ষক। বেতন যথাক্রমে আপাততঃ ৩০৲ ও ১৫ টাকা। ২০শে জুলাই মধ্যে আবেদন।

শ্রীরামপুর মইং স্কুলে একজন এফ, এ ইংরাজী শিক্ষক। বেতন ২০৲ টাকা।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত গ্রাহকগণের নম্বর ও প্রাপ্তির তারিখ ... মূল্য শেষ হইবে তাহা যে যাহা পাঠাইবেন এ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা কাগজের ... অফিসে জানাইতে পারিবেন। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন ঐ নম্বর পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন

লিখিয়া দিয়া কিছু লেখা না থাকিলে টাকা পাওয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৬৮৮ শ্রীযুক্ত বাবু তারাধন সরকার হেঃ মাঃ কোড়কোপা হাইস্কুল ৩০।৯।১৩

৫০৬	" হেঃ মাঃ শ্রীপুর মইং স্কুল	ঐ
১০৩৫	" হরি কিশোর সিংহ চৌধুরী, বসরা পোঃ	ঐ
৫৬৯	" অবিনাশ চন্দ্র দত্ত হেঃ মাঃ ফুলহরি মইং স্কুল	ঐ
২০৫	" জানকী নাথ মিশ্র শিক্ষক, কালীপুর হাই স্কুল	ঐ
৫১৩	" শ্রীনাথ দে সরকার মজলিসপাড়া মইং স্কুল	ঐ
১০৩৬	" দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন সমুদ্রগড় টোল	ঐ
৬৮০	" নগেন্দ্র নাথ বসু হরিপুর	ঐ
১০৩৭	" হেঃ মাঃ সোমড়া হাইস্কুল	ঐ
১০৩৮	" সেঃ খিদিরপুর একাডেমী	ঐ
৫৬২	" সেঃ ডিহরবাঁধ মইং স্কুল	ঐ
১০৩৯	" কামিনী কুমার দে গ্রাম চাঁদপিলা	ঐ
৪২৯	" মণিভূষণ মিত্র মধ্য স্কুল, পালিগ্রাম	ঐ
৫১৪	" গিরীশ চন্দ্র জানা পয়াগ চক মধ্য স্কুল	ঐ
৫৩৩	" সেঃ তুষভাণ্ডার মইং স্কুল	ঐ
১০৪০	" গুরু ছাত্রবৃন্দ বক্তারপুর, গুরু ট্রেনিং স্কুল	ঐ
১৩	" হেঃ পঃ কালীগঞ্জ বনমালী মধ্য স্কুল	ঐ
৪৭৪	" ভগবতী চরণ কাব্য ভূষণ ধন্যা চতুষ্পাঠী	ঐ
১০৪১	" জীবনচরণ কবিরাজ, জাগাযোড়া	ঐ
১০৪২	" নিশিকান্ত চন্দ্র কামারকান্দি	ঐ
১০৪৩	" করালী চরণ কাব্যতীর্থ, রোম ভাঙ্কর ইনষ্টীটিউশন	ঐ
১০৪৪	" কেঃ পিঃ দত্ত হেঃ মাঃ সাহোয়া মইং স্কুল	
৫২৮	" রসিকলাল দাস, হেঃ পঃ গোপালপুর জি, টি, স্কুল	ঐ
১০৩৫	" হেঃ পঃ ভারকি উচ্চ স্কুল	ঐ
১০৪৬	" হেঃ মাঃ লালগোলা মইং স্কুল	ঐ
১০৪৭	" মণীন্দ্র নাথ দে, সেঃ বাহু, আর, এন্, বি, হাই স্কুল	ঐ
১০৪৮	" মহেশ চন্দ্র পাল, হেঃ পঃ গঙ্গাপাড়া স্কুল	

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

ধনবানের বা রাজার পুত্র নহেন, বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান বলিয়াও বোধ হয় না. তাঁহার সঙ্গিগণ সামান্য সূত্রধর এবং ধীবর. তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা কতদূর সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল বলিয়া আজি ইয়োরোপের ধনী মানী জ্ঞানী সামান্য লোক হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে পূজা করিতেছেন। তাঁহারা এই সূত্রধর পুত্রের জীবনে এমন কি ঐশ্বরিক শক্তি দেখিলেন যাহার প্রভাব কেহই বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না, সে কথা এই—

He that loveth his life lo th it.

যে আপনাকে সর্ব্বস্ব ভাবিল সে জীবনহারা হইল।

And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.

যে এই জীবনকে এই জগতে ঘৃণার চক্ষে দেখে, সে অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

If any man serve me let him follow me.

যদি কেহ আমার সেবা করে সে আমার অনুগমন করুক and where I am there shall also my servant be. আর যেখানে আমি সেই খানেই তাহারা থাকিবে। If any man serve me him will my Father honor (John XII 25—26). আর যে আমাকে সেবা করিবে, ভগবান তাহার মর্য্যাদা বাড়াইবেন।

এই অর্থযুক্ত কথা গুলি প্রত্যেক খ্রীষ্ট শিষ্যের হৃদয় পটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাই আজিও তাঁহারা সমস্ত জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছেন। এই সকল খ্রীষ্ট সেবক দিগের অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় সকল প্রত্যক্ষ করিলে বিমোহিত হইয়া যাইতে হয়।

কারমাতার হইতে প্রকাশিত বর্ত্তমান মাসের পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—

"আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এবৎসর এক ব্যক্তি বিদেশী প্রচার মিশন কল্পে পাঁচ সহস্র পাউণ্ড দান করিয়াছেন। তাঁহার বদান্যতা অভাবনীয় হইলেও আর একটী দান যার পর নাই প্রীতিকর ও উৎসাহকর হইয়াছে। এক ব্যক্তি অশ্রুপূর্ণ নয়নে একদিন আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন। এই আমার সুশিক্ষিত পুত্র ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া কঙ্গো মিশনের কার্য্যের জন্য আত্মসমর্পণ করিতেছেন। এজীবনে আর যে আমরা ইহার দর্শন পাইব এমন আশা নাই তবে ইহা নিশ্চিত যে পরকালে ইহাকে আমরা অনন্তকালের জন্য দেখিতে পাইব, এই বলিয়া বৃদ্ধ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ জগতে এ দানের কি তুলনা আছে? নাই বলিয়া আমাদের বাৎসরিক উৎসব মহানন্দে সম্পন্ন করিতেছি।

ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠার এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথায় বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়?

Sarada C. Mukherji

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি বা গ্রাম্য ব্যাঙ্ক।

আমি 'গ্রাম্য ব্যাঙ্ক' সম্বন্ধীয় প্রথম প্রস্তাবে ইহার উপকারিতা এবং শিক্ষিত সমাজে ইহার অনাদর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি জিনিসটা কি এ সম্বন্ধেও অনেকের ধারণা পর্য্যাপ্ত নাই। সেই জন্য গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য, উপকারিতা এবং উপায় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

আত্ম নির্ভর—জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান। ভারতবাসীদের মধ্যে এই গুণটির বড়ই অভাব। আবার বঙ্গবাসীর মধ্যে ইহার অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যাহাতে সহজে এই মহৎ গুণটির অধিকারী আপামর সাধারণ সকলেই হইতে পারে— গ্রাম্যব্যাঙ্ক স্থাপন তাহার একটি সহজ ও সুন্দর উপায়।

দুঃস্থ প্রজার কষ্ট নিবারণ কল্পে গবর্ণমেণ্ট যে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি" সম্বন্ধে আইনটি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেটী বড়ই সুন্দর ও সময়োপযোগী হইয়াছে। আইনে কঠোরতা নাই, অথচ বেশ সমীচীন। নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমজীবীরা যাহাতে সহজে বিষয়টি আয়ত্ত করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অপর স্থান হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা গ্রাম বা দেশের উন্নতি চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মত নিজেরা মূলধন দিয়া নিজেরাই যদি সেই মূলধনের তত্ত্বাবধারণ করি, এবং তাহার দ্বারা নিজ নিজ অভাব মোচন করিতে পারি, তাহা হইলে সেটা কত গৌরবের কথা হইয়া দাঁড়ায়? গ্রাম্য ব্যাঙ্কের মূলমন্ত্র "আত্ম সাহায্য!" এই আত্মসাহায্যই ক্রমে সততা, আত্মনির্ভর, দায়িত্বজ্ঞান ও ব্যবসায়বুদ্ধির সোপানস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইলে, প্রথমে গ্রামের অন্ততঃ দশজন পূর্ণবয়স্ক (১৮ বৎসরের ন্যূন নহে) সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মিলিয়া বঙ্গদেশীয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির রেজিষ্ট্রারের নিকট একখানি আবেদন পত্র পাঠাইতে হয়। রেজিষ্ট্রার মহোদয় আবেদন পত্রখানি পাইলেই সেই সমিতিটি রেজিষ্টরী করিয়া লয়েন, এবং একখানি সার্টিফিকেট দেন। ইহার জন্য কোনরূপ ফি বা ষ্ট্যাম্প ডিউটি লওয়া হয় না। সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে যাঁহারা একটু শিক্ষিত তাঁহারা গ্রামের সকলকে সেই সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে একটা ফি লইবার প্রথা রাখা আবশ্যক। চারি আনার ন্যূন বা ১৲ টাকার বেশী না হয়, এইরূপ একটা ফি নির্দ্দিষ্ট করিলেই ভাল হয়। সমিতির সভ্য ব্যতিরেকে সমিতির নিকট কেহ কোন সাহায্য পাইতে পারিবেন না। এবং সভ্য ব্যতীত অপর কেহ সমিতিতে টাকা জমা রাখিতেও পারিবেন না। এইরূপে সমিতি স্থাপিত হইলে সভ্যদের মধ্য হইতে যাহার যেমন সাধ্য—সেইরূপ মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে মূলধন বেশী হইবার আবশ্যক নাই। সমিতির উপকারিতা যতই সভ্যদের মনে বদ্ধমূল হইতে থাকিবে—সভ্য সংখ্যা ও মূলধনও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। মূলধনের জন্য যাঁহারা টাকা দিবেন তাঁহারা নিয়মিত হারে সুদ পাইবেন। কিন্তু বার্ষিক হিসাব নিকাশের পর যদি বেশ লাভ হয়—সভ্যরা সে লাভের অংশ পাইবেন না। সেটা সমিতির শক্তিবর্দ্ধনের জন্য সমিতির মূলধনে যুক্ত হইবে—বা সমিতির নিকট হইতে যাঁহারা ঋণ লইবেন—তাঁহাদের সুদের হার কমাইয়া দিবার জন্য ব্যয়িত হইবে। "লিমিটেড্ লায়াবিলিটি" বা আংশিক দায়িত্ব লইয়া যে সমস্ত যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা হয় তাহার সহিত গ্রাম্য

ব্যাঙ্ক বা কৃষিসমিতির একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ লিমিটেড কোম্পানীর অংশীদারগণের দায়িত্ব তাঁহাদের স্ব স্ব দত্ত অংশের মূল্য পর্য্যন্ত নিবদ্ধ। যদি কারবারে কোন লোকসান হয়, তাহা হইলে সেই অংশের দেয় মূল্য ব্যতীত অংশীদারগণের নিকট হইতে অন্য কিছু আদায় করিবার উপায় নাই। গ্রাম্যব্যাঙ্কে কিন্তু সে প্রথাটি একেবারে নাই। সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবামাত্র সমিতির সমস্ত দায়িত্ব পূর্ণভাবে সকল সভ্যকেই লইতে হইবে। কোন সভ্য বলিতে পারিবেন না যে "আমি কিছু জানি না" বা "আমার অমুক লোককে কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে কোন দায় দোষ নাই।" কার্য্যক্ষেত্রে এই পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া অবতরণ করিবার গুণ অনেক। যেখানে আংশিক দায়িত্ব লইয়া লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে, সেখানে দেশের ও দশের উন্নতি অসম্ভব। মাথার উপর একটা অসীম দায়িত্ব থাকিলে, লোকে অন্ধভাবে কোন কায করিতে পারে না। যাহা করিতে হইবে, তাহা বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া করে, সেই জন্যই গ্রাম্য ব্যাঙ্কের সভ্যদের পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমিতির পরিচালকগণ যাহাতে সকলে প্রত্যেক ঋণগৃহীতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা করা আবশ্যক। ঋণদান বা গ্রহণ সকল পরিচালকেরই সমক্ষে হওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলে, উপযুক্ত পাত্রেই অর্থ সাহায্য করা হইবে—এবং টাকা মারা যাইবারও কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা ছাড়া পরিচালকগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সদাসর্ব্বদা ঋণ গ্রহীতার উপর থাকিলে টাকা শীঘ্র প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাহারও একটা বিশেষ চেষ্টা হইবে। এইরূপ সহজ উপায়ে গ্রামের সকলের মধ্যে একটা অর্থের সহিত প্রাণের টান আসিয়া উপস্থিত হইবে। সদাসর্ব্বদা সকলে "মেশামেশী"র দরুণ সকলে পরস্পরের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতার ফল—বিশেষ আবশ্যক—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সমিতি স্থাপনের প্রথমেই গ্রামের জমীদার এবং অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকদিগের সাহায্য প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত। কারণ তাহা না হইলে অনেক সময়ে মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে। গ্রামের মাতব্বর লোকেরা যদি চেষ্টা করেন তাহা হইলে জমীদারের সহানুভূতি লাভ—এমন কিছু শক্ত কথা হইবে না। মূলধনের স্বল্পতায় যদি সমিতির কার্য্যের কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সমিতি যত ৫০ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন—তত ৫০ টাকা তিন বৎসর বিনা সুদে সমিতিকে কর্জ্জ দিবেন। ইহা কম সুবিধার কথা নহে।

বৈধ কার্য্যে ঋণদান সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যাহাতে নিজ গ্রামের সকলে মিতব্যয়ী হয়, এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে ঋণ গ্রহণ করে, এবং যথাসময়ে সেই ঋণ পরিশোধ করে, সমিতির পরিচালকগণ সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন। কারণ আত্ম নির্ভর শীলতায় মূলমন্ত্র অপব্যয় নহে। সমিতির প্রত্যেক সভ্যের মনে একটি কথা বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। সেটা এই— "সমিতি আমাদের নিজের জিনিস। সমিতির উন্নতিতে আমাদের উন্নতি। যাহাতে সমিতির কোনরূপ অনিষ্ট হয় এরূপ কার্য আমরা ভ্রমেও করিব না। সমিতির প্রত্যেক সভ্য যদি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে সমিতির সফলতা অবশ্যম্ভাবী এবং সমিতি যে নিজ গ্রামের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে পারিবে তাহা ধ্রুব সত্য।

বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি।

মহাশয়

সঞ্জীবনী হইতে এই সমিতির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়া প্রেরিত হইল।

আজ প্রায় ছয়মাস হইল বড়লাটের আদেশে স্বদেশ বান্ধব সমিতি বন্ধ হইয়াছে এবং উহার চিঠিপত্রাদি রাজপুরুষগণের হস্তগত হইয়া অনুবাদিত হইয়াছে। এখন বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, সমিতির দ্বারা কোন বে-আইনী কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া আর সন্দেহ নাই। থাকিলে মোকদ্দমাদি হইত। সমিতির জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মময় বৎসর ১৩১৩ সন। ঐ সনের বরিশাল হিতৈষীতে সমিতির কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় ;—

"১৯০৫ সনের ৬ই আগষ্ট তারিখে ১৮ জন যুবক সভ্য লইয়া "বরিশাল স্বদেশ বান্ধব সমিতি" স্থাপিত হয়।

স্বদেশ বান্ধবের উদ্যোগে গত এক বৎসরে বরিশাল সহরে ৭৯টী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫০টী রাজপথে, ৪টি মহিলা সমিতি, ২৫ জন সাধারণ সভা।

সমিতির কার্য্যকারকগণের প্রযত্নে মফঃস্ব[ল] স্বদেশ বান্ধবের ৪৪টি শাখা সমিতি স্থাপিত হই[য়া]ছিল।

সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দে[শ্য]রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।—

(১) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ।

[২] বাখরগঞ্জ জিলায় স্বদেশী আন্দোলনে[র] সুপ্রতিষ্ঠা।

(৩) রাজপুরুষদের অন্যায় অত্যাচারের প্র[তি]বাদ।

(৪) দেশে অর্থ সঞ্চয়-পথের বিস্তার।

(৫) মাদক দ্রব্য সেবন নিবারণ।

[৬] স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন।

[৭] সেবক দল গঠন।

সমিতির প্রতিষ্ঠিত বয়ন বিদ্যালয়ে এ যা[বৎ] ২২টি ছাত্র বয়ন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে।

স্বদেশ বান্ধব সমিতির যত্নে বরিশাল জি[লায়] ৮৯টি শালিসী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং ৫[...] টি মোকদ্দমা শালিসী দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে

বাখরগঞ্জ জিলায় ৫৬টী বিলাতী মদে[র] দোকান ছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে এক ব্যতীত আর সকলেরই অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে ১৪৭ জন মদ্যপায়ী বহু দিনের পানদোষ ব[র্জ্জন] করিয়াছে। সামাজিক উপায়ে ৩৪০ [...] বিপথগামীকে স্বদেশীব্রতে দীক্ষিত করা হ[ই]য়াছে।

১৩১৫ সনের প্রকাশিত কার্য্যবিবরণী সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ঐ সনের বরিশাল হিতৈষীতে ও অ[প]রাপর সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"সভাবন্ধ আইনের" জন্য গত বৎসর জে[লা] সমিতি বসিতে পারে নাই। বাখরগঞ্জ জিলা[র] আর্থিক দুর্গতি নিবারণ এবং আত্ম-নির্ভর শিক্ষা স্বদেশ বান্ধব সমিতির উদ্দেশ্য। এই জেলা সমিতির অধীনে ১৫৯টী গ্রাম্য সমিতি আছে। [...] সমিতি গুলির অধিবেশনও দুই বৎসরের বে[শী] হইতে পারে নাই। বিদেশী লবণের কাটি[তি] কমাইবার জন্য সমিতির পক্ষ হইতে কর[কচ] কিনিয়া লবণ অপেক্ষা অল্প মূল্যে করকচ বিক্র[য়] করায় লবণের কাটতি অনেক কমিয়া গিয়াছে ঝালকাঠীর বস্ত্র ব্যবসায়িগণ পিউনিটিব পুলিসে[র] টেক্সদ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও বিদেশীবস্ত্র বিক্রয়ে প্রশ্রয় দেন নাই। ১৯০৪—১৯০৫ সালে বরিশা[ল]

জেলায় ১৩টী মদের দোকান ছিল, এ বৎসর মাত্র ২টী দোকান আছে। চট্টগ্রাম হইতে জনৈক মুসলমান আসিয়া বরিশালে দোকান খুলিয়াছে। পূর্ব্বে বিদেশাগত দ্রব্যাদি দ্বারা ৮পূজার ডাক [illegible] প্রস্তুত হইত এবং তদ্দ্বারা প্রতিমা সজ্জিত [illegible]। সমিতি ও দেশবাসীর চেষ্টায় ঐ সাজের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদেশী চিনি [illegible] হইলেও ব্যবসায়ীদের অসততায় চিটাগুড় [illegible] বিদেশী চিনি দ্বারা প্রস্তুত বাতাসা চলিতে [illegible] বলিয়া ঐ বাতাসাকে একদম বয়কট করা হইয়াছে. জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাখর-গঞ্জে ৮৬৬ টাকা আদায় হইয়াছে; এবং আরও প্রায় এক সহস্র টাকা প্রতিশ্রুত আছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বাখরগঞ্জে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের সাহায্যার্থে এক বৎসরে জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ২টী উচ্চ ২টী মধ্য ও ২টী নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সাহায্য করা হইয়াছে। কয়েক দিন হইল ভোলাতে একটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের সেই ঘোর দুর্ভিক্ষের দিনে ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে চতুর্দ্দিক হইতে যে সাহায্য প্রেরিত হই-য়াছিল তন্মধ্যে প্রায় ৬৫০০০ হাজার টাকার চাউল স্বেচ্ছা সেবকগণ অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করি-

দুই দল সেবক প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারা এক স্থানে একমাস ও অন্যত্র দুই মাস কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কলেরাক্রান্ত লোকদিগের সাহায্যের জন্য গ্রামে গ্রামে সেবক প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেবকদের চিকিৎসায় ২৫৭ জন রোগীর মধ্যে ২০৭ জন লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বসন্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য দুই জন চিকিৎসক গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহাদের যত্নে ৩৯ জন রোগীর মধ্যে ৩৪ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

গত ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে লাঙ্গলবন্দে শ্রীযুক্ত [illegible]শচন্দ্র রায় সেবকগণ সহ গমন করিয়া তীর্থ-যাত্রীদের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

পিউনিটিভ পুলিশ দ্বারা প্রপীড়িত স্থান সমূহের সাহায্যের জন্য ডাক্তার নিশিকান্ত বসু বঙ্গে নানা-স্থানে ভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। পল্লী সমিতির চেষ্টায় এ বৎসর ৫০০ মোকদ্দমা সালিসে নিষ্পত্তি হইয়াছে। রহমতপুরের ১০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের দুইটি সম্পত্তি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা ঐরূপ আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে।

এ বৎসর কম লোক বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারে রত থাকায় মাত্র ১০।৮০ জনের প্রতি সামাজিক শাসন বিধান করিতে হইয়াছে।

এই বিবরণী পাঠ করিয়া কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে স্বদেশ বান্ধব অন্যায়ের প্রতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তবে স্বাবলম্বনযদি দূষণীয় হয়—মদ্য ত্যাগ যদি পাপ হয়—সালিশীতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি যদি আইন এবং ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য হয় দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধিতকে অন্নদান যদি পাপ হয়, তবে "স্বদেশ বান্ধবের" পাপের পরিসীমা নাই। স্বদেশ বান্ধবের কাগজপত্র অনুবাদ করিয়া ভিত-রের কোন অপরাধ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া রাজ পুরুষগণ পুলিশচর দিগের কৃত কার্য্যের সমর্থন করুন। ন্যায় পরায়ণ ও বীরপ্রকৃতিক রাজা অসঙ্কুচিত ভাবে স্বদেশ বান্ধবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে দিউন। আপন ভুল যে স্বীকার করিতে পারে সেই বীর। জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী ইংরাজের সর্ব্বদা সরল-ভাবে কার্য্য করাই সঙ্গত।

সদালাপ। (৪)

কথিত আছে যে এই ঘটনায় ডেপুটী কমিশনর কাউয়ান সাহেব গুরুর পবিত্রতা ও উচ্চাদর্শের নাকি রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে "সমরপ্রিয় শিখ-দের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যে তাঁহার কথায় লোকে দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসীকাষ্ঠে চড়িবার জন্য স্বেচ্ছায় আইসে। এদেশে কোন ইয়ুরোপীয়ের জীবন আর নিরাপদ নহে।"—এই রূপ রিপোর্ট সম্বন্ধে এই জনপ্রবাদ সত্য হউক আর না হউক ছুরিকাধারী উগ্রস্বভাব কুকাদের সহিত বেলুচি সিপাহীদের সংঘর্ষ, কুকা বিদ্রোহ, ৪৯ জন কুকার তোপের মুখে উড়ান [ইহা কাউয়ান সাহেবের হত্যাকাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ] এবং গুরু রামসিংহের [illegible] যাবজ্জীবন কারাবাস পঞ্জাবের ১৮৭১।৭২ সালের ঘটনা। অনেকের বিশ্বাস যে ঘটনার [illegible] গুরু দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের [illegible]গণ কোন কিছুতে গুরুর অপমান মনে করিয়া ক্রোধাদি রিপু প্রণোদিত হইয়া যাহাই করিয়া ফেলুক গুরু রামসিংহ "নিজে" কোন প্রকার ষড়যন্ত্রাদি গুপ্ত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ায়—কোন প্রকারের অসত্যাচরণে—একান্তই অশক্ত ছিলেন বলিয়া অনেকেরই ধারণা। গুরুর জীবনীর শেষ ঘটনা হইতে এবং ছুরি র থায় উপ-দেশের ফল হইতে যাহাই বলা যাউক, উঁহার উপদেশ—"সত্যাচরণে সকল পাপ হইতে রক্ষা হয় সত্যই ভগবান্ এবং অসত্যই পাপের অবতার বা সয়তান"—[illegible], সরস এবং পবিত্র এবং সকল দেশের ও সকল জাতির জন্যই ভগবৎ প্রেরিত চির দিনের উপদেশ। একদিন গুরুর এই মহৎ শিক্ষা পৃথিবীময় উহাকে বিখ্যাত করিবে সন্দেহ নাই।

১১। অসরল ব্যবহার—[অক্ষরার্থ ধরিয়া চুক্তি সম্পাদন করা অন্যায়]

ক। সেক্সপীয়র তাঁহার মার্চেণ্ট অব ভিনিসে সাইলকের গল্পে ইহার উদাহরণ দিয়া ছেন। [illegible] আণ্টোনিওর প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া [illegible] সাইলক চুক্তি করিয়া ছিল যে [illegible] টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারিলে আণ্টোনিওর বুক হইতে আধ সের মাংস কাটিয়া দিতে হইবে। দৈব দুর্বিপাকে আণ্টো-নিওকে এইরূপ সর্ত্তেও টাকা লইতে হয় এবং তিনি চুক্তির সময় মধ্যে টাকা দিতে পারেন নাই। সাইলককে অনেক টাকা সুদ ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে চাহিলেও সাইলক তাহার "আধসের মাংস" লওয়ার পণে দৃঢ় থাকে। বেশী জিদ করিয়া লহবেই লইবে" (He will take his pound of flesh) [illegible] প্রবাদ কথা এই গল্প হইতে [illegible] মধ্যে সুপ্রচলিত। শেষে [illegible] হইল যে আধসের মাংস লইতে পাইবে [illegible] এক ফোটা রক্ত লওয়ার কিম্বা ফেলার কথা [illegible] না সুতরাং তাহা করিলে ইহুদার [illegible]

[illegible] আরবের বোগ্‌দাদের খলিফা [illegible] সময়ে একজন নাপিত ক্ষোর-কার্য্যে [illegible] দক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল [illegible] ডাকাইতেন। উহার বিত্তশালী [illegible] প্রতি অত্যাচার প্রবণতার [illegible]। একদিন একজন কাঠুরিয়া [illegible] কাঠ বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসিলে নাপিত গাধার পিঠের সমস্তই একদরে কিনিয়া লয় এবং গাধার পিঠের পালানটীও ঐ চুক্তিতে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া কাড়িয়া

নয়। কাঠুরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেছিল এমন সময় কোন দয়ালু মৌলবী সমস্ত শুনিয়া উহাকে কয়েকটী পয়সা দিলেন এবং সুপরামর্শ দিলেন। কাঠুরিয়া ফিরিয়া নাপিতের নিকট গেল এবং চুক্তিতে তাহারই দোষ হইয়াছিল স্বীকার করিয়া নিজের এবং তাহার সঙ্গীর সম্পূর্ণ কামানর জন্ত দর ঠিকানা করিল। গর্ব্বিত নাপিত অবজ্ঞা সহিত একটু উচ্চদর চাহিলে কাঠুরিয়া তাহাই দিতে স্বীকার করিল এবং বলিল "এরূপ উচ্চদরের কামান জন্ম একটু বেশী দিতে হইবে বই কি।" নাপিত কাঠুরিয়ার কামান শেষ করিলে সে গাধাটীকে লইয়া আসিল এবং বলিল যে নাপিত পূর্ব্বেই দেখিয়াছে যে ঐ গাধাই তাহার সঙ্গী, ঐ "সঙ্গী" গাধাকে আপাদ মস্তক কামাইতে হইবে। নাপিত ঘৃণার সহিত অস্বীকার করিলে কাঠুরিয়া শাসাইয়া গেল যে এমন রাজার রাজ্যে সে বাস করে না যে সুবিচার পাইবে না। কাঠুরিয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তারপর খলিফা নাপিতকে ডাকাইয়া রাজসভার সমক্ষেই চুক্তি পূর্ণ করিতে বাধ্য করিলেন। গর্ব্বিত নাপিতকে সর্ব্বসমক্ষে গাধা কামাইতে হইল। এবং এই বিষয় হাসিতামাসার সহিত সমস্ত দেশে প্রচারিত হইলে দেশশুদ্ধ লোকেরই প্রতি সরল ব্যবহার করার জন্ম কঠোর উপদেশ দেওয়া হইয়া গেল।

এডুকেশন গেজেট

৩২শে আষাঢ় [illegible] সাল ইং১৬ ই জুলাই ১৯০৯ সাল

৺স্যর উইলিয়ম কর্জ্জন ওয়াইলি

বিগত ২রা জুলাই তারিখে বিলাতে ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট গৃহে স্যর কঃ ওয়াইলির শোচনীয় হত্যার কথা যথাসময়ে পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছেন। ব্রিচমণ্ডে সমাধি হয়। রাজা রাণী ও লর্ড কিচেনারের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এবং রাজা মহারাজা প্রভৃতি অনেক ভারতবাসী সমাধি সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

সাংঘাইয়ের ডাক্তার লালকাকা হত্যার উদ্যোগ দেখিয়া কর্জ্জন ওয়াইলিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নিকট আসায় গুলি তাঁহারও লাগিয়াছিল। হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার লালকাকার সমাধিস্থলে ইংরেজ ও ভারতবাসী অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাধিস্থলে যে সকল মালা দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে লেডি কর্জ্জন ওয়াইলির দেওয়া মালার উপরে লেখা ছিল "আমার প্রিয়তম স্বামী এবং অপরাপর অনেককে রক্ষা করিতে যাইয়া যে সাহসী মহাত্মা প্রাণ হারাইয়াছেন তাঁহার কথা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করিয়া এই মালা দিতেছি।"

লেফ্‌টেনেণ্ট কর্জ্জন ওয়াইলী. কে. সি. আই. ই. সি., ভি. ও মহাশয়ের ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সেনাদলে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় আসেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক বিভাগে বদলী হন। ১৮৭৯৮০ খৃষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধকালে তিনি স্যর রবার্ট স্যাণ্ডেমানের অধীনে বেলুচিস্থানে কার্য্য করেন এবং স্যার রবার্ট ফায়ারের সৈন্যদলের সহিত কান্দাহারে যান। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি মান্দ্রাজের গবর্ণর এডাম সাহেবের মিলিটারী এবং পরে হাবলষ্টন সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরে তিনি ক্রমে নেপালের রেসিডেণ্ট ও মধ্য ভারতে এবং রাজপুতানায় বড়লাটের এজেন্টের কার্য্য করেন। তিনি মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান কারমিকেইল সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রতিপত্তির সহিত কার্য্য করিবার জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সি. আই. ই. ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কে সি. আই. ই. এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সি ভি. ও উপাধি পাপ্ত হন। ৯০১ অব্দে ভারত সচিবের রাজনৈতিক এডিকং এর পদ গ্রহণ করিয়া বিলাত যান এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যই করিতেছিলেন।

ডাক্তার কাওয়াসজি লালকাকার বয়স ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বোম্বে মেডিকেল কলেজ হইতে এল. এম, এস পাশ করিয়া বিলাত যান। তথায় ডাক্তারী পড়িয়া আসিয়া বরাবর স্যাংহাইতে ডাক্তারী করিয়া নামজাদা হইয়াছিলেন। দেশের রাজনীতি বা অপর কোন বিষয়ের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

হত্যাকারী মদন লাল চিংরার পিতা ভ্রাতার মদন লালের কার্য্যের বিশেষ নিন্দা করিয়া কর্জ্জন ওয়াইলির এই শোচনীয় হত্যার জন্য যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিবার কর্জ্জন ওয়াইলির নিকট বিশেষরূপে অনুগৃহীত। ভারতে বিলাতে সর্ব্বত্রই ইহাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং হত্যাকার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিগত ১৩ই জুলাইয়ের অধিবেশনে অন্যতম সদস্য মাননীয় মিঃ এস এস দাস বলিয়াছেন :—

"কিঞ্চিদূন ছই বৎসর পূর্ব্বে স্যর কর্জ্জন ওয়াইলির সহিত আমার বিলাতে পরিচয় হয়। বিলাতে যাহার তাঁহার সহিত যাহার পরিচয় হইয়াছে তাঁহার একদিনের জন্যও এরূপ মনে হয় নাই যে, তিনি বিদেশে বিদেশীয়দিগের মধ্যে আসিয়া আছেন, কর্জ্জন ওয়াইলি ভারতবাসীর এমনিই বন্ধু ছিলেন।

তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। পত্নী লেডি ওয়াইলির যে কি ক্ষতি হইল তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না, সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না। তাঁহার এই গভীর শোকে আমরা তাঁহার প্রতি সমানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আর ডাক্তার লালকাকা— তিনি একটি নিরপরাধ ও বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল হইল না, অধিকন্তু নিজেও প্রাণ হারাইলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গেরও শোকে সমানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

যে ব্যক্তি এই বিগর্হিত কার্য্য করিল, তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার কথা খুঁজিয়া পাই না। উহাকে হত্যাকারী বলিলেও উহার সম্মান করা হয়। কেহ কাহার কোন স্বত্ব লোপ করিয়াছে, কেহ কাহার মনে ব্যথা দিয়াছে এরূপ ঘটনাস্থলে অপকৃত ব্যক্তি অপকারককে কখন কখন হত্যা করে, কিন্তু এ লোকটার কার্য্য কি? অতি অধম মনুষ্য চরিত্রেও এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করা সম্ভব হয় না। গল্পে এক সর্পের কথা আছে যে ব্যক্তি সেই সর্পকে দুধ খাওয়াইতেছে সর্প সেই ব্যক্তির হাতে কামড়াইয়া দিল। হউক না কেন লেখা পড়া জানা লোক, যাহার মনে এরূপ অপরাধের কল্পনা হইতে পারে সে ত মানুষ কখনই নয়—মানুষের স্কন্ধে ক্রূরতম সর্পের মুণ্ড বসান।—সাপের মুখে স্বাস্থ্যকর খাদ্য বিষাক্ত দ্রব্যেই পরিণত হয়।

এই নরাধমকে যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল তখন সে আপনাকে একজন ভারত হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিল! আমাদের মধ্যে যাহারা নেতৃস্বরূপ আছেন, বিশেষতঃ ছেলের দলের উপর আধিপত্য করিবার যাহাদের সুযোগ আছে, তাঁহারা যেন এই লোকটার চরিত্র এবং ইহার কার্য্য বিশদ ভাবে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন—কোন রাজনৈতিক সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াই হউক, লেকচার দিবার স্থলেই হউক সংবাদপত্রে লিখিয়াই হউক, আর বন্ধুভাবের আলাপনেই হউক।

আমার বিশ্বাস, সম্প্রতি যে কয়েকটা হত্যা হইয়া গেল তাহাতে হত্যাকারীদের মনের ধারণা যে তাহারা দেশের হিতসাধন করিয়াছে এবং এই হত্যাকার্য্যের জন্য দেশহিতৈষী বলিয়া সগৌরবে তাহাদের স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য ইণ্ডিয়া আফিস অথবা ভারত গবর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন। আমাদের কোন কোন যুবকদের হৃদয়ে যে এমন ভয়ানক ধারণা জন্মিয়াছে তাহার জন্য ভারতবাসী আমরা দায়ী। এই রকম কোন কোন অপরাধে অপরাধীর প্রশংসাবাদ হইতেও যে এ ধারণা তাহাদের মনে জন্মে নাই এমন কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। এমন অধম আততায়ীবৃত্তি যাহাদের, জল্লাদের দড়ির ফাঁসই তাহাদের গলায় পরাইবার উপযুক্ত গৌরবমাল্য।

ব্রিটিস সাম্রাজ্যের সকল প্রজাই এখন জাতি-বর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ ভুলিয়া এইরূপ জঘন্য কার্য্য সমূহের এবং সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের স্পষ্ট নিন্দা করিতে থাকুন। হত্যাকারী মদন লালের পিতা এবং পরিজনবর্গও এই হত্যাকার্য্য অতীব গর্হিত হইয়াছে বলিয়াছেন। অপর সাধারণের, বিশেষতঃ আমাদের যুবকদল, এই সকল ভ্রান্ত দেশহিতৈষিদলের কার্য্যের কর্ত্তব্যতা অকর্ত্তব্যতা বিচার করুন।"

অতঃপর ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন, "লণ্ডনের হত্যাব্যাপার প্রসঙ্গে মি. দাস যে সকল কথা বলিলেন সেগুলি বাঙ্গালার সুবিবেচক ব্যক্তিগণের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইবে আমি আশা করি শুধু বাঙ্গালা বলিয়া নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক অংশেও সংবাদপত্রসমূহে এবং বক্তৃতায় এই অত্যাচার এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অত্যাচার সমূহের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু এখন যে সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আর কেবল মৌখিক প্রতিবাদে তেমন ফল হইতেছে না। এখন কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে—কাজ করিতে পারা চাই। সেদিন পুনায় মিঃ গোখেল এই প্রসঙ্গে সতেজে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সমবেত সভ্যগণ এবং বাহিরের অপর সকলে সেই সকল কথার উপলব্ধি করিলে ভাল হয়। না করিতে পারিলে জাতীয় উন্নতির পথ অব্যাহত হইবে না] তিনি অতি বিশদভাবে বলিয়াছেন যে, এই যে সমস্ত নিরর্থক হত্যাদি সংঘটিত হইতেছে, এ সকলের যদি সত্য নিবারণ করিতে চাও তাহা হইলে আর কেবল কথায় হইবে না। গবর্ণমেণ্টের সহিত এই অত্যাচারদমনে বিশেষরূপে একযোগ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। ছেলেদের পিতামাতা এবং অভিভাবকগণও নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। তাঁহাদিগকেও ইহার জন্য কাজ করিতে হইবে। ছেলেদের শিক্ষার পরিচালনভার যাঁহাদের হাতে তাঁহারাও কার্য্য করিবেন। ছাত্রদল নিজেরাই এই সকল অত্যাচারের প্রতিষেধ কল্পে কার্য্য করিবেন। ইহাঁরা সকলে যদি এক যোগে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন তাহা হইলে এবম্বিধ অত্যাচার সমূহের আর চিহ্ন থাকিবে না। কিন্তু এ সুযোগ যদি সকলে ছাড়িয়া দেন, সুবিধা হাতে পাইয়াও যদি তাহা কতকগুলা অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল ছেলের খাতিরে ত্যাগ করেন তবে এটি যেন তাঁহারা বেশ জানিয়া রাখেন যে, গবর্ণমেণ্টকে কাজ করিতেই হইবে, কিন্তু সে কাজ যে নির্খুঁত হইবে তাহা বলা যায় না, এবং দোষী নির্দ্দোষী ঠিক করা যে সব সময়ে বেশ সূক্ষ্ম ভাবে হইয়া উঠিবে তাহাও সম্ভব হয় না।"

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আপাততঃ ছয় মাসের জন্য আলিপুর পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, দরিদ্র জনসাধারণ প্রতি মাসের প্রথম সোমবার পয়সা না দিয়া ঐ পশুশালা দর্শন করিতে পারিবে। তবে যে মাসের প্রথম সোমবারে কোন পর্ব্বোপলক্ষে ছুটি থাকিবে সেই মাসে একটী স্বতন্ত্র দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বিগত ২রা জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের এক আদেশপত্রে প্রকাশ যে সম্রাটের আদেশে ব্যারিষ্টার মিঃ জর্জ্জ হেনরি কেনরিক এল, এল, ডি এডভোকেট জেনেরল নিযুক্ত হইলেন।

[সাধারণ] উদয়পুরের মহারাণা সম্প্রতি ভ্রমণোপলক্ষে হরিদ্বারে গিয়া আর্য্য সমাজের ঋষিকুল বিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবন্ধু বলিয়া তিনি এদেশবাসীর অনুরাগভাজন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। শোক প্রকাশ জন্য নানাস্থানে সভা হইতেছে।

শুনা যায়, সর্দ্দার দয়াল সিংহের ট্রষ্টিগণ সম্প্রতি উক্ত সর্দ্দার সাহেবের নামে লাহোরে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ বসাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আগামী বৎসরের যে মাস হইতে উক্ত কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইহা ভিন্ন আর একটী প্রথম শ্রেণীর শিল্প বিদ্যালয়ও ঐ ট্রষ্টিগণ প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

বিগত ২২শে জুন কলিকাতার বিজ্ঞান-শিল্প সমিতি মিঃ এ, পি, ঘোষ, মিঃ কে, সি, দে ও মিঃ পি, দাস নামক তিনজন ছাত্রকে "নীলওয়ারা" নামক জাহাজে শিল্প শিক্ষার্থ ইউরোপে পাঠাইয়াছেন। মিঃ ঘোষ জর্ম্মণি ও সুইডেনের বিভিন্ন দেশলাইয়ের কারখানায় দেশলাই নির্ম্মাণ বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন। মিঃ দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ও মিঃ দাস লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র বিভাগে ভর্ত্তি হইবেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত ও পালি ভাষার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এইচ, ডি পালি ও বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষার্থ কলম্বোতে গমন করিয়াছেন। তথাকার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ দর্শনে সুপণ্ডিত। এই জন্য তিনি সিংহল দ্বীপের অন্তর্গত অনুরাধপুর, কান্দী প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের নিকট আগামী ছয় মাস কাল পালি ও বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা করিবেন।

গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতা ১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান পারফিউম কোম্পানী নামক এক বিশিষ্ট কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। আতর প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে ইতিপূর্ব্বে আর কোন কারখানা ছিল না। পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে আতর [illegible] সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে, [illegible] বাণিজ্যের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক [illegible] মিঃ আর কুলন ও মিঃ আর, এল; [illegible] অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উক্ত কোম্পানীর, [illegible] কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। লেবো-[illegible]রের যন্ত্রাদি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে [illegible] তৎসমুদয় এখন ১নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থ বাটীতে বসান হইতেছে। উক্ত কোম্পানীর ২ লক্ষ টাকা মূলধনকে ১০ টাকা হিসাবে ২০ হাজার অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। কলিকাতা হাই-কোর্টের [illegible] বিচারক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে গঠিত একটি সভা উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি প্রধান সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ ডিউক উক্ত পদে পাকা হইলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান অনারেবল স্যর চার্লস এলেন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডে: মা: শম্ভু কুমার বড়াবী গোঁসাই কিরণ পদ মফস্বলে অর্পিত হইলেন। ২৭ পরগণার ৩য় অতি: সেশন জজ মিঃ সন্তোষ চন্দ্র মল্লিক ২৪ পরগণার ৩য় অতি: ডি: জজ হইলেন। বারাকপুরের প্রতিনিধি ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন জে কে নাউলিস ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইলেন। অনারেবল মিঃ ওল্ডহাম আবকারী বিভাগের সে: পাকা হইলেন। ডে: মা: মিঃ নরেন্দ্রকুমার রায় ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইলেন।

বিচার—বাবু অপর্ণা চন্দ্র ঘোষ আলীপুরের, বাবু রাজেন্দ্র নাথ রায় বহরমপুরের, বাবু অচিন্ত্য নাথ মিত্র বর্দ্ধমান সদরের, মৌঃ আবদুল শকুর বি এল শুমলায়, বাবু রামবিলাস সিং, বি এল মুঙ্গেরের বাবু ব্রজেন্দ্র প্রসাদ এম এ বি এল কিষণগঞ্জের মুঃ হইলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বৃত্তি

১ম শ্রেণীর বৃত্তি—২০৲

রাধারমণ সিংহ জামতাড়াকুল, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য হিন্দুস্কুল, যতীন্দ্র মণ্ডল জামতাড়া, যোগেশ সিংহ হেয়ার, সত্যেন্দ্র বসু হিন্দু মাণিক দে হেয়ার প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া রাজেন্দ।

সহর কলিকাতা—১৫৲

তারকচন্দ্র দাস হিন্দু অপর্ণাচরণ গাঙ্গুলী স্কটীস, হরিমোহন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত কঃ কৃষ্ণপদ বন্দ্যো হিন্দু মুকুন্দ পদ রায় সিটী, বঙ্কবিহারী বসাক হিন্দু।

সহর কলিকাতা—১০৲

কুমুদ বিহারী বসু হেয়ার, সুরেন্দ্রনাথ মুখো ঐ, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত সাউথ সুবঃ, কমলধারী লাল সেণ্ট জেভি, গোরীপতি চট্টো বঙ্গবাসী, সুধীরচন্দ্র দত্ত স্কটিশ, যতীন্দ্র নাথ মুখো প্রাচ্যেন্দ্রাচ, বামাপদ বসু মেট্রো ইনঃ, ফণিভূষণ চট্টো সংকঃ, ভারতচন্দ্র শীল হিন্দু, বিজয়কৃষ্ণ পাল স্কটিশ

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—২য় শ্রেণীর বৃত্তি

সুধাংশু পাত্র খাগড়া, পরমানন্দ বারাসতগবর্ণ, অরজিৎ দত্ত টাকী, চারুচন্দ্র বিষ্ণু সেনহাটী, অশ্বিনী ঘোষ খুলনা, মনীন্দ্র দত্ত কালীগপুর।

৩য় শ্রেণীর বৃত্তি

নরেশচন্দ্র পাল বসিরহাট, সতীশ মুখো বরানগর, [illegible] বারুইপুর, মহীতোষ রায় কৃষ্ণনগর, সুরেন্দ্র আগ্ পাল নবদ্বীপ যতীন্দ্র নাথ মিত্র ইটনা, শৈলেশ্বর সেনগুপ্ত সেনহাটী, আনন্দ মুখো খালিসখালি, মহঃ আবদুস সামাদ আলীপুর' হৃষীকেশ বন্দ্যো দাঁচপুলি। আর একটী বৃত্তি এখনও দেওয়া হয় নাই।

বর্দ্ধমান বিভাগ—২য় শ্রেণীর বৃত্তি

নির্ম্মল সিদ্ধান্ত বাঁকুড়া, রেণুপদ কর বর্দ্ধমান মিউনি, সজনীকান্ত কোলে ইটাচোনা রাজেন্দ্র নাথ সন্নিগ্রাহী বাঁকুড়া, কালীপদ বন্দ্যো মেমারি, পুলিনবিহারী সরকার তমোলুক।

৩য় শ্রেণীর বৃত্তি

রামহরি নায়ক উখরা; জ্ঞানেন্দ্র মুখো বর্দ্ধমান মিউনি সুবোধ চট্টো কুচিয়াকোল, অতুল গড়াই বাঁকুড়া, গোলাম আকবর বীরভূম, হরিদাস চট্টো কাঁথি, অদ্বৈতদাস মেদিনীপুর, খগেন্দ্র মাঝি তমলুক, বিনয় কৃষ্ণ মুস্তফি কোন্নগর, পঞ্চানন সুর ইটাচোণা নরেন্দ্রনাথ সান্যাল বালি রিভার্স, বনগোস্বামী ঐ।

পাটনা এবং ত্রিহুত বিভাগ—২য় শ্রেণী বৃত্তি

রাজকৃষ্ণ রায় মধুবানি, নিবারণ সেন মজফরপুর, তারাপ্রসন্ন চৌধুরী বেহার হাই, বিজয়কুমার সেন বাঁকীপুর সেমিঃ, অমিয়কান্ত বসু মজফরপুর, মহম্মদ হোসেন আরা।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি

নির্ম্মলচন্দ্র দে বাঁকীপুর টি কে, প্রমোদেন্দু গুপ্ত পাটনা এংলো সং, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা ১ গয়া শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ডুমরাওন রামেশ্বর সিংহ আরা ত্রিলেশ্বর প্রসাদ মজফরপুর, পূর্ণচন্দ্র মিত্র মজফরপুর মুখার্জ্জি, লক্ষ্মীকান্ত ঝা মধুবাণী, জিতেন্দ্র ঘোষ ঐ, সূর্য্যদেব প্রসাদ সারণ, বাসুদেব প্রসাদ ছাপরা, কপিলদেব নারায়ণ মতিহারী,

ভাগলপুর বিভাগ—১ম শ্রেণী

ধীরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু দেওঘর, অরুণ কুমার মুখো জামালপুর, বনমালী দাস জামতাড়া

৩য় শ্রেণী

দামোদর ঝা বাঁকা, যমুনা প্রসাদ টি এন জুবি, টৈনং জমীরুদ্দীন আমুই. মেদিনীপ্রসাদ মুঙ্গের, বসন্ত লাল পূর্ণিয়া, সূর্য্যকুমার দাস ঐ, শ্রীপতি লাল ঘোষ জামতাড়া, শশিভূষণ রায় দেওঘর জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ দার্জ্জিলিং।

উড়িষ্যা বিভাগ—২য় শ্রেণী

সুশীল বসু র‍্যাভেন্স, বাঙ্কানিধি পাটনায়েক ১ শৈলেন্দ্র ঘোষ কটক, সুধীর বসু র‍্যাভেন্স,

৩য় শ্রেণী

উদয় নাথ ভঞ্জ নায়ক র‍্যাভেন্স, প্রমোদ দে ঐ বিনোদ মহান্তি ঐ, রবীন্দ্র বন্দ্যো ময়ূরভঞ্জ, গজেন্দ্র দাস বালেশ্বর, ধর্ম্মানন্দ ত্রিপাঠী পুরী, ক্ষিতীশ সেন সম্বলপুর মদনমোহন প্রধান ঐ।

ছোটনাগপুর—২য় শ্রেণী

জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ গিরিডি, অধর পাঠক পুরুলিয়া

৩য় শ্রেণী

নেওয়াল কিশোর হাজারিবাগ, বিজয় বিহারী সিংহ রাঁচি রাধরমন দুবে পালামৌ, সুবল মজুমদার রঘুনাথপুর, প্রমথরায় চাইবাসা।

আদিমবাসীদের জন্যবৃত্তি—৮৲

প্রভুদয়াল কচ্ছপ রাঁচি, খ্রীষ্টশরণ রাঁচি

স্ত্রী দিগের জন্য বৃত্তি—১ম শ্রেণী ২০৲

উইলহেলমিনা ডাইওশিসন

২য় শ্রেণী—১৫৲

চৈত্রা বসু লরেটো হাউস কলিকাতা

৩য় শ্রেণী—১০৲

কুসুমকুমারী সরকার ইউনাইটেড্ ফ্রিচর্চ

ভ্রমসংশোধন

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার ফলে [১] ভাটপাড়া কেন্দ্রে কাব্য ও সাংখ্যের বিভাগ লেখা নাই। উহা ২য় বিভাগ হইবে। (২) বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতিতে মিশ্র কৃত্তিবাস বস্তাটোল মিশ্র লক্ষীধর রাজকুমার টোল মিশ্র লক্ষীধর রাজনারায়ণ টোল ব্যাকরণে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ। [৩] কলিকাতা পণ্ডিত সভা কেন্দ্রে সমজদার রামচন্দ্র বেদান্তে ২য় বিভাগ উত্তীর্ণ। [৪] নড়াইল কেন্দ্রে ব্যাকরণের পরীক্ষায় চক্রবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্র বারইখালি এবং গঙ্গোপাধ্যায় রজনীকান্ত বলিকপুর ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ।

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার ফল।

বর্ণমালানুসারে

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন বাঁকীপুর

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

উপাধ্যায় বিষ্ণুদেবদত্ত খরখরা

রামপতি রামচিজ পাণ্ডে বক্সার

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্র ধর্ম্মরাজ ওঝা বাঁকীপুর

জৌর সর্ব্বজীব জগন্নারায়ণ মিশ্র মুজাফ্ফরপুর

চৌবে রামনারায়ণ রামচিজ পাণ্ডে যাবোয়া
চৌবে বাসুদেব রঘুবীর শরণ উপাধ্যায় সদেশপুর
দেবধারী ঠাকুরপ্রসাদ দ্বিবেদী দেবঘরা
রাম মিত্র রাজেশ্বর শর্ম্মা শ্রীগয়া
চন্দ্র সত্যদেব শর্ম্মা ধনা
রামমোহন জয়নন্দন শর্ম্মা রামবিঘা
রাজেন্দ্র হরিহর শর্ম্মা পাটনা
শ্রীনারায়ণ ঐ ঐ
সচ্চিদানন্দ শিবনন্দন ত্রিপাঠী বাকীপুর
অম্বিকা হরিহর শর্ম্মা ঐ
রামগোবিন্দ রাধাবর বাজপেয়ী গুড়হাটী
ভারত গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
বিষ্ণুদত্ত দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
ব্রহ্মদত্ত ঐ ঐ
গৌরীশঙ্কর ঐ ঐ
গণেশ দত্ত ঐ ঐ
শম্ভুদত্ত ঐ ঐ
জগন্নাথ রামনন্দন পাণ্ডে আরা
জয়রাম রামদেব ত্রিপাঠী বেরাপাড়া
জগদীশ দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
কপিলদেব লক্ষ্মীকান্ত ঝা চাতরা
কুঞ্জবিহারী গৌরীলাল মিশ্র টিকারী
নরসিংহ দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটী
লাখুনী মনবাহাল মিশ্র শামসুন্নগর
শুধ কিশোর রামনন্দন পাণ্ডে আরা
পুরুষোত্তম দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
রামদত্ত রামনন্দন পাণ্ডে আরা
রামপ্রসাদ দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
রামানন্দ গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
রামযজ্ঞ সূর্য্যমিশ্র আরা
রামকৃষ্ণ শিবপূজন ত্রিপাঠী গৌরী পাঠশালা
রামসেবক দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
রামকান্ত হরিহর শর্ম্মা পাটনা
সচ্চিদানন্দ গোবিন্দপ্রসাদ টীকারী
শিবনন্দন গৌরীলাল মিশ্র ঐ
সীতারাম রামনারায়ণ মিশ্র ছাপরা কঃ
উমাপ্রসাদ দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটী
বিষ্ণুদত্ত গৌরীদত্ত মিশ্র মুরাদপুর
ওঝা মহাবীর দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
রামসেবক রাজেশ্বর শর্ম্মা শ্রীগয়া
শিবদেব সূর্য্য মিশ্র আরা
পাণ্ডে ... দেব লক্ষ্মীকান্ত ঝা চাতরা
... নাথ দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
বি... ঐ ঐ
বিশ্বেশ্বর ঐ ঐ

বিক্রমাদিত্য জয় প্রকাশ পাঠক দিনাপুর
দুঃখিতানন্দ যদুনন্দন মিশ্র জগদীশপুর
গৌরী অযোধ্যদেব শর্ম্মা পাটনা
যামবর্ণতি শ্রীকণ্ঠ মিশ্র লক্ষ্মী পাঠশালা
জনকধারী গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
জগন্নাথ কৈলাসপতি পাঠক নয়াতলা
যাগেশ্বরানন্দ যদুনন্দন মিশ্র জগদীশপুর
কৈলাসপতি দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
ললিতানন্দ রঘুবীর শরণ উপাধ্যায় সদেশপুর
নারায়ণ বাসুদেব শর্ম্মা পাটনা
নগ রামচিজ পাণ্ডে যাবোয়া
নন্দলাল কৈলাসপতি পাঠক নয়াতলা
নৃপতি গৌরীলাল মিশ্র টিকারী
রামচরিত্র রামনন্দন পাণ্ডে আরা
রামলক্ষণ রঘুবীর উপাধ্যায় সদেশপুর
রামলক্ষণ ঐ ঐ
রামচন্দ্র শিবপূজন ত্রিপাঠী গৌরী পাঠশালা
রামনারায়ণ দেবচরণ মিশ্র পিপরপটী
রঘুনন্দন সর্ব্বানন্দ ত্রিপাঠি বাকীপুর
রামরত্ন দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
সীতারাম শিবপূজন ত্রিপাঠি গৌরী পাঠশালা
তালুকরাজ সূর্য্য মিশ্র আরা
ত্রিবেণী লালুরাম শর্ম্মা আমনাপুর
বিন্ধ্যেশ্বরী গৌরীলাল মিশ্র টিকারী
পাঠক বৈকুণ্ঠ রামলাল দত্ত বিলাপ
বলরাম রামচিজ পাণ্ডে সাহাবাদ
চন্দ্রশেখর দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
চন্দ্রদীপ রামনন্দন পাণ্ডে আরা
দুর্ব্বাসা রামদেব ত্রিপাঠি বরহরা
গণেশ দত্ত রাজেশ্বর শর্ম্মা শ্রীগয়া
জানকী শরণ দুঃখ মোচন হাতোয়া
কামেশ্বর দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
শ্রীকান্ত ঐ ঐ
শুকদেব গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ হরিনন্দন দ্বিবেদী ধর্ম্মসভা
মহাটা মথুনী প্রসাদ শিবনারায়ণ ত্রিপাঠী বাকীপুর
রামলাল দেবসহায় মিশ্র বেলখারা
সিং বৈকুণ্ঠ ঐ ঐ
শিবপ্রসাদ শিবনন্দন ত্রিপাঠী বাকীপুর
জগদেব দেবসহায় মিশ্র বেলখারা
মহাত্ম কুলদীপ হরগোবিন্দ পাণ্ডে বাকীপুর
রঘুবংশ দেবসাই মিশ্র বেটখারা
ঝা অর্জ্জুন দেবকুমার মিশ্র খকারি
ঔধপ্রসাদ গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
বাসুদেব দেবকীনন্দন মিশ্র আরাঙ্গাবাদ

চন্দ্রশেখর সত্যদেব শুক্ল গোদনা
ধরণীধর দেবদত্ত মিশ্র ধনা
হনুমানদত্ত শ্রীকান্ত লক্ষ্মী পাঠশালা
কালিন্দীকান্ত সত্যদেব শর্ম্মা গোদনা
কমলাদত্ত দেবদত্ত শর্ম্মা ধনা
কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ত্রিপাঠী কর্ণগঞ্জ
লক্ষণ দেবকীনন্দন মিশ্র আরঙ্গাবাদ
রামশরণ ঐ ঐ
রামচন্দ্র লালবিহারী শর্ম্মা গাবাত
সভাবচ্ছন শ্রীকান্ত শর্ম্মা, লক্ষ্মী পাঠশালা
শিবনন্দন গোপালদত্ত ত্রিপাঠী বাকীপুর
শ্যামাচরণ দেব... নন্দন মিশ্র আরঙ্গাবাদ
উমাদত্ত ... পাঠক বিলাত
শুকুল রামযজ্ঞ দেবকীনন্দন শুকুল জুবিলি পাঠশালা
স্বামী ভাগবতানন্দ হরিহর শর্ম্মা পাটনা
ঠাকুর ভাগবত দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
ত্রিপাঠী চন্দ্রিকা গৌরীলাল টীকারী
চক্রপাণি দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
নারায়ণ শিবনন্দন ত্রিপাঠী বাকীপুর
নন্দকুমার কৈলাসপতি পাঠক নয়াতলা
রামসত্য দেবীদত্ত মিশ্র ছাপরা কঃ
রামজন্ম জয় প্রকাশ পাঠক দিনাপুর
ত্রিবেণী ঐ ঐ
উমাপ্রসাদ হরগোবিন্দ পাণ্ডে বাকীপুর
তেওয়ারী পরেশ সর্ব্বানন্দ ত্রিপাঠী বাকীপুর
উপাধ্যায় দ্বারকা দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
ঝৌরী দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটী
ঝৌরী দেবদত্ত চরণ ঐ
নরসিংহ গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
রাজমঙ্গল সূর্য্য মিশ্র আরা
রাজারাম রামচিজ পাণ্ডে সাহাবাদ
বৈদ্য রমাপতি গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
বিষ্ণুদয়াল ...দেব শর্ম্মা শ্রীগয়া

কাব্য—২য় বিভাগ

চৌবে বৃন্দাবন সরযূপ্রসাদ মিশ্র আরা
দ্বিবেদী পরশুরাম জগদীশদত্ত শর্ম্মা টিকারী
মিশ্র গঙ্গানারায়ণ রামদেব ত্রিপাঠী সাহাবাদ
জানকী শরণ দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
জীবনন্দন দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটী
কাশীনাথ রামদেব ত্রিপাঠী বড়হরা
পরশুরাম গৌরীলাল মিশ্র টীকারী
রাজেশ্বর লক্ষ্মীকান্ত ঝা হাতোয়া
রামনারায়ণ জগদীশ দত্ত শর্ম্মা টিকারী
মুদ্রিকাশরণ মহাদেব দত্ত ত্রিপাঠী হাতোয়া

" শালিগ্রাম দেবদত্ত মিশ্র খরখরা
" শিবদয়াল দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটী
পাণ্ডে ভৃগুনন্দন দেবদত্ত মিশ্র পিপরপটী
" ধরমনাথ ঐ ঐ
" দেবনন্দন গোবীলাল মিশ্র টিকারী
" হরনন্দন দেবদত্ত ত্রিপাঠী পাটনা
" নিত্যরঞ্জন রামনারায়ণ ওঝা বাঁকীপুর
" রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বানন্দন ত্রিপাঠী ঐ
" রঘুনাথ রামদেব ত্রিপাঠী বরহরা
" রঘুবীর গোবিন্দ প্রসাদ মিশ্র টিকারী
" শুকদেব দুঃখমোচন ঝা হাতোয়া
পাঠক দুর্গা ব্রজবল্লভ পাণ্ডে ঐ
" জগন্নাথ কৈলাসপতি পাঠক নয়াতলা
" লক্ষ্মীনাথ জয় প্রকাশ পাঠক দানাপুর
" রামাবতার দুঃখমোচন ঝা হাতোয়া
" বৈদ্যনাথ দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটী
শর্ম্মা ওঁধ বিহারী রঘুবীর শর্ম্মা সদেশপুর
" নন্দনপ্রসাদ রঘুবীর দয়াল মিশ্র কাথগাছি
" গিরিজানন্দ রামসচিত শর্ম্মা আরা
ত্রিপাঠী কেদনাথ জয়প্রকাশ পাঠক দানাপুর
" কেশব ঠাকুর প্রসাদ দ্বিবেদী দেরহগনান
" মথুরাপদ রামদেব ত্রিপাঠী বরহরা
" রামপ্রসন্ন জয়প্রকাশ পাঠক দানাপুর
উপাধ্যায় সরস্বতীপ্রসাদ শিবপ্রসাদ উপাধ্যায় বক্সার
" সূর্য্য দেবতাচরণ মিশ্র পিপরপটি

বেদান্ত—১ম বিভাগ

ঝা দুঃখ মোচন হরিহর শর্ম্মা পাটনা

২য় বিভাগ

মিশ্র বেণীপ্রসাদ গোবিন্দ মিশ্র টীকারী

শুক্লযজুর্ব্বেদ—২য় বিভাগ

মিশ্র নরনাথ নারায়ণ দীক্ষিত খড়খড়া

মীমাংসা—১ম বিভাগ

চৌধুরী বিশ্বম্ভর হরিহর শর্ম্মা পাটনা
ঝা সুভদ্রা ঐ ঐ

২য় বিভাগ

মিশ্র ভাগবত প্রসাদ গোবিন্দ প্রসাদ মিশ্র টীকারী
ত্রিপাঠী যমুনাপ্রসাদ হরিহর মিশ্র পাটনা

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

দ্বিবেদী রামনীহার বিক্রমাদিত্য মিশ্র ছাপরা
মিশ্র অম্বিকাদত্ত জগদীশ ঝা গয়া
" রাধাকান্ত ধরানন্দন শর্ম্মা গোদনা
" রাজেশ্বর বিশেশ্বর ঝা হাতোয়া
" ব্রহ্মচারী জগদীশ ঝা গয়া
পাণ্ডে অমৃত ঐ ঐ
" জটাধারী ঐ ঐ
ত্রিপাঠী ভুবনাথ ধরানন্দ শর্ম্মা গোদনা
ঠাকুর কুশেশ্বর জগদীশ ঝা গয়া

হিতকারিণী সভা জব্বলপুর

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

গৌতম পরমানন্দ রাম অবতারজি মুরালা

মিশ্র গঙ্গাপ্রসাদ গোবিন্দ শাস্ত্রী জব্বলপুর
পাণ্ডে পরমেশ্বর প্রসাদ দত্ত শর্ম্মা দেবাস্থা
শুক্ল বর্দ্ধা প্রসাদ গোবিন্দ শাস্ত্রী জব্বলপুর

সংস্কৃত স্কুল কমিটি সম্বলপুর

দত্ত ভানু হেদিলাল পাঠক সম্বলপুর
তেওয়ারী ভায়ালাল ঐ ঐ
উপাধ্যায় সখারাম ঐ ঐ

চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনী সভা

মীমাংসা—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী নন্দকুমার কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ আটখাইন
বিদ্যারত্ন কমলকৃষ্ণ কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ধরলা, চট্টগ্রাম

সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষার ফল।

বর্ণমালানুসারে

[প্রথমে ছাত্র পরে অধ্যাপকের নাম এবং শেষে অধ্যয়ন স্থান, এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত]

ভাটপাড়া।

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী গণেশ ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ হুবলহাটী
রায় সহদেব গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী মক্ মানভূম

দ্বিতীয় বিভাগ

বসাক হরকান্ত ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ হুবলহাটী
ভট্টাচার্য্য যতীন্দ্র ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
" বিশ্বনাথ দ্বারকেশ তর্কভূষণ সিয়ারসোল
" কান্তি নারায়ণ স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া
" কালীকান্ত দ্বারকেশ তর্কভূষণ সিয়ারসোল
" যোগেশ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মীপুর
দাস শরৎ ললিত মোহন স্মৃতিতীর্থ হুবলহাটী
মজুমদার প্রফুল্ল কেশবচন্দ্র শিরোমণি হাড়মাসড়া
মুখো যামিনীকান্ত ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ হুবলহাটী
সরকার রাধিকা গোষ্ঠবিহারী চৌধুরীমক
" রামপদ ঐ ঐ
" শুকদেব ঐ ঐ

কাব্য—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য শরৎ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
নাথ রাজেন্দ্র বিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ ধলচিটা

২য় বিভাগ

অধিকারী ললিত ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ হুবলহাটী
বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রচরণ নারায়ণ চন্দ্র কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া
ভট্টাচার্য্য যোগেন্দ্র ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
" নরেন্দ্র দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর
" পঞ্চানন নারায়ণ কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া
" রাখালদাস দ্বারকেশ তর্কভূষণ সিয়ারসোল
" রমেশ রামময় বেদান্ত কদমতলা অম্বর চতুঃ
" সারদাপ্রসাদ প্রাইভেট
" সতীন্দ্র অমরনাথ স্মৃতিরত্ন ভাটপাড়া
" শিবনারায়ণ কাব্যতীর্থ ঐ
" সুবন্ধু ঐ ঐ
চট্টো যোগ ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ হুবলহাটী
" মোহিত যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্নগর

চক্রবর্ত্তী রাজমোহন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
" ক্ষিতিপতি নারায়ণ কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া
গঙ্গোপাধ্যায় রাজেন্দ্র ললিতমোহন স্মৃতি চুবল
দাসগুপ্ত চন্দ্রশেখর রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মধুতটী
চৌধুরী বাসুদেব ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা
মুখো বিজয় অমর নাথ স্মৃতিরত্ন ঐ
রায় তারানাথ সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চু
বিশ্বনাথ চতু

সাংখ্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বাণীকণ্ঠ যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্ন
কাব্যতীর্থ তারানাথ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাব
ব্যাকরণতীর্থ যোগেন্দ্র ঐ ঐ

আর্য্য শিক্ষা সমিতি কোটালীপা

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য হরিদাস বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন উনাশি
" সতীশ গোবিন্দ ব্যাকরণ তীর্থ ঐ
চক্রবর্ত্তী রঘু বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন ঐ
ঠাকুর নারায়ণ চন্দ্র ঐ ঐ

সাংখ্য—২য় বিভাগ

দাসগুপ্ত আশু গোবিন্দ ব্যাকরণতীর্থ উনাশিয়

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন বাঁকীপুর

ব্যাকরণ—১মবিভাগ

পাঠক জগদানন্দ ঠাকুর প্রসাদ দ্বিবেদী দেড়

২য় বিভাগ

দাস হনুমান হরিহর শর্ম্মা পাটনা
দ্বিবেদী ভাগবত জগদীশ দত্ত শর্ম্মা টীকারী
ঝা গণেশ দত্ত হরিহর শর্ম্মা পাটনা
" হরিনন্দন ঐ ঐ
" মোহিত ঐ ঐ
পাণ্ডে রামপ্রতাপ জগদীশ দত্ত শর্ম্মা টীকারী
পাঠক রামেশ্বর দেবদত্ত মিশ্র খড়খড়া
" শুকদেব রামনন্দ পাণ্ডে আরা
মিশ্র রাধাবল্লভ সর্ব্বানন্দ ত্রিপাঠী বাঁকীপুর
" রামানুগ্রহ দেবদত্ত মিশ্র খড়খড়া
" শুভাকরণ ঐ ঐ
শর্ম্মা চন্দ্রদীপ বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী মথুরাম পাঠশ
" বচনলাল বসানন্দ শর্ম্মা রাণীবিঘা
" খেহ শিবধ্যান ত্রিপাঠী বক্সার
" রামেশ্বর দত্ত ঐ ঐ
" রামকরণ ঐ ঐ
" রামনারায়ণ মহাদেব শুক্ল গোদনা
ত্রিপাঠী পরমহংস রামচরিত্র পাণ্ডে মাঝোয়া
" রামপ্রসাদ রামদেব ত্রিপাঠী বরহরা
" রামদত্ত রামানুগ্রহ দ্বিবেদী আমহুর
" সূর্য্য জয় প্রকাশ পাঠক দানাপুর
বৈদিক সাধুশরণ শ্রীকান্ত শর্ম্মা জাহানাবাদ
বাজপেয়ী মুরলীধর হরিহর শর্ম্মা পাটনা

" কেশব রঘুনাথ মিশ্র নরসিংহ গড়
" শ্রীপতি মুরারি মোহন বাচস্পতি কোটবাড়
দেবতা রজনী ঐ ঐ
ঝা দেবকৃষ্ণ যোগী ঝা কলিকাতা
" গোবৰ্দ্ধন ঐ ঐ
" ঋদ্ধি ঐ ঐ
জোয়াদ্দার সুরেন্দ্র ভবেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী গুঁড়া
মিশ্র অবোধ দেবী দত্ত মিশ্র বেণীমাধব পাঠশালা দারাগঞ্জ আলাহাবাদ
" জটাধর যোগী ঝা কলিকাতা
" রমানাথ ঐ ঐ
মুখো চারু পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য সং কং
" লক্ষণ গোপাল দাস শাস্ত্রী নাগের বাজার
শর্ম্মা ভবানী সভাপতি উপাধ্যায় বেনারস
সেন গুপ্ত অক্ষয় পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য সংকঃ
ঠাকুর কনক লাল যোগী ঝা কলিকাতা
" রাধাচরণ কালীনাথ স্মৃতিরত্ন ঐ
গোস্বামী অনন্ত তারক নাথ স্মৃতিরঞ্জন ঐ

কাব্য—১ম বিভাগ

মিশ্র রামচন্দ্র রঘুনাথ মিশ্র নরসিংগড়
ব্যাস গণেশদত্ত প্রাইভেট বিকানীর

২য় বিভাগ

বন্দ্যো গোপীমোহন কেদার নাথ স্মৃতিতীর্থ সোণারপুর
ভট্টাচার্য্য অমূল্য প্রাইভেট হাওড়া
,, রামাচরণ আশুতোষ কাব্যতীর্থ কলিকাতা
,, ভব বিভূতি হৃষীকেশ শাস্ত্রী ভাটপাড়া
" বিধুভূষণ রাখালদাস ন্যায়রত্ন কলিকাতা
" ধীরেন্দ্র রামরত্ন বেদান্তরত্ন চুঁচুড়া অমর চতুঃ
" গুরুপ্রসন্ন গোপালদাস শাস্ত্রী নাগের বাজার
" হরেন্দ্র রঘুবীর দ্বিবেদী কলিকাতা
" জ্ঞানেন্দ্র রাখালদাস বিদ্যারত্ন হাওড়া
" জানকীনাথ আশুতোষ কাব্যতীর্থ কলিকাতা
" কালীচরণ কলিকাতা সংকঃ
" কৃষ্ণনারায়ণ হরিকিশোর কাব্যতীর্থ খড়দহ
" নগেন্দ্র আশুতোষ বিদ্যাভূষণ কলিকাতা
" রাজেন্দ্র ব্রজেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর
" রামানন্দ অভয়াপদ স্মৃতিতীর্থ শিবপুর
" রামধন রামরত্ন বেদান্তরত্ন চুঁচুড়া অমর চতুঃ
" শরৎ গোপালদাস শাস্ত্রী নাগের বাজার
চক্রবর্ত্তী ব্রজেন্দ্র চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ কলিকাতা
,, ধীরেন্দ্র হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
,, মন্মথ রামরত্ন বেদান্তরত্ন চুঁচুড়া অমর চতুঃ
" মহেন্দ্র মধুসূদন কাব্যরত্ন গোপালপুর
" সতীশ গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ পাবনা
চৌধুরী যামিনী হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
দাস আশুতোষ অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি কলিকাতা
দ্বিবেদী সীতাশরণ যোগী ঝা বড়বাজার কলিকাতা
মিশ্র রঘুনাথ ঐ ঐ
মুখো কিশোরী বসন্তকুমার তর্কনিধি কলিকাতা
ওঝা ব্রজনন্দন যোগী ঝা ঐ
পাণ্ডা সত্যানন্দ রঘুনাথ মিশ্র নরসিংপুর
রায় চৌধুরী আশুতোষ বসন্তকুমার তর্কনিধি কলিকাতা
সর্ব্বজ্ঞ ফুলচাঁদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নবীপুর
শর্ম্মা মাগনলাল শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী গোলাগুলি
সেনগুপ্ত সতীশ চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ কলিকাতা

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অমৃতহরি মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
,, বিহারী লাল দেবী প্রসন্ন স্মৃতিভূষণ গোয়াড়ী
,, হংসনাথ মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
,, মহেন্দ্র হরিদাস বিদ্যানিধি কলিকাতা
,, প্রসন্ন রামগোপাল স্মৃতিরত্ন কয়ারবাগান
,, সুরেন্দ্র ভোলানাথ স্মৃতিতীর্থ পাড়াতল
চট্টো ত্রৈলোক্য গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ বালী
চক্রবর্ত্তী বামাচরণ অনাথবন্ধু সিদ্ধান্তবাগীশ কলিকাতা
মুখো দাশরথি মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়
,, শশিশেখর ঐ ঐ
ব্যাকরণ হারান অনাথবন্ধু সিদ্ধান্তবাগীশ কলিকাতা

ন্যায়—২য় বিভাগ

চৌধুরী ক্ষিতীশ মহাঃ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মূলাজোড়
শর্ম্মা জানকীনাথ কলিকাতা সংকঃ

সাংখ্য—১ম বিভাগ

ব্যাকরণতীর্থ সুরেন্দ্র দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বিশ্বেশ্বর সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ কলিকাতা
" কামিনী প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন খলিসপুরা
চক্রবর্ত্তী ভবতারণ কালীপদ কবিরত্ন কলিকাতা
মিশ্র মহেশ্বর যোগী ঝা কলিকাতা
সমজদার আশুতোষ রাখালদাস ন্যায়রত্ন কলিকাতা

বেদান্ত—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্র রামরত্ন বেদান্তরত্ন চুঁচুড়া অমর
মুখো অক্ষয় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য উমাচরণ কলিকাতা সং কঃ
বুথ হরিহর ঐ ঐ
শর্ম্মা রঘুবীর গৌরীশঙ্কর শাস্ত্রী বড়বাজার

মীমাংসা—২য় বিভাগ

কাব্যতীর্থ রামরঞ্জন কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ভা

শুক্লযজুর্ব্বেদ—১ম বিভাগ

কাব্যতীর্থ ধর্ম্মকান্ত হরনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য তারকনাথ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ বৈঃ

চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনী সভা।

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী গোলাপ বগলাচরণ ব্যাক সাংখ্যতীর্থ জগ
" শ্রীমতী বাগেশ্বরী ঐ ঐ

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষ উমাচরণ তর্করত্ন কেলিসঃ
" নীরঞ্জন কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখালি
" রাম কানাই ঐ ঐ
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ বগলাচরণ ব্যাকরণ সাং তীর্থ জগ
চক্রবর্ত্তী মহিম কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ধরলা
দাস প্রমোদ উমাচরণ তর্করত্ন কেলিসহর
দেব শর্ম্মা চন্দ্রকান্ত শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ মুনিসাপ
দে রজনী কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ধরলা
শর্ম্মা রমেশ কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখালি
রক্ষিত সুরেন্দ্র শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ পটীয়া

সাংখ্য—১ম বিভাগ

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্র বগলাচরণ সাংখ্যতীর্থ জগৎপুর

বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

বন্দ্যো বসন্ত আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকো
" নকুলেশ্বর ঐ ঐ
ভট্টাচার্য্য অম্বিকা অশ্বিনী কুমারস্মৃতিরত্ন জলা
" রামানন্দ আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকো
চক্রবর্ত্তী গঙ্গাচরণ ঐ ঐ
" শরচ্চন্দ্র চন্দ্রমোহন বিদ্যালঙ্কার আগলপাশা

কাব্য—২য় বিভাগ

বন্দ্যো চিন্তাহরণ আশু কাব্যতীর্থ খলিশাকোট
ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মীকান্ত ঐ ঐ
চট্টোপাধ্যায় বীরেশ্বর যদুনাথ কাব্যরত্ন বানরীপ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য চিন্তাহরণ প্রসন্ন স্মৃতিরত্ন খলিসাকোট
চট্টোপাধ্যায় শরচ্চন্দ্র ঐ ঐ

বৰ্দ্ধমান বিজয়কেন্দ্র।

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দীনবন্ধু বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন উনাশিয়া
" পঞ্চানন পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর

চট্টো পাধ্যায় অক্ষিভূষণ রামচন্দ্র বাচস্পতি বালিয়া
চক্রবর্ত্তী ললিত রাধিকা তর্কতীর্থ গোপালপুর
শুক্ল জগদিশেন্দ্র শিবধ্যেয় শর্ম্মা বড়মৌরিয়া
মজুমদার আশু বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ ইন্দাস
মুখো কালীপদ শশিভূষণ ন্যায়রত্ন অযোধ্যা বাঁকুড়া
মিশ্র মহাবীর সীতারাম মিশ্র গণেশপুর
উপাধ্যায় ভুবনেশ্বর জগদীশ কাব্যতীর্থ পালগঞ্জ

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বেণী সতীকান্ত বাচস্পতি বর্দ্ধমান বিজয়
" ভূদেব বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ ইন্দাস
" তিনকড়ি ক্ষেত্রনাথ কাব্যতীর্থ চাকাই
চট্টো কালীকিঙ্কর বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর
মুখো ভোলানাথ ঐ ঐ
পাঠক গোবিন্দ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বিজয়কেন্দ্র বর্দ্ধ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

কাব্যরত্ন সিদ্ধেশ্বর শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান

ন্যায়——২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রাইচরণ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান বিজয়
" রত্নাকর ঐ ঐ

বেদান্ত—২য় বিভাগ

বন্দ্যো রসময় কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ গলিয়া
রায় মধুসূদন বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান

পুরাণ—১ম বিভাগ

কাব্যতীর্থ মাখন বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান বিজয়

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন ভগলপুর

ব্যাকরণ ২য় বিভাগ

আচার্য্য নেওয়ালকিশোর কর্ণগড়
ঝা গোবর্দ্ধন ভাগবতনারায়ণ ঝা লক্ষ্মীপুর
পাঠক বদ্রিনাথ মহেশ ঝা সুলতানগঞ্জ

কাব্য ১ম বিভাগ

শর্ম্মা বদ্রিনারায়ণ শ্রীকণ্ঠ শর্ম্মা জাহানাবাদ

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

আচার্য্য ভূষণ বাধান ঝা কর্ণগড়
চন্দ্রশেখর ঐ ঐ
...বিতলাল চুনিজলাল ঠাকুর লক্ষরি
শ্রীধর শ্রীহরি ঝা পাঁচগাছিয়া
সুধাকর রঘুনন্দন মিশ্র রতনপুর
...র কুশেশ্বর শ্রীহরি ঝা পাঁচগাছিয়া
বৈদ্যনাথ ঐ ঐ

বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

তিজনার্দ্দন লোকনাথ কাব্যতীর্থ সোরো

২য় বিভাগ

দাস কানাই চন্দ্র বাসুদেব মিশ্র ভদ্রক
" কুমার নারায়ণ রুদ্র নারায়ণ কাব্যতীর্থ নাম্পু

গোস্বামী উমেশ রামচন্দ্র সংপতি ভদ্রক
মিশ্র অনন্ত বৈষ্ণবচরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ
" দীনবন্ধু রুদ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ নাম্পু
মহাপাত্র পুরুষোত্তম বৃন্দাবন মহাপাত্র খিকরা
পাইন মধুসূদন যজ্ঞেশ্বর কাব্যতীর্থ বস্তা
সংপতি প্রহ্লাদ বাসুদেব মিশ্র ভদ্রক
ত্রিপাঠী ভাগীরথী বৈষ্ণব বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ

কাব্য—২য় বিভাগ

দাস হরিকৃষ্ণ কালীচরণ কাব্যতীর্থ বালেশ্বর
" কুলমণি ঐ ঐ
" জনার্দ্দন অনিরুদ্ধ কাব্যতীর্থ টরাম
মিশ্র লক্ষ্মীকান্ত কৃত্তিবাস ন্যায়রত্ন অমরদাটোল
পাণ্ডা গঙ্গাধর মহেন্দ্র নাথ স্মৃতিরত্ন দেহুরদাটোল

পুরাণ—২য় বিভাগ

কাব্যতীর্থ শ্যামসুন্দর বুদ্ধিনাথ কাব্য তীর্থ ময়ূরভঞ্জ

বাকলা আর্য্য সম্মিলনী সভা

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য ললিত প্রফুল্ল বেদান্ততীর্থ হরিণাহাটী
তত্ত্ববাস লক্ষ্মীকান্ত ললিত মোহন দাসগুপ্ত গৈলা
দাসগুপ্ত নরেন্দ্র বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন নারায়ণপুর
সেনগুপ্ত ললিত ললিত মোহন দাস গুপ্ত গৈলা

কাব্য ২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী বৈকুণ্ঠ ললিত মোহন দাসগুপ্ত গৈলা
" শরৎ প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ হরিণাহাটী
সেনগুপ্ত কুঞ্জ ললিত মোহন দাসগুপ্ত গৈলা

বহরমপুর পণ্ডিত সভা

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য মেধাতিথি রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর
" ত্রিপুরানাথ ঐ ঐ
সেনগুপ্ত অশ্বিনী রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ কাঁদি

২য় বিভাগ

বন্দ্যো রামনৃসিংহ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর
চক্রবর্ত্তী কেদার ত্রৈলোক্য স্মৃতিভূষণ লালগোলা
গুপ্ত বিভূতি রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর
" বিমলানন্দ সুরেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ গোপালপুর
" পুণ্ডরী কাক্ষ ঐ ঐ
রায় চৌধুরী রমেন্দ্র নারায়ণ গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পাকলা
সেনগুপ্ত ব্রজেন্দ্র ঐ ঐ

কাব্য—২য় বিভাগ

বন্দ্যো ক্ষিতীশ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর
ভট্টাচার্য্য সাতকড়ি রামতারণ কাব্য স্মৃতিতীর্থ হেতমপুর

মুখো বদুনাথ রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ কান্দি

স্মৃতি—১ম বিভাগ

পাঠক রমেশ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার কাঠমাপাড়া

২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী হরকান্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন বহরমপুর
সাংখ্যতীর্থ সত্যনারায়ণ শশিভূষণ শিরোমণি গঙ্গাটিকুরী

ন্যায়—২য় বিভাগ

ভটাচার্য্য দীনেশ চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর
সেন কবিরাজ রমানাথ ঐ ঐ

সাংখ্য—১ম বিভাগ

বাগচি যোগীন্দ্র চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ বহরমপুর

২য় বিভাগ

ভটাচার্য্য বংশীধর সারদা কবিভূষণ রাজারামপুর
" হরেন্দ্র চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর

পুরাণ—২য় বিভাগ

ভটাচার্য্য বিধুভূষণ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার কাঠমাপাড়া

মীমাংসা—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী ঈশ্বর দুর্গা সুন্দর কৃতিরত্ন বহরমপুর

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate 2nd master, strong in Mathematics for the Kumar Mohim Chandra Institution, Saktipur po, Dt. Murshidabad. Pay Rs 50 per mensem. The place is 3 miles off the Rajnagar Station E B S R and is on the Bhagirathi.

A K...tha Hd Pandit for H E School S...gur on Rs 20 and free lodging. Apply to Babu Pramatha Nath Burman Singur, Dt. Hooghly.

An Entrance passed Hd master for the Karnait M E school on Rs 25 a

month if he be a Mahomedan, with free board, and lodging. Po Raniśankail. Dt Dinajpur.

For the Ram Lal Academy Chakdaha (Nadia) a graduate, strong in English and History on Rs 40—50 and Normal passed Pandit (3rd year passed will be preferred) on Rs 15 to 18 according to qualifications. Apply before 25th inst.

A Hd master and a 2nd master for the Khagole E I R Aided H E school on Rs 60 and Rs 40 respectively. Graduates who will stick to the posts for at least 2years will appy.

For the three Bezbaroa High school Dt. Sibsagar, Assam, four graduates on Rs 50. Apply to D Bezbaroa. 71II. Cornwallis street, Calcutta.

An F A Hd master for the Gopinathpur M E school, on Rs 25 per month. Po Mela Gopinathpur Bogra.

A graduate Hd master strong in English on Rs 50 a graduate 2nd master strong in Mathematics on Rs 45 a 4th master an F A on Rs 25 and an English knowing Hd Pandit on Rs 25 for the Naldanga Bhushan H E school Dt Jessore. There is a hostel attached to the school and the charges for board and lodging are Rs 6 per head per month.

A Hd Pandit on 14 at present, knowing new system, free board and lodging and private tuition available—Khalisabhanga M E school, po Contai Midnapur.

An F A plucked strong in English and Mathematics as Hd master for the Tasmala and Sarberia M E school. Pay according to qualification with free board and lodging. Po. Gocharan, 24 perg.

For the Lalgola H E school—(1) a graduate strong in English on Rs 40 to 45 with free quarters, (2) an F A on Rs 15 free lodging, (3) an Entrance passed on Rs 15 free quarters, (4) one K byatirtha Hd Pandit on Rs 20 free lodging. po. Lalgola, Dt. Mursidabad.

A Brahmin Hd Pandit knowing new system, on Rs 16 ; with free board and lodging for 6 months at present Belgharia M E school, po Patul, via Natore. Dt Rajshahi, the place is near Basudebpur E B S Ry.

A graduate Hd master, strong in English, for the Panditsar H E school Dt Faridpur on Rs 60—75 in three years: quarters free.

An F A Hd master for the Bhandaria M E school Dt. Barisal on Rs 25 a month.

For the aided Jubille High school at the Subdivisional town of Sonamgonj Dt. Sylhet, a graduate teacher on Rs 40 (optional subject taken to be stated in the appliartion), a trained second Pandit on Rs 25 and an English knowing third Pandit on Rs 15

A B course graduate Hd master for the Mugkalyan (Howrah District) H E school on Rs 50 per month. Apply to Babu Sital Chandra Ghosal Pleader, Uluberiah (Howrah)

An A course B A as Hd master and a B course B A as 2nd master for the Gokarna P M H E school on Rs 60 and 40 a month respectively at present. Apply to the proprietor Gokarna P M H E school, Murshidabad.

An English knowing Hd Pandit for the Midnapur town H E school, on Rs 25 a month.

An F A as the Hd master for the Monaitala M E school, on Rs 15—20 per mensem. Lodging and Boarding available by private tuition. Apply to K C Vadi Assistant Secretary Monai tala M E school po Kurmun, Burdwan.

For Ullapara M E school po. Mapara Pabna, a plucked B course B A as 2nd master on Rs 35 rising to Rs 40 and an Entrance as 6th master on Rs 15to 17.

An F A 4th master for the Somrah D C H E school. Salary according to qualifications. Private tuition available. Po. Sorura, Dt. Hugli.

A graduate 3rd master for the Chittagong H E school on Rs 50. A B A with honours in Sanskrit preferred Must stick at least 2 years.

A 2nd assistant for the Dubalhati H N school and a Sanskrit teacher on Rs 40 rising to Rs 45 and Rs 25 rising to Rs 30 respectively. For the former a graduate strong in Mathematics will have preference and the latter sho be an F A. of the Sanskrit Colle Dubalhati. (Rajshahi).

A Hd master for the Malkhan H E school on Rs 60 rising to Rs A graduate, strong in English, expe enced and successful as Hd maste a High English school, shall be p ferred.

An F A teacher as Hd master the Bally M E school on Rs 25. stick for a year at least. Apply Babu Shama Charan Mukerji po Ball

An F A Hd master a bonafi teacher for Nagarkanda M E scl Pay Rs 25 with prospect of tuitic Po Nagarkanda, Faridpur.

For the Jamirta H E school graduate as the first additional mast on Rs 40 with free quarters. Privat tuition available po Jamirta, Pabna.

A graduate, 2nd master, strong Mathematics. For Bhudruck H school on Rs 50.

A Hd Pandit Normal for the Sohadal M E school on Rs 12 to 15 per month. Lodging and boarding free Salary according to qualification Sohagdal po, Barisal.

A F A Hd master for Khalboali M E school on Rs 22 a month wit lodging po Khalboalia, Nadia.

A graduate strong in English and Mathematics for the Maju R N Basu H E school on Rs 40 to 45 according to qualification. Board and lodging free on private tuition. Po. Maju Dt Howrah.

A B course graduate for the Salar Edward H E school on Rs 45 with free lodging. Private tuitions availlabl 10 miles distant from Plassy, Rail way station.

A Hd master for the Painta M E school on Rs 15 per month. Lodging and boarding free. Apply at once to W C Dutt. Painta, Kaiti po Burdwan

An F A Hd master for the Lakhuria M E school Kaligung po. (Nadia) Rs 25 free lodging po Kalijung Nadia.

A B course graduate asst Hd master on Rs 45 rising to 50 and a Normal

ird year passed Hd Pand t on Rs 20 the Sammilani Institution Jessore. ply to the Hd master. There is a arding house attached to the school.

A B A plucked asst Hd master Ka[illegible]i H E school on Rs 25 a [illegible]h free board and lodging. [illegible] po. (Faridpur)

A B course graduate as Hd master the Mugkalyan H E school on [illegible] per mouth. Apply to Babu [illegible] Behari Mitter B A B L Superindent of the Mugkalyan H E school Mugkalyan, Dt Howrah.

An F A for the M E school Ilum[illegible] 11 miles from Bolepore E I R Rs [illegible] a mouth with free board [illegible]lodging. Apply to B S Mukerjee [illegible] Chatterjee Ilambazar po. via [illegible]pore

A graduate Hd mastor for the Rol [illegible] Tayyab Institution (Bankurah Rs 65 per month: free lodging.

A graduate strong in History and [illegible]graphy for Nilphamari H E school, Rangpur, on Rs 45 per month. Apply to the Hd master.

An F A or a plucked B A as 3rd [illegible] for the Beldanga H E school [illegible] Rs 25 a month. Po. Beldanga. Dt [illegible]dabad.

A B A with Honours in Mathe[illegible] for the Jangipur H E school [illegible]shidabad) on Rs 50 a mouth.

An A course graduate (Honours in [illegible] preferable) as Head master, [illegible] a B course graduate, as 2nd master [illegible] Rs 55 and Rs 45 respectively, with [illegible]spects of increment within a year [illegible]arding and lodging free. Sholak [illegible] union Institution po Sholak [illegible].

জেলা [illegible]ওড়া, আমতা হইতে তিন ক্রোশ [illegible] মবা স্কুলে নর্ম্মাল পাশ দ্বিল ডুইং [illegible] শিক্ষক। বেতন ১৬৲ টাকা অথবা [illegible] ১৪৲ টাকা। পোঃ রায়চক জেলা [illegible]।

[illegible] মইং স্কুলে এফ, এ, পাশ হেঃ [illegible] বেত[illegible] টাকা। এবং আশ্রা।

জেলা দিনাজপুর, পোঃ ফুলবাড়ী রাজারামপুর [illegible] অন্ন আহার ব্যতীত মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে ইং ও গুরুট্রেণিং পাশ বয়োধিক একজন শিক্ষক। রেলওয়ে ষ্টেশন ফুলবাড়ী হইতে ৩ মাইল পশ্চিম। প্রাইভেট পড়াইলে বেতন ব্যতীত আরও ৩৲ টাকা অতিরিক্ত পাই বেন।

তাজপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। ও একজন নর্ম্মাল বৈবাহিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে আবা বাদে ১৫ ও ১২ টাকা। পোঃ পলাশডাঙ্গা।

২য় পণ্ডিত। নূতন নিয়মানুসারে গুরুট্রেণিং ও মধ্যবাঙ্গালা পাশ। বেতন মাসিক আট টাকা সাহা কিম্বা মুসলমান হইলে খোরাক। রংপুর ডিঃ বিঃ সাহায্যকৃত গোমনাতী মইং স্কুল। পোঃ গোমনাতী জিলা রঙ্গপুর।

মাসিক ১৫৲ হইতে ১৬৲ বেতনে একজন নূ নর্ম্মাল বৈবাহিক পণ্ডিত আবা পাইবেন। পীরপুর জয়নগর, মহিষরেখা পোঃ জেলা হাওড়া।

২৪ পরগণা বহড়ু গ্রামে এফ এ হেঃ মাঃ হেঃ পঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ সেকেণ্ড মাষ্টার মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্বিতীয় পঃ আবশ্যক, প্রত্যেকের মাহিনা ২৬৲ ১৮৲ ১৪৲ ও ১২৲ টাকা ও আবা। পোঃ ও গ্রাম বহড়ু।

দেলুয়া মিডল মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ একজন মৌলবী—বেতন ১৫৲ শ্রীহাজী মেহেরউদ্দীন পোঃ বেলকুচি জেলা পাবনা

গজঘণ্টা মবা স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ দ্বিতীয় শিক্ষক। ২১৩ টী বালককে প্রাইভেট পড়াইতে হইবে। আপাততঃ বেতন ১৮ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ মহিপুর, গ্রাম গজঘণ্টা, জেলা রংপুর।

মেছরা মইং স্কুলে ২৫ টাকা বেতনে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। সিরাজগঞ্জ ষ্টিমার ঘাট হইতে ৯ মাইল উত্তরে। থাকিবার বাসা পাইবেন। পোঃ মেছরা, ভায়া সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

ফরিদপুর অম্বিকা প্রেসের জন্য একজন ইংরাজী ও বাঙ্গালা কম্পোজিটার। বেতন আপাততঃ মাসিক ১০৲ হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত।

কাকিনা মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল হাই ইংলিশ স্কুলের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন, দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ৪ জন করিয়া ছাত্রের প্রয়োজন। উপযুক্ত ও সুদক্ষ শিক্ষকদিগের প্রতি ঐ স্কুলের পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং সুন্দররূপ বন্দোবস্ত করা গিয়াছে। ছাত্রদিগের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে মাসিক ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত খোরাকী স্বরূপ দেওয়া যাইবে এবং বাসস্থান পাইবে। স্থানীয় চিকিৎসার ব্যয় লাগিবেনা ১৫ই মধ্যে স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট কাকিনা পোঃ জেলা রংপুর ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

টেপা তারামোহন মইং স্কুলে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে হেঃ পঃ। এবং যোগ্যতানুসারে মাসিক ১০—১২৲ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। ডাকঘরের কাজও করিতে হইবে, তজ্জন্য অতিরিক্ত ৫৲ টাকা পাইবেন। রেল ষ্টেশন হইতে ১ ক্রোশ দূর। টেপা মধুপুর (রংপুর) এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

মোকামতলা মইং স্কুলে একজন এফ, এ হেঃ মাঃ। বেতন ২২৲ মুসলমান হইলে ২৫৲ টাকা ও আবা। শ্রীইব্রাহিম মুন্সী পোঃ শিবগঞ্জ গ্রাম চাকলমুহা জেলা বগুড়া।

জেলা রংপুর, পোঃ [illegible]গঞ্জ ফরিদাবাদ মইং স্কুলে হেঃ মাঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য স্থায়ী থাকিতে হইবে।

জেলা বগুড়া, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ গা[illegible]নগর হাই স্কুলে এ কোর্স বি, এ, হেঃ মাঃ। এবং বি কোর্স বি এ ফেল, শিক্ষক। বেতন যথাক্রমে ৫৫৲ ৩০৲ ২৫৲ সকলেই বাসা পাইবেন।

সোনবাড়ী মবা স্কুলে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত মুসলমান অথবা বৈশ্য চাই বেতন আপাততঃ ৭ টাকা ও আবা। পোঃ বদরগঞ্জ রংপুর।

জেলা যশোহর সুখপুকুরিয়া মইং স্কুলে হেঃ মাঃ বেতন ২২৲ টাকা অথবা ১৫৲ ও আবা। পোঃ সুখপুকুরিয়া যশোহর।

এসিষ্টেণ্ট [illegible] মকদমা তহিরকারক ও কম্পাউণ্ডার [illegible] ১৬৲। হিঃ সাধারণ গমস্তা বেতন ১[illegible] লোকের জামিন আবশ্যক। আর [illegible] বি এ অনার প্রাইভেট টিউটার বেতন [illegible] ও ওভারসিয়ার বেতন ৭৫৲ শ্রীহরেন্দ্র নাথ [illegible]ধ্যায় উত্তরপাড়া।

রেজওয়া[illegible] মবা স্কুলে নর্ম্মাল বৈবাহিক মুসলমান [illegible] বেতন ১৬৲ ও আবা। জুলাই [illegible] আবেদন করুন। পোঃ অরণকোল

হাইমচর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল কায়স্থ হেঃ পঃ বেতন আপাতত [illegible] চাঁদপুর হইতে মাত্র ৬।৭ মাইল দূর। [illegible] হাইমচর জিঃ ত্রিপুরা।

একটী বালকের জন্য মাসিক ১২ টাকা অভাবে ১৫৲ বেতনে জনৈক গৃহ শিক্ষক আবা পাইবেন, শ্রীশশিভূষণ হাজরা জমিদার নজরপুর পোঃ বাগনান, হাওড়া।

নলচিরা মইং স্কুলে ড্রিল ও ড্রইং জানা নূতন কায়স্থ কি বৈদ্য হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। পোঃ বাসুদেবপাড়া, বরিশাল।

চৌবেড়িয়া উপ্রা স্কুলে এন্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন ১২ টাকা। পোঃ চৌবেড়িয়া, জেলা যশোহর ভায়া গোপালনগর।

গোপালপুর মইং স্কুলে এফ, এ হেঃ মাঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। আপ্রা ২০ ও বাসা। স্থানটী অণ্ডাল সিন্থিয়া কর্ড লাইনের পাঁচড়া ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী। হেড পণ্ডিতের নিকট দরখাস্ত করুন।

অবজলপুর মইং স্কুলে এফ এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পুরুলিয়া ষ্টেশন হইতে তিন মাইল। প্রাইভেট পড়াইলে আহার। পোঃ বড়রা, ভায়া দুবরাজপুর বীরভূম জেলা।

অমৃতি মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল পণ্ডিত। বেতন ১৬ এবং বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইলে মাসিক আরও ৭।৮ টাকা। পোঃ অমৃতি, মালদহ জেলা।

জেলা রংপুর মতরপাড়া গ্রামে একটী চতুষ্পাঠী খোলা হইবে। একজন স্মৃতি শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাই। আহার বাসস্থান পাইবেন মাসিক ১০ নিমন্ত্রণাদিতেও আয় আছে। স্থানটি বোনাপাড়া জংসনের খুব নিকটবর্ত্তী। উপযুক্ত লোক হইলে আপাততই তাঁহার মাসিক আয় ২০৲ টাকা হইবে। ১৫ই শ্রাবণের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীরমণী কান্ত চক্রবর্ত্তী প্রধান শিক্ষক কামারজানি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় কামারজানি পোঃ, রংপুর।

রুদ্রনগর মবা স্কুলে একজন এফ এ ইংরাজী শিক্ষক। বেতন ২০ টাকা। আপ্রা। পোঃ রুদ্রনগর, ভায়া মলহাটী, বীরভূম জেলা।

লালচাঁদপুর উপ্রা পাঠশালার জন্ত ড্রিল এবং ড্রয়িং জানা এন্ট্রান্স ফেল বা মাইনর পাশ ব্রাহ্মণ শিক্ষক। বেতন ৯ টাকা ও আবা। শ্রীঅনঙ্গ মোহন দাস গ্রাম লালচাঁদপুর, পোঃ হরিদেবপুর রংপুর।

মাজো মইং স্কুলে নূ ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন মাসিক ১৪ টাকা ও আবা। প্রাইভেট মিলিতে পারে। পোঃ মাজো, জেলা হাওড়া।

নর্ম্মাল হেঃ পঃ চন্দনপুর মাইনর স্কুলে বেতন ১৪ টাকা ও আবা। করয়া গ্রাম, পোঃ চন্দনপুর; জেলা খুলনা।

রতনপুর মবা স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ১৬৲ টাকা এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য ২ টাকা বিনাব্যয়ে বাসস্থান। পোঃ রতনপুর, জেলা নদীয়া।

নদীয়া জয়রামপুর মইং স্কুলে একজন প্রথম পণ্ডিত। বেতন ১৮ ও আবা। নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক চাই। ৩০ শে জুলাই, ১৯০৯ পর্য্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে। পোঃ জয়রামপুর, নদীয়া।

প্রাইভেট পড়াইবার জন্ত এন্ট্রান্স পাশ একজন মাষ্টার। বেতন ৮৲ টাকা পূজার পর ১০৲ টাকা। এবং আবা। শ্রীশীতল চন্দ্র দাস সাধুখাঁ রাড়ুলীকাটী পাড়া পোঃ কাটীপাড়া গ্রাম খুলনা।

সুজাপুর বালিকা বিদ্যালয়ে আবা ও মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন মইং পাশ শিক্ষয়িত্রী আবা পাইবেন। পোঃ ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

বাঘনাপাড়া হাই স্কুলে বি কোর্স গ্রাজুয়েট। ৩৫৲—৪০৲ একজন এফ এ ২০—২৫৲ একজন নর্ম্মাল * ১৫৲। সকলে বাসা পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইয়া আহার। বাঘনাপাড়া পোঃ, জেলা বর্দ্ধমান।

এলাহাবাদ এংলো বেঙ্গলি স্কুলে দুইজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত। বেতন ২২৲ টাকা অন্ততঃ একজনের ড্রয়িং ও ড্রিল এবং কিছু ইংরাজী জানা চাই।

ভবানীগঞ্জ মবা স্কুলে একজন ২য় শিক্ষক। বেতন ৮৲ ১০ টাকা ও আবা। পোঃ ভবানীগঞ্জ, জেলা রংপুর।

রায়দৌলতপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা। এন্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ৮ টাকা ও আবা। প্রাইভেট পড়াইবার সুবিধা আছে। পোঃ রায়দৌলৎপুর, পাবনা।

সাঁতরাগাছি মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ২য় পণ্ডিত। বেতন মাসিক ১৫৲ এবং প্রাইভেট পড়াইলে আবা। পোঃ বাটোর, হাওড়া।

জেলা বর্দ্ধমান গোপালপুর হাই স্কুলে ১৫৲ টাকা বেতনে নর্ম্মাল দ্বিতীয় বার্ষিক শিক্ষক। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ রামগোপালপুর।

প্রবেশিকা পাশ শিক্ষক। বেতন ১২ টাকা দুইটী ছাত্র পড়াইলে আর ৪ টাকা পাইবেন। আবা। সামটা স্কুল, সামটা পোঃ, যশোহর।

নারায়ণপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫ টাকা বিনা ভাড়ায়, রীতিমত বাসা পাইবেন। ভায়া রামপুরহাট বীরভূম

জেলা বীরভূমের মহম্মদ বাজার মবা স্কু একজন এফ এ পাশ ইংরাজী শিক্ষক বেতন টাকা ও বিনাব্যয়ে বাসস্থান পাইবেন। প্রাইভে পড়াইয়া আহার, পোঃ মহম্মদবাজার জে বীরভূম।

আড়ানী মইং স্কুলে হেঃ পঃ বেতন গুণানুসা ১৮৲ হইতে ২০ টাকা। স্থানটী বড়াল নদী উপর অবস্থিত। পোঃ আড়ানী, রাজসাহী।

শিবগঞ্জ মবা স্কুলে ১২ টাকা বেতনে এক নর্ম্মাল হেঃ পঃ। আবা দেওয়া যাইবে। প্রধা শিক্ষক শ্রীবিধুভূষণ বিবনী, পোঃ শুজারপুর জে হাওড়া গ্রাম শিবগঞ্জ"।

লক্ষণপুর স্কুলে একজন এন্ট্রান্স পাশ শিক্ষ বেতন ১২ টাকা বাসস্থান ও খোরাকী। শ্রী লাল তরফদার পোঃ ও গ্রাম লক্ষণপুর জেলা র হয়

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্ব তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড় প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন গ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার ক বিশেষে করিবা কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা রাহেবুঝিতে হইবে।

৫০৬ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ স্মৃতিতীর্থ, বৈদ্যপুর ছোট চৌপ ৩০।৬

১৩৪৯ " হেঃ পঃ মদনমোহন চক, মবা স্কুল

৪১৬ " সেঃ ধুলিহর মইং স্কুল

৫৯০ " বঙ্কু বিহারি বসু, হেঃ পঃ বাপড়দহ মইং স্কুল

১৩৫০ „ উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য জনাই

৫৪৯ ,, পার্ব্বতীচরণ মণ্ডল, আজিমগঞ্জ মইং স্কুল

৫৭৫ " শিবরাম সান্যাল হেঃ মাঃ ধানদাড় মইং স্কুল

১৩৫১ " গৌর কিশোর ঘোষ

১৩৫২ „ শ্রীশ্রীবৃন্দ রুক্মীচক চতুষ্পাঠী, পোঃ লক্ষা

১৩৫৩ " মোহিনী মোহন ঘোষ, বলগণা মইং স্কুল

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্র প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsura*

প্রাপ্তপত্র

শ্রী…কীর মহাশয় সমীপে

তীর্থযাত্রা। (১৬২)

প্রেতত্ব—অদ্ভুত ঘটনা
(১৩১৫ ৯ই ভাদ্র চতুর্দশীর রজনী)

আমাদের আশ্রমের নিম্নতলে, কএক বৎসর হইতে এক দরজী সপরিবারে বাস করিতেছে। তাহার একটী পুত্র এবং একটী কন্যা, বালস্বভাব সুলভ চাপল্যে তাহারা সর্ব্বদাই ঘরে দৌরাত্ম্য ও অপর বালক বালিকা দিগের সহিত কলহ করে, দরজী কিছুতেই তাহাদিগকে শাসনাধীন রাখিতে পারে না, ক্রোধের ভরে এক এক দিন তাহাদিগকে এমন প্রহার করে যে অপরে তাহা না দেখিতে পারিয়া তাহাদিগকে সেই করাল মূর্ত্তি পিতা মাতার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লয়। অনবরত পীড়ন খাইয়া তাহাদের শরীর এত শক্ত হইয়া গিয়াছে যে এখন আর গুরুতর পীড়ন না করিলে সামান্য পীড়নে তাহাদের আর শানায় না, সুতরাং দৃঢ় কঠোর শাসন করিতে গিয়া দরজী দম্পতির হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

গত বৎসর এই পরিবারে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল, কি কারণ জানিনা প্রসবান্তে মাতা পীড়িতা হইয়া পড়ে, সেজন্য সম্ভবতঃ বালিকার প্রতিপালন যথারীতি না হওয়ায় অচিরাৎ মৃত্যু গ্রাসে পতিতা হয়। তাহার পর হইতে তাহার মাতা রোগমুক্ত ও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার গর্ভধারণ করে। সে আজি প্রায় দশমাসের কথা। গতকল্য রাত্রি দুইটার সময়—তাহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়, পরদিন পূর্ব্বাহ্নে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করে, ভূমিষ্ঠ হইয়া সে ক্রন্দন করে নাই, চারিদিকে কেবল ক্যাল ক্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে, তাহার কিয়ৎকাল পরে হাঁ করিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া লোকে নিদ্রা যাইতেছে ভাবিতেছিল, ঠিক এই সময়ে তাহার নিকটস্থ একটা পেয়ারা বৃক্ষে উঠিয়া পেয়ারা …তেছিল, হঠাৎ তথা হইতে সে ভূমিতলে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে, … তাহা শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে বা… সে পতনাঘাতে বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলি… উঠিবার আর শক্তি নাই, সকলে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনিয়া দেখে সদ্যপ্রসূত কন্যাটী মৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

আনুষঙ্গিক অমঙ্গল ঘটনা।

(১) ধাই প্রসব করাইতে আসিয়া পথে পড়িয়া গিয়া বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয়, সামলাইয়া উঠিয়া নিকটে আসিয়া দেখে গর্ভিণী প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া বিচেতনপ্রায়, ভ্রূণ গর্ভ হইতে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিতেছে।

(২) তাহার পিতা মসুরী পাহাড়ে কার্য্য করিতেছিল, তারে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা হয়, পথে আসিতে আসিতে কতবার পথ ভ্রান্ত হইয়া সে খড্ডে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকল পথেই কে যেন তাহার পশ্চাতে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

লোকে কহে কন্যাটী, তাহার পূর্ব্ব জীবনে, পিতা মাতার অযত্নে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, এবার সেই জাত ক্রোধের বদলা লইতে আসিয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, পিতা মাতার শুভাশুভ ইচ্ছা সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে, ইহা প্রকৃতির একটী অপূর্ব্ব নিয়ম। প্রয়াগের ভূস্বামী শ্রীমান্ নীলকমল মিত্রের হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা অনিচ্ছাসত্বেও তৎপুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্রের হৃদয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে যেমন ইচ্ছা হইয়াছিল, বাবা কমলদাস তেমনি, পিতৃদত্ত পুণ্য বলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছেন। বৃত্তান্তটী অপূর্ব্ব বলিয়া এ স্থলে লিখিত হইল।

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৮ একজন জটাজুটধারী রামাৎ সন্ন্যাসী আমাদের আশ্রমে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বুঝিলাম তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী পরিব্রাজকের, বাঙ্গালী পরিব্রাজকসঙ্গ মধুর বোধ হওয়ায়: যত্নের সহিত তাঁহাকে ভিক্ষা করান হইল। তাহার পর বিশ্রামান্তর তাঁহার মধুর হরিনাম শ্রবণ করিয়া বিমোহিত প্রায় হইলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি আত্মবিবরণ এইরূপ কহিলেন।—

জেলা ফরিদপুরের মহকুমা গোয়ালন্দের অন্তর্গত দক্ষিণবাড়ী গ্রামে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাস ছিল। সেই গ্রামের ৺ গোলোকচন্দ্র দাসের তিনি একমাত্র পুত্র। পিতা মহাজনী করিয়া ন্যায় পথে জীবন যাপন করিতেন। বিষয় তৃষ্ণায় অতৃপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা হরিনামামৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন। এই সময়ে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, পুত্রের মুখ দেখিয়া আহ্লাদে হওত সমারোহ করিয়া তাহার অন্নপ্রাশন দিয়া তাহার নাম লোকনাথ রাখিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। বহুকাল ব্যাপিয়া ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হওত সর্ব্বস্ব দান করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তাহার পর পূর্ব্বমত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। বালক লোকনাথ তখন কৈশোর কালে উপনীত হইয়া পিতার পথানুবর্ত্তী হয়। এই সময়ে দেশে মহামারী উপস্থিত হইয়া গ্রাম নগর উজাড় করিতে থাকে। তাহার প্রকোপে তাঁহার গৃহ শ্মশান করিয়া তুলিলে গোলোক চন্দ্র গোলোক ধামে চলিয়া যান। তখন সেই শ্মশানে লোকনাথ আর কেমন করিয়া অবস্থিতি করে। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই পরলোকে, তবে আর এ লোকে প্রয়োজন কি? তখন লোকনাথের মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইল। বয়স তখন কেবল মাত্র অষ্টাদশ বৎসর, নিকটে কেহ আত্মীয় স্বজন উপস্থিত নাই যে তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করে, যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই রোগ শোকে কাতর, যুবা লোকনাথ সুতরাং কাহারও মুখের দিকে না তাকাইয়া পিতৃদত্ত হরিনাম সম্বল করিয়া দেশত্যাগী হইল

এতকাল একদিনের তরে ঘরের বাহির হয় নাই, ধনজনের অভাব বোধ করে নাই, সুতরাং ঘরের বাহির হইয়াই সকল অভাব সম্মুখে পর্ব্বত প্রমাণ বোধ হইতে লাগিল। জীর্ণ বস্ত্র পরিধান একদিন চলে; ভূমি শয্যায় এক দিন কাটান যায়। কিন্তু আহার বিনা এক দিনও চলে না। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জাতির ভিক্ষা মাগা লজ্জাকর বা অপমান জনক নহে, আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া ভিক্ষা চাহিলেও প্রত্যাখ্যানের ভয় নাই। তাঁহাদিগকে কেহ না কেহ কিছু দিবেই দিবে। এ কায়স্থ সন্তান মাগিলে কে ভিক্ষা দিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে … দিন কাটিয়া গেল। দিন ত কাটিল … পেটের জ্বালাত গেল না. তখন … লজ্জা সরম সব ত্যাগ করিতে হইল। … ধরিয়া বৈষ্ণবের দলে মিশিতে হইল। … বসন ঐ কাটোয়ার গৈরিক মাটিতে … বৈরাগ্য বেশ ধারণ করিতে হইল, … আত্মাভিমান তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এই … রাধাকুণ্ড আদিনাথ সীতাকুণ্ড ভ্রমণ করিয়া … শ্রীজগন্নাথের চরণ প্রান্তে উপনীত হইল। … মহাপুরীর অবারিত মহাপ্রসাদ লাভ … সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ মধুরতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া

মৌনীবাবা মোহন দাসের চরণ প্রান্তে আনিয়া দেন। বাবা মোহনদাস মহাযোগী পুরুষ, যোগৈশ্বর্য্যে মূর্ত্তিমান। সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া সে মোহিত হইয়া গেল। তখন সব রূপ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেই রূপের সেবায় নিযুক্ত হইল। তিনি তখন তাহাকে দীক্ষা দিয়া তাহার কমল দাস নাম রাখিলেন। এই নরাধম কমলদাস সেই অবধি রামাৎ সন্ন্যাসী। জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, ভজন সাধন কিছুই নাই, পাত চাটা কুকুরের মত এই ৬০ ৬৫ বৎসর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভগবান পিতৃদেবের স্থায়, একবার এ দেহ সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া প্রায় ১৮ বৎসর হইতে শ্রীবৃন্দাবনের সেবা করিতেছে। কিন্তু এ নরাধমের সে সেবাকি বৃন্দাবন নাথের পছন্দ হইবে? সে ত ভক্তদিগের ভক্তিমন্দির ভক্তি রসে প্লাবিত, এ সেখানে দাঁড়াইবে কোথা? তাই ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কি অনুপম সরলতা! কি মধুর বিনয়? কি অসীম ত্যাগ স্বীকার! বস্তুতঃ ভগবান এই রূপেই ভক্ত জগতে অনুপম প্রেম বিতরণ করিয়া আকের টিক্‌নীর ছিল্‌কার ন্যায় ধন ধান্য অপরকে বিতরণ করিতেছেন।

কৃমিরোগে সোমরাজী।

কৃমি এক প্রকার কীট। ইহা অনেক প্রকার ফিতার আকার, কেঁচোর আকার, সুতার আকার ও আংটীর আকার। আমাদের দেশে কেঁচোর আকারের কৃমি সচরাচর দেখা যায়। সকল প্রকার কৃমিই প্রাণান্তকর। কৃমিকে অনেকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু ইহা দ্বারা যে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া যায় তাহা অনেকে জানেন না। কৃমি অধিকাংশ মনুষ্যের উদরে আছে তবে সে গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার আকার বলিয়া তত বিপজ্জনক নহে। কিন্তু সেইগুলি যখন এক সঙ্গে তাল পাকায় তখন প্রাণের অনিষ্টও করিতে পারে।

অতিরিক্ত মদ, মাংস বিশেষতঃ শূকর মাংস ভোজীদিগের উদরে ফিতার আকারে কৃমি দেখা যায়। ইহা দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত গুড় বা মিষ্ট দ্রব্য খাইলে অন্যান্য কৃমি উদরে জন্মিয়া থাকে। সুতার আকারের কৃমি শরীরে ত্বকের মধ্যে হইয়া থাকে। লোম কূপের ছিদ্র দিয়া অল্প বাহির হইলে আস্তে আস্তে কাটিতে জড়াইতে হয়; জোর করিয়া টানিলে ছিঁড়িয়া গেলে তথায় ঘা হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হয়। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই সকল কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। যদি বাহির না হইয়া উদর মধ্যে মরিয়া যায় তাহাতে শরীরের মলবৃদ্ধি হয়। কৃমি রোগে নিম্নের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়:—

১। মুখ দিয়া জল উঠে
২। গাঁ বমি বমি করে
৩। অজীর্ণ রোগ হয়
৪। বাহ্যে খোলোসা হয় না; সময়ে সময়ে আমাশা দেখা দেয়, এবং সময়ে সময়ে দমকা ভেদ হয়;
৫। শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে,
৬। পেটে ভার বোধ হয়
৭। মুখে দুর্গন্ধ হয়
৮। নাকদিয়া রক্ত পড়ে
৯। হঠাৎ মূর্চ্ছা রোগ দেখা দেয়
১০। নাকের মধ্যে চুলকায়।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখা গেলে কৃমিরোগ বলিয়া বুঝা যায়, কৃমিরোগে সোমরাজীর বীজ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই গাছ দেখা যায়। ইহা ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। উহার ১০।১২ টা বীচি সৈন্ধব লবণ সহ খালিপেটে প্রাতঃকালে ৭.৮ দিন খাইলে পেটের কৃমিকুল ধ্বংস হয়। নিম্নে আরও কয়েকটী ঔষধ লিখিত হইল:—

১। আনারসের কচি পাতা ছেঁচিয়া আধ ছটাক আন্দাজ রস বাহির করিয়া তাহাতে অল্প চুণের জল মিশাইয়া প্রাতঃকালে খালিপেটে খাইলে কৃমি নষ্ট হয়।

২। ছাতিমের শিকড়ের রস অর্দ্ধপোয়া চুণের জল অর্দ্ধ ছটাক একত্র করিয়া খাইলে কৃমির জন্য পেটের ব্যথা ধরিলে ভাল হয়।

৩। বিড়ঙ্গ ও ধনিয়া ভিজা জল খালিপেটে খাইলে কৃমি মরিয়া যায়।

৪। অল্প দিনের কৃমি হইলে সকালে ও বৈকালে মলত্যাগের পর শুক্‌না মিশ্রী গালে দিয়া চিবাইয়া খাইলে ভাল হয়।

কৃমি জনিত জ্বরে অনেকটা পিত্তাধিকা জ্বরের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায় এ জন্য কৃমিজনিত [illegible] অনেক স্থলে পিত্তাধিক্য জ্বর বলিয়া ভ্রম হয়। সে সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী খাটুরা পোঃ অঃ ২৪ পরগণা

রাজ তরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ।

ঐ রাজা তাঁহাদের পাঁচ জনারই এরূপ আশ্রিত হইয়া পড়িলেন যে, যদি তিনি কখন উহাদের একের সঙ্গে আলাপ করিতেন অমনি অপরেরা দুঃখিত হইত। ইহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সব সুখাভিলাষী উৎপল প্রভৃতির তাদৃশ উৎকট প্রভুতায় প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন।

উহারা অজিতাপীড়কে নামে মাত্র রাজা রাখিয়া রাজ্যের যাবৎ ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়া বড় বড় প্রাসাদ ও দেবালয় সকল স্থাপন করিতে লাগিল।

যেমন স্বভাববৈরী হিংস্রক ব্যাঘ্রেরা নিরীহ মহিষকে নির্জ্জনে পাইলে গ্রাস করিয়া থাকে তেমনি তাহারাও অজিতাপীড়কে লঙ্কোর মধ্যে না রাখিয়া কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ প্রভুহীন বুঝিয়াই পুত্র পরিজনাদি সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্ক মনে উপভোগ করিতে লাগিল।

তাহাদের মধ্যে উৎপল নিজের নামানুসারে উৎপলপুর নাম দিয়া এক অপূর্ব্ব ভবন নির্ম্মাণ করাইলেন এবং পদ্মের প্রস্তুত পদ্মহর নামক ভবনও তথায় পদ্মস্বামী নামে ভগবানের মূর্ত্তি বিরাজ করিলেন।

ঐ পদ্মের গুণবতী পত্নী গুণা দেবী অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে একমঠ ও বিজয়ের পুরে দ্বিতীয় ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করাইলেন।

ঐরূপ ধর্ম্ম কার্য্যে অধিক অনুরাগী ধর্ম্ম মহাশয় ধর্ম্মস্বামী নামক বিষ্ণু বিগ্রহের এবং সংকাপ্যনীগ কল্যাণবর্ম্মা ও কল্যাণস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তির নির্ম্মাণের হেতু হইলেন।

আর বুদ্ধিমান কনিষ্ঠ মম্ম নিজের কৃতিত্বে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। তিনি এক একটী সবৎসা গাভীর রজত এক ভাণ্ডার করিয়া সুবর্ণ মুদ্রাকে যোগ্য উপকরণ স্থির করিলেন ও ঐ গাভীতে পঞ্চাশী হাজার বেহু দান করিয়া মম্মস্বামী নাম দিয়া অপূর্ব্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দিলেন।

সেই এক মম্মের সম্পন্ন সামগ্রীর সংখ্যা করিয়া উঠিতে কেহই পারিত না। সুতরাং তৎকালে সকল ভাইগুলির একত্রে যে কত সম্পদ হইত তাহা অবধারণ করা কাহার সাধ্য ছিল না।

তাহাদের সম্পদ পরের অপকার করিয়াই অর্জ্জিত হউক বা ভাল কাজ করাতেই সংগ্রহ হউক তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই, কারণ তাহাদের অলৌকিক দানশক্তির গুণে তাহাদের ঐশ্বর্য্য সকলেরই বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল।

তাঁহারা যে সমুদয় দেবমন্দির প্রস্তুত করিলেন সেই সকল দেবালয়ের কাছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের প্রস্তুত দেবালয় সকল খর্ব্ব হওয়ায় দিগ্‌গজের কাছে ছাগীর বাচ্ছার তুলনা ধারণ করিল।

কাশ্মীরাব্দের উননব্বই বৎসরে তাহাদিগেরে অবসান হইলে ঐ উৎপল পর্য্যন্ত মাতুলেরা ২৬ ছাব্বিশ বৎসর কাল নিরাপদে কাশ্মীর সম্পদ্ উপভোগ করিলেন।

অতঃপর মর্ম্ম ও উৎপলে পরস্পরের স্বার্থ উপলক্ষে এরূপ ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল যাহাতে হতাহত সৈনিক দেহে বিতস্তা নদীর প্রবল প্রবাহও অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

পণ্ডিতজনের মানস সাগরের চন্দ্রমা স্বরূপ কবিবর শঙ্কুক ঐ যুদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া ভুবনাভ্যুদয় নামে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সূর্য্যদেব যেমন নক্ষত্রদের তেজঃ সংহার করেন তেমনি ঐ যুদ্ধে মর্ম্মের তনয় যশোবর্ম্মা অপূর্ব্ব যুদ্ধ কৌশলে প্রতিপক্ষ বীরদের তেজোহ্রাস করিয়া দিলেন।

অনন্তর মর্ম্ম প্রভৃতি দেশাধিপেরা উৎপলের হৃত রাজ্য অজিতাপীড়কে বিনাশ করিয়া সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে রাজা করিলেন। এই কার্য্যে মর্ম্মের উৎসাহ বাড়িয়া গেল কিন্তু উৎপলতনয় সুখবর্ম্মার তাহা অসহ্য হইল সে ঈর্ষাবশে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অনঙ্গাপীড়ের রাজত্বার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইল।

ইহার তিন বৎসর পরেই উৎপল স্বর্গে গমন করিলেন, সুখবর্ম্মা সহায় সংগ্রহ করত অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড়কে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

সেই শরৎচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ ও শীতলমতি রাজাদের ভৃত্যেরা বড়ই কঠোরহৃদয় হইয়া ছিল বটে, কিন্তু ঐ ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও কাহার ভাগ্যে ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটিয়াছিল।

তাহার পরিচর ঐ উৎপলাপীড়ের রত্ন নামে যে মন্ত্রী সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন ঐ কাশ্মীরের ঘোর অসময়েও তিনি এতই সম্পদ অর্জ্জন করেন যে তাহাতে রত্নস্বামী নামে ভগবান্ বিষ্ণুর অপূর্ব্ব মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

তৎকালে এইরূপ ঘটনায় কর্কোট বংশীয় নরপতিদের বংশ যেমন একদিকে ক্ষয় পাইতে লাগিল অপর দিকে তেমনি উৎপল কুলের রাজবংশ সংসারে বিপুল বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

সুখবর্ম্মা নিজের সামর্থ্যে রাজ্য পাইয়াও বেশী দিন ভোগ করিতে পাইলেন না, কারণ তাঁহার পিতৃবন্ধু শুহ্নল হিংসার বশে তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিল।

অতঃপর শূরনামে সুখবর্ম্মার এক মন্ত্রী পণ্ডিত তনয় অবন্তীবর্ম্মা সিংহাসনে বসনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও প্রভাবশালী মহান [illegible] হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার যশোগান করিতে থাকিয়া নিজের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে কাশ্মীরাব্দ একত্রিশ বৎসরে কাশ্মীরে প্রজা মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইলে প্রজারা উৎপলাপীড়কে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বুঝিয়া তাহাকে দূর করত অবন্তী বর্ম্মাকেই রাজা করিল।

যাহার বাসনায় পিতৃপিতামহেরা বিপুল কষ্ট করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া গিয়াছেন আজি পৌত্রের পুণ্যবলে তাহা অনায়াসে লাভ হইয়া গেল।

ইহার উদাহরণ যে কলসীরা সমদ্রের জল উঠাইবার বাসনায় প্রত্যহ সমবেত চেষ্টা পাইয়াও বৃথাই শ্রম করিয়া থাকে কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ সেই কুম্ভগুলির একটী থেকে যাঁহার উৎপত্তি সেই অগস্ত্য মহাশয় অনায়াসে অগাধ সমুদ্র পান করিয়া শুকাইয়া দিলেন।

অতঃপর অবন্তী বর্ম্মদেবের মস্তকে প্রথমে রাজলক্ষ্মীর কটাক্ষরূপ বন্দনবন্ধন ঘটিলে তিনি সেই মস্তক অবনত করিয়া সোণার কলসীর মুখ হইতে অজস্র ধারে নিপতিত নূতন অভিষেক সলিল ধারণ করিলেন।

ঐ রাজা তখন কর্ণযুগলে কুণ্ডল ধারণ করিলে বিবেচনা হইতে লাগিল বুঝিবা স্বর্গ হইতে চন্দ্র সূর্য্য ঐ রাজাকে উঁহারই স্বর্গত পূর্ব্বপুরুষদের প্রেরিত রাজশাসন বিষয়ে সদুপদেশ শুনাইবার নিমিত্তই যেন কর্ণদ্বয়ের সন্নিহিত হইল আর যে রাজছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করা হইল তাহাতেও বিবেচনা হইল বুঝিবা রাজলক্ষ্মী যে উঁহার মাথার উপর আসিয়াছেন তাঁহারই চিরাসন পদ্মখানা উঁহার ছায়ার অথচ [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইতি কহ্লন কৃত রাজতরঙ্গিনীর
৪র্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।

এডুকেশন গেজেট

[illegible] ১৩১৬ সাল ইং ২৩শে জুলাই ১৯০৯ সাল

বাঙ্গালার আয়কর

১৯০৮—৯ সালের বাঙ্গালার আয়কর সংক্রান্ত রিপোর্ট [illegible] বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত মন্তব্যের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে—

উক্তবর্ষে আয়কর আদায় হইয়াছে ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৬২২ টাকা, আদায় কার্য্য জন্য ব্যয় হইয়াছে ১লক্ষ ৭১ হাজার ২৭৬ টাকা অর্থাৎ প্রতি শতে তিনটাকার হিসাবে। খরচ খরচা বাদ নিট আয় ৫৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০৮ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৭—৮ সালে মোট আদায় হয় ৫১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৯৬ টাকা, ব্যয় হয় ১লক্ষ ৬৭ হাজার ৪১৮ টাকা অর্থাৎ প্রতি শতে ৩.২টাকা খরচ খরচা বাদ আয় হয় ৫০ লক্ষ ৩১ হাজার ১৬৬০টাকা।

চাকরীর বেতন হইতে যত টাকা আয়কর গত বৎসরে আদায় হয় এবারে তদপেক্ষা ৬৫ হাজার ৮০২ টাকা বেশী হইয়াছে। কোম্পানী সমূহ হইতেও ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪১৫ টাকা আয় বেশী হইয়াছে. গচ্ছিত টাকা হইতে আয়কর বাড়িয়াছে এবৎসরে ১৬ হাজার ৬৬৯ টাকা এবং অন্যান্য উপায়ে ৬৬ হাজার ২৮ টাকা। অর্থাৎ বেতন হইতে আয়কর শতকরা ১৫.৫, কোম্পানী সমূহ হইতে শতকরা ৬৫.২, গচ্ছিত টাকা হইতে ৩.৮ এবং অন্যান্য হইতে ১৫.৫ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে। কয়লার ব্যবসায়ী কোম্পানী সমূহ কয়লার কারবারে বেশী লাভ করিতে পারায় [illegible] কলিকাতায়—ব্যাঙ্ক সমূহে এবং পাটকল সমূহে লাভ বেশী হওয়ায় ঐ ঐ স্থল হইতে টাকা [illegible] আদায় হইয়াছে।

যাঁহাদের বার্ষিক একহাজার টাকার আয় [illegible] আয়কর ধার্য্য করা হইয়াছে এবং যাঁহাদের আয় বার্ষিক ২২৫০ টাকার বেশী নয়, তাঁহাদের সংখ্যা উক্ত বৎসর ৯০ হাজার ৫২১। পূর্ব্ববৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার ৩৪৭। এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ সাময়িক মাত্র অর্থাৎ আয়ের কমবেশী প্রভৃতি কারণে কোন বার হয়ত কিছু বেশী হইল, কোন বার বা কিছু কম হইল. নতুবা [illegible] যে প্রথমে কর দিবার উপযুক্ত অনেককে ছাড়িয়াছিল, এবারে সেই সকল লোকের কর ধার্য্য করা হইয়াছে এবং সেই

জন্ম আয় এবারে বেশী হইয়াছে পূর্ব্ব বৎসরে কম হইয়াছিল, তাহা নহে।

১৯০৭ ৮ সালে যত লোকের আয়কর ধরা হয় এ বৎসরে তদপেক্ষা ৮৪৫ জন অধিক লোকের কর ধরা হইয়াছে। ঐ সকল লোকের নিকট হইতে পাওয়া আয়করের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯০ [illegible]। এই বাড়তি করদাতার সংখ্যা এবং বাড়তি টাকার পরিমাণ মধ্যে কেবল কলিকাতা-তেই ৭৭৩ জন লোক এবং ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭০ টাকা [illegible]। মফস্বলের মধ্যে বর্দ্ধমানেই এবৎসর সর্ব্বাপেক্ষা টাকা বাড়িয়াছে। ১৯০৭ ৮ সালে বর্দ্ধমানের করদাতাদের দেয় ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫০৩ টাকা ছিল, এ বৎসরে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭০৬ টাকা হইয়াছে। কয়লার কাজের উন্নতি হইতেই গবর্ণমেণ্টের এই রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়কর হিসাবে যত টাকা মোট দাবী তাহার শতকরা ৯৬৮ টাকা গত বৎসরে আদায় হইয়াছে এবৎসরে হইয়াছে শতকরা ৯৫-৭ টাকা। বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, যশোর গয়া, সারণ, পুরী, পালামৌ এই কয়টি স্থানে মোট যত টাকা কর ধার্য্য তত টাকাই আদায় হইয়াছে। এবং বর্দ্ধমান, ভগলপুর ও হাজারিবাগ ছাড়া আর সকল জেলাতে শতকরা ৯৫ টাকার হিসাবে আদায় হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি স্থানে শতকরা ৮৯.০১, ৮৬.৭, ৮১.৭ টাকা আদায় হয়। বর্দ্ধমানে আদায় কম হওয়ার কারণ, তথাকার মোট দাবী আয়করের টাকার মধ্য হইতে ১৫ হাজার ৪৬ টাকার জন্ম বোর্ডে আপীল হইয়াছে। আর ঐ টাকা যদি মোট দাবীর টাকা হইতে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে বর্দ্ধমানে আদায় শতকরা ৯৫ টাকার হিসাবে হইয়াছে বলা যায়। শতকরা ৯৫ টাকা ন্যূন সংখ্যক আদায়ের পরিমাণ। ভগলপুরে অজন্মা ব্যাপক হইয়া খাদ্য শস্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকগুলি করদাতা, ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] আয়কর বৎসর কাল মধ্যে নূতন ধার্য্য হইয়াছে। বৎসরের শেষ ভাগে উহা হওয়ায় বৎসর কাল মধ্যে টাকা আদায় হইয়া উঠে নাই। এবং এতদ্ব্যতীত অনেক সম্পন্ন করদাতারা আয়কর বেশী ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া আপীল করিয়াছেন। সেই সকল টাকা আদায় হয় নাই। হাজারিবাগে আদায় কম হওয়ার কারণ, অনেকে আপত্তির দরখাস্ত করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে করদাতার কোন সন্ধানই ঠিক হইতে পারা যায় নাই।

আদায় প্রভৃতি কার্য্যে এ বৎসরে ব্যয় হইয়াছে পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ৪৭৫৮ টাকা বেশী। বর্দ্ধমান বিভাগে আটমাসকাল একজন অতিরিক্ত এসেসর ও তাহার সরঞ্জম রাখার জন্ত ঐ বেশী টাকা খরচ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বেতন পেন্সন, এনুয়িটি, গ্রাচুয়িটি হইতে এবৎসর নিম্নলিখিতরূপ টাক্স আদায় হইয়াছে—

বার্ষিক এক হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ আয় কিন্তু ১২৫০ টাকার কম এরূপ করদাতার সংখ্যা উক্ত বৎসর ৯০৯। ১২৫০—১৫০০ টাকা আয়ের করদাতৃ সংখ্যা ২১৮। ১৫০০-১৭৫০ টাকার ৫৫১ জন। ১৭৫০-২০০০ টাকার ৩৮৯ জন।

২০০০—২৫০০—৬২০ জন
২৫০০—৫০০০—৮৮২ "
৫০০০—১০০০০—৫৪০ "
১০০০০—২০০০০—৫৩০ "
২০০০০—৩০০০০—২২১ "
৩০০০০—৪০০০০—৬৫ "
৪০০০০—৫০০০০—৩০ "
৫০০০০—১০০০০০—৭ "
১০০০০০—"—১

মোট—৪৯৬৩

পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১৯০৭-৮ সালের এই সংখ্যা ৪৩৬৮।

পণ্ডিতী পরীক্ষা

আগামী ডিসেম্বরের ১লা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত [কেবল ৫ই ডিসেম্বর বাদ] ছয় দিন ধরিয়া এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষাস্থান কলিকাতা এবং হুগলীর ট্রেনিং স্কুল এবং কৃষ্ণনগরের চর্চ্চ মিশন সোসাইটীর ট্রেনিং স্কুল। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষকতা করিতেছেন এমন কোন শিক্ষক যদি এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন ত দিতে পারিবেন, তবে এই পরীক্ষার পূর্ব্বের যে সকল পরীক্ষা সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। এই সকল শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের এক টাকার হিসাবে "ফী" দিতে হইবে। যিনি যে স্কুলে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন সেই স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট "ফী"য়ের টাকা পাঠাইয়া দিবেন। আগামী ২রা অক্টোবর বা তাহার পূর্ব্বে ঐ টাকা যাইয়া পৌছান চাই।

ট্রেনিং স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে এই সকল শিক্ষক পরীক্ষার্থীদিগকেও সেই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষার বিষয়গুলি কি জানিতে ইচ্ছা করিলে স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট লিখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

যে সকল শিক্ষক সাবেক পাঠ্য পড়িয়া পণ্ডিতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অথবা তন্মধ্যে যে কোনটিতে ইচ্ছা পরীক্ষা দিতে পারিবেন।—প্রাথমিক বিজ্ঞান, ড্রইং ও ব্যবহারিক জ্যামিতি, শিক্ষাদান কৌশল ও কিণ্ডারগার্টেন, হস্তপরিচালন মূলে শিক্ষা এবং ড্রিল।

সাবেক পাঠ্য পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া যে সকল শিক্ষক প্রথম গ্রেডের সার্টিফিকেট পাইয়াছেন; তাঁহারা এক্ষণে যে গুলিতে পরীক্ষা দিবেন সেই সকল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেটের জন্ত যেরূপ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই পাঠ্যের পরীক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। আর যাঁহাদের সাবেক পাঠ্যের পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডের সার্টিফিকেট আছে তাঁহারা উপস্থিত যে বিষয়ে পরীক্ষা দিবেন সেই বিষয়ের দ্বিতীয় গ্রেডের সার্টিফিকেটের জন্ত যে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই পাঠ্যের পরীক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রই হউন আর শিক্ষকই হউন, পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা ট্রেনিং স্কুলের হেড মাষ্টারগণ ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, যেন ৪ঠা অক্টোবরের মধ্যে উহা যাইয়া তাঁহার নিকট পৌছে। শিক্ষকেরা যে টাকা ফী দিবেন তাহা ট্রেজারিতে জমা দিয়া ট্রেজারীর চালান দরখাস্তের সঙ্গে ডিরেক্টরের আফিসে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

ট্রেনিং স্কুল সমূহের বর্ত্তমান সেশন আগামী ৩১শে ডিসেম্বরে শেষ হইবে। ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নূতন সেশন আরম্ভ হইবে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে যাহারা বৃত্তি পাইতেছে তাহারা ঐ বৃত্তি আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাইবে।

স্কুলের বাগিচা

বস্তুউপলক্ষে ছেলেদের শিখাইবার জন্ত প্রত্যেক স্কুল সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া বাগিচা থাকার প্রয়োজন। যেখানে উহা একান্তই অসম্ভব হইবে সেখানে অন্ততঃ পক্ষে কাঠের বাক্সে বা টিনের কানেস্তারে অথবা টবে মাটি ভরিয়া গাছ পালা রোপণ করিয়া রাখিতে হইবে। ভারতের কৃষি বিভাগের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টার জেনারেল

ঃ এক, জি প্রাই স্কুলবাগিচা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্কুল সমূহের অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং অপরাপর সকলেরই মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত।

ছেলেদের যাহাতে সূক্ষ্মদর্শন এবং চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে, সেইজন্ত শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাদিগকে নকল জিনিষ না দেখাইয়া আসল জিনিষই শিক্ষার জন্ত দেখাইবেন। সেটুকু করিতে হইলেই স্কুলসংশ্লিষ্ট বাগিচার প্রয়োজনীয়তা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে; অবশ্য এমন অনেক স্থান আছে যেখানে ঐরূপ বাগিচা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। সেখানে টবে বা অন্ত কোন পাত্রে মাটী ভরিয়া তাহাতে গাছপালা রোপণ করিয়া দিতে হইবে। আমি এমন স্কুল বাগিচা দেখিয়াছি যে বাগিচার সমস্ত কাজ স্কুলের মালীই নিজে করিয়াছে। উহাতে কতকগুলি বিলাতী শাকসজী মাত্র আছে। পরিদর্শক কর্ম্মচারীদিগকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঐ গুলি করা হইয়াছে। আবার স্কুলসংশ্লিষ্ট ভাল বাগানও দেখিয়াছি, উহাতে ছেলেদের ব্যবহারিক ভাবে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় বটে কিন্তু সেরূপ শিক্ষা দেওয়া গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য স্কুলের শোভাসম্পাদন করা।

ছেলেরা যাহাতে বস্তুউপলক্ষে শিক্ষা করিতে পারে গাছপালা সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইতে পারে তাহাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া স্কুল বাগিচা প্রস্তুত করা উচিত। প্রত্যেক ছেলে এক এক টুকরা জমি লইয়া তাহাতে গাছপালা বসান প্রভৃতি কার্য্য করিবে। প্রত্যেকের পক্ষে এক একটুকরা জমি পাওয়া সম্ভব না হয় ঐ এক টুকরা জমিতে একটা ক্লাসের সমস্ত ছেলেই ঐরূপ কার্য্য করিবে। গাছ পালা কিরূপ অবস্থায় জন্মে, বৃদ্ধি পায়, ছেলেরা তাহা লক্ষ্য করিবে। বৃদ্ধির প্রত্যেক অবস্থায় ছেলেরা নমুনার স্বরূপ এক একটা গাছ তুলিয়া শিকড় ডাঁটা পাতা ফুল, প্রভৃতি লক্ষ্য করিবে, কিরকম মাটীতে ঐ গাছ জন্মিয়াছে, কিরূপ সার দিতে হইয়াছে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। স্কুল বাগিচা প্রস্তুত করিতে যেন বেশী ব্যয় না হয়। স্কুল প্রাঙ্গনের অনেকটা জমি এতদর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এবং বীজ গাছ প্রভৃতি কেনার পরিবর্ত্তে গ্রাম হইতে চাহিয়া আনিয়া রোপণ করা যাইতে পারে, তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এসকল কাজ ছেলেরা নিজে নিজেই করিবে—নিজেরাই বীজ বপন করিবে। এবং গাছ অঙ্কুরিত হইয়া কিরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য।——

শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা। এই পরম উপাদেয় পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহামায়ার কৃপায় বঙ্গ ভূমিতে প্রচারিত হইল। ইহা শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার কিছু অংশ ঐ পত্রিকা হইতে এডুকেশন গেজেটে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পাঠে কলির বেদ আগম শাস্ত্র সম্বন্ধে ভ্রম ধারণা সকল দূর হইবে এবং বাঙ্গালায় পুনরায় "মহর্ষি সমান ক্ষিতিতলে" বীর পুরুষ দিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। তন্ত্র বাঙ্গালারই উৎপন্ন বিদ্যা। বাঙ্গালীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সাধন পথ। এই পুস্তকের এবং পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে তন্ত্রের কথা গুলি বাঙ্গালীমাত্রেরই সযত্নে পাঠ করা উচিত। আধুনিক ভারতের সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক সাধকবীরগণই যুগবিপ্লব সকল করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা শিবজী, শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহ, মহারাণা প্রতাপ সিংহ মহারাজা মানসিংহ, মহারাজা প্রতাপাদিত্য, মহারাজা রণজিৎসিংহ, বাঙ্গালার সীতারাম প্রভৃতি যাহার কথাই মনে করিতে যাও তিনি তান্ত্রিক সাধক। তন্ত্রের শিক্ষা—বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ। ভয়ের কারণেও ভয় নাই। লোভের কারণ উপস্থিত থাকিলেও লোভ নাই—এইরূপ জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করানই তন্ত্রের লক্ষ্য। মানুষ গড়ার সম্যক চেষ্টা। মৃত্যুর সহিত খেলা করিয়া অমানিশায় শব সাধন দ্বারা মৃত্যু ভয় জয় [জাপানীরাও ছেলেদের অন্ধকার রাত্রে শ্মশানে পাঠাইয়া দেয়]; লতা সাধনে স্ত্রীলোকের নিকটে বসিয়া থাকিয়াও মন স্থির রাখা—মানসিক বা দৈহিক উদ্বেগ নিবারিত রাখা; শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র গুলির ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে নীরোগও দৃঢ় করা। তান্ত্রিক আসন দ্বারা সকল রোগ-মুক্তি হয়—যে নাক দিয়া জল লইয়া মুখ দিয়া বাহির করে মুখ দিয়া জল লইয়া পেট ধুইয়া বাহির করে, যে গুহ্যদ্বার দিয়া ভিতরে জল টানিয়া লইয়া বাহির করিয়া দেয় তাহার ঐ নেতি, ধৌতি, বস্তি প্রক্রিয়ার গুণে সর্দ্দি, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগ কোথা হইতে আসিবে? যে প্রাণায়াম ও বিবিধ আসনে অভ্যস্ত তাহার পেশী সবল বুক চওড়া, দম যথেষ্ট, তাহার দৌড়ের মুখে দাঁড়ায় কে? তাহার দ্বারা দুর্গম স্থান সকলও অক্লেশে লঙ্ঘিত হয়। [জাপানীও এক প্রকারের প্রাণায়াম করে এবং সাণ্ডো সকল যোগ ব্যায়াম দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন]। মদ্য নিম্নাধিকারীর জন্ত। ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া ওলন্দাজ ও ইয়ুরোপীয় সৈন্তকে যুদ্ধে চৌয়ান হয়। উহার দ্বারা "ডচ্ করেজ" বা মত্ততার সাহস প্রস্তুত করা হয়। ডোম বাগদি ও নিম্নশ্রেণীর লাঠিয়ালকেও একটু মদ বা ভাংএর নেশা করাইয়া দিতে হয় কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সিপাহীগণ মাদক স্পর্শ ব্যতীত মনের জোরে সেই উৎসাহ আনিতে পারে। তাহাদের জন্ম মদ্যের প্রয়োজন হয় না। কেহ কেহ (ছোট জাতের লোকে) মড়া পোড়াইতে গিয়া মদ খায়। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে যাহার মনে মৃত্যু ভয় নাই তাহার শব সাধনা জন্ম মদ্য স্পর্শ করিবার বিধি নাই। তন্ত্র হাড়ি ডোমকেও ত্যাগ করেন না। তন্ত্র বলেন "বাছা! মদ মাংস প্রভৃতি ছাড়িতে পারিবে না? ছাড়িয়া কাজ কি? ঐ অভ্যাস সহিতই সাধনমার্গে অগ্রসর হও। মন্ত্র জপ কর ও সুরাশোধন কর, অবাধে সাধন মার্গে অগ্রসর হও। সদ্‌গুরু, মন্ত্র জপ ও সুরা শোধন পদ্ধতির উপলক্ষে মদ্যপান ক্রমশঃ এত কমাইয়া ফেলেন আর "মা মা" ডাকে মনে মত্ততা এত প্রবেশ করাইয়া দেন যে সুরাপায়ী পশুবৎ মনুষ্য ক্রমে "মা মা ডাকের মত্ততাতেই" মুগ্ধ হয়—মদ কমিতেছে বলিয়া ক্ষুব্ধ হয় না। পশু "মানুষ হইতে" আরম্ভ করে গুরুর কৃপায় ঐ পবিত্র মত্ততার আস্বাদ করিতে করিতে হয়ত সে এক জন্মেই শেষে মদ ছাড়িয়া ফেলিতেও পারে। সুরার উপর শুক্রাচার্য্যের (ইনি শিষ্য কচকে খাইয়া ফেলিয়াছিলেন!) ব্রহ্মার (ইনি কন্যা সরস্বতীর দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের [সুরাপানেই প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংস হয়] শাপ আছে। এই শাপ বিমোচনের মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া সুরাশোধন করিয়া সুরাপানের ব্যবস্থা—যখন তামসিক ভাবের নিবৃত্তি অবস্থায়-দেওয়া হয় তখন সুরাপানের বা সুরাপানের উপায়ই থাকে না। প্রবৃত্তির পথে নিম্নাধিকারীকে ক্রমশঃ উন্নত করার ব্যবস্থাই তামসিক সাধনা। যে মদ খায় না তাহাকে

মন্ত্র ধরিতে তন্ত্র বলেন না। কোন সদ্‌গুরুই সে উপদেশ দিবেন না। যে মদ ছাড়িতে একান্তই অক্ষম তাহারই জন্য ঐ পথ। এইরূপেই পঞ্চ-ম-কারের তামসিক সাধন বুঝিতে হইবে। এই জন্যই তান্ত্রিক সাধনার পথে সদ্‌গুরুর একান্ত আবশ্যক। তন্ত্রে রাজসিক সাধনমার্গ আছে। এবং সর্ব্বোচ্চ সাত্ত্বিক সাধনার পথ আছে। তন্ত্র মন্ত্র গুপ্তিতে সক্ষম, দৃঢ়মন, দৃঢ়কায়, পরমপবিত্রচরিত্র মুক্তাচরকরী (ঘরে কুলাচার ঠিক রাখিয়াও ভৈরবী চক্র—এক সঙ্গে সাধনার কালে—সর্ব্বজাতির প্রতিষ্ঠ বান্ধব-বুদ্ধি করিয়া সম্মিলনে সক্ষম (শাস্ত্রে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্) মহাবীর সকলের সৃষ্টি করিতে পারেন। এইরূপ সকল লোক ব্যতীত ভারতের উন্নতি কিরূপে হইবে? এইরূপ সকল লোক ব্যতীত শিল্পশালার অধ্যক্ষ, ষ্টীমার লাইন চালাইবার কাপ্তেন, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের পত্তন ও উন্নতি জন্য নির্ভীক উদ্যমশীল, নিষ্কামকর্ম্মী নেতা সকল কোথা হইতে আসিবে? এই সাধনায় যাঁহাদের গঠন হইয়াছিল তাঁহারা কিসের আবিষ্কার না করিয়াছিলেন? পারদ, হরিতাল প্রভৃতি খেলার জিনিস তান্ত্রিক রাসায়নিকের (কেমিষ্টের) হাতেই হইয়াছিল। মকরধ্বজ তান্ত্রিক রাসায়নিক ও ভিষকের সৃষ্টি। সাধু সন্ন্যাসীরা যে সকল রাসায়নিক ভস্ম খড়িকার ডগায় অত্যল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিসকলের নিরাকরণ পূর্ব্বক আজও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন তাহা তান্ত্রিক পদ্ধতির সৃষ্ট। "শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সম"—এই পঞ্চম বেদের সাধনায় করিয়া থাকে। গোস্বামী প্রভুরাও তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতেই "নিজেরা" মন্ত্র লইয়া থাকেন। শ্রীরাম, বিষ্ণু, রাধা ও কৃষ্ণ মন্ত্র তান্ত্রিক পদ্ধতির বাহিরে নহে। হর পার্ব্বতীর ত কথাই নাই। নির্জ্জীব নিরুৎসাহ বাঙ্গালীর মধ্যে তন্ত্রের প্রতি অজ্ঞান-জনিত অভক্তি দূর হউক। স্ব স্ব কুলধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলেই সদ্‌গুরুর নিকট তন্ত্রের আসনাদি প্রকরণ অভ্যাস করুন।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল জর্ণাল অফ দি তান্ত্রিক অর্ডার ইন আমেরিকা" নামক একটী সাময়িক পত্র আমেরিকায় বাহির হয়। "তান্ত্রিক অর্ডার" কথাটির দ্বারাই মার্কিণ যে তন্ত্রের ভাব বুঝিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহা প্রকৃতই প্রাচীনকালের ফ্রীমেশনের দলের ন্যায় গুপ্ত সাধন চক্র। মন্ত্রগুপ্তি ও মানসিক বল সঞ্চয়ই ইহার প্রধান শিক্ষা ইহা নহেবং যথা কদাচিৎ—সাধনার কথা হাটে মাঠে বলিয়া বেড়াইলে বাহাদুরীর দিকেই মন যায়। সাধনার জন্য একাগ্রতা চাই। নিষ্কামতা "অভ্যাস" করা এবং বাহাদুরীর লোভ একান্তই "ত্যাগ" করা চাই। নচেৎ একাগ্রতা হইবে না। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গায় নিষেধ। মন্ত্র সিদ্ধিই বীরের লক্ষণ। "মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ বীরো ন বীরো মত্ত পানতঃ।"—কাম ক্রোধকে ছাগ মেষের ন্যায় বলি দিতে হয়। ঘৃণার সহিত কুলার্ণব তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন—"স্ত্রী সম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ। সর্ব্বেপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ।" স্ত্রী সম্ভোগে মুক্তি হইলে সকল জন্তুই মুক্তি পায়! ফলতঃ সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত তন্ত্র বুঝিতে পারা অসম্ভব। "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা চ মহীতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"—এই শ্লোকের লক্ষ্য "পূর্ণ সমাধি"। উহার লক্ষ্য মাতালের ওঠাপড়া নয়। সহস্র দল নিঃসৃত অমৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়া মহীতলে বা মূলাধারচক্রে পতিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী সহযোগে ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ সেই যোগিজনবাঞ্ছিত ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত হইয়া সহস্রারস্থিত সুরাপান করিলে বা সম্পূর্ণ সমাধিস্থ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। অর্থাৎ মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। "উত্থায়" শব্দটী তান্ত্রিক যোগে ব্যবহৃত। মাটী হইতে উঠা নয়। প্রাত্যহিক অভ্যাস সম্বন্ধে নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে উক্ত।—

ধ্যায়েৎ কুলকুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধার নিবাসিনীং।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধ ত্রিবলয় স্থিতাং॥
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিনীং।
"তামুত্থায়" মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ॥
উদ্দিনকরচ্ছোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ।
অশেষাণুতশাস্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ স্বয়ং।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥

দৃঢ় শরীর, সমাহিত মন, যোগিগণই অশেষ অশুভের শান্তি করিয়া লইতে পারেন। সকল অশুভ যে, নিজের দুর্ব্বল শরীরে এবং হৃদয়ে। নচেৎ মহামায়ার রাজ্যে অশুভের স্থান কোথায়? শ্রুতির কথা—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তন্ত্রের উপদেশ শ্রুতির উপদেশ হইতে অভিন্ন। শরীর ও মনে শক্তি সঞ্চয় কর। দুর্ব্বল হইয়া কামিনী কাঞ্চন হইতে দূরে পলাইওনা। বীরভাবে উহাদের সম্মুখেই নিষ্কাম, কর্ত্তব্য পালন কর। নির্ব্বিকার থাক। বীর হও, দৃঢ় এবং ভীরু হইও না। পক্ক ও পবিত্র তান্ত্রিক সাধনায় অমৃত ফল শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরম হংস দেব আধুনিক বাঙ্গালীর চক্ষের উপর বিরাজমান। সেই সাধনারই ফলে "স্বামী বিবেকানন্দ। পূর্ব্ব কালের সেই সাধনার ফলেই আজও বাঙ্গালীর যে কিছু মানসিক বল। সেই সাধনার ফলেই পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং অনেক কাজে প্রচেষ্টা ছিল। সদ্‌গুরু খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। তন্ত্রের সম্বন্ধে ভ্রম নিরাশ করিয়া সেই সাধনায় সমগ্র ভারতে দশ হাজার "মনুষ্য" প্রস্তুত হউক। ধর্ম্মজীবন, নিষ্কামকর্ম্মী, পবিত্রচরিত্র ঐ সংখ্যক লোকেই ভারতের শিল্প সাহিত্য, কলা বিদ্যা, রাসায়নিক আবিষ্কার জগতে অতুল্য করিয়া তুলিবেন এবং ইংরাজেরাই তর্কপূর্ব্বক সকল বিষয়ে সমান ব্যবহার করিবেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন থাকিবে না।

২। ইসলাম প্রচারক—৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩১৬ সাল। ইসলাম ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র। মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ১৫৯ নং কড়েয়া রোড হইতে প্রকাশিত—তুরস্কের মহামান্য সুলতান গাজী ২য় আবদুল হামিদ খানের শোচনীয় পরিণাম এবং "মিশরের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বৃত্তান্ত"—এই দুইটি এ মাসের প্রথম প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—

"পাশ্চাত্য বিকৃত মন্ত্রে দীক্ষিত নব্য তন্ত্রবাদী বর্ব্বরগণ সভ্যতা ও ভদ্রতার মাথা খাইয়া, সুলতান আবদুল হামিদের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করিতেই ছাড়ে নাই। ইহাদের মধ্যে এজিদ, এবনে জেয়াদ, ওমর বিন সাদ, শেমর, হোজ্জাজ-বিন্-ইউসফ প্রভৃতির বংশধর অনেক লোক আছে বলিয়া বোধ হয়। ইহারা ইলদিজ ভবনে "কারবালা" কাণ্ডের পুনরাভিনয় করিয়াছিল। সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চারি দিন পূর্ব্বেই রাজ-প্রাসাদস্থ জলের নল, গ্যাসের নল, ইলেক্ট্রিক লাইটের নল প্রভৃতি কাটিয়া দিয়া পানী ও আলো বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বাহির হইতে খাদ্য দ্রব্য যাওয়ার পথও বন্ধ করিয়াছিল। জল ও খাদ্যাভাবে ইলদিজস্থ জনগণ—বিশেষতঃ অবলা স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা গণের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইতেছিল। সুলতানকেও ২।৩ দিন প্রায় অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। এমন হৃদয়হীন পাষণ্ডগণ স্বদেশের মঙ্গলকামী, হিতাকাঙ্ক্ষী, ন্যায়বাদী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ বলিয়া দাবি করে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাদের "ন্যায় সমাজ-

দ্রোহী মহাপাপী সংসারে দেখা যায় না। যদি ইহাদের মনে খোদা-রসুলের ভয় থাকিত, তবে কদাচ এরূপ পৈশাচিক কার্য্য করিতে পারিত না আজ আনোয়ার, নেয়াজী হকু রেজা, হেলমী ও ও শওকত যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতেছেন সেচ্ছ... রাজদ্বেষ যেরূপ কাণ্ড কম ঘটিয়া থাকে। সৈন্য দিগকে ধোকা দিয়া ইহারা আপনাদের মতাবলম্বী করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন বহুদর্শী, জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রাণের ভয়ে অপমানের ভয়ে ইহাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বর্ব্বরোচিত ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতেছেন। মহেৎ কামেল পাশা, তওফিক পাশা, এদহেম পাশা ক রিম পাশা, রেজা পাশা, রউফ পাশা, করিম পাশা প্রভৃতি প্রবীণ পুরুষগণ কি নব্যতন্ত্রবাদী যুবক দলের ঈদৃশ ঘৃণিত ও পশুর উচিত ব্যবহারের কোন প্রতিকার করিবেন না?"

কিন্তু গ্রীস-বিজয়ী এদহেম পাশার প্রাণের ভয়ে সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করার কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। সুলতান আবদুল হামিদ এ দেশের সম্রাট আরাঙ্গজীবের ন্যায় সকলকেই উত্যক্ত করিয়াছিলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[স্থানীয়] সম্প্রতি চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণদিগের এক সভা আহুত হইয়া তথায় সর্ব্ব সর্ম্মতিক্রমে এই স্থির হইয়াছে যে, অব্রহ্ম ব্রাহ্মণগণ, যে সকল কায়স্থ উপনীত হইবেন অথবা হইয়াছেন তাঁহাদের ও তাঁহাদের একান্তবর্ত্তী ব্যক্তির যাজন দান গ্রহণ এবং তাঁহাদের সহিত সামাজিক কোনরূপ ব্যবহার করিবেন না, যে ব্রাহ্মণ তাহা করিবেন তাঁহার সহিতও যাজনাদি ও সামাজিক সম্বন্ধ রহিত করিবেন? সভায় স্থানীয় অধ্যাপক পুরোহিত ও সামাজিক ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন।

[বোম্বাই] ১৩ই জুলাই তারিখের বোম্বাই গেজেটে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, তৎপ্রদেশে যে বালিকাদিগকে যোগিনী দেবদাসী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া আজীবন কুমারী রাখিবার প্রথা আছে, এখন হইতে তাহা নিষিদ্ধ হইল। যদি কোন মাতা পিতা বা অভিভাবক তাহাদের বালিকাদিগকে ঐরূপ আজীবন কুমারী রাখিয়া দেবদাসী নিযুক্ত করে, তবে তাহারা দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

(নায়ক)

শান্তরাম রঘুনাথ নামক জনৈক দোকানী নানা প্রকার বিদেশী টুপীর আমদানী করিয়া তাহাতে তাহার কারমের নাম ও শিবজীর প্রতিমূর্ত্তি আটিয়া দিয়া স্বদেশী বলিয়া বিক্রয় করিত উল্লেখে তাহাকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আসামী এখন জামিনে খালাস আছে।

[ঢাকা] ঢাকা কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সারজন্স নামক ডাক্তারী স্কুল হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এল. সি. পি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—নৃপেন্দ্র ঘোষ, অবনীশ্বর দাস, বদরুদ্দিন আমেদ, পরেশ সেন, অবিনাশ সরকার, বিপিন দে ভূপেন্দ্র ভদ্র, অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়, যামিনী চক্রবর্ত্তী, গিরিজাকান্ত রাধারমণ দাস, রোহিনী দে বিনোদ গুহ ত্রৈলোক্য ভৌমিক, মুক্তাকর বিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিম চক্রবর্ত্তী।

[প্রেসিডেন্সী] জেলা ২৪ পরগণা ভাটপাড়া পোঃ ভাটপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কমল কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অনেকদিন যাবৎ নিজ বাটীর টোলে ছাত্রদিগকে কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতি ও মীমাংসাদি পড়াইয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসরই পরীক্ষার্থী ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে। সম্প্রতি তিনি আরও দুইটি স্মৃতির ছাত্র অন্নদিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ছাত্র দুইটির অন্ততঃ কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই।

[সাধারণ] ভূতপূর্ব্ব সহকারী মন্ত্রী হার ভন বেথম্যান হলওয়েগ জর্ম্মনীর প্রধান মন্ত্রী প্রিন্সভন বিউলের স্থান অধিকার করিলেন।

লর্ড রবার্টসের প্রবর্ত্তিত কম্পালসরী সার্ভিস বিল অর্থাৎ বাধ্য করিয়া সৈন্য দলভুক্ত করিবার প্রস্তাব লর্ড সভায় অগ্রাহ্য হইয়াছে। লর্ড মিলনার ও লর্ড কার্জ্জন বিল সমর্থন করিয়াছিলেন। লর্ড ক্রু ও লর্ড ল্যান্সডাউন বিপক্ষে ছিলেন।

পারস্যে জাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত একটি দলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। তাহাদিগকে রাজকর্ম্মচারিগণ শান্ত করিতে পারে নাই, সাহকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া যুবরাজকে সিংহাসনদানের কল্পনা করিতেছে। সাহের কসাক সৈন্যের সহিত ঐ দলের যুদ্ধ চলিয়াছে। ১৩ই জুলাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছে। ব্রিটিশ ও রুষ ব্যাঙ্কের উপর অত্যাচার করা হয় নাই। ইয়োরোপীয়দের কোন ক্ষতি করা হয় নাই। কসাক সৈন্যগণ মধ্যরাত্রে গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। জাতীয় দল তাহাদের বাধা প্রদান করিয়া এম লিয়াকফের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বাগান বাড়ী দখল করিয়াছে। তিহারান আরক্তের মধ্যে কাড়িয়া লইয়াছে। বাজকীয় সৈন্যদিগকে রাজ উদ্যানে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। পারস্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্তে স্থানীয় অধিবাসিগণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যেও বিপ্লবের সূচনা দেখা যাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৪ই তারিখে তিহারাণে সমস্ত দিন ব্যাপি যুদ্ধ চলিয়াছিল। সাহের সৈন্যগণ সহরের বাহিরে পর্ব্বতের উপর থাকিয়া পার্লামেন্টের গৃহের উপর গুলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। ব্রিটিস ও রুষ মন্ত্রীরা জাতীয় দলের সহিত গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সাহকে অনেক অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু সাহ মহোদয় তাহাতে অস্বীকার করিয়াছেন। কসাক সৈন্যগণের পক্ষ হইতে কর্ণেল লিয়াকফ জাতীয় দলের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রুষ সৈন্য রণে ক্ষান্ত থাকিলে জাতীয় দলের এ প্রস্তাবে সম্মতি আছে। রাজপক্ষাবলম্বীদের ও জাতীয় দলের মধ্যে এখন কামান ছোড়া বন্ধ হইয়া রাইফেলের ব্যবহার হইতেছে। ১৪ই সন্ধ্যার সময় সাহের সৈন্যগণ পূর্ব্ব উত্তর সিংহদ্বার আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

পার্লামেন্ট সভায় প্রশ্নের উত্তরে সার এডওয়ার্ড গ্রে বলিয়াছেন যে [illegible] যুদ্ধাভিযান জন্য রুষীয় সৈন্যদের [illegible] দেওয়া হয় নাই। সিরাজ নগরের [illegible] আশঙ্কাজনক। আবশ্যক হইলে বুসায়ারে অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধ যাত্রার জন্য সিরাজে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছে। রয়টারের তিহারাণস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সাহ রুষদূতের আশ্রয় গ্রহণ গিয়াছেন। এ সংবাদ জানাইবার জন্য রুষ ও ইংরেজের পক্ষ হইতে জাতীয় দলের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতেছে। ১৬ই জুলাই লণ্ডনে প্রাপ্ত রয়টারের তিহারানস্থ সংবাদ দাতার প্রেরিত তারের সংবাদে জানা যায় যে, একটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট গঠিত হইতেছে। সাহের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র, সাহ হইবেন এইরূপ মনে হইতেছে। এংলো-রুষীয় একটী ডেপুটেশন দ্বারা জাতীয় দলকে জানান হইবে যে, সাহ রুষীয়দিগের

মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ১৭ই জুলাইয়ের সংবাদ যুবরাজ সাহ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। বিলাতের টাইমস পত্র বলিতেছেন যে যুবরাজ সাহ হওয়ায় পারস্যের মঙ্গল হইবে। উঁহার পিতৃপিতামহের আমল অপেক্ষা ইঁহার সময়ে রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইবে আশা করা যায়। যুবরাজ এংলোকবীর রক্ষণাধীনে ছিলেন। অতঃপর আর তিনি উঁহাদের অধীনে নাই। দুইজন ভারতীয় সওয়ার এবং দুইজন রুসীয় কসাক সমভিব্যাহারে লইয়া সুলতানাবাদ প্রাসাদে আইসেন। সেখানে তাঁহার রাজসিংহাসন লাভের কথা তাঁহাকে বৈধভাবে জানান হইয়াছে। পারস্যে শান্তি স্থাপনের ভাণ করিয়া রুষ তথায় সৈন্য সমাবেশপূর্ব্বক স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন মনে করিয়া জাতীয় দলকে উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ১৯০৭ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ,—পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৮০২৬৬; তন্মধ্যে ৪৭৩৫৬৭ মুসলমান। কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫২৯; তন্মধ্যে ১১৫ জন মুসলমান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬১২৩৬৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪৪৩৪২ মুসলমান। প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৬৫১৩৭ ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান মুসলমান বালিকার সংখ্যা ২৫৮৩৭। সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে সমগ্র শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২২৯৮১; তন্মধ্যে ৩৯১৪৫ জন মুসলমান। সেকেণ্ডারী বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ১০৯৩; তন্মধ্যে ৭৪ জন মুসলমান বালিকা। শুরুট্রেণিং স্কুলে ১০৫৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫০ জন মুসলমান। শিল্প বিদ্যালয়ে ৭০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৯ জন মুসলমান। মেডিকেল স্কুলে ৬৯৪ জনের মধ্যে ১১১ জন, আইন-শ্রেণীতে ৮১ জনের মধ্যে ৬ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সর্ভে স্কুলে ৩৪১ জনের মধ্যে ৬৪ জন, বালিকা বিদ্যালয়ে ১২৫ জনের মধ্যে ২৪ জন মুসলমান। আর্ট স্কুলের পাঁচ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এক জনও মুসলমান নাই। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ১০৮৪৫ জনের মধ্যে ১৭৮৬৫ মুসলমান। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। বেসরকারী স্কুলে ৫৯৬৫ জন মুসলমান আরবী ও পারসী শিক্ষা করিতেছে। চারি জন অন্য জাতীয় ছাত্রও আরবী ও পারসী পড়িতেছে। প্রাথমিক 'ভার্ণাকুলার' বিদ্যালয়ে ৫৩৪১ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭৯, মক্তবে ৩৮৫২১ জনের মধ্যে ৩৮৯১৯ জন মুসলমান। জেনানা মক্তবে ৩৮৫২১ ছাত্রীর মধ্যে ৩৮৫১৯ মুসলমানবালিকা। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ৭০৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৩৬ জন মুসলমান। কোরাণের শ্রেণীতে দুই জন হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।—কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনও মুসলমান নাই।

উদ্ভট কবিতা

কোন ব্রাহ্মণ রাজার তোষামোদ করিয়া বলিতেছেন—

রাজংস্বৎ কীর্ত্তিচন্দ্রেণ তিথয়ঃ পূর্ণিমীকৃতাঃ।
মদ্‌গেহান্ন বহির্যাতি ভয়াদেকাদশীতিথিঃ॥"

হে রাজন্, আপনার কীর্ত্তিরূপ চন্দ্রের আলোকে সব তিথিই পূর্ণিমা হইয়া গিয়াছে, কেবল একাদশী তিথি পলায়ন করিয়া আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। ভয়ে বহির্গত হইতেছে না অর্থাৎ অর্থাভাবে আমাকে নিত্যই একাদশী করিতে হয়।

বিদেশ যাত্রাকালে স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষের উক্তি প্রত্যুক্তি—

"প্রস্থানং" কুরবাণি সুন্দরি সমায়াতীহ কাদম্বিনী,
ছত্রং তিষ্ঠতি, বেগবানতিমহানায়াতি যজ্ঞোমরুৎ।
সহ্যঃ সোঽপি ময়া প্রয়োজনবশাৎ স্বপ্রার্থিতং কিং
প্রার্থিতং
প্রস্থানঞ্চ ভবোপসর্গরহিতং ভূয়াদিতি প্রার্থয়ে॥

পুরুষ বলিতেছে—হে সুন্দরি, আমি প্রস্থান করিতেছি, স্ত্রী বলিল—মেঘ আসিতেছে, যাইবার সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিবে। পুরুষ বলিল—ছাতা আছে। স্ত্রী বলিল অতি প্রবল ঝড় আসিতেছে—ছাতায় মানিবে না। পুরুষটী বলিল—প্রয়োজন বশতঃ তাহাও আমাকে সহ্য করিতে হইবে,—তোমার প্রার্থনা কি তাহা বল, স্ত্রী বলিল—আমার প্রার্থনা এই তোমার প্রস্থান উপসর্গরহিত হউক,—অর্থাৎ তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাও। স্ত্রীর মনের ভাব—তোমার প্রস্থান উপসর্গ রহিত অর্থাৎ প্র—এই উপসর্গ শূন্য হউক অর্থাৎ তোমার স্থান হউক তুমি থাক যাইও না।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯০৮ সালের পূর্ব্ববঙ্গও আসাম প্রদেশে মেডেল পাইয়াছে।

হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কটন কলেজ 'দিপাক মেথি রৌপ্য মেডেল।

বীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিলেট গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল "কটন' রৌপ্য মেডেল "নলিনী সুন্দরী" রৌপ্য মেডেল ও "খগেন্দ্র নারায়ণ' স্বর্ণ মেডেল (২য়)

পদ্মধর চালিহা শিবসাগর গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল "কেমেল মেমোরিয়েল' রৌপ্য মেডেল "দীননাথ" স্বর্ণ মেডেল "খগেন্দ্র নারায়ণ" স্বর্ণ মেডেল (১ম) আয়ুশিরাতি গোস্বামী মেমোরিয়েল' স্বর্ণ মেডেল (১ম) "হেমধর বড়ুয়া' রৌপ্য মেডেল।

সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধুবড়ী গবর্ণমেন্ট হাই স্কুল "ধুবড়ী করনেশন দরবার' রৌপ্য মেডেল

সিদ্ধেশ্বর লোহাটিন নওগাঁ গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল "নওগাঁ করোনেশন দরবার রৌপ্য মেডেল।

সত্য রঞ্জন দাস রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল ম্যাকউইলিয়ম রৌপ্য মেডেল।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিলং হাইস্কুল "সুবল চরণ দাস' রৌপ্য মেডেল ও শিলং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল স্বর্ণ মেডেল (প্রথম)

নির্ম্মলচন্দ্র গোস্বামী শিলং হাইস্কুল শিলং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল রৌপ্য মেডেল প্রথম।

নরেন্দ্র কুমার পুরকায়েস্থ করিমগঞ্জ হাইস্কুল রাধাকান্ত রৌপ্য মেডেল।

সুরেন্দ্র বিজয় পাল পাটিয়া হাইস্কুল "কৃষ্ণদাস কুণ্ডু" রৌপ্য মেডেল।

সুহাসিনী সিংহ সিলেট মডেল গার্ল স্কুল "জয়তারা" রৌপ্য মেডেল।

গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মা জোড়হাট গবর্ণমেন্ট হাই স্কুল "আয়ুনিরাতি গোস্বামী" স্বর্ণ মেডেল (দ্বিতীয়)

অন্নদা চরণ সূত্রধর রামগোপাল মধ্য ইংস্কুল "খগেন্দ্র নারায়ণ" রৌপ্য মেডেল (১ম)

হরিনাথ গোলই শিবসাগর মধ্য বাং স্কুল "খগেন্দ্র নারায়ণ" রৌপ্য মেডেল (২য়)

ললিতরাম দাস নলবাড়ী মধ্য ইং স্কুল "কুলায়' রৌপ্য মেডেল।

শ্রীমতী সুরজা দেবী শিলং বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয় "শিলং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল" রৌপ্য মেডেল (২য়)

কাজনেতি মই মওখড়মিশন বালিকা বিদ্যালয় "শিলং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল" রৌপ্য মেডেল (৩য়)

লীলাবতী বড়ুয়ানী রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত ছাত্রের নাম ভিন্ন বিজ্ঞাপিত হইবে।

দ্রষ্টব্য।

বিগত ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় (বিজ্ঞান) প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ১ম বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পরীক্ষোত্তীর্ণের নামের তালিকায় এই ছাত্রের নাম ৪২ জন ছাত্রের নীচে বসান হইয়াছে, হওয়া উচিত ১০ জনের নীচে অর্থাৎ সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ছাত্র এইচ এস সুহ্রাবর্দ্দি নামের নীচে হইবে।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মুসলমানদিগকে প্রদত্ত বৃত্তি ও পুরস্কার

মহম্মদ হবিবুলহক কলিকাতা মাদ্রাসা মহসিনবৃত্তি

নী ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইলেন। পাটনার ডেঃ মাঃ মৌঃ মহঃ হবিবুল্লা সাহাবাদের সদরে বদলী হইলেন।

বিচার—সারণের প্রতিনিধি সবজজ বাবু চারু চন্দ্র মুখো উলুবেড়িয়া ও শ্রীরামপুরের মুঃ হইলেন। হুগলীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত সবজজ বাবু শ্রীহরি লাহিড়ী সারণের সবজজ হইলেন। যশোহরের প্রতিনিধি মুঃ বাবু তারকনাথ বসু নড়াইলের মুঃ হইলেন। নড়াইলের মুঃ বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ উক্ত পদে পাকা হইলেন। যশোহরের মুঃ বাবু বিপিন বিহারী চট্টো ৬ মাস ৬ দিনের ছুটী পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ মহঃ নাজিরুদ্দিন ভগলপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। সাহাবাদের সব ডেঃ কঃ বাবু বৈদ্যনাথ সহায় [নং১] সসারামে বদলী হইলেন। ভগলপুরের সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ মহঃ নাজিরুদ্দীন ভগলপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। গোদ্দার সব ডেঃ কঃ মৌঃ মহঃ সাহাবুদ্দিন খাঁ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। মাধিপুরের সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ মহঃ রফিক উল আলাম গোদ্দা মহকুমায় বদলী হইলেন।

শিক্ষা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাটনা আইন কলেজে আইনের লেকচারার হইলেন।—বাবু কৃষ্ণ সহায় বি এ বি এল, মৌঃ মহঃ মৌজার বি এ বি এল [illegible] বি এ বি এল, বাবু ব্রজেশ ধারী প্রসাদ সিংহ এম এ বি এল, ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মৌঃ মহঃ টৈমুদ্দীন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইলেন। বাবু আত্মারাম বি এ বি এল পটেনা আইন কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন।

হাজারিবাগ রিফরমেটরীর কার্য্য ওভারশিয়র বাবু চুণীলাল মুস্তফি বাঙ্গালার কৃষিবিভাগে নিযুক্ত হইলেন। রাঁচি জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু আশুতোষ গুপ্ত উক্ত স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ এবং বাবু জানকীনাথ ঘোষ বি এ সহকারী শিক্ষক হইলেন। কটকের সব ইনঃ বাবু রাজ কিশোর দাস ৬মাসের শিক্ষানবীশীতে উড়িষ্যা বিভাগের ইনঃ আফিসের হেড ক্লার্ক হইলেন। যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু শশধর দত্ত ১২ই জুলাই হইতে ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু যশোদানন্দন ঘোষ বি এ যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষক হইলেন। [illegible] সব ইনঃ বাবু গোবিন্দ প্রসাদ দাস ২ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁহার স্থানে কার্য্য করিবেন। রাণাঘাটের সব ইনঃ বাবু নীলরতন রায় ১ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ [illegible]

নন্দ কিশোর বল বিএ কটক টেনিং স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ পদে পাকা হইলেন। বারাসত গবর্ণ স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষক [অধস্তন শিক্ষা সার্ভিসের ২য় শ্রেণী] এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে মেদিনীপুরের সব ইনঃ হইলেন। মিস জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী বি এ এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে বেথুন কলিঃ স্কুলের অতিরিক্ত শিঃ হইলেন।

কর্ম্মখালি

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A Hd master for the Chinduli M E schoo' on Rs 20 to 22 according to qualification. Private tuition available. Lodging free. Apply to Babu Kali Pada Mitra, Proprietor Belerhut Dispensary Po. Majida (Burdwan).

An F A Hd master and an Entrance 2nd master at present for 5 months on 25 and Rs 15 respectively. Apply to the Hd master, Pauchupur M E school po Pauchupur (Rajshahi).

An A course graduate Hd master on Rs 50 and a B course graduate on 40 as 2nd master—Paigram Kasba M E school, Khulna. Free board and lodging. Must stick at least a year.

An F A Kyatha Hd master—Knuia Daradia Daulatpur M E school, po Bandhab Daulatpur Dt. Faridpur on Rs 20 and food and lodging.

A graduate as Asstt. Hd master for the Sihal Pakraashi Institution on Rs 40 with free board and lodge and prospects of increment. Apply to the President school committee. Po:— [illegible]

A graduate Hd master, strong in English, and a 2nd master also a graduate, strong in Mathematics on Rs 60 and Rs 50 respectively, for the Kirnahar Sibchandra H E school the Birbhum Dt. Must stick to the post at least for two years. Kirnahar is 13 miles to the east of Ahmadpur Ry station E I R Loop line.

An F A passed Hd master—for the Habibpur M E school, in Dt Nadia, only 2 miles from Ranaghat—Ry station, E. B. S. Ry on Rs 25 a month Free lodging. Applications should be received by the undersigned at the following address up to the 7th day of August, 1909. Rajanikanto [illegible] (Secretary). 32 Clivestreet Calcutta.

A Hd master Mirzapur M E school on Rs 20 with free board and lodging village Mirzapur, po Atwari Dt. Dinajpur.

A graduate 5th master on Rs 45 per mensem, for the Karimganj Aided H E school, po. Karimganj (A B Ry Sylhet. Apply sharp to Secretary, stating age and with copies of testimonials.

A B course graduate 2nd master on Rs 60 and one A course graduate 1st Assistant teacher on Rs 50 and also an A course undergraduate, strong in Sanskrit on Rs 40 for the Kalikishore aided H E school Hashara (Dt Dacca) Must stick at least two years. Also A 2nd Pandit—passed Normal school Exam under the new system on Rs 20 a month.

A graduate strong in English and a B course graduate, as Hd master, Assistant Hd for the Maheshkhali H E school in 24 Perganas, on Rs 50 to 55 and Rs 30 to 35 respectively, according to qualification, with prospects and free quarters. Must stick to the post for at least 2 years.

A graduate asst Hd master and an undergraduate 3rd master for the Kumarkhali H N H E schooll (Dt. Nadia) on Rs 45 to 50 and Rs 25 respectively. Apply to the Hd master.

A Hd Pandit passed under the Dhaka [illegible] for the Kuliapara

M E schoo l Pin... po Dt Hooghly on 18 per month. Lodging free Private tuition may be available.

An F A Hd master for an M E school Dt Burdwan on Rs 20 with free board and lodging. Private tuition available. Pashupati Nath Chatterjee Establishment clerk, Dist suptd office Dhanbad E I Ry.

For Raja Suryya kumar Institution Rajbari (E B S R) a second year passed Pandit on Rs 15 a month. One having some knowledge of English is to be preferred.

মাহেশ ম ইং স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক বেতন মাসিক ২০৲। প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যায় নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক চাই। আগামী ৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে আবেদন মাহেশ, ভায়া শ্রীরামপুর, হুগলী।

২৫৲ বেতনে এক এ পাশ হেঃ মাঃ শ্রীবসন্ত কুমার রায়, গোবিন্দপুর পোঃ বানপুর জেলা নদীয়া।

মিস্ত্রী দেয়াড়া মঃ ইং বিদ্যালয়ে একজন এফ এ ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ ও একজন নর্ম্মাল ব্রাহ্মণ হেঃ পঃ বেতন আবা বাদে যথাক্রমে ২০৲ ও ১৭৲ টাকা স্থানটী ই বি এস রেলওয়ে ঝিকারগাছা ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পোঃ অমৃতবাজার জেলা যশোহর।

জেলা হাওড়া শিবপুর বয়েজ স্কুল একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত বেতন ১৫৲ টাকা শিবপুর বয়েজ স্কুল, হাওড়া।

ইকড়া স্কুলে এন্ট্রেন্স পাশ বা এফ এ পড়া শিক্ষক। আবা ও ১২ টাকা। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জোড়চৌকি কলিয়ারি চৌকীডাঙ্গা পোষ্ট রাণীগঞ্জভায়া।

নোয়াখালী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে একজন উপযুক্তা ১ম শিক্ষয়িত্রী বেতন ২০৲ টাকা ও বাসা।

চাতরা নব প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর জন্য একজন অধ্যাপক। বৃত্তি আপাততঃ ১২৲, অন্যান্য প্রকারে কিছু কিছু প্রাপ্য আছে। খোরাক ও বাসা পাইবেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ মিশ্র গোবরডাঙ্গা পোঃ দক্ষিণ চাতরা।

কামারজানি স্কুলে এক এ পাশ হেঃ মাঃ ২০৲ ও আবা একজন এন্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন ১২৲ ও বাসস্থান। ১লা আগষ্ট মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

জেলা বর্দ্ধমান দীর্ঘনগার গ্রামে ম ইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲ টাকা।

আপাততঃ ছয় মাসের জন্য কুতুবপুর মধ্য বঙ্গ স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ পোঃ শ্যামপুর জেলা রংপুর বেতন ২০৲ টাকা ও বাসা।

খড়িবাড়ী ইস্‌লামিয়া ম ইং স্কুলে একজন নূ ত্রৈবার্ষিক মুসলমান হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও আবা। হিন্দু হইলে কেবল বেতন ও বাসস্থান পোঃ ডিমলা, রঙ্গপুর। খগারহাট।

দুর্লভপুর মাদ্রাসার জন্য এন্ট্রান্স পাশ মুসলমান শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। পোঃ লালগোলা জেলা মুরসিদাবাদ।

সাওয়াইল ম ইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ১৮ টাকা ও আবা প্রাইভেট টিউসনিতে ৪।৫ টাকা হইতে পারে পোঃ সাওয়াইল ভায়া পাংশা।

জেলা খুলনা সাতক্ষীরা মহাকুমা বসীরহাট ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পুষ্পকাটী স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া একটী শিক্ষক বেতন আবা বাদে আপাততঃ ৯৲ টাকা। শ্রীজ্ঞানদা চরণ ঘোষ সার্কেল পণ্ডিত খয়হুতী সার্কেল স্কুল গোহাইল বাড়ী পোঃ ফরিদপুর।

চৌবাড়ী ম ইং স্কুলে এন্ট্রান্সপাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন ১০—১২ টাকা ও আবা শীল, বৈদ্য বা সদেগোপের অন্নভোজী হওয়া চাই। পোঃ দৌলৎপুর, পাবনা।

একটী এন্ট্রান্স ফেল প্রাইভেট মাষ্টার। বেতন বাদ খোরাক ১৫৲। শ্রীবিজয় গোবিন্দদাস পোঃ লাহিড়ী লাহিড়ীহাট কাপড়ের দোকান। [দিনাজপুর]।

এন্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়া বয়স ৩০ বৎসর কিম্বা ঊর্দ্ধ বয়স প্রাইভেট শিক্ষক বেতন ৮ টাকা ও আবা শ্রীপ্যারীমোহন দাস পোঃ ডিমলা [রংপুর]

জেলা দিনাজপুর মেনীপাড়া মবাস্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ ও প্রাইভেট ৫৲ মোট ২০৲ পাইবেন। শ্রীশরৎকুমার দাস চৌধুরী পোঃ লাহিড়ী প্রাঃ বাবাজপুর জেলা দিনাজপুর।

নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও বাসা টুইসন আছে। জেলা হুগলী আঁটপুর পোষ্ট।

গনেশপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ আবা বাদে ২০ টাকা বেতন। শ্রীদীননাথ রায় আমরদহ পোঃ, হাওড়া জেল, ভায়া বাগনান

খাসিয়াল মবা স্কুলে হেঃ মাঃ আপাততঃ দশ টাকা ও আবা পোঃ খাসিয়াল, যশোহর।

মাসিক ২২ টাকা বেতনে পাইকর ম ইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বাসা পাইবেন। পোঃ পাইকর, ভায়া মুরারই, জেলা বীরভূম।

মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন ব্রাহ্মণ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বিনা খরচে আবা। পোঃ ...পুর, ভায়া পাংসা।

... মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন এন্ট্রান্স পড়া মুসলমান প্রাইভেট শিক্ষক। শ্রীকছির উদ্দিন খাঁ জমিদার পোঃ সুখানপুকুর আপাধপ। [বগুড়া]।

বাবনাপাড়া ভিক্টোরীয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের জন্য একজন গ্রাজুয়েট সেকেণ্ড মাষ্টার মাসিক ৪০৲ বেতনে ও এক এ পাস মাসিক ২০ টাকা বেতনে শিক্ষক। বাসা পাইবেন। বাবনাপাড়া বর্দ্ধমান জেলা।

সগুণা উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন এন্ট্রান্স পাস শিক্ষক আবা এবং ১২ হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত। পাঁচপোতা পোঃ ভায়া গোবরডাঙ্গা ই বি এস আর।

বাঘুটিয়া উ ইং স্কুলে একজন এ কোস গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ বেতন মাসিক ২০৲ হইতে ৪৫ টাকা এবং আবা বাঘুটীয়া পোঃ যশোহর।

কুচুট ম ইং স্কুলে ১৬টাকা বেতনে ড্রিল ড্রইং জানা নূ হেঃ পঃ হেডমাষ্টারের নিকট ৩ সপ্তাহের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে কুচুট মসুলপুর ষ্টেশনের ৪ মাইল উত্তর। বাসাভাড়া লাগিবে না প্রাইভেট টিউসন মিলিবে

পাগলার হাট দোকাবে নূতন নিয়মে বাংলা শিক্ষার জন্য একজন পণ্ডিত। উক্ত প্রাইমারি পর্য্যন্ত বাংলা জানা এবং প্রাইভেট পড়াইবার জন্য মাইনার পর্য্যন্ত ইংরাজী জানা। আবা ও নাপিত পাইবেন বেতন ৬৲ টাকা পরে ৭৲ টাকা হইবে। মোহাম্মদ ফেলাপ উকিলখান জমিদার, পোঃ পুণ্ডরীক জেলা রংপুর।

সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষার ফল।

(অবশিষ্টাংশ)

যশোর সংস্কৃত সঞ্জীবন সমাজ দ্বারবঙ্গ

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

কোবী অনিরুদ্ধ মুক্তিনাথ ঝা দ্বারবঙ্গ

...দেব রঘুনন্দন মিশ্র মধুবাণী

আচারত দীনবন্ধু ঝা ইশাপুর

ঝা ...নাথ রত্নেশ্বর ঝা পাহিজোল

...শ্বর ভগবানদত্ত মিশ্র দুলালপুর

,, দীননাথ দীনবন্ধু ঝা ইশাপুর

,, জয়কৃষ্ণ নন্দলাল ঝা চৌপাড়

,, কুশেশ্বর কপিলেশ্বর ঝা সাখৌর
মিশ্র গোপীনাথ ঝাটুনাথ ঝা দ্বারবঙ্গ
,, হরিনন্দন সোণলাল ঝা হরিপুর
,, চন্দ্রকান্ত দীনবন্ধু ঝা আশপুর
,, কপিলেশ্বর সোণলাল ঝা হরিপুর
,, লালজি মতিনাথ ঝা গাঙ্গোলী
,, রসিকলাল রঘুনন্দন মিশ্র মধুবাণী
,, ত্রিলোক নাথ হরিশঙ্কর ঝা খহি
শর্ম্মা চন্দ্রশেখর বালীশ ঝা বরঘরিয়া দ্বারবঙ্গ
,, দেবীকান্ত বাসুদেব শর্ম্মা সীতামারী
,, নারায়ণদত্ত চক্রধর শর্ম্মা সাগরপুর
ঠাকুর ছত্রধারী ঐ ঐ
,, কৃষ্ণমোহন হরিশঙ্কর ঝা খহি
,, শিবনন্দন সোণলাল ঝা হরিপুর

কাব্য—১ম বিভাগ

শর্ম্মা বুদ্ধিনাথ গেণালাল শর্ম্মা হবিডাউর

২য় বিভাগ

ঝা নিরসন সুরেশ মিশ্র দ্বারবঙ্গ
মিশ্র সুরেন্দ্র সারদাচরণ সেন ঐ
ঠাকুর বিক্রম রঘুনন্দন মিশ্র মধুবাণী
,, চিরঞ্জীব সুরেশ মিশ্র দ্বারবঙ্গ

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

ঝা অনিরুদ্ধ গেণালাল শর্ম্মা হবিডাউর
,, গুণানন্দ যোগেশ্বর ঝা পিণ্ডারুচ
,, শান্ত ঐ ঐ
,, শিবকুমার গেণালাল শর্ম্মা হবিডাউর
মিশ্র চতুর্ভুজ নিত্যানন্দ মিশ্র বালিয়া

মীমাংসা—১ম বিভাগ

ঝা কপিলেশ্বর রবিনাথ ঝা দ্বারবঙ্গ

২য় বিভাগ

ঝা বদ্রিনাথ রবিনাথ ঝা দ্বারবঙ্গ
,, শ্রীকৃষ্ণলাল ঐ ঐ

ঢাকা

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

বাগচি শিবদাস কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আমতলি
ভট্টাচার্য্য মনোমোহন কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মেদিনীমণ্ডল
,, প্রমথ উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ পাঁচচর
,, শশি জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন সোয়াধা
,, সুরেন্দ্র কামিনীকান্ত তর্করত্ন মথরা
,, সুরেন্দ্র নগেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মুড়াপাড়া
চক্রবর্ত্তী বিজয় কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আমতলি
,, দেবেন্দ্র কালীচরণ বিদ্যাভূষণ মুড়াপাড়া
দে শ্রীশ বামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ বয়াইল
,, নিবারণ মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ইছাপুর

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রজনী মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি [illegible]
,, উপেন্দ্র দীননাথ বিদ্যাবাগীশ এলছড়া
চক্রবর্ত্তী দুর্গামোহন মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ [illegible]

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বিরাজ রাসমোহন বিদ্যারত্ন রাজদিয়া
,, নগেন্দ্র অশ্বিনী স্মৃতিতীর্থ শিমুলিয়া
,, রাজকুমার মণিভূষণ স্মৃতিরত্ন চুড়াইন
চক্রবর্ত্তী শরৎ রাসমোহন বিদ্যারত্ন রাজদিয়া

ন্যায়—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য মহেন্দ্র রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ রুকপুর

সারস্বত সমিতি দৌলৎপুর

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

বসু চারু শরচ্চন্দ্র কবিরত্ন মাগুরা

২য় বিভাগ

বন্দ্যো কালীপদ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খেসরা
ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্র মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কাড়াপাড়া
দত্ত নীলমাধব দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
দত্তগুপ্ত নলিনী গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ ইতিনা
ঘোষাল রসিক দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
মজুমদার নলিনী ঐ ঐ
,, শীতলচন্দ্র ঐ ঐ
মুখো শশি শশধর স্মৃতিতীর্থ পিলগঞ্জ
সেনগুপ্ত হরিপদ উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য খেসরা

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অম্বিকা মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কাড়াপাড়া
,, অনাদি দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
,, সতীশ আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সাংদিয়া
চক্রবর্ত্তী নিরঞ্জন দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর
সেনগুপ্ত অক্ষয় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ পাথুরিয়া ঘাটা

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য উপেন্দ্র আশুতোষ স্মৃতিরত্ন পিলগঞ্জ
চক্রবর্ত্তী হৃদয় আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সাংদিয়া

বেদান্ত—২য় বিভাগ

বন্দ্যো শিবনাথ দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর

ঘাটাল সংস্কৃত সমিতি।

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

মিশ্র গজেন্দ্র শ্রীপতি কাব্যতীর্থ বলাগড়িয়া
সংপতি সত্যবাদী পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি গড় বেল্যাবেড়া

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

আচার্য্য তারিণী কুমার নারায়ণ ব্যাকরণতীর্থ কৃষ্ণনগর
বন্দ্যো শশি কেশবলাল স্মৃতিরত্ন আসনাইতলা
ভট্টাচার্য্য অনুকূল নীলকান্ত ন্যায়ভূষণ ভেমুয়া
,, হেরম্ব নারায়ণ বিদ্যারত্ন যোগিখোপ
,, কালীনাথ কুলধ্বজ স্মৃতিরত্ন তিলদা
,, রঘুনাথ পার্ব্বতীচরণ বিদ্যারত্ন কোয়াই
,, সতীশ নারায়ণ বিদ্যারত্ন যোগিখোপ
,, শ্রীনিবাস দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুদেববেড়া
চক্রবর্ত্তী ঈশ্বর অন্নদাচরণ তর্কতীর্থ বলাই
দাস কার্ত্তিক বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন গড়বাসুদেবপুর
,, কালীনাথ ঐ ঐ
ঘোষাল ধরণীধর বিশ্বনাথ তর্কভূষণ যোগীখোপ
মহাপাত্র চিন্তামণি দ্বারকানাথ বেদান্ততীর্থ বানকাটা
,, প্রিয়দর্শন শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ বলাগড়িয়া
নন্দ দয়ানিধি মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কৃষ্ণনগর
পাহাড়ী কৃষ্ণ শঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাজন
পাণ্ডা নীলকান্ত বৈদ্য বিদ্যারত্ন গড় বাসুদেবপুর
পাণিগ্রাহী অভিরাম পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি গড় বেল্যাবেড়া
উদাসিনী হরিপদ কেশবলাল স্মৃতিরত্ন আসনাইতলা

কাব্য—১ম বিভাগ

শর্ম্মা রামপ্রসন্ন প্রাইভেট

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য ভূষণ সত্যনাথ কাব্যতীর্থ পাথড়া মেদিনীপুর
কেদার নাথ গেণারাম বিদ্যারত্ন কড়কাই
,, যামিনীকান্ত শ্রীশচন্দ্র তর্কতীর্থ নাড়াজোল
দাস শ্যামাচরণ শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ বলাগড়িয়া
গুপ্ত করুণাময় দেবেন্দ্র তর্কতীর্থ বালিয়া
মিশ্র দামোদর পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি গড়বেল্যা
,, দেবেন্দ্র বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ চাপাদালি
,, ঈশান অন্নদাচরণ তর্কতীর্থ বলাই
মুখো সতীশ সত্যনাথ কাব্যতীর্থ পাতরা
নন্দ দেবেন্দ্র যদুনাথ কাব্যতীর্থ নীলদা
,, রমেশ শ্রীপতি কাব্যতীর্থ বলাগড়িয়া

সাংখ্য—২য় বিভাগ

মিশ্র ভৈরব দীননাথ কাব্যতীর্থ বাসুদেববেড়া
নন্দ ত্রৈলোক্য কৃষ্ণপ্রসাদ সাংখ্যতীর্থ ভূপতিনগর

উপনিষদ ২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী সারদা হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বন্দি চক

হিতৈষিণী সভা ইদিলপুর।

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য আশু শিবশরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দুর্গাপ্রসন্ন শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ আমতলি
,, জগদীশ ঐ ঐ
,, নিশিকান্ত শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি
,, সুরেন্দ্র কুঞ্জকিশোর সাংখ্যভূষণ ধানুকা

চক্রবর্তী জানকী ঐ ঐ
গোপীনাথ হরিনাথ শাস্ত্রী চৈতন্যা

কাব্য—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য যামিনী গঙ্গা সিদ্ধান্তবাগীশ সিংহজানী

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য ললিত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ আবতলি

ধর্ম্ম সভা ময়মনসিংহ

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

ধর সুরেন্দ্র শিবচন্দ্র কাব্যতীর্থ ময়মনসিংহ
গুপ্ত ধরণী আনন্দেশ্বর কবি শিরোমণি গিরাজগঞ্জ

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভৌমিক হৃদয় প্রসন্নকুমার স্মৃতিরত্ন গোলাবাড়ী
ভট্টাচার্য্য বরদা কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চান্দুরা
„ দেবেন্দ্র সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুখুয়াই
„ ললিত কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ কানিহারী
„ নরেন্দ্র চন্দ্রকান্ত তর্করত্ন মাগুলখাল
প্রফুল্ল মথুরানাথ স্মৃতিভূষণ সুখুয়াই
„ র চন্দ্র শিবচন্দ্র কাব্যতীর্থ ময়মনসিংহ
„ চ রণ তারকচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মুক্তাগাছা
চক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্র কালীচরণ বিদ্যালঙ্কার ও গোলকনাথ তর্কসিদ্ধান্ত উখি
গোস্বামী নিখিলানন্দ অভয় ভট্টাচার্য্য উথরাপাল

কাব্য—২য় বিভাগ

চক্রবর্তী দুর্গামোহন শশিকুমার বিদ্যাভূষণ শেরি
গুপ্ত কামিনীকুমার উপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ এলেঙ্গা

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য মথুরা চন্দ্রকিশোর স্মৃতিভূষণ কানিহারী

বেদান্ত—২য় বিভাগ

ব্যাকরণতীর্থ সুরেন্দ্র মহাঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী

মীমাংসা—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বনমালী জনার্দ্দন স্মৃতিরত্ন কাবাখোলা

মান্দালা সংস্কৃত স্কুল কমিটী

কাব্য—১ম বিভাগ

ঠাকুর আত্মানন্দ ছেদিলাল পাঠক মন্দালা

বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন মজঃফরপুর

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ঝা পূর্ণর শশিনাথ ঝা মজঃফরপুর
মিশ্র প্রধান ঐ ঐ
„ কামদেব মহাবীর পাণ্ডে মতিহারী
„ মধুসূদন — ঐ ঐ
„ দিষ্টা গোকুলানন্দ মিশ্র মজঃফরপুর
মিশ্র পরমানন্দ মহাবীর পাণ্ডে মতিহারী
ত্রিপাঠী রামচন্দ্র ঐ ঐ

কাব্য—১ম বিভাগ

মিশ্র শিবচন্দ্র গোকুলানন্দ মিশ্র মজঃফরপুর

২য় বিভাগ

„ ত্রিকেশ্বরী প্রসাদ মহাবীর পাণ্ডে মতিহারী
ভলেশ্বরনাথ ঐ ঐ
„ শিবপ্রসাদ গোকুলানন্দ মিশ্র মজঃফরপুর
ত্রিপাঠী রঘুবংশ মহাবীর পাণ্ডে মতিহারী :

জ্যোতিষ—২য় বিভাগ

দ্বিবেদী রামজি বিষ্ণুদত্ত ওঝা মতিহারী
„ বাম্বি যদুনাথ ঝা বিক্রমপুর
ঝা জয়চন্দ্র ঐ ঐ
কুমার জ্ঞাননারায়ণ ত্রিভুবন ঝা বাম্বি
ত্রিপাঠী রামসেবক বিষ্ণুদত্ত ওঝা মতিহারী

বিদ্যোৎসাহিনী সভা নড়াইল

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

বন্দ্যো নীলরত্ন প্রাণকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কোড়কদি

কাব্য—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী তারকনাথ বিজয় শিরোমণি বারুইখালি

ন্যায়—২য় বিভাগ

কাব্যতীর্থ রামচরণ বিজয় শিরোমণি বারুইখালি

সুহৃদ সম্মিলনী সভা—নোয়াখালি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী বৈকুণ্ঠনাথ সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক
„ তারানাথ হরনাথ ন্যায়রত্ন ঘোষ কামতা
চৌধুরী নলিনী সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য উপানন্দ সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক
চক্রবর্ত্তী গঙ্গাচরণ হরিকৃষ্ণ সাংখ্যভূষণ নোয়াখালি
„ ইন্দ্রকুমার ঐ ঐ
„ যতীন্দ্রনাথ অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চৌপল্লী
„ সারদাচরণ ঐ ঐ

কাব্য—১ম বিভাগ

চক্রবর্ত্তী নিশি কালীপ্রসন্ন বিদ্যানিধি সোণাচক

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য অক্ষয় সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক
রামচন্দ্র ঐ ঐ
দত্ত গিরিশ ঐ ঐ
ঘোষ সঞ্জীব ঐ ঐ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী শশিকুমার রজনীনাথ স্মৃতিতীর্থ বাবুপুর

নবদ্বীপ বিবুধজননী সভা

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রোহিনী রামদাস বিদ্যারত্ন বাহাদুরপুর
চক্রবর্ত্তী মাখন মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় হাওড়া
গোস্বামী রামগোপাল প্যারীলাল ভাগবতভূষণ নবদ্বীপ

„ শিতিকণ্ঠ ব্রজনাথ গোস্বামী চৈতন্য চতুষ্

কাব্য—১ম বিভাগ

ব্যাকরণতীর্থ নীলমণি নৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ নবদ্বীপ

২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য বিজয়ানন্দ যদুনাথ বিদ্যারত্ন পূর্ব্বস্থলী
চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ রাখালানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড
মল্লিক ঐ ঐ

ন্যায়—১ম বিভাগ

ভট্টাচার্য্য ভবশঙ্কর মহামহোপাধ্যায় তর্কপঞ্চানন নবদ্বীপ
„ সতীশ আশুতোষ তর্কভূষণ
„ রাজেন্দ্র মহাঃ রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন
„ শিবনাথ ঐ ঐ
চক্রবর্ত্তী ভবরঞ্জন আশুতোষ তর্কভূষণ ঐ
গোস্বামী রামকান্ত ঐ ঐ
শর্ম্মাচন্দ্র শেখর মহাঃ যদুনাথ সার্ব্বভৌম ঐ

বেদান্ত—১ম বিভাগ

তর্কচূড়ামণি লক্ষ্মীনাথ স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী নবদ্বীপ

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্র হরিশচন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ
চক্রবর্ত্তী গঙ্গাচরণ যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ঐ

পুরী সংস্কৃত সমিতি

ব্যাকরণ—১ম বিভাগ

দাস বংশীধর কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী
মহাপাত্র গদাধর বাসুদেব কাব্যতীর্থ ভুবনেশ্বর
„ গোপীনাথ কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী
„ লোকনাথ বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ সং স্কুল
„ পরমানন্দ কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী
মিশ্র বনমালী বাসুদেব কাব্যতীর্থ ভুবনেশ্বর
„ দামোদর বিশ্বনাথ মহাপাত্র সং স্কুল
„ উদয়নাথ নীলবন্ধু কাব্যতীর্থ ভুবনেশ্বর
নন্দ বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ সংস্কুল
পতি বনশ্যাম ঐ ঐ
রথ দামোদর গদাধর ত্রিপাঠী পুরী
„ গোপাল কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী
„ হরমণি বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ সংস্কুল
ত্রিপাঠী ভীমসেন দামোদর মিশ্র পুরী

কাব্য—১ম বিভাগ

মহাপাত্র মধুসূদন বলভদ্র মিশ্র তিরপাড়া

২য় বিভাগ

দাস উদয়নাথ গদাধর ত্রিপাঠী পুরী
মহাপাত্র জগন্নাথ বৈদ্যনাথ মিশ্র সং স্কুল

মিশ্র গণেশ্বর গদাধর ত্রিপাঠী পুরী

" নারায়ণ বৈদ্যনাথ মিশ্র পুরী সংস্কৃত

" রামচন্দ্র ঐ ঐ

" জগন্নাথ ঐ ঐ

সারঙ্গী জগন্নাথ রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুরী

" রামকৃষ্ণ ঐ ঐ

সংপতি জয়কৃষ্ণ গদাধর ত্রিপাঠী ঐ

ন্যায়—২য় বিভাগ

মিশ্র নীলাম্বর জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্য ন্যায়তীর্থ পুরী

স্মৃতি—১ম বিভাগ

মহাপাত্র গঙ্গাধর যোগেন্দ্র কাব্যবিনোদ পুরী সংস্কৃত

রথ হরিহর ঐ ঐ

শুক্ল যজুর্ব্বেদ—১ম বিভাগ

মিশ্র নারায়ণ সামন্ত ভুবনেশ্বর মহাপাত্র পুরী

রথ রামচন্দ্র ঐ ঐ

বেদান্ত—২য় বিভাগ

মহাপাত্র সামন্ত সোমনাথ সামন্ত বিশ্বনাথ মহাপাত্র কাব্যতীর্থ পুরী

রাণী হেমন্ত কুমারী সংস্কৃত কঃ রাজসাহী

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য পঞ্চানন বামনদাস বিদ্যারত্ন রাজসাহী

চক্রবর্ত্তী প্রমথ নাথ কাশীচন্দ্র শিরোমণি বিশ্বেশ্বর চতুঃ নাটোর

সরকার নগেন্দ্র নাথ ঐ ঐ

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রাজকুমার

চক্রবর্ত্তী কৌশিকরঞ্জন রাধারমন বেদান্ততীর্থ চণ্ডীপুর

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য হরনাথ বামনদাস বিদ্যারত্ন রাজসাহী

সাংখ্য—২য় বিভাগ

সেনগুপ্ত চারু গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ রাজসাহী

রংপুর ধর্ম্মসভা

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য দুর্গাদাস রামচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মালতীনগর

" সুরেন্দ্র মহাঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর

" সনাতন মোহনাথ স্মৃতিরত্ন বাগডাবাড়ী

চক্রবর্ত্তী আশুতোষ শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর

" বৈকুণ্ঠনাথ রামচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন মালতীনগর

" নগেন্দ্র বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন রায়কালী

" পঞ্চানন [illegible] বিদ্যারত্ন জোয়াই

" সীতানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়রত্ন কালীগ্রাম

কবিরাজ মনোমোহন শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর

মিশ্র নিত্যানন্দ [illegible] গোস্বামী গৌরীপুর

সরকার [illegible] চন্দ্র কাব্যরত্ন রায়কালী

[illegible]—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য গোপাল সচ্চিদানন্দ কবিভূষণ রাজারামপুর

মুখো সতীশ চিন্তামণি কাব্যতীর্থ বেনারস

স্মৃতি—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য যতীন্দ্র কৈলাস চন্দ্র কাব্যতীর্থ কুড়িগ্রাম

সাংখ্য—২য় বিভাগ

গুপ্ত নিবারণ চন্দ্র সেন কৈলাসচন্দ্র কাব্যতীর্থ কুড়িগ্রাম

পুরাণ—২য় বিভাগ

চক্রবর্ত্তী যাদব মহাঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর

কটক সর্ভে স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল

(১৯০৯ এপ্রেল মাসে এই পরীক্ষা হয়)

পারদর্শিতানুসারে

১ম বিভাগ

বৃন্দাবন বিহারী মিত্র, বিষ্ণুপদ সান্যাল, রত্নাকর নায়ক,

২য় বিভাগ

(মণীন্দ্র নাথ বসু রমেশচন্দ্র বসু) মথুরানাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ নন্দী নৃপেন্দ্রনাথ হাজরা, পঞ্চানন দাস, কাঙ্গালচন্দ্র দে, লছমন রায় দাস, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণুচরণ পাণ্ডে, বিজয় নাথ বসু, বীরভদ্র পাঢ়িদা।

তৃতীয় বিভাগ

যশোদানন্দন নন্দী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র মহান্তি, (গৌর হরি মহান্তি, ললিত মোহন দাস, হরিপদ মুখো, দেবেন্দ্র নাথ চটো, অনুকূল বন্দো, কুলমণি মহান্তি, (যোগীনাথ মিশ্র, ভেনকাটাস্বামলু সতীশচন্দ্র হাজরা, বিনোদ বিহারী মহান্তি; (নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো, হলধর ঢোল, বংশীধর বড়াল) সুরেশ চন্দ্র সেন, সেখ দিলবার আলি, অর্জ্জুনচন্দ্র দাস, মনোমোহন দাস, (উমেশচন্দ্র ঘোষ রাধাশ্যাম দাস) (সদানন্দ মহান্তি, ভুবনানন্দ মহান্তি, বলরাম পট্টনায়ক, ব্রহ্মানন্দ মহান্তি,] (জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি শ্যামসুন্দর মিশ্র

মূল্য-প্রাপ্তি

বৃত্তিপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন [illegible] টাকা পাওয়া [illegible]

১৩৫৪ শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র কুণ্ড, টীটার খেওতা ৩০।৬।১০

১৩৫৫ " হেঃ পঃ গিলাতলা মধ্যঃ স্কুল

১৩৫৬ " হেঃ পঃ গুলটী উঃ প্রাঃ স্কুল

১৩৫৭ " শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেঃ পঃ খাগজানা মডেল স্কুল

৫৮১ " বৃন্দাবন চন্দ্র সেন, টীচার বৈচী স্কুল

৩১৮ " বিহারি লাল ভট্টাচার্য্য সেকেণ্ড মাঃ রোয়াইল

৩০৪ " ভুবন মোহন দিও হেঃ পঃ বোয়া মইং স্কুল ঐ

১৩৫৯ " পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় চাঁচুড়িয়া

১৩৬০ " নিশা পতি ভট্টাচার্য নরজা গ্রাম

১৩৬১ " জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, ভবানীগঞ্জ

১৩৬২ " নদের চাঁদ পাত্র, ভুরুষা ভাড়া স্কুল ঐ

১৩৬৩ " অন্নদা প্রসাদ গুহে, দোশাটী ঐ

১৩৬৪ " রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত, ভেমুয়া টোল ঐ

১৩৬৫ " কেশব লাল দত্ত, দাদনতলা, উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ

১৩৬৬ " শ্যামা চরণ বসু, গোবরডাঙা ঐ

১৩৬৭ " হেঃ মাঃ ময়নাগুড়ি স্কুল

১৩৬৮ " মনোমোহন সরকার হেঃ পঃ গোপীনাথপুর মইং স্কুল ঐ

৫৩১ " নীলরতন মণ্ডল, মালীহাটী ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত

রাজীবপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ। বেতন ২০৲ টাকা। বাসস্থান মিলিবে। ১৫ই আগষ্টের মধ্যে আবেদন করুন। রাজীবপুর পোঃ, ২৪ পরগণা।

বিষ্ণুপুর মইং স্কুলে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে একজন ত্রৈবার্ষিক কিংবা নূ দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। আবা পাইবেন ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ চাই। চিকলিয়া পোঃ বিষ্ণুপুর গ্রা, জেলা খুলনা।

রায়কালী মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিঃ এবং ড্রিল ও ড্রইং জানা দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। উভয়েরই বেতন ২০৲ টাকা সেকেণ্ড মাষ্টারকে দুই বৎসরের জন্য এগ্রিমেণ্ট দিতে হইবে। হেড পণ্ডিত আপাততঃ ৬ মাসের জন্য।

রঙ্গপুর—গাইবান্ধা কামারপাড়া মইং স্কুলে নূতন নিয়মে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ টাকা পরে ২০৲ টাকা। বাসা ও খোরাকী পোঃ কামারপাড়া, রঙ্গপুর জেলা।

জেলা বগুড়া, পোঃ ক্ষেতলাল কানাই এম ই স্কুলে একজন এফ এ পাশ হেঃ মাঃ আপাততঃ বেতন ২৮৲ টাকা ও আবা।

কাঁকো মইং স্কুলে নূ ট্রেণিং স্কুলে শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ। বেতন ১২৲ টাকা ও আশ্রা। বিনপুর পোঃ মেদিনীপুর জেলা।

ডিঃ বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত খড়িবাড়ী এছলামিয়া মইং স্কুলে শিক্ষিত জনৈক হেড পণ্ডিত। মুসলমান হইলে মাসিক ১৬৲ টাকা ও আবা। হিন্দু হইলে আহার নাই। পোঃ ডিমলা, জেলা রংপুর।

পাবনা থানার অন্তর্গত চিথলিয়া উঃপ্রাঃ স্কুলে গুরুট্রেণিং স্কুল হইতে উত্তীর্ণ জনৈক হেঃ পঃ। বেতন ৮৲ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৩।৪৲ টাকা, পোঃ পাবনা।

এণ্ট্রান্স পাশ কায়স্থ শিক্ষক। বেতন ৮৲ ও আবা শ্রীরমাপ্রসন্ন ঘোষ কলপুকুর বিপ্রনন্দীগ্রাম পোঃ ভায়া মুরারাই বীরভূম।

ঝিটকা মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। ২০৲ টাকা বেতন ও বাসস্থান। পোঃ ঝিটকা, ঢাকা। খোরাকী দিলে ১৫ টাকা।

জেলা বর্দ্ধমান কাঞ্চনগর "দীননাথ দাস" ফ্রি মইং স্কুলে ১৫৲ টাকা বেতনে একজন এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিক্ষক। অন্ততঃ ২ বৎসর থাকা চাই পোঃ কাঞ্চননগর জেলা বর্দ্ধমান।

জেলা হাওড়া আমতা থানার অন্তর্গত খিলা মইং স্কুলে এফ এ পাশ হেঃ মাঃ বেতন ২০৲ টাকা এবং আবা। পোঃ খিলা জেলা হাওড়া।

মল্লারপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী কানাচি মবা স্কুলে হুগলি নর্ম্মাল জনৈক হেঃ পঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ জনৈক ২য়। বাসস্থান এবং ১৫৲ ও ১৬৲ টাকা মুসলমান হলেই বিনাব্যয়ে আহার পাইবেন। পোঃ মল্লারপুর জেলা বীরভূম গ্রাম কানাচী।

জেলা বর্দ্ধমান, ছোটবৈনান মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১০।১২ টাকা এবং আবা। শ্রীখিনয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পো কাহিতি ভায়া উচালন জেলা বর্দ্ধমান।

রায়কালী মইং স্কুলে আপাততঃ ৬ মাসের জন্য একজন ড্রইং ও ড্রিল জানা নর্ম্মাল হেঃ পঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ স্থায়ী সেকেণ্ড মাষ্টার। উভয়েরই বেতন মাসিক ২০৲ টাকা। রায়কালী পোঃ রায়কালী জেলা বগুড়া।

কালীগঞ্জ মবা স্কুলে ৬ মাসের জন্য নর্ম্মাল ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হেঃ পঃ আবশ্যক। মাসিক বেতন

বাঙ্গালা উঃ প্রাঃ পাশ, বিশুদ্ধরূপে কোরাণ শরিফ পাঠ ও উর্দ্দু শিক্ষা করাইতে পারেন এরূপ একজন শিক্ষক বেতন ৮৲ ও আবা। মালিকউদ্দীন আহম্মদ—হেডপণ্ডিত, আদমদীঘি বোর্ড এম, ই, স্কুল, পোঃ আদমদীঘি জেলা বগুড়া।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৬৩)

প্র।—আপনি এই ৪৫।৪৬ বৎসর হরিপ্রেমে গা ঢালিয়া দিয়া, মনুষ্যত্ব করিয়াছেন, তাহাত আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আকার প্রকার ঠিক ঋষি মুনির ন্যায় হইয়াছে। এখন একটী বীণা হাতে থাকিলে, দেখিতে ঠিক দেবর্ষি নারদ বলিয়া বোধ হইত। এখন বলুন তাঁহার দর্শন কোথায় পাইলেন?

উত্তর—"বাবা এ দীনহীন জনের ভাগ্যে তাহা কি কখন ঘটিবে? তিনি ভক্তের ভগবান. ভক্তেরা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া, কত কষ্ট অবাধে মস্তকে বহন করিয়া তবে জন্ম জন্মান্তরে উচ্চবংশ হইতে উচ্চবংশে উঠিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। ভক্ত প্রহ্লাদ, রাজার পুত্র রাজসেবা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কত নির্য্যাতনই না সহ্য করিয়াছিলেন, ভক্ত ধ্রুব রাজকুমার হইয়া জীবনে কত কষ্টই না সহন করিলেন, তাহার পর হরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিলেন। আমি নরাধম, নীচকুলে জন্ম আমার তাহাতে সাধন ভজন কিছুই নাই, কেমন করিয়া তাঁহার দর্শন পাইব? তবে যে ভক্তেরা তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন দুই একটী তাঁহাদের কথা বলি।

(১) বাবা দীনদয়াল দাস. প্রতিদিন ঠাকুর দর্শন পাইতেন। একদিন শ্রীমন্দিরে আসিয়া কহিলেন ঠাকুর! আমি এক অপূর্ব্ব ভক্তের দর্শন পাইয়াছিলাম, তিনি আপনার জন্য না করিতে পারেন এমন কর্ম্ম নাই, এমন ভক্ত আর কখন দেখি নাই, সাধু সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত দীন দুঃখীর তিনি মাতা পিতা, তোমাকে, তিনি সকলরূপে দেখিয়া দিনরাত্র যাপন করিতেছেন, তাঁহাকে তুমি কত সৌভাগ্যই না দান করিয়াছ, ধন্য তিনি যিনি তোমার হইয়া তোমাতেই রহিয়া রহিয়াছে। ঠাকুর তাহা শুনিয়া কহিলেন, কে সে? সে কোথায় থাকে? তখন বাবা দীনদয়াল দাস কহিলেন, ঠাকুর তাঁহার নাম দীনবন্ধু দাস, অবন্তীনগরে বাস করিতেছেন।

তাহা শুনিয়া ঠাকুর, দীন ব্রাহ্মণের বেশে অবন্তীনগরে উপস্থিত হইয়া দীনবন্ধু দাসের ভবনে অতিথি হইতে গমন করিলেন। দীনবন্ধুর পরিবারে চারিটী প্রাণী—নিজে স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ। প্রাতে পুত্র সর্পাঘাতে মৃত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে সমস্ত পরিবার বিলাপ করিতেছে, পাড়া প্রতিবাসীর জনতায় গৃহ প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সকলেই ভক্তের দুঃখে দুঃখিত, সকলের ক্রন্দন ধ্বনিতে গৃহ শব্দিত। এমন সময়ে ভিক্ষুক বেশী ঠাকুর, তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। ভক্ত দীনবন্ধুদাস তখন দ্বারে আসিয়া দেখেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিতেছেন। তখন অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ঠাকুর এস এস আজি এ অধীনের জীবন সার্থক, গৃহ পবিত্র, এই কথা বলিয়া ঠাকুরকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া গৃহের মধ্যে বসাইলেন। ঠাকুর তথায় প্রসন্নচিত্তে বসিয়া কহিলেন "আমার বড় ক্ষুধা, ক্ষুধায় প্রাণ অস্থির হইয়াছে শীঘ্র ভোজন দান কর, ভক্ত সুতরাং ব্যাকুল হইয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া অতিথির প্রার্থনা জানাইলেন। সদাচারিণী পতিপরায়ণা গৃহিণী উপস্থিত বিলাপ বিরলে রাখিয়া পঞ্চব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, "তবে সকলের জন্য পাত প্রস্তুত কর" তদাজ্ঞানুসারে গৃহিণী চারিখানি পাত প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোজনে বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ চারিখানি পাত্র দেখিয়া কহিলেন—আর এক জনের পাত কোথায়? আর এক কথা, আমি মৎস্য বিনা ভোজন করি না অতএব আমার আহার হইল না"। তখন দীনবন্ধু কাতরস্বরে করজোড়ে কহিলেন "ঠাকুর! উঠিবেন না, এখনি মৎস্য আনিতেছি। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে মৎস্যের ব্যঞ্জন উপস্থিত হইল, তাহা দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, "বেশ হইয়াছে এখন আইস আমরা সকলে একত্র ভোজনে বসি। আমাদের জন্য পাঁচখানি পাত্র প্রস্তুত কর" তাহা শুনিয়া দীনবন্ধু কহিলেন "ঠাকুর পাঁচখানি পাত্রের প্রয়োজন নাই, দীনের পুত্রটী সর্পাঘাতে অদ্য মারা পড়িয়াছে সুতরাং চিরজীবনের মত তাহার আহার ঘুচিয়া গিয়াছে—" তাহা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন "এমন বিপদে তোমরা পড়িয়াছ, আগে কেন বল নাই—আমি অন্য গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করিতাম তাহা শুনিয়া দীনবন্ধু কহিলেন, ব্রাহ্মণ! জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি—জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিণাম, অতএব তাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য শোকতাপ করিয়া কি হইবে? পুত্র স্নেহের পাত্র বটে, যতদিন জীবিত থাকে, মৃত হইলে তাহার সদ্গতির উপায় করিতে হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্যবোধ যখন আমার কাছে তখন তাহাই করিব। আপনি ভোজনে বসুন, আমি আপনার প্রসাদ পাইতেছি। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, মা লক্ষ্মী! এ বিষয়ে তোমার মত কি? তখন গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঠাকুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ঠাকুর, পতিদেব যাহা কহিলেন তাহাতে আমার ভিন্নমত নাই। বস্তুতঃ সন্তান, কেহ কাহার নহে, সকলি ভগবানের, আমরা পুত্রকামনা করিয়া সংসারী হইয়াছিলাম, বিধাতা আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া সুপুত্র দিয়াছিলেন, আমরা আনন্দ সহকারে তাহাকে লালন পালন করিয়া সুশিক্ষা দিয়াছিলাম, সুলক্ষণ সম্পন্না কুমারীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলাম, সে তাহা তুচ্ছ করিয়া ভগবানের সমীপস্থ হইয়াছে, তাহাতে আমরা কি করিতে পারি? যিনি দিয়াছিলেন তিনিই তাহা লইয়াছেন, তাহার জন্য দুঃখ করিলে কি হইবে? আপনি আমাদের জন্য চিন্তাকুল না হইয়া ভোজন করিতে প্রবর্ত্ত হউন। ব্রাহ্মণ তখন চারিদিকে তাকাইয়া কহিলেন, হে বিষাদিনি! পুত্রহারা দুঃখিনি! তোমার মতে এই মৃতাশৌচ গৃহে অন্নভোজন করিতে পারি কিনা? তাহার পর যেরূপ ভাবে তোমরা বিপদস্থ এমন অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কোন্ প্রাণে তাহা উপেক্ষা করিয়া ভোজন করিতে পারি? তোমরা এই প্রস্তুত ভোজন কর আমি অন্যগৃহে গমন করি। তাহা শুনিয়া বধূ কাতরকণ্ঠে কহিলেন, ঠাকুর! শ্বশুর ঠাকুর এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী যাহা যাহা বলিলেন তাহার উপর আমার আর কথা নাই। তবে আপনি যে মৃতাশৌচ গৃহে অপবিত্র ভাবিয়া ভোজন পানে বিরত হইতেছেন, তাহাই ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইতেছি। আমাদের গৃহে ত সত্য মৃত পড়িয়া রহিয়াছে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে শবময়, এই মেদিনী মেদমাত্র দ্বারা গঠিত, সেই মেদ, অস্থি সঙ্কারে এই জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার প্রতি মৃত্যুর বিভিন্নাকার মাত্র। জল বল, স্থল বল সকলি তাহার অবস্থান্তর মাত্র; এখানে জীবন মরণে ব্যবধান কোথায়? আর আমাদের যে বিপদের কথা বলিতেছেন—তাহা সমূহ ভ্রান্তিতে উৎপন্ন। পিতা, পুত্রশোকে কাতর। যাহাকে লইয়া তিনি কাতর তাহা বিপদের কারণ নহে, ক্ষণকালের বিচ্ছেদ জনিত, সেই বিচ্ছেদ ক্ষণিক জানি যাই তিনি তাহা পরিহার করিয়াই আপনার সেবায় নিযুক্ত মাতা সাক্ষাৎ স্নেহরূপিণী. তিনি তাঁহার স্নেহনীড়ে তাঁহার পুত্রকে লালন পালন না করিলে যে অবস্থায় তিনি দিন বর্দ্ধিত হইয়াছেন, কখনই

তাহা হইতে পারিত না. তাই তিনি ভাবিতেছেন, এতদিন, এত যত্ন করিয়া যাঁহার হৃদয় মন, ধর্ম্মের ভাবে গঠন করিয়াছিলেন, পাছে তাহাতে ত্রুটি দেখিয়া ভগবান বিরক্ত হন সেই ভয়ে মাতা কুণ্ঠিত হইয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। আর এ অভাগিনীর বিলাপের কোন কারণ নাই। কোথায় স্বামী এবং কোথায় আমি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার সংস্কারে বর্দ্ধিত এবং শিক্ষিত হইতেছিলাম, কোন্ শুভক্ষণে এমন স্বামিরত্ন বিধাতা আমাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন; ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে আমার সঙ্গ হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কোন দিব্যধামে লইয়া গেলেন, তাহা কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? তাহাই ভাবিয়া কাতর হইতেছি। আমি এতপুণ্য কি করিয়াছি যে সেই দেবোপম স্বামীর অনুগমন করিব? প্রকৃত কথা এই যে, এই মহাকালের স্রোত সৃষ্টিকাল হইতে এক ধারায় চলিয়া আসিতেছে। কত ধনী, মানী, জ্ঞানী, কত রাজা, প্রজা, মুনি. কত দীন, হীন কাঙ্গালিনী, কত যোগী ভোগী. ধ্যানী এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে কে তাহার ঠিকানা করিবে! সেইরূপ এই কাল স্রোতে দুইটী তৃণ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার একটী মুক্ত বায়ু সহকারে অগ্রসর হইয়া গেল; অপরটী অপর ভাসমান তৃণগুচ্ছে আবদ্ধ হওত গতিশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার জন্য আপনি বিষাদিত হইতেছেন কেন? নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

সদালাপ। (৪)

১ যথেচ্ছাচারীর শঙ্কা ও বন্ধুত্বের মাহাত্ম্য।— সামান্য কেরাণীগিরি হইতে অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রভাবে ডাইওনিসাস সিরাকুজের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বহিঃশত্রু কার্থেজিনীয়দিগকে পরাজিত করিয়া সিরাকুজের অধিকার বিস্তার ও শোভাবর্দ্ধন করেন। সিরাকুজের সৈন্যেরা তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল কিন্তু সাধারণ গ্রীক ঔপনিবেশিক প্রজাগণ রাজতন্ত্রের একান্ত বিদ্বেষ্টা ছিল। কথিত আছে যে ডাইওনিসাস পর্ব্বত গাত্রে রাজদ্রোহীদিগের জন্য একটী কারাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া উহার সংস্রবে এমন একটি গুহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে মনুষ্যকর্ণের অনুকরণে প্রস্তুত ঐ গুহায় থাকিয়া তিনি সহজেই কয়েদীদিগের কথাবার্ত্তা অলক্ষ্যে এবং অক্লেশে শুনিতে পাইতেন। ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত যথেচ্ছাচারী ঐ রাজাকে একদিন তাঁহার পারিষদ ডামোক্লেস তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করায় ডাইওনিসাস বন্ধুকে একদিনের জন্য রাজভোগ সম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন কিন্তু নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্য একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি এক গাছি মাত্র বালাফিতে বাঁধিয়া বন্ধুর মস্তকের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ এত সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁহার প্রাণের শঙ্কা এতই অধিক!

প্রাণভয়ে ডাইওনিসাস শয়নাগারটীকে দুর্গ স্বরূপে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং রাত্রে তাহার পুলটী টানিয়া লইয়া একাই তাহার ভিতরে থাকিতেন। তাঁহার নাপিত গর্ব্ব করিয়াছিল যে সে প্রত্যহ রাজার গলার উপর ক্ষুর ধরিয়া থাকে। ডাইওনিসাসের টিকটিকির দল ঐ সম্বাদ জানাইলে নাপিতের প্রাণদণ্ড হয়। ইহার পর ডাইওনিসাস নিজের কন্যাদের দ্বারা ক্ষৌর কার্য্য করান; শেষে সন্দেহ প্রযুক্ত তাহাও ছাড়িয়া দেন।

পৃথিবীর সকলের প্রতিই বিশ্বাসহীন প্রাণভয়ে সদা শঙ্কিত ঐ রাজা ডামন নামক এক ভদ্র যুবককে সামান্য দোষে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করেন। ডামন বলে যে এক বৎসর সময় দেওয়া হউক সে গ্রীসে গিয়া তথাকার বিষয় আশয়ের সকল বন্দোবস্ত করিয়া সিরাকুজে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবে। ডাইওনিসাস অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "তোমার কেহ এমন জামিন হইবে যে তুমি না আসিলে সে বধদণ্ড গ্রহণ করিবে?" ডামনের বন্ধু পিথিয়াস সানন্দে জামিন হইতে স্বীকার করিল। দুরাত্মা ডাইনিসাস চমৎকৃত হইল। যে নিজে কাহারও উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস রাখেনা সে এরূপ অবস্থায় পিথিয়াসের বন্ধু সম্বন্ধে অতটা বিশ্বাস কিরূপে ঘটিল তাহা বুঝিতেই পারিল না। ডামনকে জামিনে ছাড়া হইল. কিন্তু পিথিয়াস নজরবন্দী রহিল। বৎসরকাল অতীত হইলে যখন ডামন ফিরিল না তখন বন্ধু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ব্বিকৃতভাবে ফাঁসির অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং বলিল যে অমন বন্ধুর জন্য মৃত্যুতে তাহার দুঃখ নাই। বন্ধু হয় মারা গিয়াছেন নয় প্রতিকূল বায়ুর জন্য জাহাজ আসিয়া পৌছিতে বিলম্ব হইল। স্বেচ্ছায় না আসা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ফলে ঠিক ফাঁসি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ডামন আসিয়া পৌঁছিল। ইহাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া ডাইওনিসাস ডামনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া নিজেকে উঁহাদের বন্ধু স্বরূপ করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন! কিন্তু যে বন্ধুত্বে সত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পরস্পরে নাই তাহা প্রকৃত বন্ধুত্ব নয়। বন্ধুর বা নিজের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্য, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা জন্য একপক্ষ হইতে প্রাণপণে সহায়তা মাত্র হইতে পারে। দুরাত্মাদের প্রাণ. ঘটিত রাত্রিদিন ভয় সম্বন্ধে "ডামোক্লেসের তরবারি" এবং "পিথিয়াস এবং ডামনের বন্ধুত্ব" এখনও ইয়ুরোপে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত কথা।

আশা।

(পৌরাণিক আখ্যান)

সুমিত্র নামে এক রাজা মৃগয়া করিবার জন্য একদিন একটি বনের মধ্যে গমন করেন। তথায় এক বলবান মৃগ দেখিতে পাইয়া তৎ প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মৃগ ঐ শরদ্বারা বিদ্ধ হইল বটে কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। সে সেই অবস্থাতেই পলায়ন করিল। রাজা তাহার পাছু দৌড়িলেন, কিন্তু মৃগকে ধরিতে পারিলেন না।

ক্রমে রাজা গভীর বনমধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে একটি তপস্বীর আশ্রম তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তাপসেরা তাঁহাকে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বুঝিয়া তাঁহার সৎকার করিলেন।

রাজা আহারাদি করিয়া সুস্থির হইলে তাপসেরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, হৈহয়বংশে আমার জন্ম। আমার পিতার নাম মিত্র, আমার নাম সুমিত্র আমি রাজা। মৃগয়ায় আসিয়াছিলাম। মৃগের পাছু ধাবমান হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। সেই মৃগের আশা কিন্তু এখনও পরিত্যাগ করি নাই। সেই মৃগটি লাভের জন্য বড়ই আশা করিয়াছিলাম, আমি যে এত ক্লেশ পাইয়াছি তাহাতে আমার তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না, কিন্তু আশার জিনিস না পাওয়ায় বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি।

তখন তাপসগণের মধ্যে তপোধন ঋষভ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন। "আমি একসময়ে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া এক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হই। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর একদিন দেখিলাম একজন অতি কৃশকায় তপস্বী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওরূপ কৃশ ব্যক্তি আমার চক্ষে আর কখন পড়ে নাই। তাঁহার শরীর কোড়ে আঙ্গুলের ন্যায় কৃশ। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম কথা বলিতে লাগিলেন।

সময়ে বীরছায় নামে রাজা এই আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্থরিছায় নামে পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়ায় তিনি তাঁহারই অন্বেষণে যাইতে ছিলেন। রাজা বীরছায় ঐ কৃশ ঋষিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আমার পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে আমার মনে হইতেছে সে আর নাই। এই সময় আশা ত্যাগ করিয়াছিল, এই খানেই কোনক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ মনে হইলেও তাহাকে আবার ফিরিয়া পাইব, এ আশা আমার মন হইতে যায় নাই।

রাজা ঐ কথা বলিলে সেই কৃশ মহর্ষি কিছুকাল ধ্যানপরায়ণ থাকিয়া বলিলেন, আপনার পুত্র কোন মহর্ষিকে অবজ্ঞা করায় জন্য বিষম বিপদে পতিত হইয়া আছে। তখন মহর্ষি কৃশ বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে বীরছায়ের পুত্রকে তথায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা পুত্র পাইয়া হারাণপ্রাপ্ত লাভ করতঃ মহর্ষির পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন।

তখন অন্যান্য প্রসঙ্গের পর রাজা বীরছায় তপস্যাদ্বারা শীর্ণকলেবর সেই মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর তপস্যায় দ্বারা আপনার অঙ্গ এতদূর শীর্ণ হইয়াছে যে এরূপ শীর্ণকায় কৃশ আর কেহ আমাদের এপর্য্যন্ত নয়নগোচর হয় নাই। আপনার অপেক্ষাও কৃশ এমন কেহ আছেন কি? মহর্ষি বলিলেন, "রাজন্, যে আশার প্রভাবে লোকে কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, অলস এবং পরের অপকারী ব্যক্তির নিকট হইতেও উপকার লাভের চেষ্টা করে, যে আশার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইলে তাহাকে না পাইয়াও তাহার দর্শনলাভের জন্য যত্ন করেন, যে আশার প্রভাবে বৃদ্ধ রমণীগণ পুত্রপ্রসবে সচেষ্ট হয়েন, সেই আশা আমা অপেক্ষাও কৃশতর।

মহাত্মা ঋষভের মুখে এই কথা শুনিয়া সুমিত্র আশা পরিত্যাগ করিলেন।

ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা।

মহাশয়! নামজাদা রায় রেঁইয়া প্রাণ দাস সেন মহাশয় আনুমানিক ১৬৩৩ খৃঃঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব সম্ভব আরঙ্গজেবের অধীনে আনুমানিক ১৬৬৩ খৃঃঅব্দে সুবে বাঙ্গালার ফৌজ সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

রায় রেঁইয়া দেওয়ান কালীচরণ সেন মহাশয় আনুমানিক ১৭১৮ খৃঃঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরাজ উদ্দৌলা চাকলায় নবাবের অধীনে আনুমানিক ১৭৪৮ খৃঃঅব্দে দেওয়ানি কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লির তক্তে বাদসাহ ফরকসায়ার উপবিষ্ট ছিলেন ও ঐ সময়ে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে কে কে নবাব ছিলেন এবং কাহার রাজসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক এইগুলির তথ্যানুসন্ধান করিয়া যথাযথ সময় নির্ণয় করতঃ কাহার কৃত কোন পুস্তকের কত পৃষ্ঠায় আছে লিখিলে বার পর নাই উপকৃত হইব। ইতি

শ্রীক্ষেত্রকালী রায়, সাহাগঞ্জ পোঃ, তারাবাড়েল।

শ্রীশ্রীকালীস্তোত্রং

দেবীং পরাং প্রকৃতি মীশ মনোবিহর্ত্রীং
চন্দ্রানলার্কনয়না মতি সত্বমূর্ত্তিং।
ভক্তার্ত্তিনাশচতুরাং ত্রিজগদ্বিধাত্রীং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

(২)

বিশ্বেশ্বরীং বিবিধভোগ বিধান কর্ত্রীং
মাহেশ্বরী মখিলদেব মহর্ষি গুর্ব্বীং।
লীলাময়ীং নিখিল সিদ্ধি বিবেকদাত্রীং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

(৩)

পাপোদধৌ পতিতখিন্ন জযন্ত জীবান্
ত্রাতুংসদা বিধৃত মূর্ত্তিমতীব সৌম্যাং।
শ্রেয়স্করীং সকল ভবানিদানভূতাং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

(৪)

পাতুং জগদ্দনুজ সম্ভব বিনাশয়িত্রীং
ত্রাতুঞ্চ তৎ বহুল শস্যসমৃদ্ধিধাত্রীং।
যজ্ঞেশ্বরীং সতত যজ্ঞসুধোপভোক্ত্রীং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

[৫]

মায়াময়ী মহিবিভূষণ তোষয়িত্রীং
মুণ্ডস্রজা প্রবিলম্বনদাভগাত্রীং।
স্মেরাননাং প্রকৃতিফুল্ল পদারবিন্দাং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

[৬]

রোগাদিহাং বিনতদুঃখ বিনাশদক্ষাং
শোকাপহাং সকলমূর্ত্তিবিরাজমানাং!
কৃষ্ণাং তথা জড়িত কষ্টবিপক্ষপক্ষাং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

[৭]

সচ্চিন্ময়ীং সকল সত্বসমেত সত্বাং
শক্তি প্রদা মখিল শক্তিনিদান ভূতাং।
রক্তোজ্জ্বলাং গলিতকেশ বিলম্বিযুক্তাং
কালীং নমামি সততং ভবভীতিহর্ত্রীং॥

[৮]

অতল কলুষসিন্ধৌ বুদ্বুদস্তীংনিমগ্নান্
ত্রিভুবন জন পূজ্যাং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং।
অভয় বরদহস্তাং সর্ব্বদাং সর্ব্বশক্তিং
ভবভয় বিনিবৃত্ত্যৈ সর্ব্বদাহং নতোঽস্মি॥

কাব্যব্যাকরণ তীর্থোপনাম শ্রীনিত্যগোপাল শর্ম্মা। শান্তিপুরতঃ।

শিক্ষায় দোষ।

সেদিন আমার গ্রামের জনৈক প্রবীণ সম্ভ্রান্ত কায়স্থের সহিত নানা প্রসঙ্গে আমার কথা চলিতেছিল। তিনি একটা কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমাদের তখন যোয়ান বয়েস, গঙ্গা জ্যাঠা একদিন আমাদের জনকয়েককে আমাদের মধ্যে কার জোর বেশী পরখ করবার জন্যে একটা কাজ করতে ব'লে। আর কেউ পাল্লে না, আমি পাল্লুম গঙ্গা জ্যাঠা খুব খুসী হ'লু। সেই অবধি গঙ্গা জ্যাঠা জেনে রেখেছিল আমাদের দলের ভেতর আমার গায়েই বেশী জোর।"

এই কয়টি কথা তাঁহার বলা হইলে আমি উঁহার মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। গঙ্গানারায়ণ জাতিতে ময়রা, ইনি কায়স্থ, গঙ্গানারায়ণের বাড়ী, ইঁহার বাড়ী হইতে অনেকটা তফাৎ, এক পাড়ার মধ্যে নহে। কিন্তু গঙ্গানারাণের নাম যতবার করিয়াছেন, প্রতিবারেই একটা সম্পর্ক ধরিয়া করিয়াছেন—"গঙ্গাজ্যাঠা" ভিন্ন "গঙ্গানারাণ" বা "গঙ্গাময়রা" একবারও বলেন নাই। অবশ্য গঙ্গানারাণ গ্রামের মধ্যে একটা জানিত লোক ছিল এবং সকলেই তাহাকে কতকটা খাতির করিত। গঙ্গানারানের মৃত্যু বহুকাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত বাবুটীর ছেলেবেলার সেই "গঙ্গাজ্যাঠা" কথাটির আজ রূপান্তর হয় নাই।

আর একবার একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ কায়স্থের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া আমার মনের ভাবান্তর হইয়াছিল; উঁহাদের বাড়ীতে একটা কর্ম্ম ছিল, ব্রাহ্মণ খাওয়ান হইবে। গঙ্গারাম ঘোষ দই ক্ষীর লইয়া আসিল। সে ব্যক্তিও প্রাচীন, দেড় ক্রোশ দূর পথ হইতে আসিতেছে। দই ক্ষীর আসার অপেক্ষায় ব্রাহ্মণ বসান হইতেছিল না; গঙ্গারাম আসিতেই কৈলাস বাবু বলিলেন "মামা, অনেকটা বেলা করিয়া ফেলেছ"। গঙ্গারাম বলিল, "হাঁ। বাবা

রাস্তায় বড় জলকাদা হ'য়েছে ব'লে আস্তেও খানিক দেরী হ'য়েছে"।

কিন্তু এটুকু ত আজ কাল আর আমাদের এ অঞ্চলে বড় দেখিতে পাই না। আমরা এখনও পাড়ার ভিতরে দোকানে কোন জিনিস আনিতে গেলে ছেলেবেলার শিক্ষানুসারে প্রাচীন দোকানীকে "কাকা" বলিয়া ডাকি। আর আমাদের ছোট ছোট ছেলেরা অবলীলাক্রমে সেই ত্রিকেলে বুড়োকে যাইয়া বলে, "জগন্নাথ, এক পয়সার সুজি দেও ত"। অনেক সময়ে বা'পের সমক্ষে মা ছেলেকে বলিয়া দিতেছেন, "যা, গিয়ে ব'লগে, জগন্নাথ, আধসের ভাল ময়দা দেও"।

পাড়া পড়্শী গ্রামবাসীদের মধ্যে জ্যাঠা, খুড়ো দাদা, মামা প্রভৃতি সম্পর্ক ধরিয়া ডাকার ব্যবহার লোপ পাইয়া আসিতেছে। ছেলে বুড়ো, গুরু লঘু, ইতর ভদ্রের মধ্যে যেন একটা কেমন মধুর ভাব, এই সম্পর্ক ধরিয়া ডাকার প্রথার মধ্যে ছিল, এখন সেটুকু যাইতেছে। কবিরাজ কাকা আমার পিতার বয়েসী, জাতিতে নাপিত, আমাকে খুবই স্নেহ করেন, একঘরে বসিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, আমার খাবার সেইঘরে আনিবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া কবিরাজ কাকা বলিলেন, "তবে বাবাজি এখন আসি"। আমি বলিলাম "আসুন কাকা"। আমি ব্রাহ্মণ, আমার খাবার ঐ ঘরে আনা হইতেছে, কবিরাজ কাকার আর যে সে ঘরে থাকা উচিত নয় তাহা তিনি বুঝেন, বুঝিয়া উঠিয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে পরস্পরে যে ভাব তাহার কোন ব্যতিক্রম হইল না।

অনেকের ধারণা, জাতিভেদ একতাসাধনের অন্তরায়। ভুল ধারণা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এইরূপ সম্পর্ক ধরিয়া পাড়াপড়শী এবং পরিচিত গ্রামবাসীদিগকে ডাকার যে ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল বর্ত্তমানে তাহার লোপ যে পরিমাণে পাইতেছে সেই পরিমাণে ঐ ভুল ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। পল্লীগ্রামে যাইয়া দেখুন, কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কোন উৎসব উপলক্ষেই হউক, বৈষয়িক কোন কার্য্য জন্যই হউক, অথবা বেড়াতে আসা উপলক্ষেই হউক, গ্রামবাসী কোন মুসলমান আসিয়াছে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, "এস চাচা ব'স, তামাক খাও, বলিয়া একটা খোলে দিলেন। তার পর উভয়ে জমি জারাত, ক্ষেত, খামার, ধান চাল প্রভৃতি বিষয়ে কত কথা হইল। বাড়ীতে কোন কাজ কর্ম্ম হইয়া গিয়া থাকিলে তাহাকে খাবার দেওয়া হইল। এ ভাব দেখিলে কে মনে করিতে পারে যে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মীদের মধ্যে অসম্প্রীতি স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে।

এই সম্পর্ক ধরিয়া ডাকার প্রথার মধ্যে আরও একটি জিনিস দেখিতে পাই। ইহাতে কেমন একটু আত্মভাবিতা জন্মে। আমি আমার কোন প্রতিবাসীকে জ্যাঠা মহাশয় বলিয়া ডাকি। "জ্যাঠা মহাশয় বাড়ী আছেন" বলিয়া তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেও যেন আমার ততটা সঙ্কোচ বোধ হয় না। আর অমুক বাবু বাড়ী আছেন বলিয়া ডাকিলে বাড়ীর চৌকাঠে পা দিতেও যেন ভরসা হয় না।

প্রবীণ তুমি, কিশোরবয়স্ক জনৈক শিশু তোমাকে আসিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, "গোপাল বাবু বাড়ী আছেন," তুমি বাহির হইয়া দেখিলে একটি দুগ্ধপোষ্য বালক তাহার বাপ এক খানি চিঠি তাহার হাত দিয়া তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ছেলে আসিয়া ঐরূপে তোমাকে ডাকিতেছে, কেমন শুনায় বল দেখি?

বয়ঃস্থ নাপিত বাবুকে কামাইতে আসিয়াছে। কামাইয়া চলিয়া যাইবার সময় বাবুর অল্পবয়স্ক পুত্র নাপিতকে ডাকিতেছে, "ওরে, আমার চুল গুলো ছেঁটে দিয়ে যা।" এইরূপ ভাবে কথা বলায় নাপিত ছেলেটীকে একটু অনুযোগ করিল। তাহা শুনিয়া ছেলের মা নাপিতকে বেশ দশকথা শুনাইয়া দিলেন। নাপিত অতঃপর আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল।

ছেলেরা যখন আপনাদের মধ্যে কথা বলা বলি করে তখন স্কুলের শিক্ষক বা অনেক গুরুজনের বয়োজ্যেষ্ঠের নাম করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। বাপ মায়ের সম্মুখেও অনেক সময়ে অনেক ছেলে প্রবীণের নাম ধরিয়া কথা ব'লে। "বাবা কৈলেস বাঁড়ুয্যে আপনাকে খুঁজছিল" কৈলেস বাঁড়ুয্যে তাহার বাবার অপেক্ষা অনেক বড়। এরকম বলবামাত্র কিন্তু সেই ছেলের বাপকে সেই ছেলের গালে চটাস্ করে থাবড়া মারতে দেখি নি।

আমি যে সকল কথা বলিলাম, সমস্ত কথা বেশ গুছাইয়া না বলিতে পারিলেও বোধ করি অনেকেই আমার মনের কথা গুলি বুঝিতে এবং আমার বক্তব্য বিষয়টি উপলব্ধ করিতে পারিয়াছেন। ছেলেদের বিনয়ী করিতে হইলে এই প্রসঙ্গে শিক্ষা যে অনেকটাই কাজে লাগিবে—এই শিক্ষারও যে প্রয়োজনীয়তা, আছে তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এদিকে অভিভাবকের লক্ষ্য না রাখা ছেলেদের শিক্ষার ত্রুটি বলিয়াই বেশ মনে হয়।

গোরুর খাবার

বিগত বৈশাখমাসের "কৃষক" পত্রিকায় গো-চারণ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ অবলম্বনে এবং গোপালন সম্বন্ধে আমার নিজের যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা হইতে বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা পাঠাইতেছি—

গোরু যে ঘরে থাকিবে সে ঘর চোনা গোবর অপরিষ্কার না থাকে, গোরুর গামলায় জল পচিয়া না থাকে, জাব দিবার সময় গামলা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ছোট ছোট করিয়া বিচালি কাটিয়া খইল ও ভাল জল দিয়া ভাল করিয়া জাব মাখিয়া দিতে হয়। মাছিতে বেশী কষ্ট না দেয় তজ্জন্য গোয়ালে ধোঁয়া বা সাঁজাল দেওয়া—ইত্যাদি, যে সব গৃহস্থ গোরু পুষিয়া থাকেন, এ সকল মোটা কথা তাঁহাদের সকলেরই জানা আছে। তবে অনেক স্থলেই বিশেষতঃ যেখানে চাকর বাকরের উপর গোরুর সেবার ভার দেওয়া আছে অথচ গৃহস্থ নিজে সে দিকে লক্ষ্য করেন না, সেখানে গোরুর অপালন হইয়া থাকে ইহা নিশ্চিত।

গোরুর খোরাক খুব বেশী। যে সকল গৃহস্থের গোরুকে মাঠে চরান হয়, তাহাদেরও দুইবেলা দুইটি রীতিমত জাব দেওয়া আবশ্যক। জাবের সঙ্গে জল যেন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এক একটি গোরু প্রত্যহ যে দেড়মণ দুইমণ জল খাইয়া থাকে এ কথা অনেক গৃহস্থের জানা না থাকিতে পারে। গোরুকে যে বিচালি কুচাইয়া দেওয়া হয় তাহা যেন খুব ছোট ছোট করিয়া দেওয়া এবং জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়। চাকর চাকরাণীর উপর নির্ভর থাকিলেও গৃহস্থের এদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। গোরুকে আমরা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াই মনে করি। সুতরাং গোরুর অপালন হইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, ইহা সকল হিন্দুর মনেই ধারণা। সেই ধারণা যেখানে গৃহস্থের মনে বদ্ধমূল সেই খানেই গোরুর সুপালন হয়।

ভোলা, খইল, ভুষি, খুদ, কুঁড়া, খইল—সকল গোরুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। এ সকল খাদ্য গোরুকে বেশী পরিমাণে খাওয়াইতে নাই তাহাতে গোরুর পীড়া হয়।

গোরুকে কাঁচা ঘাস খাওয়ান খুবই আবশ্যক। কাঁচা ঘাস না খাইতে পাইলে গোরুর

উদরাধিক্যতা পূর্ণমাত্রায় থাকে না। শুধু গোরু বলিয়া নয়, মহিষ ছাগল প্রভৃতি যে সকল পশু চরিয়া খায় তাহাদের সকলের খাদ্য সম্বন্ধেই এই রূপ ব্যবস্থা।

শুনিয়াছি, কলিকাতায় কোন প্রাচীন কবিরাজ [illegible] একটী ঔষধ নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে ছিলেন। তাহাতে তাঁহার বিস্তর পরিশ্রম হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কেন এত পরিশ্রম করিতেছেন। ছাত্রদের দ্বারা ত প্রস্তুত করাইতে পারেন? কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তা পারি বটে, তবে ওষুধটা খুব ভাল এবং কোন বিশেষ রোগীর জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিতেছি, নিজে হাতে করিলে ওষুধটি বেশ খাটি হইল বলিয়া মনের তৃপ্ত হয়। কিন্তু এতটা পরিশ্রম নিজে করিতেছি বটে, তবুও মনটা বেশ সন্তুষ্ট হইতেছেনা।" অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "এ ওষুধটাতে ছাগলের দুধ দিয়া ভাবনা দিতে হয়। ছাগল দুধ দিয়াছি বটে কিন্তু এই সহরের ছাগলের দুধ, ইহারা ঘাস টাস ত তেমন খেতে পায় না; ভূষি খেকো ছাগল উহাদের দুধে ততটা উপকার করিবে কি? সেই জন্য মনটায় বেশ ভাল লাগিতেছে না।"

যে সকল গাভী শৈশবকাল হইতে ভাল খাইতে না পায় ও অল্প বয়সে গর্ভিণী হয় তাহাদের প্রায় অধিক দুধ হয় না। কিন্তু রীতিমত খাওয়াইলে দ্বিতীয় বিয়ানে কোন কোন গাভীর দুধ বেশী হয়। যে গাভীকে ভাল করিয়া খাইতে দেয় সে বেশী দুধ পাইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "গাভীর বাটে দুধ নহে, গাভীর মুখে দুধ" অতএব দুধ বেশী করিবার প্রধান উপায় গাভীকে অধিক করিয়া খাইতে দেওয়া! খাইতে দিলে যে গাভীর অধিক দুধ হয় ইহা সকলেই জানেন কিন্তু অতি অল্প লোকেই গাভীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয়। কি কি জিনিষ খাওয়াইলে দুধ [illegible] তাহা অধিকাংশ লোকই জানে না। অধিক [illegible] পাইবার আশায় অনেক লোক গাভীকে [illegible] ইত্যাদি অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়া [illegible] কিন্তু ইহাতে যে অধিক দুধ পাওয়া যায় না [illegible] বাহুল্য। দুধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্যের তালিকা [illegible] দেওয়া গেল যথা:—কাঁচাঘাস, তুষ [illegible] চাউল ও কলাই সিদ্ধ, শিমুলবীচি সিদ্ধ, [illegible] দাইল সিদ্ধ, তিল ও সরিষার খইল [illegible]লের ভুষি, কলায় খোড়, লাউ সিদ্ধ, কাঁঠাল নটে [illegible] শাক, আমানি, চাউলের কুঁড়া, গুড়, আকের শিকড়, বাঁশ পাতা সিদ্ধ; চাউল ধোয়া জল, লবণ ইত্যাদি।

প্রসবের পর /॥০ সের সিদ্ধ মাস কলাই, আধ সের ভাতের মাড়, এক পোয়া ইক্ষু গুড়; এক তোলা পিঁপুলের গুঁড়া ও /০ এক ছটাক আদা এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সময় দিন কতক খাওয়াইলে গাভীর দুধ বাড়ে। আধ সের কাঁজির সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়া এবং তাহাতে আকের শিকড় চূর্ণ /০ এক ছটাক মাখিয়া খাওয়াইলে গোরুর দুধ বাড়ে। বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যোয়ান ও গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর বেশী দুধ হয়। রেড়ির কচি কচি দুই চারিটা ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাওয়াইয়া দিলে গোরুর বেশী দুধ হয়। রেড়ির সিদ্ধ কচি কচি পাতা ২।৩টা পালানের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া দুধ দোহাইলে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রসবের ১২।১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া এবং খেসারী দাইল ভিজাইয়া খাওয়াইলে গোরুর দুধ বেশী হয়। দুধ দোহন করিবার পূর্ব্বে গাভীকে খইল, ভূষি, জল, ফেন ও লবণ খাওয়াইলে বেশী দুধ পাওয়া যায়। প্রতিদিন এক সময়ে এবং একজন লোক দিয়া দুধ দোহান উচিত। দুধ দোহাইবার সময়ে গাভীটীকে বিরক্ত না করিলে বেশী দুধ পাওয়া যাইতে পারে।

এডুকেশন গেজেট

১৬ই শ্রাবণ ১৩১৬ সাল ইং৩০শে জুলাই ১৯০৯ সাল

ইতিহাস পাঠ্য।

তৃতীয় ও চতুর্থ মানের জন্য ইতিহাসের পাঠ্য এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

(১) ভারতবর্ষ—পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান কোথায়, সাধারণতঃ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ, ছেলেরা ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে।

(২) অনার্য্য—আর্য্যদিগের আগমন এবং ভারতে তাঁহাদের বসবাস।

(৩) দুইটি মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (৪) গৌতম বুদ্ধের আখ্যান; (৫) মহাবীর এবং জৈনগণ; (৬) সিংহলে উপনিবেশ—বিজয় সিংহের আখ্যান, (৭) মগধ সাম্রাজ্য—চন্দ্রগুপ্ত; (৮) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, (৯) অশোক, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, হর্ষবর্দ্ধন; (১০) মুসলমানদিগের বিজয়ের প্রারম্ভ কাল; বাঙ্গালা—আদিশূর, বল্লাল, লক্ষ্মণ সেন; (১১) মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারত বিজয়—বখ্তিয়ার খিলিজি; (১২) পাঠান রাজাদিগের বৃত্তান্ত, (১৩) কুতবউদ্দীন, নসিরউদ্দীন, (১৪) আলাউদ্দীন, মহম্মদ তোগলক, (১৫) পাঠানদিগের অধীনে বাঙ্গালা—চৈতন্য, নানক, কবির, রামানন্দ; (১৬) তৈমুর এবং বাবরের বৃত্তান্ত, (১৭) মোগল সম্রাটগণ—বাবর হুমায়ুন [শেরসাহ] আকবর [তোডরমল] জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, আরঙ্গজীব, [১৮] শিবজী এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ, (১৯) মোগলদিগের অধীনে বাঙ্গালা—বর্গী; [২০[ভারতে ইউরোপীয়গণ—কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সংস্থাপন, (২১) সেরাজউদ্দৌলা অন্ধকূপ, ক্লাইব, পলাশী, [২২] দেওয়ানী ওয়ারেন হেষ্টিংস; [২৩) হয়দার আলি এবং টিপু সুলতান; (২৪) ভারতে ব্রিটিস ক্ষমতা সুদৃঢ়ীকরণ, (২৫) শিখগণ—রণজিৎ সিংহ এবং শিখযুদ্ধ (২৬) সিপাহী বিদ্রোহ; (২৭) ইংলণ্ডের রাজার অধীনে ভারত।

[প্রায় ৪০ টি গল্প দ্বারা এই পাঠগুলি বিবৃত করিতে হইবে]

৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের পাঠ্য—

(১) হিন্দুদিগের রাজত্বকালে ভারতের অবস্থা, (২) মুসলমান, পাঠান ও মোগলদিগের আমলে ভারতের অবস্থা, (৩) ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে প্রথম সংস্রব—উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতগমনের পথ আবিষ্কার—সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ইউরোপীয়দিগের আগমন ও বসবাস—পোর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরাজ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সনন্দপত্র। (৪) ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ—ডুপ্লে, ক্লাইব, পলাশী (৫) দেওয়ানী—উভয় গবর্ণমেণ্ট, (৬) ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত সংস্কার —রেগুলেটিং এক্ট, (৭) তাঁহার সময়ে ব্রিটীস রাজ্যের বিস্তার—মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়। [illegible] শক্তির সহিত উহাদিগের সংস্রব, [৮] পিটের ইণ্ডিয়া বিল—কলিকাতা মাদ্রাসা—এসিয়াটিক সোসাইটি; [৯] লর্ড কর্ণওয়ালিস—তাঁহার শাসন সংক্রান্ত সংস্কার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—সার জন শোর।

[১০] লর্ড ওয়েলেসলি—মহীশূরের সহিত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ—সবসিডি

হারী সন্ধি প্রথা। (১১) লর্ড মিন্টো—ভারতের বাহিরে বৈদেশিক শক্তির সহিত ব্রিটিশের সম্বন্ধ—কোম্পানীর নূতন সনন্দ। (১২) লর্ড হেষ্টিংস—নেপালের সহিত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ। (১৩) লর্ড আমহার্ষ্ট—ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ। (১৪) লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক—তাঁহার কৃত সংস্কার সমূহ—কোম্পানীর নূতন সনন্দ—স্যর চার্লস মেট্‌কাফ। (১৫) লর্ড অকলাণ্ড—প্রথম আফগান যুদ্ধ। (১৬) লর্ড এলেনবরা—সিন্ধু প্রদেশের যুদ্ধ। (১৭) লর্ড হার্ডিঞ্জ—প্রথম শিখযুদ্ধ। (১৮) লর্ড ডালহৌসী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ—কোন প্রদেশকে ব্রিটিশরাজ্য সভুক্ত করিয়া লওয়া সম্বন্ধীয় নীতি—ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় যুদ্ধ। (১৯) লর্ড ডালহৌসীর অধীনে দেশের আর্থিক উন্নতি—রেলপথ ও টেলিগ্রাফ। (২০) লর্ড ক্যানিং—সিপাহী বিদ্রোহ।

(২১) মহারাণী কর্ত্তৃক স্বহস্তে ভারতের রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ—মহারাণীর ঘোষণাপত্র। (২২) ভাইসরয়দিগের শাসনাধীনে ভারত—ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতা।

ভ্রম সংশোধন—গত সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে শ্রাবণের প্রশ্ন মধ্যে কয়েকটি শব্দে বর্ণাশুদ্ধি আছে। সেগুলি শুদ্ধ করিয়া লেখা গেল:— সভুক্ত, অবধারিত, মধুসূদন, মেল।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন

১। রাখী বন্ধন [স্বদেশী উপন্যাস] প্রথম খণ্ড, শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ প্রণীত। বরিশাল হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৵০ আনা। হিন্দু সমাজে শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ বাড়াইয়া কিরূপে বিধবার বিষয় সম্পত্তির পরামর্শ দাতারাই অনেক সময়ে নষ্ট করান তাহার বর্ণনা অন্যান্য চিত্র মধ্যে বিশেষ পরিস্ফুট।

২। অলৌকিক রহস্য। প্রথম ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। সম্পাদক শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ। প্রকাশক শ্রীসতীশ সেবক নন্দী। ৩৭।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, বান্ধব পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত ১৷৷০ মাত্র।

যে সকল বিষয় এই পত্রিকায় আলোচিত হইবে নিম্নে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা গেল। (১) প্রেততত্ত্ব [Spiritualism], [২] স্বপ্নদর্শন [৩] দিব্যদৃষ্টি [Clairvoyance], [৪] পরলোকতত্ত্ব, [৫] পরোক্ষতত্ত্ব, [৬] জীব-শরীরগত চুম্বকশক্তি [Animal magnetism], [৭] মৃত্যুরহস্য [৮] বশীকরণ বিদ্যা [Hypnotism], [৯] মারণ [১০] উচ্চাটন, [১১] স্তম্ভন, [১২] ডাকিনী বিদ্যা বা ডাইনতত্ত্ব[১৩] জন্মান্তরীণ ঘটনা, [১৪] অদৃশ্যসহায় [Invisible helper], [১৫] দেবতা, উপদেবতা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী, [১৬] স্বপ্নদর্শন, [১৭] প্রত্যক্ষ ভৌতিক ব্যাপার।

এতদ্ব্যতীত ইহাতে [১] পুরাণাদিতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা (২) উদ্ভট বা লোক পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক উপন্যাস [৩] সাধু-সন্ন্যাসীর অদ্ভুত বা অলৌকিক জীবনী, [৪] সাধুসন্ন্যাসীগণের অনুষ্ঠিত অলৌকিক ঘটনা [Miracles], [৫] সাধারণ মানবজীবনের অলৌকিক ঘটনা প্রভৃতিরও সমাবেশ থাকিবে।

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে উপরিউক্ত তত্ত্ব সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলন করিতে করিতে পাঠকগণ যেমন বিস্ময়রসে অভিভূত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য শাস্ত্রনিহিত অদ্ভুত পারলৌকিক তত্ত্ব-সম্বন্ধেও সেইরূপ তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইবে।

দুইটী স্থান নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম।—

যেমন তৈল-মিশ্রিত জল যতক্ষণ সঞ্চালিত হয়, ততক্ষণ উভয়ে মিশিয়াই থাকে, কিন্তু স্থির হইলেই তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে; সেইরূপ আমাদিগের জীবনে যে ভাবটি প্রবল, জীবিত অবস্থায় তাহা কতকটা চাপা থাকিলেও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে সেই ভাবটি মানবমাত্রেই জাগিয়া উঠে। এই ভাবটি আমাদিগের পরজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। ভগবান গীতায় ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"॥
গীতা, ৮—৬।

(যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।)

মৃত্যুর প্রাক্কালে মুমূর্ষু ব্যক্তি ইচ্ছাকরুক বা না করুক, অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী "বায়স্কোপের" চিত্রের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে মানসচক্ষুর সম্মুখে পর্য্যায় ক্রমে ভাসিয়া যায়।

এই দুইটী উক্তিরই মর্ম্মালয়ের পত্রাবলী প্রবন্ধের ফুট নোট। পুনরাগমন, রাজা মহাশয়ের স্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে কৌতুহল হইবে।

৩। পরলোক রহস্য। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা। ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকারের নিবাস পুড়া ২৪ পরগণা।

পরলোক সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কোন কোন লোক সন্দিহান ছিলেন। এখন তদপেক্ষাও অধিক লোকে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। সন্দিহান হইয়া তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বনে ইহ সংসারে নিজেদের বা সন্তান সন্ততির বা সমাজের উপকার করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু

"সন্দেহেঽপি পরলোকে বরমাস্তিক্যমাশ্রিতাঃ
নাস্তি চেন্নহি নো হানিরস্তিচেন্নাস্তিকো হতঃ॥"

অর্থাৎ সন্দেহেও আস্তিক্য আশ্রয় করা ভাল। যদি পরলোক না থাকে ক্ষতি হইবে না। যদি থাকে তাহা হইলে নাস্তিকের যে দফারফা!

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ঐ পুস্তকখানি হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আগামী ১৬ই আগষ্ট সোমবার হইতে হাইকোর্টের ১৯০৯ সালের চতুর্থ দায়রার এবং ২৯শে নবেম্বর সোমবার হইতে পঞ্চম দায়রার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

মিঃ ভরহাম, মিঃ সেণ্ট রোমানিয়ো, বাবু অনন্তকুমার দাসগুপ্ত, বাবু বিজয় গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বাবু বিজয়কিশোর বিশ্বাস এবং বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ইহঁদের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে। আলো ব্যতিরেকে ইহাঁরা রাত্রিতে লোয়ার সার্কুলার রোডে বাইসিকেল করিয়া যাইতেছিলেন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অমূল্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হইয়াছে।

হরিদাস বিশ্বাস নামে একব্যক্তি খিদিরপুর ট্রামে যাইতেছিলেন। ট্রামের গতি দ্রুত থাকা অবস্থায় সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডের নিকট ট্রাম হইতে নামিতে যাওয়ায় ট্রামের তারের একটা থামে এত সজোরে তাঁহার মাথায় লাগে যে হাসপাতালে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ক্রাইমিনিয়াল বিভাগে ত্রিশ টাকার অনূর্দ্ধ বেতনের লোকদিগকে ২লা

... হইতে আর ৩ মাসের জন্ত "গ্রেণ এলাউন্স" অর্থ দ্রব্যাদির মহার্ঘতা জন্ত বেতন ব্যতিরিক্ত আরও কিছু করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

আগামী ১১ই আগষ্ট বুধবার ছোটলাট বাহাদুর রেলের ঘড়ীর ১০ টা ৬ মিনিটের সময় স্পেশিয়াল ট্রেণে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে ৬টা ৩৬ মিনিটের সময় মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিবেন। ১৩ই, ১৪ই দুইদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া ১৪ই শনিবার রাত্রি ১ টার সময় ঐ স্থান পরিত্যাগ করতঃ ১৫ই রবিবার প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় ভগলপুরে আসিয়া পৌঁছিবেন। ১৬ই সোমবার রাত্রি ১১ টার সময় ভগলপুর ছাড়িয়া ১৭ই রাত্রি ৮ টার সময় আজিমগঞ্জে যাইয়া পৌঁছিবেন। পরদিন বুধবার বেলা ১০ টার সময় আজিমগঞ্জ ছাড়িয়া ১২ টার সময় মুরসিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিবেন। অপরাহ্ন ৬ টার সময় মুরসিদাবাদ ছাড়িয়া ৭ টার সময় বহরমপুরে আসিয়া পৌঁছিবেন। ১৯শে বৃহস্পতিবার বহরমপুরে অবস্থান করিয়া ২০শে রাত্রি ১১ টার সময় ঐ স্থান পরিত্যাগ করতঃ রাত্রি ৩ টার সময়ে পলাশীতে আসিবেন। । ২১শে শনিবার বেলা সাড়ে ৯ টার সময় পলাশী ছাড়িয়া রাত্রি সাড়ে ৯ টার সময় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন। গমনাগমন সর্ব্বত্রই বেসরকারীভাবে হইবে।

আলিপুর বোমার মামলার আপীলের বিচারের দিন ২রা আগষ্ট নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কাগজ পত্র সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আসামীপক্ষের কৌন্সেলের হস্তগত না হওয়ায় ৯ই আগষ্ট দিন ধার্য্য হইয়াছে।

[বর্দ্ধমান] সেখ বারিতা নামে একজন হিন্দুস্থানী রেলগাড়ীতে বাদের্ধর বাইবে জানিয়া বাকি মহরী নামে একটা লোক ষ্টেশনে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করে এবং শেষে তাহার টিকিট কিনিয়া দিবে বলিয়া দাম লইয়া বালী ষ্টেশন পর্য্যন্ত একখানা টিকিট কিনিয়া তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট মূল্য আত্মসাৎ করে। গাড়ীতে টিকিট কলেক্টর টিকিট দেখবার সময় সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফরিয়াদী হাওড়ায় ফিরিয়া আসিয়া হাওড়া পুলিসকে এ বিষয় জানায়। আসামী ধরা পড়িয়াছে।

[ব্রহ্মদেশ] মিঃ বাল গঙ্গাধর তিলককে মান্দালে জেলে রাখা হইয়াছিল। ঐ জেলের মধ্যে ... উঠা রোগ দেখা দেওয়ায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া মিকটীলার জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মান্দালের জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল ... সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

[সাধারণ] আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির যান্মাসিক বিভাগীয় পরীক্ষা আগামী ৪ঠা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়া দুই দিন কাল বেলা এগারটার সময় হইতে কলিকাতা ৩নং চার্ণক প্লেস প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনরের আফিসে গৃহীত হইবে। প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের ঐ দিনে পরীক্ষার জন্ত স্থানীয় পরীক্ষা কমিটী একটি গঠিত হইবে।

বেসরকারী পুষ্করিণী এবং কুয়ার পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি সংস্কার যদি মালিক নিজে না করিয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে জেলাবোর্ড জেলা ফণ্ডের টাকা হইতে ঐ কার্য্য করাইয়া দিতে পারিবেন যদি সেই পুষ্করিণী বা কুয়ার জল সাধারণে নিজেদের বাড়ীর প্রয়োজন জন্ত এবং গোরু বাছুরকে খাওয়াইবার জন্ত ব্যবহার করিতে পায়। ছোটলাট বাহাদুর এ সম্বন্ধে সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

গত এপ্রেল মাসে লাহোরের সাহী মসজেদের এমাম মৌলবী মহম্মদ শাফিক সাহেবের হস্তে দশজন হিন্দু নরনারী ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। জেলা হেসারের প্রধান নগর সির্সার জামে মসজেদের এমাম মৌলবী মোহাম্মদ এসমাইল সাহেবের হস্তে একজন হিন্দু পুরুষ ও একজন হিন্দু স্ত্রীলোক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। পুরুষটির বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর ও স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম ২২ বৎসর। ইহাদের নাম যথাক্রমে আবদুল্লা ও রহমত বিবি রাখা হইয়াছে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নূতন সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, শতকরা ২৫ জন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক সেনা দলভুক্ত করা হইবে। এই একটি মাত্র ক্ষমতা—খোলকায়েরাশেদীনগণের অনুকরণে তুরস্ক রাজশক্তির হস্তগত ছিল। নব্যতুর্কী সম্প্রদায়ের কল্যাণে সে শক্তটুকুও লোপ পাইল! যদি তুর্কী সেনাদলের সংখ্যা ১২ লক্ষ হয়, তবে তাহাতে তিন লক্ষ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সৈন্ত স্থান লাভ করিবে। (ইসলাম প্রচারক)।

বিলাতে "ওল্ড বেলি" আদালতে সার কর্জ্জন ওয়াইলির হত্যাকারী মদন লালের বিচার হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মদনলাল দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিচারককে সৈনিক ধরণে সেলাম করিয়া নাকি বলিয়াছে, "আমি যে আমার দেশের জন্ত মরিতে পারিলাম ইহা আমার বড়ই সন্তোষের বিষয় হইয়াছে"। ১৬ই আগষ্ট ফাঁসীর দিন ধার্য্য হইয়াছে। লর্ড মর্লি ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্যদের সম্মতিক্রমে সার কর্জ্জনের বিধবা পত্নীর বার্ষিক ৫০০ পাউণ্ড পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাঃ রুদারফোর্ড বলিয়াছেন, সার কর্জ্জন ওয়াইলি সারা জীবন ভারতের কার্য্যেই ক্ষেপণ করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নীর এই পেন্সন ভারতীয় রাজস্ব হইতেই দেওয়া কর্ত্তব্য।

NOTIFICATION.

SUPPLEMENTARY ENTRANCE EXAMINATION

TEST-EXAMINATION of private students for admission to the ensuing supplementary Entrance examination will be held at the office of the Inspector of schools, Presidency Division Calcutta, on Friday, the 1st and Saturday, the 2nd October 1909. Such candidates only as reside in any of the districts of the Presidency Division, including Calcutta, will be admitted to the examination.

2. Candidates who have not read in any school, recognised or unrecognised, since the date of the last Entrance examination will be treated as private students. They will be required to furnish satisfactory proof that they have not read in any school recognised, or unrecognised from that date. They should produce certificates of conduct and progress in studies from the authorities of the last school where they read, and also a certificate from other reliable authorities regarding conduct and progress after leaving school. A copy of the Registrar's receipt for the fee paid for the last Entrance examination, must be submitted in original along with application for permission to appear at the test examination.

3. Each candidate should submit to this office, not later than the 16th September 1909, his application for admission to the test-examination stating the following particulars:—

(1) Age, (2) residence, (3) father's name, (4) second language besides English, and (5) whether he appeared at the last Entrance examination.

4. The admission-fee for the examination is Rs. 6 for each candidate, and is to be remitted with the application within the prescribed date,

after which a fine of Rs 2 is to be imposed for each week's delay.

5. No private student will be admitted to the test-examination unless accompanied, for the purpose of identification, by some person to known this office.

6. Candidates who are sent up by this office must appear at the Calcutta Examination Centre.

7. The supplementary Entrance examination will be held in or about the second week of December 1909.

8. Applications and fees for admission to the examination must reach the office of the Registrar on or before the 12th October 1909. The fee payable by each candidate for the supplementary examination is Rs 15

12, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA,
The 23rd July 1909. P. MUKERJI.
Inspector of Schools, Presidency Division.

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—অনারেবল স্তর চর্লস এলেন ১ম শ্রেণীর মাঃ হইয়া অপর আদেশ যাবৎ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পুনর্মনোনীত হইলেন। ডেঃ মাঃ মিঃ গেষ্ট মেদিনীপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রোবেঃ ডেঃ কঃ মিঃ বলডুইন বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র এবং মিঃ ম্যাকগ্যাভিন প্রোটেম ৮ম শ্রেণীতে যথাক্রমে ২৪ পরগণা, কটক ও সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ হইলেন। মাধিপুরের ডেঃ মাঃ বাবু হরিচরণ বসু নদীয়ার সদরে বদলী হইলেন। প্রতিনিধি অঃ মাঃ মিঃ জেমস বেতিয়া মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ রায় ১মাসের, সারণের প্রোটেম ডেঃ মাঃ মিঃ জে এম ক্রিষ্টিয়ান ৬ সপ্তাহের, মিঃ ডি ওয়েষ্টেন আই সি এস ১৮ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু প্রফুল্ল কৃষ্ণ ঘোষ এম এ বি এল বাঁকার মুঃ হইলেন। সারণের প্রতিনিধি সবজজ বাবু চারুচন্দ্র মুখো উলুবেড়িয়া এবং শ্রীরামপুরের মুঃ হইয়া আপাততঃ ছোটনাগপুরের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন। নড়াইলের ছুটীপ্রাপ্ত মুঃ বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ দাঁতনের মুঃ হইলেন। দাঁতনের মুঃ বাবু বিজয় কেশব মিত্র নড়াইলের মুঃ হইলেন। বাঁকার মুঃ বাবু অবিনাশ ৩০ দিনের ছুটী গ্রহণ পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত সব রেজঃ কঃ বাবু শশিভূষণ বিশ্বাস প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। প্রোটেম সব ডেঃ কঃ বাবু বৈদ্যনাথ রায় ভগলপুর বিভাগে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত প্রোটেম সব ডেঃ কঃ বাবু রাজবল্লভ মিশ্র পাটনা বিভাগে স্থাপিত হইলেন। সব ডেঃ কঃ বাবু শিশির কুমার কবিরাজ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর বাবু গোপীভূষণ সেন ২ মাস ১৫ দিনের ছুটী পাইলেন।

কটকের সব ইনঃ বাবু অনন্ত প্রসাদ গুপ্ত বি এ এবং কটক ট্রেনিং স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ বাবু নন্দ কিশোর বল বি এ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় মাহাপ্রাত্রের সহকারী সব ইনঃ সৈয়দ আবদুল জলিল কটকের সব ইনঃ এবং কটক ট্রেনিং স্কুলের সহকারী শিক্ষক বাবু গোবিন্দ প্রসাদ বসু উক্ত স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। সহকারী শিক্ষক বাবু হরিহর রথ গোবিন্দ বাবুর স্থানে কার্য্য করিবেন। বাবু প্রমোদ কুমার রায় বিএ পুরুলিয়া জেলা স্কুলের, বাবু কালীচরণ দাস রাভেন্স কলিঃ স্কুলের শিক্ষক হইলেন। বাবু সনৎকুমার ঘোষ বি এস সি প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিওলজিকেল সেক্রেটরীর অস্থায়ী আসিষ্টান্ট হইলেন। বাবু অনন্ত মিশ্র আঙ্গুলের সব ইনঃ পাকা হইলেন। বাবু নারায়ণ লাল সাকসেনা বিএ ১ বৎসরের শিক্ষা নবীশীতে হাজারিবাগ সদর সর্কেলের সব ইনঃ হইলেন। বাবু দুর্গাপ্রসাদ বিএ এক বৎসরের শিক্ষা নবীশীতে চাইবাসা জেলাস্কুলের শিক্ষক হইলেন। বাবু কমলাপতি সিংহ হোসেনাবাদ সর্কেলের সব ইনঃ হইলেন। বর্দ্ধা রামেশ্বর প্রসাদ সিংহ পাটনা ট্রেনিং স্কুলের শিঃ হইলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বৃত্তির ফল।

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৯০৯ সনের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি—২০৲ টাকা।

মেঘনাদ সাহা ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল, দুর্গাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী চাঁদপুর হাসনালী জুবিলী স্কুল, যোগেন্দ্রনাথ সাহা কারদপুর জিলা স্কুল।

বিভাগীয় বৃত্তি।

ঢাকা বিভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১৫৲ টাকা।—জিতেন্দ্রনাথ গুহ বরিশাল জিলা, রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী, শ্যামলাসুন্দর কর ঢাকা কলেজিয়েট, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সিটি কলিজিয়েট, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সিটি কলেজিয়েট ময়মনসিংহ, সত্যেন্দ্র ব্যানার্জী কুলাসার গুরুদাস হাই, চুনীলাল মুখোপাধ্যায় ফরিদপুর জিলা।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১০ টাকা—সত্যচরণ গুহ জামালপুর জেলা, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ময়মনসিংহ জিলা, রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী কুলাসার গুরুদাস হাই, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মাদারিপুর হাই, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ জিলা ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী, কৃষ্ণবিনোদ সাহা নারায়ণগঞ্জ হাই, সুরথলাল দাস ঢাকা কলেজিয়েট, কুমারনন্দন মহম্মদ ঢাকা মাদ্রাসা, নগেন্দ্রনাথ দত্ত বরিশাল জিলা, অপূর্ব্বকুমার সেন গুপ্ত ঐ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কীর্ত্তিপাশা পি কে ইনষ্টিটিউসন।

চট্টগ্রাম বিভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১৫ টাকা।—শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিল্লা জিলা দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ কার্গিল হাই।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১০ টাকা।—চন্দ্রনাথ মজুমদার লক্ষীপুর হাই; রজনীকান্ত দাস কুমিল্লা জিলা, চন্দ্রমোহন সাহা ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাই কিরণলাল সেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল, নীরদলাল দত্ত সাওড়াতলী হাই, রমেশচন্দ্র মিত্র ফেণী হাই, মণীন্দ্রলাল দাস গুপ্ত রাঙ্গামাটি গভর্ণমেণ্ট।

রাজসাহী বিভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১৫ টাকা।—দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মালদহ জিলা, নবীনেওয়াজ খাঁ রাজসাহী কলেজিয়েট, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জামির্তা হাই, হীরালাল চট্টোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলা, মাখনলাল সান্যাল পাবনা জিলা, মহেরুদ্দিন আহাম্মদ কুড়িগ্রাম হাই।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১০ টাকা।—নিখিলরঞ্জন সেন রাজসাহী কলেজিয়েট, হারচরণ চক্রবর্ত্তী পাবনা জিলা. গিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী সাহাজাদপুর হাই মার্কণ্ডন সরকার বগুড়া জিলা, প্রমথ বসু নাটোর মহারাজ হাই, নিবারণচন্দ্র পাল নবাবগঞ্জ হারমোহন ইনষ্টিটিউসন, সত্যপ্রকাশ লাহিড়ি রঙ্গপুর জিলা, নিত্যানন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ, সুরেশচন্দ্র দাস দিনাজপুর জিলা, শান্তচন্দ্র ঘটক জলপাইগুড়ি জিলা।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বৃত্তি। (১৯০৯)

আসাম।

(১৯০৯ সনের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।)

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি—২০৲।

শশীমোহন চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রাজা গিরিশ চন্দ্র হাই স্কুল।

সুরমা উপত্যকার অধিবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, মাসিক—১৫৲।

পরেশচন্দ্র দত্ত সিলচর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, হরেন্দ্রচন্দ্র নাগ শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, সারদা চরণ ভট্টাচার্য্য ঐ, অনঙ্গমোহন দাস রাজা গিরিশ-চন্দ্র হাই স্কুল, দীনেশচন্দ্র দত্ত করিমগঞ্জ হাই স্কুল যতীন্দ্রমোহন দাস শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল।

বৃত্তি মাসিক—১০৲

গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল সোনাহারআলী হাই স্কুল, বুকাবিরআলি মজুমদার সিলচর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল সোনাহারআলী চৌধুরী হাইলাকান্দী ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল হাইস্কুল।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট, বৃত্তি মাসিক—১৫৲

সূর্য্যকুমার ভোরাল শিলং গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, দেবেশ্বর বারুয়া জোরহাট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, দেবেশ্বর বারুয়া জোরহাট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল মহম্মদ তায়েবউল্লা, কটন কলেজ স্কুল গৌহাটী।

বৃত্তি মাসিক—১০৲

রাজেন্দ্রনাথ বারুয়া শিবসাগর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল রাধানাথ শর্ম্মা, জোরহাট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ভবকান্ত দত্ত শিবসাগর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল বিপিন-চন্দ্র ঘোষ, প্রিথিরাম হাইস্কুল গোয়ালপাড়া, গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা, জোরহাট গবর্ণমেণ্টে হাইস্কুল সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, গৌরীপুর পি, সি, ইনষ্টিটুসান, গোলকচন্দ্র বর্দ্দলাই, শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, মোক্ষেশ্বর মিয়েধী, শিবসাগর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, হরনাথ বরুয়া ঐ, লক্ষ্মনাথ দত্ত, জোরহাট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, কনকেশ্বর কৈবর্ত্ত, ঐ, নবীনচন্দ্র বরগোহাই, ঐ।

পার্ব্বত্য জাতির জন্ত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি মাসিক—১৫৲

রহিম বক্স শিলং গবর্ণমেণ্ট হাই, জুহাই সিং ইউ ওয়েলশ মিশন, ঐ।

আসামের অন্যান্ত অধিবাসীদিগের জন্ত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি মাসিক—১৫৲

আবদুচ্ছাত্তার ভূঞান, শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাই, প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, সোণারাম ইনষ্টিটুসান গৌহাটী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শিলং গবর্ণমেণ্ট হাই।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

ভার্ণাকুলার মাষ্টারশিপ পরীক্ষা।

আগামী ডিসেম্বরের ১লা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত [কেবল ৫ই ডিসেম্বর বাদ] ছয় দিন ধরিয়া এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষাস্থান কলিকাতা এবং হুগলীর ট্রেণিং স্কুল এবং কৃষ্ণনগরের চর্চ্চ মিশন সোসাইটীর ট্রেণিং স্কুল। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষকতা করিতেছেন এমন কোন শিক্ষক যদি এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন ত দিতে পারিবেন, তবে এই পরীক্ষার পূর্ব্বের যে সকল পরীক্ষা সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। এই সকল শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের এক টাকার হিসাবে "ফী" দিতে হইবে। যিনি যে স্কুলে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন সেই স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট "ফী"য়ের টাকা পাঠাইয়া দিবেন। আগামী ২রা অক্টোবর বা তাহার পূর্ব্বে ঐ টাকা যাইয়া পৌঁছান চাই।

ট্রেণিং স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে এই সকল শিক্ষক পরীক্ষার্থীদিগকেও সেই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষার বিষয়গুলি কি জানিতে ইচ্ছা করিলে স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট লিখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

যে সকল শিক্ষক সাবেক পাঠ্য পড়িয়া পণ্ডিতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অথবা তন্মধ্যে যে কোন টিতে ইচ্ছা পরীক্ষা দিতে পারিবেন।—প্রাথমিক বিজ্ঞান, ড্রইং ও ব্যবহারিক জ্যামিতি, শিক্ষাদান কৌশল ও কিণ্ডারগার্টেন, হস্তপরিচালন মূলে শিক্ষা এবং ড্রিল।

সাবেক পাঠ্য পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া যে সকল শিক্ষক প্রথম গ্রেডের সার্টিফিকেট পাইয়াছেন; তাঁহারা এক্ষণে যে গুলিতে পরীক্ষা দিবেন সেই সকল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেটের জন্ত যেরূপ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই পাঠ্যের পরীক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। আর যাঁহাদের সাবেক পাঠের পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডের সার্টিফিকেট আছে তাঁহারা উপস্থিত যে বিষয়ে পরীক্ষা দ্বিতীয় গ্রেডের সার্টিফিকেটের জন্ত যে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই পাঠ্যের পরীক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

ট্রেণিং স্কুলের ছাত্রই হউন আর শিক্ষকই হউন, পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা ট্রেণিং স্কুলের হেড মাষ্টারগণ ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, যেন ৩১ অক্টোবরের মধ্যে উহা যাইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছে। শিক্ষকেরা যে টাকা ফী দিবেন তাহা ট্রেজারিতে জমা দিয়া ট্রেজারীর চালান দরখাস্তের সঙ্গে ডিরেক্টরের আফিসে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

ট্রেণিং স্কুল সমূহের বর্ত্তমান সেশন আগামী ৩১শে ডিসেম্বরে শেষ হইবে। ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নূতন সেশন আরম্ভ হইবে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে যাহারা বৃত্তি পাইতেছে তাহারা ঐ বৃত্তি আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাইবে।

কৌতুক-কণা।

(প্রাচীন গ্রীক)

১। প্রার্থনা পূরণ। পণ্ডিত আরিষ্টিপস্ একান্ত প্রয়োজন হওয়াতে কোন সময়ে কিছু টাকার জন্ত সিরাকুজের রাজা ডাইওনিস্যসকে ধরায় রাজা কোন উত্তরই দিলেন না। পণ্ডিত রাজার পায়ে পড়ায়, রাজা টাকা দেওয়ার অনুমতি দিয়া বলিলেন, "ছি! এত বড় পণ্ডিত, টাকার জন্ত পায়ে পড়া!" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "সে জন্ত যে কিছু দোষ সেটা আপনার নিজেরই আপনার কাণ যে স্বস্থানে গঠিত হয় নাই। যখন সোজা বলিতে ছিলাম তখন শুনিতে পান নাই। আপনার কাণ যে আপনার পায়ে।" প্রকৃতপক্ষে কাতরতা এবং পীড়াপীড়ির জন্ত অপেক্ষা না করিয়া প্রার্থিগণের সকল প্রার্থনাই [পূরণীয় হইলে] সহজেই পূরণ করাতে ভদ্রতা।

২। কেহ আরিষ্টিপস্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, "লোকে সহজে ভিক্ষুকদিগকে টাকা দেয়, কিন্তু পণ্ডিতদের দেয় না, ইহার কারণ কি?—উত্তর।— উহারা জানে যে, কালবশে, ভাগ্যদোষে, এই জন্মেই একদিন উহারা ভিক্ষুক হইতে পারে, কিন্তু উহাদের পণ্ডিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।"

গ্রীক পণ্ডিত বায়াস জাহাজে চড়িয়া যাইতে ছিলেন। পথে ভীষণ ঝড় উঠায় যাত্রীদের [illegible] নামজাদা বদমায়েস উচ্চৈঃ [illegible] দেবতাদের নিকট রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করিতে

লাগিল। পণ্ডিত চীৎকার করিয়া বলিলেন, চুপ কর, চুপকর, তোমরা এ জাহাজে আছ দেবতাদের তাহা জানাইয়া দিয়া সকল আশার শেষ করিও না।"

৫। সিরাকুজের রাজা ডাইওনিসাস্ শিল্পীও কবিদিগের আদর করিতেন। নিজেও কবিতা লিখিতেন। কাইলক্সিনেস নামক কবিকে স্বরচিত কবিতা শুনাইলে কবি উহার অনেক দোষ দেখাইয়া দিলেন। অহঙ্কারে মত্ত যথেচ্ছাচারী রাজা এই অপরাধেই কবির কারাদণ্ড ব্যবস্থা করিলেন। পুনরায় একটি কবিতা লিখিয়া রাজার তাহা এত ভাল মনে হইল যে, আবার কবিকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রশংসা পাওয়ার জন্ত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। কবি এবারে কবিতা সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া শুধু রক্ষীদের বলিলেন. "আমাকে পুনর্ব্বার কারাগারে লইয়া চল।"

এবারে রাজা কবির ব্যবহারে হাসিয়া ফেলেন এবং তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া আর তাঁহাকে কখন নিজের কবিতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন নাই।

৪। পণ্ডিত বায়াসের নিকট দুই বন্ধু সালিশীর জন্য আসিলে তিনি শালিসী করিতে অস্বীকার করেন। বলেন "যদি আমার দুই জন শত্রুর মধ্যে বিবাদ হয় ত আনন্দের সহিত শালিসী করি। দুই শত্রুর মধ্যে সালিশীর রায়ে তুষ্ট হইয়া একজন মিত্র হইয়া যাইবে। কিন্তু দুই বন্ধুর মধ্যে সালিশী করিয়া একজনকে শত্রু করিতে আমি রাজী নই।"

উদ্ভট কবিতা

পীতঃক্রোধেন তাতশ্চরণতলহতো বল্লভো যেন রোষা
দাবাল্যাদ্বিপ্রবর্য্যৈঃ স্ববদনবিবরে ধার্য্যতে বৈরিণী মে।
গেহং মে ছেদয়ন্তি প্রতিদিনমুময়াকান্ত পূজানিমিত্তং
তস্মাত্ খিন্না সদাহং দ্বিজকুলভবনং নাথ নিত্যং
ত্যজামি

নারায়ণ একদা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—প্রিয়ে, তুমি ব্রাহ্মণের বাড়ী যাও না কেন? লক্ষ্মী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—নাথ, এক ব্রাহ্মণ (অগস্ত্য) ক্রোধে আমার পিতাকে (সমুদ্রকে) পান করিয়াছিল, আর একব্রাহ্মণ (ভৃগুঋষি) ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল। অধিকাংশ ব্রাহ্মণেই বাল্যাবধি আমার বৈরিণী (সরস্বতীকে) মুখে ধারণ করিয়া থাকে এবং প্রতিদিন অতয়ার স্বামীকে (মহাদেবকে) পূজা করিবার নিমিত্ত আমার গৃহ (পদ্ম) ছেদন করে—এই সকল কারণে আমি সর্ব্বদা দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী যাওয়া একেবারে ত্যাগ করিয়াছি, তাৎপর্য্য এই ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান হইলেও প্রায় নির্ধন।

পিঞ্জরবদ্ধ শুকপক্ষীর উক্তি—

যে তে স্মরন্তি যদুনন্দন, নামভিস্তে
মুক্তা ভবন্তি ভববন্ধনতঃ শ্রুতং মে।
উচ্চাধিকঞ্চ তব নাম ময়া স্মৃতঞ্চ
বদ্ধো দৃঢ়ো ভবতি কিন্তু মমাধমস্ত॥

হে যদুনন্দন (কৃষ্ণ) যাহারা তোমার নাম স্মরণ করে, শুনিয়াছি তাহারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু আমি এমনই অধম যে তোমার নাম যতই অধিক উচ্চারণ ও স্মরণ করিতেছি, ততই আমার বন্ধন আরও দৃঢ় হইতেছে—রাধাকৃষ্ণ বলিতে পারাতেই আমাকে যত্ন করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছে।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A B course B A or B Sc or A course B A strong in Mathematics as 2nd master and a plucked One 3rd master for the Maliara H E school on Rs 40 and 25 per month: quarters free. Apply to Justice Digambur Chatterjee Bhowanipur Calcutta.

An asst Hd master strong in Mathematics on Rs 50 only with free board lodging for the Salap H E school (Pabna). B course graduate or those of the A course with Mathematics optional preferred.

A whole time private tutor on Rs 20 per month with free board and lodging Kailas Chandra Biswas Pleader Khunti, Dt. Ranchi.

An F A passed or plucked experienced Hd master strong in Mathematics for Banibaha M E school on Rs 20 per month with free board and lodging. Banibaha po., Dt. Faridpur.

A graduate Hd master (strong in English), a graduate 2nd master (strong in Mathematics and an undergraduate third master and a Hd Pandit (Kabyatirtha) on Rs 50, 40, 35 and 25 per mensem respectively for the Kamarerchar H E school Dt Mymensingh. Po Kamarerchar Dt Mymensingh.

An F A English Teacher for the Shariakandi M E school on Rs 25 per mensem.

A course graduate 2nd master strong in English for the Muktagacha Ramkishore H E school on Rs 50 at present.

For the Nabinagar H E school, Dt. Tippera, a graduate and a Mahummedan undergraduate (with a competent knowledge of Persian) on Rs 50 and Rs 45 respectively.

A teacher, read up to B A (A course) as 6th Master of the Kurigram H E school on Rs 30 a month. Must stick at least for two years.

For the Thakurgaon H E school, Dist Dinajpur, an English knowing Kabyatirtha Hd Pandit on Rs 25 a month. An Entrance plucked Kabyatirtha will have preference. Apply to Hd master Thakurgaon H E school po Thakurgaon Dt Dinajpur.

A private teacher F A on Rs 15 per month excluding boarding and free quarters. Apply to Babu Brindaban Chandra Choubey Po Delhidewan ganj Dt Purnea.

A Hd master, Entrance passed, and a Normal passed Hd Pandit for the Siestapur M E school on Rs 10 each, with free quarters. Po Hamdampur, Dt. Faridpur.

A B course graduate for the Shrikhanda H E school Burdwan: pay according to qualifications.

A graduate strong in English and Mathematics to act as assistant Hd master in the Sonargaon G R Institu-

tion on Rs 50 a month for two years at present (po. Aminpur, Dacca).

An F A Hd master for the Darara M E school on Rs 18 per month. Boarding and lodging free. Private tuition available po. Darara, Tippera.

A graduate Hd master on Rs 60 mensem for the Palashdanga H E school Dt Baukura. Apply before 10th August.

A graduate (A course) as Hd master of Benipur H E school on Rs 60 rising to Rs 70 with free quarters po. Kancherkole via Kumarkhali (Nadia).

A Hd master, 2nd Pandit and a 3rd Pandit for the Tala H E school on Rs 50 15 and 8 respectively Dt. Khulna.

A B course graduate and an under graduate as assistant teacher for the Khankhanapur S M Institution on Rs 40 rising to 45 and Rs 30 permonth respectively. Must stick at least for two years. Apply immediately to the the Hd master, Khankhanapur po, (Faridpur).

An undergraduate strong in English and History on Rs 30—35 according to qualifications and a training passed Pandit on Rs 20 for the Jaidebpor Rani Bilashmoni High school (Dacca). Apply to the Hd master. Po Jaidebpur, Dacca.

A plucked B A or a passed F A Hd master for the Kamarjani M E school on Rs 25 private tuition available. Po Kamarjani Dt Rangpur.

An F A Hd master for Jayanker M E school Nandigram on Rs 23 permonth with free lodging. Apply to Babu Mohini Nath Gupta Bipranandigram po. via Murari E I R Dt. Birbhum.

An Entrance passed teacher for Meegeswari M E school. on Rs 12 per month Boarding and lodging free, Po Mugberia Dt. Midnapur.

An A course graduate Asst. Hd master on Rs 40 to Rs 50, and an under graduate strong in English as 3rd master on Rs 20 to Rs 25, per month free board and lodging for the Gvt. aided H C E Institution (po Harina, Tippera) Apply to the Hd master,

কালীগঞ্জ মধ্য স্কুলে ৬ মাসের জন্য নর্ম্মাল ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হেঃ পঃ আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা। কায়স্থ হইলে এবং ২।৩টী শিশুকে প্রাইভেট পড়াইলে খোরাক পাইবেন। প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ সত্বর আবেদন করুন। সম্পাদক কালীগঞ্জ (রঙ্গপুর)

বড়িশা ২৪ পঃ হাইস্কুলে নর্ম্ম্যাল ৩য় পণ্ডিত সংস্কৃত ও ইংরাজী কিছু জানা চাই। বেতন ১৬৲ টাকা ও বাসা। বেহালা ট্রাম হইতে ১০ মিনিটের পথ। পোঃ বড়িশা।

গজঘণ্টা মধ্যস্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ দ্বিতীয় শিক্ষক। ৩।৪টী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইতে হইবে। বেতন আপাততঃ ১৮৲ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ মহিপুর, গ্রাম গজঘণ্টা, রংপুর।

দাদপুর মইং স্কুলে ২২ টাকা বেতনে কায়স্থ কুলজ এফ এ হেঃ মাঃ। এবং ১৫৲ টাকা বেতনে নূ ত্রৈবার্ষিক। হেঃ মাঃ বাসস্থান ও চাকর পাইতে পারিবেন এবং হেড পণ্ডিত মুসলমান হইলে খোরাক পাইতে পারিবেন। কর্ম্মপ্রার্থিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট সত্বর আবেদন করুন পোঃ মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা বরিশাল।

বন্দিপুর (২৪ পরগণা) ম ইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। আপ্রা কত বেতন চাহেন লিখিবেন। শ্রীআশুতোষ ঘোষ সাং বন্দিপুর জেলা ২৪ পরগণা পোষ্ট আপিশ খড়দহ।

ঢাকাজিলান্তর্গত মিরপূর সার্কেল স্কুলে এফ এ ফেল কায়স্থ শিক্ষক বেতন ১১ টাকা। নিম্ন শ্রেণীর ২টী বালককে পাইভেট পড়াইয়া খোরাক ও নগদ ৪ টাকা পাওয়া যাইবে। ১৫ দিবস মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহর মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সার্কেল পণ্ডিত মিরপূর পোঃ মিরপূর জিলা ঢাকা।

রহিমানগর ম বা স্কুলে নূতন নিয়মে পাশ একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১২ টাকা, বেতন বৃদ্ধি হইয়া ১৮ টাকা হইবে। আসাম বেঙ্গল ফিংরা ষ্টেসন হইতে ৩॥ মাইল উত্তরে উক্ত বাজারে এই স্কুল স্থাপিত শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার সহঃ সম্পাদক পোঃ রহিমানগর ত্রিপুরা।

নোয়াখালি আদর্শ বালিকাবিদ্যালয়ে একজন মধ্য বাঙ্গালা পাশ শিক্ষয়িত্রী বেতন ২০ টাকা। আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। জে এন গুপ্ত, চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ড, নোয়াখালি।

কুমিল্লা বঙ্গবিদ্যালয়ে একজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক উত্তীর্ণ এবং নূতন ধরণে শিক্ষিত একজন অভিজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত বেতন (গুণানুসারে) ২৫ টাকা হইতে ৩০ টাকা পোঃ কুমিল্লা।

উদ্ধৃত

ভরত চরিত

যে উদার-চরিত রাজর্ষির চিরস্মরণীয় নামে পুণ্যভূমি ভারতের পরিচয়, যে নরচন্দ্রমার বিমল-যশোজ্যোৎস্নায় একদিন এই কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বাঙ্গ সুধৌত ও ধবলিত হইয়াছিল, যে মহাত্মার অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী কর্ম্মগতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, সেই ভক্তাধিক পরমযোগী জ্ঞানের চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত নৃপতি ভরতের জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

পৌরাণিক মতে বসুমতী সপ্তদ্বীপা। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামক সুবিশাল ভূমিখণ্ডে পুরাকালে অগ্নীধ্র নামক নরপতি রাজত্ব করিতেন। অগ্নীধ্রের নয় পুত্র। নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরন্বান, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। রাজা অগ্নীধ্র স্বীয় রাজ্য জম্বুদ্বীপ নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, নয়পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকের নামে তত্তদ ভূখণ্ডের নামকরণ হইয়াছিল। নাভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ এই নয় অংশে সুবিস্তৃত জম্বুদ্বীপ বিভক্ত হইয়া, উত্তরকালে প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্র-রাজ্যে পরিণত হয়। রাজা নাভির তনয় ঋষভদেব। এই মহাত্মার শত পুত্র, তন্মধ্যে জ্ঞানে গুণে, শক্তিতে ভক্তিতে, ঋদ্ধিতে সিদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহামনা যজ্ঞা দাতা শরণ্য ঋষভদেব জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থে বনে প্রস্থান করিলেন। মহনীয় মহিম রাজার ভরতের নামে অদ্যাপি এই পুণ্যদেশ "ভারতবর্ষ" অর্থাৎ "ভরতের দেশ" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

"ততশ্চ ভারতং বর্ষং এতল্লোকেষু গীয়তে।
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রতিষ্ঠতা বনম্।"

ভরতের পিতা ঋষভ বনে গমন করিবার সময় ভরতকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়া যান, সেই হেতু এই দেশ ভারতবর্ষ নামে জগতে গীত হয়।

রাজা ভরত যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি অশেষ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শেষ জীবনে পুত্রের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শালগ্রাম নামক পুণ্যময় পত্তনে তপঃসাধনেচ্ছায়

প্রস্থান করিলেন। শালগ্রামে রাজর্ষি ভরত সুদীর্ঘ কাল তীব্র তপস্তায় অতিবাহিত করিলেন। সে সময় তিনি মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য, বপুষ্মান্ জ্ঞান, আকারবান্ সংযম ও ধৈর্য্যের স্থায় বিবেচিত হইতে লাগিলেন। যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান, সমাধির সেবা ও আশ্রমোচিত আচারের অনুসরণ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার কর্ম্মময় জীবন নৈষ্কর্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মানবের সাধনা যত তীব্র লাভ করুক্ না কেন কখনও বিধাতার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না। সুবিশাল বারিনিধি উত্তীর্ণ হইয়াও লোকে স্বল্পায়তন পল্বলে নিমজ্জিত হয়। রাজ্যৈশ্বর্য্য, পুত্র স্নেহ, পত্নীপ্রেম, প্রকৃতি-পুঞ্জের উৎকট অনুরাগ—যাহাকে বৈরাগ্যের বন্ধুরপথে পদচারণা করিতে বাধা দিতে সক্ষম হয় নাই, এক অজ্ঞাত অকিঞ্চিৎকর অলক্ষ্যসূত্রে তাহার পবিত্রজীবন পতনের দিকে আকৃষ্ট হইল। রাজর্ষি ভরত একদা বেগবতী পার্ব্বত্য-নদীতে স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সন্ধ্যাদিতে রত ছিলেন। অলক্ষ্যে অপরপার্শ্বে আসন্নপ্রসবা হরিণবনিতা জলপান করিতেছিল। হরিণী বেদনাতুরা, মন্থরগমনা ও ক্ষামকণ্ঠা সে অনন্যমনে জলপানে ব্যস্তা। অকস্মাৎ বজ্র ধ্বনির ন্যায় ভীষণ সিংহগর্জ্জনে দিগন্ত বিকম্পিত হইল। সুঘোর শব্দে গিরিদরী ধ্বনিত হইল! অমবল অরণ্যচরজীব অনিষ্টপাত আশঙ্কায় অরণ্যানীমধ্যে আত্মসম্বরণের বাসনায়, জলসমীপ হইতে অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার ইচ্ছায়, প্রাণপণে লম্ফ প্রদান করিল! এই অবিচারিতপূর্ব্ব আকস্মিক অঙ্গসঞ্চালনে হরিণীর গর্ভচ্যুতি সংঘটিত হইল! ঐ গর্ভচ্যুত হরিণপোতক পার্ব্বত্য প্রবাহিনীর প্রবলবেগে বাহিত হইতে লাগিল। গর্ভপ্রচ্যুতি ও অত্যুচ্চাক্রমণ দোষে হরিণী নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া, অধোদেশে পতিত হইল। জীর্ণবসনের ন্যায় উপেক্ষণীয় জ্ঞানে অসমর্থ মৃগীদেহ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার প্রাণ অনন্তে ধাবমান হইল। এই হৃদয়ার্দ্রকারী শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাবে ভরতের সাধনার ভঙ্গ হইল। অসহায় মৃগশিশুর প্রাণবিপত্তি দর্শনে ভরতের তপঃশোধিত অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল পার্ব্বত্যনদীর উদ্দাম প্রবাহের শত পদাঘাত হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভরত হরিণশিশুকে স্রোতের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তীরে আনয়ন করিলেন এবং স্বীয় পর্ণগৃহে লইয়া তাহাকে পোষণ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে মৃগ উল্লম্ফন, ধাবন, চরণাদিতে সুপটু হইয়া উঠিল। ভরতের নিষ্কাম হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে আকাঙ্ক্ষা ও স্নেহের ক্ষুদ্র রাজত্ব সংস্থাপিত হইল। সাধনার সময় সংক্ষিপ্ত হইল এবং মৃগচর্য্যার কাল বিস্তৃতি লাভ করিল। মৃগ সত্রাস হৃদয়ে আশ্রমে সমাগত হইলে, ভরত শঙ্কিত চিত্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শার্দ্দূল নখাঘাত ভয়ে হরিণশিশু যেমন শঙ্কাযুক্ত থাকিত, ভরত তদপেক্ষা অধিক চিন্তিত থাকিতেন। বিধাতার সূক্ষ্ম অভিসন্ধির রহস্যোদ্ধার করিতে মানব কখনই পারগ নহেন। ভরত আজ বিশাল রাজ সংসার ত্যাগ করিয়া, একমাত্র মৃগশিশুকে লইয়া সংসারী। সাধনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। ভরত ক্রমে ভগবচ্চিন্তাবিমুখ হইয়া মৃগধ্যান পরায়ণ হইলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—মৃগমূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। ভরত যদি যোগী হন, তবে মৃগ তাহার যোগাবলম্বন ধ্যেয়। ভরতকে যদি সাধক বলা যায়, তবে মৃগ তাঁহার সাধনার ধন। ভরতকে যদি ভক্ত বলা হয়, তবে মৃগ তাহার ভগবান। ভরত যদি সংসারী হন, তবে মৃগ তাঁহার সংসার সর্ব্বস্ব। ভরত যদি রোগী হন, তবে মৃগ তাঁহার রসায়ণ। ভরত যদি কর্ম্মী হন, তবে মৃগচর্য্যা তাঁহার কর্ম্ম। ভরত যদি ধার্ম্মিক হন, তবে মৃগই মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, একদা ভরতের জীবলীলার অবসান সময় সমাগত হইল। ভরতের ললাটে মৃত্যুর মলীমস কান্তির আবির্ভাব হইল। নেত্রযুগল জ্যোতিহীন, ইন্দ্রিয়গণ শিথিলপ্রায় ও মন বিহ্বল হইল। দশম-দশায় উপনীত ভরতের সম্মুখে সেই প্রাণাধিক মৃগপোতক। পশু হৃদয়েও কৃতজ্ঞতার স্থান আছে;—মৃগ তাহার হৃদয়ের সুগভীর কৃতজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ অবিরল নয়নজল বর্ষণ করিতে লাগিল। ভরত তেজঃশূন্য উদাস দৃষ্টিতে মৃগের মুখের দিকে তাকাইয়া অন্তর্দাহনায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। সমাধি সংস্কৃত চিত্তক্ষেত্রে আজ মোহ ও স্নেহের তুমুল ঘূর্ণাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া, অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। মৃগমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মৃগচিন্তামগ্ন ভরতের দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপক্ষী পলায়ন করিল।

শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় ! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।"

যে যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে তদ্ভাব-ভাবিত-চিত্ততাহেতুক সেই সেই জাতি লাভ করে। জীবগতি ভগবদ্ভক্তি যুক্তির অনুগামিনী। ভরতের বৈরাগ্য, সাধনা অর্চনা, তপঃ জপ কিছুই দেহবন্ধন শিথিল করিতে সক্ষম হইল না। ভরত সুবর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অবশেষে লৌহশৃঙ্খলে নিগড়িত হইলেন। ভরত ভগবদ্ভক্তি সফল করিবার আগ্রহে মৃগজন্ম গ্রহণ করিলেন। হায়! ভরতের এত ত্যাগ—যোগ সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফলতা লাভ করিল। কেন এমন হইল? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন,—

"অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ।"

যাহা সাধনার অনুকূল নহে, অথবা যাহা যোগের সাধন নহে, তাদৃশ পদার্থের চিন্তা করা বন্ধ আনয়ন করে যেমন রাজর্ষি ভরত যোগের অসাধনের (মৃগশিশুর) চিন্তা করায় বদ্ধ হইয়াছিলেন। ভরত যদি ভগবদ্রূপে চিত্তনিবেশ করিয়া জীবলীলা শেষ করিতেন, তিনি কখনই এরূপ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইতেন না।

ভরত মৃগ হইলেন বটে, কিন্তু সাধনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন না। তিনি 'জাতিস্মর মৃগ হইলেন'। যাহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে জাতিস্মর নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বজন্মের বিড়ম্বনা—যোগভ্রংশন—মৃগজন্মলাভ—অধঃপতন—সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথের গোচর থাকায়, ভরত মৃগ-জীবনেও সংসার বিরক্ত হইয়াছিলেন। মৃগরূপী ভরত সংসারের মোহমায়ায় আবদ্ধ থাকা ঘোরতর পাপের বিষয় বলিয়া স্থির করিয়া, মৃগী মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বস্মৃতির কৃপাপ্রদত্ত সেই শালগ্রামে গমন করিয়া, শুষ্ক পর্ণ ও নীরস তৃণাদি ভক্ষণ পুরঃসর ক্লেশ সহিষ্ণুতার অনুশীলন করিতে লাগিলেন এবং নীরবে নিরন্ত শ্রীভগবানের চরণে কাতর ভাবে পাপ মৃগলীলার অবসান কামনা করিতে থাকিলেন। জাতিস্মর মৃগের আকুল ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিল, তাঁহার করুণাদৃষ্টি মৃগের প্রতি নিপতিত হইল। মৃগ জন্মনিষ্পাদক কর্ম্মের সংক্ষয় সংঘটিত হইল।

"ততোঽহং মৃগদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে।"

ভরত শালগ্রাম নামকস্থানে মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, দ্বিজরূপে সদাচারবান্ শুদ্ধ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান বিলুপ্ত না হওয়ায়, ভরত সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শনরূপ মহাশিক্ষার অনুশীলন দ্বারা সুনির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় দেদীপ্যমান রহিলেন। পূর্ব্বাধীত বেদ বেদান্ত স্মরণ থ।কায়—

পাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতং।
... চ ক... নি শাস্ত্রাণি অগৃহে ন চ।"

...পনয়নের পর গুরুপ্রোক্ত বেদ পাঠ করিলেন
...গ্রহণ ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন না। ভর-
...দয় হইতে বর্ণাশ্রমকল্পিত অভিমান পলায়ন
...ছিল। বেদ ও অপর অনুষ্ঠানশাস্ত্রে চারি বর্ণ
...শ্রমীর ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, যাহার আকা-
...ন ও অ... শ্রমাভিমানের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে,
...র পক্ষে বৈদিক বা স্মার্ত্তকর্ম্মের অধিকারও
... তিনি বিধিনিষেধের অতীত। ভরত অনা-
...ভাবে জড়প্রায় ভাবে কালযাপন করিতে
...লেন।

...উক্তো... পবহণঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যবত্তাবত।
...দপসংস্কার-যুতং গ্রাম্যবাক্যোক্তিবৎ শ্রিতম্।
...স্তবপুঃ সোহথ মলিনাম্বর ধৃগ্ দ্বিজঃ।
...দস্তাম্বরঃ সর্ব্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ।"

...নঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও ভরত জড়বৎ
...বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করি-
... তাঁহার বাক্য ব্যাকরণ-সংস্কার-বিহীন, এবং
...শব্দপ্রচুর ও অস্পষ্টোচ্চারিত হইত। তিনি
... মলিনদেহ মলিনবস্ত্রধারী থাকিতেন, তাঁহার
...সমূহের অন্তর ভাগ (ফাঁক) ক্লেদপূর্ণ অপরি-
... ছিল, তিনি নাগরগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত ও তির
...হইতেন। সম্মাননা বা সংকার সমাধি-সাধ
...উত্তম অন্তরায় অবগত হইয়া তিনি, সৎকার
...হারপূর্ব্বক তিরস্কারের তিরস্করিণীর অন্তরালে
...রক্ষা করিতেন। যাহাতে লোকে তাঁহার
... সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার চিত্তদৈর্ঘ্য উৎ
...ন সক্ষম না হয়, তজ্জন্য তিনি নিজেকে জড়
...রূপে প্রদর্শন করিতেন। শাক, বন্যফল,
...র, ক্ষুদ্রতণ্ডুল যখন যাহা প্রাপ্ত হইতেন, উৎকৃষ্ট
...অপকৃষ্ট বিচার না করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভক্ষণ করি
...।

...রূপাবস্থায় বহু দিবস অতিবাহিত হইলে,
...তের ...-বিয়োগ সংঘটিত হইল। ভ্রাতৃগণ
...ভ্রাতৃপুত্রগণ ভরতের দ্বারা ক্ষেত্রে কৃষি-
...করা... তে লাগিলেন। জগতের জীব স্বার্থের
...রক্ষা করিতে পারে না। ভ্রাতৃগণ ও
...পুত্রগণ ভরতের ভৃত্যবৎ কার্য্য করাইতে লাগি:
—... ভরতের ... ব্যবস্থা চলিতে
...। ...রত নিজপুত্রে ... সম্প-
...ভাতে তৃপ্তভাব প্রকাশ করিলেন।

"স ... নাবয়বো অত্তকারী চ কর্ম্মণি।
সর্ব্ব... ...পকরণং বন্ধুবান্ধব-বেতনঃ।"

বলীবর্দ্দের ন্যায় স্থূল-দেহ কার্য্যে জড়বৎ (বৃৎ-
ভিশূন্য) গৃহজনগণের উপকরণ সদৃশ ভরত
...আহারমাত্র বেতনে সগৃহে তৃপ্তাব লাভ করিলেন।
...সংস্কারবিহীন জড়তায় ভরতের স্বগৃহে
...কাজেই চরম ব্যবস্থা নহে। অতঃপর রাজকুলে
ভরত "বিষ্টি" পদবী লাভ করিলেন।

ভরতের জন্মভূমি সৌবীর দেশ। তৎকালে
সৌবীর রাজ্যে রহুগণ নামক নরপতি শাসন দণ্ড
পরিচালনা করিতেন। রাজা রহুগণ জ্ঞানপিপাসু
সদাচার নৃপতি ছিলেন। তিনি তত্ত্বশিক্ষার
উদ্দেশে তৎকালীন সিদ্ধসম্রাট মহামুনি কপিল-
দেবের ইক্ষুমতী নদীতীরস্থ আশ্রমে গমন করিতে
ছিলেন। রাজা দূরপথে শিবিকারোহণে যাইতে
কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর
আকস্মিক কারণে একজন শিবিকাবাহক অত্যন্ত
পীড়িত হইয়া পড়ে। পথিমধ্যে এই আকস্মিক
বিপৎপাতে রাজা নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পদাতিক
গণকে বাহক অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। প্রধান
পদাতিক (ক্ষত্তা বা দারোয়ান) অল্প দূর গমনের
পরই জড়ভরতের দর্শন লাভ করিল। তৎকালে
প্রথা ছিল—

"সায়ং প্রাতর্যদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রাঃ নো
উপাসতে।
তান্ সর্ব্বান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ।"

যে সকল দ্বিজ সায়ং সময়ে ও প্রাতঃকালে
নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা উপাসনা করে না, ধর্ম্মরক্ষক
রাজা তাহাদিগকে শূদ্রকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।
জড়-ভরতের সন্ধ্যা, অর্চ্চনা কিছুই নাই, সুতরাং
তিনি রাজার 'বিষ্টি" যোগ্য বিবেচিত হইলেন।

"তং তাদৃশমসংস্কার-বিপ্রাকৃতি-বিচেষ্টিতং।
ক্ষত্তা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্য মমন্যত।"

সংস্কারশূন্য বিপ্রাকার ও বিপ্রচেষ্ট ভরতকে
সৌবীর রাজার দারোয়ান্ বিষ্টিযোগ্য মনে করি-
লেন। বিষ্টি অর্থ বেগার অর্থাৎ বিনা বেতনে
যাহারা কার্য্য করিতে বাধ্য। ভরতের ভাগ্যলেখে
চিরদিনই বিষ্টির বিধান আছে। যখন তীব্র
বিরাগী সংসারত্যাগী, তখন কর্ম্মফলে আসক্তি না
থাকায় তিনি বেগার, যখন মৃগ-জন্মে প্রারব্ধ কর্ম্ম
ভোগ করিতেছিলেন, তখনও নূতন ফলপ্রদ
কর্ম্মের উৎপত্তি না হওয়ায় কেবল সঞ্চিতের ক্ষয়,
তাঁর জীবনের প্রয়োজন থাকায় তিনি বেগার,
আবার যখন বিপ্রজন্মে পেটেরভাতে গৃহকর্ম্ম
করিতেছিলেন তখনও তিনি বেগার, আবার অধুনা
রাজশিবিকাবাহকরূপেও ভরত বিষ্টি বা বেগার
সাজিয়াছেন।

ভরত অন্যান্য বাহকগণের সঙ্গে স্কন্ধে শিবিকা
ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভরত পূর্ব্ব
পূর্ব্ব জন্মকৃত সঞ্চিত অপকর্ম্মের ক্ষয়ের জন্য ব্যস্ত
ছিলেন। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় নাই
—জানিয়াই অনুদ্বিগ্নচিত্তে ফলভোগের প্রতীক্ষা
করিতেছিলেন। ভরত জড়গতি ছিলেন, তীব্র-
বেগে যাইতে পারিতেছিলেন না। অপর বাহক-
গণ দ্রুতবেগে গমন করিতেছিল, ইহাতে শিবিকা
বিষমতা প্রাপ্ত হইতেছিল। রাজা বাহকবর্গের
নিকট শিবিকার বিষমগতির কারণ জিজ্ঞাসা করায়
তাহারা বলিল, এই নবাগত স্থূলবপু বাহক সত্বর
গমনে অসমর্থ, সেই জন্য এইরূপ হইতেছে। রাজা
ভরতের প্রতি বলিলেন,—

"কিং শ্রান্তোহসাল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষসে।"

ওহে! তুমি কি পরিশ্রান্ত হইয়াছ? তাহা
সম্ভব নহে, কারণ অত্যল্প পথ তুমি আমার
শিবিকা বহন করিয়াছ, অথবা তুমি কি ক্লেশ
সহিষ্ণু নও, তাহাও অসম্ভব, যেহেতু তোমাকে
স্থূলকায় ও বলবান্ দেখাইতেছে। রাজার কথায়
ভরত প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন।
ভরত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিলেন,—

"নাহং পীবান্ নচৈবোঢ়া শিবিকা ভবতোময়া।
ন শ্রান্তোহস্মি নচায়াসঃ সোঢ়ব্যোহস্তি মহী-
পতে।"

হে রাজন্! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকা
আমার দ্বারা বাহিত হইতেছে না, আমি শ্রান্ত
নহি, আমার সহনীয় আয়াসও নাই।

রাজা বলিলেন—

"প্রত্যক্ষ দৃশ্যতে পীবান্ অদ্যাপি শিবিকা ত্বয়ি
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাং।"

অর্থাৎ তোমার বাক্য প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। তুমি
যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, তাহা প্রত্যক্ষ। এখনও
তোমাতে শিবিকা বিদ্যমান অর্থাৎ তুমি শিবিকা
স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছ। মানবগণের
ভারবহনে শ্রমবোধ হইয়া থাকে, ইহাও সর্ব্বসম্মত
সুতরাং তোমার বাক্যে বিশ্বাস করি কিরূপে?

ভরত, রাজার অজ্ঞানাভাব দর্শনে করু...
পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে
ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি কি
দেখিতেছেন ... বিবেচনা করিয়া

আমি শিবিকা বহন করিতেছি, শিবিকা আমাতে
সংস্থিত,—এ সকল কথার কিছুই সত্যতা নাই।
আপনি মনোযোগ সহকারে আমার বাক্যাবলী
শ্রবণ করুন। ভূমিতে পাদদ্বয়ের অবস্থিতি,
পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘার অবস্থান, জঙ্ঘাদ্বয়ে উরু

প্রতিষ্ঠিত, তাহার উপর উদর অবস্থিতি করিতেছে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ উদরে সংস্থিত। স্কন্ধে শিবিকা সংস্থিতা—ইহাতে আমার ভার-বোধ হইবে কেন? ঐ শিবিকার অভ্যন্তরে ঐ আপনার দেহ অবস্থিত, এই দেহ ভূতসজ্ঘাত মাত্র। দেহ কর্ম্মাধীন, কর্ম্মপ্রবাহে ইহার সঙ্গম ও বিয়োজন সংঘটিত হয়। আমি আত্মস্বরূপ, দেহের উদয় বা বিলয়ের সহিত আত্মার সম্পর্ক নাই। আত্মা চিরনিত্য কূটস্থ অবিকৃত চিন্ময়। আত্মার হ্রাসবৃদ্ধি বা উপচয়-অপচয় নাই। অতএব আমি 'স্থূল' এ বাক্য অসত্য। স্থূলতা কৃশতা দেহ ধর্ম্ম, আমি দেহ নহি, সুতরাং উহা আমার প্রতি প্রযোজ্য নহে। ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, কটি, উরু জঠর ও স্কন্ধে যথাক্রমে অবস্থিতা শিবিকা আমাতে স্থিত বলা যায় না, কারণ উহারা দেহের অবয়ব, আমি দেহাতিরিক্ত। যখন আত্মা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থশ্রেণী হইতে বিভিন্ন, তখন ইহাদের আয়াসে আমার আয়াস সহ্য করিতে হইবে কেন?

তত্ত্বশিক্ষার্থী রাজা রহূগণ কদম্বমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভরতের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হইল। তিনি অবিলম্বে শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া ভরতের পদমূলে পতিত হইয়া কহিলেন প্রভো! শিবিকা ত্যাগ করুন, আমার প্রতি কৃপা করুন, ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায়—খনিমধ্যস্থ অসংস্কৃত মণির ন্যায় আপনি এই হীনবেশে কি জন্য কোন্ মহা ভাগ আগমন করিয়াছেন? পরিচয় প্রদানে আমাকে চরিতার্থ করুন। ভরত বলিলেন; রাজন্! 'আমি কে'? ইহা বলিবার সাধ্য নাই আত্মস্বরূপ বাক্যের গোচর নহে। সংসারে আগমন ভোগার্থ, ভোগের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম। রাজা বলিলেন, মহাশয়! আপনার বাক্য অমূল্য, কিন্তু যে আমি বিদ্যমান আছি, তাহা বলা যাইবে না কেন? বিদ্যমান বস্তুর কথন অসাধ্য কি প্রকারে? অহং (আমি) এই শব্দদ্বারা আত্মা কথিত হন না—ইহা কিরূপ? ভরত উত্তর করিলেন, আত্মাতে যে 'অহং'-প্রত্যয়, তাহা অবিদ্যাদোষ বশতঃ হইয়া থাকে। উহা ভ্রান্তি মাত্র, কারণ—

"জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তৌষ্ঠৌ তালুকং নৃপ!
এতে নাহং যতঃ সর্ব্বে বাঙ্‌নিষ্পাদনহেতবঃ।"

"অহং" এই বাক্য জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ ও তালু ইহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ইহারা কেহই "আমি" নহে, যেহেতু ইহারা 'আমি' বাক্য নিষ্পাদনের হেতু। যদি বল বাগিন্দ্রিয়ই "আমি", তাহাও সত্য নহে, কারণ আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা। পাণিপাদ প্রভৃতি আত্মা হইতে ভিন্ন, সুতরাং দেহে আত্মবুদ্ধি ভ্রম। দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব না থাকায় "আমি" "তুমি" ইত্যাদি প্রয়োগ ভ্রমাত্মক। আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। সমস্ত দেহক্ষেত্রে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চিদ্রূপ আত্মা বিরাজমান। বিশ্লেষণ করিলে, জগতে "নাম ও রূপ" ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য প্রভৃতি ঔপাধিক সংজ্ঞা মাত্র তুমি প্রজার নিকট রাজা, পত্নীর নিকট পতি পুত্রের নিকট পিতা, পিতার নিকট পুত্র, বস্তুতঃ এ সব ঔপাধিক নাম, তুমি আত্মস্বরূপ। রাজন্ তুমি মস্তক, পাদ ও উদর প্রভৃতি নহ, ইহারাও তোমার নহে। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা কর—তুমি কে?

এইরূপ বহু উপদেশ প্রদানের পর ভরত, রাজার নিকট ঋভু-নিদাঘের প্রাচীন কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বোপদেশ সমাপন করিলেন। রাজা রহূগণ ভরতের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। ভেদবুদ্ধির কুহেলিকা নয়ন যুগল হইতে অপসৃত হইল। বিমল জ্ঞানদীপ্তির উল্লাসে রাজার অন্তরের অন্তস্তলের অন্ধকাররাশি অপনীত হইল।

রাজর্ষি ভরত বিপ্রজীবনে প্রারব্ধ কর্ম্ম-পরিক্ষয়ের পরে বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইলেন। "সচাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধস্তত্রৈব জন্মনাপ-বর্গমাপ।"

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগরূক থাকায় ভরতের আত্মজ্ঞানে মালিন্যস্পর্শ হয় নাই। পবিত্র জ্ঞান চর্চ্চায় ভরত সেই ব্রাহ্মণ-জীবনেই অপবর্গ প্রাপ্ত হইলেন। অগাধ সচ্চিৎ-আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া চরমশান্তি লাভে কৃতার্থ হইলেন। সংসারের তীব্র দুঃখ জ্বালা, ভীষণ উৎপাতপাত, কদর্য্য কদর্থনা, তাঁহার মজ্জন-রসাস্বাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল না। তিনি অপুনর্ভব লাভ করিলেন। শ্রুতি বলিতেছেন—

"ন স পুনরাবর্ত্তেত ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা। দেওয়া থাকিল। এ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে এই পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার লিখিয়া করিবেন। কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা নিয়মে বুঝিতে হইবে।

১৩৬৯ শ্রীযুক্ত কুমারীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নলহাটী স্কুল

১৩৭০ " নিরাপদ চট্টো পাঃ, সেঃ শিবপুর
মধ্যেস্কুল

১৩৭১ " মাধবরাম মণ্ডল এম পঃ সালিখা
এ, এম স্কুল

১৩৭২ " ভুবন মোহন জানা;
কালিকা দাসি স্কুল

১৩৭৩ " জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী
হেঃ মাঃ দক্ষিণ গ্রাম

১৩৭৪ " হেঃ পঃ পি, এল,
হাইস্কুল পশ্চিমগ্রাম

১৩৭৫ " ছাত্রবৃন্দ গবর্ণমেন্ট জি, টী,
স্কুল যাদবপুর

১৩৭৬ " রামপ্রসন্ন আচার্য্য হেঃ পঃ
কুলাপাড়া স্কুল

১৩৭৭ " নলিনী মোহন গুড়ে পঃ পুটরাগ্রাম

১৩৭৮ " ছাত্রবৃন্দ গৌরাঙ্গপদ্ম মইঃ স্কুল

১৩৭৯ " কালীপদ সরকার, হেঃ পঃ
নূতনগঞ্জ উঃ প্রাঃ স্কুল

২৭৮ " নীলমণি বিদ্যারত্ন, পঞ্জাম গুণদর্পণ সং

৫৯৯ " সেঃ ধাকুপা মধ্যঃ স্কুল,
পোঃ জনাই ৩১।৭

১৩৮০ " বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায় হেঃ পঃ
মহেশপুর মইং স্কুল

১৩৮১ " রাধিকা নাথ দত্ত, সেঃ গুগুনিয়া স্কুল

১৩৮২ " রামাক্ষয় দত্ত, ভাতাড়

১৩৮৩ " অক্ষয় কুমার তত্ত্বনিধি,
চা

১৩৮৪ " মুন্সি ইজাপ্পুদ্দিন আহম্মদ,
যোগলখাজা মধ্যঃ স্কুল

১৩৮৫ " শিশির কুমার সান্যাল মালদহ

১৩৮৬ " লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ হেঃ, পঃ
আরাবিয়া হাই স্কুল

৬২৭ " বাহ্যকিনাথ পণ্ডিত, আলামবুনি গ্রাম

১৩৮৭ " গৌর হরি আচার্য্য হেঃ পঃ
হেতমপুর বালিকাস্কুল

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্য শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsurah

নাথ এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৫।২৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট কলিকাতা।

মন্ত্রচালনা শীতিহার (শীক্ষিহার) বেঙ্গলগভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত), কিণ্ডারগার্টেন কবিতাবলি সমেত সাধারণ সংস্করণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল প্রণীত মূল্য——/১০

উক্ত প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তি শ্রেণীসমূহের নিমিত্ত এই পুস্তকে বানসাক্ষের ১৭টি সঙ্কেত ও প্রায় ৬০০ টি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কেতগুলি অভ্যস্ত থাকিলে যে কোন মৌখিক অঙ্কের উত্তর সহজে স্থির করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রের এইরূপ একখানি করিয়া পুস্তক রাখা একান্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পাল প্রণীত, মূল্য—৵৹ আনা।

২। সরল অভিধান। (প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষ্য বিশেষণাদি, স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ও ধাতুর অর্থ সহিত সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সুসংস্কৃত) কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

এস, আর, বে এণ্ড ব্রাদার্স ২৯ (এ) বাগবাজার কলিকাতা

ড্ইংশিক্ষার যন্ত্রাদিবিক্রেতা

ড্রইংমেণ্ট ও রঙ্গের বাকস, তুলি, পেন, কম্পাস, সেট স্কোয়ার, ড্রইং খাতা, পোস্টাল, কাগজ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

নং ৯৪০ ৩।৮,১৯০৯

লিখিবার কালী : প্যাকে ২ দোয়াত; ১ কৌটায় /১ সের প্রস্তুত হয়। নমুনা ১৪৪ প্যাক ১॥০ ; ১২ কৌটা ১।০ কাল ৭২ প্যাক ১৲ ; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৶০ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ তেরপাখিয়া মেদিনীপুর।

ঔষধ।

এল. ভি. মিত্র, এবং কোং।

সর্ব্বপ্রাপ্তির ও কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের ঔষধ চিকিৎসালয়ের একমাত্র বিক্রেতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকালয়

৯৭ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক মতের গৃহচিকিৎসার নিমিত্ত ... অবার্থ ঔষধপূর্ণ ... সমেত বাক্স পুস্তক (প্রতি শিশি ...) মূল্য ৩, ৫, ১০, টাকা। ... কলেরার ... অতিরিক্ত ... ১৲, সাধারণ রোগ চিকিৎসার বাক্স ... ১৫ ও ২২০ ... ইহার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসাতত্ত্ব ... পুস্তক ২।০, ... পরীক্ষার ... চিকিৎসা ২।০, বাবা ডাক্তার ২, ... চিকিৎসা ... ও ... ওলাউঠা, উদরাময় ও আমাশয়ের চিকিৎসা ... ঔষধ ও ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির মূল্যের তালিকা বিনা মূল্যে পাওয়া।

আমাদের ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে আমরা কলিকাতা ...

এখানকার ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকগণের নিকট অতি আদরণীয় প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

সচিত্র শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা।

(বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত)-

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত —মূল্য /০

সচিত্র সহজ ড্রিল শিক্ষা।

ড্রিল শিক্ষা—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—

সেঃপঃ শ্রীকুটবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৶০

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত)' কিণ্ডারগার্টেনের প্রণালী অনুসারে শিশুগণের প্রথম শিক্ষার নিমিত্ত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা পি সি নাথ— ম্যানেজার।

নং ৯৫০ ৩১।১২।০৯

অতি সুন্দর রেশমের চাদর, সর্ব্ববিধ সাড়ি, ধুতি, কোট কামিজের থান, রুমাল প্রভৃতি সুলভে সরবরাহ করি। ঠিকানা :—এম, ব্যানার্জ্জি ; ভদ্রপুর, পোঃ ভদ্রপুর, জেলা বীরভূম।

জোনা স্কুলে মাইনর পাশ এণ্ট্রান্স পড়া শিক্ষক বেতন আপাততঃ ৭৲ টাকা। ও আবা। পোঃ জোনা, ভায়া পাংশা, ফরিদপুর।

কুতুবপুর মধ্য স্কুলে আপাততঃ ৬ মাসের জন্য একজন নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ২০৲ টাকা ও বাসা। শ্যামপুর পোঃ জিঃ রঙ্গপুর।

হরিদেবপুর স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়া ব্রাহ্মণ শিক্ষক। বেতন ৮৲ টাকা ও বাসা খরচ পোঃ হরিদেবপুর রংপুর।

পুরাগড় ... ল এক এ হেঃ মাঃ মাসিক ২০৲ ও আবা। পোঃ ... স্বিপুর জেলা মেদিনীপুর।

রহিমানগর মধ্য স্কুলে নূ ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১২৲ ক্রমে ১৮৲ হইবে। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মজুমদার পোঃ রহিমানগর।

একটী মাইনর স্কুলে জনৈক এক.এ.হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২৪৲ (খোরাক বাদে ২০৲) শ্রীনারায়ণচন্দ্র মাইতি গ্রাম সজনাগাছি পোঃ আমড়দহ।

মহোদরী বিদ্যালয়ে নর্ম্মাল পাশ শিক্ষক। বেতন ১৫৲ ও বাসস্থান" পোঃ আহমদপুর, জেলা বীরভূম।

সাহসপুর মইং স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ। এবং মধ্য বাঃ গুরুট্রেনিং পাশ (আপাততঃ ৬ মাসের জন্য) এক জন হেঃ পঃ। যথাক্রমে ২৫৲ টাকা ৫৲ টাকা বৈদ্য ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য পোঃ সাহসপুর, বরিশাল।

খোলাহাটী মধ্য স্কুলে নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত মাসিক ২০৲ বেতনে একজন ব্রাহ্ম অথবা মাহিষ্য হেঃ পঃ। আবা পাইবেন। পোঃ গাইবান্ধা জেলা রঙ্গপুর।

কাজড়া কলিয়ারীর জন্য একজন সুদক্ষ ক্যাসিয়ার। বেতন ২৫৲ টাকা। বাসা খরচ লাগিবে না নগদ ৫০০ শত টাকা ডিপোজিট ম্যানেজার জে এন সরখেল এণ্ড কোং দক্ষিণখণ্ড উখরা পোঃ ভায়া রাণীগঞ্জ ই আই।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ নন্দপুর, ওসমানপুর মইং স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ বেতন খোরাকীসহ আপাততঃ ১৮৲ টাকা। মাহিষ্যের অনুষ্ঠান হইলে খোরাকীর সুবিধা হইতে পারে।

একটী চতুষ্পাঠীর জন্য একজন বেদান্তশাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অধ্যাপক। বৃত্তি আহার বাদ ১৬৲ টাকা। শ্রীক্ষীরোদনাথ শর্ম্মা জেলা মেদিনীপুর পোঃ লক্ষ্যা গ্রাম বক্সীচক চতুষ্পাঠী।

কালিহাতী ডিঃ বোর্ড সাহায্যকৃত মইং স্কুলে এক এ, হেঃ মাঃ। বেতন ২০৲—২৫৲ প্রাইভেট পড়াইলে আবা। পোঃ কালীহাতী, ময়মনসিংহ

কাদিহাটি মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ একটু ইংরাজি জানা থাকিলে ভাল হয় বেতন ১৫৲ টাকা ও আগ্রা পোঃ আঃ ... জেলা ২৪ পরগণা।

মধুপুর (সোনাতলা, বগুড়া) মধ্য স্কুলে জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ উর্দ্ধ শিক্ষক বেতন আহারাদি বাদে ১০৲ টাকা। এবং জনৈক হেঃ পঃ বেতন আহারাদি বাদে ১৫৲ টাকা।

কুবড়াবাদ মইং স্কুলে মাসিক ২৪ টাকা বেতনে একজন এক, এ হেঃ মাঃ। বিনা ভাড়ায় বাসা পোঃ কুবড়াবাদ ভায়া ছুবকা। জেলা ২৪ পরগণা।

সুকানপুকুর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ তিনমাস কাজ করিতে হইবে বেতন মাসিক ... টাকা, আগ্রা। হেড পণ্ডিতের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ সুকানপুকুর, জেলা বগুড়া

চন্দনঘর মইং স্কুলে নূঃ হেঃ পঃ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন বেতন ১৪৲ ও আগ্রা পোঃ চন্দনঘর, খুলনা।

আমলে একজন মৈথিল পণ্ডিতের ঐরূপ সভার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু পেশোয়া ঐ তেজস্বী পণ্ডিতের ধরণ ধারণে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন যে, "এই পণ্ডিতের বিনয় কম, এজন্য একটাকা কম দেওয়া হইবে।" পণ্ডিত বলিলেন "লক্ষমুদ্রা পাইলে আমি এখানেই তাহার সমস্তই বিলাইয়া দিয়া যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার কোন ত্রুটি ধরিয়া নির্দ্ধারিত বিদায়ে একটাকাও কম করিলে আমি ঐ অপমান সূচক বিদায় গ্রহণ করিব না। আমি সম্মানের জন্যই এতদূরে আসিয়াছিলাম। সম্মানের অপমায় কমি হওয়াতে রাজী নই।" পেশোয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি আর হুকুম বদলাইব না, আপনি একটাকা কমই লউন। অত টাকা দেওয়ার লোক কোথায় পাইবেন?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "মহারাজ! "ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা লইয়া যে কোন প্রকার অন্যায় হুকুম রদ করায় আপনার কোন দোষ হইবে না। আরও বলি মহারাজ, এক কম লক্ষ মুদ্রা দেওয়ার সক্ষম ধনী লোক ভারতে এখন কম বটে, কিন্তু ঐ পরিমিত টাকা লইতে অস্বীকার করিতে পারে এমন দরিদ্র ব্যক্তি আরও কম নয় কি?" —পেশোয়া হুকুম বদলান নাই। ব্রাহ্মণও কিছুই লন নাই। রঘুনাথ রাওয়ের পুত্র বাজীরাওই পুনার শেষ পেশোয়া। লক্ষ্মী যাওয়ার লক্ষণ সমস্তই রঘুনাথ রাওয়ের সময়ে ঘটে। তিনি পূর্ব্ব পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের বধ সংঘটন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ সভাপণ্ডিত রাম শাস্ত্রী উঁহাকে তুষানলের ব্যবস্থা দিয়া পেশোয়া দিগের সভা ত্যাগ করেন। বলেন, "এই আমার প্রথম ব্যবস্থা, ইহা পালিত না হইলে আর সভায় কাজ করিব না।"

কার্পাসের কথা।

আমি কখনও কার্পাসের চাষ করি নাই, কার্পাসগাছ কিরূপ হয়, তাহাও কখন আমার দেখা ছিল না। কৃষিবিজ্ঞানে কেবল কয়েক জাতীয় কার্পাসের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম। কার্পাসের আবাদ করিবার জন্য আমি বড়ই চেষ্টিত ছিলাম, নানা কারণে খুব পূর্ব্বে আমার এ সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা, আমি বিশেষ কোন প্রয়োজনে রাজসাহী জেলায় পুঠিয়াবাজে গিয়াছিলাম। তখন চৈত্র মাস, দেখিলাম—জনৈক গৃহস্থের বাড়ীর একাংশে একলাইন ফলভারাবনত বৃক্ষ। তাহাদের ২।১ টার খোসা কাটিয়া ভিতরের শস্য দেখিয়াই বুঝিলাম সেগুলি তুলার গাছ, গৃহস্থের নিকট সে তুলার পরিচয় আর কিছু পাইতে পারিলাম না। সে কোন গৃহস্থের বাড়ী হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়াছিল এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বীজ রোপণ করিতে হয় এই মাত্র বলিতে পারিল। আমি তাহার নিকট হইতে কয়েকটা পরিপক্ক ফল লইয়া বাড়ী আসিলাম এবং জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই পরীক্ষার জন্য বাস্তুসংলগ্ন বাগানে বেড়ার ধারে ৪ হাত অন্তর অন্তর দুইটী করিয়া বীজ রোপণ করিলাম, ৫।৬ দিন পর দেখিলাম প্রত্যেক স্থানেই জোড়া জোড়া গাছ বাহির হইয়াছে। গাছগুলি কিছু বড় হইলে সতেজটি রাখিয়া অপরটী মারিয়া দিলাম, এই গাছের বর্দ্ধন শক্তি অতি প্রবল, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গাছ গুলি ৫।৬ ফিট হইল ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল। ফাল্গুন চৈত্র মাসে তুলা সংগ্রহ চলিল।

এই তুলা অতি উৎকৃষ্ট, আঁশগুলি সূক্ষ্ম ও লম্বা, ফলটী ঠিক কমল কলিকার মত হয়। ত্রিফলক বিশিষ্ট একটী বহিরাবরণে অভ্যন্তরস্থ শস্যকে সুরক্ষিত রাখে, সুপক্ক হইলে ফলক বিদীর্ণ হইয়া শস্য বাহির হয়। বীজগুলি তিনটী কোষে বিভক্ত, তাহা মাঝ খানে থাকে, বীজের উপর তুলা ছাইয়া থাকে, বীজ ছাড়ানো কষ্টকর নহে। ইহা কোন্ জাতীয় তুলা তাহা আমি জানিবার সুযোগ পাই নাই। তবে ইহা যে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা লেপ তোষকের জন্য যে তুলা বাজার হইতে কিনিয়া ব্যবহার করি সে গুলি ইহার ৪।৫ শ্রেণী নিম্নেও স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

এই তুলার গাছ কত বড় হয় এবং কতদিন জীবিত থাকে তাহা আমি বলিতে পারিব না। আজ চারি বৎসর হইল আমার গাছ গুলি সব ঠিক আছে, উচ্চ ১০।১২ ফিট হইয়াছে। কাণ্ডের বেড় ১০।১২ ইঞ্চিরও অধিক হয় নাই। এই গাছে বৎসরে দুইবার ফসল পাওয়া যায়। প্রথম ফাল্গুন চৈত্র মাসে পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে। দ্বিতীয় বারে ফসল বেশী হয় না। আমি বাগানের যে ধারে গাছগুলি লাগাইয়াছি, সেদিকটা [illegible] বাঁশ ঝাড়ের আড়াল বলিয়া নিকৃষ্ট, তথাপি তাহাতে গাছের যেরূপ চেহারা, উত্তম মাটিতে ঠিকমত আবাদ করিলে না জানি আরও কত সুন্দর হইতে পারে। তিনবৎসরে গাছ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ একটী গাছ হইতে একপোয়া হইতে আধসের পর্য্যন্ত তুলা বৎসরে জন্মিতে পারে, সুতরাং ৪০।৫০ টী গাছ যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিলে, একটী বড় পরিবারেরও শীত সরঞ্জাম সরবরাহ হইতে পারে, এই তুলা গাছের কত গুণ আছে তাহা বলিতে পারি না। তুলা ছাড়া বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া কেরাসিন খরচা বাঁচাইতে পারা যায়। যে সকল গাছ বেড়ার ধার ঘেঁসিয়া লাগান হয় তাহারা যখন যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন বেড়ার আর পৃথক কাঠ বাঁশের খোঁটার আবশ্যক করে না।

আর একটী গুণ এবার আবিষ্কার করিয়াছি—দেখিলাম কয়েক বৎসর শস্য সংগ্রহ করিতে অনেক গাছেরই কিছু কিছু ডাল পালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেগুলি গাছের ব্যারামের মত বোধ হইতে লাগিল। অপর ডাল গুলিও তেজহীন অনুমান করিলাম। এই জন্য পরীক্ষা মানসে কুলগাছের মত একটী গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিলাম ৭।৮ দিন পর দেখাগেল—নূতন ডাল বহির্গমনের উপক্রম করিয়াছে, তখন সবগাছেরই ডাল ছাঁটিয়া-ফেলিলাম, এখন গাছগুলি অভিনব ডাল পল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা পাতাগুলিও বড় হইয়াছে। বোধ হইতেছে—পূর্ব্বাপেক্ষা এবৎসর অধিক ফসল প্রদান করিবে। ইহার কর্ত্তিত অংশগুলি অতি সুন্দর জ্বালানি কাঠের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আমি সামান্য কয়েকটি মাত্র গাছেই যত উপকার পাইতেছি, বেশী জমিতে চাষ করিলে না জানি ইহার দ্বারা কতই না উপকার পাওয়া যাইতে পারে। আশাকরি অনেকেই ইহার চাষে যত্নশীল হইবেন। আমি ভাল জমিতে ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছি। যদি কেহ ইহার চাষের অভিলাষ করেন, তবে বীজের জন্য আমার নিকট (ফাল্গুন মাসে) লিখিলে, অতিসুলভে যথেষ্ট বীজ সরবরাহ করিতে পারিব। ইতি

হেডপণ্ডিত বালুভরা মডেলস্কুল (রাজসাহী

তীর্থযাত্রা। (১৬৪)

ব্রাহ্মণবেশী ঠাকুর তখন ভাবিলেন, ইহারা সকলেই জীবনমরণতত্ত্ব বিশিষ্টরূপে অবগত আছে দেখিতেছি, প্রকৃত শোক দুঃখ ইহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিতে পারে নাই। তখন দীনদয়ালের বিজ্ঞাপন [illegible] এখন ইহাদিগকে শান্ত করিতে হইবে। এই ভাবিয়া কহিলেন, কোথায় তোমার মৃত পুত্র! এইস্থানে লইয়া আইস। [illegible] মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে ঠাকুর তাঁহার সর্ব্ব শরীরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, বালক উঠ উঠ, কেন তুমি মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছ।

এই কথা গুলি শেষ হইতে না হইতে যুবা পুরোহিতের ন্যায় আগ্রহ হইয়া উঠিয়া বলিল। তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হওত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কে তোমাকে চিনিতে পারে? সে শক্তি আমাদের কোথায়? আমরা এ পাপ চক্ষে কেমন করিয়া তোমাকে দেখিব? দেখিবার চক্ষু দান কর, প্রাণ-মন জীবন সার্থক করি। এই বলিয়া সকলে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে ঠাকুর সেই অলৌকিক রূপ রাশি বিভাসিত করিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

—দ্বিতীয়, স্বামী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। অদ্বৈত প্রভুর কুলচূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি রাত্রি দিন গভীর প্রেমে মাতোয়ারা, দিন নাই ক্ষণ নাই, সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ ভক্তিতে নিমগ্ন। এমন সাধু পুরুষ এ জগতে এ জীবনে আর দেখি নাই। তাঁহার আশ্রমে যখন যাইতাম, দেখিতাম, কত উকিল, মুন্সেফ, ডেপুটী মহাজনগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সকলেই তাঁহার মত নিস্তব্ধ। তাঁহার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। যে যাহা চাহিতেছে সে তাহা পাইতেছে। তিনি যখন সংকীর্ত্তনমণ্ডলী সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দর্শন করিতে বাহির হইতেন, তখন বৃন্দাবন ধামের লোক তাঁহার সঙ্গ লইত, এমন সমারোহ এ জীবনে কখন দেখি নাই। যেন গৌরাঙ্গ আসিয়া বৃন্দাবন মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি প্রেমে সকলেই মাতোয়ারা। সে স্বর্গীয় দৃশ্য কখনই ভুলিতে পারিব না। আর এক দিন তাঁহার দর্শন প্রয়াগের মাঘ মেলায় পাইয়াছিলাম। সে দৃশ্য আরো অপূর্ব্ব, ত্রিবেণীর এক প্রান্তে বিজয় পতাকা তর তর করিয়া উড়িতেছে, দক্ষিণ পার্শ্বে গঙ্গাযমুনা মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া প্রবাহিতা, মিলনে, মিশ্রণে, একভাব হইলেও কেমন দুইটী ধারা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিয়া, শেষ বৈষ্ণবে মিলন সম্ভব বুঝাইয়া দিতেছেন, ভক্তগণ ঐরূপ দেখিয়াই বিমোহিত। মা জাহ্নবী মা যমুনার গলগল হইয়া কেমন চলিতেছেন, তাহা দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হওত হরি হরি. যেন আজি মেলায় সমাগত, আমরা তাহাই দেখিতেছি, আমাদের দেখা দেখি তাই যেন মেলা ভাঙ্গিয়া সকলেই সেই দিকে ছুটিতেছে, তাই গঙ্গা যমুনার গভীর গর্ভেও অসংখ্য জনতা—সকলেই যেন প্রাণ ভয় ভুলিয়া গিয়াছে। কত লোক তাঁহার পরীক্ষা দিবার জন্য কেয়ারী ফুলে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিবার জন্য মস্তক মুণ্ডন করিতেছে আমি তাহার কিছু না করিয়াই সঙ্গমে ঝাঁপ দিয়া বিগতপাপ বিগততাপ হইলাম, তাহার পর দর্শনলাভার্থী হইয়া কূলে উঠিয়া দেখি, সম্মুখে বিজয়ের বিজয় পতাকা উড়িতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য জনতা, তাহা ভেদ করে কাহার সাধ্য! এই অসংখ্য জনতা ভেদ করিতে না পারিয়া আমি দীন হীন কাঙ্গালের মত তাহাদের চরণ তলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলাম, আর বলিতে লাগিলাম—হে ভগবানের ভক্তবীর তবে কেন আমাকে বৃন্দাবনে দেখা দিয়াছিলে, আমি যে তোমাকে দেখিতে, তোমার চরণ প্রান্তে পড়িয়া থাকিতে, তোমার শ্রীমুখের মধুর হরিনাম শ্রবণ করিতে, তোমার কীর্ত্তনে সঙ্গীদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে বড় ভাল বাসি। এখানে আমি কি তোমার দর্শন পাইব না। দর্শন না পেলে যে দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই কথা বলিয়া রোদন করিতেছি, এমন সময়ে এক জন ভক্ত আসিয়া আমাকে উঠাইয়া সেই জনতা ভেদ করিয়া সেই ভক্তের সম্মুখে লইয়া চলিলেন। সেখানে আমি কি যাইতে পারি, না বসিতে পারি? আমি যে নরাধম নর, সেই মহাত্মার সম্মুখে কোন সাহসে বসিব? তাই তাহার (জনতার) এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটী সুবৃহৎ চন্দ্রাতপের মধ্যস্থলে এক জটাধারী স্থূলকায় সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হইয়া উপবিষ্ট, তাঁহার চারিধারে ভক্তগণ বসিয়া মৃদঙ্গের তালে তালে হরি সংকীর্ত্তন করিতেছেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে হরিপ্রেমসুধা পান করিয়া প্রমত্ত হওত ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ভক্ত নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর সকলে খোল করতাল খঞ্জনী লইয়া বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাকে পরিক্রম করিতে করিতে সেই মত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমি আর সে দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। হরিনাম গান শ্রবণ করিয়া মাতোয়ারা হইয়া উঠিলাম। তাহার পর তাঁহাদের সঙ্গী হইয়া সেই মত নৃত্য করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া ভক্তদিগের চরণতলে লুটাইতে লাগিলাম। কতক্ষণ এই রূপে মত্ত ছিলাম মনে হয় না, আহা এমন নৃত্য কখন দেখি নাই, এমন নৃত্য কখন করি নাই, সেই নৃত্যের বেগ এখনও যেন আমার হৃদয়ে প্রবাহিত রহিয়াছে। আমি কি, ভক্ত বিজয় কৃষ্ণ এইরূপে মেলা ভূমিকে পুণ্যময় করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

বাবা কমলদাস; এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনন্দে বিসর্জ্জন করিতে করিতে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। আমরা অবাক্ হইয়া তাঁহার গীত শুনিতে লাগিলাম। এই অনুপম সঙ্গ আমাদিগকে যে স্বর্গসুখ অনুভব করাইয়াছিল, এজীবনে তাহা আর ভুলিবার নহে। ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়াছিলেন, হরিদ্বারে আসিয়া কএক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন. কতকগুলি সাধু বেশী ধূর্ত্ত, তাঁহার ভাব দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গ লন হৃষীকেশের পথে তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল সমস্ত হরণ করিয়া পলায়ন করে. হৃষীকেশে ভিক্ষার অপ্রতুল নাই, কিন্তু জনতার অবধি নাই। সকলেই ভিক্ষার জন্য ভেখ ধরিয়াছে। এমন স্থানে তাঁহার অধিকদিন তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। ওদিকে উত্তরাখণ্ডে মহামারি বিস্তারিত হওয়ায় সরকার হইতে বদরিকাশ্রমে যাত্রার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে. লছমন ঝোলার সেতুর পথে পুলিস প্রহরী দণ্ডায়মান থাকিয়া যাত্রী দিগকে ফিরাইয়া দিতেছে, তখন উপায় কি স্থির না করিতে পারিয়া, ভোগপুর এবং স্বানোর পথ ধরিয়া দ্রোণাশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ইচ্ছা টীহিরির রাজধানী শ্রীনগরের মধ্যদিয়া, উত্তর কাশীর পথ ধরিয়া, বদরিনাথের দর্শন করেন। সেই পথেও ঐরূপ প্রতিবন্ধক শুনিয়া অগত্যা শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইতেছেন

রাজ তরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

পার্ব্বতী পরমেশ্বরের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইলে পর তিনটী পৃথক্ ভাবে শব্দমানা হইয়া সমানাক্ষর অথচ ভিন্নার্থে বক্ষ্যমাণ বাক্যত্রয়টী বলিতে থাকিয়া তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

নাথ! সাপের বাঁধনে আপনার বড়ই অনুরাগ দেখিতেছি এবং আপনার কোকিলের মত নীলকান্তি কণ্ঠের কিরণজালে ভূষীভূত ভুজঙ্গদের চক্ষু বড়ই সমুজ্জল হইয়াছে।

দেবীর এই কথা কয়টীই ভগবান ভিন্নার্থে পুনরুচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন, দেবি! তোমার কেশ পাশে কৃষ্ণ সর্পদের কমনীয় কান্তি দেখা যায় অর্থাৎ এই কেশ জাল দেখিবামাত্র লোকের সর্পভ্রম আসে আর তোমার পুংকোকিলের মত সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া এই স্বরভ্রম সর্পদের শ্রবণসাধন চক্ষুর্দ্বাল বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে জানিবে।

অবস্থিবর্ম্মা রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ প্রোতিপক্ষ সকল নির্ম্মূল করিয়া সাম্রাজ্য লাভ করিলেন বটে

কিন্তু অনুক্ষণ বিস্ময়কর সদ্ব্যবহারে সজ্জনদিগের শরীর কণ্টকিত করিতে ছাড়িলেন না।

আদিত্যবর্ম্মা ও শূরবর্ম্মা দুজনেই পরস্পরকে আজ্ঞা প্রদান করিতে থাকিয়া প্রভু ও পরস্পরেই পরস্পরের আজ্ঞা পালন করিতে থাকিয়া ভৃত্যভাব ধারণ করত দুজনেই কাশ্মীরের রাজা ও মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ঐ ক্ষমাশীল রাজা কৃতোপকার স্মরণ করত মন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন, আর মন্ত্রী অভিমানত্যাগ করিয়া রাজারই একান্ত অনুরক্ত হইলেন। এরূপ সংঘটন কদাচিৎ কোনস্থানে বহু-ভাগ্যের জোরে ঘটিতে দেখা যায়।

সেই বুদ্ধিমান রাজা কাশ্মীর সিংহাসনে বসিয়া যেমন বিপুল রাজসম্পদ পরিদর্শন করিলেন অমনি স্বীয় বিবেকবলে তাঁহার কিছু জ্ঞানোদয় হওয়ায় তিনি অন্তরে এইরূপ ভাবিতে লাগি-লেন।

রাজাদের যে লক্ষ্মী বড়ই প্রিয় বলিয়াই রাজ হৈসন্যের ক্রোড়েই লালিতা হইয়া থাকে সেই সম্পদ উত্তরোত্তর আশা বাড়াইতে থাকিয়া মহাশয়-দিগের অন্তরকেও মলিন করিয়া দেয়।

এমন কাহাকেই দেখা যায় না যাহাকে এই লক্ষ্মী প্রথমে আত্মীয়তা দেখাইয়া নীচজনে প্রযুক্ত প্রণয়ের মত শেষে সন্তাপিত না করে। তবে ইহার এই একটী বিশেষ গুণ যে এককালেই ব্যভিচারিণী হয় না। জানিনা এই চপলা অপ্সরাদের সঙ্গে একযোগে সাগরগর্ভে থাকিয়াই বড় হইয়াছে তথাপি এই একানুরাগিণীস্বরূপ স্বভাবটী কেমনে কোথায় শিখিল।

ইহাকে বিশ্বাসবলে চিরকাল সঙ্গিনী রাখিয়াও যখন রাজারা বান্ধববিহীন হইয়া পরলোকের পথে চলিয়া যান তখন এই দুষ্টা লক্ষ্মী স্নেহের বিন্দু মাত্র অন্তরে না রাখিয়া তাঁহাদের অনুগমন করেন না।

আমার ভাণ্ডারে এই যে সব সোণার ভোজন পাত্র সঞ্চিত রহিয়াছে কি কারণে সেই পরলোক-গত পূর্ব্বরাজারা এসব বস্তুর উপভোক্তা না হইতে-ছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের এই সব উচ্ছিষ্ট পাত্র সমু-দয় পর পর রাজারা ভোজন করিয়াই বা কেন লজ্জিত না হইয়াছেন, কেনইবা শুচি কি অশুচি বলিয়া বিচার করেন নাই।

আর এই সব বড় বড় রূপার স্থালীর শিরো-ভাগে লিখিত পরলোকগত নির্ম্মাতা রাজাদের নাম [illegible] অন্তরে ভয়ের উদ্রেক না হয়?

আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের মুমূর্ষু দশায় কাল রজ্জু কণ্ঠে জড়াইতে অগ্রসর হইলে সেই কণ্ঠভাগ হইতে যে সকল ভূষণ টানিয়া ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছিল সেই সব অপবিত্র ও অমঙ্গলকর রত্নহারগুলি কি কোন চিত্তবানের মনোহরণ করিতে পারে?

পূর্ব্ব রাজারা আপনাদিগের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া মায়াবশে দুঃখোত্থবাষ্পপাতদ্বারা দূষিত করিয়া অনিচ্ছাতেই যে সকল আভরণ ছাড়িয়া গিয়াছেন বর্ত্তমানে সেই সব অলঙ্কার স্পর্শ করিতে কাহারও কি মন প্রসন্ন হইতে পারে?

তবে ইহাই স্থির যে, লক্ষ্মীর বহুকাল সাগর সলিলে বাস ঘটিয়াও মলিন ভাব দূর হয় নাই—সেই সম্পদকে যদি সুপাত্রে অর্পণ করা যায় তবেই সে অগ্নিতে শোধিতা হরিণীর মত নির্ম্মলা হইতে পারে নচেৎ উহার নৈর্ম্মল্যের অন্য উপায় নাই। রাজা এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোষাগারের সমু-দয় সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুগুলি গুঁড়া করিয়া অঞ্জলি পুরিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে লাগিলেন।

তখন এক ব্রাহ্মণ সুবর্ণাঞ্জলিলাভে আনন্দিত হইয়া "ভাল মহারাজ" এই কথা বলিতে যাইয়া "ভাল অবস্তিন্" এই কথা যেমনি বলিয়া ফেলিল অমনি সদাশয় রাজার নিকট হইতে আরও অনেক অঞ্জলি সুবর্ণ পাইয়া গেল।

মাতাপিতা ও শিক্ষক।

(পৌরাণিক আখ্যান)

মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে অষ্টাধিক শততম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম দেবকে প্রশ্ন করিতেছেন, পিতামহ! ধর্ম্মের পথের বিস্তারও খুব বেশী এবং উহার শাখা প্রশাখাও অনেক। আপনি আমাকে একটা সোজা পথ বলিয়া দিন, যে পথে যাইলে আমাকে কোন গোল-যোগে পড়িতে হইবে না, অথচ ইহকাল ও পর-কালের যে পরম ধর্ম্ম তাহা আমি লাভ করিতে পারিব। উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে ধর্ম্মের একটি খুব সোজা পথ বলিয়া দিতেছি। তুমি সেই পথে চলিয়া যাও, তোমাকে কোনরূপ গোলযোগে বা ভুলভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে না। তুমি ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আমার মতে মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরমধর্ম্ম। ধর্ম্মের এমন সোজা পথ আর নাই। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করিবে। তাঁহারা যে অনুজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পা-দন করিবে। যে কার্য্য তাঁহাদের অনভিম[illegible] কদাচ সে কার্য্য করিবে না। তাঁহাদের আজ্ঞা পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। তাঁহারা তি[illegible] লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ ও তিন অগ্নিস্বরূপ পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং গু[illegible] জন আহবনীয় অগ্নি বলিয়া উক্ত হন। এই তি[illegible] অগ্নিই অতি প্রশস্ত। অপ্রমত্ত মনে এই তিনে[illegible] উপাসনা যে করিতে পারে সে সর্ব্বত্র জয়লা[illegible] করিতে সমর্থ হয়। পিতার সেবায় ইহলোক মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজন সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজয় করিতে পারা যায়, এই রূপ শাস্ত্র বাক্য আছে। যুধিষ্ঠির! তুমি যদি উক্ত রূপে কেবল উঁহাদের সেবায় নিরত থাক তাহ[illegible] হইলেই তোমার ধর্ম্ম ও যশোলাভ হইবে।

পিতামাতা বা গুরুজনকে অতিক্রম কখ[illegible] করিবে না। উঁহাদের দোষ কীর্ত্তন কখনই করি[illegible] না। উঁহাদের নিরত পরিচর্য্যা করাই পরম ধ[illegible] উহাতেই যশ উহাতেই পুণ্য, উহাতেই কী[illegible] যাঁহারা পিতামাতা ও গুরুজনের সমাদর করেন সমুদয় লোক তাঁহাদের বশীভূত হয়, আর যাহার[illegible] উঁহাদের সমাদর না করেন তাঁহাদের সক[illegible] কার্য্যই বিফল হয়। তাঁহাদের শ্রেয়োলা[illegible] কস্মিন্ কালেও হয় না—ইহকালেই কি আর প[illegible] কালেই কি। আমি মাতাপিতা ও গুরুজনে[illegible] যতটুকু সেবা সমাদর করিতে পারিয়াছি তাহার পুণ্য ফলে আমার যেকিছু সামর্থ্য লাভ হইয়াছে।

উপদেষ্টা গুরু মাতাপিতা অপেক্ষা কম [illegible] নহেন। মাতাপিতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়াছে উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য যে উপদেশ [illegible] তাহার ধ্বংস কোন কালেই নাই।

অপরাধী মাতাপিতার দণ্ডবিধান না [illegible] পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না। মাতাপিতা [illegible] দোষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে [illegible] পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী উপ[illegible] দিয়া অনুগৃহীত করেন, তিনিও মাতাপিতার [illegible] তাঁহার প্রতি কখনও বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হই[illegible] নাই। নিরতই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকা[illegible] করা কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যা[illegible] করিয়া তাঁহাকে যে সমাদর না করে, কায়মনো বাক্যে তাঁহার হিতসাধন যে না করে তাহার [illegible] পণ্ড হইয়া যায় এবং শাস্ত্রানুসারে তাহাকে [illegible] হত্যা জন্য যে পাপ সেই পাপে লিপ্ত হইতে [illegible] তাহার অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া এ পৃথিবীতে [illegible] কাহাকেও মনে করা যায় না। শিক্ষকগণ [illegible]

শিষ্যের প্রতি স্নেহসহকারে উপদেশ দিয়া থাকেন। ছাত্রের কর্ত্তব্য শিক্ষককে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা। পিতা যদি প্রসন্ন হন তাহা হইলে প্রজাপতি প্রীত হইয়া থাকেন, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী প্রীতা হন এবং শিক্ষক প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। এদিক দিয়া ভাবিলে মাতা পিতা অপেক্ষাও শিক্ষক পূজ্য। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণ যারপর নাই পরিতুষ্ট হন। অতএব শিক্ষককে কোনরূপে অবজ্ঞা করিবে না। তাঁহাদের কার্য্যে দোষারোপ করিবে না। এইটি যেন সর্ব্বক্ষণই মনে থাকে যে, তাঁহারা প্রীত হইলে দেবতারা প্রসন্ন হন। বাপমায়ের যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণ পোষণে যাহারা কাতর হয় তাহাদের তুল্য পাপাত্মা আর কি আছে? তাহারাও শাস্ত্রানুসারে ভ্রূণ হত্যার পাতকগ্রস্ত হয়। যাহারা মিত্রের সহিত বিরূপ ব্যবহার করে, যাহারা উপকার পাইয়া উপকার স্বীকার করে না, যাহারা স্ত্রী হত্যা করে এবং যাহারা গুরুজনের হত্যাকারী তাহাদের নিষ্কৃতি ত কোথাও শুনা যায় নাই। হে মানবগণের ইহলোকে যাহা কর্ত্তব্য, যাহা তাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহার সারাংশ সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছু নাই জানিবে।

এডুকেশন গেজেট

২১ শে শ্রাবণ ১৩১৬ সাল ইং ৬ই আগষ্ট ১৯০৯ সাল

বয়কট আন্দোলন ও স্কুলের ছাত্র।

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথম যে দিন আন্দোলন হইয়া এদেশবাসী অনেকেই ঐ মত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন সে দিনের তারিখ ৭ই আগষ্ট। তদবধি প্রতি বৎসর ঐ তারিখে স্বদেশীপণ্যের পক্ষপাতীগণ উৎসব করিয়া নিজেদের প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল করিয়া আসিতেছেন। আগামী কল্য শনিবার আবার সেই ৭ই আগষ্ট। শ্রীযুক্ত বাবু—বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মতিলাল ঘোষ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ—এ রসুল, এ এইচ গজনাভি এবং জে. চৌধুরী—ইঁহাদের স্বাক্ষরিত একখানি ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ।—"দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৭ই আগষ্ট তারিখের উৎসব সম্পাদন অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। যথোপযুক্তভাবে ঐ দিনের উৎসব সম্পন্ন করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের স্বদেশবাসিগণ সমগ্র প্রদেশ মধ্যে ঐ দিনের সম্মানার্থ যথাযোগ্য উৎসব করিবেন, আমরা নিশ্চিত মনে করিতে পারি।"

ছেলেরা সাধারণতঃ হুজুগে। তাহারা অনেক স্থলে উদ্দেশ্য বোধ বিরহিত হইয়া, অনেক প্রকৃত সদনুষ্ঠানকেও হুজুগ মনে করিয়া তাহাতে মত্ত হয়। তাহার ফল অনেক সময়েই মন্দ হয়, পরন্তু অধ্যয়নই যে ছাত্রের তপস্যা সেই তপস্যায় সমূহ বিঘ্ন ঘটে। আজ কাল বহুস্থানেই দেখা যায়, পড়াশুনায় তেমন ভাল ছেলের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় ছেলেরা প্রগল্‌ভ, অশিষ্ট, বেয়াদব্। ইহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও হুজুগে মাতা একটি প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্টেরও মনে এইরূপ ধারণা হওয়ায় অধ্যয়নশীল ছেলেরা সভাসমিতিতে যোগ দান করিয়া নিজেদের পড়াশুনায় ক্ষতি করে ইহা গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত। উপস্থিত ৭ই আগষ্টের উৎসব আন্দোলনে ছেলেরা যাহাতে যোগ দান না করে এই অভিপ্রায়ে ছোট লাট বাহাদুরের নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।—

বয়কট সম্বন্ধে সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রাজনৈতিক সভাসমিতি সমূহের অধিবেশন হইবে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায়, ছেলেরা যাহাতে ঐ সকল সভাসমিতির কার্য্যে যোগদান না করে তজ্জন্য ছোটলাট বাহাদুর স্কুল কলেজের অধ্যক্ষ এবং ছেলেদের মাতা পিতা ও অপর অভিভাবকদিগকে মনোযোগী হইতে বলার এই উপযুক্ত অবসর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্রবে একটা উত্তেজনা এবং গোলযোগকরণে প্রবৃত্তি স্বতঃই সমুদ্ভূত হওয়া সম্ভব। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায় অপরিপক্ক বুদ্ধি বালকদের ঐরূপ উত্তেজনা এবং গোলযোগ করণ প্রবৃত্তির বশীভূত হইতে দেওয়া খুবই অনভিপ্রেত। তাঁহার বিশ্বাস, সুবিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার এইরূপ মতের সমর্থন করিবেন। ছেলের দল এবং স্কুলের ছেলেদের স্বভাবচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহাদের দায়িত্ব আছে তাঁহারা দেখিবেন [illegible]

কোন প্রকার রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদান না করে বা সেইরূপ অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিতও না থাকে।

ড্রইং পাঠ্য।

৩য় মান—এই শ্রেণীতে স্বাভাবিক পদার্থ, যথা, গাছ পালা গোরু বাছুর, ফুল ফল ছেলেরা আঁকিতে শিখিবে। কৃত্রিম পদার্থ সমূহের যেগুলি ছেলেরা সর্ব্বদাই দেখে, যথা, ঘটী বাটী পিলসুজ প্রভৃতি, সে সকলও তাহারা এই শ্রেণীতে আঁকিতে শিখিবে। প্রথমে খড়ি দিয়া বোর্ডে পরে পেন্সিল দিয়া কাগজে আঁকিতে অভ্যাস করিবে। আঁকিবার সময় যে জিনিসটা আঁকিবে সেটা সম্মুখে রাখিয়া দেখিয়া আঁকিবে। উহা অনেকটা অভ্যস্ত হইলে দেখা জিনিস সম্মুখে না রাখিয়াও আঁকিতে অভ্যাস করিবে।

৪র্থ মান—এই শ্রেণীতেও স্বাভাবিক পদার্থ আঁকিবে। তবে ৩য় মান শ্রেণীতে হয়ত একটা পাতা বা একটা ফল আঁকিল, এ শ্রেণীতে পাতা ফুল ফল সমেত গাছের ডাল প্রভৃতি আঁকিবে। সহজ সহজ শোভাসম্পাদক অঙ্কন এই শ্রেণীতে শিখাইতে হইবে।

৫ম মান—আয়ত আকারের এবং ত্রিভুজাদি আকার বিশিষ্ট বাক্স্ পেটরা, আলমারী প্রভৃতি ঘন ক্ষেত্র সমূহের অঙ্কনের অভ্যাস এই শ্রেণীতে হওয়া আবশ্যক। শোভাসম্পাদক অঙ্কন এবং প্রাকৃতিক বস্তুর অঙ্কনের অভ্যাসও চাই।

৬ষ্ঠ মান—৫ম মান শ্রেণীর মতই অঙ্কন করান হইবে, তবে অপেক্ষাকৃত জটিল পদার্থ সমূহের যথা চেয়ার, টেবিল, ঘর বারাণ্ডার কিয়দংশ ইত্যাদি। প্রাকৃতিক বস্তুর অঙ্কন শিখানর সঙ্গে সঙ্গে আলো ও ছায়া সম্বন্ধে শিখান আবশ্যক।

প্রাপ্ত স্বীকার ও সমালোচন

১। মহারাষ্ট্র গৌরব রাজারাম বা বীরপূজা শ্রীহেমনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। ৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ দ্বারা প্রকাশিত। এই পুস্তকের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয়ের পুত্র [illegible] নাটক সত্য।

রামায়ণে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ে স্বধর্ম্ম ভক্তির সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। ঘটনা বৈচিত্র্যেরও অনেক সমাবেশ করিয়াছেন। স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী রঙ্গনাথের এবং তাঁহার পতিব্রতা পরিত্যক্তা পত্নীর চিত্রে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। স্বার্থের জন্য যাহারা কার্য্যে স্বদেশদ্রোহী হয়, জাতীয় উৎসব দিনে স্বজাতির উৎপীড়নে তাহারাও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। তেমন মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া পড়িলে তাহাদেরও মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মহাপুরুষেরা একান্ত ভ্রান্তকে সুপথে আনিবেন। তাঁহাদের চক্ষে ত স্বধর্ম্মী বা স্বদেশী কেহই শত্রু বলিয়া লক্ষিত হন না। দুই একটি গান নমুনাস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।—

(১) অপার সুখের সুখী করেছ নাথ আমারে।
তোমার রূপেতে আমার নয়ন দিয়েছ ভরে॥
তোমার করুণা ধারে, হৃদয় গিয়াছে ভরে,
হৃদয়ের নাথ প্রভু, হৃদয়ে রাখি তোমারে॥

(২) অবেলায় হাট ভাংলি, শ্যামা কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
যা ছিল সকলি গেছে, মিছে শুধু ঘুরে মরি॥
ভরাহাটের হেটো যারা একে একে গেল তারা,
কর্ম্মদোষে রইনু বসে, পাপের বোঝা শিরে ধরি॥
রবি যে বসেছে পাটে, কি করি এই ভাঙ্গাহাটে,
দেখা কোলে অভাগীরে, দেখা তোর ঐ চরণ-তরী॥

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ছোটলাট বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে; গুপ্তহত্যা বন্ধ করার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ হাক্কাম হুজুক ধরা পাকড়ে দোষী নির্দ্দোষীকে প্রভেদ করা সব সময়ে কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠিবে না। সঞ্জীবনী প্রভৃতি অনেকে এই কথায় দোষ ধরিতেছেন। ছোটলাট বাঙ্গালা দেশে বুলগেরিয় বা আর্ম্মেনীয় হত্যাকাণ্ডই করাইবেন এমন কথাও কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন। কিন্তু ছোটলাট অন্যায় কথা বলেন নাই। ভিড়ের ভিতর হইতে কেহ ইট ছুড়িলে তাহা ভিড়ের লোকেরই ধরাইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ অনেক সময়ে বাহির হইতে ধরার চেষ্টায় ঠেলাঠেলিতে যে হাঙ্গামা হয় তাহাতে অনেক নির্দ্দোষীর মাথা কাটে।

কলিকাতা বেথুন কলেজে পড়িবার জন্য শ্রীমতী—আশালতা সেন, শোভা মুখোপাধ্যায়, লাবণ্য লতা চন্দ্র, সুনীতি বালা বসু এবং লীলা লাহিড়ী ভট্টাচার্য প্রত্যেককে দুই বৎসর কালের জন্য মাসিক কুড়ি টাকার হিসাবে বিশেষ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

লর্ড কিচেনার ভারত পরিত্যাগ করিয়া আগামী মাসে চীনে যাইবেন। পরে জাপান যাইয়া তথা হইতে সিঙ্গাপুরে আসিবেন। সিঙ্গাপুর হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং তথা হইতে নিউজিলাণ্ড যাইবেন। নিউজিলাণ্ড হইতে বিলাত যাত্রা করিবেন। তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন ভারতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গত শুক্রবার কলিকাতায় বাঙ্গালার বণিক সমিতি গৃহে একটি সভা হইয়াছিল। সভায় ইউরোপীয় এবং দেশীয় মহারাজা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "লর্ড কিচেনার তাঁহার চরিত্রবল ও স্বাবলম্বন জন্যই উচ্চ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষণে কেবল যে তাঁহারই সম্মান করা হইবে তাহা নহে, তাঁহার পরবর্ত্তিগণ যাহাতে তাঁহারই আদর্শে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তাহারও সহায়তা করিবে। কেবল সৈনিক ব্যাপারেই যে লর্ড কিচেনারের কৃতিত্ব ছিল তাহা নহে, শাসন সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতা ছিল। ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও তাঁহার এই গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।" বড়লাট বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষণ কল্পে ৭৫০ টাকা, নিজাম বাহাদুর ১৫০০৲ নাভার মহারাজা ১০০০৲ কর্ণেল ওবিদুল্লা খাঁ ৫০০৲ নাড়াজোলের রাজা ২৫০৲ আঞ্জুমান ইসলাম রাজপুতানা ২৫০৲ মেজর জেনারেল হ্যামিলটন, শিমলা ১০০, মহারাজ ভবনগর ১০০০, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান ৭৩৫ টাকা, সিধোড়ের মহারাজা ৫০০, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ২০০, কাশিম বাজারের মহারাজ ৪০০, মণিপুরের রাজা বাহাদুর ২০০, রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২০০, মহারাজ-কুমার প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর ৫০০, আর ডি মেটা ৩০০, টাকা দিয়াছেন।

[[illegible]] মোহিনী মিলের ৪৪ ইঞ্চি চওড়া ১০ হাত ধুতি ১৸৵০ জোড়া দরে প্রস্তুত হইতেছে তাহা ভদ্রলোকদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত। ৫ হাতি হইতে ৯ হাতি ধুতিও প্রস্তুত হইতেছে সূতা বোম্বাই ও আহমেদাবাদের। ৪৬ খানি তাঁত চলিতেছে। শেয়ার সংখ্যা বাড়াইয়া কাজ বাড়ান হইবে।

[বর্দ্ধমান] হাওড়ার দায়রার সেশন জজ মিঃ এস সি মল্লিকের আদালতে পণ্ডিত মোক্ষদা প্রসাদ সান্যালের মোকদ্দমার উভয় পক্ষীয় কৌন্সিলের বক্তব্য বলা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখনও রায় প্রকাশ হয় নাই। বিঘাটীর ডাকাতী মোকদ্দমায় ইনি ডাকাইতদিগের দলভুক্ত হইয়া ডাকাতী করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হয়েন। বিচারে ইনি মুক্তি পান। কিন্তু ডাকাইতি ব্যাপারে লিপ্ত কাহাকে কাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ইত্যাদি উল্লেখে আবার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মোকদ্দমা এতদিন হাওড়ার দায়রায় হইতেছিল।

[ঢাকা] "ময়মনসিংহ আর্য্য পরিষৎ" নামক পরীক্ষা সভা হইতে ১৮৩১ শাকে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষার ফল—কলাপ ব্যাকরণ প্রথম বিভাগ—গুণানুসারে—দুর্গাসুন্দর ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি যশোদল, রাজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অঃ কিশোরী মোহন কাব্যতীর্থ ময়মনসিংহ। (২য় বিভাগ) যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মহেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অঃ সুরেশচন্দ্র বিদ্যানিধি যশোদল। কাব্য (১ম বিভাগ)—কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য অঃ কৃষ্ণহরি কাব্যতীর্থ বানিয়াগ্রাম। স্মৃতি (১ম বিভাগ) যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অঃ গিরীন্দ্র নাথ বেদান্তরত্ন ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ী। (২য় বিভাগ) জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য অঃ ব্রজকান্ত স্মৃতি পঞ্চানন সাধু হাট, দুর্গাচরণ জ্যোতির্ণব অ গোলোকনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও কালীচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার উত্তি।

[পঞ্জাব] স্যর প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডি এল উপাধি দিবার জন্য পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা সেনেট সভাকে জানাইবেন স্থির করিয়াছেন।

[সাধারণ] আলিগড় কলেজে স্থানাভাববশতঃ কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে প্রায় ৮৫০ জন প্রবেশার্থীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। ঢাকার নবাব আলিগড় কলেজের একজন ট্রষ্টী। উহার কলেজ সংক্রান্ত তদারক ধারাদি বিষয়ে সেক্রেটারীর ক্ষমতা কমাইয়া সমস্ত অধ্যক্ষের উপর দেওয়ার কথা হওয়ায় নবাব বাহাদুর কলেজের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে জানাইয়াছেন যে, যদি ওরূপই হয় তাহা হইলে নবাব বাহাদুর তাঁহার

সহিত নিজের সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন এবং উহাতে যে সাহায্য করিয়াছেন বা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহারও প্রত্যাহার করিবেন।

ফরক্কাবাদের বাবু রামস্বরূপ যুক্ত প্রাদেশ প্রতিনিধি সভাকে দাতব্য কার্য্যের পরিচালনা জন্য ২৫ হাজার টাকা মূল্যের একখানি গ্রাম দান করিয়াছেন।

ঘুঘুর ফাঁদ—একটা চলিত কথায় আছে "ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ ত দেখনি"। বস্তুতঃ ঘুঘু ফাঁদে একটু বিশেষত্ব আছে। জিয়াগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত বনমালী শর্ম্মা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।—ঘুঘু ধরিবার জন্য শিকারিরা ৩।০ হাত দীর্ঘ ও ২ হাত প্রস্থ একটা বাঁশের মাচার মত প্রস্তুত করিয়া তাহা লতা পাতায় বেষ্টিত করতঃ একটি ঝোঁপের মত করিয়া রাখে। এবং উহাতে লতাপাতা বেষ্টিত ফাঁদ রাখিয়া দেয়। তথায় একটী ঘুঘুর চক্ষু সেলাই করিয়া আটকাইয়া রাখে। ঐ ঘুঘুটী দৃষ্টিবিহীন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অতঃপর ঐ কৃত্রিম বৃক্ষের নীচের দিকে দুই পার্শ্বে লতা পাতায় ঢাকা ২টী ছোট পিঞ্জরে, দুইটা ঘুঘু রাখিয়া দেয়। উহাদের কেহ দেখিতে পায় না। ঘুঘু দুইটি করুণ স্বর করিতে থাকে। বনবাসী অজ্ঞান ঘুঘুরা স্বজাতির করুণ স্বর শুনিয়া আসিয়া দেখে ঐ ঘুঘুর কৃত্রিম গাছের উপরে একটা জাত ভাই বসিয়া আছে। তখন তাহারা জীবের স্বভাব সুলভ দয়া বশতঃ যেমন উড়িয়া ঐ মাচার অন্ধ ঘুঘুর সম্মুখে উপবিষ্ট হয় অমনি লতাপাতা বেষ্টিত জাল টুকরায় আবদ্ধ হয়। তখন যে পক্ষ বিস্তার করিয়া ধড়ফড় করিয়া যত উড়িবার চেষ্টা করে ততই দৃঢ় রূপে জালে বদ্ধ হইয়া যায়। তখন শিকারিরা আসিয়া তাহাকে জাল নির্মুক্ত করিয়া, পিঞ্জরে আবদ্ধ করে; শিকারিরা তখন মাচা অক্ষত লইয়া যায়।"

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

শাসন—চম্পারণের প্রতিনিধি মাঃ মিঃ বাবু ভাগলপুরের মাঃ হইলেন। মিঃ জি রোপি আই সি এস ২য় শ্রেণীর জঃ মাঃ হইলেন। ভাগলপুরে সবজজ এবং অতিরিক্ত সেঃ জজ বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র খুলনার ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। ভাগলপুরের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ পেরী উক্ত জেলার অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। মিঃ এল সি আডামী ৭ মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রোটেম ৩য় শ্রেণীর ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। ভাগলপুরের মাঃ মিঃ এফ এফ লায়াল ১৫ মাসের মিঃ জি এল শাই সি এস ১ বৎসর ৭ মাসের, ডেঃ মাঃ বাবু সুধাংশুভূষণ মিত্র আর ৪১ দিনের এবং সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ বাবু সুধাংশুভূষণ মিত্র আর ৪১ দিনের এবং সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ মিঃ ম্যাকগাভিন ১ মাসের ডেঃ মাঃ মিঃ রাধামাধব নায়েক আর ৯ মাসের, খুলনার ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ তেজচন্দ্র মুখো ১ মাসের এবং বাগেরহাটের প্রোটেম ডেঃ মাঃ বাবু সুশীল কুমার ঘোষ ৬ মাসের ছুটী পাইলেন

বিচার—হুগলীর মুঃ বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখো উক্ত জেলার সবজজ হইলেন। বাবু শিশির কুমার ঘোষাল এম এ বি এল হুগলী সদরের মুঃ হইলেন। ভাগলপুর সদরের একটিং মুঃ বাবু পরেশচন্দ্র বন্দ্যো উক্ত পদে পাকা হইলেন। বিগুসরাই ও মাধিপুরার অতিরিক্ত মুঃ বাবু রোহিণী কান্ত মিত্র মাধিপুরার মুঃ হইলেন। হাওড়ার মুঃ বাবু বিজয়কেশব মিত্র বারাসতের মুঃ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত মুঃ বাবু বিপিনবিহারী চট্টো নড়াইলের মুঃ হইলেন। পূর্ণিয়ার মুঃ মিঃ মহং জহুর ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

সব ডেঃ কঃ মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ আকবর আজুলের সদরে স্থাপিত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। কটকের প্রোটেম সব ডেঃ কঃ বাবু চিন্তামণি আচার্য্য আঙ্গুলের সদরে বদলী হইলেন। সব ডেঃ কঃ বাবু মোহিনীমোহন সেনাপতি উড়িষ্যা বিভাগে স্থাপিত হইলেন। সুপালের সব ডেঃ কঃ বাবু লাবণ্য মোহন সান্যাল ভাগলপুরের সদরে বদলী হইলেন। ভাগলপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু অতুলচন্দ্র সোম সুপাল মহকুমার বদলী হইলেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ মহম্মদ আকবর আরামবাগ মহকুমার বদলী হইলেন। বাঁকার সব ডেঃ কঃ বাবু ব্রজনন্দন প্রসাদ সিং উক্ত জেলার সদরে বদলী হইলেন। পাটনা বিভাগের প্রোটেম সব ডেঃ কঃ পণ্ডিত রাজবল্লভ মিশ্র পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্ট্রেস মিস্ হরবালা বসু প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্ট্রেস হইলেন। মিস মাবেল সিং বিএ প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী স্কুল ইনঃ হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিওলজির ডিমনষ্ট্রেটর বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত কলেজের প্রোফেসর হইলেন। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ট্রেনিং ক্লাসের অফিসার ইন চার্জ্জ মিঃ জে এ চ্যাপমান আর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সার্ভেয়িং ইনষ্ট্রাকটর মিঃ কুরডেন ১ মাস ১০ দিনের এবং প্রেসিডেন্সী বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্ট্রেস মিস লিলিয়ান ব্রক ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

শিক্ষা—মৌঃ তৌফকরুদ্দীন আহামদ দিনাজপুরের শিক্ষানবীশ প্রোটেম সব ইনঃ হইলেন। ঢাকা কলেজের অস্থায়ী লেবঃ অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু সুরেন্দ্রকুমার বসাক এম এ উক্ত কলেজের লেবঃ অ্যাসিষ্টাণ্ট হইয়া অধস্তন শিক্ষাসার্ভিসের ৮ম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। মৌঃ আবদুল মকসুদ বিএ ঢাকা বিভাগের সহকারী ইনঃ রংপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ডেঃ ইনঃ হইলেন। রংপুরের ডেঃ ইনঃ মৌঃ মহম্মদ আসাদ বিএ এবং নোয়াখালির ডেঃ ইনঃ বাবু বিজয়গোবিন্দ তাম্র পরস্পরের মধ্যে পদ বদলাবদলি মঞ্জুর হইল। মেদিনীপুরের সব ইনঃ বাবু দক্ষিণারঞ্জন সেন বিএ চট্টগ্রামের সব ইনঃ হইলেন। বাবু অমৃত লাল লস্কর এম এ ঢাকা কলিঃ স্কুলের শিক্ষক হইলেন। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের এবং রেলওয়ে ও জল পুলিসের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ইনঃ জেনারেল আফিসের ক্লার্ক বাবু বিনোদলাল মুখো এম এ বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ এম এ (পাবনা জেলা স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ) এবং বাবু কুমুদচন্দ্র সেন এম এ গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদকের সহকারী হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়র কলেজে মাঃ সিডনি হার্ব্বার্ট ব্রাউনকে মাসিক ২০ টাকার একটি বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। বৃত্তি এক বৎসর স্থায়ী। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সচ্চরিত্র থাকিলে এবং পড়াশুনার উন্নতি করিতে থাকিলে এই বৃত্তি পাইবেন।

গোয়ালপাড়া করোনেশন বালিকা স্কুলের ছাত্রী শ্রীমতী চিন্তামণি নাথ ১৯০৮ সালের জন্য দেব লীলাবতী বড়ুয়ানী রৌপ্য মেডেল পাইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের গম্মতিক্রমে মাসিক ২০ টাকা হিসাবে বিশেষ পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃত্তি শ্রীআবদুর রজ্জক পাইয়াছেন। ঐ বৃত্তি ঢাকা কলেজে এক বৎসরের জন্ত দেওয়া হইবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র সচ্চরিত্র থাকিলে এবং পড়াশুনায় উন্নতি করিতে থাকিলে এই বৃত্তি পাইবেন।

NOTIFICATION.

SUPPLEMENTARY ENTRANCE EXAMINATION.

A TEST Examination of private students for admission to the ensuing Supplementary Entrance Examination will be held on the 20th September 1909, in the following institution:—

Hooghly Branch School

2. Candidates who were registered for the last Entrance Examination and who have not passed will be treated as private students and admitted to the Test Examination, if they have not read in any school recognized or unrecognized since the date of the last Entrance Examination.

3. Applications for permission to appear at the Test Examination hould reach this office not later than the 10th September next. The information to be given and the documents to be appended are the following:—

(*a*) The name of the school in which the candidate last studied.

(*b*) The name, age, father's name and address of the candidate.

(*c*) The Registrar's receipt for the fee paid for the last Entrance Examination.

(*d*) A certificate that the candidate annot read in any school since the date of the last Entrance Examination, from the Head Master of the chool in which he last read or from other reliable authorities.

(*e*) A certificate of good conduct.

4. Each private student will have to pay a fee of Rs 4 to the Inspector of schools, Burdwan Division. No private student will be admitted to the Test Examination, unless he is accompanied ... Head Master of the Hooghly Branch School.

5. The application forms of the candidates, who satisfy the test should be forwarded to this office by the Head Master duly filled in and signed. They will then be sent to the candidates direct by the office after countersignnatare of the Inspector.

6. The fee for admission to the Supplementary Entrance Examination is Rs 15. It should be sent to the Registrar by the candidates themselves, together with the countersigned application.

7. The Supplementary Examination will be held in or about the 2nd week of December 1909. The applications and fees for admission should reach the office of the Registrar on or before the 12th October 1909. H. LAMBERT, *Inspector of schools, Burdwan Division.* CHINSURA, *the 30th July 1909.*

১৯০৯ সনের মহসিন ও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি।

১৯০৯ সনের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ মহসিন ও মুসলমানদিগের জন্ত নির্দ্দিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছে :—

পূর্ব্ববঙ্গ।

মহসিন বৃত্তি মাসিক ৮ টাকা—আস্রফ উল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাই, মফিজদ্দিন ভূঁইয়া ঢাকা কলেজিয়েট, আলতাপ হোসেন ফরিদপুর জিলা, মোবারক আলি রঙ্গপুর জিলা। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি মাসিক ৭ টাকা সেখ মোয়াজ্জেম হোসেন হেমনগর শশিমুখী হাই, হবিবর রহমণ ঢাকা মাদ্রাসা, সাহাবুদ্দিন আহাম্মদ বরিশাল জিলা, মহম্মদ রিয়াজুদ্দিন ঢাকা মাদ্রাসা, আস্রফ আলি খাঁ বরিশাল জিলা, মহম্মদ আবুল ফজেল ফরিদপুর জিলা, আবদুর রহিম ঐ, মোসারফ হোসেন ধনুকার তাঙ্গা হাই, মহম্মদ আবদুল সবুর বগুরা জিলা আহাম্মদ ওয়ালুদ্দিন দিনাজপুর জিলা, আজ আহাম্মদ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট, সৈয়দ ইব্রাহিম আলি রঙ্গপুর জিলা, মহম্মদ রফিউদ্দিন পাবান

নিম্নলিখিত মুসলমান ছাত্রগণ ১৯০৯ সনের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে মহসিন ও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছে :—

আবদুস্ সোব্হান, ফরিদ মিঞা, ফজলর রহমণ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯০৯ সনের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় মাসিক ২০ টাকা হিসাবে আসাম সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে :-

জিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রেসিডেন্সী কলেজ, কমলনাথ চট্টোপাধ্যায় ভিক্টোরিয়া কলেজ কুচ বিহার।

উজ্জ্বল রস চিন্তামণি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব।

পণ্ডিত শ্রীযুগল কিশোর গুপ্ত বিরচিত।

ভক্তি শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া এই অমূল রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তগণ ইহা স্ব স্ব কে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হউন। বঙ্গ ভাষায় ই সম্পূর্ণ নূতন; এরূপ গুরুত্বপূর্ণ উপাদেয় ও পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে কে বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের হৃদয়ের মর্ম্ম এবং সাধকদিগে কাজের কথাই আছে। এই গ্রন্থে শৃঙ্গার রসাশ্র ভক্তিসাধক রসিক ভক্তদিগের অনুপম ধর্ম্ম সুদৃঢ় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত কর প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের গুহ্যতম সা প্রণালীও অখণ্ডনীয় শাস্ত্রযুক্তির সহিত প্রকাশি হইয়াছে। ব্রজবাস, রাগানুগা ভক্তি, নব মদনের উপাসনা, কলিযুগে তন্ত্রমার্গ, ভক্তি সম্মত কুলাচার, মাতৃচক্রসংস্থান, শৃঙ্গাররসা নায়িকাভেদ, চণ্ডীদাসাদি রসিক ভক্তের সা সাধন রহস্য ইত্যাদি ১৯টী বিষয় ইহার ১৬টী প চ্ছেদে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ ষেকে পরিশিষ্ট ভাগে চণ্ডীদাসাদি কৃত ৭ রাগাত্মিক পদ ও তাহার গুহ্য অর্থও দে হইয়াছে। প্রায় চারি শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, কা ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ২৲ টাকা, কিন্তু শিক্ষ পক্ষে ১৷৷০ টাকা; ডাক মাঃ ✓০ আ ঠিকানা পাঠাইলেই ভিঃ পিঃ পোষ্টে পুস্তক পাঠ শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, মুন্সিগঞ্জ পোঃ নদীয়া।

নং ৮০

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে নামধাম ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা মদ্রাসা স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল, ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An Entrance passed 6th master for the Karakdi H E school Dt. Faridpur on Rs 10 per month with free board and lodging.

A graduate 2nd master Dighapatia P N H school (Rajshahi) on Rs 40 a month. Apply to the Hd master.

For the Karticpur H E school, Faridpur, a plucked B A or an F A asst. teacher and a final Madrasa passed Moulvi competent to teach translation into English and vice versa. Each to get Rs 25 a month at present. Free lodging for both. Food for the former if a Brahmin and willing to take charge of two little boys.

An F A to teach 4 boys of my house on Rs 12 to 15 according to qualification with free board and lodging. Apply to Babu Dwarka Nath Maiti, Zemindar, po Garh Haripur, Dt. Midnapur.

A final Madrasa passed Moulvi with such knowledge of English as to be competent to teach translation in the higher classes of an Entrance school Rs 25 a month, for the Banaripara H E school, Dt. Backergunj. Apply to Babu Rajani Kanta Patra, Hd master.

An F A 2nd master for the H E school at Singur on Rs 20 with free board and lodging on tuition. Brahmin preferred. Apply to Babu Promotho Nath Burman, Singur Dt. Hooghly.

A graduate strong in Math[illegible] Ast. Hd master of the Jhenidah sub-divisional H E school in Jessore on Rs 50. Food and lodging free on private tuition. Apply to the senior Munsiff, Jhenidah.

* An A course graduate 2nd master for the Gossain Durgapur H E school on Rs 40, Po Gossain Durgapur, Nadia.

For the R K H E school at Kashinagar, Tipperah, a graduate Hd master on Rs 45—50 and a B course B A 2nd master on Rs 22—25 and a Drill Drawing knowing Normal 2nd Pandit on Rs 15 and an Entrance passed teacher on Rs 10. Free board and lodging in each case. Apply to Babu Basanta Kumar Mozumder, village Kashinagar, Po Kashinagar, Dt. Tipperah.

An Entrance passed 2nd master for the Latore M E school on Rs 12 a month with free board and lodging. Apply to the Hd master, po Lator, Dt. Rajshahi.

An asst Hd master B A strong in Mathematics for the Maheshtola H E school on Rs 30 to 35. Food and lodging free. Po Maheshtola, Dt. 24 Pergs.

A B course B A for the Bajitpur Rajkumar Edward Institution on Rs 50 rising to Rs 60 by an annual increment of Rs 5, po Bajitpur, via Madaripur, Dt. Faridpur.

A Hd master for the Govt aided M E school at Siliguri (Darjeeling) on Rs 40 at present for 6 months with prospect of being permanent.

An F A private teacher on Rs 20 per mensem. Apply to Munshi Z. Ahmed Chowdhury Zeminder Kotalpukur E I R.

An Entrance passed 2nd master for the Satbaria M E school, Pabna on Rs 15 per month. Apply to the Hd master, Satbaria M E school, Po Satbaria, Pabna.

A B A Sanskrit teacher on Rs 40 for the Manikgunj H E school, Dacca.

An F A Hd master on Rs 25 for the Darlapur M E school, po Darlapur, Nadia. Apply before 15th August.

A graduate Hd master—Lonsing H E school, Dt. Faridpur on Rs 50 to 60 according to qualifications.

An A course and a B course graduate and an undergraduate strong in Mathematics as Hd master, 2nd master and Asst Teacher on Rs 65—100 and 50 to 60 30—35 by gradual increment for the Khankhanapur S M Institute, po Khankhanapur (Faridpur). Those who will not stick at least for two years and those who are preparing for B L need not apply. The school is near Ry. Station.

A graduate Hd master strong in English and an additional teacher B course graduate or plucked B A on Rs 50 and 25 respectively with free board and lodging. Must stick at least 2 years—Bidyanandakati R B Institution, po Bidyandakati, Jessore.

An F A for the Singur H E school on Rs 20. Food and lodging on tuition Apply to Babu Promotho Nath Burman, po Singur Dt. Hooghly.

A B A plucked teacher for the Ajagora H E school on Rs on 20, food and lodging free. Po Ajagora, Khulna. An Entrance passed teacher on Rs 10, food and lodging free.

A B course graduate Asst. Hd master for the W H E school, Supaul Dt. Bhagalpur on Rs 60. Must stick at least 2 years. Apply to the Chairman and Sub Divisional officer, Supaul before 15 August.

A private tutor on Rs 15 for 2 boys of the 4th class. (2) A Hd master for the Chhapghatti M E school on Rs 25 (3) A Naib for Babu Madhu Sudan Chowdhury's Estate on Rs 20. Boarding and lodging free in all cases. Apply to Babu Nabadwipa Chandra Sarkar, po Chhapghatti, Dt. Mursidabad.

An F A Hd master on Rs 25 besides food and lodging, po Patnitala, Dt. Dinajpur.

A Kyastha Hd Pandit Normal passed capable to teach according to the new system—Khulna B K Institution.

For the Bhatenga H E school, a Normal 2nd Pandit. Salary according to qualification. Apply to the Hd master.

A Hd Moulvi on Rs 15 for the Nilakhia Madrasa, po Jiaganj Bazar, via Jamalpur, Mymensingh. The applicant must have passed the final Madrasa.

An F A Hd master for Tiluri M E school on Rs 22. Po Tiluri, Dt. Bankura.

A Hd master F A—Bighati M E school free board and lodging on private arrangement. Bighati is 2 miles west of Bhadreswar Ry. station.

A graduate Hd master on Rs 50 rising to Rs 60, an F A teacher, a Government title holder, Pandit and Normal passed Drawing knowing 2nd Pandit for the Dainhat H E school Burdwan, pay according to qualifications.

An F A Hd master—Sujapur M E school on Rs 30 with free quarters. Preference to one who will take an M V passed wife or some othel female relative (so that she may live in the same quarter with him) to teach a Hindu Zemindar's wife on Rs 15 A Mahisya candidate preferred. Sujapur is about a mile off from the Phulbari E B S Ry. Dinajpur, po Phulbari.

An F A Hd master—Susunia M E school, Burdwan on Rs 20 besides free board and lodge. Applications of Entrance passed Hd master with experience of above five years if approved by the District Board may be considered, Terms separate.

An F A asst teacher on Rs 25 for the Pandra H E school, po Poddardihi, Quarters free.

A graduate 2nd master strong in Mathematics for the Sankari H E school on Rs 50 a month. Po Saukari, Dt Burdwan.

An F A Hd master and a Hd Pandit for the Isibpur M E school on Rs 25 and Rs 18 respectively. free board and lodging po Samaj Isibpur, via Madaripur, Dt. Faridpur.

For the Thakurgaon H E school an English knowing Kabyatirtha Hd Pandit on Rs 25. Apply to the Sub Divisional officer and Secretary Thakurgaon H E school District Dinajpur.

For the Amjora M E school an F A Hd master and a Normal 2nd year passed 3rd master on Rs 24 and 14. po Amjora, via Birbhum.

A Normal passed Hd Pandit—Champadanga M E school on Rs 15 besides food and lodging. Po Sonak, Dt. Hooghly.

An Entrance passed private tutor on Rs 10 per month with free board and lodging. Brahmin preferred. Apply to Babu Joy Krishna Singha Roy Zemindar, village Fatehpur, po Subarnapur, Dt. Nadia.

A B A strong in English, as Hd master of the Putsuri I P Institution on Rs 45 rising to Rs 50.

A Hd Pandit passed from a Normal school and a 2nd master holding a certificate from the Calcutta Training class on Rs 18 and 10 respectively. Apply to the Secretary of the Subarnapur M E school up to the 15 August Subarnapur po, Nadia.

A graduate teacher on Rs 40. Apply to Hd master A C Institution Dishargarh (Burdwan).

A graduate and an Entrance passed candidate for the posts of the Assistant Hd master and an Asst. teacher of the Harina Bagbati H E school on Rs 45 and Rs 16 to Rs 18 respectively. The Asst. teacher will be provided with free board and lodge on private tuition. Apply to the Hd master. (Po Bagbati, Dt. Pabna).

A B course graduate as Hd Assistant Teacher for the Madaripur H E school on Rs 60 per month with prospects. Preference to a graduate with Honours in Mathematics.

A graduate Asst. Hd master for the Patuli H E school on Rs 40 at present rising to Rs 50 within a year.

A Normal 3rd year passed 2nd Pandit for the Maju R N Basu H E school on Rs 16, Board and lodging free on private tuition. Apply to the Hd master.

An Entranc passed officiating 2nd master for six months on Rs 15 per month. Mahadebpur M E school, Mahadebpur Po. (Rajshahi) Free board and lodging on tuition.

An F A Hd master on Rs 25 for the Mesra M E school in Pabna. Po Mesra, Pabna.

A graduate Asst Hd mastrt for the Jiaganj Edward Coronation Inst, Murshidabad on Rs 40 with prospect of increment.

An F A Hd master a Hd Pandit Normal 2nd year (New system) passed and a second Pandit M E passed or Entrance plucked (Mahomedans preferred) on Rs 30 Rs 18 and Rs 12 including boarding and lodging. If the 2nd Pandit takes the charge of Post office he may have it with some allowance. Srula Po, Dt. Khulna.

চৌবাড়ী মইং স্কুলে এফ, এ, হেঃ মাঃ। এণ্ট্রান্স ২য় পিঃ :বেতন যথাক্রমে ২০, ও ১০, আবা পাইবেন। বৈদ্য, শীল, বা সদ্গোপ চাই প্রাইভেট মিলিবে, অন্ততঃ এক বৎসরকাল টিকিয়া থাকিতে হইবে। পোঃ রায় দৌলৎপুর, পাবনা।

সবনপুর গ্রামস্থ কল্যাণেশ্বরী মইং স্কুলে এ বর্ণ্যাল হেঃ পঃ। ১৮৲ টাকা ও প্রাইভেট টিউসনিতে একবেলা আহার। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ মালানপুর, ভায়া সীতারামপুর জেলা বর্দ্ধমান।

ধুনট এডেড মইং স্কুলে নূ দ্বিতীয় বার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন মাসিক ১৫৲ টাকা ও আবা। কায়স্থ বা মুসলমান চাই। পোঃ ধুনট, বগুড়া।

আলহেলা উপ্রাঃ স্কুলে আবা ও মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে একজন এণ্ট্রান্স পড়া শিক্ষক। অলিহগা, পো চাচল জেলা মালদহ।

পলাশবাড়ী স্কুলে এণ্ট্রান্স সেকেণ্ড অথবা থার্ড ক্লাস পড়া এবং বাঙ্গালা নিম্ন প্রাইমারী ক্লাস পর্য্যন্ত পড়াইতে সক্ষম এরূপ বাঙ্গালা জানা একেক মুসলমান শিক্ষক বেতন সম্প্রতি ৬৲ টাকা ও আবা শ্রীমোবারকউদ্দীন আহম্মদ হেড পণ্ডিত পোঃ পলাশবাড়ী জেলা রঙ্গপুর।

সাহাপুর উপ্রাঃ স্কুলে একেক গুরু ট্রেণিং শিক্ষক। বেতন মাসিক ৮৲ ও আবা। পোঃ পাকুড়িয়া। জেলা পাবনা।

মোহাইল হাইস্কুলে একজন এ কোর্স বিএ হেড মাষ্টার বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা। প্রাইভেট পড়াইয়া আবা। পোঃ মোহাইল জিলা ঢাকা।

বিশ্বম্ভর ছাপাখানার জন্য ২ জন উপযুক্ত কাজ জানা কম্পোজিটার বেতন গুণানুসারে। শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ অধ্যক্ষ, পোঃ কালনা জেলা বর্দ্ধমান।

একজন এফ. এ. হেঃ মাঃ। বেতন ২০৲ টাকা ও আবা। সরঙ্গা মইং স্কুল, জেলা বর্দ্ধমান। ডাক্তার শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় পোঃ সরঙ্গা জেলা বর্দ্ধমান ভায়া কৈচড়।

মতিহারী, জেলা চম্পারণ, বাঙ্গালা মইং স্কুলের ২য় শিক্ষক বেতন ১০৲। প্রাইভেট পড়ানর সুবিধা হইতে পারে।

কুমারবাড়ী মইং স্কুলে একজন মুসলমান সেঃ বেতন আপাততঃ ১২৲ টাকা ও আবা। পোঃ কুমারবাড়ী, জেলা রংপুর।

ভাজপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ পড়া হেঃ বেতন ২০৲ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ পুড়াকন্দা, জেলা বাকুড়া।

নাকাশীপাড়া মইং স্কুলে ১৫ টাকা বেতনে একজন ড্রিল ড্রয়িং জানা নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক ১২ টাকা বেতনে একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। পোঃ নকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া।

মইং স্কুলে প্রধান শিক্ষক। বেতন ২০৲। আপ্রা। নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ও অন্ততঃ ৫ বৎসর প্রধান শিক্ষকতায় পারদর্শিতা চাই। মাহেশ, ভায়া শ্রীরামপুর, হুগলী। ই আই রেল, শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল।

জিলা ঢাকা, পোঃ গোপালদী,—গোপালদী মইং স্কুলে ছাত্রবৃত্তি কিম্বা মাইনর এবং গুরুট্রেণিং পাশ দ্বিতীয় পণ্ডিত। বেতন ১০৲ টাকা। মুসলমান হইলে খোরাকী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হেড মাঃ।

জেলা ময়মনসিংহ পোঃ চন্দ্রকোণা গণপতী মইং স্কুলে এফ. এ. হেঃ মাঃ। বেতন ২৫৲।

খড়রিয়া উইং স্কুলে নর্ম্মাল ড্রয়িং জানা পণ্ডিত বেতন ২০৲। মূলঘর পোঃ, খুলনা জেলা।

গোবিন্দপুর মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন গুণানুসারে ২৫৲ টাকা। [illegible] পোঃ রামনগর, [illegible]।

জেলা দিনাজপুর পোঃ [illegible] [illegible] এন্ট্রান্স পাস হেঃ মাঃ, ট্রেনিং [illegible] জানা নর্ম্মাল হেঃ পঃ, মাইনর পাশ [illegible] শিক্ষক। সম্পাদকের বাড়ীর ছাত্রদের প্রাইভেট টিউসন ৫৲ টাকা সহ ২৪৲ টাকা, হেঃ পঃ গুণানুসারে ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা, ২য় শিক্ষক ৮৲ এবং আপ্রা। উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] রহমান সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জেলা পাবনা সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চৌহালী মিডিল মাদ্রাসার জন্য একজন এফ. এ. হেঃ মাঃ ২০৲ হইতে ২৫৲। আবা ব্যবস্থা করা হইবে।

জেলা যশোহর আবাইপুর উ ইং স্কুলে নর্ম্মাল পণ্ডিত বেতন ২০৲ টাকা। পোঃ আবাইপুর।

চকদীঘি এস পি ইনষ্টিটিউশনের জন্য একটী ভাল ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ। বেতন ত্রিশ টাকা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শাখাটা মইং স্কুলে একজন সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১০৲ টাকা ও আঃ মুসলমান চাই পোঃ শাখাটা জিলা রঙ্গপুর।

সবনপুর গ্রামস্থ কল্যানেশ্বরী মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। ১৮৲ টাকা ও প্রাইভেট টিউসানতে একবেলা আহার। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ সালালপুর ভায়া সীতারামপুর। জেলা বর্দ্ধমান।

১২—১৫ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। আবা পাইবেন। শ্রীশশিভূষণ হাজরা জমিদার, পোঃ বাগনান, হাওড়া। ২৭।৮।০৯

জেলা যশোহর, পোঃ বল্লা, টাওরা মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। আবা বাদে ১৫—২০ টাকা।

যশোহর জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য একজন গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষক. গুণানুসারে ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। একজন কাব্যতীর্থ উপাধিধারী প্রধান পণ্ডিত ২০৲ হইতে ২৫ টাকা বেতন।

সালিখা এ এস স্কুলে নূ নর্ম্মাল পণ্ডিত। বেতন ১৫৲ টাকা। হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেসনের অতি নিকট প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়, হেড মাঃ শালিখা এ. এস স্কুল শালিখা পোঃ হাওড়া।

কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা বেতনে ওয়ার্কশপের কার্য্যে ও ড্রয়িংয়ের কার্য্যে সুদক্ষ একজন আর্ট শিক্ষক অন্ততঃ এক বৎসর কার্য্যে স্থায়ী হইতে হইবে। ৩১শে শ্রাবণের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একাউণ্টেণ্ট জাতীয় বিদ্যালয়।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ আনন্দপুর মইং স্কুলে ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা বেতনে একজন এফ এ হেঃ মাঃ।

সিহোল মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১০ টাকা মুসলমান হইলে আবা। হিন্দু হইলে কেবল বাসা পোঃ সিহোল দিনাজপুর।

উদ্ভট কবিতা।

পুরহর কতরৎ যুক্তং হালাহলকবল যাচঞাবচসোঃ ;
একৈবতব রসজ্ঞা তদুভয়রসতারতম্যজ্ঞা॥

হে পুরহর (= হে ত্রিপুরারি, = হে মহাদেব) হলাহল ভক্ষণ ও যাচঞাবাক্য এই উভয়ের কোন্‌টি যুক্ত (ভাল)? একমাত্র তোমার জিহ্বা (কটুতিক্তাদি রস যাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় সে = রসজ্ঞা) ঐ উভয়ের তারতম্য জানে। [মহাদেব ভিখারী এবং সমুদ্র মন্থনের পর বিষপানও করিয়াছিলেন—সুতরাং তিনিই জানেন কোন্‌টীতে অধিক কষ্ট হয়।]

দিবা নিরীক্ষ্য বক্তব্যং রাত্রৌ নৈবচ নৈবচ।
সর্ব্বত্র সঞ্চরিতে ধূর্ত্ত বটে বররুচির্যথা॥

দিনের বেলা চারিদিক চাহিয়া কথা কহিবে, রাত্রে কিছুই বলিবে না। সর্ব্বত্র ধূর্ত্ত (গোয়েন্দা) ঘুরিতেছে—যেমন বটগাছ তলায় বররুচি।

[এই শ্লোকটি ভূতের উক্তি। ভূত রাজা বিক্রমাদিত্যকে প্রশ্ন করিয়াছিল। সে প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারেন নাই। ভূত সেই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে অপর ভূতের সহিত রাত্রে বলাবলি করিতেছিল। নবরত্ন সভার বররুচি তাহা বৃক্ষতলে অলক্ষ্যে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন।]

কৌতুক-কণা।

১। অভাব—

বীরু (৩ বৎসরের বালক)।—মা, আমার ইচ্ছা করে আমার একটি ছোট বোন্ হয়।

মা। কেন রে?

বীরু। শুধু বেরালটাকে চটকাতে আর ভাল লাগছে না।

২। সাম্য—

পণ্ডিত। ঈশা, মূশা, বুদ্ধদেব, মহম্মদ প্রভৃতির অপেক্ষাও সাম্যবাদী কেহ হইয়াছিলেন কি?

ছাত্র। হাঁ, (১) ফরাসী বিপ্লবের সময়ে রবস্পিয়ার। তিনি কুলীন অকুলীন স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যুবক নির্বিশেষে গিলোটীনে সকলকেই আভিজাত্যের অপরাধী (অ্যারিষ্টোক্রাট) উল্লেখে

কাটিয়াছেন। (২) আটিলা, তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁ ও তুর্ক সুলতান আবদুল হামিদ। ইঁহারা স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ, সাধু সন্ন্যাসী গৃহী, কুলীন অকুলীন নির্বিশেষে অপরাধের উল্লেখ না করিয়াই সোজাসুজি বৃহৎ হত্যাকাণ্ড সকল সম্পন্ন করাইয়াছেন। (৩) যমরাজা। ইনি পাপী পুণ্যবান, দোষী নির্দ্দোষী কাহারও কোন প্রকার বাচ বিচার ব্যতীতই প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। "যমরাজ সমান ক্ষিতিতলে" হইবার আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন শাসনকর্ত্তারাই চূড়ান্ত সাম্যবাদী।

৩। বিধবা বিবাহের সুখ—

মেম। আস্তিনের উপর অত চওড়া কাল ক্রেপ বেঁধেছ কেন? কি হ'য়েছে?

সাহেব। তোমার প্রথম স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ ক'র্ত্তে বেঁধেছি। বেচারি মরাতে আমার সত্য সত্যই দুঃখ হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। সে যাওয়ায় আমারই ত যত ক্ষতি। [মেম সাহেবের মুখ তোলা হাঁড়ির মত হইল]

উদ্ধৃত

প্রাচীন ভারতের কলাবিদ্যা।

আর্য্যগণ শিল্পজ্ঞানকে কলা বিদ্যা বলিতেন। এই কলা বিদ্যা চতুঃষষ্টি (শৈব তন্ত্রোক্ত) শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। গীত। ২। বাদ্য। ৩। নৃত্য ৪। নাট্যাভিনয়। ৫। আলেখ্য। ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য। পুরাকালে নরনারীগণ কুঙ্কুম চন্দনাদি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিত; এই চিত্র রচনের (অলকা তিলকা প্রভৃতি) কৌশল বিশেষকে "বিশেষকচ্ছেদ্য" বলিত। ইহা সখীরা বা মালিনীগণ সম্পাদন করিত। মালিনীগণের ইহা জীবিকা ছিল। এখন অলকাতিলকাচিত্র সভ্যতানুসঙ্গত নহে বলিয়া পরিত্যক্ত, কাজেই এখন আর উহা জীবিকাপদবাচ্য নহে। দক্ষিণ দেশে আজিও প্রসাধিকাগণ অলক্তক পরাইয়া দুই এক পয়সা উপায় করে ইহা আমি দেখিয়াছি। কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এখনও লোকে উড়ে ও হিন্দুস্থানী ঘাটওয়ালার নিকট চন্দনের ফোঁটা পরিয়া থাকে। ইহাই পুরাকালের বিশেষকচ্ছেদের অপভ্রংশ বা অনুকরণ।

৭। তণ্ডুল কুসুম বলিবিকার॥ পুরাকালে পূজা ও যাগ যজ্ঞাদির সময় তণ্ডুলাদি দ্বারা যে নৈবেদ্যাদি রচনা ও গন্ধ পুষ্পাদি সাজান হইত তাঁহাকে তণ্ডুলকুসুম বলিবিকার বলিত। ইহাও ব্যক্তি বিশেষের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ ছিল। এখন আর ইহা বড় একটা দেখা যায় না।

৮। পুষ্পাস্তরণ।—ফুলের শয্যা ও ফুলের বাজন (পাখা) প্রভৃতি রচনা করা। পুরাকালে মালীরা এই কার্য্য করিত। এখনও ফুলের স্তবক (তোড়া) পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া স্থান বিশেষে কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জন করে। এখন এই কার্য্য মালির আর একচেটে নহে।

৯। দশন বসনাঙ্গরাগ॥ দশন রঞ্জন, বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন। পূর্ব্বকালে লোকেরা দাঁতে নানারূপ ছক কাটিত, গায়ে উল্কী পরিত। এখন এসব বঙ্গ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোকের মধ্যে দাঁতে ছক কাটা ও স্ত্রীলোকদের উল্কী পরা দেখা যায়। আমাদের দেশে বিলাসিনীগণ কাপড় চোবান ও আলতা পরা এই দুইটীমাত্র বজায় রাখিয়াছেন।

১০। মণিভূমিকাকর্ম্ম॥ মণি অর্থাৎ প্রস্তর তদ্দ্বারা চত্বর (উঠান) পিণ্ডিকা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা। ইহা একটী প্রধান শিল্প। ইহা বর্ত্তমান সময়েও সমধিক গৌরবের ও উপার্জ্জনের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভাস্কর্য্য হইতে অধিক উন্নত হয় নাই। বারান্তরে প্রমাণাদিসহ প্রাচীন মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখাইব।

১১। শয়ন রচন॥ খাট পালঙ্ক প্রভৃতি শয্যা রচনা চাতুর্য্য।

১২। উদক বাদ্য॥ জলে কোন পাত্র রাখিয়া অথবা কোনও পাত্রে জল রাখিয়া নানা তালে বাদ্য করা। ইহাই আধুনিক জলতরঙ্গ বাদ্য।

১৩। উদক ঘাত॥ প্রাচীন গ্রন্থে উদকঘাত শব্দের "জলস্তম্ভবিদ্যা" এইরূপ অর্থ দেখা যায়। দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা বলে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। ইহা মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন জলমগ্ন জাহাজের দ্রব্য উত্তোলনকারী ডুবুরিরাই জলস্তম্ভ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকে মাত্র।

১৪। চিত্র যোগ॥ আশ্চর্য্য কার্য্যপ্রদর্শন করা। ইহা এক প্রকার বাজী বিশেষ।

১৫। মাল্যগ্রথণে বিকল্প॥ নানাপ্রকার মালা বা পুষ্পের পেটরাদি প্রস্তুত করা। সুন্দর, বিদ্যার নিকট পুষ্পের পেটরায় ফুলময় মযূর্যান নির্ম্মাণ করিয়া হীরে মালিনীর দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন, বিদ্যাসুন্দর যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। অতিপুরাকালে মাল্যগ্রথনাদি সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য ছিল।

১৬। শেখরাপীড়যোজনা॥ শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপী পাগড়ী ও তাহার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করা।

১৭। নেপথ্য যোগ॥ রঙ্গরচনা, অভিনেতাদিগকে সাজান, এবং সাজের উপকরণাদি প্রস্তুত করা।

১৮। কর্ণ পত্রভঙ্গ॥ পুরাকালে রমণীগণ পত্র পুষ্পাদি নির্ম্মিত পত্রাকার কর্ণভূষণ ব্যবহার করিতেন। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা হইত সেই নারী রাজ মহিষীদের নিকট সৈরিন্ধ্রী (দাসী) পদ প্রাপ্ত হইত।

১৯। গন্ধযুক্তি॥ নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করা। ইহাও সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য ছিল।

২০। ভূষণ যোজন অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তাহার গ্রন্থনাদি। নির্ম্মাণ কার্য্যটী এখন স্বর্ণকারের হাতে গিয়াছে। গ্রন্থন কার্য্যটী প্রায়ই আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সম্পন্ন হয়।

২১। ইন্দ্রজাল॥ ভোজবাজী।

২২। কৌচুমার যোগ॥ সর্ব্বপ্রকার অক্ষরের অনুকরণ করাকে কৌচুমার যোগ বলে। আমরা ইহাকে জাল করা বলি। ইহাকে তস্কর [illegible] বলা যায়।

২৩। হস্তলাঘব॥ অলক্ষ্যে অতি সত্বর হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন করা। ইহা [illegible] চমৎকার বাজী। এখনও অনেক [illegible] বাজীকর আছে।

২৪। চিত্রশাকপূপভক্ষবিকার ক্রিয়া॥ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পিষ্টকাদি প্রস্তুত করা।

২৫। পানকরস রাগাসব। মদ্য নানাপ্রকার সরবৎ ও মোরব্বাদি প্রস্তুত করণ বারান্তরে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিব।

২৬। সূত্রক্রীড়া॥ সূত্রসংযোগে পুতুল নাচন ছায়াবাজী খেলা, ইহা অতি হীন ও সংকীর্ণ জীবিকা।

২৭। সূচীবাপ কর্ম্ম॥ সূচীকার্য্য ও বস্ত্র বয়ন কার্য্য।

২৮। প্রহেলিকা। কবিতার গোপনীয় [illegible] পরিজ্ঞান, ইহাকে হেঁয়ালী বলে, পূর্ব্বে [illegible] ইহাতে চমৎকৃত হইয়া রচয়িতাকে পুরস্কৃত করিত, এখন ইহার তত প্রচলন নাই।

২৯। প্রতিমালা॥ বস্তুর প্রতিরূপ [illegible] করা, বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যাকে ফটোগ্রাফ বলে।

৩০। দুর্ব্বাচক যোগ॥ যে সকল কাব্যের লিপির অর্থ সাধারণের বলিবার শক্তি নাই তাহা বলা, এই বিদ্যাটী পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকারী॥

... পুস্তক বাচন ॥ অতি শীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ ...বেশ করিয়া পুস্তক পড়া ও নানাপ্রকার অক্ষর পড়িতে পারা। এটীও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর সাহায্যকারী।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন ॥ নাটক অভিনয় প্রধান, এই বিষয়টী নাট্যাচার্য্য ভারত ঋষি রচিত গ্রন্থে বহুল রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সময়ান্তরে এই বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে।

৩৩। কাব্য সমস্যাপূরণ ॥ কাব্যের বা শ্লোকের অংশ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অবশিষ্টাংশ পূরণ।।

৩৪। পটীকাবেত্রবাণ বিকল্প ॥ পাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করা, হস্তী, অশ্ব, ও উষ্ট্র প্রভৃতির পৃষ্ঠাস্তরণ ও সাজ প্রস্তুত করা, বেতের দ্বারা আসনাদি নির্ম্মাণ ও যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৩৫। তর্ক কর্ম্ম ॥ একটী ছোট মৃত্তিকা বা পাষাণাদি নির্ম্মিত পিণ্ডে লৌহাদি শলাকা প্রোথিত করিলে তাহাই তর্কু নামে অভিহিত হয়। সাধারণ কথায় যাহাকে "টাকুয়া" বলে. ইহাদ্বারা বহুবেধ সূক্ষ্ম ও স্থূল সূত্র প্রস্তুত করা যায়। এই যন্ত্রে আমাদের দেশে (উত্তর বঙ্গে) ব্রাহ্মণ রমণীগণ পৈতা প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে সকল ব্রাহ্মণের মেয়েরাই পৈতা প্রস্তুত করিতেন। সম্প্রতি সভ্যতার যুগে নব্যাঠাকুরাণীগণ ইহাকে অসভ্যতা বোধে পরিত্যাগ করিয়া ইহার পরিবর্ত্তে বড় ঘরে পিয়ান বাজান ও আমাদের ঘরে কম্ফর্টার চেইন প্রভৃতি প্রস্তুত করা ধরিয়াছেন। আমাদের এখন তাসের সূতা পৈতা স্থানীয় হইবে বা হইয়াছে।

৩৬। তক্ষণ ক্রিয়া ॥ কাঠের কার্য্য। ছুতার মিস্ত্রিই ইহাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৩৭। বাস্তু বিদ্যা ॥ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য। বর্ত্তমানে যাহাকে ইঞ্জিনিয়ারীং কার্য্য বলে। পুরাকালে ইহার অতিশয় উৎকর্ষতা ছিল। এখনও গৌড়ে, পোহালে এবং পাটিয়া প্রভৃতি স্থানে অনেক ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন মন্দির তাহার সাক্ষী স্বরূপে আছে। এ সম্বন্ধে অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অন্য সময় ক্ষেপণ করা নিষ্প্রয়োজন। বারান্তরে এ বিষয়ের সবিশেষ ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে।

৩৮। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা ॥ সোনারূপা হীরকাদিরত্নের পরীক্ষা করা, এখন জহরিয়াই ইহার উপকারিতা জানে, বারান্তরে এবিষয়েরও বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা আছে।

৩৯। ধাতুবাদ ॥ সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুর সাঙ্কর্য্য নিরিহার জ্ঞান ও তাহার প্রস্তুত করণ বিধি, ইহাদ্বারা পুরাকালে রসায়ন বিদ্যার কিরূপ উৎকর্ষতা ছিল তাহা বুঝা যায়।

৪০। মণিরাগ জ্ঞান ॥ হীরক প্রভৃতি রত্নের বর্ণপরীক্ষা ও তাহাদের উজ্জ্বলতা সম্পাদন।

৪১। আকর জ্ঞান ॥ পরীক্ষাদ্বারা কোথায় কোন বস্তুর খনি আছে তাহা জানা।

৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ ॥ বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদগণের রোপণ, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ, ও চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান।

৪৩। মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি ॥ মেড়ার লড়াই, কুক্কুটের লড়াই, বটেরের লড়াই প্রভৃতি। বগুড়া সহরে এবং সেরপুরে পৌষ সংক্রান্তি দিনে এখনও বুলবুলের লড়াই হইয়া থাকে। অন্যত্র কোথাও আছে কি না জানি না। দণ্ডাচার্য্য প্রণীত দশকুমার চরিতে কুক্কুট যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

৪৪। শুকসারিকা প্রলাপ ॥ পক্ষীদিগকে বুলি শিখান। এখন যাহারা পাখী পোষণ করে তাহারা স্বয়ং তাহাকে বুলি শিখাইয়া থাকে। এ জীবিকা আর কাহারও নাই।

৪৫। উৎসাদন কর্ম্ম ॥ কৌশলে শত্রুবাস উচ্ছেদ করা।

৪৬। কেশ মার্জ্জন কৌশল ॥ চুলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার বিবিধ উপায়। পূর্ব্বে ধনিব্যক্তিগণ এই কার্য্যের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন।

৪৭। অক্ষর মুষ্টিকা ॥ সাঙ্কেতিক লিপি বিজ্ঞান।

৪৮। ম্লেচ্ছিতক বিকল্প ॥ ম্লেচ্ছ ভাষা ও ম্লেচ্ছশাস্ত্র জানা। এখনও ইহাদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আয়ের সম্ভাবনা আছে।

৪৯। দেশ ভাষাজ্ঞান ॥ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত থাকা।

৫০। পুষ্পশকটিকানিমিত্তজ্ঞান। পুষ্পশকটিকা রচনা বিদ্যার মূল উপকরণ জ্ঞান।

৫১। যন্ত্র মাতৃকা ॥ অল্লায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৫২। ধারণ মাতৃকা ॥ পূজার জন্য, ধারণের দেবতাদের রেখাময় শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র রচনা করিতে জানা।

৫৩। সম্পাট্য কর্ম্ম ॥ মণিমুক্তাদির কৃত্রিমতা নির্ণয় করা। এবং কৃত্রিমরত্ন প্রস্তুত করা।

৫৪। মানসী কাব্য ক্রিয়া ॥ অন্যের মনোভাব ছন্দদ্বারা প্রকাশ করা। এরূপ কৌতুক এখন আর নাই।

৫৫। অভিধানকোষচ্ছন্দোজ্ঞান ॥ শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

৫৬। ক্রিয়া বিকল্প ॥ একটী কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা।

৫৭। ছলিতক যোগ ॥ পরপ্রতারণার কৌশল। ইহাও একপ্রকার বাজী বিশেষ।

৫৮। বস্ত্র গোপন ॥ এক বস্ত্র লইয়া অন্য বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্র করিয়া দেখান। এই শিল্পটীর মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুরূহ।

৫৯। দ্যূত ॥ নানাপ্রকার জুয়া খেলা। তাস, পাশা, দাবা, খেলাকেও দ্যূত বলা যায়। অপ্রাণী বস্তু দ্বারা যে ক্রীড়া করা যায় তাহাকে দ্যূত বলে।

৬০। আকর্ষ ক্রীড়া ॥

৬১। বাল ক্রীড়নক ॥ বালকদিগের জন্য নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত করা।

৬২। বৈতালিকী বিদ্যা ॥ পূর্ব্বে হিন্দু রাজগণের স্তুতিপাঠক ছিল। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজগণের স্তুতিপাঠ কিরূপে করিতে হয়, তাহার জ্ঞানকে বৈতালিকী বিদ্যা কহে।

৬৩। বৈজয়িকী বিদ্যা ॥ শত্রু বিজয় বিষয়ক জ্ঞান

৬৪। বৈনায়কী বিদ্যা ॥ ভূত প্রেতাদি দেবযোনি বিশেষকে নিবারণ করা; অর্থাৎ যাহাকে ওঝা বলে। এখনও অনেক দেশে ভূত ছাড়ান, কালী ছাড়ান ওঝা আছে। মেয়ে মহলে তাহাদের এখনও অনেক প্রতিপত্তি দেখা যায়।

পুরাকালে, ভারতের শিল্প বিদ্যা উদ্ভিদ বিদ্যাদি অত্যন্ত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। আর্য্য বংশীয়গণ সকলেই প্রায় কলাবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। এই সমুদায় কলা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদিগকে কলাবিৎ বলা হইত। এখনও যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির অংশবিশেষ কেবলমাত্র সেতার বা তানপুরাদি যন্ত্র বাজাইতে এবং সেই যন্ত্রাদির যোগে গান করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কলাবিৎ বা কলাবৎ ইহার অপভ্রংশ "কালোয়াৎ" বলিয়া উহাতেই কলাজ্ঞানের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভে কৃতার্থ হই।

প্রাচীন কালে যন্ত্র বিজ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ পাঠে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আজকাল বাষ্পীয় শকট দেখিয়া, ইংরেজের কামান বন্দুক, গোলা

গুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশংসা করি। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ অধ্যাত্ম দর্শনে, জগতে যে অধিক উন্নত ছিলেন ইহা এখনও অনেক স্বদেশী ও বৈদেশিক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন; কিন্তু বাহ্য জগতের, অর্থাৎ সংসারে বাস করিতে হইলে যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন তাহাতে, পুরাকালে ভারত বাসীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না অর্থাৎ অণুবীক্ষণ বাষ্পীয় শকট ও দিগ্‌দর্শনাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিশেষ বিষয়গুলির আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সকলেই বলেন। আমি বলি ইহা অভ্রান্ত সত্য নহে। শিল্প সংহিতার অষ্টাদশাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বাষ্পযোগেতু বৈ যানং চকার বিধিনন্দনঃ।
অবিচ্ছেদ গতির্যন্ত বায়ুবৎ কামগামিনং।
নানোপকরণৈ র্যুক্তং ভাস্বন্তং পুষ্পকং বিদুঃ।"

অর্থাৎ—বিধিনন্দন বাষ্পযোগের বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণ করিলেন, ইহা আকাশ পথে ইচ্ছামত যাইতে পারে। ইহা দীপ্তিশালী ও নানাবিধ উপকরণযুক্ত। পুরাকালে ইহাকেই পুষ্পক রথ বলিত। শাল্বরাজ দানবের নিকট হইতে প্রাপ্ত কামগামী বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিয়া, বৃষ্ণী বংশীয়গণের বৈরস্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ঐ যান জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও পর্ব্বত শৃঙ্গে, যে কোন স্থানে চালান যাইতে পারে। ইহাও শিল্প সংহিতায় উক্ত হইয়াছে;

"স লব্ধকামগং যানং তমোধাম দুরাসদং।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং কৃষ্ণকৃতংস্মরন্॥
কচিদ্‌ভূমৌ কচিদ্‌ ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গে জলে কচিৎ॥

তবে এখন বিবেচনা করুন বর্ত্তমান সময়ের বাষ্পীয় শকট হইতে পুরাকালের পুষ্পক নামক বাষ্পীয় যানের উৎকর্ষতা ছিল কি না? এখন স্থলে রেলওয়ের গাড়ী, জলে ষ্টীমার, ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য অনেক। শিল্প সংহিতায় অষ্টাদশাধ্যায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ কৌশল লিখিত হইয়াছে।

"মনোর্ব্বাক্যং সমাধায় দেব শিল্পীন্দ্র শাশ্বতং।
যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্ট্যর্থে দূরদর্শনং।
পলালাগ্নি দগ্ধমৃদা কৃত্বাকাচ মনশ্বরং।
শোধয়িত্বাৈব শিল্পীন্দ্র নৈর্ম্মল্যং ক্রিয়তেচ তৎ।
চকার জলবৎ স্বচ্ছং পাতনং সুপরিষ্কৃতং।
বংশ পর্ব্ব সমাকারং ধাতুদণ্ডং প্রকল্পিতং।
তৎ পশ্চাদগ্রমধ্যেষু মুকুরস্ক নিবেশ সংযুতং।"

মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দূরদৃষ্টির জন্য স্থায়ী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে পলালাগ্নি দগ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা অধ্বংসী কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিসংস্কারে পুনঃ পুনঃ শোধন করিলেন, এবং ঐ কাচকে নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ ও পাতন করিয়া বংশ পর্ব্বের ন্যায় এক সচ্ছিদ্র ধাতু নির্ম্মিত নলের মধ্যে ও উভয় প্রান্তে পূর্ব্ব প্রস্তুত মুকুর (কাচ) সন্নিবেশিত করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন।—ইহাদ্বারা পুরাকালে ভারতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, ইহা দৃঢ়তা সহকারে প্রমাণিত করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, সে কালেও গ্লোবদ্বারা ভূগোল শিখান হইত; ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামকগ্রন্থে দেখা যায়।

"অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বাতু দারবং।
যন্ত্রাচ্ছন্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিতং॥
তোয়যন্ত্রং কপালাদ্যৈ ময়ূর নর বানরৈঃ।
সসূত্র রেণু গর্ভৈশ্চ সম্যক্‌ কালং প্রসাধয়েৎ॥
পারদা বায়ু সূত্রাণি শুক্রতৈল জলানিচ।
বীজানি পাংশবস্তেষু প্রয়োগাস্তেঽপি দুর্লভাঃ।
যারাদ্রুদণ্ড মুখোনিত্যময়স্কান্ত শলাকবৎ॥"

সময় নির্ণয় জন্য নানাবিধ ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হইত; এবং দিগ্‌দর্শনযন্ত্রেরও ব্যবহার ছিল, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণে শুনা যায়। কাহারও মতে থার্ম্মোমেটার, ব্যারোমেটার প্রভৃতি যন্ত্রও পুরাকালে প্রচলিত ছিল। দিশ্‌ নির্ণয় করিবার জন্য আর্য্যগণ দিগ্‌ দর্শন যন্ত্র প্রথমে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা প্রিনসেপ্‌স্‌ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইটিস পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লিখিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে শতঘ্নীনামক অস্ত্রের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যদ্দ্বারা এককালে শত জনকে হত করা যায়, তাহাকে শতঘ্নী বলে। গঙ্গার খাল কাটি বার সময় বিহাটনামক স্থানের নিকট ভূগর্ভগত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় সেই স্থানে শতঘ্নী অস্ত্র পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ঢাকা নারায়ণ গঞ্জের নিকট দেওয়ানবাগ:গ্রামে পুষ্করিণী খননের সময় ও ৩১৪ বৎসরের পুরাতন সাতটী কামান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমান নৃপতি ঈশাখাঁর সময়ে ১০০১ সালে ঐ সকল কামান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কামানগুলির দৈর্ঘ্য ৩৷৹ ফিট হইতে ৫৷৹ ফিট পর্য্যন্ত, ব্যাস ১৷৹ ফিট হইতে ২ ফিট পর্য্যন্ত। শতঘ্নী এখন তোপ বা কামান নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নিপুরাণে গোলা, গুলি বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। মহাত্মা প্রিনসেপ্‌ সাহেব বলিয়াছেন, যে, বারুদ ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল।

(বঙ্গদর্শনে) শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩৮৮। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চৌধুরী, হাসীমপুর ৩১।৭।১০
৫৭১। " বিহারীলাল গোস্বামী,
হেঃ মাঃ পতাজিয়া হাই স্কুল ঐ
৬৬৩। " ভূপতিনাথ ভট্টাচার্য্য,
৩নং আলবার্ট রোড্ ঐ
১৩৮৯। " অশ্বিনীকুমার হাজরা,
হেঃ পঃ কাউখালি, জি, টী, স্কুল ঐ
১৩৯০। আহম্মদ খাঁ, নূতন পাড়া স্কুল ঐ
৩৫৩। " মহেন্দ্র লাল ঘোষ,
হেঃ পঃ কান্দি, জি, টী, স্কুল ঐ
১৩৯১। " হেঃ মাঃ মতিহারি স্কুল ঐ
৫৭১। " হরেকৃষ্ণ সরকার,
২য় পঃ সুজাপুর মইংস্কুল ঐ
১৩৯২। " হেঃ মাঃ মালিয়াড়া হাইস্কুল ঐ
১৩৯৩। " হেঃ পঃ রীশড়া মধ্যাঃস্কুল ঐ
১৩৯৪। " হেমলাল মিত্র, খেসাড়া ঐ
৬২০। " সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, গোপালপুর ঐ
১১২৫। " কালীকুমার শর্ম্মা, মহম্মদ বাজার ঐ
১৩৯৫। " মৌতড় মইংস্কুল ঐ
১৩৯৬। " শিবনারায়ণ প্রধান,
হেঃ পঃ কালিকাচরণপুর ঐ
১৩৯৭ " নলিনীকান্ত মুন্সি, পাবনা
৫৪৮ " হেঃ মাঃ চিতাখরী মইং স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় B lucatioan Gaette Chinsurah

---

কামারেরচর মিডল মাদ্রাসার জন্য ট্রেণিং পরীক্ষোত্তীর্ণ নূ হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ টাকা কায়স্থ অথবা মুসলমান হইলে আবা। জামালপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে। পোঃ কামারের চর, জেলা ময়মনসিংহ।

২৪ পং কাকিহাটী মইং স্কুলে একজন নর্ম্যাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ। আবা বাদে বেতন ১৫৲ টাকা। পোঃ দমদমা ক্যাণ্টনমেণ্ট।

আমাদের নূতন মবাঃ স্কুলে একজন ইংরাজী, নর্ম্যাল হেঃ পঃ বেতন ১২৲ টাকা ও আবা; প্রাইভেট পড়াইলে মাসিক ৩।৪ টাকা হইবে। শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস সরকার পোঃ মীরগঞ্জহাট, ভায়া নীলফামারী।

আমার বাটীস্থ উপ্রা স্কুলে একজন মইং পাশ হেঃ পঃ ও উপ্রা পাশ সেকেণ্ড পণ্ডিত [illegible] যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৭৲ টাকা এবং আবা। গ্রাম মীরগঞ্জ, পোঃ মীরগঞ্জহাট, জেলা রংপুর।

কসবা সার্কেল স্কুলে গুরুট্রেণিং পাশ একজন ব্রাহ্মণ ২য় পণ্ডিত। বেতন ১০৲ টাকা ও আবা। শ্রীশ্রীনাথ বসু সার্কেল পণ্ডিত কসবা সার্কেল স্কুল পোঃ খোডাসিয়া, জেলা ঢাকা।

জেলা মালদহ পোঃ খরবা মথুরাপুর স্কুলে অনৈক মাইনর পাশ শিক্ষক। বেতন ৯৲ টাকা ও আবা। মথুরাপুর স্কুল পোঃ খরবা (মালদহ)

আমার ২টী পুত্রকে মাইনার ক্লাসে পড়াইবার জন্য অনৈক শিক্ষক। বেতন ৫৲ টাকা ও বাসা খরচ এণ্ট্রান্স ফেল এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ চাই। শ্রীরাধানাথ দাস গ্রাম বৈকুণ্ঠপুর পোঃ জামপুর রংপুর।

জেলা হাওড়া, পোঃ মাজু, ব্রাহ্মণপাড়া মইং স্কুলে একজন নূ নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা। বাসাখরচ দেওয়া যাইবে। কার্য্যের আরজোরী চাই। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কামারজানি [illegible] হাইস্কুলের জন্য এক জন এফ এ পাস হেঃ মাঃ ও একজন সেকেণ্ড মাঃ বেতন যথাক্রমে আবা সহ ২০৲ ও বাসস্থানসহ ১২ টাকা। প্রাইভেট টিউসন জুটিতে পারে পোঃ কামারজানি, রংপুর।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৬৫)

সাধু ও শান্ত।

আমরা সাধারণতঃ এক কথায় ঐ দুইটী কথার অর্থ করি। গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া যাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেখি, তিনিই আমাদের জ্ঞানে "সাধু-সন্ত"। বস্তুতঃ ঐ দুইটী পৃথক্ শব্দ, সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধু অর্থে ভাল, সৎ, সজ্জন। আর শান্ত শব্দের অর্থ শমগুণযুক্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত। সংসারসংগ্রামে জয়ী হইয়া, আত্মহিত সাধনে যাঁহারা যত্নবান হইয়াছেন তাঁহারা সাধু এই জন্য প্রথমোত্তমে, যাঁহারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিগতস্পৃহ হন, জ্ঞান উপার্জ্জনে নিরত থাকেন, নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে, ধ্যান ধারণায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন, তাঁহারা সাধুপদ বাচ্য। আর যাঁহারা সে পথ অতিক্রম করিয়া শান্ত সমাহিত হইয়াছেন তাঁহারা "শান্ত"। সাধনপথে সাধুর অনেক পরীক্ষা দিতে হয় কখন পদভ্রষ্ট হইয়া তাহা হইতে পতিত হইতে হয়, কিন্তু শান্তের পথে উপনীত হইলে তাঁহাদের আর সে ভয় থাকে না। ধর্ম্ম পথে সাধুর ভাব প্রথম, শান্তের ভাব দ্বিতীয়। সাধু মোহনিগড়ে আবদ্ধ হইতে পারেন, সম্মুখে বিপদ সাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া পিছু হটিয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতে পারেন। শান্ত সে পথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাবা নানক পন্থী শিষ্যেরা ইহার অর্থ বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) উদাসী যাঁহারা সংসার হইতে বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়াছেন। (২) যাঁহারা তাহা করিয়া, জ্ঞানযোগ-ধ্যানযোগ-কর্ম্মযোগ সাধন করিতেছেন। (৩) যাঁহারা এই সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া স্থির লক্ষ্যে উপনীত হইয়া "শান্ত" হইয়াছেন। শিখ সমাজে আমরা এই তিন শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান দেখিতে পাই। বাবা কমলদাস এই তৃতীয় শ্রেণীর লোক—শান্ত ও সমাহিত। তিনি তাঁহার এই তৃতীয় অবস্থায় কি মধুর শান্তি ভোগ করিতেছেন: দেখিলে অবাক হইতে হয়। এক স্থানে রট একহার্টকে ঠিক বলিয়াছিলেন।—

"I have read books enough and observed and conversed with enough of eminent and splendidly cultivated minds; but I assure you I have heard higher sentiments from the life of poor, uneducated men and women, when exerting the spirit of severe yet gentle heroism under difficulties and afflictions or speaking their simple thoughts as to the circumstances and lot of their friends and neighbours, than I ever met with outside the pages of the Bible."—

অর্থাৎ "আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি, এবং অনেক দেখিয়াছি, এবং অনেক জ্ঞানী মানী ধনীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের অপেক্ষা অজ্ঞান গরীবের মুখে যে সকল অর্থযুক্ত কথা শুনিয়াছি তাহার মূল্য অসীম; যখন তাহারা ধর্ম্মের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া, বিপদের মধ্য দিয়া অম্লান বদনে ভগবানের পথে অগ্রসর হয়, তাহা অপেক্ষা মহৎ দৃষ্টান্ত বাইবলের বাহিরে আর কোথায় পাওয়া যাইবে?" বস্তুতঃ জ্ঞানাভিমানী ধার্ম্মিকেরা, মান মর্য্যাদায় স্ফীত ধার্ম্মিকেরা, যে রূপে ধর্ম্মাধিকরণ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগের নিকট কাহার সাধ্য উপস্থিত হয়? সিমলা শৈলে অবস্থিতি কালে কাপ্তেন মাসের অনুরোধে আমরা এক লর্ড বিশপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি এক বৃহৎকায় সিংহ গম্ভীর হইয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলে তিনি গুরুগম্ভীরস্বরে বসিতে বলিয়া অনেকক্ষণ মৌনীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাহা দেখিয়া, একজন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সঙ্গীদিগের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম আজ খ্রীষ্টের এক মনোনীত মেষপালক দেখিব, ভাগ্যক্রমে দেখিতেছি তাহা ঘটিল না, এত মেষ শাবক নহে, এ যে সিংহ। এতদূর সাহস করিয়া এখানে আসা ভাল হয় নাই। তাহা শুনিয়া পাদ্রীপ্রবর একেবারে মেষরূপ ধারণ করিলেন, তাহার পর করুণা পরতন্ত্র হইয়া হাস্য করিতে করিতে মধুরালাপ করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। মহাত্মা খৃষ্ট ঠিক বলিয়াছেন Blessed are the poor in spirits for theirs is the kingdom of heaven."

তাহারাই ধন্য যাহারা গরিবী চালে দিন কাটায় কারণ সেই খানেই স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রভাবিত!

মহাশয়!

বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা উপলক্ষে মনে উদয় হওয়ায় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি:—

কয়েকটি ভদ্রলোক পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন, মেয়েটিকে যথারীতি সাজাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিলে তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা।" মেয়ে ক্ষীণস্বরে সলজ্জভাবে বলিল, "আমার নাম শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী।"

আরও অনেক সময়ে মেয়েদের নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিতে শুনিয়াছি, "শ্রীমতী অমুক।"

কোনও মেয়ে নিজের নাম নিজে বলিবার সময় "শ্রীমতী" শব্দ ব্যবহার করিতে পারে কিনা ইহাই উপস্থিত প্রসঙ্গ। কোন ছেলেকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমার নাম শ্রী অমুক।" "শ্রীমান্ অমুক" বলে না। বলা ঠিক নয়। শ্রীমান্ শব্দের অর্থ শ্রী অর্থাৎ শোভা, সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। শ্রীমতী শব্দের অর্থ শোভা, সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্না। ছেলে বা মেয়ে নিজের নাম বলিবার সময় শ্রীমান্ বা শ্রীমতী শব্দের প্রয়োগ করিলে আত্মাভিমান প্রকাশ করা হয়, উহা শিষ্ট নয়। ছেলে মেয়ে উভয়েই নিজ নিজ নাম বলিবার সময় কেবলমাত্র শ্রী বলিবে ইহাই শিষ্ট এবং শাস্ত্রানুমোদিত।

শাস্ত্রে আছে—

দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাঃ।
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥

অর্থাৎ দেবতার নাম বলিবার সময় শ্রী শব্দ পূর্ব্বে যোজনা করিয়া বলিতে হয়, যেমন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমধুসূদন ইত্যাদি। গুরুর পূর্ব্বে শ্রী শব্দের যোজনা করিতে হয়। যথা "শ্রীগুরু"। গুরুর বাসভূমি যেখানে সেই স্থানের নাম করিতে হইলে পূর্ব্বে শ্রী দিয়া বলিতে হয়। যথা 'শ্রীভাটপাড়া' "শ্রীনবদ্বীপ" "শ্রীখড়দহ" ইত্যাদি। ক্ষেত্রস্থানের পূর্ব্বে শ্রী বসাইতে হয়, যথা শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি। ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূর্ব্বে শ্রী বসাইতে হয়, যথা শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগদাধর ইত্যাদি। সিদ্ধ পুরুষের নামের পূর্ব্বে শ্রী দিতে হয়, যথা শ্রীভাস্করানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, ইত্যাদি। সিদ্ধাধিকার অর্থাৎ যাগাদি বিষয়ে যাহাদের অধিকার আছে, তাহাদের নাম বলিবার সময় শ্রী দিয়া বলিতে হয়। এই সিদ্ধাধিকার শব্দটিতে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নাম বলিবার সময় শ্রী দিয়া

বলিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। উদাহৃত. উক্ত বচনে নিজাধিকার শব্দটির ব্যাখ্যা স্থলে শাস্ত্রকার এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, বাগাদিতে যাহার অধিকার আছে সেই ব্যক্তি নিজের নাম বলিবার সময় শ্রী শব্দ পূর্বে যোজনা করিয়া বলিবে, অতএব জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বেই শ্রীশব্দের প্রয়োগ আবশ্যক. মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রী শব্দ বসাইতে হইবে না।

এইরূপে দেখা গেল যে নামের পূর্ব্বে যে শ্রীশব্দ উহা পারিভাষিক মাত্র, নিজের নাম বলিবার সময় শ্রী দিয়া বলিতে হইবে, জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রী বসিবে, মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রী বসিবে না।

স্ত্রী পুরুষ নিজের নাম নিজে বলিবার সময় শ্রীমতী, শ্রীযুক্ত শ্রীমান্ শ্রীযুক্ত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যদি কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকের নাম বলি বা লিখি তাহা হইলে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিব।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। ব্যবহারক্ষেত্রে স্নেহভাজনদিগের সম্বন্ধে শ্রীমান্ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, আমার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমুক ইত্যাদি। ঐরূপ স্থলে শ্রীযুক্ত বলা হয় না।

আর একটি কথা আছে। সাধারণতঃ অনেক অসংস্কৃতজ্ঞ লোকের মনের ধারণা এইরূপ যে, বিধবা স্ত্রীলোকদিগের নামের পূর্ব্বে শ্রীমত্যা বলিতে হয়, এবং শেষে দেব্যা বা দাস্যা বলিতে হয়। এই ভুল ধারণার হেতু এই বলিয়া মনে হয় যে, হয়ত :এক বা একাধিক পণ্ডিতলোক বিধবা স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার সময় শিরোনামায় লিখিয়া থাকিবেন—শ্রীমত্যা অমুকী দেব্যাঃ শ্রীচরণকমলেষু ইত্যাদি। এই অসমস্ত ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগটির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বোধ হয় এক বা একাধিক পাঠশালার গুরু মহাশয় বিধবা স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে শ্রীমত্যা এবং পরে দেব্যা বা দাস্যা লিখিতে হয় এইরূপ বুঝিয়া পাঠশালার ছাত্রদিগকে সেই মত শিখাইয়া থাকিবেন। সেই সকল ছাত্রদের মধ্যে আবার অনেকে হয়ত গুরু মহাশয় হইয়া ছেলেদের ঐরূপ শিখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু কথা, এই জাতীয় গুরু মহাশয়দিগের দ্বারাই উক্তরূপ ভুল ধারণা অসংস্কৃতজ্ঞ লোকেদের মধ্যে সাধারণতঃ প্রসারলাভ করিয়া থাকিবে, ইহা ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না।

বিবাহের নিমন্ত্রণের পত্রে আহিক ভাত কথাটি শুদ্ধ করিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধ শব্দ লেখা হইত। মনে হয় "দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ঐ কথাটি সংশোধন করিয়া দেন। তদবধি ইদানীং বিবাহের নিমন্ত্রণের পত্রে "আয়ুর্ব্বৃদ্ধ" কথাটির পরিবর্ত্তে "অন্যূঢ়াঃ" শব্দ অনেক স্থলে দেখিতে পাই।

অতঃপর মেয়েরা যখন নিজের নাম নিজে বলিবে বা লিখিবে তখন নামের পূর্ব্বে শ্রীমতী না বলিয়া বা না লিখিয়া "শ্রী" মাত্র বলিতেছে বা লিখিতেছে শুনিলে সুখী হইবে। ইত্যলং

শ্রীঃ—

উড়িষ্যার পর্ব্বতময়দেশের বিবরণ।(১)

অতমালিক ষ্টেট

ইহার ক্ষেত্রফল ৭৩০ বর্গ মাইল। কিন্তু ইহার সমুদয় অংশ পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহাতে প্রায় ৫০০ খানি গ্রাম আছে, তাহাতে মাত্র ৩১ হাজার লোকের বসতি, ইহার রাজার নাম মহেন্দ্র দেও। তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ৭ মাস। তিনি সুস্থ সবল ও আমোদপ্রিয়. মহারাজা আঙ্গুল রাজবংশের দুইটী ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তিনি উক্ত বংশের জ্যেষ্ঠা কন্যাকেই বিবাহ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর কনিষ্ঠা কন্যা কিছুতেই তাঁহার দিদিকে মহারাজের সহিত যাইতে দিতে সম্মত না হওয়ায় এবং উহাঁদের দুই সহোদরার মধ্যে অত্যন্ত অধিক প্রণয় থাকার বিবরণ প্রকাশ হওয়ায় উভয় পক্ষের কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত ছোট কন্যারও বিবাহ দিয়াছিলেন। মহারাজের একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা, কন্যা দুইটীর যথাক্রমে ১৫ ও ১৬ বৎসরে গুজরাটে ও উড়িষ্যায় বিবাহ হইয়াছে।

গ্রাম্য দেবতা—কেটোরা এবং আরও অনেক গ্রামে গ্রাম্যদেবতার মন্দির আছে। তিনি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে গঠিত এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা তাঁহার মন্দির রক্ষিত, কেটোরা গ্রামের দেবতার নাম খাম্বেশ্বরী। একজন পুরোহিত সপ্তাহে একবার তাঁহার পূজা করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জমি প্রদান করা হইয়াছে। বিবাহের সময়, দুর্ভিক্ষের সময় ও কোন সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে তাঁহাকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত পূজা করা হয়। তাঁহার নিকট ছাগ শিশু বলিপ্রদান করা হয় এবং অনেক চাউল ও তরকারীও নৈবেদ্য হয়। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক অনার্য্য গ্রামে পূর্ব্বে অনার্য্য দেবতার পূজা হইত, পরে আর্য্যগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের দেবতাসকলও আর্য্যদেবতার নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

বন জঙ্গল।—সমস্ত দেশই ভয়ানক বনজঙ্গলে আবৃত, প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণ দর্শন ইহাদের ভাগ্যে নাই। বাঁশ গাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বনে বন্যহস্তী প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে অনেক বন জঙ্গল পরিষ্কার হইতেছে এবং যেখানে জল পাওয়া যায়, সেখানে কিছু কিছু চাষও হইতেছে। গোন্দ ও খোন্দ নামক জাতিরা কৃষিকার্য্য করে। কিন্তু তাহারা চাষকার্য্যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। তাহারা চাষ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রায়ই সুরাপানে মত্ত হয় এবং কার্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তখন উড়িয়া হিন্দুগণ চাষের কার্য্য শেষ করে। এইরূপ কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করিয়াও তাহারা ঐ জঙ্গলে ঐরূপ অবস্থায় বাস করিতে পছন্দ করে।

গোন্দ জাতি।—ঠাকুরগড় নামে একটী গ্রাম আছে। ইহা অপেক্ষাকৃত একটু বড় গ্রাম। এখানে গোন্দজাতির সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে এবং উড়িয়া হিন্দুগণের সংখ্যা এইরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে যে কালে বোধ হয় এখানে গোন্দজাতির নাম পর্য্যন্ত থাকিবে না। গোন্দ জাতিরা তাহাদের জাতীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে এবং উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের বিবাহাদি উৎসব সম্পন্ন করান। বালিকারা স্বামী পাইলেই বিবাহ করিতে পারে, তাহাদের বিবাহের বয়সের স্থিরতা নাই। কেহ ১৫ বৎসরে বিবাহ করে, কেহ হয়ত ২৫ বৎসরে বিবাহ করে, তাহারা সমস্ত জন্তুরই মাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক গোন্দই উপবীত ধারণ করে।

বোড় রাজ্য

ইহা মহানদী তীরে অবস্থিত। এক সময়ে ইহা একটী বড় রাজ্য ছিল। এক্ষণে ইহা হইতে খোন্দ মহাল নামক একটী স্থান ইংরাজগণের অধিকারে আসিয়াছে। এক্ষণে বোড় রাজ্যের ক্ষেত্রফল ২৬৭৬ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। ইহার চতুর্দ্দিকে পাহাড় সীমাবদ্ধ ভাবে অবস্থিত আছে। খোন্দ মহালের অধিবাসীরা পূর্ব্বে বোড়রাজাকে নামমাত্র মানিত, কিন্তু

রাজাকে কোন কর দিত না এবং আপনাদের মধ্যে কনৈক মণ্ডল রাখিয়া তাঁহার দ্বারা সমুদয় বিবাদ মিটাইয়া লইত। কথিত আছে যে খন্দ পৃথিবীদেবীর উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রে নরবলি প্রদান করিত। খোন্দের রাজা ইহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। সুতরাং ইহার প্রতিরোধার্থ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হন [Act. XXI of 1845] এবং খোন্দের রাজাও আনন্দে তাঁহাদের হস্তে খোন্দ মহল অর্পণ করেন। সুতরাং খোন্দ মহল এখন ইংরাজ রাজ্য। এবং খোন্দজাতি আমাদের প্রতিবাসী। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আঙ্গুলে একটী মহকুমা (সব ডিভিজন) স্থাপন করিয়াছেন। একণে নরবলি প্রথা নিবারিত হইয়াছে, এবং যদিও খোন্দ জাতি অদ্যাপি কাহাকেও কর দেয় না তাহা হইলেও এক্ষণে তাহারা শান্ত কৃষক হইয়াছে ও তাহারা স্কুল আদালত প্রভৃতি পাইয়াছে।

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ, চতুর্থ শিক্ষক, বাবুলিয়া জেলাই স্কুল, খুলনা।

সদালাপ। (২)

২০। মানস পূজা।—"মনসা সমগ্র আচার-রূপাপনয়েৎ।" অসমর্থ পক্ষে মনে মনে সমস্ত আচার পালন করিবে—ইহা শাস্ত্রের আদেশ।' নানা কাজের মধ্যেও মনে মনে সন্ধ্যা, আহ্নিক, স্নান, পূজা, ভোগ, রাগ সমস্তই করা চলে। এই আসন শুদ্ধি করিলাম, এই ঠাকুরকে স্নান করাইলাম, এই ধূপ দিলাম, এই দীপ জ্বালিলাম, এই দ্রব্য সংযুক্ত নৈবেদ্য দিলাম, এই সকলরূপ ভাবিয়া হৃদি পদ্মাসনে ইষ্ট দেবকে বসাইয়া ধ্যান কর। বাহ্য কোন লক্ষণই পূজায় পাওয়া যাইবে না—অথচ যোগীর ন্যায় স্থিরচিত্তে উৎকৃষ্ট পূজা হইয়া যাইবে। ভক্ত সাধক জীবন্মুক্ত রামপ্রসাদ গান গাহিয়াছেন—

মন তোর এত ভাবনা কেন।
জয়কালী বলে বস না ধ্যানে॥
ফলে ফুলে কল্পে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে॥

ভগবৎ স্মরণে সমস্তই পবিত্র। কাপড় ছাড়ার স্নান করার কি তাহার চেয়ে পবিত্র করিতে পারে? শুচিবাই একটা মানসিক রোগ। বিদ্যালয় বসিয়া, পাঠশালা যাইতে, আফিসে যাইবার সময় ট্রামে মানব সকল সময়েই পূজা, ধ্যান, করা যায়। কোন ছেলে খুব গোলমালের মধ্যে পড়িতে পারে, কাহারও নির্জ্জন গৃহ চাই। পূজাও গোলমালের মধ্যে অভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ। নির্জ্জন গুহার অন্বেষণে বাহির হইবার প্রয়োজন নাই।—

একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক রাত্রিদিন মজুরীর খাটুনির মধ্যে অবসর কিছুমাত্রই পায়না দেখিয়া গোবর কুড়াইতে কুড়াইতে মানস পূজা আরম্ভ করিল। একদিন গোবর কুড়াইতে বড় দেরী হইলে সর্দার খুঁজিতে গিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটী গোবরে হাতদিয়া চোখ বুজিয়া আছে। সর্দার রাগিয়া স্ত্রীলোকটীর পিঠে এক লাথি মারিয়া উহার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া দিল। মারের ধমকে স্ত্রীলোকটী মুখ থুবড়িয়া পড়িল এবং মুখ হইতে একটী ছোট খুরি বাহির হইয়া পড়িল। খুরির কথা জিজ্ঞাসায় স্ত্রীলোকটী কোন উত্তর না দিয়া গোবর কুড়াইতে লাগিল। মনিব পরে এই ব্যাপার শুনিয়া অনেক জিদ করায় স্ত্রীলোকটী বলিল যে সে নারায়ণের পূজা করিয়া তাঁহাকে ভোগ দিতেছিল। খুরি লইয়া দধি দিতে যাইবে এমন সময় ধাক্কা খায়।"—গল্পটীর উপদেশ এই যে মানস পূজাই প্রকৃত পূজা।

[২১]—বৈরাগ্য।—এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন কোন জেলেকে মাছ আনিতে হুকুম দিয়াছিলেন। সেদিন জালে কিছুতেই মাছ পড়িল না। জেলের দেরীতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিবার জন্য রাজা প্রহরী পাঠাইলেন। কাল উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া জেলেও মহাভয়ে ভীত হইয়া নদীতীরস্থ এক জঙ্গলের ধারে নৌকা লাগাইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। নৌকায় সে তামাক খাইয়াছিল, সেই কলিকার ছাই কপালে মাখিয়া, গামছা ছিঁড়িয়া তাহারই কপ্‌নি পরিয়া কাঁটা ঝোপের ভিতর গিয়া সে স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিল। সে শুনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল যে সাধুকে কেহ পীড়ন করে না। জেলেকে অনেক খুঁজিয়াও প্রহরীরা পাইল না। নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল; উহারা ধরিয়া দেখিল যে তাহাতে জেলে নাই। জেলে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে স্থির হইল। যাহারা নদীতীর অনুসন্ধান করিতেছিল তাহারা কাঁটা ঝোপের মধ্যে স্থিরাসন এক যোগী দর্শন করিয়া রাজাকে সে সংবাদ দিল। রাজা সাবেক কেলে, খামখেয়ালি কিন্তু স্বধর্ম্মানুরক্ত আস্তিক পুরুষ। সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক সংযমী এজন্য তাঁহাদের প্রতি রাজা ভক্তিমান। নূতন সাধুর এরূপে সমাগম সংবাদ পাইয়া তিনি ফল পুষ্প ও দুগ্ধাদি ভেট লইয়া স্বয়ং দর্শনে গেলেন। জেলে মহাভয়ে বরাবরই স্থিরভাবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে। যখন সকলে ফিরিয়া গেল, লোক সমাগমের শব্দ থামিল, তখন চক্ষু খুলিয়া দেখিল যে জাল নৌকা ছাড়িয়া কৌপীন পরিয়া অন্তরে স্থির আসনে দর্শনামাত্র জপ করার ফলে তাহার জন্য এরূপ আহার্য্য সকল প্রদত্ত হইয়াছে যে সেরূপ সে কখন খায় নাই। স্বয়ং রাজা আসিয়া সম্মাননা করিয়া গিয়াছেন! জেলে আর কৌপীন ত্যাগ করিল না। সন্ন্যাসী হইয়া গেল। —জন্মান্তরের সংস্কারেই সে ওরূপ স্থিরাসন হইতে পারিয়াছিল। সহজেই সাধন মার্গে উন্নতিলাভ করিল।

[২২] আপন আপন কর্ত্তব্য পালন।—পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা ৺লছমীশ্বর সিংহ যথাক্রমে এক সহস্রখণ্ড মোহর ও ছয় হাজার টাকা নজর দিয়াছিলেন। স্বামীজী মোহর টাকাগুলি ছড়াইয়া উহার উপর বসিয়াছিলেন। হাতে লইয়া—গায়ে পিঠে ঠেকাইয়াছিলেন [পরমহংসদিগের কিছুতেই বিকার হইতে নাই—আবার কিছুই লইতেও নাই] পরে তাঁহার মধুর হাসির সহিত বলিয়াছিলেন "এইবার এ সব লইয়া যাও। আমার একটা কৌপীনও নাই যে তাহার ভিতর দুইটা পুরিয়া রাখিব।"

নজর ফেরত লওয়া মহারাজাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল কিন্তু স্বামীজির "আদেশ" উহাঁদের ভৈটরূপে পালন করিতে হয়, ঐ টাকা আনন্দবাগের বাহিরে বিতরিত হইয়াছিল। কৌপীন ত্যাগীকে অর্থ দিতে আসাতেই উহাঁদের কষ্ট হইয়াছিল। কাশ্মীরের মহারাজা জোড়হস্তে স্বামীজীকে কোনরূপ আদেশ করিতে বলেন যে তাহা তিনি পালন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। স্বামীজি বলেন "তোমার রাজ্যে কর্ত্তব্য পালন কর। প্রজার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর। ইহার অপেক্ষা পবিত্রতর সুতরাং প্রিয়তর কর্ম্ম কিছুই নাই।" প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্ত্তব্য সযত্নে ভগবৎ স্মরণে করিলেই পৃথিবীর সকলেরই তৃপ্তি এবং বিশ্বাত্মার তৃপ্তি।

[২৩] [সাধুসেবার ফল]। ৺রামচরণ তেওয়ারি শ্রীশ্রী ভাস্করানন্দ স্বামীর সেবক ছিলেন। স্বামীজির সেবায় থাকিয়াই তিনি বিস্তর টাকা পান। রাজা মহারাজা প্রভৃতি স্বামীজিকে কিছু দিতে না পারিয়া তাঁহার চিরদিন সেবকগণে স্বামীজির চক্ষের বাহিরে অনেক টাকা দিতেন। এক সময় স্বামীজিকে ঐ কথা জ্ঞাপন করা হয়। স্বামীজি উত্তর করেন

"দেখ কেহ ঠাকুর পূজা করে মুক্তির জন্ত। কেহ পুত্র সন্ততি বলিয়া পূজা করে। রামচরণ মুক্তিকামী না হইয়া যদি ধনকামী হইয়া গুরু সেবা করে তাহা হইলে কি উহার ধন হইবে না? পূজারী দেবতার নাম করিয়াই টাকা লইয়া থাকে।" তেওয়ারীজি একান্তই নিঃস্ব ছিলেন। তিনি ৪৫ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সাধুসেবার সম্বন্ধে তাঁহার ইহাই ঐহিক ফল।

[২৪] সাধুদর্শনের ফল।—ভারত সম্রাট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে একটি ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া দেন এবং ব্যবস্থা করিয়া দেন যে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ঘণ্টা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিবে। যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল, ঘণ্টা বাজিল না। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। যজ্ঞেশ্বর চক্রী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ কেহ অভুক্ত নাই ত?" অনুসন্ধানে জানা গেল যে নিকটে এক সাধু আছেন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও আসিয়া খান নাই। ভীম প্রেরিত হইলেন। সাধু বলিলেন, "অশ্বমেধের ফল আমাকে অর্পণ না করিলে আমি খাইতে যাইব না।" শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডবেরা এত বড় যজ্ঞের ফলে জ্ঞাতিবধ দোষ নিরাকরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—সাধুকে সেই ফল দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদের বুদ্ধিবল ও ভরসা শ্রীকৃষ্ণকে তখন দেখিতে পাওয়া গেল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পঞ্চপতিকে দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি গিয়া সাধুকে লইয়া আসিতেছি।" অচিরেই দ্রৌপদী সাধুকে লইয়া আসিলেন। তাঁহার খাওয়া হইল এবং যজ্ঞপূর্ণ সূচক ঘণ্টা বাজিল। দ্রৌপদীকেও সাধু অশ্বমেধের ফল দিতে বলিয়াছিলেন। দ্রৌপদী উত্তর করেন, "এক অশ্বমেধের ফল কেন, সহস্র অশ্বমেধের ফল অর্পণ করিতেছি। সাধু সন্দর্শনে গমন করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। তিনি সহস্র পদেরও অধিক সাধুর নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন, সুতরাং সহস্র অশ্বমেধের ফল পাইয়াছেন।" ইহাতেই সাধু তুষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

[২৫] বৈরাগ্য।—এক রাজার বাড়ীর অন্দরে কোন মেথরাণী কাজ করিত। একদিন তাহার অসুখ করায় সে মেথরকে বলিল, তুমি আমার কাপড় পরিয়া রাজবাটীর অন্দরে কাজ করিয়া আইস। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। কাজ করা বন্ধ দিলে মহা-হাঙ্গামা ঘটিবে। মেথর তদ্রূপ করিল, কিন্তু রাণীকে দেখিয়া তাহার বুদ্ধি [illegible] হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেথর মেথরাণীকে সকল কথা বলিল এবং আর একবার দেখিতে পাইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। মেথরাণী বলিল "তাহার জন্ত চিন্তা কি? রাণী যাকে আমি প্রার্থনা করিলেই তিনি দেখা দিবেন।" মেথরাণী এই প্রস্তাব রাণীর নিকটে করায় তিনি প্রথমে বিরক্ত হইলেন পরে মেথরাণীর ক্রন্দনে স্বীকার করিলেন যে দেখা দিবেন কিন্তু অন্দরে আবার পুরুষ মানুষ আসায় তিনি একেবারেই অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন উহাকে সাধু সাজিয়া রাজধানী হইতে দূরে থাকিতে বল। আমি রাজার অনুমতি লইয়া শিবিকারোহণে আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিব। মেথরাণীর উপদেশ মত মেথর সাধু সাজিল। এদিকে রাণীর সাধু দর্শনের প্রস্তাবে রাজা সাধুর সম্বাদ লইতে লোক পাঠাইলেন। পরে কয়েকদিন বিলম্বে অনুমতি দিলেন। পালকী রক্ষক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে রাণী সাধু দর্শনে গেলেন। মেথরাণীও সঙ্গে গেল। মৌনী ধ্যানপরায়ণ চক্ষুমুদ্রিত সাধুকে দেখিয়া অনেকের ভক্তি হইল। সাধু দর্শনের পর সকলে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাণী ও মেথরাণী আবার সাধুর নিকটে গেলেন। মেথরাণী বলিল "চক্ষু খুলিয়া দেখ। যে রাণীকে দেখিতে চাহিয়াছিলে আমি তোমার পত্নী তাঁহার সহিত সম্মুখে রহিয়াছি।" মেথর উত্তর করিল "তুমি সেই মেথরাণী এবং সতী তোমার সেই মহারাণী বটেন কিন্তু আমি আর সে মেথর নাই। আজ ১৫ দিন অহর্নিশ দুর্গা নাম জপে মনের দুর্মতি ও মনের কালী ঘুচিয়াছে।" মেথর আর চক্ষু খুলিল না, সিদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইল।

[২৬] সংযতের উপদেশ। এক ব্রাহ্মণ তাহার ৮।৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কোন সাধুর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন "আমার এই পুত্র প্রত্যহ চারি পয়সার গুড় খায় এবং অত গুড় না পাইলে অত্যন্ত রোদন করে। আমার উপদেশে বা তাড়নায় কোন কার্য্য হয় না। ইহার কোন ব্যবস্থা করুন," সাধু বলিলেন, একপক্ষ গত হইলে পুনরায় আসিও।" ব্রাহ্মণ পক্ষান্তে পুনরায় পুত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু বালকের মুখ ধারণ করিয়া মধুরস্বরে বলিলেন "বেটা! আর গুড় খাইও না। রোদনও করিও না।" সাধু বালকের পিঠ ঠুকিয়া আদর করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বালক একেবারেই গুড় খাওয়া ছাড়িল এবং রোদন করাও ছাড়িল। ১০।১২ দিন পরে ব্রাহ্মণ সাধুর নিকট এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সম্বাদ দিলেন এবং আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এক কথাতেই যখন এরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তখন প্রথমবারেই কিছু না বলিয়া এক পক্ষ বাদে আসিতে কেন বলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কি বলিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। আপনি বাক্‌সিদ্ধ!" সাধু স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "ভাই! যে সংযমের কাজ নিজে করি না তাহার উপদেশে ফল থাকে না। আমি রোদন করি না, কিন্তু আহারের সময়ে গুড় একটু একটু খাইতাম। উহা ত্যাগ করিয়া, উহার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এক পক্ষ নিজেকে পরীক্ষা করিয়া, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে দেখিয়া, তবে তোমার পুত্রকে দৃঢ়ভাবে মনের সমস্ত বলের সহিত আদেশ করিতে অধিকারী হইয়াছিলাম।" লজ্জিত ব্রাহ্মণও গুড় খাওয়া ছাড়িলেন।—কতই দৃঢ় সাধনায় এবং কতই সংযমে ও ত্যাগে সিদ্ধি মিলে।

শ্রীঃ—

কুষ্ঠব্যাধির ঔষধ।

মহাত্মা শ্রীমৎ স্বরূপ প্রকাশানন্দস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নিমপাতার রস তিন ছটাক বা আধ পোয়া। ২২।।০ দিন বাদ রস এক পোয়া। ৪০ দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ এক পোয়া। সকালে ৭।৮টার মধ্যে উহা খাইতে হয়। জল যেন পাতায় থাকে না। চানার রুটী পথ্য। ৫।৬ সের ছোলা জলে ভিজাইয়া সেই জলমাত্র পানীয়। এ ছাড়া যাবৎ সংসারের কোন কিছুই খাইতে পাইবে না। ইহাই শ্বেত বা গলিত সকল প্রকার কুষ্ঠের ঔষধ। ৪০ দিন বাদ আধা চানা ও আধা গমের রুটী। নিমের রস ৪০ দিন পরে বন্ধ। আধ পোয়া করিয়া ঘি তখন খাইবে। সকল তরকারি তখন খাইতে পারে—অলবণ। ছয়মাস পর্য্যন্ত নিরক্ত, দধি, ও অম্ল বারণ। [illegible] খাইলে শরীর ফাটিয়া যাইবে।

অন্যান্য ব্রণ বা ফোড়াতেও অল্প মাত্রায় কয়দিন এ নিয়মে ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া রক্তশুদ্ধ হইবে। ৪০ দিন বাদে দুধ খাইতে পারে। নিমক [illegible] খাইবে না।

রাজ তরঙ্গিণী—[illegible] তরঙ্গ।

মহাত্মা রাজা অবন্তিবর্ম্মা সমগ্র ধনরত্ন যাচকদিগকে এরূপে প্রদান করিয়া ফেলিলেন যে তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাজচিহ্ন চামর ও ছত্রটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

সেই সময়ে কএকটী ঐশ্বর্যশালী জাতিরা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবশে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে কাশ্মীর-পতীকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

তিনি অসম সাহসের বলেই বারংবার যুদ্ধে সেই ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিলেন। রাজ্যের যাবৎ বিঘ্ন দূর করিয়াও তিনি এতই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন যে, স্বজনবন্ধু ও পরিজনদের সঙ্গে ভাগাভাগি না করিয়া রাজসম্পদ ভোগ করিতে পারিলেন না।

তিনি জাতিদের বড় ভাল বাসিতেন বলিয়াই বৈমাত্রেয় ভাই বুদ্ধিমান শূরবর্ম্মাকে বিশাল কাশ্মীরের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

ঐ শূরবর্ম্মা গাধুরা ও হস্তিকর্ণ নামক দুটী গ্রাম পিতা সেবার উৎসর্গ করিয়া নিজ নামের সঙ্কেতে শূরবর্ম্মস্বামী নামক বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এবং ঐ বিষ্ণু মন্দিরেরে কাছেই এক অপূর্ব্ব গো রক্ষার স্থান প্রস্তুত করাইলেন। সেই রাজার সমর নামে আর এক ভাই নিজের নাম সঙ্কেতে সমরস্বামী নাম দিয়া চতুর চূড়ামণি বৈকুণ্ঠনাথের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং ধীরও বিপন্ন নামে তাঁহার ধীরশ্রেষ্ঠ আর দুটি কনিষ্ঠ ভাইও নিজেদের নাম সঙ্কেতে ধীরাবাস ও বিপন্নাবাস নামে দুই দেবালয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই অদ্ভুত কথা শুনা যায় যে সেই দুই ভাই সংসারে বাহ্যিক পাগলের ভাণ করিয়া আন্তরিক জ্ঞানোদয় হেতু অলৌকিক প্রভাবকে সর্ব্বদা গোপন রাখিয়া বিচরণ করিতেন। শেষ জীবন্মুক্ত হওয়াতেই এই শরীরেই শিবলোকে যাইয়া শিব সভার প্রধান সভ্য পদ পাইয়াছিলেন।

যুবরাজ শূরবর্ম্মায় শ্রীমান্ মহোদয় নামে প্রধান দেওয়ান নিজ নামানুসারে মহোদয়স্বামী নামকরণ করিয়া যে বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই দেবালয়ে তৎকালীন ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক রামঠ শর্ম্মাকে বেতন দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যান কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

এডুকেশন গেজেট

২৮ শে শ্রাবণ ১৩১৬ সাল ইং ১৩ই আগষ্ট ১৯০৯ সাল

আষাঢ়ের পুরস্কারের ফল।

১ম প্রশ্ন। পুরস্কৃত ব্যক্তি—

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য পারাজ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পোঃ পারাজ, জেলা বর্দ্ধমান।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরার অফ বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জামালপুর, ই আই আর, লুপ।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

ভারতবর্ষে যে সামাজিক বর্ণভেদের ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা অতি উদার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, জাতিভেদটা কেবল গৃহস্থাশ্রমের মধ্যেই প্রবল, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে জাতিভেদ মানিতে হয় না। অপরাপর আশ্রমের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশেষ এই যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহ আছে, অন্যান্য আশ্রমে বিবাহ নাই। আর একটী বিশেষ এই যে, গৃহস্থাশ্রমে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ব্যবসায় অবলম্বন আছে, অপরাপর আশ্রমে তাহা নাই। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। অথচ জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অপ্রায়শ্চিত্তিক কোন দোষ হয় না। জাতিভেদ প্রথা মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া আছে। বিবাহ প্রতিষেধ দৃঢ় সম্বদ্ধ করিবার জন্যই খাওয়া দাওয়ার বিষয়েও আঁটা আঁটি হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবাহ প্রতিষেধক বর্ণভেদ প্রথার নৈসর্গিক কারণ আছে। উহা এদেশে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই এখানে জন্মিয়াছে।

২য় প্রশ্ন। পুরস্কৃত ব্যক্তি—

শ্রীবসন্তকুমার সরকার, পোঃ আমতলা, জেলা মুরসিদাবাদ।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ—

(১) শ্রীরামদয়াল বিশ্বাস ৩য় শিঃ এবং লাইব্রেরিয়ান, নলডাঙ্গা ভূষণ স্কুল লাইব্রেরী, পোঃ নলডাঙ্গা রাজবাটী, যশোহর। (২) শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত, ইলছোবা, পোঃ ইলছোবা মণ্ডলাই, হুগলী (৩) রাধানাথ সিংহ, গড়বেতা গুরুট্রেনিং স্কুল, পোঃ গড়বেতা, জেলা মেদিনীপুর। (৪) শ্রীঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ হেড পণ্ডিত সামসাবাদ বোর্ড স্কুল, পোঃ নন্দীগ্রাম জেলা মেদিনীপুর। (৫) শ্রীসন্তোষ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "রোজ ভিলা", হুগলী, পোঃ হুগলী জেলা হুগলী। (৬) শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুরাডি মধ্য স্কুল, পোঃ মুরাডি, জেলা মানভূম।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

১। মুঙ্গের ভাগলপুর, পাটনা। ২। বরিশাল, ঢাকা, সিলেট। ৩। মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া। ৪। কাণপুর, আগরা, বারাণসী। (৫) ওলটেয়ার, মান্দ্রাজ, ট্রিচিনোপলী। (৬) অমৃতসহর, লাহোর, সিমলা। ৭। সুরাট, আমেদাবাদ, পুনা। ৮। হাইদরাবাদ, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা।

৩য় প্রশ্ন। পুরস্কৃত ব্যক্তি

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, পুরুলিয়া নামোপাড়া, পোঃ পুরুলিয়া, জেলা মানভূম।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের নাম—

(১) শ্রীভূপতি ভূষণ ঘোষ, হেঃ পঃ রামনগর ইউনিয়ন মইঃ স্কুল, পোঃ রাইপুর, ভায়া বোলপুর। (২) শ্রীমহম্মদ ইউছফ আলি, হেঃ পঃ পাবনা গুরু ট্রেনিং স্কুল। (৩) শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস হেঃ পঃ জি এল এম ভি স্কুল পোঃ সাতক্ষীরা খুলনা। (৪) শ্রীরাখহরি দাস, হেঃ পঃ বিষ্ণুপুর মধ্য স্কুল পোঃ বসোয়া, ভায়া রামপুরহাট, বীরভূম। (৫) শ্রীসত্যকুমার দে, শিক্ষক দীননাথ ব্রাঞ্চ স্কুল, কাঞ্চননগর, বর্দ্ধমান। (৬) শ্রীভুবন মোহন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, পিঙ্গলা কৃষ্ণকামিনী বিদ্যালয়, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর। (৭) হেড মাষ্টার আহম্মদপুর মইঃ স্কুল, পোঃ আহম্মদপুর, বীরভূম। (৮) শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম। (৯) শ্রীবিমলা কুমার দাস, গ্রাম জয়কৃষ্ণপুর, পোঃ বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালি। (১০) শ্রীষষ্ঠীচরণ দাসগুপ্ত, সার্কেল পণ্ডিত ঝাউকাঠী পোঃ ঝাউকাঠী জেলা বরিশাল।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

ইউক্লিড ৪র্থ অঃ ১০ম প্রতিজ্ঞায় দেখান হইয়াছে—

$\text{গঘ} = \text{গখ} = \text{কখ}$, এবং

$\text{ঘক} \cdot \text{কগ} = \text{কখ}^{২}$

কিন্তু $\text{কগ} = \text{ঘক} - \text{গঘ}$

$\therefore \text{কগ} = \text{ঘক} - \text{কখ}$

$\therefore \text{ঘক}\,(\text{ঘক} - \text{কখ}) = \text{কখ}^{২}$

প্রথম ত্রিভুজের ভূমির পরিমাণ অর্থাৎ $\text{কখ} = \text{প}$ ইঞ্চি যদি হয়, আর $\text{ঘক} = ১.৫$ ইঞ্চি বলা আছে

তাহা হইলে $১.৫\,(১.৫ - \text{প}) = \text{প}^{২}$

অর্থাৎ $\text{প}^{২} + ১.৫\,\text{প} - ২.২৫ = ০$

এই সমীকরণ হইতে $\text{প} = ০.৯২৭...$ ইঞ্চি হইবে।
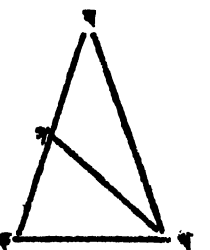
স্কুল গৃহে উপকরণ। (১)

স্কুল মাত্রেই শিক্ষক ও ছাত্রদের বসিবার স্থান চেয়ার টুল বেঞ্চ আছে। অধিকাংশ স্কুলেই ব্লাক বোর্ড, ছেলেদের লিখিবার ডেস্ক, ম্যাপ প্রভৃতি আসবাব আছে। কিন্তু স্কুলগৃহের এই সকল উপকরণ অনেক স্কুলে যথাযথ ভাবে সজ্জিত থাকে না। না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই অনেকটা অসুবিধা হয়। বিলাতের আইলওয়ার্থ ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ পি এ বার্নেট এম এ. এসম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে—

ডেস্ক বা বোর্ড এমন স্থানে রাখিতে হইবে যেন সেখানে ছেলেদের দৃষ্টি ভালরূপ চলে। ডেস্কে বা বোর্ডে যে আলো আসিয়া পড়িবে তাহা ছেলেদের পিছন দিক হইতে আসিয়া পড়া চাই। যে ভাগটুকুতে ছেলেদের দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন কেবল সেই অংশটিতে ভালরূপ আলো পড়িলেই হইতে পারিবে। অনেক সময়ে বোর্ড এরূপ যায়গায় ক্লাসে টাঙ্গান হয় যেখানে আলো পড়িয়া চক্‌চক করায় সব ছেলের উহাতে লিখিত বিষয়ের উপর ভালরূপ নজর পড়ে না, ম্যাপের সম্বন্ধে ঐরূপ চকচকানি আরো বেশী হয়। ঘরে আলো ভালরূপ আসা চাই সত্য, কিন্তু সেই আলো ম্যাপ বোর্ড প্রভৃতির উপর সুবিধামত আসিয়া পড়ে এমন ভাবে এমন স্থানে ঐ জিনিসগুলি রাখার প্রয়োজন।

স্কুলে ছেলেদের জন্য ডেস্কগুলি এমন ভাবে তৈয়ার করাইতে হইবে এবং এমন ভাবে রাখিতে হইবে যেন কোন ছেলের আপন স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়া এবং পুনরায় সেখানে আসিয়া বসায় কোন অসুবিধা না হয়। অনেক স্থলে উহা এমন ভাবে নির্ম্মিত এবং এমন ভাবে রাখা হয় যে একজন ছেলেকে যদি উঠিয়া বাহিরে যাইতে হয় তবে আর এক বা একাধিক ছেলেকে "একটু সর্‌ ত ভাই" বলিয়া সরাইয়া না দিয়া উঠিয়া যাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে ক্লাসে পড়া শুনায় বিঘ্ন হয় এবং এক জনের স্থান পরিত্যাগ জন্য অপরাপর ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই অনেক সময়ে বিরক্তির কারণ হয়। শিক্ষককে সকল ছেলের নিকটে যাওয়ার আবশ্যক হয়। বিনা আয়াসে যাহাতে শিক্ষক উহা করিতে পারেন ডেস্ক বা বেঞ্চ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত ও সজ্জিত রাখিতে হইবে। নতুবা আয়াস স্বীকার করিয়া যদি শিক্ষককে ঐ কার্য্য করিতে হয় তাহা হইলে ছেলেদেরও তাহাতে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এবং শিক্ষকেরও ছেলেদের সকলের কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য সকলের নিকট যাওয়া অনেক কমিয়া যাইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

পূর্ণিমা—১৬শ বর্ষ, ১০ ও ১২শ সংখ্যা। *হিন্দুর ছেলের ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ে লিখিত হইয়াছে—*

ঘোরতর শিক্ষা বিভ্রাটে হিন্দু যুবক বালকেরা বিড়ম্বিত হইতেছে—তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই নাই। খ্রীষ্টান বালকে কতকটা খ্রীষ্টানী উপদেশ পায়; মুসলমান বালকেও স্বধর্ম্মের কিছু কিছু উপদেশ পায়—অভাগা হিন্দু সন্তানেরাই একেবারে বিড়ম্বিত হয়। একটা "জাতীয়" কথার মোহে সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। শিক্ষা স্বতন্ত্রধর্ম্মী (বা Denominational) হইলে, সর্ব্বনাশ হইবে, বলিয়া অনেকের ধারণা—তাঁহারা চান শিক্ষা সাধারণ-ধর্ম্মী বা ন্যাশানাল (National)। এই একটা ন্যাশানাল কথার কুহকে সকলেই জ্ঞানহারা হইয়াছেন। হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুয়ানি—মুসলমানের সন্তানকে মুসলমানী—খ্রীষ্টানের ছেলেকে খৃষ্টানী—এইরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা না দিয়া, যে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। আর ধর্ম্ম বাদ দিয়া যে শিক্ষা হইতে পারে, তাহাও বুঝি না। আর চক্ষে দেখিতেছি, শিক্ষা বিভ্রাটে হিন্দু সন্তান—মহা বিকৃতমনা হইতেছে। ইহার সত্ত্ব প্রতীকার একান্ত আবশ্যক। ৺ আশুতোষ বিশ্বাসের স্বদেশী যুবকের হস্তে অকাল অপমৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি; ভাবিত হইয়াছি; কিন্তু এরূপ আর না হইতে পারে, তাহার জন্য কি করা হইতেছে? কিছুই না। আমরা পুলিসের উপর [illegible] রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। সে ত ভাল নয়। যাহাতে আসল স্থানে আঘাত পড়ে, তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে। হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুয়ানিতে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা এই [illegible] কি পরিণাম হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সুপারির জন্মদাতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

একটী প্রবন্ধের পাদটীকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, সুপারি শব্দ—বাঙ্গালা। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ঠাকুর মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'সুপারি' বাচক সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না কি? অবশ্য—শুধু জিজ্ঞাসা করেন নাই—কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার যথেষ্ট কারণ দর্শাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিতেছেন—"সুপারি বাঙ্গালা ভাষার একটা আটপহুরিয়া শব্দ, এই মা আমি জানি; তবে তাহা যে আদিয়াছে কোথা হইতে, তাহা তিনিই বা কিরূপে জানিবেন, আর, আমিই বা কিরূপে জানিব?" উত্তর পড়িয়া হাসি আসিল, সেকালের কবির লড়ায়ের একটা গল্প মনে পড়িল। নিতাই দাস ও নীলু পাটনীতে বাদ হইতেছে—নিতাই আসর লইয়া যশোদা ভাবে গাহিল—

> ওরে নীলমণি! কি কথা শুনি
> তোর নাকি নূতন বাপ নূতন মা হয়েছে এখনি?
> ইত্যাদি

তাহাতে নীলমণি পাটনী পুরাণের কথা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, উত্তর দিল—

> আমি জাৎ পাটনী, বাই তরণী,
> গোঁদল পাড়ায় ঠেঁকে রই।
> ব্রজের সে নীলমণি নই।

যোগেশ বাবু কত পাণ্ডিত্য করিলেন, আমাদের পাটনী ঠাকুর মহাশয় সে সকল পাণ্ডিত্যের কাছ দিয়া না গিয়া, বলিলেন—

> বেশী কথা সুপারি, এই মাত্র বল্‌তে পারি
> আমি পণ্ডিত টণ্ডিত নই।
> বোলপুরের বনে রই॥

সেকাল ও একালের কবিতাটি অন্তর উদ্ধৃত হইল। আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস উৎকৃষ্টরূপে লিখিত হইতেছে। পূর্ণিমায় ছাপা ও কাগজও ,ভাল। বার্ষিক মূল্য ২।৵০। বাঁশবেড়িয়া পূর্ণিমাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—নাঁওয়াল পরগণার ডেঃ ম্যাঃ মিঃ সুকান [illegible] নগরে বদলী হইলেন। বাবু অরুণকুমার বসু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্টের অধীনে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ডেঃ ম্যাঃ হইয়া পুনরায় নগরে স্থাপিত হইলেন। হুগলীর ডেঃ ম্যাঃ মিঃ [illegible] নাথ দে বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার হইলেন। বাখরগঞ্জের আঃ ম্যাঃ মিঃ সি বার্টলে মজঃফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। মীরজাফরির ডেঃ ম্যাঃ বাবু রাধাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। রোহটেন,

মাঃ মিঃ এলিসন বাখরগঞ্জের সদরে স্থাপিত লেন। ৩০ নাঃ মৌলবী তাবজুদ্দীন মহম্মদ বজল আজিম যশোহরের সদরে স্থাপিত হই- ন। সাহাবাদের ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। ২৪ পরগ- প্রোবেটম ডেঃ মাঃ মিঃ বলফুর্ড ১ মাসের, নার প্রোবে ডেঃ কঃ মিঃ বল্ডেন ১ মাসের ছুটী লেন। মজঃফরপুরের ডেঃ মাঃ বাবু পুলিন হারী ঐকও ৬৫ দিনের ছুটী পাইলেন।

বিচার—ব্যারিষ্টার মিঃ সৈয়দ মহম্মদ আরিফ রা সদরের মুঃ হইলেন।

পূর্ণিয়ার সব ডেঃ কঃ বাবু মহেন্দ্রকুমার বসু রারিয়া মহকুমায় বদলী হইলেন। ভগলপুরের ষ্টেম সব ডেঃ কঃ বাবু বৈদ্যনাথ রায় সাঁওতাল গণায় সদরে স্থাপিত হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ কঃ বাবু মণীন্দ্রনাথ বসু আর ১ মাসের পাইলেন। ভগলপুরের সব ডেঃ কঃ রায় নন্দনপ্রসাদ সিংহ মাধিপুরা মহকুমায় বদলী লেন। ভগলপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু পূর্ণ্য- নন্দ সিংহ বাঁকা মহকুমায় বদলী হইলেন। পুরের সব ডেঃ কঃ বাবু হরিপদ রায় ৬ তের ছুটী পাইলেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেঃ কঃ বাবু শশিভূষণ বিশ্বাস অলীপুর মহ- য় স্থাপিত হইলেন। সব ডেঃ কঃ বাবু শচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাবু সদানন্দ পাটনায়েক টেম ৫ম শ্রেণীর সব ডেঃ কঃ হইয়া যথাক্রমে মো ও পুরীতে বদলী হইলেন। উড়িষ্যা গের সব ডেঃ কঃ বাবু মোহিনীমোহন সেন্না- বালেশ্বরের সদরে স্থাপিত হইলেন। মধু- র প্রোবেটম সব ডেঃ কঃ মৌঃ মহঃ তাহির সিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—কটকের সহকারী সব ইনঃ বাবু গতি কর ভদ্রতা সব ইনঃ হইলেন। শাহা- র সব ইনঃ বাবু রামজনম সহায় বিএ পাটনা স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ পদে পাকা হই- । বাঁকুড়ার ডেঃ ইনঃ বাবু কেশোরাম পাবুলী সের ছুটী পাইলেন। অতিরিক্ত ডেঃ বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে করিবেন। বাঁকুড়ার ২য় অতিরিক্ত ডেঃ ক্লার্ক বাবু যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার নঃ হইলেন। সাঁওতাল পরগণার অতি- ডেঃ ইনঃ বাবু কৃষ্ণলাল সাধু এম এ এবং র ডেঃ ইনঃ বাবু উমেশচন্দ্র পাল পরস্পরে দলাবদলি করিয়া লইলেন। বাবু রাম কিশোর দাস কটকের সব ইনঃ পাকা হইলেন। জগন্নাথপুর গবর্ণঃ বইং স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু রাম- বল্লভ রায় সিংহভূম পোড়াহাটের সব ইনঃ হই- লেন। মানভূম জেলার মানবাজার পূর্ব্ব সার্কেলের সব ইনঃ বাবু বৈদ্যনাথ মুখো ২ মাসের ছুটী পাই- লেন। উক্ত সার্কেলের ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ দে ঐ সার্কেলের সব ইনঃ হই- লেন। বাবু অতুলচন্দ্র সেন মানভূমের সব ইনঃ হইলেন। মুরশিদাবাদ নবাব মাদ্রাসার সহিত নবাব হাই স্কুল সম্মিলিত হওয়ায় হেড মৌলবী মৌঃ আশান আহম্মদ কলিকাতা মাদ্রা- সায় শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ঐ দুই স্কুল সম্মি- লিত হওয়াতে মৌলবীর কাজ যাওয়ায় উঁহাকে ২ মাস ১০ দিনের বেতন ২৩৩৶৪ খেসারৎস্বরূপ দিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে লওয়া হইল। ২৪ পরগণায় ২য় অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ বাবু বৈদ্য- নাথ বন্দ্যো ২৪ পরগণায় সব ইনঃ হইলেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার এম এ সংস্কৃত কলেজের লেক- চারার হইলেন। মৌলবী সৈয়দ আবদুস শাকুর বিএ রাজেন্দ কলিঃ স্কুলের শিঃ হইলেন। হাজারি- বাগ জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু রাধাকৃষ্ণ রায় ২ মাসের ছুটী পাইলেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু গোপাল চন্দ্র আচার্য্য মেদিনীপুরের সব ইনঃ হইলেন। ছাপরা জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু রসিকলাল রায় এক বৎসরের শিক্ষানবীশিতে বর্দ্ধমানের সব ইনঃ হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] কলিকাতা মাদ্রাসা ও কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন—মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর ৪০০০৲ টাকা, বর্দ্ধমান মহা- রাজাধিরাজ ৫০০০৲ টাকা, শ্রীযুক্ত নবাব করেজ আলি খাঁ ১০০০৲ টাকা ভূপালের বেগম সাহেব ১০০০৲ টাকা কাশিম বাজারের মহারাজা ১০০০৲ টাকা, নসীপুরের রাজা বাহাদুর ৫০০৲ টাকা। অজ্ঞাতনামা ৩০০৲ টাকা—সমুদয়ে মোট ১২৮০০৲ টাকা।

বিগত ২রা আগষ্ট সোমবার হইতে হাইকোর্টে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় এবং মাননীয় বিচারপতি মিঃ কার্ণডফের এজলাসে আলিপুর বোমার মোকদ্দমার আপীলের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আপেলাণ্টদের পক্ষের কৌন্সেল মিঃ সি আর দাশ তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন।

গত বুধবার ১১ই ছোটলাট বাহাদুর কলিকাতা হইতে বিশেষ ট্রেণে যাত্রা করিয়া ১২ই মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। ১৩ই, ১৪ই মুঙ্গেরে থাকিয়া ১৫ই তথা হইতে যাত্রা করতঃ ভগলপুরে আসিবেন। ১৬ই ভগলপুর ছাড়িয়া ১৭ই আজিমগঞ্জ, ১৮ই মুরশিদাবাদ ও বহরমপুর, ২১শে পলাশী হইয়া ঐ দিন রেলের ঘড়ির রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

বিগত ১৬ই শ্রাবণ রবিবার ৬৯নং দূর্কিয়া ষ্ট্রীটস্থিত মহাকালী পাঠশালায় পৌরোহিত্য শিক্ষা সভার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামীজি উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিভাষণ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া পৌরোহিত্য শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ছিলেন।

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। জুরিগণ একবাক্যে পণ্ডিত মহাশয়কে "নির্দ্দোষ" বলায় সেসন জজ মিঃ এস, সি, মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে খালাস দিয়া- ছেন।

[বোম্বাই] কিছুদিন পূর্ব্বে কল্যাণ জংসন ষ্টেসনে একটী যুবক সন্দেহক্রমে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তাঁহার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, ঐ বাক্সে পুলিশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত হন। যুবা বলেন যে, উক্ত বাক্স বা তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি তাঁহার নিজের নহে ;—বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টেক্- নিকাল স্কুলের ছাত্র কৃষ্ণবাওলেকার ঐ বাক্সের মালিক। তদনুসারে উক্ত ছাত্র কৃষ্ণবাওলেকার গ্রেপ্তার হইয়া বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। বিস্ফো- রক বিভাগের ইন্স্পেক্টর বাস্কবিল বিস্ফোরক দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা "ফেনোল" নামক ভয়ানক বিস্ফোরক দ্রব্য, উহা প্রস্তুত করিতে কার্ব্বলিক এসিড আবশ্যক হয়। উক্ত ফেনোল অন্তর কাহারও ব্যবহৃত হয়। মোক- দ্দমার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কল্যাণ জংসন ষ্টেসনে একটী যুবা সন্দেহ ক্রমে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তাঁহার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, ঐ বাক্সে পুলিশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। যুবা বলেন যে উক্ত বাক্স বা তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি তাঁহার নিজের

নহে;—বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্র কৃষ্ণরাওগেকার ঐ বাক্সের মালিক। তদনুসারে উক্ত ছাত্র কৃষ্ণরাওগেকার গ্রেপ্তার হইয়া বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। বিস্ফোরক বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর বাক্সস্থিত বিস্ফোরক দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা "ফেনোল" নামক ভয়ানক বিস্ফোরক দ্রব্য, উহা প্রস্তুত করিতে কার্ব্বলিক এসিড আবশ্যক হয়। উক্ত ফেনোল রঞ্জন কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

[সাধারণ] তিনভাগ শুষ্ককাষ্ঠের ছাই ও এক ভাগ চূণ মিশ্রিত করিয়া একটী থলিতে রাখিয়া বেগুণ গাছের উপর উক্ত চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে পিপীলিকার উপদ্রব কমিয়া যায়। হলুদের জল, তামাকের জল লণ্ডন পার্পল প্রভৃতির দ্বারাও উপকার পাওয়া যায়। দুই বৎসর হইল কতকগুলি পেঁপে গাছ বসান হইয়াছিল। সে গুলির ফল ভাল রকম হইল না দেখিয়া এবৎসর সেগুলিতে কিছু পাঁক মাটি ও ছাই প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে খুব ফল হইতেছে। ডগা কিছু কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (কৃষক)

এবার নিম্নলিখিত ভারতবাসী ছাত্রগণ বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:— মিঃ ভগজী তেলিনকার, মকবা শঙ্কর রদনেকার এফ, ই, এম, হোসেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ইবনে আহম্মদ, নরেন্দ্রনাথ ঘটক, কালওয়ার নারায়ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ; রঘুনাথচন্দ্র, কর, মহম্মদ মাহমুদ হোসেন সিদ্দিক, মহিন্দর সিং; বরুণাকান্ত নাগ এম; ডি, দেবদাস, এম, এস, সুবরো, হারনুসজি এম, মেটা, কালরীম নারায়ণ পিল্লে, মির্জ্জা মহম্মদ রফি শেখ মজহার বশির ভিক মি বিদরা শ্যামকৃষ্ণ সহায়, রসিক বিহারী লাল, সুশীল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজলাল, ইন্দু ভূষণ সেন, রবীন্দ্র নাথ মিত্র, নসের এরচন্ পিয়রকার, নরেন্দ্র নাথ সেন, মকতবা হোসেন যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত অমৃতন্দর লাল দৈনী, মহেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হারবাম সিং, গিরিধারীলাল মহেন্দ্রী, প্রতাপ চন্দ্র সেন, অম্বপুর মেটৈ ... বোমাজি মারুবী অনন্ত মজনজি বোমাজি মারুবী, অনন্ত পাণ্ডে, মুরান্না আয়ার, কেদার নাথ, মহম্মদ নবিএ।

যে কাঁঠাল গাছে অনেক কাঁঠাল ফলে তাহাকে "হাজারি কাঁঠাল" গাছ বলে। একটা পাকা আস্ত কাঁটাল ভাঁটা উপর দিকে করিয়া বাটীর সামনে কোন স্থানে রোপণ করিতে হইবে। এমন ভাবে রোপণ করিতে হইবে যে উপরে যেন মাটী না থাকে। কাঁঠালটী যাহাতে শিয়াল কুকুরে খাইতে না পারে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কয়েক দিন পরে কাঁঠালের ভাঁটাটী সহজে উঠিয়া আসে বুঝিলে আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় আট দশ দিন পরে এ ভাঁটার ছিদ্র দিয়া এক ঝোপ কাঁটালের চারা উঠিবে। এই চারাগুলি একটু বড় হইলেই গোবর দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সকল চারার গুঁড়ি মিশিয়া একটা গাছ হইয়া যাইবে। 'হাজারি কাঁঠাল' গাছ করিবার উহাই সহজ উপায়।

বিলাতের কমন্স সভায় মিঃ কেয়ার হার্ডি কৃত প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বুকানন বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার লালকাকার বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। সম্প্রতি এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

কৌতুক-কণা।

প্রথম ভদ্রলোক—মহাশয়, আপনার ঘড়িতে কত বেজেছে? আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে, একবার মিলিয়ে নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—(স্বল্পমূল্যের বিলাতী দ্রব্যে বাবু-সজ্জায় সজ্জিত এবং ঘড়িযুক্ত কেমিকেল স্বর্ণের গার্ডচেন্ ঝুলান অশিক্ষিতলোক)—বাবু! আমার ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ত ঠিক সময় পাবেন না। আমার ঘড়িটা এখন প্রায় ছদিন কাট্ চল্‌ছে!

ব্যারিষ্টার (সাক্ষীর প্রতি)—কোন্ অধিকারে তুমি ঘোড়ার বয়স শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তাহা আদালতকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দাও।

সাক্ষী—"কোন্ অধিকারে?"

ব্যারিষ্টার—"প্রশ্ন কিছুমাত্র কঠিন নহে,—অত্যন্ত সরল। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোন্ অধিকারে ঘোড়ার বয়স শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

সাক্ষী (গম্ভীর ভাবে)—"বেশ আপনি যখন একান্তই জানিতে চাহেন তখন শুনুন, আমি সাক্ষাৎ নিজের "মুখ" হইতেই তাহার বয়স জানিতে পারিয়াছি।

উদ্ভট কবিতা

গুণগ্রাহী না থাকিলে গুণবানকে হতাশ হইতে হয়। এই অভিপ্রায়ে কেহ বলিতেছে—

গুণবানপি পূর্ণোঽপি কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
তস্মা ভারসহো ন তাং গুণস্ত গ্রাহকো যদি।

গুণগ্রাহক (রজ্জুধারী জলোত্তোলনকারী—অথচ গুণগ্রাহী) ভার সহ্য করিতে না পারিলে গুণবান্ (রজ্জুবদ্ধ) পূর্ণকুম্ভও কূপে নিমগ্ন হয়, কূপ হইতে উঠিতে পারে না॥

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, জুলাই ১৯০৯

প্রথম বিভাগ

মুখোপাধ্যায় শিবকিঙ্কর রিপন কঃ

দ্বিতীয় বিভাগ

পারদর্শিতানুসারে

সাটুর সুব্বা রাও সিটি কঃ, কোঁয়ার শিবকর রিপণ, রায় শচীশ্বর মেট্রো ইনঃ, বন্দ্যো কালীকুমার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ, মৈত্র বিমলাচরণ চন্দ্র নিশীথর চন্দ্র ঐ, বসু মৃণালকান্তি ঐ চন্দ্র অমৃত লাল ঐ, বন্দ্যো প্রফুল্ল কুমার ঐ বন্দ্যো আশুতোষ ঐ, হালদার ভূধর ঐ, সেনগুপ্ত সারদা চরণ ঐ, সেন সুরেন্দ্র নাথ ঐ, (বন্দ্যো নগেন্দ্র ঐ, সেনগুপ্ত দ্বিজপদ মেট্রো ইনঃ) বন্দ্যো রজনীকান্ত রিপণ, দত্ত মানবলাল মেট্রো, সিন্ক্লাওন রিপণ, মিত্র মহিমারঞ্জন মেট্রো, ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্র সিটি, গুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ মেট্রো, (চট্টো অতুল চন্দ্র রিপণ, সিকদার সতীশ চন্দ্র ঐ), মজুমদার শঙ্কর দাস বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ সেন নলিনীরঞ্জন রিপণ, সেনগুপ্ত চারুচন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ, বসু হেমন্তকুমার রিপণ, সাহা হরিশ্চন্দ্র কুচবেহার ভিক্ট. (আবু মহম্মদ মহম্মদ সৈয়দ রিপণ, ভট্টাচার্য্য সুধীন্দ্র মোহন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ, চট্টোপাধ্যায় হরেন্দ্র বঙ্গবাসী কঃ), (দত্ত নগেন্দ্র নাথ রিপণ কঃ, দে সন্তোষ মোহন ঐ, রায় অমূল্য রতন ঐ, ঘোষ শ্রীনাথ কুচবেহার ভিক্ট, খলিলুর রহমন পাটনা, মুখোপাধ্যায় জিতেন্দ্র নাথ, ২, রিপণ।

নিম্নলিখিত ছাত্র ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিফিক এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—
চট্টোপাধ্যায় শিবপ্রসাদ মেডিকেল কলেজ

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ কলিকাতা ক্যাম্বেল কলেজ হইতে সার্জ্জেণ্টারী প্রথম এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

(বর্ণমালানুসারে)

বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষকুমার। বসু—নৃপেন্দ্র নাথ, সতীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ। ভট্টাচার্য্য—পশুপতিনাথ, সুশীল কুমার। চৌধুরী যোগেশ চন্দ্র। ... পুলিন বিহারী। ঘোষ—কিরণেন্দু, নরেন্দ্র নাথ। মিত্র হরিনারায়ণ। মিত্র বিশ্বেশ্বর। মুখোপাধ্যায়—প্রসাদ দাস, সুরেশচন্দ্র। নিয়োগী শ্রীশচন্দ্র। পাল মুকুন্দলাল। সরকার সুরত নাথ। সাউ শরচ্চন্দ্র। সেন সরোজবন্ধু, সুধীর কুমার ১। সেনগুপ্ত বীরেন্দ্র নাথ। ঠাকুর রথীন্দ্র নাথ।

আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীর অবশ্য পাঠ্য।

কবিরাজ গঙ্গাধরের "জল্প কল্পতরু" টীকাসহ চরক সংহিতা। সূত্র, নিদান ও বিমান স্থান ছাপা চলিতেছে। অগ্রিম এককালীন দেয় মূল্য ১০ টাকা। পশ্চাদেয় মূল্য ২০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে প্রথমে ৮ টাকা পাঠাইলে প্রকাশিত সংখ্যা প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট প্রকাশিত হইলে বাকী টাকার ভিঃ পিঃ করা যাইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

আরোগ্যদর্পণ—রোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের প্রধান সহায়। মূল্য ।০ আনা। পথ্যাপথ্যম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) মূল্য ৷৷/০ পরিভাষা মূল্য ৷৷০ আনা। নাড়ীবিজ্ঞানম্ মূল্য ।০ আনা। প্রকাশক কবিরাজ শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়। ৩২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫।১১।০৯

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে ... ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate strong in Mathematics. ...he post of 2nd master of Siarsole ... E school, Raniganga E I Ry on ...50 with free quarters.

An F A Hd master for the Raikali ...d M E school on Rs 25 per mensem. Must stick to the post for two years. Raikali po. (Dt. Bogra).

An F A for Pandra H E school Podderdihi Po (Manbhum) on Rs 25 to 30. Lodging free Tuition available.

An F A Hd master for an M E school in Dt Burdwan on Rs 22 only or on Rs 20 with free boarding and lodging. Apply to the Secretary, C/o S C Acharyya Esq. Shahaspur po Dt Bankura.

An M A or a B A with honours in English on Rs 70—80 or Rs 60—70 respectively with free quarters for the Hd mastership of the Tulasar Gurudas H E school. Po Pabna Faridpur.

A B course graduate with knowledge of Practical Gemetry for the "C" classes attached to the Baraset Government School, on a salary of Rs 50 (Rupees fifty only) a month, in class VIII of the Subordinate Educational Service. Applications with copies of testimonials will be received in this office up to the 21st Instant. Candidates should state the dates of their birth. P Mukerji Inspector of schools Presidency Dn. 12, Dalhousie square, Calcutta.

An F A Hd master and a Drill and Drawing knowing passed normal (trained) Hd Pandit for a village M E school on Rs 25 and Rs 20 respectively per mensem. Apply to Mr J Roy Zamindar Raikli po (Bogra).

An F A 4th master for the Torekona H E school on 25 per month. Apply to the Hd master. Torekona po Dt. Burdwan.

A B course graduate as 2nd master for the Guptipara H E school on Rs 45 per month. Boarding and lodging available on private tuition.

For the Uttarpara young Humanity school a Normal passed Hd Pandit, able to teach according to the new system. Apply to—Babu Shib Ranjan Mukerjee Zamindar Uttarpara.

F A Substitutes for the first and second Assistant teachers of the Chatmohor S N H E school on Rs 30 and 27 respectively, board and lodging free on private tuition. Must stick to the post for at least a year. Apply before 31st August to B bu Gokul Behari Sircar Chatmohor po (Pabna).

A graduate teacher for the Ulipur M E school at present for five months on Rs 55 with free quarters. Apply to Babu Harendra Kumer Roy B L President Ulipur school Committee.

A B course graduate strong in English for the post of 2nd master of the Navadwipa Hindu school on Rs 50 per month.

An F A with experience in teaching for the post of the Hd master of the Amjhupi M E school po Amjhupi, Nadia on Rs 25 per mensem.

An F A Hd master for the Tajpur M E school. Salary according to qualifications. Apply to Babu Manmatha Nath Roy M A B L Vakil High Court 2 Balaram Basu's 1st Lane Bhawanipur Calcutta.

A graduate Assistant Hd master for the Bhaita H E school on Rs 40 a month: the place is only two miles from the Saktighor Ry Station Dt. Burdwan.

A graduate 2nd master for the Bijhari H E school on Rs 45 to Rs 50 with free board and lodging with prospects of being the Hd masters. Apply to the Hd master, po Bijhari, Dt Faridpur.

• An F A 5th master able to teach Geography on Rs 30 for the Barpeta H E school. Apply to the Hd master up to the 25 August.

Two graduates, one of whom must be of B course, for the Gushtia H E school, which is near Baraset and two hours journey from Calcutta, costing ... 4½ ... annas Apply to Babu Khetter Nath Chatterjee No: 63—1—3 Machua Bazar street Calcutta.

A 2nd Pandit for the Churli M E school on Rs 7 per month boarding and lodging free. Must be throughly versed in teaching Kindergarden etc. according to the modern style, po. Churli, Furnea.

An Entrance passed 2nd master for the Kathia aided M E school Mymensingh on Rs 12. Boarding and lodging free.

A Hd Pandit Normal for the Ilambazar M E school. The pay of the post is Rs 15 a month with free quarters. Iiambazar via Bolpore.

An F A Hd master for the Susony M E school on Rs 20 free board and lodging Dt Burdwan Susony po.

An Entrance and a Normal passed teacher pay Rs 18 and Rs 15 respectively. Apply to T U Ahmed Chilanati po, Rangpur.

An F A Hd master for the Akui M E school on Rs 25 per month lodging free. Private tuition available. Must stick to the post at least one year. Apply immediately to Hari Poda Roy Teacher Akui po via Burdwan.

An English Teacher passed Entrance Examination strong in English and a Hd Pandit Normal third year on Rs 12 to 15 each. Boarding and lodging free. Mahishya caste will be preferable. Sagarbarh po Dt Midnapore.

A graduate on Rs 50 an English Kabyatirtha Hd Pandit on Rs 25 an English knowing Maulavi (passed ... or Madrassa Examination) on Rs 25 and a Normal trained Pandit on Rs 15 to 20 for the Nowabganj H E school po Nawabganj, Dacca.

A Muhammadan graduate for the Barrackpur Government School on a salary of Rs 35—2—45 (in class I of the Lower Subordinate Educational Service). Applications with copies of testimonials will be received in this office up to the 21st Instant. The candidate should state the date of his birth. Preference will be given to a candidate whose knowledge of Bengali is sufficient. P Mukerji Inspector of Schools, Presidency Division. 12, Dalhousie Square, Calcutta.

A B course Muhammadan graduate who is able to teach Mathematics of the Matriculation standard for the Nowab Bahadur's Institution at Murshidabad on a salary of Rs 50 a month (in class VIII of the Subordinate Educational Service. Applications with copies of testimonials will be received in this office up to the 21st Instant. The candidate should state the date of his birth. P Mukherji Inspector of schools, P Dn. 12, Dalhousie Square, Calcutta.

An F A passed strong in English and Mathematics and of good moral character on a pay of Rs 12 with bright future prospect. Board and lodging free. One passed either M V or M E examination with good English and Bengali hand writing will be preferred. For further particulars apply with copies of certificates of examinations and character and testimonials (if any) to Babu Harinath Bagchi, Zaminder, Pabna.

A graduate Hd master for the Khankhanapur S M Institute on Rs 60 rising to Rs 80 per month with free quarters. Also a graduate as assistant teacher on Rs 40 rising to 50 Per month. Must stick to their posts at least for two years. Apply to Babu Sitanath Majumdar Khankhanapur po (Faridpur).

A Hd Master for a M E school Traibarsik passed with proficiency in English preferred free board and lodging. Pay from Rs 15—18 per month by an annual increment of Rs 1—8 po Madhipura Dt Bhagalpur.

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার ছাব্বিশা মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল নূ হেঃ পঃ। বেতন যোগ্যতানুসারে ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা। পোঃ সিয়ালকোর টাঙ্গাইল

বাঙ্গালা হিসাব রাখিতে পারে এবং জমা খরচ জ্ঞান আছে এরূপ একজন সরকারের প্রয়োজন ২০০ শত টাকা জামিন চাই। বেতন ৫৲ আহার ও বাসস্থান পাইবে। পি এন মুখার্জ্জি, মোল্লাবেলিয়া পোঃ, ভায়া কাঁচড়াপাড়া, বেঙ্গল।

চেঙ্গমারী মধ্য স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ একজন মাষ্টার এবং ১০ টাকা বেতনে মাইনর পাশ একজন দ্বিতীয় শিক্ষক। ড্রিল ড্রইং জানা চাই। আহার ও বাসস্থান দেওয়া যাইবে। পোঃ ক্রান্তি জলপাইগুড়ি।

আমার ছেলেকে বাড়ীতে থাকিয়া পড়াইবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক বেতন গুণানুসারে ৩০৲ হইতে ৫০ টাকা। শ্রীঅতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী জমীদার পাঙ্গাটিয়া ময়মনসিংহ।

ডেমাজানী মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন ১৫ টাকা। বাসস্থান দেওয়া যইবে এবং প্রাইভেট পড়াইলে বাসা খরচ লাগিবে না তজ্জন্য কিছু বেতনও পাইতে পারিবেন। বগুড়া জেলা হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর ধারে। শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক ডেমাজানা মইং স্কুল মাদ্‌লা পোঃ বগুড়া

সালিখা মনোহর মইং বিদ্যালয়ের জন্য একজন নর্ম্মাল ২য় পণ্ডিত। বেতন মাসিক ১৩৲ হইতে ১৫৲ টাকা। প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যায়। সালখিয়া পোঃ জেলা হাওড়া।

জামালগঞ্জ মইং স্কুলে এফ এ পাশ প্রধান শিক্ষক। বেতন ২৫ টাকা এবং আবা। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩ মিনিটের পথ। ৩০শে আগষ্ট মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ জামালগঞ্জ বগুড়া।

দুর্লভ পুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা বাসা সমেত। মুসলমান ১৫ টাকা ও আবা। পোঃ শিবগঞ্জ, মালদহ।

গাইবান্ধা মিডল মাদ্রাসার জন্য এফ, এ অথবা ইণ্টার মিডিয়েট পাশ হিন্দু বা মুসলমান হেঃ মাঃ। ২৫ টাকা বেতনে এবং নর্ম্মাল পাশ হিন্দু বা মুসলমান হেঃ পঃ ২০ টাকা বেতনে আবশ্যক। গাইবান্ধা রঙ্গপুর।

ভাল গণিত ও ইংরাজী জানা একজন এণ্ট্রান্স পড়া শিক্ষক। বেতন ১৫৲ ও খোরাকী। অথবা সর্ব্ব সমেত ২০ টাকা। গোমনাতী মইং স্কুল। পোঃ গোমনাতী রংপুর। আর এক জন নবা গুরু ট্রেণিং পাশ অথবা নর্ম্মাল ১ম বার্ষিক পাশ দ্বিতীয় পণ্ডিত বেতন ১১ টাকা ও খোরাকী অথবা সর্ব্বসমেত ১৬ টাকা। উক্ত স্কুলের হেড পণ্ডিতের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

পোঃ বল্লা যশোহর জেলার অন্তর্গত টাওরা মইং স্কুলে একজন এফ এ কিম্বা বহুদর্শী এণ্ট্রান্স পাশ হেডমাষ্টার (যিনি অন্ততঃ ১৯০২ সাল হইতে মাইনর স্কুলে হেড মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছেন বেতন আবা বাদে ১৫ হইতে ২০ টাকা গুণানুসারে দেওয়া যাইবে।

বাণীবহ মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ ও মাসিক ১৬ টাকা বেতনে একজন হেঃ পঃ। পোঃ বাণীবহ, ফরিদপুর।

একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১২ টাকা ও আবা। পোঃ মুগবেড়িয়া মেদনীপুর।

…দিয়া মইং স্কুলে মাসিক ২৮ টাকা বেতনে একজন এক এ পাশ হেঃ মাঃ। ২০শে আগষ্ট মধ্যে আবেদন করিবেন। পোঃ জয়দিয়া।

…নেক মধ্য ছাত্রবৃত্তি পাশ শিক্ষক। উপ্রা পড়াইতে সক্ষম। বেতন ৭ টাকা। আবা স্বতন্ত্র। ভবিষ্যতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। শ্রীরেণুপদ …পণ্ডিত ডিঙ্গলহাটী এম ই স্কুল। পোঃ ডিঙ্গলহাটী, জেলা হুগলী।

উদ্ধৃত

[সেকাল একাল]

হইয়াছে অভিলাষ এ দীনের মনে।
রচিতে কবিতা কিছু প্রাচীন ধরণে॥
বীণাপাণি বাণীপদে করি নমস্কার॥
…ন মা লেখনী মুখে সেকেলে পয়ার॥
"পয়ারে" "বয়ার" যত কাব্য ক্ষেত্রে ছিল।
দীনবন্ধু তাড়া দিতে বনে মাথা দিল॥
অধুনা নূতন ছন্দ নব নব ভাব।
মোর কবিতায় কিন্তু সকলি অভাব॥
ছন্দ নাই নূতনত্ব বিষয়েও নাই।
তথাপি দ্বাদশ পংক্তি লিখিবারে চাই॥
…বেক দু' এক কথা করিব খণ্ডন।
সেকালে একালে কিছু করিব তুলন॥
পূর্ণিমা পাঠকবর্গে দিব উপহার।
তুষ্ট হলে খুসী হব নতুবা নাচার॥
ভাঁড়ে মোর নাহি কিছু ট'কো ঘোল বই।
তোষিতে সুধীরে কোথা পাব দুগ্ধ দই॥
বৃন্দাবনে নন্দালয়ে শুনি নীলমণি।
খাইতেন ঘোল কভু ছেড়ে ক্ষীর ননী *।
…নিত্য খান কত মিষ্ট পূর্ণিমা পাঠক।
খেলেন বা অম্ল এই মোর পদ্য টক॥ !
…টমট কবিতায় ধার নাহি ধারি।
…থে যাব সোজা সুজি যতটুকু পারি॥
নিরাশ্রয় নাহি বাঁচে বনিতা পণ্ডিত।
লতা যথা হলে অবলম্বন রহিত †॥
সেকালের কথা বটে একালে না খাটে।
কত পণ্ডিতের কাল খাটে বসে কাটে॥
বনিতার কথা করে কাজ কিবা ভাই।
সাক্ষী দেখ পরীক্ষার পাশ করা খাই॥
পুরুষেরে অন্ন দিয়া চালায় সংসার।
গাড়ী চ'ড়ি ঘোরে নিজে সওয় বাজার॥
উদ্ভিদ বলিয়া শুধু লতা আছে নত।
অদ্যাপি আশ্রয় চাহে সেকালের মত॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু শাস্ত্রের বচন ‡।
অধুনা শূদ্রের ভৃত্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ।
কেহ বা পাচক বেশে করিছে রন্ধন।
কেহ করে কাচারিতে দপ্তর বন্ধন॥
প্রবাদে ব্রাহ্মণ শূদ্র আছিল তফাৎ।
একালে শূদ্রের হাতে বিপ্র মুণ্ডপাত॥
এই মত কত শত সেকালের কথা।
একালে না খাটে আর হেরি যথা তথা।
এই বার দুই চারি বিষয়ে তুলনা।
সেকালে একালে করি শুন সর্ব্ব জনা॥
বেশী নয় আশীবর্ষ পূর্ব্বে এই দেশ।
কি ছিল; কি হ'ল এবে বলি সবিশেষ॥
ছিল না তখন রেল ট্রাম, কিম্বা তার।
বিদ্যোধিতে নিশবার্ত্তা দূত রয়টার॥
ডাকঘর বহুতর ছিলনা এমন।
চিঠি পত্র টাকা কড়ি করিতে প্রেরণ॥
কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, হেঁটে লোক যেত।
দূরের সংবাদ এত শীঘ্র নাহি পেত॥
ছিল না জলের কল নগরে নগরে
খবরের কাগজ না ছিল ঘরে ঘরে॥
চোর ডাকাইতে ভরা ছিল কত স্থান।
হারাইত পথিকেরা পথে ধন প্রাণ।
সকলেরি নাহি ছিল স্বর্ণ অলঙ্কার।
ছাতা, জামা, জুতো, মোজা ছিল না সবার।
দেখেনি সেকেলে লোক সোডা কি বরফ।
পড়ে নাই এত তারা ছাপান হরফ॥
বৈদ্যুতিক আলো কিম্বা পাখা নাহি ছিল।
টেলিফোন্ গ্রামোফোন্ কালি দেখা দিল॥
নাহি ছিল হাওয়া গাড়ী কি বাইসিকল্।
চেনেনি অনেকে আজো একানি নিকল॥
ছিল নাকো বায়স্কোপ বাঘের সার্কাস।
ছিল যাত্রা ঢপ, কবি, পুতুলের নাচ॥
সুগন্ধি সাবান কিম্বা তেল পমেটম্!
কেশে অঙ্গে মাখিবার ছিল বড় কম॥
না ছিল নেত্রের বৈরি কেরোসিন তেল।
বার জেতে অন্নদিতে ছিল না হোটেল॥
বিজ্ঞাপনে প্রতারণা নাহি ছিল জানা।
অর্থ দিয়া মিলিত না ঘোল কড়া কানা।
হাতে ছড়ি মুখে বিড়ি বুকে চেন ঘড়ি।
পথে ঘাটে না ছিল বাবুর ছড়া ছড়ি॥
এখনো এমন স্থান আছে বাঙ্গালায়।
বাবু নামে অতি বড় ভূস্বামী বুঝায় *
না ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীগ্রাম সব।
নাহি ছিল জলাভাবে হাহাকার রব॥
গ্রামে গ্রামে মামলার না ছিল দালাল।
নিরক্ষর কৃষকেরে করিতে কাঙ্গাল॥
নাহি ছিল ম্যালেরিয়া রোগ বার মেসে।
পেটেন্ট ঔষধ এত না মিলিত দেশে॥
ছিল না অবশ্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়।
ছিলেন পণ্ডিত মুন্সী গুরু মহাশয়॥
দুর্বিনীত বালকের সংখ্যা ছিল কম।
গুরুজনে সকলেই করিত সম্ভ্রম॥
এই মত আরো কত হয়েছে নূতন।
সঙ্গে সঙ্গে বলি যাহা ছিল পুরাতন॥
সেকালের পল্লীবাসী খেত দুধ ভাত।
অনেকে দুবেলা এবে পাতে নাকো পাত॥
খালে, বিলে ছিল মাছ ক্ষেতে ছিল ধান।
গাভীগুলি করিত প্রচুর দুগ্ধ দান॥
গব্য ঘৃত পাঁচ সের বিকাতো টাকায়।
খাঁটি তেল বার সের মিলিত মুদ্রায়॥
তণ্ডুলের মূল্য ছিল টাকায় দুমণ।
পয়সায় পেত লোকে পান দুইপণ॥
অধুনা পানের পণ হয় ছয় আনা
চাউলেরি দাম যত সকলেরি জানা॥
খাওয়া ঘি টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার।
দুসেরের বেশী নহে তেল সরিষার।
মধ্যবিত্ত ভাত এনে খাওয়াতে ঘরে।
রোগে বৈদ্য ডাকিবার অর্থ নাহি ধরে॥
জলো দুধ খেয়ে মলো শিশু ছেলে যত।
দাঁত পোকাদের বাদে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
ছিল না সেকালে এত অভাব লোকের।
অভিক্ষণ সবল সুস্থ খেতে পেত ঢের
হেঁটে দুই তিন ক্রোশ নিমন্ত্রণে যেত।
বেতো কণী পেট রোগা ছিলো নাকো এত
পর্ব্বাদিতে পাণ্ডেরা যোজনান্তে গিয়া।
গঙ্গাস্নান করি গৃহে ফিরিত হাঁটিয়া॥
সেকালে প্রবীণা নারী গৃহকর্ত্রী ছিল।
একালে কর্তৃত্ব তার যুবতী পাইল॥

---

* অনবরত সময় বিশেষে চিঞ্চাপঞ্চামৃতমোদম্।
তথাপি গোকুলবাসী পীযূষাশী সমিহতে তক্রম্॥
অর্থাৎ সময় বিশেষে তেঁতুলেও পঞ্চামৃতের স্বাদ পাওয়া যায়। গোকুলবাসী অমৃতপায়ী হইয়া তক্র ইচ্ছা করেন।

† নিরাশ্রয়া ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা।

‡ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

* ফরিদপুর জেলায় বাবুর জমী, বাবু … বাবুদের নড়াইলের … ভূস্বামীদিগকে বুঝায়।

অধুনা বধূ মা বসি বুনিছে কার্পেট।
দাসী সম খাটিছে শাশুড়ী মাথা হেঁট॥
ঝুলিছে চাবির থোলো অঞ্চলে বধূর।
দুলিছে গহনা গাত্রে সিঞ্জন মধুর॥
শাশুড়ীর অঙ্গে এক বস্ত্র পুরাতন।
পাচিকা না এলে তিনি করেন রন্ধন॥
সেকালের ভাই ছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নরকুলে একালে রাবণ বিভীষণ॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দেখি প্রায় তাই।
সদ্ভাব সৌভ্রাত্র যেন কিছুমাত্র নাই॥
কেহ খায় লুচি পাটা কেহ গুড় রুটি।
কারো অট্টালিকা কারো ঘরে ভাঙ্গা খুঁটি॥
সেকালে যাহারা দেশে ছিল অর্থবান।
পরার্থে করিত ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান॥
তৃষ্ণাতুরে দিতে জল কাটাত পুকুর।
পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ব্যয় করিত প্রচুর॥
অকাতরে গৃহস্থ করিত অন্নদান।
অতিথি আদর পেত সর্ব্বত্র সমান॥
যেথা সেথা পথিক পাইত অন্নজল।
ঘুরিতে পারিত দেশ লোক নিঃসম্বল॥
এবে শুধু কন্যা বিয়ে কোম্পানী কাগজ।
সব কাজে বুঝে লোক নিজের গরজ॥
সেকালে আঁধারে লোকে টাকা দিত ধার।
ভয় কিছু ছিল না শঠতা বঞ্চনার॥
"ধর্ম্মসাক্ষী" রাখি তারা লিখিত দলিল।
যেত না খুঁজিতে কেহ এটর্ণি উকিল॥
শতসাক্ষী লিখি এবে কত আঁটাআঁটি।
তবু শেষে আদালতে কথা কাটাকাটি॥
চাকরে মনিবে ছিল মমতার টান।
ভৃত্য ভাবিত লোকে আত্মীয় সমান॥
পরম আদর পেতো পুরাণো চাকর।
বর্ষীয়সী দাসী বসি শাসিত অন্দর॥
অধুনা ভৃত্যের প্রতি মিত্র ভাব নাই।
লোক বদলাই নিত্য হইতেছে তাই॥
চাকরেও চাহে শুধু মাহিনার টাকা।
দুঃসময়ে মনিবের দেয় গাত্র ঢাকা॥
হাতাতে পারিলে কিছু অমনি প্রস্থান।
ধন লোভে হয়ে কভু প্রভুর পরাণ॥
ময়রা মেছুনী, গোপ, রজক নাপিত।
পণ্ডিত এরাও সবে গৃহস্থের হিত॥
একালে সম্বন্ধ শুধু দেনা পাওনায়।
অর্থ ভিন্ন অন্য চিন্তা নাহি দেখি কায়॥
সে কালের লোকের ছিল বেশী মেশামেশি।
বামুনের বাগ্দী জ্যাঠা বেনে মাসি পিশি॥
হা রবে স্বপন সম সে সুখের দিন।
হারায়েছে শান্তি লোক হয়ে ধর্ম্মহীন॥
কে কারে ঠকাবে কিসে চিন্তা অহর্নিশ।
মুখে মিষ্ট কথা কিন্তু অন্তরেতে বিষ॥
এখনো সেকেলে লোক সুখ্যাতির কথা।
যদিও না ছিল তার পাশ্চাত্য সভ্যতা॥
জিজ্ঞাসিত অজ্ঞাত জনের পরিচয়।
চাকুরেকে "উপরি পাওনা কত হয়?"
সরলতা ভরা ছিল উদার পরাণ।
চিন্তা ছিল পরমার্থ পরের কল্যাণ॥
কুলাঙ্গনা চুল বাঁধি কাটাতো না কাল।
নিজে রাঁধি পতি পুত্রে দিত অন্ন থাল॥
যত লিখি তত মনে কত কথা আসে
সেকালের শান্তিময় চিত্র চোখে ভাসে॥
নদী যদি মরে তার রেখা থাকি যায়।
আজো কিছু পূর্ব্ব ভাব আছে পাড়াগাঁয়॥
সহরে রয়েছে স্রোত নব্য সভ্যতার।
অঘটন ঘটিতেছে কতই প্রকার॥
শুনি সেথা সুশিক্ষিতা সীমন্তিনীগণ।
নাম ধরি স্বামীকে করেন সম্বোধন॥
কচি ছেলে ঘরে ফেলে কুলবধূ কত।
থিয়েটার দেখিবারে যান ইচ্ছামত॥
আরো শুনিয়া লেখনী শিহরে লিখিতে।
গণিকা ডাকান গৃহে অঙ্গ সাজাইতে॥
লিখিবারে গেলে সব পুঁথি বেড়ে যায়।
পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হতে পারে তায়॥
এতেই যে হয় নাই কেমনে বলিব।
এখানেই তক্রভাণ্ড শিকায় তুলিব॥
ঘোল খেয়ে যদি কেহ বলেন "বাঃ বেশ"।
পুনঃ দেখা দিতে পারি আজি এই শেষ॥

১৩১৫ চৈত্রের "পূর্ণিমায়" শ্রীঃ—

NOTIFICATION.

SUPPLEMENTARY ENTRANCE EXAMINATION.

A TEST Examination of private students for admission to the ensuing Supplementary Entrance Examination will be held on the 20th September 1909, in the following institution:—

Hooghly Branch School.

2. Candidates who were registered for the last Entrance Examination and who have not passed will be treated as private students and admitted to the Test Examination, if they have not read in any school recognized or unrecognized since the date of the last Entrance Examination.

3. Applications for permission to appear at the Test Examination should reach this office not later the 10th September next. The information to be given and the d[illegible] to be appended are the following:—

(a) The name of the school in which the candidate last studied.

(b) The name, age, father's name and address of the candid[illegible]

(c) The Registrar's receipt for the fee paid for the last Entrance Examination.

A certificate that the candidate canot read in any school since the date of the last Entrance Examination, from the Head Master of the school in which he last read or from other reliable authorities.

(e) A certificate of good conduct.

4. Each private student will have to pay a fee of Rs 4 to the Inspector of schools, Burdwan Division. No private student will be admitted to the Test Examination, unless he is accompanied, for the purpose of indentification by some person known to the Head Master of the Hooghly Branch School.

5 The application forms [illegible] candidates, who satisfy the test, s[illegible] be forwarded to this office by the He[illegible] Master duly filled in and signed. They will then be sent to the candidate direct by the office after countersignatare of the Inspector.

6 The fee for admission to the Supplementary Entrance Examination is Rs 15. It should be sent to the Registrar by the candidates themselves together with the countersigned application.

7. The Supplementary Examination will be held in or about the [illegible] week of December 1909. The applications and fees for admission should reach the office of the Registrar on or before the 12th October 1909. H. LAMBERT, *Inspector of schools, Burdwan Division.* CHINSURA, *the 30th July 1909.*

পাঠ্য, পারিতোষিক ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা।

[illegible]কুলার শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন প্রণালী যে সকল স্কুলে অবলম্বিত হইয়াছে সেই সকল স্কুলের জন্য

বাঙ্গালা

[illegible]ধর (সংশোধিত) আফজাল রেশা খাতুন ৵০।

হিন্দী

এম ভি হিন্দী রীডার (সংশোধিত) ম্যাকমিলান [illegible] ।৶০।

কেবল শিক্ষকদিগের জন্য

[illegible]শিক্ষা ২য় ভাগ জয়চন্দ্র মহলানবীশ ॥০, [illegible] ভাগ ঐ ৵০, ঐ ৪র্থ ভাগ ৵০

উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সমূহের উচ্চ শ্রেণী সমূহের জন্য এবং যে সকল স্কুলে ভার্ণাকুলার শিক্ষা সংক্রান্ত নূতন প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই—

পার্শী উর্দ্দু

তুর্জ্জুমা ই-আমজ মহম্মদ আসমত উল্লা ৵০

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা

ব্যাকরণ চন্দ্রিকা ২য় ভাগ রাজেন্দ্র মোহন বসু[illegible] ৸০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ ॥৵০, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা শিবরতন মিত্র এবং তারাপ্রসন্ন ঘোষের সংস্করণ ॥০; বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস গোবিন্দ [illegible] সংস্করণ ৸০।

পারিতোষিক এবং লাইব্রেরীর জন্য

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা

হজরত মহম্মদের জীবনী সৈয়দ আবদুল [illegible] ৸০, জ্ঞানোদয় ১ম ভাগ দলিল উদ্দীন [illegible] ৵০, (মুসলমান স্কুল সমূহের জন্য পারিতোষিক পুস্তক), রাজভক্তি রাখালদাস অধি[illegible] কবিরত্ন ⁄০ (কেবল পারিতোষিকের জন্য), [illegible] গল্প জি এন হালদার প্রকাশিত ॥০, (কেবল পারিতোষিকের জন্য), শকুন্তলা অবনী [illegible] ঠাকুর ।৵০, (কেবল পারিতোষিকের জন্য) [illegible] দাম ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় ।৵০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) কিণ্ডার গার্টেন কর্ম্ম সংগীত প্যারী[illegible] ⁄১০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) সমাস [illegible] এম পি শত কোপচারিয়ার ৵০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) ইলিয়ডের বাঙ্গালা অনুবাদ [illegible] নাথ কাব্যবিনোদ ৮৲ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য)।

কেবল লাইব্রেরীর জন্য

[illegible]ঙ্করী ১ম ভাগ (৩য় ও ৪র্থ মানের জন্য) [illegible] ভাগ (৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য) ।০, স্কুল ড্রইং ১ম ভাগ শ্যামচন্দ্র দত্ত ।৵০, শব্দনির্ম্মাণ যোগেশ চন্দ্র রায় ॥০, শুভঙ্করী পি ঘোষ ॥০, সরল পরিমিতি পি ঘোষ ৵০, সরল পাটীগণি পি ঘোষ কৃত (এ কে ঘোষ দ্বারা সংশোধিত) ॥৵০, পাটীগণিত ও শুভঙ্করী ঐ কৃত ১৷০ টাকা।

শ্রীসীতারাম শরণ ভগবান প্রসাদ জি কি সচিত্র জীবনী শিবনন্দন সহায় ৵০, গৌরী রামায়ণ গৌরী প্রসাদ মিশ্র।০

সত্য নারায়ণ কথা ভাবানুবাদ গৌরীপ্রসাদ মিশ্র ৵০ জ্ঞানামৃতানুভাব প্রকাশ দেবনারায়ণ ওঝা ।⁄০, মহামায়ী উৎপত্তি রামকৃষ্ণ লাল।০ হিন্দী করিমা রাম দাস রায় ⁄০ (কেবল পারিতোষিকের জন্য) সরল বিজ্ঞান বিতাপ ১ম ভাগ বলদেব রাম ঝা ।৵০ (কেবল) লাইব্রেরীর জন্য ঐ ২য় ভাগ ।০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) রাদসহ দর্পণ হরিশ্চন্দ্র ।⁄০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) দিল্লীর দরবার দর্পণ ঐ ।০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) বুন্দিকা রাজবংশ ঐ ⁄০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) তহলীল উল তর্জ্জমা ১ম ভাগ মাধো নারায়ণ ।⁄০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য),

উর্দ্দু পুস্তক

রহিতান চুরুস্তি সুলতান মামুদ ।⁄০ জহরী লাল কলম আবদুল হাকিম কাদেরি ।৵০ হিকায়েতী লকমন (সংশোধিত) লালা চুন্নিলাল ।৶০ সরগুজাস্তি ওয়াজীর খানিলাংক্রান মহম্মদ হোসেন (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) উপনিষদ প্রকাশ দেওয়ান মায়াদাস ১৷০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য)।

উড়িয়া পুস্তক

জয়দ্রথবধকাব্য পদ্মচরণ নায়ক ॥০ পারস্য উপন্যাস সৈয়দ আবদুল জালিল ॥৵০ শকুন্তলা নাটক হরিহর রথ ।৵০ বেণী সংহার নাটক ঐ ।৵০ রাম জন্ম নাটক ঐ ।০ অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক মহারাজ বীর মিত্রোদয় সিংহ দেব ॥০, [illegible] ঐ ।৵০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) ব্রজবন্ধু বিহর মলিচরণ মহাপাত্র ॥০ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য) [illegible] বোধিকা মৃত্যুঞ্জয় রথ ৵০ [কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

বাঙ্গালা ইতিহাস ভূগোল

ভারতবর্ষের ইতিহাস [সংশোধিত] ঈশানচন্দ্র ঘোষ ।⁄০ ঐ হেমলতা দেবী ।০ প্রথম শিক্ষা ভারত ইতিহাস [সংশোধিত] বৃন্দাবন ধর [illegible], বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] রজনীকান্ত গুপ্ত ৵০ শিশুরঞ্জন বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] শশধর সেন ৵০, ভূগোলপাঠ ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য [সংশোধিত] বি কি এণ্ড সন।০

গণিত—উড়িয়া

সুলভ [illegible] ১ম ভাগ সীতানাথ রায়।০

For [illegible] adopting the new scheme of Vernacular education.

Literature

English.

English Primer for Indian Schools, revised (Anglo Bengali). Charu Chandra Mitra. As 2

For upper classes of High schools and schools not adopting the new scheme of vernacular education.

Literature,

English.

Ali Baba and the Forty Thieves. W. and R. Chambers & Co. 2d.

Prince Cherry and the Forest Rose. Ditto

Sindbad the Sailor Ditto

The Lances of Lynwood C. M. Younge 1 s.

Hereward the Wake C. Kingsley 1 s.

The Water-Babies (adapted for use in schools) Ditto 1 s.

Six to Sixteen J. H. Ewing 1 s. (For Girls schools)

The Last of the Mohicans J. F. Cooper 1 s.

Feats on the Fiord H. Martineau 1 s.

Parables from Nature Mrs. A. Gatty 1 s.

Intermediate English Grammar. Edited by A. J. Ashton. 2 s.

Grimm's Fairy Tales Edited by A. T. Martin. 1 s.

Stories from the Arabian Nights. Ditto 1 s.

Scott's Tales of a Grandfather— First Series. Edited by J. Hutchinson 1 s.

The Popular Reader revised Priya Nath Ghosh. As 12

Upper Primary Girls' Reader M. B. [illegible] (For Girls schools.)

[illegible] of English Grammar (Anglo-Urdu). H. Sinha.

Mathematics

English.

A Modern Arithmetic, Part II H. S. Jones s. 2 6 d.

A New Algebra, Vol. I S. Barnard and J M Child s. 2 6 d.

A School Arithmetic H S Hall and F H Stevens. s 4 6d

Elementary Modern Geometry, Part I. K P Basu As 8

Plane Geometry for Matriculation Examination. Radha Govinda Nath Rs I As 8

History.

English.

India under Company and Crown. H A Stark As I0

Prize and library books.

Literature

English.

Æsop's Fables (in words of one syllable) M Godolphin 6 d

A Manual of Moral Instruction. J Reid s 2 6 d

Chambers's Effective Readers—First Primer. W and R Chambers & Co 4 d (prize only)

Chambers's Effective Readers—Second Primer. Ditto 5 d Do

Chambers's Effective Readers—First Infant Reader. Ditto 6 d Do

The Boy's Book of Poetry, Part I.—Junior. Macmillan & Co 4 d

For Library only

The Boys' Book of Poetry, Part II—Intermediate. Ditto 4 d

The Book Boys's of Poetry, Part III—Senior Ditto 4 d

A Book of Poetry, Part II Edited by G H Dowse 9 d

Ditto, Part III Ditto 9 d

Selections from White's Natural History of Selborne Edited by J H Fowler I s

Representive English Poem Edited by G S Brett s 3 6d

The Spectator: Essays I-L Edited by J Morrison s 2 6d

Indexing and Precis Writing G B Beak s 2 6d.

A Teacher's Hand-book of Moral Lessons A J Waldegrave s I 6 d

The Magic Garden A M Chesterton s I 6d

Trench's "On the Study of Words Edited by A S Palmer s 2 6 d

How to Read English Literature L Magnus s I 6d

Youngmen's Moral Gudide Prem Bihari Mathur As 4

Science and Mathematics

English

For Library only

Bell's New Practical Arithmetic for Elementary School—Teacher's copy—in seven parts; Ist year—7th year W J Stainer 8 d nett, each part

The Alert Arithmetics—Teacher's Book—in two parts; Book 1 and Book II H Wilkinson 4 d each part

Elmentary Mensuration W M Baker and A A Bourne s I 6 d

Practical Arithmetic and Mensuration F Clastle 2 s

The Eton Algebra, Part I P Scoones and L Todd s 2 6 d

The Elements of Algebra P Ghosh Rs I As 8

The Elements of Arithmetic P Ghosh.—Revised by A S Ghosh. Rs I As 8

History and Geography

English

Sketches of Rulers of India, Vol I—The Mutiny Era and After G D Oswell Rs I I2 As

Seetches of Rulers of India, Vol II—The Company's Governors Ditto Rs I As I2

Sketches of Rulers of India, Vol III—The Governors-General and Dupleix Ditto Rs I I2 Ans

Sketches of Ruiers of India, Vol IV—The Princes of India and Albuquerque Ditto Rs I I2 As

Peeps at Many Lands—The World A R Hope s 3 6 d

For Library only

A Text-book of Geography G C Fry s 4 6 d

A Rational Geography, Pard I E young s I 6 d

Ditto, Part 2 Do s I 6d

Ditto, Part 3 Do s I 6d

How to Draw a Map J E Whittaker As 8

Easy Steps to Geography and Map Pointing, revised. R N Ghose As 6

Second Book of Geography, revised S A Hill As 8

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩৯৮ " বাবু মন্মথ নাথ পাত্র,
সাং মাটাপোল ৩১।৭।১০

৫৬১ " হেঃ মাঃ পাউনন সিদ্ধেশ্বর স্কুল ঐ

৫৩৮ " গুরু ও ছাত্রবৃন্দ কৃষ্ণগঞ্জ
গুরুট্রেণিং স্কুল ঐ

৬৪৭ " রজনী কান্ত দত্ত, ধনকোড়া মইং স্কুল ঐ

৫৭৭ " বিশ্বেশ্বর রায়, বনআগুড়িয়া মধাঃ স্কুল ঐ

৫৫২ " ভূষণ স্কুল লাইব্রেরী
নলডাঙ্গা রাজ বা ঐ

১২৯৯ " জয়নাথ দাস, হেঃ পঃ
ফরিদাবাদ মইং স্কুল ঐ

১৪০০ " সেঃ কালীয়া. আরহাই স্কুল ঐ

১৪০১ " উপেন্দ্র নাথ পুরকাইত,
হেঃ মাঃ ভাছড়া মইং স্কুল ঐ

৬৩৮ " হেঃ মাঃ ধর্ম্মদা মইং স্কুল

১৪০২ " ধীরেন্দ্র নাথ রায়, পোঃ তোলা ঐ

৬৭৫ " আবদুল ওয়াহেদ সরকার,
চৌবাড়ী মইং স্কুল

৫৯২ " নগেন্দ্র রায় চৌধুরী,
হেঃ পঃ বাওয়া গুরুট্রেণিং স্কুল ঐ

৫৯৮ " মন্মথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলিয়াঘাটা ঐ

৪৪৩ " আজিজর রহমন,
কলাবোয়া গুরুট্রেণীং স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Educatioan Gaslle Chinsurah

ঐ বাটীতে সকল ইচ্ছা নাই যথা তিনি করিয়া স্বজন পরিত্যাগ এবং গৃহ স্বগ্রামনিবাসীদিগের আপন অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক।

উল্লিখিত স্থল দুইটিতে "কমা" "পূর্ণচ্ছেদ" ও এক একটি ছেদের মাথার কথাগুলি ওলট পালট করিয়া দেওয়া আছে। যথাস্থানে কথাগুলি সন্নিবেশিত করিয়া স্থল দুইটি অর্থ সঙ্গত কর।

২। কালর দিক।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪

সাদার দিক।
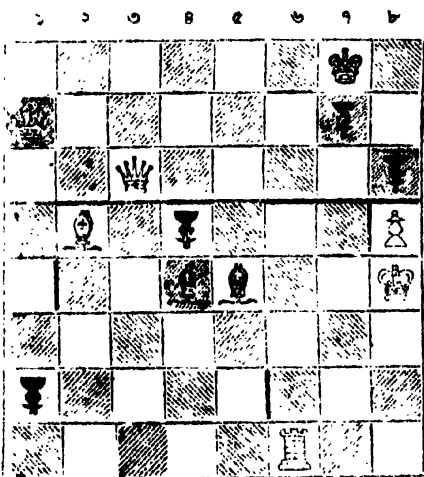
সাদা প্রথমে চালিয়া চারি চালে মাত করিবে।

৩। ধর্ম্মনীতি দেখেন যে, শুদ্ধ বিধিনিষেধের দ্বারা যে কার্য্য হয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর ফললাভ হয়। এই জন্য যেন ধর্ম্মনীতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম গ্রন্থে অবতারাদির অবতারণা হইয়া থাকে। ভাবমূলক ধর্ম্মে যে ঈশ্বরে মনুষ্যের আত্ম-আরোপ পরিত্যাগ করিবার কখন কখন চেষ্টা হয় তাহার কারণ সত্যের অববোধমাত্র। প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে অবতারাদির ভক্ত হইতে শিখেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের মনের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে হয়। তাঁহারা আর বিধি নিষেধের সূত্র সকল খাটাইয়া আপনাদিগের চরিত্র সংগঠন করিতে পারেন না। তাঁহাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, বুঝা যায়। ভাবমূলক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে আত্মআরোপ পরিহারের চেষ্টা করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের প্রকৃতি সতেজ হইয়া উঠিতেছে অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করমতবাদ এবং শাস্ত্রাচার যত ম্লান হইয়া রামানুজাদিব্যাখ্যাত দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতির প্রদর্শিত ভক্তি মার্গের প্রশস্ততা বাড়িতেছে, ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতেছে। আর মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদ (সুফি মত) এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যেও নির্গুণবাদ [আগনষ্টিক মত] যতটুকু বিস্তৃত হইতেছে ততই উঁহাদিগের চিত্তের বল অনুভূত হইতেছে। জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তি মার্গে যাওয়া কিম্বা প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী ছাড়িয়া ভাবিক ধর্ম্মপ্রণালীতে পদার্পণ করা. ইহা উন্নতির চিহ্ন নয়, অবনতির লক্ষণ।

উল্লিখিত স্থলটির মধ্য হইতে চারিটি শব্দ লইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটি বাক্য রচনা কর—(১) বাক্যটিতে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি অক্ষর থাকিবে, [২] একটি অব্যয় পদ, দুইটি বিশেষ্য পদ ও একটি ক্রিয়া পদ থাকিবে; [৩] দুইটির অধিক যুক্তাক্ষর থাকিবে না এবং [৪] অতি সারবান্ উপদেশমূলক হইবে।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

ব্রাহ্মণের ও সৎ শূদ্রের কর্ত্তব্য।

সদাচার পরায়ণ ও ভক্তিমান্‌-ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়া হিন্দু সমাজের সকলেরই যে রূপ কর্ত্তব্য প্রত্যেক সৎ শূদ্রেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য। উপবীত গ্রহণে কায়স্থদিগের যদি ঐ তিন আর্য্য ভাব রক্ষা করিতে পারেন তবেই তাহাতে দোষ নাই। তবে ঐ কার্য্য করাতেই যে একটা নিজের পূর্ব্বপুরুষে (পিতা পিতামহ প্রভৃতিতে) একটু অগৌরব সহজেই বুঝাইতে পারে তাহা হইতে নিজের মনকে বড়ই অবহিত হইয়া বাঁচাইয়া চলার একান্ত প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হওয়ায় ব্রাহ্মণের ক্ষতি কম। বিদ্বেষীর ক্ষতিই অধিক। কায়স্থগণ ভারতের ব্রাহ্মণ প্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্র সম্ভারের এবং ব্রাহ্মণ শাসনে সমস্ত সমাজে শমদমাদির সাধনোৎকর্ষের দিকে একটু সভক্তিক দৃষ্টি রাখিলেই দেখিতে পাইবেন যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষে উঁহাদের নিজেদের মনের ক্ষতি বড়ই অধিক হইবে। মনে বিনয় ও সংযম রাখাতেই ভারতের অধিবাসী অন্য মনুষ্য অপেক্ষা আজও মোটের উপর স্বতন্ত্র।

হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতা কালে একবার একটী চণ্ডাল পুত্র ছাত্রবৃত্তি পাশ হইয়া হষ্টেলে থাকিয়া পণ্ডিতী শিক্ষার জন্য আসিয়াছিল। হষ্টেলের "সকল" ছেলের আপত্তিতে তাহাকে হষ্টেলে লওয়ার সুবিধা হয় নাই। তখন ঐ চণ্ডালপুত্র হষ্টেলের সকল জালা, কলসী প্রভৃতি ছুঁইয়া দিয়া পলাইয়া যায়। ইহাতে সে নিজেরই নীচতা প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিল।

কোন কোন সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে যে, উপবীতগ্রাহী কায়স্থদিগের সমাজে চলা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করিলে তাঁহাদিগকে কায়স্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ অকথ্য গালিগালাজ করিতেছেন। আমাদের মনে হয় যে, ঐ কায়স্থদিগের পিতা এবং পিতামহগণ জীবিত থাকিলে এবং উপবীত গ্রহণে অমত প্রকাশ করিলে উদ্ধত বংশধরগণের মুখ হইতে ঠিক ঐ ঐ গালিই পাইতেন। সুতরাং ওরূপ পাত্রদিগের নিকট হইতে ওরূপ ব্যবহার পাইয়া ব্রাহ্মণগণ যেন ক্ষুণ্ণ না হন। নূতন একটা কিছু করিতে গেলে [illegible] গালিই লোকে আপত্তি করিয়া থাকে। তাহাতে অত অসহিষ্ণু হইলে কি মনের উচ্চ ভাব দেখায়, না প্রকৃতই উচ্চতর স্থান অধিকার সঙ্গত রূপে পাইতেছেন ইহা প্রমাণিত হয়? যেই "সহে" সেই বড়। উপবীতগ্রাহী কায়স্থগণ যেন উগ্রতা প্রকাশ দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা না করেন। প্রকৃত নিখুঁত ক্ষত্রিয়গুণ গ্রহণ করুন! "ক্ষময়া পৃথিবীসম" হউন। উঁহারা সহিষ্ণুতা ও বদান্যতা ও বিনয় দ্বারা যেন যুধিষ্ঠিরের বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ লইতেছেন এইরূপ দেখাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে বিতণ্ডা দেখিলে হিন্দুর সকল শত্রুর মুখেই পূর্ণ মাত্রায় হাসিতে থাকে। কায়স্থগণ! উপবীত গ্রহণ যোগ্যতা বিনয়ে ও সদাচারে ও ভক্তিমত্তায় লাভ করিতে থাক। সমাজের ক্রমোন্নতির জন্যই বিরাট হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। মনুর সময়ে কত রকম বিবাহের কথা দেখা যায়। এখন সৎশূদ্র মাত্রেরই মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ; বিধবা বিবাহ রহিত: ভজন, সাধন, গীতা পাঠ প্রভৃতি চলিতেছে।—এই এই সকলেই, কণ্ঠী ধারণ, উপবীত গ্রহণ প্রভৃতির যোগ্যতা লাভ হয়। ভদ্র কায়স্থগণ! পূর্ব্বপুরুষগণের যে সভক্তিক সেবায়, সদাচারে, বিনয়ে, সৎকার্য্যে অর্জ্জিত পুণ্যরাশির প্রভাবে আজ তোমরা উপবীত গ্রহণে যোগ্যতা "বোধ" করিতে পারিতেছ—এবং আমি ব্রাহ্মণ সন্তান যে জন্য তোমাদের যোগ্য মনে করিতেছি—সে পথ ত্যাগ করিও না। ভক্তি সেবা এবং বিনয় ছাড়িও না। ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের পদবীতে দাস শব্দ ছিল না। কিন্তু তিনি সকল ব্রাহ্মণের দাসই ছিলেন। মনে ব্রাহ্মণে—এখনও তেমনই উচ্চ অঙ্কের ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন—ভক্তি রাখিও। স্বার্থিরা দুষ্টামি করিয়াছিলেন—কোন কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত—এসকল স্বেচ্ছানুরূপ ভাব পোষণ করিও না। আচারেই অলক্ষণ সকল নাশ করিয়া (আচারোহন্ত্যলক্ষণং) উচ্চে উঠিতে থাক। কোন কায়স্থের উপবীত গ্রহণেচ্ছা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৺রাজনারায়ণ বসুর মহা- [illegible]

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা কত উচ্চ সমাজের [illegible] স্থানীয়দিগের সম্মান তাহা ভুলিও না। যোগ্য [illegible] স্কুলে যাহারা "সর্ব্বেই" মিশিয়া থাকিতেছে তাঁহাদের সন্তানেরা অনুদার হইও না। [illegible] পরাজয়। সৎশূদ্রদিগকে উন্নত কর [illegible] চিহ্ন উপবীত উঁহাদের যোগ্যতানুসারে [illegible] অগ্রণী হও। উপযুক্ত সময়ে [illegible] ছাত্রদিগের কি উৎসাহ থাকে! কায়স্থগণ বহু শত বর্ষের সদাচারে উপবীতগ্রহণ যোগ্য হইয়াছেন। এত সেবাতে ও কি উঁহাদের মুক্তি হইবে না! গুণে সমাজের সকলকেই অধীন রাখিতে চেষ্টা কর। আপনাদিগকে উন্নত সৎশূদ্রদিগের পৈতা পরিবার উপযুক্ত কর। ইহাই ব্রাহ্মণের "স্বদেশী" ব্রত হউক। সম্প্রদায় বিশেষে ঢুকিয়া ব্রাহ্মণের পৈতা ফেলা অপেক্ষা সৎশূদ্রের পৈতা গ্রহণ বিরাট ভারত সমাজের প্রধানতম অংশের পক্ষে সুলক্ষণ। হিন্দুর ক্রমাগত ভাঙ্গা থামিয়া পুনরায় গড়ার উপক্রম। ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। [গীতা] এই উপবীত গ্রহণে অমঙ্গল হইবে না। ইহা আমার চক্ষে সদাচারী হিন্দু থাকার জন্য কায়স্থের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সূচক।

শ্রী:—

বৃষ্টিতত্ত্ব।

বেহার অঞ্চলে নিম্নলিখিত দুইটী ডাকের কথা প্রচলিত।

(১) শাবন পছুওয়া, ভাদো পুরওয়া, আশিন বহে ঈশান। কার্ত্তিক কন্তা সিখিও ডোলে, কঁহাকে রাখবই ধান॥

অর্থাৎ শ্রাবণে যদি পশ্চিমে হাওয়া বহে, ভাদ্রে যদি পুবে হাওয়া বহে, হে কান্তা! যদি আশ্বিন মাসে বাতাস না হয় (মস্তকের শিখাও নড়ে না) তবে ধান রাখিবার স্থান সঙ্কুলান কোথায় হইবে?

(২) যব শাবন পছুওয়া পাওবে।
তো সুখ গো নদীয় নাও বহাবে॥

যদি শ্রাবণে পশ্চিমে বাতাস হয় তবে শুষ্ক নদীতেও নৌকা বাহায়॥

ইহার অনুরূপ বাঙ্গালায় চলিত বচন কি আছে? আজ কাল পশ্চিমে বাতাসে বিহার অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়া এই বচন প্রমাণিত করিতেছে।

শ্রী:—

বোম্বাই অঞ্চলে স্বদেশী।

সম্প্রতি নিম্নলিখিত কারখানা ও কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে।

(১) দেশলাই ও মাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং মূলধন ৩০ হাজার। প্রত্যেক শেয়ার ২৫। জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বামন আপাজি নিনাজ্ কর

এবং শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ হরি খাটাও এই কারখানার সেক্রেটারি। কাঠির উপযুক্ত কাষ্ঠ বেলগাঁওয়ের নিকটেই পাওয়া যাইতেছে।

(২) ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ওয়ার্কস—মূলধন ১ লক্ষ। রামচন্দ্র এণ্ড কোং এজেণ্ট। কারখানা বোম্বাইয়ে। জাপানে শিক্ষিত দুইজন লোক ইহাতে আছেন। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কারখানাতেই স্বল্প মূল্যে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৩) স্বরাট ইসলাম ফ্যাকটারি আহমেদাবাদ। মূলধন লক্ষ টাকা। একজন মুসলমান ভদ্রলোক ইয়ুরোপীয় চাকর রাখিয়া নিজের একলার টাকা দেই এই কারখানা চালাইতেছেন। দিয়াশালাই ভাল হইতেছে।

(৪) পেনকর কটলারি কোং। ইহার ম্যানেজার মিঃ মনোহর লণ্ডনে কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন। ছুরি কাঁচি ভাল হইতেছে।

(৫) পাইওনিয়ার অলকালি ওয়ার্কস (মাহিম বোম্বাই)। টোকিও ইউনিভার্সিটীর পাস করা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জে এন পোট্ট দ্বারা পরিচালক। সোডা প্রস্তুত হয়।

(৬) কোলাপুরে ও আকোলে (বেলগাঁও জিলা) দুইটী কানপুরের হাদির ব্যবস্থার অনুকরণে পরিচালিত চিনির কারখানা হইয়াছে।

(৭) নবনীত অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং স্বরাট। তুলার বীজের তৈল প্রস্তুত হয়। আমেরিকায় এইরূপ ৪০০ কল চলিতেছে!

(৮) গোয়ালিয়র, গিরগাঁও স্বরাট ও পুনা স্বরে মিলস্] কাগজের কলে অনেক কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। স্বরাটে চারিটী ছোট ছোট কল বসিয়াছে।

(৯) ধারওয়ার পেন্সিল ফ্যাক্টারি; পুনা বটন (বোতাম) ফ্যাকটারি, বম্বে ব্রশ ফ্যাকটরি, এবং ফেল্ট টোপি ম্যানুফ্যাকচরিং কোং বম্বে—এইগুলির নাম উল্লেখ যোগ্য। শেষোক্ত কলের লালটুপি সকল মুসলমানেরই ব্যবহার করা উচিত। ধার ওলটান গোল ফেল্ট টুপি (যাহা বাঙ্গালীর ভাল চাকরেরা এবং উপঃপ্রদেশের ভদ্রলোকেরা ব্যবহার করেন) তাহাও প্রস্তুত হইতেছে। হঙ্কেরির আমদানী এখন ভারতে খুবই কম পড়া উচিত।

[১০] প্রোফেসর গজ্জরের আলেম্বিক কেমিকাল ওয়ার্কস। মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্ব প্রকার ফটোগ্রাফের জিনিস এবং সুগন্ধ ও ঔষধাদি প্রস্তুত হয়।—বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে এইরূপ স্বদেশী কোম্পানি খুলিয়া ধর্ম্মভাবে—অংশীদারদের লাভের জন্য—চালান উচিত। ছোট ছোট কারবার একজনেও চালাইতে পারেন।

শ্রীঃ— পি

খোন্দজাতি।

আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত আদিম অধিবাসী পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইয়াছিল, তন্মধ্যে খোন্দ একটী প্রধান জাতি। তাহারা অদ্যাপিও সাঁওতাল, গোন্দ এবং কোল জাতির ন্যায় তাহাদিগের অনার্য্য আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম অনেকটা পূর্ব্বের ন্যায়ই বজায় রাখিয়াছে। উড়িষ্যা প্রদেশে তাহাদের লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। ইহাদের অর্দ্ধেক খন্দমহলে বাস করে এবং অপরার্দ্ধ আঙ্গুল দাশপালা এবং নবগড়ে বাস করে।

ধর্ম্ম—উহাদিগের ধর্ম্ম সহজ ও আদিম প্রকারের। পৃথিবী দেবীই তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা পুরাকালে জমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধির জন্য নরবলি প্রদান করিত। পান কিম্বা অন্য নিম্নশ্রেণীর বালক বালিকাগণকে তাহারা এই বলি প্রদানের জন্য অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পরমযত্নে প্রতিপালন করিত। এই সময়ে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীনতা প্রদান করা হইত। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত এবং যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারিত। অবশেষে কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদিগকে ক্ষেত্রে বলি দিয়া তাহাদিগের হাড় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পুতিয়া রাখিত। এইরূপ নরহত্যা এক্ষণে নিবারিত হইয়াছে। আর তজ্জন্য সদাশয় ইংরাজরাজই ধন্যবাদার্হ। এখন সময় সময় তাহারা অন্য অন্য পশু বলি দেয়। খোন্দজাতি মদ্য পান করিবার পূর্ব্বে প্রথমে মাটিতে কিছু ঢালিয়া দেয়। খোন্দগণের অন্য দেবতাও আছেন। তাহারা সূর্য্যের এবং বৃষ্টির, নদীর ও অরণ্যের দেবতাগণকেও পূজা করে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই এক একটি গ্রাম্য দেবতা আছেন। প্রত্যেক বৎসরেই ধান্য কাটিবার পর ইহারা দুইবার ক্ষেত্রে পশুবলি প্রদান করে।

খোন্দস্ত্রীলোক—খোন্দগণের মধ্যে জাতি বিচার নাই। ইহারা স্ত্রীলোকগণকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে এবং বাস্তবিকই তাহারা সে সম্মান পাইবার উপযুক্ত। ইহারা বালিকাগণকে কতকটা স্বাধীনতা দেয় এবং তাহারা স্বাধীনভাবে যুবকগণের সহিত মিশিতে পারে কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ইহাতে তাহাদের চরিত্র কলুষিত হয় না। বিবাহের পর খোন্দস্ত্রী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয় এবং তাহারা সংসারের সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করে। তাহারা স্বামীর নিকটে কখনও অবিশ্বাসিনী হয় না। তাহারা কঠিন পরিশ্রম করে, তাহারা জমি চাষ করে, তাহাদের স্বামী যখন মত্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহারা সমস্ত কার্য্যেরই [illegible] খোন্দগণের একটি বিষম দোষ। নির্দ্দয়তা তাহাদের আর একটী দোষ। কিন্তু আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানের মত তাহারা তত ভয়ঙ্কর নহে। পুরাকালে যখন খোন্দগণ আপনাদিগের মধ্যে বা অপর জাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিত, তখন উহাদের জাতীয় সমিতি একজনের দূতের হস্তে একটী তীর দিয়া এক উপত্যকা হইতে অন্য উপত্যকায় সংবাদ প্রেরণ করিত। তখন যোদ্ধৃগণ সম্মিলিত হইত। পৃথিবী দেবী বেরাপেন্নু দেবীর নিকট নরবলি প্রদান করা হইত এবং যুদ্ধের দেবতা লোহাপেন্নুকে ছাগশিশুর রক্ত উপহার প্রদান করিত এবং তাঁহাদের নিকটে যুদ্ধে বিজয়লাভ প্রার্থনা করিত। তৎপরে যুদ্ধ আরম্ভ হইত এবং যতক্ষণ না একপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইত, ততক্ষণ ভীষণ যুদ্ধ চলিত। সদাশয় ইংরাজ রাজ খোন্দগণের সাহস, ত্যাগস্বীকার ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন "The fair maid of earth" নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে "কষ্টসহিষ্ণুতায় কোতাইনিও খোন্দগণকে পরাজিত করিতে পারে না। যে সময়ে দুর্ভিক্ষের নিদারুণ পীড়নে সমস্ত লোক অখাদ্য ভোজন করে, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, সে সময়েও খোন্দগণ কিছুতেই তাহাদের চিরাভ্যস্তনীতি পরিত্যাগ করে না, এবং তাহাদের বিবেকবুদ্ধি হইতে বিচলিত হয় না।"

এক্ষণে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিন গত হইয়াছে। খোন্দগণ এক্ষণে সভ্যতার নূতন আলোকে আপনাদের সমস্ত দোষ ক্রমেই দেখিতে পাইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা মদ্যের প্রতি ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বালক বালিকাগণ এক্ষণে স্কুলে যায় এবং উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করে। কৃষকগণ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে আদালতে গমন করে এবং ক্রমে জাল, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রভৃতি আইনের কূট শিক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব অঞ্চলের খোন্দগণ উড়িয়া ভাষায় কথা বলে এবং উড়িয়াগণের পোষাক পরিধান করে। কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলের খোন্দগণ এখনও তাহাদের আদিম অবস্থায় আছে। তাহারা প্রাণ

কের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্যগ্র শরীর আবৃত করে। তাহারা সাম্যাসিদ্ধে সত্যবাদী এবং পূর্ব্বের ন্যায়ই মন্ত্রের আদর করে।

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ, ৪র্থ শিক্ষক, বাবুলিয়া জে এম হাই স্কুল খুলনা জেলা।

শ্রীশ্রীকালী স্তোত্র ॥

মহাশয়,

শান্তিপুর হইতে শ্রীনিত্য গোপাল শর্ম্মা কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "শ্রীশ্রীকালী স্তোত্র" যাহা ১৩১৬।১৪ই শ্রাবণের এডুকেশনে প্রকাশিত হইয়াছে সেইটির পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।—

পরমা প্রকৃতি দেবী ঈশ মনোহরা,
সত্ত্ব মূর্ত্তি বহ্নি শশী সূর্য্য নেত্র ধরা।
ত্রিজগৎ বিধায়িনী ভক্তার্ত্তি নাশিনী,
নমি মা কালিকে ভব ভয় নিবারিণী।

নরভোগ বিধান কারিণী বিশ্বেশ্বরী,
সর্ব্ব দেব ঋষি গুরু তুমি মাহেশ্বরী।
লীলাময়ী সর্ব্ব সিদ্ধি বিবেকদায়িনী
নমি মা কালিকে ভব ভয় নিবারিণী।

পাপাব্ধিপতিত ক্লিষ্ট সুজঘন্য জীবে,
… হেতু সদা সৌম্য মূর্ত্তি ধর ভবে।
… ভবা মূলীভূতা মঙ্গলকারিণী।
নমি মা কালিকে ভব ভয় নিবারিণী।

সুখশস্য সমৃদ্ধি ধাত্রী ধরিত্রী রক্ষিতে,
নাশিলে দনুজ দল জগত পালিতে।
… শ্বরী সদা যজ্ঞ সুখোপভোগিনী,
নমি মা কালিকে ভব ভয় নিবারিণী।

বাক্যময়ী মহি বিভূষণ সন্তোষিণী,
… ৮ … বরণী।
শ্রীপ্রতি প্রফুল্ল পাদ পদ্ম সেবাবনী,
নমি মা কালিকে ভব ভয় নিবারিণী।

… খ নাশ দক্ষা আধি ব্যাধিহরা,
সর্ব্ব … বিরাজিতা শোক দূর করা।
… ষ্ট বিপক্ষের পক্ষ সংহারিণী;
নমি … কালিকে ভব ভয় নিবারিণী।

… তুমি মাগো সর্ব্ব শক্তিযুতা,
… অখিল শক্তির মূলীভূতা।
… মুক্তকেশ শ্রেণী,
… কে ভব ভয় নিবারিণী।

পাতক পাপাব্ধি মগ্ন জনে তার সদা,
ত্রিভুবন জন পূজ্যা স্বর্গ মোক্ষপ্রদা।
অভয় বরদ হস্তা সশক্তি সর্ব্বদা,
ভব ভয় নিবারিতে নমি মা সর্ব্বদা।

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় আমুগ্রাম মডেল স্কুল

শিক্ষক

হুগলী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসর মিঃ এ সি দত্ত এক সময়ে রসায়ন পড়াইতে পড়াইতে ছেলেদের বলিয়াছিলেন "আমি তোমাদের এই এক ঘণ্টা মাত্র পড়াই কিন্তু ইহার জন্য আমাকে বাড়ীতে তিন ঘণ্টা খাটিতে হয়।" প্রোফেসর টনি এক সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতে যাইয়া একটি বিশেষ পড়াম প্রসঙ্গে বলেন, "এটা আজ আর তোমাদের পড়াইব না, I am not prepared অর্থাৎ এটা আজ পড়াই বার জন্য আমি প্রস্তুত নই" ভাল প্রোফেসরেরা বাড়ীতে নিজে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া না আসিয়া কোন বিষয় পড়ান না। স্কুলের সকল শিক্ষকদিগের সম্বন্ধেই এই কথা ঠিক। যে বিষয়টি ছেলেদের পড়াইতে হইবে, সেটি পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিলে পড়ান খুবই ভাল হয়। পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন স্কুলের ছুটীর পর সকল শিক্ষককে একত্র করিয়া পরদিন তাঁহাদিগকে যে যে বিষয় পড়াইতে হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইহাতে ফল এই হইত যে, যিনি যে শ্রেণীতে পড়ান না কেন সেই শ্রেণীর বালকদের প্রধান শিক্ষকের নিকট পড়িলে যেমন পড়া হইতে পারিত সেইরূপ পড়াই হইয়া যাইত। এই প্রথায় পড়ান এখন আর কোথাও হয় বলিয়া জানা নাই, কিন্তু যদি কোথাও হয় সেখানে পড়া শুনা যে খুব ভাল হয় সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

অধস্তন শিক্ষকদের বেতন সাধারণতঃ বেসরকারী স্কুলসমূহে কম। দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতা হেতু এবং নানাকারণে গৃহস্থসংসারে আজ কাল খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় কেবল স্কুলের বেতনটির উপর নির্ভর করিয়া অনেক শিক্ষকেরই চলে না। তাঁহাদিগকে স্কুলের সময় ব্যতিরিক্ত সকালে বিকালে ও রাত্রিতে "প্রাইভেট" পড়াইয়া আরও কিছু কিছু উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের যে সময় কম সে কথা ঠিক। তবে এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের আসল কাজ যে স্কুলে ছেলে পড়ান তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে … স্কুলে যে যে বিষয়ের পড়ান … তাঁহাদিগকে বাড়ী হইতে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে। নতুবা … অবশ্য শিক্ষকের পদবাচ্য … তাঁহাদের তাহাতে বিশেষ পরিশ্রম … এই ধরণের হেতু তাঁহাদের ভাল কোন কালেই হইবে না।

পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন জন্য ছেলেদের খাতা করান হয়। বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন জন্য ছেলেদের বাড়ীতে কাজ দেওয়া হয়। ছেলেরা বাড়ীতে অঙ্ক করিয়া খাতায় তুলিয়া আনে, অনুবাদ সংশোধন করিয়া খাতায় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আনে, কথার মানে প্রভৃতি, রচনা, শিক্ষকের লিখিয়া দেওয়া জিনিস ভাল করিয়া লিখিয়া আনে। ইত্যাদি অনেক বিষয়ের অনুশীলনী ছেলেদের বাড়ী হইতে করিয়া আনিবার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। ছেলেদের এইরূপে বাড়ীতে কাজ দেওয়া অনেক স্কুলে খুব কম হয়, অনেক স্কুলে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী হইলেও নিয়মমত হয় না, অনেক স্কুলে একাদিক্রমে কিছু দিন হইত বেশ নিয়মমত হয়, আবার শেষে অনিয়মিত হইয়াও যায়। ছেলেদের বাড়ী হইতে লিখিয়া আনা জিনিসে ক্লাসের শিক্ষক স্বাক্ষর করিয়া দেন। তাহা হইতে ছেলেদের অভিভাবক বুঝিতে পারেন ছেলে নিয়মমত বাড়ী হইতে স্কুলের দেওয়া কাজ করিয়া লইয়া যাইতেছে কিনা, এবং স্কুল হইতে নিয়মমত কাজ ছেলেদের বাড়ীতে করিতে দেওয়া হইতেছে কি না।

আর একটি কথা আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা যখন ছেলেদের খাতায় স্বাক্ষর করিবেন তখন যেন তাঁহাদের লেখাগুলি বেশ করিয়া পড়িয়া স্বাক্ষর … যেখানে ভুল হইয়াছে তাহা … সংশোধন করিয়া দেন এবং কিছু বুঝাইয়া দিবার … তাহা যেন বুঝাইয়া দেন। … করিয়া দেখিয়া সবছেলের খাতার ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়ায় শিক্ষকের খাটুনি আছে সত্য এবং অনেক স্কুলে অধস্তন শিক্ষকদের স্কুলে অবকাশ থাকে না সত্য, সে স্থলে শিক্ষকদের … আরও কিছু খাটিতে হইবে, নতুবা … স্বাক্ষর করিয়া দেওয়ায় তেমন বিশেষ উপকার হইবে না। কোন কোন স্কুলে এই-

রূপ হইতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা গুলি বলিলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এদিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেই কাজ ভাল হইতে পারিবে।

শ্রী :—

এডুকেশন গেজেট

৪ঠা ভাদ্র ৭৯ সাল ইং ২০শে আগষ্ট ১৯০৯ সাল

স্কুল গৃহের উপকরণ (২)

ক্লাসে ছেলেরা বসিবে এবং প্রত্যেক ছেলের সামনে ডেস্ক থাকিবে অথচ কোন ছেলের আপন যায়গা হইতে উঠিয়া যাইবার সময় কাহাকেও সরিয়া বসিতে বলিতে হইবে না, অনায়াসে যায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিবে, শিক্ষক মহাশয়ও যখন যে ছেলের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে যাইতে পারিবেন তজ্জন্য কাহাকেও সরিতে হইবে না, এবং লেখা পড়ার ব্যাঘাতও অজ্জন্ম কাহারও হইবে না, এমন টুকু হইতে হইলে প্রত্যেক ছেলের জন্য একটি করিয়া পৃথক ডেস্ক চাই। উহা যেখানে সম্ভব হইবে সেখানে করিতে পারিলেই ভাল হয়। এক সঙ্গে হইয়া না উঠে ক্রমে ক্রমে করিতে চেষ্টা করিতে পারিলেই ভাল হয়। নিতান্ত অপারগ পক্ষে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা। ফলকথা, ছেলেদের সামনে ডেস্ক থাকার প্রয়োজন এবং ছেলেরা আপন যায়গা হইতে উঠিবার সময় অন্যছেলের পড়া শুনায় বিঘ্ন না জন্মাইয়া উঠিতে পারে এবং শিক্ষক মহাশয় ইচ্ছা করিলেই যে কোন ছাত্রের নিকট অনায়াসে যাইতে পারেন এমন ব্যবস্থাটুকু করিতে পারিবার জন্য যে স্কুলের যতদূর সাধ্য তাহা করিতে হইবে।

ডেস্কগুলি ক্লাসের মধ্যে অর্দ্ধবৃত্তাকার করিয়া বসাইতে হইবে। অর্থাৎ ছেলেরা অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসিবে। ঐ অর্দ্ধবৃত্তের ব্যাস ছেলেদের সম্মুখ ভাগে এবং শিক্ষকেরও সম্মুখভাগে হইবে। ছাত্র ও শিক্ষক মুখোমুখি বসিবেন, ছেলেরা যদি উত্তর মুখ বসে; শিক্ষক বসিবেন দক্ষিণমুখো। এবং অর্দ্ধবৃত্তের ব্যাস ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে থাকিবে। শিক্ষক ঐ অর্দ্ধ বৃত্তের ব্যাসের নিকট হইতে খানিকটা পিছাইয়া বসিবেন; যেন ছাত্রদের সারি এবং নিজের আসনের চাতাল এতদুভয়ের মধ্যে চলাচলের বেশ খানিকটা যায়গা থাকে। যদি অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছেলে বসাইবার সুবিধা না হয় তবে অগত্যা আয়ত ক্ষেত্রের আকারে বসাইবেন। সুবিধামত করিয়া বসাইতে পারিলে এই আয়ত ক্ষেত্রের আকারে বসায়ও কোন ক্ষতি হইবে না।

ছেলেদের সামনে যে ডেস্ক থাকিবে তাহার গড়ানে ভাগ ছেলেদের কোলের দিকে থাকিবে। সুতরাং শিক্ষক মহাশয় যদি ছেলেদের সঙ্গে এক সমতল জমিতে বসেন তাহা হইলে ডেস্কের গড়ান ভাগ ছেলেদের সম্মুখ ভাগে থাকায় এবং ডেস্ক দ্বারা আড়াল হওয়ায় ছেলেরা সকলে কে কি করিতেছে, কেহ হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে কিনা কোন ছেলে আর কোন ছেলের সহিত হাতকাড়াকাড়ি করিতেছে কিনা ইত্যাদি বিষয় তাঁহার নজরে আসিবে না। কাজেই শিক্ষকের আসন ছেলেদের সহিত এক সমতলে না হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চে হওয়া চাই। অন্ততঃ একফুট উচ্চে চাই। ছেলেরা অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বসে এবং শিক্ষক মহাশয় যদি সেই উচ্চ চাতালের উপর চেয়ার বা টুল রাখিয়া বসেন তাহা হইলে সকলই তাঁহার বেশ আয়ত্তের মধ্যে রহিল। ছেলেরা আয়ত ক্ষেত্রের আকারে বসিলেও অনায়ত্ত তেমন কিছু হয় না। আয়ত ক্ষেত্রাকারে বসাইবার ব্যবস্থায় যায়গার সংকুলান অনেকটা হয়। অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসাইলে যদি তাহাতে স্থানের অভাব কিছু না হয় তবে সেই মত করিয়া বসাইতে পারিলেই বেশ হয়। শিক্ষক মহাশয়ের ঠিক ডান ধারে এবং বাম ধারে বোর্ড থাকিবে। ম্যাপ টাঙ্গাইতে হইলে সেই খানেই টাঙ্গাইতে হইবে।

আয়ত ক্ষেত্রের আকারে বসাইতে হইলে সমস্ত ক্লাশটি শিক্ষক মহাশয়ের চক্ষের সামনে বসিবে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় শিক্ষক মহাশয় মাঝখানে বসিয়াছেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে ছাত্রগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে—তাঁহার ডাইনে বাঁয়ে ছাত্র সম্মুখে পিছনে ছাত্র। পিছনের ছাত্রেরা কি করিতেছে শিক্ষক মহাশয় তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। পিছনে ছাত্র না বসিয়া যদি তিন দিকে ছাত্র বসে এবং শিক্ষকের আসন ছাত্রদের মাঝখানে হয় তাহা হইলেও ডাইনের বাঁয়ের সকল ছেলের দৃষ্টি রাখিতে হইলে শিক্ষক মহাশয়কে তাঁহার কাঁধের সহিত এক সরল রেখায় অথবা স্থূলকোণ করিয়া নিয়ত ঘাড় ফিরাইতে হইবে। তাহাতে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং সেই জন্য লক্ষ্য রাখাও প্রকৃতপক্ষে ভাল হইবে না। ছেলে শিক্ষকের সম্মুখে এমন ভাবে বসিবে যে তাঁহাকে ঘাড় কোন দিকে ফিরাইতে হইলে ৪৫ ডিগ্রী অর্থাৎ আধ সমকোণের বেশী কোণ করিয়া ঘাড় ফিরাইতে না হয়। শিক্ষক মহাশয় যখন চেয়ার হইতে উঠিয়া বোর্ডের নিকট যাইয়া কোন কিছু উহাতে লিখিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেছেন সে সময়েও মাঝে মাঝে সকল ছেলেদের দেখিতে হইলেও তাঁহাকে যেন ৪৫ ডিগ্রীর অধিক কোণ করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে না হয়। ছেলেদের বসিবার স্থান, বোর্ড রাখার ব্যবস্থা এবং শিক্ষক মহাশয়ের অবস্থান, এই তিন হইতেই সকল ছেলের প্রতি শিক্ষক মহাশয়ের ঐরূপ দৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে।

ভূগোল পাঠ্য (১)

(৩য় ও ৪র্থ মান)

এই শ্রেণীর শিশুদিগের বয়ঃক্রম সাধারণতঃ দশ হইতে তের বৎসর। ইহাদিগকে ভূগোল শিখাইতে হইলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে শিশুদের কতকটা জ্ঞান জন্মাইয়া লইতে হইবে।—(১) তাহাদের বাড়ীর আশপাশের অবস্থা, জল স্থল গাছ পালা জীব জন্তু পশু পক্ষী মাঠ ঘাট প্রভৃতি শিশুরা যেমন মোটামুটী দেখে তাহা অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম ভাবে তাহাদিগকে ঐ গুলি দেখাইতে হইবে ঐ সকলের মধ্যে যাহার যেটী বিশেষত্ব সেইটির দিকে উহাদের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক কতকটা যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে সেই মত শিক্ষা অগ্রে তাহাদিগকে দেওয়ার প্রয়োজন। [২] সময়ের বোধ অর্থাৎ একঘণ্টা দুইঘণ্টা কতটা সময় ইত্যাদি দূরত্বের বোধ, যথা কুড়ি হাত ত্রিশ হাত পঞ্চাশ হাত এক মাইল প্রভৃতি দূরত্বের বোধ, দিক্ সমূহের নির্ণয়, জমির কালি অর্থাৎ এক কাঠা জমি কতটা এক বিঘা কতটা, ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। [৩] ম্যাপ দেখিয়া বুঝিতে শিক্ষা করা কোন্‌টা জল কোন্‌টা স্থল, দেশ, দ্বীপ, হ্রদ প্রভৃতি, কোন্ স্থান কাহার কোন্ দিকে, নদী পর্ব্বত প্রভৃতির অবস্থান, অর্থাৎ ম্যাপ দেখিয়া দেশ মহাদেশাদি, উহাদের অবস্থানাদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ [৪] জীব জন্তু এবং গাছ পালা প্রভৃতি

...কতকটা জ্ঞান। পরিচিত গাছ পালাগুলির মোটা ...টি প্রকৃতি ও ব্যবহার, জীবজন্তুদের প্রকৃতি কতকটা জানা থাকা চাই।

এক পা দু পা করিয়া পায়ের মাপে প্রথমে ছেলেদের জমি মাপ করিতে শিখাইতে হইবে। একটা ঘর আর একটা ঘর অপেক্ষা কত বড় এই হইতে তাহাদের অনেকটা ধারণা জন্মিয়া যাইবে। একটা ঘর যদি লম্বে ত্রিশ পা হয়, আর এক পা যতটা তাহার পরিবর্ত্তে যদি আঙ্গুলের একটা "পাব" ধরা যায় তাহা হইলে ত্রিশ পাব যতটা হইবে তত লম্বা একটা রেখা বোর্ডে শিক্ষক মহাশয় ছেলের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া ছেলেকে এই সময় স্কেলের ব্যবহার কতকটা শিখাইয়া লইবেন। পায়ের মাপের পর ছেলেরা হাতের মাপ, ফুট গজ ইঞ্চির মাপ করিতে শিখিবে এবং স্কেলের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলে একটা বেশী লম্বা চৌড়া জিনিস অল্পাকারে লিখিতে পারিবে এবং কোন্ ক্ষেত্র কিরূপ স্কেলে অঙ্কিত হইয়াছে জানিতে পারিলে সেই ক্ষেত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কত বড় তাহার ধারণাও অনেকটা তাহার উপলব্ধ হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন

১। জগজ্জ্যোতিঃ—১ম ভাগ ১২শ সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীজ্ঞানরত্ন কাব্যধ্বজ গুণালঙ্কার মহা-স্থবির ও বহুস্ ... নায়সীমা সমন পুন্নানন্দ স্বামী। সভাপতি শ্রীযুক্ত মহাস্থবির কৃপা শরণ ভিক্ষু মহোদয় কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে প্রকাশিত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা। ২৪২৩ বুদ্ধাব্দ, ১২১১ মগাব্দ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সাল। চিন্তামণি প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করা যাইবে। সহযোগীর উন্নতি ও স্থায়িত্ব প্রার্থনীয়।

২। উপাসনা। বৈশাখ ১৩১৬। "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" প্রবন্ধে, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া নিরস্ত্র ভীষ্মকে আক্রমণ সপ্তরথী দ্বারা অভিমন্যুর নিধন, দ্রোণবধে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ কৌশল প্রয়োগ, কর্ণের ক্লান্ত ও বিরথ অবস্থায় নিধন, নাভির নীচে প্রহার দ্বারা দুর্য্যোধনের ...ভঙ্গ, অশ্বত্থামার দ্বারা সুষুপ্ত বীরগণের হত্যাকাণ্ড ...তাদির উল্লেখে বলা হইয়াছে যে অর্জ্জুন ... প্রতিজ্ঞামত যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উদ্যত হন ...ন অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা পালনে বিরত করা হইয়াছিল, সুতরাং অধর্ম্মা প্রতিজ্ঞা পালনীয় নহে ধরিতে হইবে। সেস্থলে অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে পাতিত করিবার ব্যবস্থা বড়ই অসঙ্গত।

আমাদের মনে হয় যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নির্লিপ্ত ও অমানুষিক সর্ব্ব সাক্ষী। "উঁহার" সম্বন্ধে "আমাদের" মাপকাঠি প্রযুজ্য নহে। নিজের মৃত্যু দ্বারা ধর্ম্মপক্ষের জয়ের সুবিধা করিবার জন্য ভীষ্ম যখন স্বেচ্ছায় শিখণ্ডী সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা নিজেই করিয়া দিয়াছিলেন তখন তাহাতে অর্জ্জুনের দোষ হয় নাই। অভিমন্যুর নিধনই ভারত সমরের প্রধান এবং প্রথম এবং প্রকৃত দোষ এবং সে দোষ তখনকার সেনাপতি দ্রোণের। তথাপি অর্জ্জুন দ্রোণ-বধ প্রতিজ্ঞা করেন নাই। অভিমন্যুকে ব্যূহ ভেদে পাঠান। তিনি ঐ বংশের বাতি হারাইয়া দ্রোণের প্রতি ক্রোধে ও ঘৃণায় অনেকটা আত্মহারা হইয়াই রহিয়াছিলেন। তাই "ইতি গজ" করিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু সে জন্য নরক দর্শনও হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গার চেষ্টা ভীমের মনে অবশ্যই ছিল। ...রুষ্ণ ও ভীমের প্রতিজ্ঞা জানিতেন এবং ভীম দুঃশাসনের রক্ত পানের পর যে সে প্রতিজ্ঞা রাখিবে এ সম্বন্ধে ভুল যদি তাঁহার হইয়া থাকে তবে নিজের কুল বংশের বধূর নিজকৃত অবমাননাই সেই বিভ্রম আনিয়া দিয়া থাকিবে। ভারত সমরে ছেলে পিলে মরিতে আরম্ভ হইলেই সংঘর্ষ মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল।

৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৫শ ভাগ ৩য় সংখ্যা।—খনিজ বিদ্যার পরিভাষা প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করা যাইবে।

কাহারও ঐ বিষয়ে কিছু বলিবার থাকিলে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা আফিসে লেখককে তাহা লেখা ভাল। সকল সৎকার্য্যেই সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করা ধর্ম্মকার্য্য। বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য পরিভাষাগুলির ভাল করিয়া বিচার করিয়া এখন হইতে রাখা একান্তই উচিত।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালনিরূপণ সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবারে আছে। কুচবিহারের হিয়ালী সংগ্রহ করা হইতেছে।

৪। হিন্দু পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।—স্বাস্থ্য সাধন প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা যাইবে।

৫। ডন—জুলাই এবং আগষ্ট ১৯০৯।—স্বদেশী সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আছে। পূর্ব্ব আফ্রিকা যাত্রীদিগের ভাড়া ১৫ হইতে ৬০ টাকা করায় জর্ম্মন কোম্পানির ষ্টীমার ছাড়িয়া ভারতীয় মহাজনের একখানি ষ্টীমার প্রতি তিন সপ্তাহে চালানর জন্য পার্শিয়া ট্রেডিং কোম্পানির সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২০ টাকা মাত্র হইবে। যাহাতে দশের উপকার তাহাতে উদ্যম বাড়ীত গৃহস্থের প্রত্যবায় হয়।

জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে পুনায় মহারাষ্ট্র বিদ্যালয়ের কার্য্য উৎকৃষ্ট হইতেছে। এই স্কুলের পরিচালকেরা কলিকাতার ন্যাশান্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সহিত সংসৃষ্ট হইতে চাহিয়াছেন। ইংরাজের কল্যাণেই বাঙ্গালীতে বর্গিতে এই শুভ সম্মিলনের পুণ্য ভাগ্য পাইল। সর্ব্বের সহিত সম্মিলনেই যখন সর্ব্বাপেক্ষা মহাপুণ্য তখন জগতে যতই সম্মিলন বাড়ে ততই মঙ্গল।

ডন নিয়মিত ভাবে ও উৎকৃষ্ট ছাপায় প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক বারেই শিখিবার জিনিস অনেক থাকে ১৬৬ বৌবাজার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বর্ষিক মূল্য ছাত্রদিগের জন্য ১ টাকা মাত্র। ভাল কাগজে সাধারণের জন্য ৪৲।

৬। "বিবেকধ্বনি। নীতিপ্রবন্ধ গদ্য কাব্য— শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। বক্সার হইতে প্রকাশিত। ইহার প্রথম প্রবন্ধ "মা"।

নাস্তি মাতৃ সমাচ্ছায়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ।
নাস্তি মাতৃ সমস্ত্রাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রিয়া॥

ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পরনিন্দা। শেকস্‌পিয়ার বলিয়াছেন।

He that filches from me my good name,
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed.

অর্থাৎ যে আমার সুনাম চুরি করিয়া লয় তাহাতে সে ধনী হয় না কিন্তু আমাকে একেবারেই দরিদ্র করে। আমাদের শাস্ত্রীয় কথা—

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষ তথা নিন্দা পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

...প্রবন্ধ "নদী পুলিনে"। শেষ কয়েক ছত্রে লিখিত হইয়াছে—"আমি যেন লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমভাবে তোমার মত ধীর ও স্থিরগতিতে অনন্তের আকাশের প্রভা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিশাল সাগরে গমন করিতে পারি।"

পঞ্চম প্রবন্ধ "মনুষ্য দেবতা।" স্মাইল্‌স বলিয়াছেন—

It is the men that advance in the highest and best directions who are the true becons of human progress অর্থাৎ যে সকল লোক সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিকে অগ্রসর হয়েন তাঁহারাই মনুষ্যের উন্নতির পথে আলোক স্তম্ভ স্বরূপ। সংযম ও পরোপকার মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সংযত, পরোপকারী, নিষ্কাম কর্ত্তব্য পালনকারী যোগী ভক্ত ঋষিরা উচ্চ আদর্শ দিয়া গিয়াছেন—এবং তাঁহাদের উচ্চ আদর্শের চিত্র গৃহস্থের জন্য রাম সীতা চরিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। কল কারখানা, বাণিজ্য প্রভৃতির চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হওয়ায় প্রাচীন উচ্চাদর্শ হইতে স্খলিত হইতে হয়।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,সামান্য মেতৎ
পশুভির্নরাণাং
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ
পশুভিঃ সমানাঃ॥

আশা প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—অদৃষ্ট গুণে এই আশা কাহার পক্ষে মরীচিকায় পরিণত হয়। উহার সহিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত করাতেই ঐরূপ হয়। কাল অনন্ত। কিছুরই জন্য তাড়াতাড়ি নাই। শীঘ্র ফলানুসন্ধান করিও না। ইহ কালের আশা অনেকটাই পরপুরুষগণের জন্য রাখিয়া কর্ত্তব্য পথে ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হও। পরকালের আশাতেও মনের উন্নতি ধীরে ধীরে সাধন মার্গে করিতে থাক। মুক্তির জন্যও তীব্র আকাঙ্ক্ষা করিও না। নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য করিয়া যাও। যথাকালে মুক্তিদাতা মুক্তি দিবেন। গ্রন্থ খানি উপাদেয়। সকল প্রবন্ধের উল্লেখ বা তৎসম্বন্ধে কোনমত প্রকাশ করিলাম না। পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

পদক পুরস্কার।—"নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব" এই সম্বন্ধে যে দুইজনের বাঙ্গালা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দুইখানি রৌপ্য পদক পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

[বৰ্দ্ধমান] ঘ টাল নিমতলাতে সংস্কৃত পরীক্ষার একটি মাত্র কেন্দ্র থাকায় কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের সেখানে যাতায়াত করিতে অনেক কষ্ট ও অনেক ব্যয় হয়। কাঁথি ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীগৃহে একটি সভা হইয়া তাহার ফলে কাঁথিতে হরিপ্রিয়া সংস্কৃত সমিতি নামে একটি সভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশনারায়ণ রায় ঐ সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বক্সী সম্পাদক হইয়াছেন। কাঁথিতে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার হয় এবং গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষার কেন্দ্র তথায় স্থাপিত হয় ইহাই উদ্দেশ্য। "নীহার" নামক পত্রিকার প্রকাশ, গড় বাসুদেবপুর নিবাসী শ্রীমতী রাণী হরিপ্রিয়া দেবী এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া কেন্দ্র পরীক্ষার ব্যবস্থার বহন জন্য বার্ষিক চারি শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

[সাধারণ] স্যর কর্জ্জন ওয়াইলির হত্যাকারী ধিঙ্গড়ার গত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার পেণ্টনভিল কারাগারে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। হাইশেরিফের প্রতিনিধি দল এবং কারাকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। জেলের বাহিরে অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিল। ভারতবাসী কেহ ছিলেন না। ধিঙ্গড়া ফাঁসীকাষ্ঠে যাইয়া এই প্রার্থনা জানায় যেন তাহার দেহ দাহ করা হয়। প্রার্থনা গ্রাহ্য করা হয় নাই।

টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মচারীদের অবস্থা উন্নত করিবার সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তাব ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট পাঠাইয়াছেন। বিলাতের কমন্স সভায় স্যর এইচ সেমুর কিং কৃত প্রশ্নের উত্তরে মিঃ এলিবাঙ্ক বলিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটরী লর্ড মর্লে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

তারের সংবাদে প্রকাশ জাপানে বহুদূর ব্যাপী এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী ভূমিকম্পে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৫০ জন লোক মারা পড়িয়াছে এবং ৮২ জন আহত হইয়াছে এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে। সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। লোক অনেক বেশী মারা গিয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। ৩৬২টি বাড়ী একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, ২০২৭টি বাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে একটী "বিহার" নির্ম্মাণের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বৌদ্ধ সভা বিহার নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পৃথিবীস্থ বৌদ্ধ সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। রেঙ্গুনের "বুদ্ধ শাসন সমাগম" সভার পরিচালক শ্রীযুক্ত আনন্দ মেত্তের ভিক্খু (সাহেব ভিক্ষু) বর্ম্মাদেশীয় বৌদ্ধগণের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত বৌদ্ধসভার প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করিয়া এক পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে প্রস্তাবিত বিহারের প্লেন বা নক্সাও মুদ্রিত হইয়াছে। খুব উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট দ্বিতল মন্দিরে বুদ্ধ মূর্ত্তি থাকিবে। মন্দিরের পার্শ্বে সুবৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদে ভিক্ষুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। জমি খরিদ ও বিহার নির্ম্মাণার্থ মোট ৬০০০০, ষাট হাজার টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে। এই বিহারে সুশিক্ষিত সুপণ্ডিত সুবাগ্মী ইউরোপীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করিয়া বিলাতে ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহে বুদ্ধের অমৃতপ্রদ শিক্ষা সর্ব্ব সাধারণে প্রচার করিবেন। আর দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১১ ইংরাজীতে বারাণসী নগরের সমীপবর্ত্তী ঋষিপত্তন গ্রামে মৃগদাব নামক উদ্যানে কোণ্ডঞ্ঞ প্রমুখ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বুদ্ধ কর্তৃক সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের বা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের ২৫০০ বৎসর পূর্ণ হইবে। সেই বৎসরকে ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় করিবার মানসে সেই বৎসরে বিলাতে ভিক্ষুসংঘ স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। গাঁজা আফিং, হুইস্কী ব্রাণ্ডী প্রভৃতি নানা প্রকারের বিষ প্রদান না করিয়া এবং নানা প্রকারের পাপ ও বিলাসিতা সমাজে ঢুকাইয়া দিয়া সমাজের জীবনীশক্তি শিথিল করিয়া না দিয়া বৌদ্ধগণ সর্ব্বজীবে মৈত্রী তাহাদের প্রধান মন্ত্র বলিয়া ইউরোপীয়ানদিগকে সত্যধর্ম্ম দান করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দেও এবং তাহাদিগকে প্রকৃত মানুষ হইবার উপায় শিখাইয়া দাও। [জগজ্জ্যোতিঃ]

সওদাগর ও শ্রমশিল্প সমিতির প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার জন্য যে বৃত্তি দিবেন, সেই বৃত্তিভোগী ছাত্রকে মিক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। যদি একাধিক বৃত্তি প্রদত্ত হয় তাহা হইলে অন্ততঃ একজন ছাত্রকে কেবল মাত্র মিক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা বয়ন সম্বন্ধীয় রসায়ন বিদ্যা শিখিতেই হইবে।

প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইল, কিঞ্চিন্ন্যূন তিন লক্ষ টাকা মূলধনে কাশীধামে বেনারস ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর এই ব্যাঙ্কের ৩০,৪৬৫ টাকা লাভ হইয়াছে। এই লাভ হইতে অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা হিসাবে বণ্টন করা হইয়াছে, সঞ্চিত তহবিলে ১৩০০০ হাজার টাকা জমা করা হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবে জের আনা হইয়াছে। (কমলা)

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

বাঙ্গালা—প্রতিনিধি ডে: মা: ম: সিকটন ছোটনাগপুরের জুড়ি কমি: হইলেন। রাঁচির ডে: মা: ফণীন্দ্রনাথ মুখো নং ২ মানভূমের সদরে বদলী হইলেন। শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি ডে: মা: ...র্ড হুগলীর মা: হইলেন। শ্রীরামপুরের ডে: মা: বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ উক্ত মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডে: মা: বাবু কুমুদনাথ ...খো বর্দ্ধমান বিভাগে স্থাপিত হইলেন। লেপ্টেন্যাণ্ট উডওয়ার্ড বারাকপুর ও দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। ছোটনাগপুরের জুড়ি: ...মি: কিংসফোর্ড ৬ সপ্তাহের, ডে: মা: বাবু বৈদ্যনাথ মিত্র আর ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত মু: লালা তারকনাথ বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মু: হইলেন। গয়ার প্রতিনিধি মু: বাবু রাজীবনয়ন সহায় দ্বারবঙ্গের অতিরিক্ত মু: হইলেন। বাবু ব্রজেন্দ্রপ্রসাদ এমএ বিএল কাটিহারের মু: হইলেন। বাকার মু: বাবু অবিনাশচন্দ্র নাগ আর ৪৭ দিনের ছুটী পাইলেন। কাটিহারের মু: মি: ওয়ালিমহ: ১মাস ১১ দিনের ছুটী পাইলেন। হুগলীর সবজজ বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ২৮শে জুলাই হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী মঞ্জুর হইল।

রাজমহলের প্রোটেম সব ডে: ক: মৌ: কাজি আবদুল ওয়াহাব ভগলপুরের সদরে বদলী হইলেন। চম্পারণের প্রোটেম সব ডে: ক: বাবু বঙ্কিমবিহারী মিশ্র বেতিয়া মহকুমায় বদলী হইলেন। দ্বারবঙ্গের সব ডে: ক: মৌ: মহ: তাহির প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

শিক্ষা—মৌ: সৈয়দ জালালুদ্দীন হয়দার এমএ ...লা মাদ্রাসার সুপ: হইলেন।

...শিদাবাদ নবাব মাদ্রাসার সহকারী হে: মা: মৌ: আবদুল হক উক্ত স্কুলের হে: মা: হওয়ায়, উক্ত স্কুলের শিক্ষক বাবু দুর্গাদাস রায় সহকারী হে: মা: হইলেন। মৌ: আতাউর রহমান বিএ সহকারী শিক্ষক হইলেন। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়া: কলেজের কোয়ম্যাম ইনষ্ট্রক্টর মি: লয়েল ছুটী ...ইবার পূর্ব্বেই কার্য্যে আসিয়া যোগ দিয়াছেন সাহাবাদের সহকারী সব ইন: বাবু গয়ানাথ হোসেন বিএ উক্ত জেলায় সব ইন: হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। হিন্দু স্কুলের শিক্ষক বাবু রাখালদাস ঘটক বিএ ১ বৎসরের শিক্ষানবীশীতে মানভূম জেলার সব ইন: হইলেন। সাঁওতাল পরগণার অতিরিক্ত ডে: ইন: বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র লাল ২ মাসের ছুটী পাইলেন। ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট বাবু রাখালদাস মল্লিক ১ মাসের ছুটী পাইলেন। অপর আসিষ্টাণ্ট বাবু সুব্রতচন্দ্র ঘোষ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন (অধস্তন শিক্ষা সর্ভিস)। বাবু রামরঞ্জন ঘোষ বিএ হিন্দু স্কুলের সহকারী শিক্ষক হইলেন। রাঁচি ইণ্ডষ্ট্রীয়াল স্কুলের সুপ: মি: ডি সিলভা ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বেই কাজে আসিয়া যোগ দিয়াছেন। আরা জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু জয়মঙ্গল প্রসাদ উক্ত স্কুলের সহকারী হে: মা: হইলেন।

সংস্কৃত পরীক্ষা সভার সভাপতি ও সদস্যগণের আদেশ অনুসারে—

১৯০৯ সালের সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত ফল

চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনী সভা।

(প্রথমে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের নাম, পরে অধ্যাপকের নাম, শেষে অধ্যয়ন স্থান, এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে)

ব্যাকরণ—২য় বিভাগ

আচার্য্য ভুবন কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ধরলা
" কামিনী মোহন বরদাচরণ স্মৃতিতীর্থ সুলতানপুর
" প্রসন্ন কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
" শ্যামাচরণ কৃষ্ণকান্ত কৃতিরত্ন খিতাপচর
ভট্টাচার্য্য অক্ষয় কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
" দেবেন্দ্র ঐ ঐ
" দেবেন্দ্র উমাচরণ তর্করত্ন কেলিসহর
" মহেন্দ্র শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম
" মহেন্দ্র ঐ ঐ
" মনোমোহন ঐ ঐ
" পীতাম্বর কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
" শরচ্চন্দ্র বরদাচরণ স্মৃতিতীর্থ সুলতানপুর
শর্ম্মা মহেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ রাঙ্গামাটী
ভৌমিক রজনী রামচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুলতানপুর
ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী ব্রহ্মপ্রভা বগলাচরণ ব্যাকরণতীর্থ জগৎপুর আশ্রম মহামুনি
চক্রবর্ত্তী বিনোদ বেণীমাধব বিদ্যারত্ন সাউদখী
" দুর্গাকিঙ্কর কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
নিশিচন্দ্র বরদাচরণ স্মৃতিতীর্থ সুলতানপুর
" প্রসন্ন কুমার ঐ ঐ
" প্রতাপচন্দ্র কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
" সূর্য্যকান্ত শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম
" যোগেন্দ্র লাল উমাচরণ তর্করত্ন কেলিসহর
চৌধুরী মনোমোহন শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম
দাস সুরেন্দ্র বরদাচরণ স্মৃতিতীর্থ সুলতানপুর
দে নীলকমল
" নিবারণ শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম
পুরোহিত কামিনী কুমার কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
রুদ্র নগেন্দ্র লাল ... বগলাচরণ ব্যাকরণতীর্থ মহামুনি
শর্ম্মা রাধাকৃষ্ণ কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
সিংহ জ্ঞানদাচরণ কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ধরলা
বৈদ্য অন্নদাচরণ প্রসন্নকুমার তর্করত্ন খাতড়া

কাব্য—২য় বিভাগ

ভট্টাচার্য্য রমণী রমণ কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ ভাটীখাইন
" রুক্মিণী রঞ্জন শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম

বাঙ্গালার মাদ্রাসা সমূহের কেন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম ১৯০৯।

[প্রত্যেক মাদ্রাসার ছাত্রগণের নাম গুণানুসারে লিখিত হইল]

সিনিয়র ৫ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

মহমদ ইব্রাহিম, সৈয়দ জাহুদ্দীন, সৈয়দ সয়েদ বখত, আয়জান আলি।

২য় বিভাগ

সৈয়দ মহমদ কাসিম, আবুল আব্বাস মজ-হুদ্দীন আহমদ

৩য় বিভাগ

আবদুল ওয়াহিদ মুকারাম আলি

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

...উল মুকিত, মহমদ আবদুল মাজিদ, মনসুর আহমদ সাজ্জাদ আলি, হিলালুদ্দীন আহমদ মহমুদ আবদুল গফুর, মহমদ হেদায়ত উল্লা, মহ... আবদুল মান্নান, আবদুস সালাম, আবদুল ... মহমদ আবদুল ওয়াহিদ, মহমদ আবদুস ...ন, আবুল লেস সাইফুদ্দীন মহমদ (প্রাইভেট ছাত্র) ... আবদুল কাদের ১, আবদুল আবাল মহমদ নবির, সৈয়দ আবদুল জব্বর, মহমদ আব-দুল আজিজ।

২য় বিভাগ

...আহমদ উসামুদ্দীন আহমদ, নাশিরুদ্দীন, মহমদ ...উল্লা, মফজুল আহমদ ১।

৩য় বিভাগ

মহমদ আনোয়ার উল্লা মহমদ আবদুল আহাদ

২, আবদুল আজিজ ৪ মহমদ গোলাম শুভান, মকবুল আহমদ ২ মহমদ সিরাজুল হক।

সিনিয়র ৩য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

মহমদ হুসেন; মহমদ আবদুল্লা ১ মতিউর রহমণ মহমদ আবদুল আজিজ

সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

রমিজুদ্দীন আহমদ মহমদ বুরহানুদ্দীন, মজফর আহমেদ, মহমদ বসিরুল্লা, মহমদ ইব্রাহিম ১, মহমদ আবদুল খালিক ২, গোলাম জিলানি, আবদস সালম, মহমদ।

মহম্মদ য়াকুব, খোদাদ রহমান,নাজমুল হুসেন, মোবারক আলি, মহমদ ওসমান ঘনি।

২য় বিভাগ

সৈয়দ আউলাদ মুর্ত্তাজা, গোলাম মৌলা, আবদুল হামিদ, আবদুল আজিজ।

৩য় বিভাগ

হাতিম আহমদ, মহম্মদ আমিন.মহম্মদ ফলকর রব।

সিনিয়র ১ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ।

মহমদ শুকৎউল্লা, মহম্মদ ফজিল, মকবুল আহমদ, সৈয়দ মহম্মদ আহমদ, মমতাজ উদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আবদুর রউফ, মহমদ যুসুফ,মহম্মদ মোশিন, নুর মহমদ ২, মহমদ শামসুলহুদা, মজফর আহমদ, মজহরউল হোসেন, তৈফুলহক, মহমদ আরিফ আলি।

২য় বিভাগ

আবুল ফৈজ মহঃ মমতাজুস সামদ, নুর মহমদ ১, ফতে মহমদ খাঁ, ইয়দ আলি।

৩য় বিভাগ

আবদুদ দাজ্জান।

চট্টগ্রাম মাদ্রাসা।

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ।

আবদুল হাদি, আবুল হাশিম, নুরুস সাফ, আবদুল হাকিম ১।

২য় বিভাগ

আবদুল আলিম, মহমদ ইসমাইল' ফৈজুর রহমন, আবদুল হাকিম ২, হবিবউল্লা,সৈয়দ আহমদ।

৩য় বিভাগ

আবদুল হাই

সিনিয়র ৩য় বার্ষিক শ্রেণী—প্রথম বিভাগ।

আবদুল বারি আবদুল আহাদ, মহব্বৎ আলি, মহমদ, নুরুর রহমন, নাজির মহমদ

৩য় বিভাগ

আবদুর রজ্জক, উসমান আলি,আবদুল হক।

সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ।

আজিজুল্লা, মহমদ আলা, সৈয়দ আহামদ ১, ফৈজুল্লা, মুনির আহমদ; হবিবুর রহমন. মহঃ আবদুল হাকিম, মজফর অাহমদ. মুণীর উল্লা, সৈয়দ আহমদ ২. মুখলিসুর রহমন, মুজিব আহমদ।

আবদুল জব্বর ২ নুরুস সাফা, আসাদুল্লা, আবদুল জালিল, হাসমতউল্লা।

৩য় বিভাগ।

সিরাজ উল ইসলাম।

সিনিয়র ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ।

আবদুল সত্তর, হবিবুল্লা, আবুল খয়ের ;মহমদ সিদ্দিক, বসির, আহমদ, নুরুল হক, আবদুল গফুর।

২য় বিভাগ।

নাজির আহমদ, সৈদুর রহমন।

৩য় বিভাগ।

আবদুর রহমন, আজমতুল্লা, আহমদ।

ঢাকা মাদ্রাসা।

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

মহম্মদ বিলায়েৎ হোসেন, মহম্মদ আবদুল লতিফ, সেরাজুদ্দিন, মহম্মদ য়াকুব, আবদুল আজিজ, আজফর আলি, মহম্মদ যাশিন, সৈয়দ আবুন নসির আহম্মদ আলি।

২য় বিভাগ

আবদুল জব্বর [কমিল্লা], আবদুল জব্বর [ময়মনসিংহ] আবদুল হালিম।

৩য় বিভাগ

মহম্মদ আবদুর রহমন

সিনিয়র ৩য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

মহম্মদ আবদুল হৈ

২য় বিভাগ

নাজির আহম্মদ, নৈমুদ্দীন

৩য় বিভাগ

আবদুস শুভান, নুরুল হক, আবদুস সালম, মুরাদ আলি

সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

সোণাউল্লা, মজফর আহমদ মহম্মদ আসরফ, হাসমত উল্লা. আবদুল আলি [বরিশাল]

২য় বিভাগ

ফজিলুদ্দীন, সৈয়দ আবুল খয়ের মহং শামসুর রহমন, আবদুল করিম, আশাবুদ্দীন, আমীর হোসেন, আবদুল ওয়াহিদ।

সিনিয়র ১ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

আলতাফুর রহমন, খোদা নওয়াজ, একাবুদ্দীন, আবদুর রহমন [কমিল্লা], কেরামৎ আলি কাজি আলি আহমদ, আবদুর রহমন [সিলেট] আবদুর রহিম, আবুল মজঃফর উদ্দিন মহঃ নুর রহমন (ফরিদপুর] হামিদুর রহমন, মামুদ আলি, আবদুল আজিজ (ফরিদপুর] সমিরুদ্দীন, আবদুর রসিদ, মসরৎ খাঁ

২য় বিভাগ

আজারক আলি মোহনপুর

হুগলী মাদ্রাসা

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

মহম্মদ নিজামুদ্দিন, আবদুল রজ্জক, মহম্মদ রহিমুদ্দীন, মহম্মদ আবদুল ঘনি, মহম্মদ আবদুর রহমন, মহীউদ্দিন ১, মহম্মদ কাশিম।

২য় বিভাগ

মফজ্জল হোসেন, জৈনুল আবেদীন।

৩য় বিভাগ

মহম্মদ ইসরাইল খাঁ, সৈয়দ উবাইদুর রহমন মতিউর রহমন, আবদুল হাকিম, খাঁ, কাসিমুদ্দীন ২, মহম্মদ আনোয়ার উল্লা।

সিনিয়র ৩য় বার্ষিক শ্রেণী—২য় বিভাগ

কৈফুদ্দীন

৩য় বিভাগ

আবদুল রহমন নোয়াখালি

সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

গোলাম শুভান, মহম্মদ হোসেন, মহঃ আবদুল হাকিম, মহম্মদ নুরুদ্দীন।

সিনিয়র ১ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

হাফিজ মহঃ মুস্তফা, মুস্তফিজুর রহমন।

কমিল্লা হুসামিয়া মাদ্রাসা

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

আবদুল লতিফ

২য় বিভাগ

আবদুস শুভান, আবদুল বারি, মামুদ আলি

সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

আলি আহম্মদ, মেহেরুল্লা, আবদুল আজিজ, মহম্মদ ওয়ারিস।

৩য় বিভাগ

ফজলুল হক

সিনিয়র ১ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ

আবদুর রসিদ, মহম্মদ নাজিম, আবদুস সত্তর, মসলেহুদ্দীন

২য় বিভাগ

মহম্মদ ইসমাইল

সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী

২য় বিভাগ

আবদুল গফুর, মুজাফর আহম্মদ

৩য় বিভাগ
মোহাম্মদ উল্লা, নুরুল হক, আবদুল ওহাব, মহম্মদ ইউনুস,
সিনিয়র ৩য় বার্ষিক শ্রেণী—৩য় বিভাগ
কলিমউল্লা
সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ
উবায় - রহমন, মহম্মদ মুস্তাফা, তাজুল ইসলাম
নিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ
হমদ, মহমদ বক্স, আবদুল মাজিদ।
২য় বিভাগ
আবদুর রহমন

নোয়াখালি আহমদিয়া মাদ্রাসা

সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—২য় বিভাগ
জামালুদ্দীন আহামদ, মহমদ ইসমাইল ২
৩য় বিভাগ
মহমদ রসিদ, মহমদ যাকুর,
সিনিয়র ১ম বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ
নাজমুল হক
২য় বিভাগ
আবদুল লতিফ; আবদুল হাকিম ১
৩য় বিভাগ
আবদুল হালিম, আহমদুল্লা ২, মহমদ ইসমাইল

সসারাম ম দ্রে

নিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ
মহমদ আবদুর রৌফ
২য় বিভাগ
মহমদ জিয়াযুদ্দীন
৩য় বিভাগ
নুরআহমদ, সৈয়দ মহমদ আফজল হোসেন
সিনিয়র ১ম বার্ষিক শ্রেণী—৩য় বিভাগ
নাজির হাসান, মহমদ আব্বাস।

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী
৩য় বিভাগ
আয়ুব আলি
সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ
দেওয়ান কাশিমুদ্দীন
২য় বিভাগ
আবদুল হাকিম
৩য় বিভাগ
আবদুল হামিদ, সফিউল্লা

ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা

নর বার্ষিক শ্রেণী- ২য় বিভাগ
মহমদ সৈয়দ

৩য় বিভাগ
মিয়াজুর রহমন
সিনিয়র ৩য় বার্ষিক শ্রেণী—৩য় বিভাগ
মহমদ গোলামুর রহমন
সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—২য় বিভাগ
মহমদ আবদুস সোভান

সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা

সিনিয়র ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী—২য় বিভাগ
মহমদ কাজিম
৩য় বিভাগ
মহম্মদ জিয়াবুদ্দীন
সিনিয়র ২য় বার্ষিক শ্রেণী—১ম বিভাগ
মহমদ আকরাম
৩য় বিভাগ
আলাউদ্দীন, আবদুস সবুর।

২২২৲ টাকা পুরস্কার।

উড়িষ্যার অন্তর্গত আটগড়ের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দেববর্ম্ম বাহাদুর একখানি অষ্ট সর্গাত্মক সংস্কৃত মহা কাব্য রচনা করিবার জন্য কলিকাতার কবিমহোদয়দিগকে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি রাজা বাহাদুর প্রদত্ত ২২২৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। রচনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

নিয়মাবলী।

(১) রচনার বিষয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন। কাব্যের মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলাই বর্ণিত হইবে।

(২) রচনীয় কাব্য আটটী সর্গে বিভক্ত হইবে এবং প্রতি সর্গে ১১১টী শ্লোক থাকিবে সুতরাং সম্পূর্ণ কাব্যে ৮৮৮টি শ্লোক থাকিবে।

(৩) শ্লোকগুলি বর্ত্তমান রুচি সঙ্গত হইবে; প্রসাদ গুণের বাহুল্য থাকিলেই ভাল হয়।

(৪) কাব্যের করুণ ও শান্তি রসের প্রাধান্য সর্ব্বথা অভিপ্রেত। শ্লোকসমূহ অশ্লীলতা দোষ শূন্য হওয়া আবশ্যক। আদিরসের বর্ণনা সংযত করিতে হইবে।

(৫) সংস্কৃত বিদ্যালয় সমূহে যেরূপ পুস্তক পঠিত হয়, রচিত কাব্য তদ্রূপ [illegible] সহজে ব্যাস বোধগম্য হওয়া আবশ্যক।

(৬) শ্লোকগুলি অনুষ্টুপ হইতে আরম্ভ করিয়া আদি চতুর্দ্দশাক্ষর বিশিষ্ট ছন্দে রচিত হওয়া আবশ্যক।

[illegible] যদি পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক [illegible] বিবেচিত হয় তবে রচ[illegible] কাপিরাইট দেওয়া যাইবে। [illegible] মাত্র ২০ খানি পুস্তক [illegible] দিবেন।

(৮) [illegible] প্রথম সংস্করণে ২০০০ দুইহাজার [illegible]। রাজা বাহাদুর নিজে ঐ মুদ্রণের ব্যয় দিবেন।

(৯) গ্রন্থের প্রথমে টীকা [illegible] কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং শেষে [illegible] শ্লোকা গ্রন্থকারের পঞ্চম মনুষ্য [illegible] থাকিবে।

(১০) কাব্যের প্রত্যেক সর্গে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারকা লীলার এক এক অংশের মর্ম্ম বর্ণিত থাকিবে।

(১১) প্রতিসর্গের শেষে রচয়িতার নাম এবং রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দেববর্ম্মণ ও রাণী শ্রীশ্রীমতী রাধাপ্রিয়া পট্ট মহাদেবীর আদেশ ক্রমে এই গ্রন্থ রচিত হইল, ইহা শ্লোকে লিখিত হইবে।

(১২) যাঁহারা উক্তরূপে রচনা করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদিগকে এক্ষণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট উক্ত বিষয়ের ৫টী শ্লোক সহ আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। যাঁহার [illegible] শ্লোক মনোনীত হইবে, তাঁহাদিগকে উক্ত [illegible] কাব্য রচনা করিবার [illegible] দেওয়া [illegible] রচিত কাব্য সমূহের গুণাগুণ [illegible] পরীক্ষকগণ যে কাব্য কে সর্ব্বোৎ[illegible] সেই কাব্য রচয়িতাকে পুরস্কার [illegible]।

[illegible] প্রদেশের পণ্ডিতগণ [illegible] ৮৮৮ শ্লোক সম্বলিত [illegible] রচনা করিতে হইবে। [illegible] কলিকাতা [illegible] পণ্ডিত [illegible] কর্ত্তৃক শ্লোক [illegible] হইলে [illegible] হইয়া [illegible] হইবে।

[illegible]

পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে ব্রজলীলা ও বারকালীলার যে যে অংশ বর্ণিত থাকিবে তাহা পুনরাবৃত্ত না করিবার জন্ত রচয়িতারা সাবধান থাকিবেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত

SUPPLEMENTARY ENTRANCE EXAMINATION.

A TEST examination of private students for admissin to the ensuing Supplementary Entrance Examination will be held by the head-masters of the undermentioned schools on the dates to be fixed by them. Such candidates only as reside in any of the districts of the Orissa Division will be admitted to the examination:—

1. Ravenshaw Collegiate school (with the permission of the Principal of the College).
2. Balasore Zilla School.
3. Puri Zilla School.
4. Cuttack Peary Mohan Academy.
5. Sambalpur High English School.

Candidates who have not read in any school, recognized or unrecognized since the date of the last Entrance Examination will be treated as private students. They will be required to furnish satisfactory proof that they have not read in any school recognized or unrecognized from that date. Each candidate should produce before the head-master of the school at which he appears for the Test Examination certificates of conduct and progress in studies from the authorities of the last school where he read, and also certificates from other reliable authorities regarding conduct and progreess after leaving the school, together with the Registrar's receipt in original for the fee paid for the last Entrance Examination.

Each candidate must submit his application for admission to the Test Examination, stating the following particulars:—

1. Age.
2. Residence.
3. Father's name.
4. Second language besides English.
5. Whether he appeared at the last Entrance Examination.

Every private candidate must pay a fee of Rs. 3 only to the head-maste of the school at which he is to appear for the examination.

Every private candidate must arrange for his identification to the officer conducting the Test Examination and he should satisfy the head-master as to his character, etc.

Candidates who are sent up by this office must appear at the Cuttack Eximination Centre.

The Supplementary Entrance Examination will be held in or about second week of December 1909.

Applications and fees for admission to the examination must reach the office of the Registrar on or before the 12th October 1909. The fee payable by each candidate for the Supplementary Examination is Rs 15.

The Hd-masters of the abovenamed schools are requested to sign the application forms of candidates whom they recommend for presentation and to forward with the application fom the marks gained by such candidates at the Test Examination. The undersigned will use his discretion in countersigning the forms submitted to him.

Private candidates must make their own arrangements to remit their examination fees and application forms to the Registrar of the Calcutta University.

J. MACLEAN, B. A. (OXON.), *Inspector of schools, Orissa Division.*

Narikeldanga High school

To meet the reqirements of the recent University Regulations the school has been remodelled to a certain extent and graduates of long experience and tried ability have been appointed to look after the education and training of boys.

The Managing commitee of the school propose to award four scholarships of Rs 4 each per mensem in addition to freestudentship to meritorious boys in the Ist and 2nd classes.

Students desirous of availing themselves of the scholarships should apply immediately to the Head master.

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্ইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্ইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An A course B A for the Maju R N Basu high school. Apply sharp stating terms.

An F A Hd master for the Sripur M E school on Rs 25 a month. None need apply who has not passed the Examination in English Idiom and Pronunciation prescribed by the Govt Education Department.

A Daibarsik Hd Pandit for M E school, Khandaghos, Dt Burdwan, on Rs 15 per month. Apply to the Hd master.

...mate B course on Rs 40 a ...th free board and lodging. ...B A plucked Mathematical ...n Rs 25—30 according to ...on. He will have free board ...g. Apply to Babu Benode ...hose B A Hd master, po. ...ia Satkhira Dt. Khulna.

...Munshis for the Darjeeling ...vernment Hats each on a ...Rs 20 per mensem. Prefer... be given to candidates who ...d the Entrance Examination ...a University. Applications with ...of testimonials will be received ...the undersigned up to the 25th ...gust, 1909. O N De, Subdivisional ...cer, Siliguri

A graduate Hd master strong in ...lish for the Bangora H E school, ...gora, on Rs 60 with board and lodgi... at present for one month.

A B course B A Hd master for Jhi... H E school on Rs 45 tuition avil... Jhikra po Dt Howrah.

...graduate Hd master strong in ...lish for the Jhenida H E school ...essore on Rs 55 per month. Apply ...enior munsiff, Jhenida (Jessore

A Normal passed Hd Pandit for ...ity Training M E school, 25 ...marain Tagore street. Apply ...ally or through letter to the Hd master stating the salary wanted.

An Entrance passed teacher for the ...pur H E school in the dist... of Burdwan on Rs 15 a month free. Apply to the Hd master ...gopalpur Dt. Burdwan.

...E I R H E school, Asansol ...owing F A 4th master on ...d an English knowing Moulvie ...a month. Apply to the Hd

...dergraduate strong in Eng... Rs 30—3—45 for Durgapur ...ool in the Dt of Chittagong, ...from the Ry station A Junior ...teacher (F A plucked) on ...–20 with free board and lodg... Apply to Babu Hem Chandra Das Gupta Zeminder Po Bharadvaj Hat Dt. Chattagong.

A vernacular teacher Normal passed under the new system for the H E school at Kishorganj (Mymensingh) on Rs 25 a month.

A graduate strong in Mathematics for the Elliotgunj H E school on Rs 50 per mensem. Po Elliotgunj, Tipperah.

An English knowing Hd Pandit and a Normal passed Drawing master for the Kuchiakol Radhabotten Institution, Bankura on Rs 22 and Rs 12 respectively.

An F A Hd master for the Susunia M E school on Rs 20 with free quarters. Private tuition available. Apply at once to Babu Radhica Prosad Dutta, Susunia po., Dt. Burdwan.

A plucked B A on an initial pay on Rs 20 a month and a Normal passed Pandit knowing Drill and Drawing on Rs 20 a month for the Khoksa Janipur H E school, Nadia on the river Gorai. The school has an attached Boarding. Apply to the Hd master.

A Hd master F A for Rajpur Nandi Board's M E school on Rs 25 a month. Apply to Babu Sudhakrishna Naik po Nadia, Burdwan.

A graduate competent to teach Mathematics up to the Matriculation standard for the Fukra M M Academy, Dt Faridpur on Rs 45—1—50 Apply to the Hd master.

A graduate Hd master strong in English and a graduate 2nd master strong in Mathematics for the Kamarer char H E school on Rs 60 and 50 respectively a month.

For the Solaghor High English school a B A 2nd master at present on Rs 40 a month. Apply to the Hd master Solaghar H school po Solaghar, Dacca.

An F A or a plucked B A on Rs 16 rising to Rs 25 for the Salkia Anglo Sanskrit school, Salkia Howrah Apply to the Hd master. Must stick to the post for at least three years.

An asst. Hd master (B course) strong in Mathematics for the Rol C M Tayyib Institution on Rs 45 prospects. Rol C M Tayyib Institution Rol po via Burdw

An Entrance passed Kayastha 2nd master for the Deuty aided M E school on Rs 16 with Board and lodging free on private tuition. Po Shibganj Dt. Bogra.

A Hd Pundit Normal 2nd year passed according to the new system on Rs 18 Mahomedan candidates may get free board and lodging: also an F A Hd master on Rs 25. Mahomedan and Kyastha will get free board and lodging. Gangnagar M E school Gobindagunj, Bogra.

মঠবাড়ী কৃষ্ণদাস মইং স্কুলে হেঃ পঃ আপাততঃ তিন মাসের জন্য। নূ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র চাই বেতন ১২৲ টাকা। খোরাক ও বাসা ফ্রি, পোঃ কোঁয়রপুর, জেলা ফরিদপুর।

জেলা রঙ্গপুর পোঃ গাইবান্ধা দারিয়াপুর মবা স্কুলে ৬ মাসের নিমিত্ত ২০৲ টাকা বেতনে নূ নর্ম্মাল [ইংরেজী জানা] হেঃ পঃ ৩০শে আগষ্ট মধ্যে আবেদন করুন। শ্রীরাজকুমার চৌধুরী সম্পাদক

জেলা দিনাজপুর, পোঃ ... কুটকী বাড়ী মিডল মাদ্রাসা স্কুলে অন্ততঃ দুইবৎসর কাল স্থায়ী মুসলমান এণ্ট্রান্স পাশ বা এফ এ ফেল ও নূ প্র শিক্ষিত নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক বা দ্বিবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে প্রাইভেট সহ ২৪৲ ও ১৮৲ টাকা এবং বাসা। ডাক্তার মুজ্জাফর রহমান সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সতরাজাড়ী মইং স্কুলে বেতন ২০ টাকা এবং বাসা। একজন এফ এ ১৮ টাকা ও বাসা। একজন পণ্ডিত এবং ১৫ টাকা বেতনে একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। পোঃ উচি, ময়মনসিংহ জেলা।

গালিমপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ২০ ও বাসা। ... হইলে ভাল হয়। পোঃ গালিমপুর।

বাহাদুরপুর মিডল মাদ্রাসার হেড মৌলবী। বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। কলিকাতা মাদ্রাসা কিম্বা ঢাকা মাদ্রাসা হইতে ১ম বিভাগে "জমাতেউলা" পাশ হওয়া চাই। হেড মাষ্টার বাহাদুরপুর স্কুল, পোঃ ... , জিলা ...।

... মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ ... মাহিষ্য হইলে ভাল হয়। বেতন আপাততঃ ১৬৲

টাকা। দুইটী বালককে পড়াইয়া খোরাকী। পোঃ আনন্দপুর, জেলা মেদিনীপুর।

খিদিরপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ ও একজন বিজ্ঞ হেড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ৩০ ও ২৫ টাকা। বাবু অনাদি চরণ বসুর নিকট খিদিরপুর পোঃ, জেলা পূর্ণিয়া, এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

চাঁদপাড়া মধ্য স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও আবা। এবং একজন সেকেণ্ড মাষ্টার ১৬ টাকা। পোঃ চাঁদপাড়া, জেলা বীরভূম।

কাউনিয়া মইং স্কুলে জনৈক এণ্ট্রেন্স পাশ শিক্ষক। একণে বেতন ১২ টাকা এবং প্রাইভেট পড়াইলে আবা। তিন মাস পরে বেতন ১৫৲ টাকা হইবে। পোঃ কাউনিয়া, রংপুর।

নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে একজন উচ্চ প্রাইমারী পাশ পণ্ডিত। বেতন ৯ টাকা ও আবা। পোঃ শ্রীরগঞ্জহাট, ভায়া বাহারবন্দ, রংপুর।

আমাদপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল প্রধান পণ্ডিত। বেতন ১৫ টাকা। আমাদপুর পোঃ বর্দ্ধমান জেলা।

চৌবেড়িয়া উপ্রা স্কুলে এণ্ট্রেন্স পাশ ইংরাজী শিক্ষক। শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায়ের নিকট আবেদন করুন। পোঃ চৌবেড়িয়া, জেলা যশোহর।

বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ এণ্ট্রেন্স পাশ প্রাইভেট শিক্ষক। বেতন ১০ টাকা ও আবা। জমিদারী কার্য্য ভাল জানা থাকিলে আরও কিছু পাইবেন। এতদ্ব্যতীত দিনাজপুর জুবিলি মইং স্কুলে একজন ২য়। ১০ টাকা। শ্রীনৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য, দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

জেলা মুর্শিদাবাদ সবডিভিজান কান্দী বাগডাঙ্গা মডেল বালিকা বিদ্যালয়ে ১০৲ টাকা বেতনে মধ্য বৃত্তি উত্তীর্ণ ন্ তৃতীয় শিক্ষক।

জেলা যশহর আবাইপুর রামসুন্দর ইনিষ্টিটিউসনের জন্য মাসিক ২০৲ বেতনে নর্ম্মাল পাশ একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত।

শুকদেবপুর উপ্রা স্কুলে দুইজন পণ্ডিত হেডপণ্ডিত ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পাশ বেতন ১০৲ টাকা। সেকেণ্ড পণ্ডিত ৮৲ উপ্রা পাশ। হিন্দু মুসলমান উভয়েই প্রার্থনীয়। আপ্রা। পোঃ হাসিমপুর, ভায়া সৈয়দপুর, গ্রাম শুকদেবপুর, জেঃ রংপুর।

৬ মাসের জন্য নর্ম্মাল পাশ শিক্ষক। বেতন ১৮৲ ও ছাত্র বেতনের অর্দ্ধাংশ। স্কুলসংলগ্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বোর্ডিং আছে। শ্রীআবদুল জব্বার মণ্ডল হেডপণ্ডিত টাঙ্গাইল গুরুট্রেনিং স্কুল। পোঃ টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)।

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী।

এই পুস্তকালয়ে লোয়ার ও অপার প্রাইমারি, এণ্ট্রেন্স স্কুল ও কালেজের সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক, ব্যাখ্যা, ম্যাপ, ষ্টেশনারি, অভিধান, মাউণ্ট, মডেল প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কমিশনে বিক্রয় হয়। বটতলার যাবতীয় পুস্তক ও [illegible] সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। অবিক্রীত পুস্তকগুলি ফেরৎ লই। একবারের শিক্ষক পণ্ডিত ও পাইকারগণকে শতকরা ১০৲ মাত্র লাভ লইয়া দিয়া থাকি। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা। ডাকে, ষ্টিমারে, রেলে যাহাতে পাঠাইতে সুবিধা হয় পুস্তক প্রেরিত হয়। ম্যানেজার ২৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা পোঃ কলিকাতা।

নং ৮০ ৩১।১২।০

যে শিক্ষক ২ দুই টাকা মূল্য ১০০০ বেতন আদায় রসিদ (ইং বা বাংলা) লইবেন তিনি একটি **রবার ষ্টাম্প বিনামূল্যে** পাইবেন। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ১০০ পাতা ১ টাকা। শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লিখিবার কালী। প্যাকে ২ দোয়াত; ১ কৌটায় ⁄১ সের প্রস্তুত হয়। ব্লুব্লাক ১৪৪ প্যাক ১৷৷০ ; ১২ কৌটা ১৷০ লাল ৭২ প্যাক ১৲ ; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৵০ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ ভেরপাথরা মেদিনীপুর।

উজ্জ্বল রস চিন্তামণি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব।

পণ্ডিত শ্রীযুগল কিশোর কুণ্ডু বিরচিত।

ভক্তি শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া এই অমূল্য রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তগণ ইহা স্ব স্ব কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হউন। বঙ্গ ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ নূতন; এরূপ গুরুতত্ত্বপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে কেবল বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের হৃদয়ের মর্ম্ম এবং সাধকদিগের কাজের কথাই আছে। এই গ্রন্থে শৃঙ্গার রসাত্মক ভক্তিসাধক রসিক ভক্তদিগের অনুপম ধর্ম্মতত্ত্ব সুদৃঢ় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের গুহ্যতম সাধন প্রণালীও অখণ্ডনীয় শাস্ত্রযুক্তির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজবাস, কামানুগা ভক্তি, নবীন মদনের উপাসনা, কলিযুগে ভজমার্গ, ভক্তি শাস্ত্রসম্মত কুলাচার, নাড়ীচক্রলক্ষণ, শৃঙ্গারসাধন, নায়িকাভেদ, চণ্ডীদাসাদি রসিক ভক্তের সাধন, সাধন রহস্য ইত্যাদি ১৯টী বিষয় ইহার ১৬টী পরিচ্ছেদে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে পরিশিষ্ট ভাগে চণ্ডীদাসাদি কৃত ৭৫টী রাগাত্মিক পদ ও তাহার গুহ্য অর্থও দেওয়া হইয়াছে। প্রায় চারি শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ২৲ টাকা, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে ১৷৷০ টাকা; ডাক মাঃ ৵০ আনা। নাম ও ঠিকানা পাঠাইলেই ভিঃ পিঃ পোষ্টে পুস্তক পাঠাই। শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, মুন্সিগঞ্জ পোঃ, নদীয়া।

নং ৮০ ১৩।৮।০১

(উদ্ধৃত)

উদাহরণ কথা।

১। প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

কিছুদিন পূর্ব্বে, এ দেশের কুলীনব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহ করা একটা ব্যবসা হইয়া উঠিয়াছিল; কিছু দক্ষিণা পাইলেই তাঁহারা বিবাহ করিতেন। পত্নীরা তাহাদের পিত্রালয়েই থাকিত, কুলীন মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী আসিতেন। সেই সময়ে এক সঙ্গতিশালী ব্রাহ্মণ চারি কন্যা কুলীন হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে ও জামাতাদিগকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পরলোকগামী হইলেন, তদীয় পুত্রেরা ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িল। জামাতাদিগের একটীর নাম হরি, একটীর নাম মাধব, একটীর নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, অপরটীর নাম ধনঞ্জয়। শ্বশুরের আমলে ইহারা ঘৃতসিক্ত উত্তমান্ন ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, একণে আর ঘৃতসিক্ত উত্তমান্ন পান না দেখিয়া হরি অভিমানভরে শ্যালকালয় পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে পুরাতন পীঠগুলি ভগ্ন হইল, শ্যালকেরা নূতন পীঠ প্রস্তুত করাইতে পারিল না, অগত্যা ভগিনীপতিদিগকে নিম্নাসনে মৃত্তিকোপরি বসিতে বাধ্য হইল। এই ঘটনায় মাধব বিরক্ত হইয়া শ্যালকালয়ত্যাগী হইলেন। দরিদ্রতার আধিক্যে ক্রমে কদন্ন ভক্ষণ আরম্ভ হইল, ইহা দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ পলায়ন করিলেন। ধনঞ্জয় রহিয়া গেলেন। শ্যালকেরা তাহাকে প্রহার করিলে সে [illegible] প্রস্থানকরিল। একণে শিক্ষাবিস্তার [illegible] দারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে পত্নীদিগের পোষ পোষের নালিশের ভয় ঐ অনার্য্য প্রথা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে। এই বিবরণ উদ্দেশে নিম্ন লিখিত শ্লোক রচিত হইয়া আছে।—

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

২। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

এক ব্রাহ্মণ এক বণিকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণের তীর্থাটন প্রবৃত্তি হয়। তখনকার তীর্থযাত্রা বড়ই কঠিন কার্য্য, বাঁচিয়া আসা দুষ্কর বলিয়াই স্থির ছিল। ব্রাহ্মণের কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ছিল; সে গুলি পুটলিবদ্ধ করিয়া বন্ধুবর বণিকের নিকট দিয়া বলিলেন, সখে! আমি তীর্থভ্রমণে চলিলাম, যদি ফিরিয়া আসি তবে এ গুলি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব, নচেৎ ইহার দ্বারা আমার পারলৌকিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার বাবস্থা করিও। বণিক্ সর্ব্বাঙ্গে তিলকধারণ করিয়া কুড়াজালী লইয়া জপ [illegible]লেন। একটি চাবি দিয়া বলিলেন, [illegible] নিজহস্তে ঐ বাক্সমধ্যে রাখিয়া যাউন; [illegible] উহা নিজহস্তে খুলিয়া লইবেন। ব্রাহ্মণ [illegible] বলিয়া তাহাই করিলেন এবং তীর্থ যাত্রায় চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে বণিক্ স্বর্ণমুদ্রার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা আত্ম[illegible] করতঃ তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি তাম্রখণ্ড [illegible]রূপে রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বৎসরান্তে ফিরিয়া আসিয়া স্বহস্তরক্ষিত পুটলী বাহির করিয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিলেন, মোহর নাই, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি ডবল পয়সা। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible] মোহর কি হইল? এ যে দেখিতেছি, [illegible] পয়সা। বণিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আমি [illegible]—তুমি আপনিই রাখিয়াছিলে, এবং আপনিই বাহির করিয়া লইলে। কি রাখিয়া ছিলে তাহা তুমিই জান, আমি কি জানি? ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায় তিনি কিছু রাগদ্বেষাদি প্রকাশ করিলেন না, অধিকন্তু বন্ধুভাব যাহাতে খুব বৃদ্ধি পায় ক্রমে তাহাই করিতে লাগিলেন। কিছুকাল [illegible] বণিক্ ভাবিল, ব্রাহ্মণ মোহরের কথা ভুলিয়া [illegible]।

[illegible]কের একটি মাত্র ছেলে, বয়স ৫।৬ বৎসর, [illegible] প্রত্যহ বণিক্ গৃহে গমন করতঃ সেই [illegible] নানারূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন, বণিক [illegible]লেন, বিনা বেতনে ভাল শিক্ষক লব্ধ হইয়াছে। এক দিন ব্রাহ্মণ প্রস্তাব করিলেন, বন্ধু ছেলে [illegible] কিছু দিন আমার বাড়ী রাখিয়া যাও, আমি [illegible] সুশিক্ষিত করিব। বণিক্ ভাবিলেন, [illegible] কি? অনন্তর ব্রাহ্মণ বন্ধুকে সম্মত করিয়া ছেলেটিকে লইয়া গেলেন এবং কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী রাখিয়া দিলেন, পরে বাজার হইতে একটা বানর আনিয়া তাহাকে নানাপ্রকার ভাব শিখাইতে লাগিলেন। বানর শীঘ্র সুশিক্ষিত হইল। ছেলের নাম ছিল,—হরিদাস, হরিদাস বলিয়া ডাকিবামাত্র বানর নিকটস্থ হইয়া মনুষ্যের মত নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে শিখিল। "হরিদাস তুমি মানুষ ছিলে; বানর হলে কেন?" এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বানর কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে শিখিল। এইরূপে বানর যখন খুব সুশিক্ষিত হইল তখন ব্রাহ্মণ সেই বানরকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুর গৃহে গিয়া রোদন ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। বন্ধু! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ছেলেটা গতকল্য ভূতচতুর্দ্দশী ভরা সন্ধ্যার সময় একা শাঁড়াতলায় বাহ্যে করিতে গিয়া ডরাইয়া উঠিয়াছিল সেই শব্দে আমি নিকটে গিয়া দেখি, ছেলের আর সে আকৃতি নাই, বানরের আকৃতি হইয়াছে! কিন্তু জ্ঞান টনটনে আছে, আপনি ডাকুন, কাছে আসিবে, জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর করিবে।

বণিক্ সেই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে তর্জ্জন করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ পলায়নপর হইলেন। অবশেষে বণিক্ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, এবং বিচার দিবসে রাজ আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও সেই বানর রাজসভায় উপস্থিত হইলে শত শত লোক সেই অদ্ভুত কৌতুকাবহ কাণ্ড দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপারের মূল মর্ম্ম বুঝিবার জন্য প্রথমে ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিলেন, ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন, মহারাজ!

স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ॥

শ্লোকটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ কেহ কেহ অন্য আকারে পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—

বণিক্‌পুত্র মকার্যীচ্চ ব্রাহ্মণো বানরং যথা।

অনন্তর রাজা ঘটনার মর্ম্ম অবগত হইয়া বণিক্‌কে দোষী স্থির করিলেন এবং বিধিমত রাজ দণ্ড দিয়া ব্রাহ্মণকে তদীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করাইলেন।

৩। অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি।

জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ এক ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক গোরস্থানে অর্থাৎ গোভাগাড়ে একটি মৃতের কঙ্কালভ্রষ্ট শুষ্ক মস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তাহার ললাটলিপি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন একটি শ্লোক লেখা আছে। শ্লোকটি এই—

ভোজনং যত্রতত্র স্যাৎ শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরে অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ ইহার ভোজন যেখানে সেখানে, শয়ন হট্টমন্দিরে, আর ইহার মৃত্যু গোমতীতীরে অর্থাৎ গোভাগাড়ে হইবে। (প্রকরণ অনুসারে এখানে গোমতী শব্দ নদী বুঝাইবে না গোভাগাড় বুঝাইবে)। তৎপরে ইহার আরও কিছু হইবে। পড়িয়া ভাবিলেন, ইহার ভাগ্যে আর কি আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মনে মনে ঐ কল্পনা করিয়া মস্তকটি গ্রহণ করতঃ পুটলীবদ্ধ করিলেন এবং গৃহাগত হইয়া গৃহে এক নিভৃত স্থানে লুকাইত করিয়া রাখিলেন। একদা ব্রাহ্মণ স্নানার্থে গমন করিলে, ব্রাহ্মণী গৃহকার্য্য করিতে করিতে দেখিলেন, নিভৃত স্থানে বস্ত্রপুটলীমধ্যে কি যেন লুকান রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিলেন একটী মৃতমস্তক। যত্নসহকারে মৃতমস্তক লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমার পতির গুপ্তপ্রণয়িনী ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ব্রাহ্মণ প্রণয় ভুলিতে না পারিয়া তাহারই মস্তক সযত্নে রাখিয়াছে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী হিংসা ও ক্রোধ পরিপূর্ণা হইয়া মস্তকটি চূর্ণ করিল এবং বিষ্ঠামধ্যে ফেলিয়া দিল। কিছুদিন পরে এই রহস্য প্রকাশ হইল এবং ব্রাহ্মণ বুঝিল, এই ব্যক্তির ললাটলিপিতে যে "অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি" লেখা ছিল, তাহা এই;—অর্থাৎ ভবিষ্যতে ইহার অস্থি বিষ্ঠায় সমর্পিত হইবে।

কোন ঘটনায় এক মুসলমানের সহিত এক নটকীর বিবাহ হয়। মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ধনবান হইলেও সে অন্য ভদ্র মুসলমানদিগের সহিত মিশিতে পারিত না, নটজাতি মধ্যেও ইহার হতাদর ঘটিয়াছিল। কিছুদিন পরে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরামর্শ করিয়া বিদেশে গমন করিল এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া অপর এক ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতে লাগিল. অনন্তর যথাকালে নটকীর উদরে এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাহার বিবাহার্থে বহু চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণ পাত্র পাইল না। অবশেষে অগত্যা সেই [illegible] ব্রাহ্মণের পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে একদা [illegible] একাসনে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এই সময়

স্থার বরপিতা বৈবাহিক আপন মনোভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া সহসা নিজ কুলমর্য্যাদার কথা বলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বৈবাহিক মহাশয়! আর তোমার সন্ধ্যা আহ্নিকে প্রয়োজন নাই। আমার সহিত যখন কুটুম্বিতা হইয়াছে তখন আর তোমার জাতিবিচার নিষ্প্রয়োজন। আমি মুসলমান সন্তান। আমার স্ত্রী হাড়িনী, তদ্‌গর্ভজাত পুত্রকে তুমি কন্যাদান করিয়াছ এবং কুটুম্ব হইয়া আমার সহিত এক জাতি হইয়াছ। বরপিতার ঐ কথা শুনিয়া কন্যাপিতা মনে মনে হাসিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন "বৈবাহিক মহাশয়! ইহাতে আমারও ঠকা হয় নাই, স্বসমাজ ভ্রষ্ট ও মুসলমান মধ্যে হেয় আমিও, স্ত্রী নটকী, কন্যাটি তদ্‌গর্ভজাতা। বিধাতাই যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন করিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণ আনন্দের সহিত এই শ্লোকটী বলিলেন—

ভার্য্যামে নটকী চেয় মহঞ্চ যোগলাধমঃ।
জামাতা হড্ডিকশ্চৈব যোগ্যঃ যোগ্যেন যুজ্যতে॥

৪। স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

(ক) এক ভট্টাচার্য্য কোন এক গ্রামের ব্যবস্থাপক ছিলেন। গ্রামে যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই নিরক্ষরপ্রায়, কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই সংকিঞ্চিৎ জ্ঞানবান্। কাজেই ভট্টাচার্য্য সে গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা, সকলেই তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মকার্য্যাদি করিত।

ভট্টাচার্য্যের একখানি খাতা ছিল, তাহাতে নানাশাস্ত্রের নানাবিধ রচনাবলী লিখিত ছিল। ভট্টাচার্য্য প্রথম বয়সে যথাযো করিয়া বেড়াইতেন, পরে ঐ খাতামাত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইয়া ছিলেন। সেই খাতায় একটি বচন লেখা ছিল। বচনটি এই—

কন্দুপক নি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভক্ষ্যাণি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥

বচনটি পড়িলে মোটামোটি এইরূপ অক্ষরার্থ প্রতীত হয় যে বিনা জলসেকে ভাজা জিনিস, পায়স, দধি, ছাতু এই কয়েক দ্রব্য শূদ্রকৃত হইলেও ব্রাহ্মণদিগের ভক্ষ্য। মধ্যে যে পায়স শব্দ আছে, ভটাচার্য্য মহাশয় ঐ পায়স শব্দের দ্বারা এক প্রমাদ ঘটনা করিয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন ও গ্রামবাসীদিগকে ব্যবস্থা দিলেন, ব্রাহ্মণে শূদ্রের পরমান্ন খাইতে পারে। তিনি জানিতেন না যে, পায়স শব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইলে, অর্থাৎ "পায়সং" এইরূপে প্রযুক্ত হইলে, তাহার অর্থে দধীভূত দুগ্ধ অর্থাৎ জাল দেওয়া [illegible]

প্রয়োগ থাকিলে তাহার অর্থে পরমান্ন বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও শব্দার্থের গতি অজ্ঞাত থাকায় ব্রাহ্মণ আপনিও শূদ্রের পরমান্ন খাইল এবং গ্রামবাসীদিগকেও খাওয়াইল। অবশেষে এই ঘটনা গ্রামান্তরের ব্রাহ্মণেরা জানিতে পারায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিশেষরূপ লাঞ্ছনা করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও গ্রামবাসীরা অবশেষে শূদ্রান্ন ভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

(খ) ঐ গ্রামে এক চিকিৎসক ছিলেন, তিনিও পেঁতে দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। তাহার পেঁতে পুস্তকে লেখা ছিল, "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা কটিং দহেৎ।" বচনটি অশ্বচিকিৎসার, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় তাহা জানিতেন না। এক সময়ে এক নেত্ররোগী তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থে আগমন করিলে তিনি তাহার উপর উপরিউক্ত অশ্বচিকিৎসার বচন খাটাইতে গিয়া কর্ণচ্ছেদ করিয়া ও কটিতে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া এক অতি উৎকট বিভ্রাট ঘটাইলেন। উপর্য্যুপরি দুই পণ্ডিতের ঐ দুই ব্যবস্থা প্রচারিত হইলে একজন বাস্তব পণ্ডিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন।—

বিদ্যয়া পূজ্যতে লোকো বিদ্যয়া সুখমশ্নুতে।
বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী॥

"স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" এরূপ কথা ইংরাজীতে পোপের লিখিত কবিতায় আছে।

A little learniug is a dangerous thing
Drink deep or taste not the Pierian spring

এই কবিতার সমানার্থক শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি আছে। যথা—

"পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যং ক্রয়ক্রীতঞ্চ মৈথুনম্।
ভোজনঞ্চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনা॥"

অর্থাৎ।—পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্য, ক্রয়ক্রীত মৈথুন এবং পরাধীন ভোজন পুরুষের এই তিন বিড়ম্বনা।

"যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধিমতাং বরঃ।
তাবেতৌ সুখমেধেতে মধ্যমস্তু বিনশ্যতি॥"

অর্থাৎ।—মূর্খ ও পণ্ডিত দুইয়েরই সুখ আছে। মাঝামাঝিরই সর্ব্বনাশ।

"বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥"

অর্থাৎ "বেদ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভয় করেন। ভাবেন, এ আমাকে প্রহার করিবে।" —সত্য সত্যই আজ কাল লোকে বেদকে বিবিধ প্রকারে প্রহার করিতেছে, বেদ পালকের পান [illegible] ...তেছে।

(উপাসনা, ভাদ্র ১৩১৫)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৬৬১ " শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ আচার্য্য,
হেঃ মাঃ রঘুনাথবাড়ী মইং স্কুল ৩২।৭।১০
২৭৬ " বৈদ্যনাথ রায়, সে গোবিন্দপুর স্কুল ঐ
১৪০৩ " হরচন্দ্র দে, সরকার, কালী বাড়ী রোড ঐ
১৪০৪ " ভূষণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জামনা স্কুল লাইঃ ঐ
৬৪৫ " রঘুনাথ গুপ, হেঃ পঃ মাণীগঞ্জ
মইং স্কুল ঐ
১৪০৫ " গঙ্গাচরণ দাস, সাঃ পঃ হাজীগঞ্জ ঐ
১৪০৬ " উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় হেঃ পঃ
হরিণপুর স্কুল ঐ
২২৮ " প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়, ২য়
পণ্ডিত কুঁচিয়াকোল ঐ
৬১২ " ছাত্রবৃন্দ, সাহজাপুর মইং স্কুল ঐ
১৪০৭ " সারদা প্রসাদ, হেঃ মাঃ মইং মাকড়দা ঐ
৭১৪ " ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মলুটি ঐ
৯৯৩ " মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ, খোন্দা গুরুঃ ট্রেঃ ঐ
১৪০৮ " অবিনাশ চন্দ্র চট্টো তাওড়া মইং স্কুল ঐ
১৪০৯ " মহম্মদ রমজান, বামশোড় ঐ
১৪১০ " মণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সারুলিয়া ঐ
৫৯৭ " মথুরানাথ দাস চৌধুরী,
সেঃ সাতবেড়িয়া মইং স্কুল ঐ
১৪১১ " নবকুমার দাস, সেঃ কুমেদপুর মইং ঐ
৫৬৫ " হেঃ মাঃ ভুবকল হাই স্কুল ঐ
১৪১২ " গিরীশ চন্দ্র দাস, হেঃ মাঃ
কালাপাহাড় মইং স্কুল ঐ
১৪১৩ " সীতানাথ ঘোষ, হেঃ পঃ
দিয়ারী গুরু ট্রেণীং স্কুল ঐ
১৪১৪ " লাল মোহন রায়, মহিচরণ মইং স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsurah

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ। (৬)

আতিথেয়তা —সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ;— ...গত ব্যক্তি গুরুবৎ পূজনীয়। পূজ্যপাদ ...দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাসী ...লবি করমুল্লা সাহেব একদিন গড়গড়ায় ...ক খাইতে খাইতে উঁহার বাড়ীতে কোন কথা ...র জন্য পায়চারি করিতে করিতে আসিয়া- ...লন। ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর গড়গড়া ...খা দিয়া মৌলবি সাহেব ভূদেব বাবুর ...ত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে ...রা দুজনেই বারাণ্ডায় বাহির হইয়া ...লন। সেখানেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা ... শেষে যাইবার সময় মৌলবি সাহেব গড়- ...া লইবার জন্য ঘরে যাইবেন এরূপ উপক্রম ...ভূদেব বাবু তাঁহার নবম বর্ষীয় পুত্রকে আদেশ ...লেন গড়গড়া আনিয়া দাও। মৌলবি সাহেব ...লেন। কিন্তু বালকের মনে হইল মুসলমানের ...ই দ্রব্য কিরূপে স্পর্শ করি! ইহা বুঝিয়া ... পুত্রের দিকে এরূপ তীব্র দৃষ্টিপাত ...লেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যে গড়গড়া বাহিরে আসিয়া ... মৌলবি সাহেব চলিয়া গেলে বাড়ীর ...াইয়া ভূদেব বাবু তাঁহার একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ ...ক হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ ...।—"বাড়ীতে যিনি আসিবেন তাঁহার ...ত বর্ণ ধর্ম্ম বিচার করিতে নাই। স্বয়ং ...ও বা ব্রহ্মা আসিয়াছেন গৃহীকে ...রূপ মনে করিয়া অতিথির সৎকার করিতে ...। (...রণাগর্ত্তবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী) ...র সৎকারে কিছু মাত্র ত্রুটি হইলেই ...হিন্দুয়ানি রহিল না। তখন আর তুমি ... ভদ্রলোক রহিলে না! মুসলমান ...ের গড়গড়া স্পর্শ, তাঁহাকে উহা আনিয়া ...র ... করায় তোমার দোষ হয় নাই। ...ক অপবিত্র জ্ঞান করিতে নাই। ... ...জি সে ভাব না আনিতে পার, গঙ্গা ...র্নি আছেন। কিন্তু তাঁহাকে "সম্পূর্ণ" যত্ন না ...া আমাদের বড়ই পাপ হইত।"

(২)। আতিথেয়তা সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের ...বিন এক।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥

শত্রুও যদি গৃহে আসে তাহার আতিথ্য করিতে হইবে। যে গাছ কাটিতে আসিয়াছে তাহারও উপর হইতে গাছ ছায়া সরাইয়া লয় না। আরবের আতিথেয়তা জগৎপ্রসিদ্ধ। কোন আরবের পুত্রহন্তা তাঁহার তাঁবুতে শ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া রাত্রে আশ্রয় লয়। আরব সর্ব্বপ্রযত্নে অতিথির শুশ্রূষা করিলেন, আহার্য্য দিলেন ও শয্যা করিয়া দিলেন। অতিথি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে শেষ রাত্রে উহাকে উঠাইয়া নিজের একটী উৎকৃষ্ট সতেজ অশ্ব উহাকে দিয়া বলিলেন "তুমি জান না যে তুমি আমার একমাত্র পুত্রের হন্তা এবং আমি তোমার উপর বৈরনির্য্যাতনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি যত শীঘ্র এবং যত সাবধানে পার আপনার গন্তব্য পথ লুকাইয়া দ্রুতগতি চলিয়া যাও। দুই ঘণ্টা পরে—সূর্য্যোদয়ের পরে—আমি প্রতিজ্ঞাপালন জন্য তোমাকে মারিতে সবেগে অনুসরণ করিব!"

(৩)। হিন্দুর শাস্ত্র বলেন "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।" অতিথি লাভের জন্য শ্রাদ্ধ শেষে হিন্দু গৃহী পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন—"অতিথিঞ্চ লভেমহি।"—অতিথি যেন পাই। কোন হিন্দু নামধেয় গৃহস্থের একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন। একদিন গ্রীষ্মকালে মুসলমান বন্ধু আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিলে চাকরকে ঠাণ্ডা জল আনিবার আদেশ হইল। একটু পরেই মুসলমান বন্ধু শুনিতে পাইলেন যে বাবুর চাকর মহিসকে তাহার "লোটা মাজিয়া আনিতে" বলিতেছে। উহাতেই মুসলমান ভদ্রলোকটীর সহজেই তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল! তিনি অপর কোন কার্য্যের জন্য ব্যস্ততা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বই ছিল এবং মুসলমান ভদ্রলোকটী প্রকৃতই উচ্চমনা। তিনি বন্ধুর হিতার্থ অপর একদিন কথায় কথায় বলিলেন "ভাল হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে গোটাকতক নূতন খেলো হুঁকা এবং গোটাকতক মাটির গেলাশ রাখা উচিত। মনে কর কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ অপরের হুঁকায় তামাক খান না বা অপরের কাংস্য পাত্রে মৎস্য বা মাংস স্পর্শদোষ সন্দেহে জলপান করিতে ইচ্ছা করেন না। এরূপ অতিথির মনঃপূত সৎকার জন্য নূতন হুঁকার এবং মাটির গেলাসের আয়োজন সর্ব্বদা রাখার প্রয়োজন। বন্ধু ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া তখনি দুইটা হুকা ও আটটা গেলাস আনিয়া রাখিবার আদেশ ভৃত্যকে করিলেন। দ... একদিন পরেই মুসলমান ভদ্রলোকটী পিপাসার কথা উল্লেখে জল চাহিলেন ও বলিলেন "ভাই! তুমি আমার ব্যবহৃত ধাতুময় পাত্রে জল গ্রহণ যখন করিবে না, তখন আমাকেও তোমার ব্যবহৃত পাত্রে জল দিও না। মাটীর গেলাস যাহা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের জন্য আনাইয়াছ তাহাতেই (ভিন্ন সমাজাগত ও অতিথি—সুতরাং সকল শুদ্রমতেই তোমার সর্ব্বোচ্চের সমতুল্যরূপে ব্যবহৃত হইবার অধিকারী) তোমার এই মুসলমান বন্ধু ও অতিথিকে জল দাও।" হিন্দু বন্ধুর হঠাৎ স্মরণ হইল যে অল্পকাল পূর্ব্বে একদিন জল চাহিয়া তাহার পরই ইনি চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্দেহ মিটাইবার জন্য মাটির গেলাসে জল আসিলে বলিলেন "ভাই তুমি সেদিন অত গ্রীষ্মে জল না খাইয়া গিয়াছিলে কেন এবং আমার বাড়ীতে মাটীর গেলাসের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া লইয়া আজ এই বৃষ্টির দিনে জল খাইতেছ কেন?" মুসলমান ভদ্রলোকটী স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! তুমি হয়ত শুনিতে পাও নাই বা লক্ষ্য কর নাই যে আমার জন্য সেদিন মহিসের লোটার তলব হইয়াছিল। তাহাতেই তৃষ্ণাদূর হয়। তাহার পর তোমার বাড়ীতে উচিত ব্যবস্থা করাইয়া দিতে পারার সুখে আজ সে তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল!" বন্ধু লজ্জায় ও আনন্দে অশ্রুপূর্ণচক্ষে উঁহার হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "তুমিই প্রকৃত হিতকারী বন্ধু! আপন মাহাত্ম্যেই অতটা দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহা বরাবরের জন্য ক্ষালন করার ভারও লইয়াছিলে!"

(৪) এক সময়ে পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভঞ্জে গিয়াছিলেন। বালেশ্বরে শুনিলেন "রাজা বড়ই খোসামুদে। স্বহস্তে কালেক্টর সাহেবকে পাখার বাতাস করেন। হীনতার এবং পৈতৃক পদ গৌরব নাশের কোন একটা সীমা ত থাকা উচিত!" ময়ূরভঞ্জে গিয়া দেখিলেন যে, রাজা নগ্নপদে পাখা হস্তে আসিয়া তাঁহাকেও গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন! আদর করিয়া বৈঠকখানায় নিজে লইয়া গিয়া পাখার বাতাস করিলেন। "আপনি কেন? টানাপাখা সকলের জন্য টানুক" বলিলে তবে দড়িহস্তে দণ্ডায়মান ভৃত্য পাখা টানিতে আদিষ্ট হইল এবং রাজা হাতপাখা নামাইলেন। তাঁহাকে কিছু পরে ভোজনে বসাইয়া তাহার পর তাঁহার আদেশে তবে রাজা নিজে খাইতে গেলেন। ৺ভূদেব বাবু তখন আফশোস করিয়া বলেন "ভাঙ্গাইংরাজী শিক্ষা। এমি ইংরা...

জের বাড়ী তাহার নিজ দুর্গ"(An Englishman's house is his castle) "ভিক্ষুককে শ্রমাগারে পাঠাও' (Send the beggar to the work-house) 'কর্ত্তা নিজে উচ্চাসনে খানার টেবিলের শিরোদেশে বসিবেন' (The master takes his seat at the head of his own table) ইত্যাদি ইংরাজী কথা ও ভাব দ্বারা হিন্দু সন্তানের মাথা খারাপ করিয়া দিয়া আজ এই হিন্দু রাজার এই আদর্শ হিন্দু আতিথ্য বুঝিতেও অক্ষম করিয়াছ! অতিথি কালেক্টরকে পাখার বাতাস করা ইঁহার উচ্চ অঙ্গের আতিথ্য ধর্ম্মপালন— উহা হীনতা-প্রসূত কার্য্য নহে!"

পাটনা কলেজের ছাত্রবিদ্রোহ।

কয়েকদিন হইল পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যাকসান সাহেব একটী বিহারী হিন্দু বালককে অসুস্থ অবস্থাতেও খেলিতেই হইবে (games) বলিয়া জিদ করেন এবং হষ্টেলের ডাক্তার মহাশয়ও উহার অসুখ নাই বলিয়া অধ্যক্ষকে পোষণ করেন। ছাত্রটী সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে সার্টিফিকেট পায় যে উহার যক্ষাকাসের পূর্ব্ব লক্ষণ হইয়াছে এবং অবিলম্বেই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া উচিত। এই ঘটনায় ইংরাজ অধ্যক্ষের তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্থিত বিহারী ছাত্রবর্গের সম্বন্ধে একান্ত হৃদয়হীনতা উপলব্ধি করিয়া হষ্টেলে এক মহতী সভা করিয়া উক্ত পীড়িত ছাত্রের বিদায় উপলক্ষে কলেজের ছেলেরা তাহার সহিত সহানুভূতি দেখায়। অধ্যক্ষ হষ্টেলের সকল ছাত্রকেই একমাস করিয়া সস্‌পেণ্ড করেন। ইহাতে বিহারী হিন্দু ছাত্র মাত্রেই (২।৪টী ছাড়া) এবং বাঙ্গালী ছাত্রদিগের অর্দ্ধেক কালেজে আসা বন্ধ করে এবং ডাইরেক্টার সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠায়। জ্যাকসন সাহেব তাঁহার নিজের রক্ষার জন্ত মিলিটারি পুলিশ চাহিয়া পাঠান। কিন্তু শুনা যায় যে পুলিস সাহেব বলেন ছাত্রগণের ধরণ ধারণে উহাদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যাহা হউক ২১শে আগষ্ট জ্যাকসন সাহেব কালেজের সমস্ত ছাত্রদিগকে ডাকাইয়া বলেন যে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ভুলিয়া আপন আপন কার্য্য পূর্ব্ববৎ করা যাউক। তিনি সকল দণ্ডই প্রত্যাহার করিলেন এবং সিভিল সার্জ্জন লিখিয়াছেন যে ঐ ছাত্রের কদর্য্যরোগ ছিল—সুতরাং উহার সহিত সহানু- ... ... ডাইরেক্টার সাহেব বলিয়াছেন যে যদি ছাত্রেরা অবাধ্য থাকে তাহা হইলে তিনি খুব কঠিন দণ্ড দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে কলেজে ঐদিন হাফ স্কুল দিয়া ছেলেদের কতকটা খুসি করিয়া (মধুরেণ সমাপয়েৎ) ছিলেন।

গুরুদণ্ড দণ্ড উঠাইয়া লওয়ায় বিবাদ মিটিয়াছে। ছাত্রদিগের এই ধর্ম্মঘটে মুসলমান ছাত্রেরা যোগ দিবে বলিয়াছিল,কিন্তু শেষে কেহই যোগ দেয় নাই। ইহাতে বিহারী হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। কোন ছাত্রের কদর্য্য রোগ থাকিলে তাহাকে হষ্টেল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া অসঙ্গত নহে, কিন্তু রোগের সময় জোর করিয়া তাহাকে "ব্যায়ামে" বাধ্য করা যে সহানুভূতি-হীনতার পরিচায়ক তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কালেজের ছাত্রেরা কেহই এত নির্ব্বোধ নয় যে এইটুকু তাহারা বুঝিতে পারে না। হষ্টেলের ছাত্রদিগের সার্জ্জেনের স্বলাভিষিক্ত প্রিন্সিপ্যালের এবং বিশেষতঃ তথাকার ডাক্তারের কাজ ভাল হয় নাই। যাহা মিটিয়া গিয়াছে তাহার অধিক উল্লেখে প্রয়োজন নাই। কিন্তু সকল স্কুল. কলেজের এবং হষ্টেলের অধ্যক্ষদিগেরই এই ঘটনা স্মরণে দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছাত্রদিগের সম্বন্ধে নিজেদের ব্যায়াম সম্বন্ধে জিদ একেবারে ছাড়া এবং দুর্ব্বলের প্রতি একটু অধিক সহানুভূতি রাখা উচিত। সিভিল সার্জ্জনের প্রথম সার্টিফিকেট পাঠনায় হষ্টেল পরিচালককে একক্ষেত্রে দোষী করিয়া দিয়াছে। ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট করা একান্তই অনুচিত। অধ্যক্ষদের হৃদয়হীনতা সেই পরিমাণেই অনুচিত। নিজে ভাল না হইলে ভাল করিবে কিরূপে?

শ্রীঃ—

ইংরাজ উপনিবেশে ভারত-বাসীর অবস্থা।

মিজেরা একটু সক্ষম হইবামাত্র ইংরাজ ঔপনিবেশিক মার্কিনেরা বল পূর্ব্বক ইংলণ্ডের অধীনতা ত্যাগ করার পর হইতে ইংলণ্ড নিজের ঔপনিবেশিকদিগের সকল আবদারই নীরবে সহ্য করেন। কিন্তু-আদুরে ছেলের আখের নষ্ট হয় এবং নাই দেওয়া-বাপেরও ইজ্জত থাকে না। ধর্ম্মই ধারণ করেন বা রক্ষা করেন। ধর্ম্মের মাপকাটির ভিতরে থাকিয়াই রাজনীতির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ মহৎ জাতি। উহার মধ্যে ধার্ম্মিক ও ক্ষমতাপন্ন রাজনৈতিকগণের সর্ব্বদা আবির্ভাব হওয়ার ইচ্ছা আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই নিজেকে "কমনওয়েল্‌থ" বা সাধারণ তন্ত্র বলিতেছে। জাপানের ভয় না থাকিলে—ইংরাজের অস্ত্রের রণতরীর সহায়তার প্রয়োজন না থাকিলে —এতদিনে অষ্ট্রেলিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ইংরাজী ধ্বজা নামাইয়া দিত। ইংলণ্ডের শিল্পজাত অষ্ট্রেলিয়াতে বিনা শুল্কে ঢুকিতে পায় না! কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার দ্রব্যজাতের (ঘোড়া গোধূম মদ্য প্রভৃতির) উপর সেইরূপ হারে কড়া শুল্ক ইংলণ্ড বসাইলে অষ্ট্রেলিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া যাইবেন। ইংলণ্ড যদি প্রথম হইতেই বলিতেন "বেয়াদব ছেলে! তুমি যদি ধর্ম্ম মতে না চল, যদি আমার ভারতীয় প্রজাদের সহিত সদ্ব্যবহার না কর তাহা হইলে হে অষ্ট্রেলিয়া! আমি তোমাকে জাপানের এবং হে দক্ষিণ আফ্রিকা! আমি তোমাকে জর্ম্মনীর দ্বারা ধর্ষিত হইতে ছাড়িয়া দিব—ত্যাজ্য পুত্র করিব"—তাহা হইলে উহাদের সহিত তেজস্বী পিতার ন্যায় ব্যবহার করা হইত বটে, কিন্তু এখন তাহা করিবার অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে। এখন যিনিই যত বড় কৌশলী, ক্ষমতাশালী এবং রাজনী— হউন ঔপনিবেশিকদিগকে সৎপথে রাখিতে কাহারও পারিবার সম্ভাবনা নাই। কোন কোন ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট বলিয়াছেন "আমাদের কি? তেমন দরকার হইলে আমরা তোয়াদায় নক্ষত্র ভূষিত পতাকা (ষ্টার্‌স এণ্ড ষ্ট্রাইপ্‌স) উড়াইয়া দিয়া যখন ইচ্ছা ইউনাইটেড-ষ্টেটসের অনুগত হইলেই সর্ব্বতর হইতেই রক্ষা পাইব।" এরূপ ছেলেদের সংস্রব ত্যাগ করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডকে উহাদের মতাবলম্বীই হইতে হওয়ার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমানকালে ঔপনিবেশিকদিগের সহিত ইংলণ্ডের "অবিরল—আবদার—সহার—সম্বন্ধটা" আমরা সর্ব্বদা মনে রাখিনা বলিয়াই অষ্ট্রেলিয়ার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় জনগণের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার ও অন্যায্য আইন জন্য অভিমান ও ক্রোধ করিয়া থাকি। আমাদের মনে হয়—"ইংলণ্ড কেন এ সকলের প্রতিবিধান করেন না!"

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আসলে ইংলণ্ড ইহার প্রতিবিধানে সম্পূর্ণই অক্ষম। ইংলণ্ড এ সম্বন্ধে জোর করিতে গেলেই উপনিবেশ গুলি মার্কিনদের সহিত মিলিত হইবে

...া চীন জাপানী ভারতবাসী কাহার ...পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে না। ইংলণ্ডের ...পনিবেশিকই উঁহাদের সহিত মিশিলেও ...দীদের সহিত সেই মহামার্কিন আমোর সদ্ব্যবহার ঘটিবে না। সুতরাং দেখা ...ইংলণ্ড আমাদের জন্ম জোর করিতে আমাদের অদৃষ্টে ইংলণ্ডীয় উপনিবেশে ...রের প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোন কালেই ...নাই। এ অবস্থায় আমাদের চুপ করাই যাঁহার যে প্রার্থনা গ্রাহ্য করার ক্ষমতাই ...তাকে সে প্রার্থনা করায় নিজের হীনতা ...হার পর্য্যালানি হয় মাত্র। "বেই নহে সেই ...স্বচেষ্টায় সক্ষম হইতে থাকিয়া সকল ...সদ্গুণের বৃদ্ধি করিয়া ভারতবাসী পৃথিবীর ...দের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে বড় থাকুন। ...দহে সেই বড়। যিনি প্রার্থনা পূরণ করিবার ...তিনিই যোগ্যতা দেখিলে সময়ে ...করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত বর্ত্তমান আইনের ...তায় ভারতবাসীর রাজনৈতিক নির্ব্বাচন বা ...ল নির্ব্বাচন কিছুতেই অধিকার নাই। ...বাহিরে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে থাকিতে ...সেখানে ছাড়া কোথাও জমি কিনিবার ...কার নাই। প্রিটোরিয়ায় বা জোহান্সেশবর্গে ...গাড়ীতে চড়িবার অধিকারও নাই! কোন ...সহরের ফুটপাথেও চলিবার অধিকার ...ই।

ফলতঃ ভারতবাসী ঐ উপনিবেশে পরিয়া ...অস্পৃশ্য মুর্দ্দাফরাসেরও অধম। ইংলণ্ডীয় ...পার্লামেণ্টও এই সকল আইন বদলান ...মত দিতে পারেন নাই। এখন ...(১) যে স্বদেশী বিদ্বেষ ও স্বধর্ম্মী বিদ্বেষ ...জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছি ...ই মহাপাপ নিজেদের মধ্য হইতে চির- ...জন্য যেন মিটাই। "ছোটলোক" "হীনজাতি" ...স্বদেশীয়ের প্রতি ব্যবহার করিয়াই উহা ...নিকট স্বীয় কর্ম্মফলে পাইতেছি। ইহা ...কালেই ঐ দুই দোষ কাটিবে—নচেৎ ...না। (২) আপনাদের আচার ...পুনরায় প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় শুচি করিয়া ..."অপরিষ্কার এবং রোগের আকর" প্রভৃতি ...নকর অপযশ হইতে যেন মুক্ত হই। ...চতুর্দ্দিকও যেন উঠানের ন্যায়ই পরিষ্কার ...স্বাস্থ্যানুসারে রাখিতে আরম্ভ করি। পথ ...নর্দ্দমা করি,ও সর্ব্বত্র সকল জন্যায়ই নির্ভীক ভাবে ও নীরবে সহ্য করিয়া (বার্থ প্রার্থনার বড়ই হেয় হইতে হয়) তাঁহার নিরাকরণের ভার যিনি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে উচ্চ বা নীচে তাহাদের কর্ম্মগুণে ও দোষে করিয়া থাকেন "তাঁহার" হাতেই রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই!

"উপযুক্ত হইলেই সদ্ব্যবহার পাইব" এই প্রকৃত বাক্যটী আমাদের দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হইয়া উদ্যম ও স্বচেষ্টা বৃদ্ধি করিতে থাকুক।

ঐঃ—

বুদ্ধাস্থির পরিণাম কি হইবে?

(বিষ্ণু-পঞ্জর দেশছাড়া হইয়া যায়!)

আজ প্রায় আড়াই হাজার (২৩৮৫) বৎসর অতীত হইতে চলিল।—পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান চারিটি ধর্ম্মের মধ্যে একজনের প্রতিষ্ঠাতা, জগতের জ্যোতিঃ স্বরূপ, ভারতবর্ষের একজন প্রধান ধর্ম্মোপদেশক, একজন পরম যোগী, মহাতপস্বী, নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেষ্টা, আত্মদর্শী মহাপুরুষ, ভগবান গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। জগতের অন্য একটি বিশাল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন উত্তরভারতে শিশুনাগবংশীয় মগধরাজ মহারাজ অজাতশত্রুই রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য ভাগবত প্রভৃতি মহাপুরাণে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারই রাজত্বকালের অষ্টমবর্ষে ভগবান বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করেন।

গোরক্ষপুরের নিকট বর্ত্তমান কাশিয়া গ্রামে অর্থাৎ সেকালের কুশীনগরের উপকণ্ঠে হিরণ্যবতী নদীতীরে শালবনের মধ্যে এক বৃহৎ শালবৃক্ষের তলায়, এক মঞ্চের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে দিতে সমাধিস্থ হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। আনন্দ প্রমুখ শিষ্য ও সহচরবর্গ, ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং কুশীনগরের মল্লগণ তাঁহার দেহ কার্পাসে আবৃত করিয়া ও পাঁচশত খণ্ড পবিত্র বস্ত্রে জড়াইয়া গন্ধ তৈলপূর্ণ লৌহ পাত্রে রাখিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করেন এবং প্রত্যহ নৃত্য, গীত, বাদ্যভাণ্ড সহ সেই দেহের পূজা করেন। ইতিমধ্যে ভগবানের শিষ্য ও অনুগৃহীত রাজন্যবর্গকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। সাত দিন পরে তাঁহারা সেই দেহ বন হইতে নগর মধ্যে "মুকুট বন্ধন" চৈত্য মধ্যে স্থানান্তরিত করেন এবং সৎকারের আয়োজন করেন। কেবল চন্দন দি সুবাসিত ও পবিত্র কাষ্ঠের চিতায় ভগবানের দেহ দাহ করা হয়। মাংস, বসা, স্নায়ু, রস, রক্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভস্মীভূত হইয়া গেল, অদাহীভূত অস্থি সকল পড়িয়া আছে দেখা গেল, পবিত্রদেহের এই অবশেষের গতি কি করা যাইবে—বিবেচনা করিবার জন্য সকলে সেই চিতাপার্শ্বে সতর্ক হইয়া বিবাদাগ্নি ধরিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে মগধরাজ অজাতশত্রুর দূত, বৈশালীর লিচ্ছবি-ক্ষত্রিয়গণ, কপিলবাস্তুর শাক্য ক্ষত্রিয়গণ, অল্লকল্পের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, পাবাগ্রামের মল্লগণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ সেই পবিত্র দেহাবশেষ লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন,—"আমরা এই পবিত্র দেহাবশেষের উপর স্তূপনির্ম্মাণ করিয়া ইহা চিরকাল রক্ষা করিব। এই সকল স্তূপ দর্শন করিয়া লোকে যুগযুগান্তরকাল প্রসন্নতালাভ করিবে।"—কুশীনগরের মল্লগণ কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন, ভগবান আমাদের গ্রামে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার দেহাবশেষ ক্ষেত্রান্তর হইতে দিব না,—কাহাকেও অংশ লইতে দিব না।"—তখন দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেব ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। আমরা তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করি কেন? এস, আমরা সুপ্রসন্ন সকলেই ইহা বিভাগ করিয়া লই।"—অবশেষে এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইল। দ্রোণ তখন একটি দ্রোণীতে অর্থাৎ কলসীতে করিয়া সমস্ত অস্থি সমান আটভাগ করিলেন এবং বলিলেন,—এই কলসীটি পবিত্র দেহাবশেষ স্পর্শে পরম পবিত্র হইয়াছে। আমায় এই কলসীটি দিন আমি একা ইহারই উপর একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিব। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ইহার পরেই পিপ্পলীবনের ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত হইয়া, ভগবানের দেহাবশেষ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই দেখিয়া, তাঁহারা চিতার ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং তাহারই উপর স্তূপ নির্ম্মাণে স্বীকার করিলেন। যেখানে ভগবানের চিতা স্থাপিত হইয়াছিল, মহারাজ অজাতশত্রু সেই স্থানে চতুর্ম্মহাপথের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এইরূপে বুদ্ধদেহাবশেষের উপর আটটি অস্থিস্তূপ, একটি কুম্ভস্তূপ একটি ভস্মস্তূপ এই দশটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেবের দন্ত, কেশ, কন্থা পাত্রাবরণ কমণ্ডলু ইত্যাদি লইয়াও ভারতের নানাস্থানে নানা স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণের কিঞ্চিদধিক ২৫০ বৎসর পরে যখন মৌর্য্যবংশীয় মগধরাজ অশোক উত্তর ভারতে সম্রাট হন, তখন এই সকল স্তূপের অনেকগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সকল স্তূপ হইতে বুদ্ধদেহাবশেষ সকল সংগ্রহ ও পুনরায় বিভাগ করিয়া বুদ্ধজীবনের প্রতি স্মরণীয় স্থানে রক্ষা করিয়া স্তূপ বিহার ও স্তম্ভাদি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ অশোকের পর প্রায় ১৫০ বৎসর পরে, শকবংশীয় মহারাজ কনিষ্ক গান্ধার প্রদেশে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হন এবং পুরুষপুর নগরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার নগরে) রাজধানী স্থাপন করেন। এই কুষণ বংশীয় শক সম্রাট কনিষ্কও মহারাজ অশোকের ন্যায় ভগ্ন ও নষ্টপ্রায় স্তূপাদি হইতে বৌদ্ধ চিহ্নাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নূতন নূতন স্তূপ ও বিহারাদি স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে গান্ধার রাজ্যে এবং তাহার উপকণ্ঠ প্রদেশে বহু বৌদ্ধ চিহ্নের স্তূপ নির্ম্মিত হয়। তিনি রাজধানী পুরুষপুরে একটি উচ্চ স্তূপ ও এক অতি বৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করান। ইহাতে বহুবিধ বুদ্ধদেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াঙ এদেশে ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি এই পুরুষপুরে এক অতি মহাকায় পুরাতন বিহারের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন। তখনও তাহাতে বহু শ্রমণের বাস ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি একটী অতি উচ্চ স্তূপও দেখিয়াছিলেন। সেটির তখন জীর্ণ সংস্কার হইতেছিল। তিনি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে উহা অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধানে তিনি জানিয়াছিলেন যে ঐ মহাকায় বিহারটীই সম্রাট কনিষ্কের নির্ম্মিত 'মহাবিহার' ও স্তূপটিই তাঁহার মহাস্তূপ। য়ুয়ান চুয়াঙ এই স্তূপটিকে ৪০০ ফুট উচ্চ, পঁচিশ চূড়া বিশিষ্ট, পঞ্চতল দেখিয়াছিলেন। ইহার সর্ব্বনিম্নতলের উচ্চতা তিনি বলেন ১৫০ ফুট ছিল। পঁচিশ চূড়ার মাথায় পঁচিশখানি স্বর্ণরঞ্জিত বৃহৎ তাম্রচক্র ছিল। তিনি ইহার মধ্যে বহুবিধ বুদ্ধদেহাবশেষ, বুদ্ধব্যবহৃত দ্রব্য ও স্মৃতিচিহ্ন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নানাবিধ দ্রব্যাদি সংরক্ষিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। এইস্থানে বুদ্ধদেবের একখানি ষোলফুট উচ্চ চিত্রিত ছবি ছিল। উহাতে বুদ্ধদেবের এক দেহে দ্বিমস্তকযুক্ত মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। এই স্তূপের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে শতপদমাত্র দূরে তিনি এক ১৮ ফুট উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এক দণ্ডায়মান বুদ্ধপ্রতিমা দর্শন করেন। উহা উত্তর মুখে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চীন-পরিব্রাজকের এই বর্ণনার পর আর বহুকাল এই সকল স্তূপ-বিহারাদির কোন বিবরণ কোথাও লিখিত হইতে দেখা যায় নাই। য়ুয়ান-চুয়াঙের বিবরণ দেখিয়া অবধি আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বহু মনীষী কর্ম্মচারী এতদিন ইহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই সন্ধানে কৃতকার্য্য হন নাই। তাহাদের অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, গিজনীর সুলতানই পুনঃ পুনঃ ভারত প্রবেশকালে ইহার ধ্বংসসাধন করিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রাচ্য-তত্ত্ববিৎ ফরাসী পণ্ডিত মুশেঁ ফুশার ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন পেশোয়ারের অর্দ্ধমাইল দূরে মাঠের মধ্যে দুটি অদ্ভুত মৃত্তিকা ইষ্টক ও প্রস্তর মিশ্রিত স্তূপ দেখিতে পান। তিনি এ দুটিকে কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান মাত্র করেন এবং আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উহার সংবাদ দিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ঐ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ মার্শাল ও তাঁহার সহকারী ডাঃ স্পুনার উহা উৎখাত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অধ্যবসায়ে, যত্নে, পরিশ্রমে ঐ দুই স্তূপের মধ্যে ছোটটি হইতে যে অমূল্য সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এজগতে একান্ত দুর্লভ। ঐ স্তূপের মধ্যে ৩০ ফুট নিম্নে ভূগর্ভের মধ্যে প্রস্তরময় সমাধি কক্ষের অভ্যন্তর হইতে রাজা কনিষ্কের নামাঙ্কিত, তাঁহার মূর্ত্তিযুক্ত, পিত্তলের কৌটামধ্যে, রাজা কনিষ্কের শিলমোহর ও রাজচিহ্নাঙ্কিত স্ফটিকাধারে তিনখণ্ড বুদ্ধাস্থি পাওয়া গিয়াছে!

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন নেপাল-সীমান্তে একটি বৌদ্ধস্তূপ উৎখাত করিয়া এইরূপ স্ফটিকাধারে রক্ষিত বুদ্ধের দেহভস্ম আবিষ্কৃত হয়, তখন আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্ট এই অমূল্য রত্ন বর্ত্তমানকালের বৌদ্ধরাজ্যগুলির বিহারে অর্থাৎ জাপান, চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ও সিংহলের বিহারে ভাগ করিয়া দেন। সেদিন সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—এবারেও নাকি এই পেশোয়ারে প্রাপ্ত এই পরম পবিত্র মহা দুর্লভ বস্তু ঐ সকল দেশের বিহারগুলিতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে!

ভারত গবর্ণমেণ্টের এই সঙ্কল্পে এবার আমরা হিন্দুবৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিবাদ করিতেছি। বৌদ্ধতীর্থ সমস্তই এই ভারতবর্ষেই বর্ত্তমান। তাহার কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে কতকগুলি এখনও লুপ্ত রহিয়াছে। তীর্থযাত্রীর ভাগ্যক্রমে যদি আজ আর একটি তীর্থস্থান—যেখানে ভগবানের দেহাবশেষ সুরক্ষিত ছিল—সেই স্থানই যদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবে গবর্ণমেণ্ট কেন তাহার পবিত্রতা লোপ করেন? কেন তাহার পরমরত্ন অপহরণ করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দেন? যে রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এই স্তূপটি দুই হাজার বৎসরকাল কালের সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজ গবর্ণমেণ্ট কেবল খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন বলিয়া তাহা বিলাইয়া দিবেন!—হইতে পারে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সে প্রাবল্য নাই, বৌদ্ধ তীর্থরক্ষার ক্ষমতা ভারতীয় বৌদ্ধের এখন নাই, কিন্তু ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন লোপ হয় নাই, এবং যখন চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল হইতে বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কপিলবাস্তু, বৈশালী, কুশীনগর প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে বহু তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়া থাকেন, তখন গবর্ণমেণ্ট কোন্ যুক্তিতে বুদ্ধদেহাবশেষ পাইলেই, অমনি ভারতের বাহিরে বিলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন? চট্টগ্রামে এখন বহু বৌদ্ধ আছেন, ভুটানে সিকিমে, নেপালে বৌদ্ধের সংখ্যা বড় অল্প নয়। এই কলিকাতা নগরেই বৌদ্ধ বাস কি কম? এখানেও 'বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর' নামে একটি বিহার আছে। সেখানে রীতিমত শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষুরা বাস করেন। এই ভিক্ষুগণের পরিচালনায় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা বা Bengal Buddhist Association নামে বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের মুখপাত্র স্বরূপ এক সভা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধতীর্থগুলি সংরক্ষণকল্পে খুব পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই সভার সম্পাদক মহাশয় টেলিগ্রাম যোগে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, বুদ্ধের অস্থি ভারতীয় কোন বৌদ্ধতীর্থে রাখা হউক। যদি গবর্ণমেণ্ট একান্ত রাখিতে না পারেন এবং ভাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত হন তবে বঙ্গীয় বৌদ্ধগণকে তাহার অংশ দেওয়া হউক। সিংহলের ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতা শ্রীসুমঙ্গল মহাস্থবির মহোদয়ও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধের পবিত্র অস্থি ভাগ করিয়া বিদেশে না পাঠাইয়া ভারতের কোন তীর্থস্থানে রাখাই ভাল। শুনা যায়, ভারতবাসী বৌদ্ধ সংখ্যায় ১০ লক্ষ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই পবিত্র বস্তু দান করিয়াই পুণ্য, প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতে চাহেন, এই ১০ লক্ষ লোকেরই হাতে উহা দিন না কেন?

বৌদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও গবর্ণমেণ্ট ৭২ ভারতবাসীকেই বা কেন রক্ষিত করিতে-ছেন তাহাও বুঝিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধ ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার—সমস্ত হিন্দুর নমস্য, হিন্দুর পূজ্য। যদিই ভাগ্যক্রমে প্রকৃত তাঁহার 'বিষ্ণুপঞ্জর' আবিষ্কৃত হইয়া থাকে কোন্ হিন্দু তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন? আমরা বিষ্ণুপঞ্জরের দোহাই দিয়া দারু ব্রহ্ম জগন্নাথকে কত শত বৎসর পূজা করিয়া আসিতেছি,—সেই বিষ্ণুপঞ্জর আজ প্রত্যক্ষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—আর আমরা অম্লানবদনে তাহা ত্যাগ করিব? প্রবাদ আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষে প্রভাসে যে নিম্ববৃক্ষে বসিয়া জরাব্যাধের বাণে আহত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন, সেই নিম্ববৃক্ষেই তিনি আবির্ভূত হইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে উপস্থিত হন। ইহা বিশ্বাস করিলেও তবু তাহাতে আধার আধেয়ের যে, পার্থক্য, তাহাতো আছেই, কিন্তু আজ যে বিষ্ণুপঞ্জর আমাদের সম্মুখে ভূগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবানের নবম অবতারের দেহাবশেষ! যে গোবিন্দজী বিগ্রহকে আওরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়া জয়পুরে রাখা হইয়াছে, তাঁহাকেই আমরা প্রকৃত 'বৃন্দাবন চন্দ্র' বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি বৃন্দাবনের উদ্ধারকর্ত্তা রূপসনাতনের আবিষ্কৃত এবং অনিরুদ্ধতনয় মহারাজ বজ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নহেন। আজ যে দেহাবশেষ রত্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত তাহা কাহার নির্ম্মিত কৃত্রিম প্রতিমা নহে, তাহা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার শরীরের অংশ বিশেষ! ইহাতেও যদি আমাদের হিন্দুর অধিকার না থাকে, তবে কিসে আছে?

হে স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ, হে স্বধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধগণ,—আজ ভগবানেরই পরম করুণায় তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ ডাঃ স্পুনারকে উপলক্ষ করিয়া তোমাদের সম্মুখে স্বপ্রকাশিত হইয়াছে। তোমাদের পবিত্র ভারতভূমি এইরূপ পরম পবিত্র বস্তু সকল ধারণ করে বলিয়াই এত পবিত্র। ভগবানের অবতার শরীরের অবশেষ আর কোনও দেশে নাই। যদি আজ ভাগ্যক্রমে বিষ্ণুপঞ্জরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং আর তাহা নষ্ট হইবে না। একে আমাদের দেশের সকল প্রকারে দুর্দশা, তাহার উপর আবার যদি দেশ হইতে প্রকৃত বিষ্ণুপঞ্জর বাহির হইয়া যায়, তবে কিসের বলে এদেশের ধর্ম্মরক্ষা করিবে, পবিত্রতা রক্ষা করিবে? বেদবিশ্বাসী হিন্দু, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াশীল হিন্দু বুদ্ধদেবকে বেদ নিন্দক, যজ্ঞনিন্দাকারী জানিয়াও তোমারই শাস্ত্র তাঁহাকে ভগবানের নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমায় পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছে। তোমায় তাঁহার সেই কর্ম্মগুলির উল্লেখ করিয়াই নিত্য দশাবতারকে নমস্কার পূজা ও স্তব করিতে হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্মমতে পার্থক্য থাকিলেও কোন হিন্দু তাঁহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিবে না? বুদ্ধ হিন্দুর যাগযজ্ঞাদি নাশের উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণনাশের, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা নাশের কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং তাঁহার উপদেশের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ ভক্তির উপদেশই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে বৌদ্ধদেবতা হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার অন্তর্ভুক্ত এবং বৌদ্ধসম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কোন বৌদ্ধ আজ বুদ্ধদেবকে হিন্দুর বিষ্ণুর অবতারত্ব হইতে নড়াইতে পারেন? বৌদ্ধেরা ভগবান বুদ্ধকে প্রবুদ্ধ আচার্য্যমাত্র জানেন আর আমরা তাঁহাকে আমাদের ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করি। বুদ্ধের আদর—বোধ হয়, বৌদ্ধ অপেক্ষা চিরকাল হিন্দুরাই বেশী করিয়া আসিতেছেন। এহেন বুদ্ধাস্থি রক্ষায় কোন হিন্দু না উদ্যোগী হইবেন, কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন?

গোবিন্দজীর সেবক জয়পুরাধিপ আছেন, রণছোড়জীর সেবক গাইকোয়াড় আছেন, শ্রীরঙ্গজীর সেবক মহীশূরের মহারাজ আছেন—কত বৈষ্ণব রাজা মহারাজ ভারতের কতদিকে রহিয়াছেন—ইঁহারা থাকিতে প্রকৃত বিষ্ণুপঞ্জর দেশে রক্ষা করিতে কি সত্য সত্যই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে? গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোন সমিতিকে ইহার রাখার ব্যয় বহন করিতে বলিতে পারেন। চাঁদা চাহিতে পারেন। অথবা সামান্য ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়াও অসঙ্গত হইবে না। কান্দীতে যে বুদ্ধের দন্ত আছে সেখানে গবর্ণমেণ্টের তরফেই সিপাহীর পাহারা আছে। সীমান্ত রাজধানীর উপকণ্ঠে অর্দ্ধমাইল দূরে হিন্দু বৌদ্ধ প্রজার একটি তীর্থ স্থান—যাহা আজ দুইহাজার বৎসর কাল দেশাধিপতিগণ কর্ত্তৃকই রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, আজ দেশাধিপতি ইংরাজ,—সর্ব্বধর্ম্মের নিয়মের রক্ষক ইংরাজ সম্রাট কি তাহা রক্ষা করিবেন না?—যিনি দয়া করিয়া সকল প্রজারই জাতিধর্ম্ম রক্ষার ভার লইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অভয় দিয়াছেন, তিনি কি এইস্থানের পবিত্রতা রক্ষা,—যে কারণে পবিত্র সেই কারণ রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না? এই সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতা যে জন্য, সেই মহাপুরুষের দেহাবশেষ এখান হইতে উঠাইয়া দেশদেশান্তরে বিলাইয়া দিয়া, তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিবেন কেন? আশা করিতেছি—সুবিবেচক ধার্ম্মিক ইংরাজরাজ তাহা কখনই করিবেন না। আসুন, আর কালবিলম্ব না করিয়াই আমরা হিন্দু বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে এখনই গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে নিষেধ করিয়া,—প্রতিবাদ করিয়া, আবেদন করি।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী—সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

নীতিশ্লোকাঃ।

মন্যন্তে হ্যনর্থকং লোকে মূর্খাঃ প্রকৃতয়ো নৃপং।
ন জানন্তি নৃপে প্রীতে সুখং তিষ্ঠন্তি তৎপ্রজাঃ॥ ১

মূর্খ প্রজাবর্গ মনে করে, রাজার আবশ্যক কি? অর্থাৎ তাহারা নিজেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে রাজা যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহা হইলে প্রজাবর্গও নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারে। ১।

স্বল্পক্লেশভয়াদ্ যোহি পরক্লেশমুপেক্ষতে।
সুখং দূরেহস্তু দুর্ব্বুদ্ধেস্তস্য দুঃখং পদে পদে॥ ২

যে ব্যক্তি নিজের অল্পক্লেশ হইবে এই ভয়ে পরের ক্লেশকে উপেক্ষা করে সেই মূর্খের সুখলাভ 'ত' দূরে থাকুক তাহাকে পদে পদে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ২।

দোষদুষ্টাঃ স্বভাবেন সর্ব্বানিচ্ছন্তি দূষিতান্।
নির্ম্মলাণ্যপি তোয়ানি দূষয়ত্যাবিলং জলং। ৩

যেমন ঘোলা জল পরিষ্কার জলকে ঘোলা করে সেইরূপ যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র হয় সে অন্য সকলকেও অসচ্চরিত্র করিতে ইচ্ছা করে। ৩

তোষয়ন্তি স্বার্থপরাঃ সদৈব স্বার্থপোষকান্।
আদ্রিয়ন্তে ঘনধ্বান্তমুলূকা ন নিশাকরং॥ ৪।

উলূক অর্থাৎ পেচক সমূহ যেমন অন্ধকার ভালবাসে বলিয়া সর্ব্বদা গাঢ় অন্ধকারই ইচ্ছা করে এবং চন্দ্রকে ভাল বাসেনা সেইরূপ স্বার্থপর লোক যাহারা স্বার্থসাধন করে অর্থাৎ তাহাদের স্বার্থপূরণ করে সর্ব্বদা তাহাদিগকেই ভালবাসে, এবং যাহারা তাহার প্রতিকূল আচরণ করে তাহাদের প্রতি হিংসা করে। ৪।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ। ৫

প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহস্থের মিত্র ভার্য্যা, রোগীর মিত্র চিকিৎসক এবং মুমূর্ষুর দানই মিত্র। ৫।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ॥
অভিমান পরিত্যাগ করিলে সকলের প্রিয় হওয়া যায়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে শোক করিতে হয় না, কামনা পরিত্যাগ করিলে ধনবান হওয়া যায় এবং লোভ পরিত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। ৬

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকং
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ। ৭
ধনহীন পুরুষ মৃতস্বরূপ, অরাজক রাজ্য মৃত স্বরূপ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিনা শ্রাদ্ধ ও দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ মৃতস্বরূপ অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। ৭

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ। ৮
ক্রোধই দুর্জ্জয় শত্রু, লোভই চিরব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকর যাহা তাহাই সাধু এবং নিষ্ঠুরতাই অসাধু। ৮

স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণং। ৯
স্বকীয় নিজধর্ম্মে অবস্থান করার নামই স্থৈর্য্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তাই ধৈর্য্য, চিত্তশুদ্ধিই স্নান, এবং প্রাণিগণের প্রতি হিংসা পরিত্যাগই দান। ৯

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি
বিমৃশ্য কার্য্যকরো হ্যধিকং জয়তি
বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতি।
যশ্চ ধর্ম্মরতঃ স গতিং লভতে। ১০
মিষ্টভাষী সকলের প্রিয় হয় ভালমন্দ বিচার করিয়া যে কার্য্য করে সে সর্ব্বত্র জয় লাভ করে যে বহুলোকের সহিত বন্ধুত্ব করে সে সুখে বাস করে এবং যে স্বধর্ম্মপরায়ণ সেই সদ্গতি লাভ করে। ১০।

এডুকেশন গেজেট

১১ই ভাদ্র, ১৩১৩ সাল ইং ২৭শে আগষ্ট ১৯০৬ সাল

বুদ্ধাস্থির পরিণাম—এ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রেরিত প্রবন্ধ এবারে প্রাপ্তপত্রস্তম্ভে প্রকাশিত হইল। পেশোয়ার অঞ্চলে যে বুদ্ধাস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আমাদের মতে তাহার কিয়দংশ সেই স্থানেই রাখা উচিত। লুপ্ত বৌদ্ধতীর্থ প্রকাশিত করার দাবীতে উহার সারদ্রব্য লুটাইয়া দেওয়া সুসঙ্গত নয়। যাহা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ ধর্ম্ম বুঝিতে ভারতবর্ষের কোন স্থানে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের সেই স্থানেই যথাসম্ভব যত্নেই রাখা ভাল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মিউজিয়মে চালান না দিয়া সারনাথে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি সারনাথে (৮ কাশী) রাখারই যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহা এ সম্বন্ধে বিবেক উদয়ের শুভলক্ষণ বলিয়াই আমরা মনে করি। যদি সারনাথের স্তম্ভটি নাড়িবার চেষ্টা না করা হইত তাহা হইলে ঐ অতুল্য জিনিসটি ভাঙ্গিত না। নূতন কিছু দেখিতে পাইলেই তাহা বিহ্বল হইয়া সরাইয়া লওয়া বাল্যভাবসুলভ চাপল্যপ্রসূত। যথোচিত স্থানে সযত্নে রাখাই সুসভ্যতা এবং বিজ্ঞতাপ্রসূত।

স্কুল গৃহে উপকরণ। (৩)

স্কুল গৃহের উপকরণগুলির মধ্যে কোন্‌টি ছাত্রদিগের কিরূপ উপযোগী তাহা বুঝিতে হইবে। ডেস্কের উপযোগিতা কি? উপযোগিতা এই যে, উহাতে ছেলেদের লেখাপড়ায় সুবিধা হয়। ডেস্কের উপর কাগজ, খাতা বা শ্লেট ফেলিয়া লিখিতে পারে, বই রাখিয়া পড়িতে পারে। উহা ছেলেদের স্বাস্থ্যেরও অপকারী নয়, এবং উহাতে তাহাদের নড়ন চড়নেরও ব্যাঘাত হয় না। যেরূপ ভাবে ডেস্কগুলি নির্ম্মিত হইলে ছেলেদের নড়ন চড়নে, উঠা বসার ব্যাঘাত না হয় সেরূপ ডেস্কের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রত্যেক ছেলের জন্য এক একটি ডেস্ক হইলেই খুব ভাল হয়। সেরূপ স্থলে একই আকারের ডেস্ক প্রস্তুত করান ঠিক নয়। ছেলের আড়া, বল এবং বয়স অনুসারে তাহার ডেস্ক হওয়া চাই। সুতরাং অনুমান করিয়া এমন ডেস্ক সকল প্রস্তুত করাইতে হইবে যাহাতে স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও বয়সের ছেলেদের উহা উপযোগী হইতে পারে।

অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় ডেস্ক ও বেঞ্চ একত্র সংলগ্ন করিয়া প্রস্তুত করান হইয়াছে। উহা ঠিক নয়। সেরূপ স্থলে হয় এই যে, ডেস্ককে আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া যদি ছেলেদের বসিবার সুবিধা হয় তবে দাঁড়াইবার সুবিধা হয় না, আর যদি দাঁড়াইবার সুবিধা হয় ত বসিবার সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ সেরূপ ডেস্কে ভিন্ন ভিন্ন আড়ার ছেলেদের বসা দাঁড়া করিবার সুবিধা হয় না।

মনে করিলে ঠেস দিতে পায়া যায় এরূপ বেঞ্চ প্রস্তুত করানই ভাল। যে বেঞ্চে ঠেস দিবার সুবিধা না থাকে সে বেঞ্চ ছেলেদের পক্ষে বেশ উপযোগী নয়। ছেলেরা একাদিক্রমে কয়েক ঘণ্টা স্কুলে থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের মাঝে মাঝে এক একবার ঠেস দিয়া বসিতে পাইলে সুবিধা হয়। ছেলেদের আয়াস করিবার জন্য বা উহাদের সুখভোগের জন্য ঐরূপ বেঞ্চ করিতে বলিতেছি না, ওরূপ বেঞ্চে ছেলেদের একটু স্বচ্ছন্দতা থাকে। নতুবা একাদিক্রমে কয়েক ঘণ্টা ঠেস বিহীন বেঞ্চে বসিয়া থাকিলে, ছেলেদের অস্বচ্ছন্দতা হয়। তাহাতে ছেলেদের অঙ্গসৌষ্ঠব ভাল হইতে পায় না মাঝে মাঝে ঠেস দিতে না পাইয়া ব্যাপককাল খাড়া বেঞ্চে বসিয়া থাকিলে ছেলেদের পীঠ "কোঁজা" হইয়া যাওয়ার পক্ষে সহায়তা করে। এবং অস্বচ্ছন্দতায় ক্লাসের পড়াশুনার দিকে স্পৃহা সর্ব্বক্ষণ সমান থাকিতে পারে না।

ডেস্কের যদি ডালি থাকে এবং চাবি বন্ধ করিবার সুবিধা থাকে তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। সকল ছেলেই নিজের নিজের বই কাগজ প্রভৃতি "হেপাজাতে" রাখিতে পারে। কোন ছেলের কোন পুস্তক স্কুলে হারাইলে তাহার জন্য দায়ী সেই ছেলেকেই করা যাইতে পারে এবং এক জনের বই আর একজন লইতে পারে না। অবশ্য ডেস্কগুলির চাবি থাকিবে এবং চাবিগুলি স্কুলে ছেলেদের নিজের কাছে থাকিবে। চাবিগুলি এক রকমের না হইলেই ভাল হয়।

যে ডেস্কগুলিতে লিখিবার সুবিধা আছে কিন্তু পড়িবার বা বেঞ্চ সংলগ্ন বলিয়া ছেলের খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার সুবিধা নাই, খুব ভাল স্কুলের পক্ষে সেরূপ ডেস্ক থাকা ঠিক নয়। খুব ভাল স্কুলের পক্ষে এই জন্য বলিতেছি যে, ওরূপ স্কুলে অর্থের সচ্ছলতা জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত

র সরঞ্জাম সকলই রাখিবার সুবিধা হয়। রকম স্কুলে এরূপ অসুবিধাজনক জিনিস কেন কিবে ?

স্কুলের ওরূপ ডেস্কগুলি প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে প্রায়ই নাড়াচাড়া করিবার আবশ্যক। সেই জন্য ওগুলি "ধকল" সহিবার মত মজবুত করিয়া প্রস্তুত করান আবশ্যক। মজবুত হইলে টিকিবেও বেশী দিন এবং অনেক না হেঁচড়াতেও শীঘ্র ভাঙ্গিবে না।

ব্লাক বোর্ডের কোণগুলি যেন বেশ মজবুত করিয়া আঁটা থাকে। দেওয়ালে টাঙ্গাইলে উহা মাঝে মাঝে পড়িয়া যাইতে পারে। পড়ার আঘাত সহিতে পারিবার মত উহা মজবুত হওয়া আবশ্যক। ম্যাপগুলির বার্ণিশ যেন খুব ভাল হয়। পুরু করিয়া বার্ণিশ করা থাকিলে উহা শীঘ্র নোংরা হইতে পারিবে না। স্কুলে ম্যাপে কালী পড়া কিছু অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু পুরু রকমে বার্ণিশ করা থাকিলে সেই কালী সহজে জল দিয়া ধুইয়া ফেলা যাইতে পারে। রিলিফ ম্যাপ অর্থাৎ যে ম্যাপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও পর্ব্বত উপত্যকাদি উচ্চ নীচু ভেদ দেখান আছে সেই ম্যাপে যেন খুব "গ্লেজ" অর্থাৎ চাকচিক্য থাকে, তাহা হইলে আর ঐ ম্যাপের খাঁজগুলিতে তেমন ধূলা জমিতে পাইবে না।

স্কুলের ঘরসমূহ ডেস্ক বেঞ্চ চেয়ার টেবিল প্রভৃতি দ্বারা যেমন ভাবে সাজান থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া ঘর আবার নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। তাহাতে প্রথমে উহা যেরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল তাহার কতকটা ওলটপালট করিয়া দিতে হয়। এরূপ করার একটু অন্য উদ্দেশ্যও আছে। একটা ঘর একই ভাবে সাজান অনেকদিন থাকিয়া থাকিলে তাহাতে নূতনত্ব আর কিছু থাকে না। মাঝে মাঝে সাজ সরঞ্জাম ভিন্ন ভাবে সজ্জিত করিলে ঘরটিও যেন নূতন ভাবের বলিয়া মনে হয়। তাহাতে মনও যেন একটু সতেজ হয়। ঘরের আসবাবের মাঝে মাঝে নাড়াচাড়ার আবশ্যকতা বুঝিলে বুঝিতে হয় যে আসবাব গুলির আকার বড় না হয় এবং বেশী ভারী না হয়, অর্থাৎ তাহা না হইলেই নাড়াচাড়ার সুবিধা [illegible]তে পারে। এক একজন ছেলের জন্য এক একটি ডেস্ক এবং যোড়া টেবিলের প্রয়োজনীয়তা এই স্থলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন

১। কৃষক, আষাঢ় ১৩১৫। শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত মহাশয় পাটের চাষ সম্বন্ধে লিখিতেছেন। বাঙ্গালায় বৃক্ষাদির অবনতি বিষয়ক প্রবন্ধ অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। কলের গাছের রোগের উল্লেখ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেজন্য ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত ; তবে যত্নে রোগ কম হইবে সন্দেহ নাই। "কার্পাসের কথা" সুলিখিত। পল্লীগ্রামে সকলেরই দুদশটা কার্পাসের গাছ রোপণ করা উচিত। উহাতে দেশে কার্পাসের উৎপত্তি বাড়িবে। এবং প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু না কিছু উপকার হইবে। এ প্রবন্ধটিও অন্যত্র উদ্ধৃত করা গেল।

২। শিল্প ও সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। ১৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কথাগুলি অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

৩। মৃণ্ময়ী, ভাদ্র ১৩১৬। সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

৪। সুমতি, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। রহস্য প্রদীপ, বিজলী, ডিটেকটিভ রহস্য প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। ১৪।৪ জেলিয়া টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা। রায় সাহেব শ্রীতারাণচন্দ্র রক্ষিতের লিখিত কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কালী দেখ—চৌতাল সুরে গীত কীর্ত্তন।

নমামি কালিকে, ঈশানী অম্বিকে

বাথ মা চণ্ডিকে, বিপাকে পায় ;

কাতরে কাঁদি মা, কৃপা কর শ্যামা,

ৰবি সুত ভয়ে ঠেকেছি দায় ॥

আঁধার গগন, আঁধার জীবন,

আঁধারে খেলিছে বিজলী জীবন।

এ আঁধার রাশি পূর্ণচন্দ্র হাসি

দেখাও জননি স্বরূপ প্রকার ॥

মাভৈঃ মাভৈঃ বল মা বদনে,

এই যে মা তোরে হেরি হৃদাসনে,

(আর) কারে করি ভয়, কিসেরি বা ভয়,

(ঐ) ভয় পেয়ে ভয় পলায়ে যায়।

ঘুচিল শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা,

কালী কালী বলে ডাকরে ভাই।

শয়নে, স্বপনে, জীবন মরণে,

কালী নাম ওরে, না যায় বৃথায় ॥

৫। হিন্দু সখা, মাসিক পত্র ২য় বর্ষ।—নূতন পুরাতন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থপ্রচার এবং ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষি, বাণিজ্য ইতিবৃত্ত ও পুরাতত্ত্বাদি বিষয়ক আলোচনা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত তালাবোড়া, হুগলী এবং শ্রীরাখকুমার বেদতীর্থ স্মৃতিতীর্থ কাব্যভূষণ, কৈকালা হুগলী, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বিএ, হেড মাষ্টার জুনিয়ারহ স্কুল। হিন্দুসখা কার্য্যালয়, কৈকালা পোঃ, জেলা হুগলী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১ টাকা। গবর্ণমেণ্ট, হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে যে সকল কৃষিক্ষেত্র বসাইয়াছেন, সে সকলের কথা আছে। গান্ধারীর চরিত্র সমালোচনা সুলিখিত প্রবন্ধ।

৬। দেবালয়, ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১৬।

৭। অৰ্চ্চনা. ভাদ্র ১৩১৬।

৮। বাল্যসখা, বালক বালিকাদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

৯। শান্তিকণা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৬—ধর্ম্ম সাহিত্য, সমাজ এবং নীতিবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ঢাকা শক্তিপ্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। জয়পুরের ৺ গোবিন্দজীর এবং পুরীর ৺ জগন্নাথ মন্দিরের সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। নূতন মাসিক পত্র খানির মঙ্গল কামনা করি।

১০। কমলা. ডিসেম্বর ১৯০৮। ছাপা অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়াছে ডিসেম্বরের পত্রিকা এখন আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু লেখা ভাল, দেশের উপকার হয় এরূপ বিবরণ সংগ্রহ যথেষ্ট।

১১। বঙ্গদর্শন. আষাঢ় ১৩১৬। ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম এবারের প্রধান প্রবন্ধ।

১২। সটীক সানুবাদ সন্ধ্যা পদ্ধতি। শ্রীভগবতীচরণ কাব্যভূষণ সঙ্কলিত। বাটাল সংস্কৃত সমিতি কর্ত্তৃক পৌরোহিত্য পরীক্ষার পাঠ্য মধ্যে নির্ব্বাচিত। মেদিনীপুর থান্দা চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন।—

"আমরা বেদাদি গ্রন্থ হইতে ধর্ম্ম নির্ণয়, গায়ত্রীর মর্য্যাদা গায়ত্রী শব্দার্থ. জীবাত্মা ও গায়ত্রীর অভেদ নির্ণয়, গায়ত্রীর তিন প্রকার ব্যাখ্যা গায়ত্রী হৃদয় গায়ত্রী কবচ, গায়ত্রী শাপোদ্ধার, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যা, তান্ত্রিক সন্ধ্যা, তর্পণ সংক্ষেপ শিবপূজা প্রভৃতি বিষয়গুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। সাম ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যার টীকানুবাদাদি প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ভাল"

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু অক্ষয় প্রসাদ দাস বর্দ্ধমান বিভাগে স্থাপিত হইলেন। সাহাবাদের ডেঃ মাঃ মৌলবী মহম্মদ হবিবুল্লা উক্ত জেলায় মাঃ হইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের ডেঃ মাঃ বাবু কুমুদনাথ মুখো হুগলীর সদরে এবং বাবু অক্ষয়প্রসাদ দাস মেদিনীপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। মুরসিদাবাদের ডেঃ মাঃ মিঃ অতুল কৃষ্ণ রায় নদীয়ার সদরে বদলী হইলেন। নদীয়ার ডেঃ মাঃ মৌঃ নাজমউদ্দীন আহমেদ মুরসিদাবাদের সদরে বদলী হইলেন।

বিচার—কুষ্টিয়ার মুঃ বাবু ভুপেন্দ্রনাথ মুখো বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুঃ হইয়া আপাততঃ কালনায় কার্য্য করিবেন। গয়ার প্রতিনিধি মুঃ বাবু রাজীব নারায়ন সহায় দ্বারবঙ্গের অতিরিক্ত মুঃ হইয়া আপাততঃ মধুবাণীতে কার্য্য করিবেন। নড়াইলের প্রোটেম মুঃ বাবু সুবোধকুমার ভট্টাচার্য্য বনগাঁয় স্থাপিত হইলেন। প্রতিনিধি সবজজ গয়ার বাবু শশিভূষণ সেন, হুগলীর বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যো, এবং প্রতিনিধি মুঃ বাগেরহাটের বাবু ননীগোপাল মুখো (২), আরামবাগের বাবু বিনোদ বিহারী রায় নড়াইলের বাবু তারকনাথ বসু এবং মতিহারীর বাবু রাজনারায়ণ স্ব স্ব পদে পাকা হইলেন।

১ম শ্রেণীর সবজজের পদে উন্নীত হইলেন বাবু নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় শ্রেণীতে বাবু—দুর্গাদাস বসু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ৩য় শ্রেণীর সবজজের পদে পাকা হইলেন বাবু—শশিভূষণ সেন, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রোটেম ৩য় শ্রেণীর সবজজের পদে নিযুক্ত হইলেন বাবু বিজয়গোপাল বসু। ২য় শ্রেণীর মুঃ পদে উন্নীত হইলেন বাবু তিনকড়ি চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রোটেম ১ম শ্রেণীতে মিঃ মহম্মদ সহ্যান। ২য় শ্রেণীর মুঃ পদে উন্নীত বাবু—সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, বাবু সারদাপ্রসাদ বন্দ্যো; বাবু হেমেন্দ্রলাল সিংহ। প্রোটেম ২য় শ্রেণীতে বাবু অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় শ্রেণীর মুঃ পদে পাকা হইলেন বাবু—রমেশচন্দ্র বসু (নং ২), হেমন্ত কুমার হালদার রাজেশ্বর প্রসাদ। তৃতীয় শ্রেণীর মুঃ পদে উন্নীত হইলেন বাবু—কুঞ্জবিহারী বসাক, প্রোটেম ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন বাবু—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বসু, রামচন্দ্র ঘোষ, কিরণচন্দ্র মিত্র মিঃ সৈয়দ হাসান। ৪র্থ শ্রেণীর মুঃ পদে পাকা হইলেন বাবু—ননীগোপাল মুখো (নং ২), বিনোদবিহারী রায়, তারকনাথ বসু, রাজনারায়ণ প্রোটেম ৪র্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন বাবু—নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, শিবনন্দনপ্রসাদ, কৃষ্ণসহায়, শচীন্দ্র কুমার সেন, শিশিরকুমার ঘোষাল, সুবোধকুমার ভট্টাচার্য্য, মিঃ এথেশাম আলিখান।

শিক্ষা—বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল মজুমদার বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হইলেন। বাবু বঙ্কিম চন্দ্র মজুমদার বি এ হুগলীর অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ পাকা হইলেন। বাঁকুড়ার ডেঃ ইনঃ আফিসের ২য় ক্লার্ক বাবু যতীন্দ্র নাথ চট্টো বাঁকুড়ার সব ইনঃ হইলেন। রাভেন্স কলিঃ স্কুলের শিক্ষক মৌঃ মহম্মদ মশিন এম এ উক্ত কলেজের আরবী পারসীর লেকচারার হইলেন। রাঁচির ডেঃ ইনঃ মৌঃ জেমুদ্দীন আহমেদ ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। উড এনগ্রেভিংয়ের শিঃ বাবু কামাখ্যানাথ পাল ২ বৎসরের ফর্লো পাইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ চিট্টি, মিঃ কক্স, মিঃ ফ্লেচার ও মিঃ হ্যারিংটন ৮ পূজার বন্ধে বিলাত যাইবেন। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর "ম্যাসলিটি" নামক জাহাজে তাঁহারা বোম্বাই হইতে রওনা হইবেন।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার আপীলের শুনানি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি মিঃ জেঙ্কিন্স এবং বিচারপতি মিঃ কারনডফের নিকট হইতেছে। গতকল্য পর্য্যন্ত যোলদিন শুনানি হইয়া গিয়াছে। আসামী পক্ষের কৌন্সেল মিঃ সি আর দাসের বক্তব্য এখনও বলা হইতেছে।

[প্রেসিডেন্সী] কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের নিকট রেলওয়ে লাইনের উপর পাথর রাখিয়া ট্রেণ রেল চ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে উল্লেখে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস সাতজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। (অমৃতবাজার)

[সাধারণ] ম্যালেরিয়ার সময় আসিতেছে বুঝিয়া এবং পাছে ম্যালেরিয়া রাজ্য মধ্যে ব্যাপক হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় কপুরতলার মহারাজ তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার উত্তরে সাতটি গ্রামে প্রায় এক সহস্র হিন্দু বাস করেন, তাঁহারা এবং বলিয়া থাকে। মোগল রাজত্ব সময়ে কোন কারণে তাহারা হিন্দুসমাজ হইতে বর্জ্জিত হইয়া এতাধিক কাল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিগত মে মাসে হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে। আর্য্য-সমাজকে ইহার জন্য অগ্রসর হইতে হয় নাই।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা ৭৩০ জন। ইহার ৪০০ জন আইন, ১২০ জন চিকিৎসা ১০০ জন সাহিত্য গণিত, ৯০ জন শিল্প ও ২০ জন পূর্ত্তবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

শঠী হইতে পালো প্রস্তুত করিবার উপায়—সাধারণতঃ ঢেঁকি দ্বারা কুটিয়া জলে ধুইয়া পালো প্রস্তুত হয়। আরারুট তৈয়ারি করিবার জন্য যেরূপ কল ব্যবহৃত হয়, যথা পিশিবার, ধুইবার চালিবার এবং শুষ্ক করিবার যন্ত্রাদি, সেইরূপ কল প্রভৃতির দ্বারা শঠী হইতেও পালো প্রস্তুত করিতে পারা যায়। দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা বিলাতী কলের অনুকরণে কল তৈয়ারি করাইয়া লইলে ৩০০৲ ৪০০৲ শত টাকার মধ্যে হইতে পারে। (কৃষক)

রেড়ির খৈল পূর্ব্বে অল্পস্থানে পচাইয়া ফসলে প্রয়োগ করিতে হয়, কিম্বা সময়ে সময়ে ফসলের বপনের সহিতও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া ফসল বপনের ২।৩ মাস আগে প্রয়োগ করা উচিত। রেড়ির খৈলের উপকারিতা ৬ বৎসর পর্য্যন্ত এবং হাড়ের গুঁড়ার উপকারিতা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে উৎকৃষ্ট ফল প্রথম বৎসরে এবং দ্বিতীয় হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে পাওয়া যায়। কৃষক।

১৯০৭।৮ সালে এ দেশে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার অধিক অক্ষর ও ছাপাখানার অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানী হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক সামগ্রী বোম্বাই প্রদেশে আমদানী হইয়াছে। বাকী বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজে আসিয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজ অপেক্ষা বাঙ্গালাতে বেশী টাকা মূল্যের সামগ্রী আসিয়াছে।

যাহাতে চাষী লোকে উৎকৃষ্ট দীর্ঘ আঁসযুক্ত কার্পাস বপনে যত্নবান হয় সেজন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এইজন্য চাষাদিগকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে সরকার হইতে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কৌতুক-কণা।

ভাড়াটিয়া গাড়ীতে এক ঘণ্টার পথ। সাড়ে তিন ঘণ্টায় যাইবার পর গাড়ী হইতে নামিয়া আরোহী গাড়োয়ানকে চুক্তিমত একটী টাকা দিলেন।

গাড়োয়ান—"বাবু! এ টাকা খারাপ। চলবে না,—

আরোহী। (সাহ্লাদে)—"খারাপ টাকা!—তবে ঠিক হয়েছে!—তোমার গাড়ীও খারাপ। চলবে না? তোমার গাড়ীতে খানিকক্ষণ থাকলেই চল্‌বার সাধ হবে।

উকীল—"তোমার হইয়া ভালরূপে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য সমস্ত খবর আমার ঠিক ঠিক জানা আবশ্যক। তুমি কি আমাকে সমস্ত কথাই বলিয়াছ?"

মক্কেল (চোর)—"টাকাকড়ি কোথায় লুকিয়ে রেখেছি, কেবল সেই কথাটা ছাড়া সবই ঠিক বলেছি। সেগুলি আমি নিজের জন্য রাখতে চাই।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল।

বর্ত্তমান সনের মার্চ্চ মাসে গৃহীত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া যে সকল ছাত্রের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত আরও কয়েকজন ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।—

প্রথম বিভাগ

মুখোপাধ্যায় ললিত মোহন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী কলিকাতা।

দ্বিতীয় বিভাগ

[পদবীর বর্ণমালানুসারে]

আনোয়ারাল আজিম চট্টগ্রাম মিউনি, বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদু জয় এন বসু হাই স্কুল, [illegible] বন্দ্যো, বহুবাজার হাই, রবীন্দ্র লাল দাস চট্টগ্রাম আংলো ইনঃ, বীরেশ্বর দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী কলিকাতা, বিনোদ বিহারী ঘোষ কুমার রাধাপ্রসাদ ইনঃ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঐ, রমণী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বামরা রাজকুমার হাই, বিজয়ভূষণ মজুমদার যাদু জয় এন বসু হাই, বীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার রিপণ কলিঃ জয়নারায়ণ পাণ্ড আর্য্যমিশন ইনঃ লাল মোহন মল্লিক সিটি [illegible] ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ, হরিপ্রসাদ রায় শ ছিপুর [illegible], প্রমথ নাথ রায় নাটোর মহারাজা হাই, মাধব লাল সাহা আরামবাগ হাই, বিপিনবিহারী সেন মালাদিপুর হাই, অমূল্যরতন শীল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী কলিকাতা।

তৃতীয় বিভাগ

(পদবীর বর্ণমালানুসারে)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্য্য মিশন ইনঃ, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুর মিউনি, গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস রিপণ কলিঃ, কালীপদ চট্টোপাধ্যায় হেতমপুর হাই, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলা, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঈশান ইনঃ ফরিদপুর, হরি প্রসন্ন দাস ঢাকা ইম্পিরিয়াল সেমিনারী, নারায়ণ চন্দ্র দাস এডোয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন, অমরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ঐ, বীরেন্দ্র নাথ দত্ত হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, লাল মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা আর্য্য ইনঃ, যোগেশ চন্দ্র ঘটক প্রাইভেট, পঞ্চানন ঘোষ কলিকাতা আর্য্য ইনঃ, সন্তোষ কুমার ঘোষ ঐ. ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ বসু যোগিনী হাই, ভোলানাথ গোস্বামী তৈতা হাই, দুর্গাপ্রসাদ গুহঠাকুরতা রিপণ কলিঃ, ভবতারণ খাস্তগীর বর্দ্ধমান রাজ কলিঃ, অবিনাশ চন্দ্র মল্লিক প্রাইভেট, মণীন্দ্রনাথ মিত্র কৈকালা, গোকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রিপণ কলিঃ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কটন ইনঃ, শরদিন্দু নন্দী আরামবাগ, যতীন্দ্র নাথ পাল বরাদি হাই, নরেন্দ্রনাথ পাল কুমারখালি, অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী উলপুর, অতুলকৃষ্ণ রায় কলিকাতা এংলো, সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় এডোয়ার্ড ইনঃ কলিকাতা সৌরীন্দ্র নাথ সরকার স্কটিস চর্চ্চ কলিঃ, বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত পুঠিয়া. কামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বামরা রাজকুমার, নারায়ণ দাস সেনগুপ্ত ভাজন ঘাট রেণুপদ সর্ব্বকার বর্দ্ধমান রাজ কলিঃ।

বি ই পরীক্ষার ফল ১৯০৯

১ম বিভাগ (পারদর্শিতানুসারে)

শ্রীচরণ ভট্টাচার্য্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ আশুনাথ বসু ঐ।

২য় বিভাগ (পারদর্শিতানুসারে)

বীরেন্দ্রনাথ বসু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, জ্যোতিষচন্দ্র আদিত্য ঐ, সতীশচন্দ্র বসু ঐ।

সুপিরিয়র ভার্ণাকুলার টীচার্স সর্টিফিকেট পরীক্ষার ফল ১৯০৯

(বর্ত্তমান সনের জুলাই মাসে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়)

প্রথম বিভাগ

বেথুন্না বাপ্টিষ্ট জেনানা মিশন ট্রেণিং [illegible] বাঁকীপুর।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহিনি ঐ, শকুন্তলা জর্মণ মিশন ট্রেণিং ক্লাস রাঁচি, প্রেমি ঐ, ধন্যমনিয়া ঐ, আগতমা ঐ।

তৃতীয় বিভাগ।

মণিকামুন্ডুর ঐ, খ্রীষ্ট আশ্রিত টোপো ঐ, খ্রীষ্ট আশ্রিত এক্কা ঐ। দুলারী ঐ।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুনঃ পরীক্ষায় অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া হইল—

নিম্ন প্রাথমিক পাটীগণিত ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত, সাহিত্য কুসুম ১ম ভাগ টিকে মজুমদার কৃত, মধ্য ইংরাজী ভূগোল রীডার আর এন সোম কৃত।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা।

বিভাগের ১৩১৬ সালের পরীক্ষার ফল

ফরিদপুর।

৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী

১ম বিভাগ

শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্তা, পিঞ্জরী

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী

১ম বিভাগ গুণানুসারে

শ্রীমতী—হেমলতা গুপ্তা দৌলতপুর, তারাসুন্দরী দেবী বাগবাড়ী

৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী

১ম বিভাগ গুণানুসারে

শ্রীমতী—চারুবালা রায় মুলগাঁ, সুশীলা সুন্দরী গুপ্তা ফরিদপুর, সুশীলাবালা দেবী বালিয়াকান্দি

২য় বিভাগ

কুমারী সরযূবালা দেবী কাপাশহাটিয়া

৩য় বার্ষিক শ্রেণী

১ম বিভাগ

শ্রীমতী রাজবালা গুপ্তা বানীবহ

২য় বিভাগ

শ্রীমতী সাবিত্রীসুন্দর দেবী মাঝবাড়ী

৩য় বিভাগ

শ্রীমতী সতীবালা দেবী কোড়কদি

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী

১ম বিভাগ গুণানুসারে

কুমারী ইন্দুমতী মৈত্র জাবরকোল, শ্রীমতী রমাসুন্দরী দেবী পুরাপাড়া,) কুমারী কেমলিনী গুহ ভাজনডাঙ্গা. শ্রীমতী কিরণবালা দাসী ফরিদপুর) কুমারী সুশীলা সুন্দরী দাস মুস্তাপুর

২য় বিভাগ

শ্রীমতী নলীবালা দেবী পুরাপাড়া

১ম বার্ষিক শ্রেণী

১ম বিভাগ গুণানুসারে

শ্রীমতী—সুধীরা বালা গুপ্তা ফরিদপুর, বিজনবাসিনী দেবী জাবরকোল, প্রভাবতী দেবী কোড়কদি, সুশীলাসুন্দরী দেবী খালিয়া, কুমারী সুরুচিবালা চন্দ পুরাপাড়া. শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী মাধবাড়ী

২য় বিভাগ

কুমারী—তরুলতা দেবী, জাবরকোল, মেহলতা সাহা পুরাপাড়া, শ্রীমতী—বিজয় বাসিনী নাথ. ঐ নির্ম্মলাবালা দেবী জাবরকোল, সুশীলা বালা দাসী জাবরকোল, কুমারী—কিশোরী মোহিনী আচার্য্য পুরাপাড়া, নীহারবালা সেন পুরাপাড়া, সুভাষিনী দেবী পুরাপাড়া ।

নীতিশিক্ষা বিভাগ

উচ্চশ্রেণী

১ম বিভাগ

শ্রীনিখিল রঞ্জন সেন মুলাগা

ব্যায়াম শিক্ষা বিভাগ

উচ্চশ্রেণী

মলগা কেন্দ্র

শ্রীজ্ঞান রঞ্জনরায় চৌধুরী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী সম্পাদক।

উজ্জ্বল রস চিন্তামণি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব।

পণ্ডিত শ্রীযুগল কিশোর কুণ্ডু বিরচিত।

ভক্তি শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া এই অমূল্য রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তগণ ইহা স্ব স্ব কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হউন। বঙ্গ ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ নূতন; এরূপ গুরুত্বপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে কেবল বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের হৃদয়ের মর্ম্ম এবং সাধকদিগের কাজের কথাই আছে। এই গ্রন্থে শৃঙ্গার রসাত্মক ভক্তিসাধক রসিক ভক্তদিগের অনুপম ধর্ম্মতত্ত্ব সুদৃঢ় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের গুহ্যতম সাধন প্রণালীও অখণ্ডনীয় শাস্ত্রযুক্তির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজধাম, কামানুগা ভক্তি, নবীন মদনের উপাসনা, কলিযুগে গুরুধর্ম্ম, ভক্তি শাস্ত্র সম্মত কুলাচার, নাড়ীচক্রসংস্থান, পূর্ণাস্নসাধন, নায়িকাভেদ, চণ্ডীদাসাদি রসিক ভক্তের সাধন, সাধন রহস্য ইত্যাদি ১৯টী বিষয় ইহার ১৬টী পরিচ্ছেদে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে পরিশিষ্ট ভাগে চণ্ডীদাসাদি কৃত ৭৫টী রাগাত্মক পদ ও তাহার গূঢ় অর্থও দেওয়া হইয়াছে। প্রায় চারি শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ২৲ টাকা কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে ১॥০ টাকা; ডাক মাঃ ৵০ আনা। নাম ও ঠিকানা পাঠাইলেই ভিঃ পিঃ পোষ্টে পুস্তক পাঠাই। শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, খুলিগঞ্জ পোঃ, নদীয়া।

নং ৮০ ১৩৮।০১

——:০:——

শিক্ষাসংক্রান্ত।

The offices of the Inspector of Schools, additional Inspector of schools, Assistant Inspector of Schools, Presidency Division, and that of the Deputy Inspector of schools, Calcutta, and the office of the Secretary, Central Text Book Committee, will be removed from 12, Dalhousie Square, to 285, Bowbazar street (1st floor), Calcutta with effect from the 1st September 1909 P Mukerji Inspector of schools, Presidency Division, Calcutta.

——

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A plucked B A on an initial pay of Rs 25 a month. Apply to the Hd master, Khaksa Jani pur H E school Nadia, the school has a boarding.

An Entrance passed private tutor on Rs 10 per month with free board and lodging. Preference to Brahmin candidates. Apply to Babu Joykrisna Sinha Roy Zemindar village Fatehpur po. Subarnapur Dt Nadia.

A qualified Medical officer for the Kotechandpur Municipal Dispensary on Rs 47 if an L M S Rs 36 if C H A. Apply to the Chairman Dispensary committee.

For Raja Surjya Kumar Institution Rajbari, E B S R an Asst. Hd master, a B course graduate or an A course graduate, with Mathematics as one of the optional subject on Rs 45 per mensem with future prospects.

A graduate 2nd master on Rs 40— Somra D O H E school, po. Somra, Hooghly.

An F A Teacher and a final normal passed vernacular teacher (under new system) for the Pirojpur Govt. school (Barisal) on Rs 25 and Rs 20 respectively. Mahomedan candidates preferred The school is for the present provincialised for two years. Apply to the Hd master.

A graduate, strong in Sanskrit, for the Mekliganj H E school on Rs 60. Must stick at least for two years Mecliganj (Cooch-Behar).

Two Graduates, one strong in History, one in Sanskrit for the Baluti H E school Dt Howrah, po Makardah. Terms according to qualification. Apply to S N Mukerjie Zemindar, Uttarpara.

A graduate as 2nd master for the H E School Sheakhala on Rs 40 a month. Lodging and boarding available on private tuition. Apply to the H M master, Sheakhala po.

An Entrance passed Mahomedan teacher who can coach the boys of Minor school at Bhatara Dt. Hooghly Must know English Persian and Bengali: free board and lodging. Salary Rs 15 per month. Apply to M Golam Nabi 44/1 Culootola street Calcutta.

A Persian teacher for the Sailkupa H E school, Jessore, on Rs 15 at present. Free boards and lodging in a Mahomedan family on his undertaking to coach a few Mahomedan boys in the

…of English…
…ssary) Po. Sailkupa,

…Hd master on … …
…sing monthly up to Rs 25 …ard and lodging for the … M E school near the … Railway station. A … a Kayastha or a Mahome… red, po Kamarpara, Dt.

A teacher on Rs 30 per … B D Railway M E … Apply to the President of …ool, Barnes Junction (Dist …ri).

…the Kasba H E school a …e asst. Hd master (B course …le) on Rs 50 rising to Rs 60 …ick to the post for at least two …

…F A Hd master for the Khan… …I E school for three months. …20 a month with free lodging. …to Babu Promotha Nath Dutt, …Secretary Khautura po. 24 per…

…or Indas H E school a g… …master strong in English and a …uate 2nd master strong in Mathe…cs on Rs 60 and 45 respectively. …t stick to the posts at least for …years. Apply to Babu Umesh …ndra Sarkar, Superintendent Indas …E school Dt. Bankura.

An F A Hd master for the Dhubaria …school at present for six months. …ly to Babu Suresh Chandra Roy …master, with terms expected. The …e is 3 miles off from the steamer …ion Benani via Goalando. Po. …dra Mymensingh.

An F A Hd master for the Chalta… …i M E school Dt Howrah, on …s 20 per month lodging and …ding free. Apply to Babu Bidhu …san Roy C/o Messrs. Martin and …alcutta.

… Hd Pandit for the Chatmohor …N High school (Pabna) on Rs 25. …e need apply who are not Govt …holders with knowledge in Eng… …or rained in the Sanskrit Colle… …school. The competent and the …

Apply to the Hd master.

A H. Pandit passed in the final …ion (Training) under the new syst…m for the Basantapur M E school, …Dt Howrah on Rs 17 per month.

A B A as an Assistant Hd master with the hope of being the Hd master on Rs …—45 according to qualification. …ne F A on Rs 18—20 according to qua…fication with the prospect of increm…nt and a Kabyatirtha on Rs 12 a mon…h with free board and lodging in eac… case. Apply to B. Ghose, Babul… via Satkhira Dt Khulna.

A …raduate strong in English as the H… master, Ulipur M S H E school on Rs 65 a month. Quarters free. Private tuitions available. Apply to …he President of the school committee …o. Ulipur Rungpur.

… নরেন্দ্রচাঁদঘাট ম ইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক কিম্বা নূ দ্বৈবার্ষিক হেঃ … বেতন ১৫৲ ও আবা কায়স্থ হইলে ভাল হয়। পোঃ নরেন্দ্রচাঁদঘাট. যশোহর।

…দানব ম ইং স্কুলে মাসিক ১৬৲ বেতনে এক … ত্রৈবার্ষিক অথবা নূ দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ শ্রী… …রূপদ চট্টোপাধ্যায় হেড মাষ্টার পলাশন পোঃ জেঃ বর্দ্ধমান।

…জলা দিনাজপুর, পোঃ বসন্তনগর, … ফুটাক… …বাং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। …জুল ছু ইং …জা। নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ, মাইনর পাশ ২য় শিক্ষক। হেঃ মাঃ সম্পাদকের বাড়ীর ছাত্রদের প্রাইভেট টি… …পন ৫৲ টাকা সহ ২৩৲, হেঃ পঃ … …নুসারে ১… …হইতে ১৮৲ টাকা ২য় শিঃ ৮৲ এবং আশ্রা। …উ… ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার মুজাফার রহমান … …হেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে। মুসল… …মান চাই।

বাণীবহ মাই…

… … ও মাসিক ১৬ টাকা বেতনে একজন হেঃ পঃ। … পোঃ বাণীবহ, ফরিদপুর।

(প্রেরিত)

বঙ্গে বৃক্ষাদির অবনতি।

অনেকেই অনুযোগ করেন যে আম, লিচু, কাঁটাল গাছে আর পূর্ব্বের মত ফল হয় না। কিন্তু … … … অপরাধতার যে ইহার একটা বেশ কারণ … … ধর্ম্মপরায়ণ প্রবীণেরা বলিবেন যে, কলিতে পাপের বৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের ভোগ কমিয়া আসিতেছে, : তাই মেদিনী এখন পূর্ব্ববৎ ফল প্রসব করে না। কোন কোন দল বলিয়া নিশ্চিন্ত যে জল বায়ুর পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। ঋতু বিপর্য্যয়ে কোন কোন বৎসর অধিক ফল হয়, কোন কোন বৎসর কম ফল হয়, এইরূপ চিরকালই হইয়া থাকে এবং হইলেও ইহার উপর কাহারও কোন হাত নাই। কিন্তু দেখা যায় যে আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল থাকিলেও অনেক সময় বৃক্ষদিগকে উপযুক্ত ফল প্রসবে বিরত থাকিতে দেখা যায়। তাহারা, কি সত্য সত্যই মানুষের পাপের জন্ত তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া এরূপ উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে? আমাদের বিবেচনায় কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। কর্ত্তব্যে অবহেলা অবশ্যই করা হয়। সেই "পাপের" জন্তই বৃক্ষাদির এইরূপ বন্ধ্য হইয়াছে। উদ্যানস্বামিগণ গাছের কাছে … … … তাহাদিগকে যে আহার দিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস গাছ পুতিলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাতে ফল ফলিবেই। তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে হয় তাঁহারা নিজের ভাগ্যের দোষ দিবেন, না হয় প্রাকৃতিক নিয়মের দোষ দিবেন, এমন কি সময় সময় ভগবানের দোষ দিতেও ছাড়েন না। যাঁহারা এ… … … … ফল বলেন, তাঁহারা সত্য কথা বলেন।

যদি সারবান জমিতে …

বি… … …

বি… গাছ গুলিকে অকালে বৃদ্ধ হইতে দেখা যায় এ… তাহাতে ফল আর ভাল হয় না। সেই জন্ত বৃক্ষাদির … … ! বর্ষাশেষে আইল বাঁধিয়া দিয়া জল খাওয়াইতে হইবে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গোড়া কোপাইয়া তাহাতে সার ও নূতন মাটি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। চারি পাঁচ …ড়ি পুরাতন পাঁক মাটি, দুই তিন ঝুড়ি পুরাতন গোময় … … তাহাতে অর্দ্ধ সের হাড়ের গুঁড়াও) প্রতি বৎসর প্রত্যেক ফলবান ১০ বৎসর … … … আহার বলিয়া বিবেচিত। পাশ্চাত্য দেশে … অত্যধিক মূল্যে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়; ফলও তদ্রূপ হয়। ব্যয় অপেক্ষা আয় নিশ্চয় অনেক অধিক হয়। সার … … এই যে, ফলের আশা করিতে হইলে বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা …

আবশ্যক। আম, লিচু, জাম, জামরুল যে গাছই হউক না কেন, তাহা প্রতি বৎসর বিন্দু বিন্দু ছাঁটা আবশ্যক। পুরাতন ডালপালা কতক কতক ছাঁটিয়া বাদ না দিলে, শুক্না ডালগুলি সযত্নে ছাঁটিয়া না ফেলিলে তাহাতে ফল ফলিবে কি প্রকারে? কোন কোন গাছের পুরাতন ডাল একেবারে বাদ দিতে হয়। আতা কুল প্রভৃতি জাতীয় গাছের পুরাতন ডাল কাটিয়া ফেলিবার পর যে নূতন ডাল বাহির হয় তাহাতেই বড় বৃহৎ সরস ও সুমিষ্ট ফল হয়। আম, লিচুগাছও অল্প বিস্তর প্রতি বৎসরই ছাঁটা আবশ্যক। আমরা এসকল কিছুই করিব না অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ। [শুধুই ফলাকাঙ্ক্ষা, ব্যতীত একটু কর্ত্তব্য করিয়া দেখ-ইনা। বঙ্গদেশে শীতকালের শেষে প্রায় অধিকাংশ ফল বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম হয়। এই অঙ্কুর উদ্গমের কিছু দিন পূর্ব্বে বৃক্ষে জলসেক আবশ্যক, স্বাভাবিক নিয়মে শীতের শেষে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া সেই কার্য্যের সহায়তা করে, কিন্তু যদি সময় মত বৃষ্টি না হয় তবে বৃক্ষাদিতে জলসেকের যে নৈসর্গিক প্রয়োজন আছে আরও তাহার জন্য কোন বন্দোবস্ত আমরা করি কি? পাশ্চাত্য দেশে গাছের গোড়ায় জল সেক ত অল্প কথা, ফল ও মুকুল রক্ষার জন্য গাছে পিচকারি দিবারও ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা তাঁহাদের সেই অধ্যবসায়ের ফলও পান। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে বৃক্ষাদিরও রোগ আছে এবং সেই রোগ নিবারণও আবশ্যক; কাঁটাল গাছে পোকা গর্ত্ত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং ক্ষত মুখ হইতে কাটের গুঁড়া ও রস নির্গত হইতেছে, লিচু পাতায় কোঁকড়া রোগ ধরিয়াছে, আম গাছের ডাল ক্ষত হইয়া ঘুণ পড়িতেছে—ইহা কি আমরা দেখিয়াও দেখি?—হইলই বা রোগ, তা বলিয়া ফল হইবে না—এত বড় গাছটার এক জায়গায় একটু রোগ তাতে কি হইবে কিন্তু ঐ অযত্নে খুবই লোকসান হয়, গাছটী মরে, না হয় জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকে; গাছে আগাছা জন্মিয়া না হয় বন্যলতা উঠিয়া গাছটী ছাইয়া ফেলিয়াছে, তলায় ঘাস হইয়া গোড়াটী জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু আমাদের ফলের আশা কমে না। আমরা কখন কি ভাবি বৃক্ষাদিরও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে, রোগ আছে, আহারের আবশ্যকতা আছে? আবার তন বাগান তৈয়ারির সময়ও কত ভ্রম প্রমাদ। গাছ কেন বড় হইবে না, তাই ঘন ঘন গাছ বসাই তাই বড় হইয়া গাছে গাছে জুড়িয়া যায়; সস্তায় গাছ পাইলে অধিক দাম দিয়া ভাল সতেজ সঠিক গাছ ক্রয় করি না। কখন চাহিয়া, কখন রথ তলায় "রথো" গাছ কিনিয়া বসাইয়া থাকি। গাছ কিনিবার সময় কোন্ গাছের চারা কি প্রকার ডালের চারা তার অনুসন্ধান করি কি? বীজের বীজটী সতেজ পূর্ণবয়স্ক ও সুপক্ক ফল হইতে সংগ্রহ হইয়াছে কি না দেখি কি? গাছ হইলেই হইল, তাতে ফল ত হইবেই। পাশ্চাত্য ও অন্যান্য দেশে কত নূতন উপায়ে কলম ও সঙ্কর উৎপাদিত হইয়া কত প্রকার উন্নত জাতীয় ফলের সৃষ্টি হইতেছে আর সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের ফলের বাগান সব খারাপ হইয়া যাইতেছে। বেহার অঞ্চলেও গাছের তলা খোঁড়া ও জলসেক করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালাতে সর্ব্বাপেক্ষা অযত্ন। কৃষক আষাঢ় ১৩১৬।

কার্পাসের কথা।

কার্পাস সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি সার জর্জ ওয়াট কৃত নাম Wild and Cultivated Oottons of the world; অপরখানি গ্যামি (Gammie) সাহেব কৃত নাম Cotton cultivation in India, মূল্য ৭॥০ টাকা। কার্পাস চাষে যাহাদের অনুরাগ বা স্বার্থ আছে, তাহাদিগকে এই পুস্তকদ্বয় পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। কার্পাসের চাষ দেশভেদে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে তাহার বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু বীজ না কিনিয়া তুলা সমেত বীজ অর্থাৎ কার্পাস ক্রয় করাই বিধেয়; তুলার মধ্যে কার্পাস বীজে সজীবতা অধিক দিন থাকে; এবং কার্পাস কোন জাতীয় তাহার তন্তু বা আঁশ কেমন লম্বা এবং সরু, তাহা কার্পাস দেখিয়া চিনিতে পারা যায়। বাঙ্গালীরা অনেকেই স্বগৃহে কপি, বেগুন, লঙ্কা, সীম ইত্যাদির চাষ করেন। এই সকল জিনিষ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না, তাহা নয়। তথাপি এই সকল জিনিষের চাষ করেন। কিন্তু নিজের বাড়ীতে কার্পাসের চাষ করেন না কেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বালিশ, লেপ ও তোষক, গৃহস্থ মাত্রেরই অপরিহার্য্য, ইহা না হইলে কাহারও চলে না। এই বালিশ, লেপের জন্য স্বগৃহজাত কার্পাস প্রয়োজনে আসিতে পারে। কে জানে যে সকল লেপ, তোষক বিক্রয় হয়, তাহা মৃত বা পীড়িত লোকের পরিত্যক্ত শয্যা হইতে সংগৃহীত কি না, এবং নানা প্রকার ব্যাধির বীজ তাহার সঙ্গে ঘরে আনা হয় কি না। এই জন্য আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, সকলেই গৃহে গৃহে ১০।১২টা কার্পাস গাছ রাখিবেন। তাহা হইতে সামান্য গৃহস্থের লেপ, তোষক, তোলাই, বালাপোষ প্রভৃতির তুলার যোগাড় হইয়া যাইবে, এবং বাজার হইতে তুলা কিনিলে যে ব্যাধি বীজ লেপ তোষকে পোষণ করিবার আশঙ্কা আছে, স্বগৃহজাত তুলা হইতে সেই আশঙ্কা থাকিবে না। আমরা কাপড়ের কল, স্বদেশী বস্ত্র বলিয়া অনেক বাগাড়ম্বর করি; কিন্তু অনেকে একবার একটা কার্পাসের গাছ দেখি নাই। সৌন্দর্য্য হিসাবে বাগানের শোভার হিসাবে দেখিলেও কার্পাস গাছ নিতান্ত অনাদরের জিনিশ নয়। ইংরেজী ক্রোটনের জন্য লোকে পাগল। ক্রোটনের পাশে কার্পাস রোপণ করিয়া দেখ, শোভায় ক্রোটনকে পরাজয় করে কি না।

সিন্ধুপ্রদেশে মিসরী [Egyptian] কার্পাসের চাষ হয়। উক্ত কার্পাস নিলাম করিয়া বিক্রয় করা হয়। ইহাতে চাষী ও ক্রেতা উভয়েরই সুবিধা আছে। যত মিসরী কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার আন্দাজ বার আনা অংশ কৃষক নীলাম স্থানে না যাইয়া নিজেই বিক্রী করে। নীলাম স্থলে কার্পাস আনিবার খরচ গবর্ণমেণ্ট চাষীদের কাছে আদায় করেন। এই জন্যই অনেকে কার্পাস পাঠায় না। গবর্ণমেণ্ট অনেক বৎসর কার্পাস নীলাম করাইবেন। প্রজাদিগকে নীলাম স্থলে কার্পাস আনিবার খরচ হইতে প্রথম ৪।৫ বৎসর অব্যাহতি দিলে সদাশয়তার পরিচয় দেওয়া হইত। বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়া অবশেষে পাঁচ কি ছয় হাজার টাকার জন্য পরিশ্রম পণ্ড করা উচিত নয়। কৃষক আষাঢ় ১৩১৬ সাল।

উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা।

উত্তর, পশ্চিম পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গের নানা উপভাষা দ্বারা গ্রন্থ রচিত হইয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, কর্জ্জন প্রস্তাবিত এবম্বিধ মত বিধিবদ্ধ হইয়া কার্য্যতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু যদি বস্তুতঃই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে সে শুভসংবাদ শুনিবার জন্য আমার অধম কর্ণ-যুগলের বিশেষ আগ্রহ নাই। তবে এই মাত্র বলিতে চাই,—রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারা দেশ বিভক্ত হইলে, যেমন জাতীয় জীবনের অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, তেমনি ভাষা নানা উপভাষায় বিভক্ত হইলে, জাতীয় জীবন ও জাতীয়

...ভেদেরই অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। যেখানে ...একতা বা সৌসাদৃশ্য থাকে, সেখানে ...ও সমতা বা সৌসাদৃশ্য থাকে। ভাবের ...র সহানুভূতির আধিক্য ঘটে। সুতরাং ...য় ভাষা জাতীয় জীবনে সহানুভূতি ও ঐক্য ...য়া দেয়, ইহা স্বাভাবিক। লিখিত ভাষাই ...দেশের জাতীয় ভাষা। কথিত ভাষা ভিন্ন ...সকল জাতির জাতীয় লিখিত ভাষা ...ও স্কচ ও ওয়েল্‌স ও আইরিস ...কথোপকথন চলে কিন্তু লেখেন ও ...ন ইংরাজী।

...আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিতে চাই যে, ...উপভাষায় রচিত গ্রন্থদ্বারা গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ...বঙ্গভাষাকে শৃঙ্খলিত করিতে প্রয়াসী হ'ন ... আমাদের পরম সৌভাগ্য ও ভাবী ...র কারণ। অর্থাৎ এফ. এ ও বি. এ পরী...র জন্য, এমন কি তন্নিম্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার ...সমস্ত পাঠ্যপুস্তক বর্ত্তমানে পরিগৃহীত ...ছে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালী জাতির লিখিত ...ইহাই তাহাদের জাতীয় ভাষা। কিন্তু ...উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্র যে জাতীয় ...শিক্ষা লাভ করিবে,: চট্টগ্রামবাসী ...সেই ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চ ...আরোহণ করিতে হইবে, যদি এমন ...হইয়া থাকে, তবেই অধিকতর আনন্দের কারণ। উদার বিশ্ববিদ্যালয় ...পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া কোনও ...স্থান লাভ করিবে, ইহা অসম্ভব বলি-...মনে হয়। বিশেষতঃ মাতৃভাষাই যখন ...শিক্ষণীয় হইয়াছে তখন বঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত ...বাঙ্গালী মাত্রেরই একই জাতীয় ভাষায় ...করিতে হইবে, ইহাই সম্ভবপর। কি ...বে, ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। এখনও উভয় ...বিশ্ববিদ্যালয় একই আছে। তবে ভবিষ্য-...কথা তুলিলাম কেন? তাহাই বলিব।

চট্টগ্রামের কথিত ভাষা ও বর্দ্ধমানের কথিত ...এক নহে। এক হইতেও পারে না। জল...র পার্থক্য প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণেই হউক, অথবা বিধাতার বিধানেই হউক অথবা "ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন গোষ্ঠীবদিগের ভাষার কিয়দংশ ...উপনিবেশিকদিগের ভাষার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ...মিশ্রিত হওয়ার জন্যই দেশ ভেদ বা স্থান ...ভাষার ভেদ জন্মে। ভেদ, সমবেদনা ...আনে—ভেদ একত্ব ভাঙ্গিয়া দেয়—ভেদ ... গঠনে অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হয়। মনুষ্য মাত্রেই ভেদ আছে; তা' মানি। কিন্তু, স্বার্থ-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, জাতিভেদ ও ভাষা-ভেদই একত্ব সম্পাদনের গুরুতর অন্তরায়, ইহাই আমার বিশ্বাস। যখন চট্টগ্রামের ও বর্দ্ধমানের উভয়ের স্বার্থও ভাষা এক হইয়া যায় তখনই উভয়ের মধ্যে একত্ব বাঁধিয়া যায়। অন্যথা বুঝি অসম্ভব। সুতরাং বাঙ্গালীকে যদি একটী জাতিরূপে খাড়া করা প্রয়োজনীয় হয়, তবে বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের স্বার্থ ও লিখিত ভাষা অন্ততঃ এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জানি না পরিণামে বিশ্ব-বিদ্যালয় এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির উপর কি পরিমাণে কারুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হইবেন।

উচ্চ শিক্ষায় পক্ষে ২য় ভাষা সংস্কৃতকে অবহেলা (অপশনাল বা ইচ্ছাধীন) করিয়া বাঙ্গলাকে এত বেশী সম্মান দেওয়া (কম্পালসরি বা অবশ্য শিক্ষণীয় করা) জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য লক্ষণ। দ্বিতীয় ভাষা কেবল সংস্কৃত রাখিলে বরং বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু কেবল মাত্র বাঙ্গালা রাখিলে বিশেষ ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ।

মানুষের মৌলিক গবেষণারও বহিঃপ্রকাশ, কোন ভাষা দ্বারাই হইয়া থাকে—শব্দ যোজনা দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা শব্দ পাইয়াছে কোথা হইতে? সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গ ভাষার শব্দের আকর, সে কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমরা অনেক সময় ইংরাজী সাহিত্যের ভাবের ঘরে চুরি করিয়া সংস্কৃত শব্দের বঙ্গভাষানুরূপ যোজনা দ্বারা তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকি, অনেক সময় সংস্কৃত সাহিত্যেরও ভাবের ঘরে চুরি করিয়া বঙ্গভাষায় অস্থিমজ্জার পরিপুষ্টি সাধন করি। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির অনুবাদ কার্য্যে পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়, বাঙ্গালার সে পরিভাষা সংস্কৃতই বহুল পরিমাণে যোগাইতে সমর্থ। সুতরাং যতদিন বঙ্গভাষা সর্ব্ব শব্দের আকর হইয়া না উঠে, ততদিন সংস্কৃত ভাষা নানা কারণেই আমাদের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। সংস্কৃত জ্ঞান ভিন্ন বর্ত্তমান অপূর্ণ বঙ্গ-ভাষায় পূর্ণতা গঠন অসম্ভব। উদাহরণ স্থলে কেবল সাহিত্য সম্বন্ধেই দেখুন। ইংরাজী ও লাটিন সাহিত্য-প্রিয় মধুসূদনকেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া মেঘনাদবধ রচনা করিতে হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই সংস্কৃত ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইল যে, বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বঙ্গীয় লেখকের সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজনীয়, সুতরাং অতঃপর যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যমাত্র দ্বারা উচ্চশিক্ষায় পাশ পাইবেন, তন্মধ্যে কেহ প্রতিভাবান থাকিলেও, তদ্দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির আশা সুদূর পরাহত।

তবে এক সম্প্রদায় বলেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত শব্দ-বহুল করিয়া জটিল করিও না, উহাতে গ্রাম্য ভাষা ও চলিত ভাষা যত পার প্রবিষ্ট করাও। আমরা ইহাঁদের দলকে দূর হইতে নমস্কার করি।

বাঙ্গালাকে সংস্কৃত বহুল করায় লাভ আছে। লাভ সামান্য নহে। আজ যে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা হিন্দীবহুল রাখিলে তাহা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষার উপযোগী থাকিবে। মহারাষ্ট্র বা পঞ্জাবের সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমি দেখিয়াছি, মান্দ্রাজ ও বম্বের কোন কোন গ্রাজুয়েট, বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ কবিত্ব ও দার্শনিক জ্ঞানের সুখ্যাতি শুনিয়া, বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াছেন।

তাই বলি, আমাদিগকে মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে; পর-দেশের ভাবের ঘরে চোর হইয়া প্রবেশ করিতে হইবে, যাহা পাইব, তাহা সংস্কৃত ভাষায় মার্জ্জিত করিয়া, তদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় ভাষার অস্থিমজ্জা গঠন করিয়া, তাহার উপর রং ফলাইয়া এবং অলঙ্কার পরাইয়া এই দীনা বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিমোহিনী করিয়া সাজাইতে হইবে। তৎপক্ষে উচ্চশিক্ষায় বঙ্গ ভাষা যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা কি আমাদের অনুকূল হইবে? এখনই নয় বলিয়াই আমার মনে হয়। আমার মনে হয় কেবলমাত্র বাঙ্গলা শিখিয়া কেহ মাইকেল, নবীন বা বঙ্কিম চন্দ্র হইতে পারে না; তেমন গ্রন্থকার নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সংস্কৃত শিক্ষার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছি। সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও বঙ্গ-ভাষা যতদূর সম্ভব, সংস্কৃতশব্দ-বহুল হওয়া প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত ভাষায় অভ্যন্তর দিয়া বঙ্গভাষা প্রবাহিত না করিলে তাহা কদাপি ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা রূপে পরিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি বলি, উভয়ই রাখ, বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠ্য গ্রন্থ কমাইয়া তৎস্থানে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্য রাখিয়া দাও। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাশাপাশি রাখ। বাঙ্গালার গ্রন্থ সংখ্যা যত পার কমাইয়া দাও। সংস্কৃত জানিলে বাঙ্গালা শিখিতে বিলম্ব হইবে না, কিন্তু বাঙ্গালা জানিলে সংস্কৃত শিক্ষা তত সহজ নহে।

তবে যখন এমন দিন আসিবে, যখন মুসলমান ছাত্রগণকেও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার জন্য আরবী পারশী পড়িতে হইবে না, অর্থাৎ যখন আরবী পারশী সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি সমস্ত ভাষার পদার্থসম্ভার বঙ্গভাষার অস্থিমজ্জারূপে গঠিত হইবে তখন আমি বঙ্গের মুসলমান বা হিন্দু ছাত্রগণকে আর উল্লিখিত ভাষাগুলি অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিব না। পরন্তু বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষাকেও অবশ্যশিক্ষণীয় রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ছিল। [শিল্প ও সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সাল]

১

শিক্ষাসংক্রান্ত

DACCA DIVISION

Rules for admission of private candidates to the supplementary Entrance Examination,—1909

I. For the purpose of the Supplementary Examination, a private candidate is one who though registered for this year's Entrance Examination, did not pass, and who has not attended any school, recognised or unrecognised, since the date of the last Entrance Examination.

2. Private candidates desirous of sitting at the ensuing Supplementary Entrance Examination must appear at the test examination of one of the unpermentioned schools to be held on the 2[illegible]th September and the following days:—

(I) Dacca Collegiate School.
(2) Mymensingh Zilla School.
(3) Faridpur Zilla School.
(4) Barisal Zilla School.

(3) Every candidate should submit his application for admission to the test examination to the Head Master of one of the schools named above on or before September Ist and must produce satisfactory evidence that he has not read in any school, recognised or unrecognised, since the date of the last Entrance Examination and that his conduct and character have been satisfactory The copy of the Registrar's receipt for last examination must also be submitted in original along with the application.

4. Every private candidate shall state in his application his father's name, residence, postal address and also the 2nd language taken up by him.

5. Every private candidate must pay a fee of Rs 5 to the Head master of the school at which he appears for examination. After payment of the necessary expenses the balance of the fees will be paid to the examiners as remuneration.

6. On the date of examination, he must be accompanied, for the purpose of identification, by some person known to the officer conducting the examination.

7. The Head masters of the school named above should send to this office a statement showing the marks gained by each private candidate in each subject at the Test Examination on or before the 1st October next. They are authorised to sign the application forms of eligible candidates which should be forwarded to this office for countersignature

8 Private candidates should arrange to remit their examination fees, together with the application forms, direct to the Registrar, so as to reach him on or before the 12th October 1909. The fee payable by each candidate for these examination is Rs 15

9. The Supplementary Entrance Examination will be held in or about the second week of December 1909.

H E STAPLETON. *Inspector of schools, Dacca Division.*

Narikeldanga High school

To meet the requirements of the recent University Regulation the school has been remodelled to a certain extent and graduates of long experience and tried ability have been appointed to look after the education and training of boys.'

The Managing commitee of the school propose to awnard four scholarships of Rs 4 each per mensem in addition to freestudentship to merit[illegible] boys in the Ist and 2nd classes

Students desirous of availing themselves of the scholarships should apply immediately to the Head master

---

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখ [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া [illegible] ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা [illegible] প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে [illegible] গ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার [illegible] বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা [illegible] দিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৪১৫ " শ্রীযুক্ত বাবু হেঃ পঃ জেমো
নরেন্দ্র নারায়ণ স্কুল ২ ৭।
১৪১৬ " বাবু সতীশ চন্দ্র নাগ
শিঃ ধর্ম্মবান্ধব সমিতি
১৪১৭ " সুরেন্দ্র নাথ ত্রিবেদী,
প্রঃ শিঃ বালিয়াডাঙ্গা স্কুল
১৪১৮ " ভগবান চন্দ্র বৈদ্য,
কামালপুর মইং স্কুল
৭০৬ " সারদা কুমার বন্দ্যোঃ
চক্রবেড় মইং স্কুল
৭২০ " রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ১
১৪১৯ " অক্ষয়েন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ
খেপাড়া টোল
১৪২০ " বৈকুণ্ঠ নাথ মুখোপাধ্যায়
বাসুদেবপুর মধ্য স্কুল
১৪২১ " দুর্গাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ
হেঃ পঃ জোড়াদা
৫৪৭ " [illegible] অধিকারী, হাডিঞ্জ
স্কুল মেদিনীপুর
২৭৫ " চন্দ্র মোহন, সুন্দরপুর মা স্কুল

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয় Educational Gazette Chinsurah

নূতন সঙ্কলন। ৪৪শ খণ্ড। ..শ সংখ্যা।

১০ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খৃঃ অব্দ।

এডুকেশন গেজেটের "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" উৎসর্গীকৃত

এডুকেশন গেজেটের

প্রচার এবং উপকারিতা বৃদ্ধিকল্পে সকলেরই উপদেশ সাদরে বিবেচনা করা হয়। ইহাতে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করিতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি নাই।

..। অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত উৎকৃষ্ট কাগজে .. টাকা। সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। দুই টাকার কম .. দিলে সাধারণ সংস্করণের প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি .. হিসাবে যাহা যে কয় সংখ্যা হয়, তাহাই দেওয়া হয় .. প্রত্যেক পংক্তি ১ম .. ও ২য় বার প্রকাশে ৶০, .. প্রকাশে /০, ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য এবং পেটেণ্ট ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম। কর্ম্মখালির এবং ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত .. বিজ্ঞাপন একবার মাত্র বিনামূল্যে ছাপা যায়।

এডুকেশন গেজেটের ও বিজ্ঞাপনের মূল্য

অগ্রিম দিতে এবং চুঁচুড়া (Chinsurah) পোষ্টাফিসে .. নামে মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইতে হয়। কুপনে স্পষ্ট .. নাম ঠিকানা ও পোষ্টাফিসের নাম লেখা আবশ্যক।

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে

ইংরাজী বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষরে সকল প্রকার .. কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রের আয় .. "বিশ্বনাথ ফণ্ডের" সাহায্য কার্য্যে উৎসর্গীকৃত।

ভূদেব বৃত্তি।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কার্য্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থ যাহারা অর্থ দিতে চাহেন তিনি যাহা যে কোন উপলক্ষে "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। এইরূপে প্রদত্ত টাকার টাকা পবিত্র বিশ্বনাথ .. মূলধনে অর্পিত এবং উহার আয় হইতে ক্রমশঃ .. প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে "ভূদেব বৃত্তি" সকল স্থাপিত .. থাকিবে। হিন্দুর আচারাদি যাবতীয় বটে, বিদ্যাদি .. বটে, রাজপণ্ডিতগণকে কিছু কিছু দেন ? .. লোকাচার আছে। সমগ্র ভারতের অধ্যাপক পণ্ডিত .. এ সকল সম্বন্ধে একাধারে পূজা উঠিবেই অর্থ .. এই দাবী হতে কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থা বলিয়া সে .. সম্পন্ন সৎ গৃহস্থগণ উক্তরূপ দানের সঙ্গে কৌলিক .. কোনটে এবং একটি অতি বৃহৎ ও পবিত্র কার্য্যের .. সম্পন্ন করিতে পারেন।

.. সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোট টাকা ৩১২৫।০

শ্রীমান বামদেবের প্রিলিমিনারী বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জন্য দান ৪

৩১২৯।০

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত পুস্তকগুলি আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২০নং (মজুমদার লাইব্রেরী) এবং ৩০ নং (সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী) এবং (বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী) ভবনে ও সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাক
পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০	৵১০
পারিবারিক প্রবন্ধ (ষষ্ঠ সংস্করণ)	১৷	/০
সামাজিক প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲	/১০
আচারপ্রবন্ধ ২য় সংস্করণ	১	/০
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ	।০	৵০
ঐ ২য় ভাগ (তন্ত্রের কথা প্রভৃতি)	।০	৵১০
স্বপ্নলব্ধভারতবর্ষের ইতিহাস	।০	৵১০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	।০	০
ঐতিহাসিকউপন্যাস (পঞ্চম সংস্করণ)	।০	৵০
পুরাবৃত্তসার	।৶০	১০
গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস	।৶০	৵১০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	॥০	৵১০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব	১৷	৵১০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও খণ্ড বিজ্ঞান	১	/৫

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রালয়ে এবং ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাশুল
উনবিংশপুরাণ	৸০	১০
সরল বেদান্তদর্শন	১৲	/১০
পদ্য ব্যাকরণ	/০	৵১০
পুরাণরহস্য	।০	৵১০
একাদশীতত্ত্ব (দেবনাগর অক্ষরে)	১৷	৶০
বর্ণবোধ ১ম ভাগ	/০	৵১০
২য় ভাগ	৵১০	৵১০
অনাথবন্ধু (উপন্যাস)	১৷০	৵১০
শ্রীরামচরিত্রের আলোচনা	।০	৵১০
গুরুগোবিন্দ সিং	১৲	৵১
শিশুবোধক	৶০	০৫
শিশুমহাভারত	।০	৵১০

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য চুঁচুড়া।

এডুকেশনগেজেটের ও বুধোদয়যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং বিশ্বনাথ ফণ্ড সমিতির কর্ম্মচারী

লিখন পঠন প্রণালী।

(টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির মনোনীত এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত) শ্রীবসন্ত কুমার বসু প্রণীত মূল্য ।০ আনা বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণকে ১ম মাস হইতে ৬ষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কিরূপে নানাবিধ কলিম পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে হয়, তাহা এই পুস্তক খানিতে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ডাকঘরের অত্যাবশ্যক এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দেওয়াতে পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার মূল্য ও অতি সুলভ। এই একখানি পুস্তক কিনিয়া পড়িলে পরীক্ষার্থিগণ যে কখনও নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মধ্য ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় ফেল হইবে না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পুস্তক খানি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ৯৪১ ——— ৩।৯।১৯০৯

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী।

এই পুস্তকালয়ে লোয়ার ও আপার প্রাইমারি, এণ্ট্রান্স, স্কুল ও কালেজের সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক, ব্যাখ্যা, ম্যাপ, এটলাস, অভিধান, নাটক, নবেল প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কমিশনে বিক্রয় হয়। বটতলার যাবতীয় পুস্তকও অতি সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। অবিক্রীত বইগুলি ফেরৎ লই। .. স্কুলের শিক্ষক পণ্ডিত ও পাইকারগণকে শতকরা ১০ মাত্র লাভ লইয়া দিয়া থাকি। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন এই প্রার্থনা। ডাকে, ষ্টিমারে, রেলে যাহাতে গ্রাহকের সুবিধা হয় পুস্তক প্রেরিত হয়। ম্যানেজার ২০।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা পোঃ, কলিকাতা।

নং৮৪০ ——— ৩১।২।০৯

যে শিক্ষক ২ দুই টাকা দিয়া ১০০০ বেতন আদায় রসিদ (ইং বা বাংলা) লইবেন তিনি একটি **রবার ষ্টাম্প বিনামূল্যে** পাইবেন। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। টুলোসকার সার্টিফিকেট ১০০ পাতা ১ টাকা। শ্রীগঙ্গাচন্দ্র পণ্ডিত রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে।

তীর্থযাত্রা। (১৬৬)

আয়ধীশ নশীরেওয়া।

(পারস্য দেশের সুপ্রসিদ্ধ বোগদাদ নগরের ইতিহাস।)—

পারস্যের সাহা এখন রুষ ভল্লুকের পাঞ্জার আঘাত দেখিয়া বৃটিশসিংহ, আফগানিস্থানকে সেই পাঞ্জার বহুদূরে রাখিবার জন্য কয়েক বৎসর হইতে সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। প্রথমে প্রায় আটশত মাইল দীর্ঘ প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রাচীর খাড়া করেন কিন্তু বৃটিশ দূত তথা হইতে পশ্চাদ্পদ হইলেই ভল্লুক তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এই উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য এখন এই "বোগদাদ" নগরে বৃটিস এজেণ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার ভূতপূর্ব্ব সহকারী এজেণ্ট সৈয়দ সাজাদ হোসেন বিএ সম্প্রতি কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর, আমীর ইয়াকুব আলী খান সাহেবের মহাফেজরূপে সহকারী পলিটীকাল অফিসার পদে নিযুক্ত হইয়া দেরাছুনে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রমুখাৎ বোগদাদ নগরের অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিলাম। সভ্য জগতের অনেক সৌভাগ্যশালী নগরীর বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদের সকল সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব অট্টালিকায়, সুপ্রশস্ত রাজপথে, কৃত্রিম যানেযান পানের বিবিধ বিচিত্র বিপণিতে, রঙ্গরাগ সাজসজ্জা দেখাইবার জন্য নানা রুচির নানাপ্রকার নাট্যশালায় পূর্ণ, তাহা দেখিয়া মন বিমোহিত হয় সত্য, কিন্তু সেই চমৎকারিতা হৃদয়মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, নিত্য নূতন আবিষ্কারে—ফেশিয়ানে—পুরাতনের শোভা কোথায় বিলীন হইয়া যায়।

"বোগদাদ নগরের" সৌন্দর্য্য সেরূপে সংশ্লিষ্ট নহে, তাহা প্রকৃতির ক্রোড়ে এক অপূর্ব্ব সম্পত্তি। ঋতু পর্য্যায়ে তাহার সৌন্দর্য্য সুন্দর হইতে সুন্দর পরিপ্লাবিত হইয়া জীবের নয়ন মন তৃপ্ত থাকে। ভ্রমণকারী ভাবুকের অনেক সময় বোধ হইবে, যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত একাধারে রাখিতে পারে না বলিয়া প্রকৃতি নিজ সম্পত্তি লুকায়িত রাখিবার জন্য, এই "বোগদাদ" এবং "বশোরায়" সংস্থাপিত করিয়া নিজ ক্রোড়ের শোভা নিজেই দেখিতেছেন। সাজাদ হোসেন যুবা পুরুষ আলিগড় কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে বোগদাদে পৌঁছিয়া যেন সম্মুখে এক "মিরাজ" (আসমানী সিঁড়ি) দৃশ্য দেখিতেছিলেন এখনও হৃদয়মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপ করিয়া বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, কালে যদি তাহা করিতে পারেন তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য দলের তাহা এক অপূর্ব্ব পাঠ্য পুস্তক হইবে।

পুরাকালে পারস্য দেশ অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, শোভা সৌন্দর্য্যে, জ্ঞান বিজ্ঞানে ধর্ম্ম কর্ম্মে পারস্য জগৎ বিখ্যাত হইয়াছিল, সে কালের নরপতিগণ প্রজার সুখের জন্য রাজদণ্ড গ্রহণ করিতেন, প্রজার হিত কামনা করিয়া, প্রয়োজন হইলে, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারিতেন, প্রজার দুঃখ কষ্ট জানিবার জন্য স্বয়ং গভীর নিশায় নির্গত হইয়া পল্লিতে পল্লিতে ভ্রমণ করিতেন, এবং পরদিন প্রাতে তাহার প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, প্রাতঃস্মরণীয় সম্রাট হারুণ আলরসিদ এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

কথিত আছে সুলতান (ইঁহার নাম কেহই বলিতে পারিলেন না) বৃদ্ধ বয়সে একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। পুত্রের নাম নশীরেওয়াঁ, পুত্র রাজক্রোড়ে, অপার স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, আলালের ঘরের দুলাল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আবদারে রাজগৃহ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রীড়া কৌতুকে কুমারের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়, শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে সে আর কাহারও বাগ মানিতে চাহে না, বড় বড় শিক্ষকগণ কুমারের বালস্বভাব সুলভ চপলতায় বিরক্ত হইয়া পলায়ন করিতে থাকেন। সুলতান তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হওত একদিন মন্ত্রী বজুরবে মেহারকে কহিলেন "কুমারের শিক্ষার ভার স্বয়ং তুমি না লইলে আর উপায় নাই, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ আমি স্বয়ং অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাধা করিব, তুমি কুমারকে লইয়া যথোপযুক্ত শিক্ষাদান কর।" মন্ত্রী অসাধারণ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন, বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ও বহু দর্শিতায় বিশারদ ছিলেন। তিনি রাজাজ্ঞা প্রতিপালনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন সিংহের পুত্র সিংহই হইয়া থাকে, এই মুক্ত অরণ্য পাইয়া অবাধে যে দুর্দ্দান্ততা দেখাইতেছে, একেবারে তাহার প্রতিরোধ করা হইবে না প্রভূত বড়িশ বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় সূত্র ছাড়িতে হইবে, ক্রমে মৎস্য যেমন ক্লান্ত হইয়া পরিশেষে গা ভাসান দিয়া উঠে তখন তাহাকে করায়ত্ত করিতে আর কাল বিলম্ব হয় না। এই যুক্তি স্থির করিয়া তিনি কুমারের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিলেন, তাহার পর মিত্রজ্ঞানে মৃগয়ায় নিরত করিলেন।

সদালাপ। (,

(৩১)ফকির বন্ধ্যার বেথায় পেয়েক মারে।—ইহুদীদিগের মধ্যে এক ভক্তিমান কুম্ভকার দম্পতীর পুত্র হয় না বলিয়া দুঃখ ছিল। তাহারা হজরত মুসাকে এজন্য একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। হজরত মুসা ভগবানের সহিত সাক্ষাতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন যে, উহাদের কর্ম্মবন্ধ অনুসারে পুত্র হওয়া সম্ভবে না। হজরত মুসা এই সম্বাদ দিলে বিষণ্ণ মনে কুম্ভকার দম্পতী সৎকর্ম্মে মন দিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে একজন দিগম্বর ফকির কুম্ভকারের বাটীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বলিল "আমাকে যে যতগুলি ঘুঁটে দিবে তাহার ততগুলি ছেলে হইবে।" কুম্ভকার পত্নী তৎক্ষণাৎ ঘুঁটে লইয়া বাহির হইল। কুম্ভকার বলিল "ভগবানের কথায় উপরও কি বিশ্বাস হয়না? যে পুত্র দিতে পারে তাহার কি আর ঘুঁটে জুটিত না?—" কুম্ভকার পত্নী বাধা না মানিয়া উলঙ্গ ফকিরের পদপ্রান্তে পাড়িয়া ঘুঁটে রাখিতে লাগিল। পাঁচখানি রাখিলে ফকির বলিলেন "তোমার পাঁচ পুত্র হইবে। আর না।" ফকির দ্রুত প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ক্রমে কুম্ভকার পত্নীর পাঁচ পুত্র হইল।

হজরত মুসা আশ্চর্য্য হইয়া ভগবানকে প্রার্থনা সময়ে সে কথা জানাইলেন এবং কাতরভাবে, কহিলেন "আমি মিথ্যাবাদী হইলাম। লোকে আর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিবে না।" আকাশবাণী হইল যে "অমুক স্থানে গিয়া অমুকদিন কি ঘটে তাহা দেখিও। সেখানে খুব বড় মেলা হয়।" হজরত মুসা তথায় গিয়া দেখিলেন যে একব্যক্তি দাঁড়িপাল্লার বাটখারা ও ছুরিকা লইয়া বলিতেছে, কে ভগবানের নামে অর্দ্ধসের মাংস বুক হইতে কাটিয়া দিবে। আমার বড়ই প্রয়োজন। কেহই ঐ কথায় কর্ণপাত করিল না। শেষে এক উলঙ্গ ফকির আসিয়া বলিল "আধ সের মাংস

কেন ?" ভগবানের নামে আমি তোমাকে সর্ব্বশরীর দিলাম।" এই বলিয়া বুকে ছুরি বসাইয়া ফকির প্রাণত্যাগ করিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া হজরত মুসা বিস্মিত হইয়া ভগবানের নিকট রহস্য উদ্‌ঘাটন জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আকাশ বাণী হইল "ঐ ফকিরেরই আশীর্ব্বাদে" কর্ণবন্ধন ছেদিত হইয়া কুম্ভকার পত্নীর পুত্র হইয়াছিল। যে সমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়াছে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সে ললাটলিপিও পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে সক্ষম !"

(অলৌকিক রহস্য হইতে সঙ্কলিত)

(৩৩) প্রকৃত ফকীর।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঞ্জ মোরাদাবাদ নামক স্থানে মৌলানা ফজলুর রহমন খাঁ নামক এক ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার কুটীরে তিনি একখানি ছোট দড়ির খাটিয়ার উপর শুইয়া বা বসিয়া থাকিতেন। বিছানা বালিশ ব্যবহার করিতেন না। সামনে চেটাই পাতা থাকিত, তাহাতে দর্শনপ্রার্থীরা আসিয়া বসিত। তাঁহাকে শিষ্য সেবকেরা খাওয়াইত। এক দিন খাটিয়ার উপর হাতে মাথা দিয়া ফকীর শুইয়া আছেন এমন সময় (১৪।১৫ বৎসরের কথা) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সাহেব একজন দোভাষী সহ কুটীর মধ্যে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইলেন। ছোটলাট বাহাদুর দূরে গাড়ি রাখিয়া পদব্রজে আসিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া ফকীর বলিলেন "কোন হ্যায় ?" দোভাষী বলিলেন "ইনি লাট সাহেব।" ফকীর পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন এবং বলিলেন "বয়ঠ্ ত্তা কেঁও নেহি !" তাহার পর লাট সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক মধুর স্বরে বলিলেন "বয়ঠ যাও বেটা"।

কোট পেণ্টুলান ও বুট জুতা সহিত চেটাইয়ে বসা কোন ইংরাজের পক্ষেই সহজ নয় ! কিন্তু টুপি খুলিয়া ফকীরকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক লাট সাহেব কোন গতিকে অবিলম্বেই চেটাইয়ে বসিয়া পড়িলেন। ফকীর পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই লাট সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যিনি এই ... মালিক তিনি দুনিয়ার মালিকের কৃপা ... এবং সকল ফকিরের আশীর্ব্বাদ পাত্র। ... মন উদার। তোমরা তাঁহার কর্ম্মচারী ... নও। যদি তোমরা তাঁহার মত মনে ... কর—যেমন খুব ভাল পথ ঘাটের বন্দো... হইতেছে তেমনি যদি প্রজাদের অন্ন সংস্থান ... ও যত্ন কর, উহাদের আপন আপন ধর্ম্ম ... পালন বিষয়ে উৎসাহ দাও, এবং ... সম্বন্ধে ও বিচারাসনে বসিয়া সকল প্রকার কূটনীতি মন হইতে দূর করিয়া সরল অকপট ন্যায়কে মাত্র কর্ত্তব্য স্মরণে লক্ষ্য রাখ তাহা হইলে ফকীরের কোন কথাই এ রাজ্যে বলিবার থাকে না।—শুনিলেত ? এইবার যাও !" লাট সাহেব সমস্ত সময়টাই টুপি হাতে খালি মাথায় বৃদ্ধ ফকীরের স্নিগ্ধ সৌম্য মুখকান্তি দেখিতেছিলেন। এই কথায় খুব ঝুঁকিয়াই সেলাম করিলেন। তিনি ফকীর সাহেবকে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন—ফকীর তাহা বলিতে সময় দিলেন না। বলিলেন "যাও বেটা !—বাতা নেই কেঁও !" লাট সাহেব নীরবে টুপি হাতে ফকীরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া স্থানীয় দুদশজন ভদ্র লোক শশব্যস্তে আতর গোলাপের পাত্র লইয়া ভাল কাপড় পরিতে পরিতে দ্রুতগতি আসিতেছিলেন। পথে লাট সাহেবের সহিত দেখা হইলে উহাঁদের মৃত্তিকা স্পর্শী কুর্ণিসের প্রত্যুত্তরে লাটসাহেব টুপি না ছুঁইয়া এবং সিকি ইঞ্চি মাত্র মাথা নাড়িয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। পথে দোভাষীকে বলিলেন—"ফকীর দেখিতে আসিয়াছিলাম প্রকৃত ফকীরই দেখিলাম ! এ সকল ভাল কাপড় পরাদের দেখিতে আসিতে হয় না। এ দলের রাজা নবাব প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমার ওখানে ভিড় লাগায় ;"

(৩৪) ব্রাহ্মণের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ ক্ষমা।—বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি "জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ করিলেন কিন্তু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছ বশিষ্ঠ অবশ্য মানিবেন।" বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার গিয়া নমস্কার করিলেন. এবারও সেই "জয় হউক" আশীর্ব্বাদটী পাইলেন। আবার ব্রহ্মার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, "যদি এবার প্রতিনমস্কার না করেন তাহা হইলে বশিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে !" এইবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাবিলেন যদি তিনি নমস্কার করেন এবং বশিষ্ঠ পূর্ব্ববৎ আচরণ করেন তবে ত বজ্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা হইবে। এই মনে করিয়া বশিষ্ঠকে নমস্কার না করিয়াই ফিরিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ "জো ব্রাহ্মণ ! আসুন আসুন নমস্কার" বলিয়া বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুইবার আপনাকে আমি নমস্কার করিলাম, তখন প্রতিনমস্কার করিলেন না, এখন ডাকিয়া নমস্কার করিতেছেন ইহার কারণ কি ?" "তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন" ব্রাহ্মণোচিত প্রধান গুণ ক্ষমা আপনার এখন হইয়াছে। "এখন" আপনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। তাই আপনাকে আহ্বান করিয়া নমস্কার করিতেছি।—(পূর্ণিমা হইতে)

শ্রী :—

রাজতরঙ্গিণী।

রাজার প্রিয় মন্ত্রী প্রভাকর বর্ম্মা সুন্দর বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে প্রভাকর স্বামী নাম দিয়া ভগবানের চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন

অজ্ঞাত বঙ্গ শুকপাখীদের সমভিব্যাহারে গৃহ পালিত শুকপাখী অপূর্ব্বস্থান বিচরণ করত ফিরিয়া যে সকল মুক্তাফল আনিয়া দিত সেই দুর্লভ মুক্তাগুলি পাওয়াতে ঐ চতুর্ভুজ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠায় আভরণাদি কার্য্যে বড়ই উপকারে লাগিয়াছিল।

তখন কাশ্মীরে শাস্ত্র চর্চ্চা প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া যুবরাজ শূরবর্ম্মা নানাদেশ হইতে বহু আয়াসে সুপণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন এবং প্রচুর সম্মান দিয়া নিজের সভাতেই রাখিয়া পুনরায় দেশে নানা শাস্ত্রের অনুশীলন বাড়াইতে লাগিলেন। বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও রাজার প্রেরিত রাজোচিত যানে আরোহণ করতঃ অশেষ প্রকারে সম্মানিত হইতে থাকিয়া দলে দলে রাজসভায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অবন্তিবর্ম্মার রাজ্যকালে সুপণ্ডিত মুক্তাকণ শিবস্বামী এবং কবি আনন্দ বর্দ্ধন ও রত্নাকর বিদ্যার গৌরবে বিশেষ খ্যাতি পাইয়াছিলেন।

শূরবর্ম্মার স্তুতিপাঠকেরা সভাগৃহের উঠানে থাকিয়া প্রভুর সচ্চেষ্টা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই এই মর্ম্মের আর্য্যাছন্দে একটী শ্লোক পাঠ করিত।

দৈবমাত্রের ভাই শূরবর্ম্মাকে যুবরাজ করিয়াছিলেন কিন্তু কবি প্রায়ই তাঁহাকে মন্ত্রী বলিয়াছেন যে ধর্য্য বিবেচনা হয় যে শূরবর্ম্মার হস্তে মন্ত্রিত্বও ছিল।

"হে নাথ ! এই একান্ত অস্থির ঐশ্বর্য্য যাবৎ রহিয়াছে সেই সময় পর্য্যন্তই পরের উপকার করিবার উপযুক্ত সুযোগ জানিবেন কারণ যখন বিপদ আসিয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তখন আর উপকার করিবার অবকাশ কেমনে মিলিবে।"

শূরবর্ম্মা সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন তন্মধ্যে উমা মহেশ্বর মূর্ত্তির মন্দিরটী

[illegible] সুদৃঢ় নির্মিত হইয়াছিল যাহা অদ্যাপি অক্ষয় [illegible] বিরাজ করিতেছে।

এবং সেই সুবোধ মন্ত্রী পূরেশ্বর মহাদেবের [illegible] করিয়া নিরাশ্রয় তপস্বীদের ভোজনের জন্য [illegible] বাটীর মতই অতি উচ্চ একটী ধর্মভবন [illegible] করিয়া সমাপ্ত সঙ্গেই তাহার সুবর্ণ কলিয়া [illegible] করিলেন ও ঢাক প্রস্তুতেই বিখ্যাত ক্রম-[illegible] জনপদ হইতে একটা প্রকাণ্ড ঢাক আনাইয়া [illegible] অসামান্য পূরভবনে বসাইয়া দিলেন।

এবং সেই পূর বর্ম্মার পুত্র রত্নবর্দ্ধন সুরেশ্বরী [illegible] উঠানে ভূতেশ্বর নামে মহাদেব স্থাপন [illegible] করিলেন। পিতার কীর্ত্তি পূরমঠের ভিতরও [illegible] একটী অনাথাশ্রম প্রস্তুত করাইলেন।

ঐ পূরের পত্নী কাব্যদেবীও উজ্জলবংশে [illegible] সঙ্গমের সঙ্গে ছিলেন বলিয়াই সুরেশ্বরী [illegible] নিজের নামানুসারে কাব্যদেবীশ্বর নামে [illegible] প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অবন্তি বর্ম্মা পরকে সুখী করিতে বড়ই সুখী [illegible] বলিয়াই অন্যান্য সহোদরদিগকে এবং [illegible] ও তাহার পুত্র রত্নবর্দ্ধনকে সম্পদের সঙ্গে [illegible] রাজ সর্ম্মান প্রদান করিলেন। এবং নিজে [illegible] হইয়াও আরাধ্য দেবতার মত মন্ত্রী শূরবর্ম্মার [illegible] অনুবৃত্তি করিতে থাকিয়া ভৃত্যের মত [illegible] পালন করিতে লাগিলেন।

তিনি বাল্যাবধি পরম বিষ্ণুভক্ত থাকিয়াও [illegible] শৈবের মত দেখাইতেন। এবং সেই [illegible] মৃতজীবের মুক্তিদায়ক শ্রীবিশ্বেশ্বর ক্ষেত্র কাশীতে নিরাশ্রয় অনাথদিগের নিমিত্ত অবন্তিপুর নামে একটী নানাভোগ সুখালয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন।

ঐ কৃতী রাজা রাজ্য পাইবার পূর্ব্বেই অবন্তি স্বামীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এক্ষণে কাশ্মীর রাজ্যের আধিপত্য পাইয়া কাশীধামের অবন্তিপুর ভবনে অবন্তীশ্বর নামে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বারাণসী-রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অষ্টম বার্ষিক কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী পাঠ করিলে একদিকে যেমন সেবাব্রতিগণের উদারপ্রেম, [illegible] শ্রমশীলতা ও হৃদয়ের মহত্ব উপলব্ধি করা যায়, অপর দিকে তেমনি এই নীরব সাধনার [illegible] ব্যবস্থা, নিখুঁত কার্য্যপ্রণালী ও আশ্চর্য্য [illegible] সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সেবায়েতের দ্বারা মানুষের সেবাকে এমন ভাবে নারায়ণের পূজায় পরিণত করিবার হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত জগতে একান্তই বিরল।

গত বৎসর (১৯০৮—১৯০৯) সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৪৪ ব্যক্তি আশ্রমের সেবা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশের, সকল ধর্ম্মের এবং প্রায় সকল জাতিরই স্ত্রী পুরুষ অথবা বালক কেহ না কেহ ঐ তালিকার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত দরিদ্রের সেবায় যে আশ্রম ব্রতী হইয়াছেন তাহা কার্য্যবিবরণীর ১ম, ২য় ও ৩য় তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায়। সেবাশ্রমের হাঁসপাতালে গত বৎসর ১৪৭ জন রোগীর সেবাশুশ্রূষা করা হইয়াছে। বারাণসীর ম্যাজিষ্ট্রেট ই, সি র‍্যাডিচ (Radice) সি, আই, ই মহোদয় এই হাঁসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন,—যদিও এখানে অল্পই স্থান সংকুলান হয়, তথাপি এমন অনেক রুগ্নব্যক্তি এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকে যাহাদের অন্য কোথাও আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা বা ভরসা নাই। বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ আরাণ্ডেল সাহেব বলেন।—"আর্ত্ত দরিদ্রের সেবাশুশ্রূষা বিষয়ে গৌরব করিবার মত কাশীধামে যাহা কিছু আছে তন্মধ্যে এই সেবাশ্রম শ্রেষ্ঠ।" বিবরণী পাঠে বাস্তবিকই এমন মনে হয় যে, সেবাশ্রমের কার্য্য কলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

নিরাশ্রয় আতুর দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহত্তর হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেবাশ্রম একথা কিছুকাল হইতে সর্ব্ব সাধারণকে জানাইয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে সহৃদয় ব্যক্তিগণ এ পর্য্যন্ত যতদূর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে একটী দাতব্য ঔষধালয়, একটী আফিসঘর, পাঁচটী সাধারণ রুগ্নাগার এবং তিনটী সংক্রামক রুগ্নাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটী ছোট সাধারণ রুগ্নাগার, একটা রন্ধনশালা, সেবকদের বাসস্থান, চাকরদের ঘরনাগার,—পাইখানা, স্নানাগার, শব পরীক্ষার ঘর, ফটক ও প্রাচীর নির্ম্মাণার্থে ১৪ হাজার টাকার আবশ্যক। এই অর্থের জন্য সেবাশ্রম জন সাধারণের দ্বারস্থ। বারাণসীর মত নগরে যে সেবা কার্য্যের এতদূর উপকারিতা, যে সেবা কার্য্যের মহত্ত্ব আমাদের দেশের পক্ষে একই দরকার, অর্থাভাবে সেই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। এমন উদার সুমহান্ সেবাব্রতের সাহায্যে একটী পয়সা ব্যয় করিলেও সে ব্যয় সার্থক। সেই জন্য আমরা আজ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের আবেদনে যোগদান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে যিনি যত টুকু পারেন, তত টুকুই এই পুণ্যকর্ম্মের সাহায্যার্থে অবিলম্বে যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া বিধাতা ও সাধু মহাত্মাদের আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

সেবাশ্রমের সাহায্য কল্পে যাহার যাহা কিছু দেয় অনুগ্রহ করিয়া সহকারী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারস সিটি এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শিবাষ্টকম্।

১

বেদৈরগম্যো মহিমা তবেশ!
তোতুং মনোহে চলিতস্তথাপি।
মালুর খাতে উবঃ প্রসাদঃ
প্রসাদাশুতোষ ক্ষমিতীশ! শাস্ত্রে॥

২

বাচোঽপবিত্রা যদি মে সতীশ!
ত্বৎকর্ণ সদ্যাঞ্চিতাং ব্রজন্তি।
শ্মশান ভস্মাঙ্ক সঙ্গতস্তে
দেবৈ র্মূর্দ্ধা মৌলিভিরুহ্যতেতত্॥

৩

ব্যাপ্তো মমাঙ্গাং পরুষঃ কপর্দ্দিং
স্তবাম গঙ্গাম্ রুচিরো ধুনাস্তু।
লৌহোঽপি যত্নে মৃদুতাং কৃশানো
র্যোগাদ্ ব্রজেতি হ'র! যে প্রসীদ॥

৪

জানাসনি র্মত্ত জিনভাবিতাং
ভক্তিম্ প্রসাদস্তব কিং প্রভুষং।
জ্ঞানৈর্বিহীনে যদি দেব! দীনে
বৃষ্টিঃ কৃপাকৃত্! তব তত্ প্রভুষং॥

৫

শম্ভো! জটাম্নে র্জলধৃষ্টাতে
পাপো ন যাতো শ্রবণাত্তয়াপি।
আপ্নোতি বক্ত্রাঃ স্মরণাদিবুধং
কিং ক্ষুদ্রবুদ্ধ্যা স্তবনং করোমি॥

জীবোঽপি যাচে তব পাদপদ্মে
স্থিরাস্তু ভক্তি র্মম কিঙ্করস্য।

ছুর্গে ত্বদাজ্ঞৌ পতত্তত্বিৰ্দ্মৌ
ভক্তিঃ বিনাপে হরি দীননাথ ॥

৭

ভবত্কর্ণ মূলে বচোবিক্রয়াতং
বিরিঞ্চেহবেঃ শোভতে কিং ন তত্ত্ব।
বচোষে সুধাংশোস্থিতমে ভনৌতে
সুশোভং বিধত্তে নকিং কালকূটঃ ॥

৮

কৃষ্ণ সংসারধারাব্ধিতরঙ্গিদৃশিতত্বাদৃশে
পাদপদ্মং
গোপীকৃষ্ণেশ্বরীনং শিব শিব শিবভূদেহি
দাসে কৃপাত্তঃ
কুর্ব্বং কালাতিপীড়াভরকলিতকনৌ
ভক্তিপূজাবিহীনে
বাক্যং জ্ঞানানুসাধ্যং শৃণু ভব ! নহু মে
কাতরস্যোক্তি শক্তো ॥

শাকে বাণর্ত্তু গিরিক্ষমানে সৌরভপদ্মাকে।
মালদহাত্ সমাগত্য ভূদেবাম্বরজন্মনা ॥
গোপীকৃষ্ণেন রচিত মেতত্ সর্ব্বস্তবাষ্টকং।
পরমার্থপ্রদং ধ্যাত্বা যেষ্টদেবঃ পরং স্তাব ॥

প্রকাশক স্বদীয় পৌত্রঃ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণো
পাধিক শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ শর্ম্মা. টাকী

নীতিশ্লোকাঃ।

স জনঃ শোভতে লোকে তস্য কীর্ত্তি র্বরীয়সী।
নীতিমার্গং সমালোচ্য কর্ত্তব্যং কুরুতে হি যঃ ॥

যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করে জগতে সেই ব্যক্তি শোভা পায় অর্থাৎ সে কখনও বিপন্ন হয় না।

বিদ্যা সমং নাস্তি ধনং ধরায়াং
বুদ্ধ্যা সমং নাস্তি বলং কদাচিত্।
তুষ্ট্যাসমং নাস্তি সুখং নরাণাং
তৃষ্ণাসমং নাস্ত্যসুখং হি লোকে ॥

জগতে মনুষ্যের বিদ্যা তুল্য ধন নাই, বুদ্ধির সমান বল নাই, তুষ্টির সদৃশ সুখ নাই এবং তৃষ্ণার তুল্য দুঃখ নাই।

বরং শত্রুঃ ক্রূরো নহি কপটচারী প্রিয়সখো
বরং ছায়াবাসো নহি পরগৃহাবাসবসতিঃ।
বরং মূকত্বং বা নহি সুখশতং চাটুবচনৈ
র্বরং ভৈক্ষ্যং লোকে ন খলু পরসেবাজমশনং ॥

জগতে ক্রূর শত্রুও বরং ভাল কিন্তু খল বন্ধু ভাল নয়, বরং গাছতলায় বাস করা ভাল কিন্তু দুঃখে পরগৃহে বাস ভাল নয়, বরং বোবা হওয়া ভাল কিন্তু পরের মনস্তুষ্টির জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া সুখানুভব ভাল নয় এবং বরং ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভাল কিন্তু পরের দাস হইয়া জীবিকা বড়ই ঘৃণাকর।

আহ্লাদো দর্শনে যস্য হৃদয়ে পরিজায়তে
দুঃখে দুঃখং সুখে সৌখ্যং সহি বন্ধুঃ সমীরিতঃ।

যাহাকে দেখিলেই হৃদয়ে আনন্দ হয় এবং যে দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ অনুভব করে তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জানিবে।

ক্রোধশ্চেচ্ছত্রুভিঃ কিং যদি হৃদি চ দয়া তীর্থযাত্রা
কিমর্থা।
সঙ্গশ্চেৎ সাধুভিঃ সৎপঠন বিষয়কো জ্ঞানলাভঃ
কিমর্থঃ ॥
তৃষ্ণাচেৎ পীড়য়া কিং যদি মনসি শমো
বিত্তসত্তা কিমর্থা
ক্ষান্তি শ্চেদাত্মপক্ষৈঃ কিমু যদি বিনয়ো
নীতিযোগঃ কিমর্থঃ ॥

যাহার হৃদয়ে ক্রোধরূপ শত্রু আছে তাহার আর অন্য শত্রুর ভয় কি? যদি হৃদয়ে দয়া থাকে তাহা হইলে তীর্থযাত্রায় আবশ্যক কি? যদি সাধুগণের সহিত সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা হয় তবে আর অন্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজন কি? তৃষ্ণারূপ ব্যাধিই যদি থাকিল তাহা হইলে আর তাহার অন্য ব্যাধির ভয় কি? সর্ব্বদা শান্তি থাকে তাহা হইলে আর ধনের প্রয়োজন কি? যদি ক্ষান্তি অর্থাৎ সহিষ্ণুতা থাকে তাহা হইলে আর আত্মীয়গণের আবশ্যক কি? যদি বিনয় থাকে এবং তাহা হইলে নীতি শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মনি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং।

যাহারা সর্ব্বদা অত্যন্ত বিষয়ানুরাগী তাহাদের বনেও নানা প্রকার দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এবং বিষয়ানুরাগ না থাকিলে গৃহেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও তপস্যা হইতে পারে। বস্তুতঃ নিন্দিত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যে রত থাকিলে গৃহই তপোবনের তুল্য হয়।

এডুকেশন গেজেট

১৮ই ভাদ্র, ১৩১৬ সাল ইং ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সাল

কলেকটরীর খাতায় জমিদারের হিস্যা বর্ণনা।

এখন ভিন্ন ভিন্ন জিলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কালেক্টারির "ডি (D) রেজিষ্টারে মালিকদিগের হিস্যা লিখিত হয়।

বর্দ্ধমানে আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, এবং দন্তি লেখা হয়। মেদিনীপুরেও তাই। সাধারণতঃ বাঙ্গালায় এইরূপ হিসাবই প্রচলিত। ১৬ আনায় পূর্ণ ১; ২০ গণ্ডায় ১ আনা; ৪ কড়ায় ১ গণ্ডা; ৩ ক্রান্তিতে এক কড়া; ৩ দন্তিতে এক ক্রান্তি। দন্তির নীচে অন্য কোন নাম প্রচলিত নাই। এক দন্তি পূর্ণ পরিমাণের বা ১৬ আনায় ১১৫২০০ ভাগের এক ভাগ। দন্তির পর বাকী অংশটা একটা ভগ্নাংশে লেখান" হয়। কোন এষ্টেটের জন্য বাঙ্গালা দেশের কোন কালেক্টারির "ডি" রেজিষ্টার দেখিলে নিম্ন লিখিতরূপ দেখা যাইবে।—"অং তৌজি মহেশদপুর মালিক উমাপদ রায়—হিস্যা ২ আনা ৫ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি ১ $\frac{১১৪১৪৪}{২৬৭৬১১}$ দন্তি" অপর একটা এষ্টেটে পাওয়া যাইবে।——"অমুক তৌজি অমুক লোক ০ আনা ৬ গণ্ডা ২ কড়া ০ ক্রান্তি ২ $\frac{৪৮৪৪}{৭৮৪১৩১}$ দন্তি "এরূপ দেখা যাইবে।

শেষটায় একটা একান্ত ভগ্নাংশ অনেকস্থলেই থাকে। আমাদের প্রদত্ত উদাহারণের প্রথম তৌজিতে দন্তির ভগ্নাংশে সকল হিস্যাতেই ২৬৭৬১১ ভাজক এবং দ্বিতীয় তৌজিতে সকল হিস্যাতেই দন্তির ভগ্নাংশে ৭৮৪১৩১ ভাজক; সকল তৌজিতেই হিস্যাগুলির যোগফল ১৬ আনা বা পূর্ণ সংখ্যা ১ হওয়া চাই। বাঙ্গালার অবস্থা এইরূপ। যখন বাঙ্গালী অত বড় ভগ্নাংশেও ভয় পায় না তখন আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে দশমিক কেও কোন বাঙ্গালীই ভয় পাইবে না। এবং ভগ্নাংশগুলি বিদায় হইলেই বিশেষ তুষ্ট হইবে। ভারতবাসী কেহ মূর্খ নয়। উহারা একটু কুঁড়ে। সেই জন্য সকল নূতন ব্যবস্থাতে উপস্থিত একটু পরিশ্রম বাড়ার ভয়ে আপত্তি করে। "বুঝিতে পারিবে না বা গোলমাল করিয়া ফেলিবে" বলিয়া যে সকল আপত্তি তোলা হয় তাহা শতকরা ৯৯ স্থলে মৌখিক মাত্র এবং অন্তঃসার শূন্য।

বেহার অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরণে হিস্যা লেখার ব্যবস্থা আছে। বিহারে ২০ দামে এক আনা। সুতরাং দামটা বাঙ্গালার গণ্ডা। [কিন্তু গণ্ডার মেকদার কোন মুদ্রা না থাকায় এবং প্রচলিত-প্রায় পাইয়ের হিসাবে ১২র মধ্যে ৩ থাকায় উহাই গণ্ডা অপেক্ষা সর্ব্বত্র ব্যবহারে

সুসঙ্গত হইবে। বিভাজকে তিন থাকিলে পৌনঃপুনিক দশমিক কতকটা বাদ পড়ে। গণ্ডার ২০ তে সে কাজ করে না অথচ দশমিকও নয়।]

"মজঃফরপুরে" তিন রকম ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে।

(ক) ১৬ পায়সে = ১ রেন
২০ রেনে = ১ দান্ত
৩ দান্তে—১ক্রান্ত
৩ ক্রান্তে—১ কৌড়ি
৪ কৌড়িতে—১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায়—১ আনা

(খ) ১৬ কানওয়া = ১ রেউড়ি
২০ রেউড়ি = ১ কৌড়ি
২০ কৌড়ি = ১ বৌড়ি
২০ বৌড়ি = ১ কৌড়ি
২০ কৌড়ি = ১ দাম
২০ দাম = ১ আনা

(গ) ১৫ ডেসিমেল = ১ মসান্ত
২০ মসান্ত = ১ক্রান্ত
২০ ক্রান্ত = ১ পাই
১২ পাই = ১ আনা

উঃপঃ প্রদেশের গাজিপুর এবং বলিয়া জেলা হইতে "সাহাবাদে" যে সকল তৌজি ৮ গঙ্গার ধারা পরিবর্ত্তনের জন্ত আসিয়াছে তাহার কতক গুলিতে

৫৪ তিল = ১ জান।
৯ জান = ১ ক্রান্ত
১২ ক্রান্ত = ১ পাই
১২ পাই = ১ আনা

এবং অপর গুলিতে

২০ চেন = ১ টৈন
২০ টৈন = ১ ফেন
২০ ফেন = ১ রেন
২০ রেন = ১ দাম
২০ দাম = ১ আনা

"পাটনা" জিলায় দুই প্রকার ব্যবস্থা :—

(এক) ২০ তিল বালি = ১ তিল
২০ তিল = ১ রেউড়ি
২০ রেউড়ি = ১ কৌড়ি
২০ কৌড়ি = ১ বৌড়ি
২০ বৌড়ি = ১ কৌড়ি
২০ কৌড়ি = ১ দাম
২০ দাম = ১ আনা

(খ) ২০ বটকি = ১ বট
২০ বট = ১ বিশ মিল
২০ বিসমিল = ১ ডেসমিল
২০ ডেসমিল = ১ মসান্ত
২০ মসান্ত = ১ ক্রান্ত
২০ ক্রান্ত—১ পাই
১২ পাই = ১ আনা

কোথাও কোথাও রানকি ও রেন অথবা কটকি ও কট যথাক্রমে বটকির অথবা তিল বালির ভাগের জন্ত ব্যবহৃত আছে।

উড়িষ্যায় প্রচলিত আনা পাই, ক্রান্তি, বিস্‌ওয়া গণ্ডা ও রেণ।

এই সকল দেখিলে মনে হয় যে এত বিভিন্নতা এতকাল রাখা হইয়াছে কিরূপে? এ সকল কি যাইবার সময় কখনই হইবে না?

ত্রিহুতে যে বাঙ্গালার সহিত অনেক মিল তাহা উহার (ক) তালিকায় গণ্ডা, কৌড়ি, ক্রান্ত, ও দান্তে দেখা যায়। বিহারের অন্যত্র কড়ি, ক্রান্তি, দন্তির মূল্য অন্যরূপ। বাঙ্গালার মত নয়।

সাহাবাদ এবং পাটনা ইংরাজী ডেসিমিল বা দশমিক শব্দটী কোন গতিকে গ্রহণ করিয়াছিল—বলিয়া দেখা যায় কিন্তু উহার মূল্য কোথাও ১৫ কোথাও ২০ এবং আনার পরেই উহার স্থান নহে—অনেক পরে।

এখন বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীনে একজন ডাইরেক্টার অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস হইয়াছেন। জেলায় জেলায় অনর্থক এত প্রভেদ রাখা সঙ্গত নয়। বর্দ্ধমানের কমিশনার কার্সষ্টেয়ার্স সাহেব সাত বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্থানীয় জমিদার কাহারও কাহারও সহিত এ বিষয়ে তিনি কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। একটু সাবধানতা সহ ল্যাণ্ড রেকর্ডস আফিস হইতে তদন্ত করিয়া রেভিনিউ বোর্ডের মহামান্ত ম্যাক সাহেব এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করিলে এবং এক বৎসর বা দুই বৎসর পর হইতে সকল কলেক্টারিতে জমিদারীর হিস্তা সেই নূতন ধরণে লেখা আরম্ভ হইবে এরূপ প্রচার করিয়া দিলে তাহার মধ্যেই জমিদারগণ আপনাপন হিস্তা নূতন নিয়মে কিরূপ কি দাঁড়ায় দেখিয়া লইতে পারিবেন। ফলতঃ ঐরূপ ইস্তাহার দিলেই কাজের অর্দ্ধেক শেষ হইয়া যাইবে। সকলেই ঠিক ঠাক করিয়া লইয়া রাখিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ দেশের লোককে যত মূর্খ বলা বা ভাবা হয় তত মূর্খ তাহারা কেহই নয়। আমাদের মনে হয় যে এখন আর যখন কড়ির ও গণ্ডার প্রচলন কোথাও নাই এবং জমিদারী সংক্রান্ত সকলেই টাকা আনা পাই বুঝিয়া রাজস্ব দাখিল করিতেছেন তখন গণ্ডা কড়ি ক্রান্তি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়াই ভাল এবং আনা পাই এবং তাহার পরই দশমিক রাখাই ঠিক। ৬কাল্প মূর্খদিগের প্রবোধের জন্ত পাইয়ের নিয়ে ঐ দশমিকের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চমপদকে দশী, বা দশাংশ শতী, হাজারী, অযুতী ও লক্ষী নাম দিয়া প্রচলিত করিলে কাহারও বুঝিবার অসুবিধা হইবে না। দশমিকের পদের ঐরূপ নামই প্রকৃত। ওরূপ করিলে বিহারীদেরও অসুবিধা হইবে না। তখন সর্ব্বত্র লেখা হইবে অমুক তৌজি অমুক মহাল- অমুক নাম হিস্তা ১ আনা ২ পাই ১ দশী, ৩ শতা ৭ হাজারি বা ৪ অযুতি ৮ লক্ষী অথবা ১ আনা ২·১৩৭৪৮ পাই। এইরূপ লেখা সকল কালেক্‌টরিতে প্রচলিত হইলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইবে। দশমিকের ৫ম সংখ্যার পর ৬ষ্ঠ পদে যাহা বাকী থাকে তাহা যদি ৫ এর অধিক হয় তাহা হইলে দশমিকের পঞ্চম সংখ্যাতে এক বাড়াইয়া দেওয়া হইতে পারিবে; যদি ৫ এর কম হয় ত উহাকে শুধুই ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। সেজন্ত ক্ষতি হইবে না। মোট হিস্তাগুলির যোগে অবশ্য ১ হয় ইহার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি চাই।

এইরূপ করিলে হুগলীর নিলামী লিষ্টে কলিকাতা গেজেটে দেখিয়া দরভাঙ্গার মহারাজা বা পাটনার নবাবগণের জমিদারীর হিস্তা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। উঁহাদেরও জিলায় তখন ঐ হিসাবই প্রচলিত থাকিবে। যেমন সরকারী মনের ও গজের হিসাব দেশময় প্রচলিত হওয়া উচিত; যেমন সরকারী কায়থি অক্ষরে সমস্ত জেলারই হিন্দী পুস্তক ও ইস্তাহার ছাপা উচিত, সেইরূপ হিস্তা লেখার পদ্ধতি সকল জেলায় এক হওয়ার সময় আসিয়াছে। এক রাজ্যে একই বিষয়ে নানারূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা অকারণে রাখার অনেক অসুবিধা। এবং যে সুবিধার জন্ত এক রাজত্ব ভগবান সংঘটিত করিয়া দিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ রাখা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক গোষ্ঠীর, প্রত্যেক গ্রামের, প্রত্যেক পরগণার ব্যবস্থা এককালে বিভিন্ন ছিল, এখন প্রত্যেক জিলায় একরূপ হওয়ারও উপরে প্রত্যেক লাট সাহেবের অধীনস্থ ভাগে একরূপ এবং ক্রমশঃ সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যেও একরূপ হওয়ার সময় আসিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যে রৌপ্য মুদ্রার ওজন ও গঠন এবং মূল্য পৃথক ছিল। এখন আলওয়ারের টাকা ঠিক "কোম্পানির", অর্থাৎ ব্রিটিশ

রাজ্যের) টাকার ন্যায় চেহারায় ও মূল্যে এক হওয়ায় ছাপ বিষয়ক একটু আছে মাত্র কতটা সুবিধা। আমাদের মনে হয় যে যদি ১০০ সেন্টে টাকা এবং সেন্টে আধুলি ও ২৫ সেন্টে সিকি এদেশে প্রচলিত থাকিত সিংহলে টাকার চৌষট্টি ভাগ পয়সার পরিবর্ত্তে টাকার শতভাগ সেন্ট চলে) তাহা হইলে আনাটাও সহজে উঠাইয়া দিয়া এক প্রকার টাকার পরই দশমিক (ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়) ব্যবহৃত হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের যখন সে বিষয়ে পথ পরিস্কৃত করা নাই এবং টাকা আনায় হিসাব ভারতের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে তখন সর্ব্বত্র প্রচলিত টাকা, আনা, পাই এর পর দশমিক ব্যবহার করাই সুসঙ্গত বেহারে ক্ষেত্রমাপ ক্যাডষ্টাল সার্ভে) হইতেছে। এই উপলক্ষে জমিদারী থেওট লেখা উপলক্ষে এইরূপ হিসাব লেখার প্রথা প্রচলিত করা উচিত ছিল। এখনও করায় কোন ক্ষতি নাই।

আমরা শুনিয়াছি পাটনায় তৌজির ক্রমিক নম্বর গুলি ২০১২২ টা পরগণার অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ পরগণা এবং সেইজন্য বাইশটি ১নং তৌজি ঐ এক জিলায় ছিল। মহামান্য ম্যাক সাহেবের ব্যবস্থায় ঐ দোষ নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে। এখন এক মাত্র ক্রমিক নম্বর পাটনার তৌজিতে বসিয়া গিয়াছে। অথচ কাহার মহাল নম্বর ভুলে নিলাম হয় নাই। সকল জেলাতেই একই নিয়মে হিসাব লেখার ব্যবস্থা পাটনার এই কার্য্যের অপেক্ষা অনেক সহজ। মহামান্য ম্যাক সাহেবের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষিত হইলে কাজ ঠিক হইবে। যদি আনা, পাই ও দশমিক এবং বিহারীদিগের সুবোধ জন্য প্রস্তাবিত দশী, শতী, হাজারী, অযুতী লক্ষী, নিযুতী নাম সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক না হয় তিনি অন্যরূপ ঠিকানা করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বত্র একরূপ হওয়াই উচিত। যদি আনা পাই ছাড়াইয়া একেবারেই দশী, শতী, হাজারী নাম দিয়া (বা না দিয়া) বেহারী ও বাঙ্গালী উভয়কেই যেরূপে পারেন বুঝাইয়া প্রথম হইতেই দশমিক বসাইবার ব্যবস্থা [illegible] সাহেবের কল্যাণে প্রচলিত হয় তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। সকল প্রণালীর [illegible] দশমিকে পরিবর্ত্তনের জন্য এক [illegible] হিসাবের বই ছাপাইয়া কেরাণীদিগকে [illegible] আর অফিসের কার্য্য অসম্ভবরূপ বর্দ্ধিত [illegible]। জন কয়েক নূতন কেরাণী কয়েক মাসের জন্য লাগিবে মাত্র—কিন্তু একটা ভাল কাজ হইয়া যাইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন

পূর্ণিমা—বৈশাখ ১৩১৬—বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত। "ভারতের শিষ্টাচার" সুলিখিত প্রবন্ধ। অন্যত্র উদ্ধৃত করা গেল। "কাব্যে ইতিহাস" প্রবন্ধে চৈতন্য ভাগবত হইতে তখনকার বাঙ্গালী সমাজের অবস্থার আভাস দেওয়া হইতেছে। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ

২। অর্চ্চনা, ভাদ্র ১৩১৬। মাসিক পত্রখানি নিয়মিত বাহির হইতেছে। অন্যান্য অনেক অনেক মাসিক পত্রিকার ন্যায় পিছাইয়া পড়ে নাই।

৩। বসুধা—শ্রাবণ ১৩১৬। ১২নং ফকির চাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠ লিখিত একটি অদ্ভুত ক্ষুদ্রগল্প বারান্তরে উদ্ধৃত করা যাইবে। উহার প্রত্যেক শব্দের প্রথমে "ক" আছে। প্রেম ও ভালবাসা সুলিখিত।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ছোটলাট বাহাদুর গত ১লা সেপ্টেম্বর বুধবার রেলের ঘড়ির অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় স্পেশিয়াল ট্রেণে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গতকল্য অপরাহ্ণ একটা কুড়ি মিনিটের সময় দার্জ্জিলিঙ্গে পৌছিয়াছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী চীফ সেক্রেটারী এবং দুইজন এডিকং সঙ্গে গিয়াছেন।

আলিপুরের বোমার আপীলের মোকদ্দমার শুনানি এখনও হইতেছে। আপেলাণ্টদের তরফের কৌন্সিল মিঃ সি আর দাস তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী শ্রীইন্দ্র নাথ নন্দীর সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ এন এন ঘোষের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ ফণ্ডে ছোটলাট বাহাদুর স্যর এডোয়ার্ড বেকার একশত টাকা দান করিয়াছেন।

[যুক্ত প্রদেশ] আগরার আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মুর আই সি এস'কে তাঁহার পোষা কুকুরে কামড়াইয়াছে। কুকুরটা পলাইয়াছে তাহাকে পাওয়া যায় নাই। ক্ষেপিয়াছে কি না বুঝিবার জন্য তাহার অনুসন্ধান করা হইতেছে। সাহেব চিকিৎসার জন্য কসৌলী গিয়াছেন।

[রাজপুতানা] বুন্দির রাজা আপন রাজ্য মধ্যে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রজারা যেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি শূন্যতার পরিচয় প্রদানকারী লোক দিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকে। এবং রাজ্যমধ্যে যদি ঐরূপ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষী কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করান তাঁহার প্রজাগণ যেন নিজেদের কর্ত্তব্য মধ্যে মনে করেন।

[সাধারণ] পাটনা এবং ত্রিহুত বিভাগের জেলা সমূহে আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সব ডেপুটী কলেক্টর, ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস, চিকিৎসা, বন, পূর্ত্ত, কৃষি এবং সিভিল ভিটারিনারী, বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় ষান্মাসিক বিভাগীয় পরীক্ষা আগামী ৪ঠা অক্টোবর সোমবার হইতে আরম্ভ হইয়া দুই দিন কাল হইবে। প্রত্যহ বেলা ১১ টার সময় পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পরীক্ষার স্থান—বাঁকীপুর, পাটনা বিভাগের কমিশনরের আফিস।

ভগলপুর বিভাগে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের আগামী ষান্মাসিক বিভাগীয় পরীক্ষা আগামী ৪ঠা অক্টোবর সোমবার হইতে আরম্ভ হইয়া দুই দিন কাল হইবে। প্রত্যহ পরীক্ষা বেলা ১১ টার সময় আরম্ভ হইবে। পরীক্ষার স্থান—ভগলপুর টীমন মেমোরিয়াল হল।

অগ্নিপরীক্ষা—গত চৈত্র সংক্রান্তি দিবস ঢাকার শ্রীযুক্ত ডাক্তার তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিদেশীয় ও দেশীয় বহু ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে ১০ হাত দীর্ঘ, ২ হাত প্র[illegible] ও অর্দ্ধহস্ত গভীর একটী কুণ্ড মধ্যে বার মণ কাঠ দগ্ধ করিয়া অঙ্গার হইলে নগ্নপদে একবার এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আর বার কুণ্ড পার হইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ৮ কলী ধামে মাদ্রাজী সাধুগণ ভজন বাড়ীতে এইরূপ করিয়াছেন। ঐ অগ্নিতত্ত্বে শুধু সাধুরা নহেন সাধারণ লোকেও অগ্নির উপর বিচরণ করিতে পারে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—পাটনার ডেঃ ম্যাঃ বাবু জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সিং পাটনা সিটি মহকুমার ভার পাইলেন। ২৫

[illegible] ডেঃ মাঃ বাবু নন্দলাল বাগচি সিয়ালদহে [illegible]। ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ ভিন্সেন্ট [illegible] ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। মুরসি- [illegible] মাঃ বাবু রামসদন ভট্টাচার্য্য উক্ত [illegible] হইলেন। চম্পারণের মাঃ মিঃ [illegible]র কমিঃ হইলেন। চম্পারণের [illegible] হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীর উক্ত জেলার [illegible]। বাবু জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. লালা [illegible] এবং বাবু নন্দলাল সিং ৮ম শ্রেণীর ডেঃ [illegible] যথাক্রমে হাওড়া. বীরভূম ও ২৪ পরগ- [illegible] হইলেন। লেপ্টেনেণ্ট ক্লিণ্ট দানাপুরের [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত বাবু [illegible] পাটনা বিভাগে স্থাপিত হইলেন। [illegible]র প্রোটেম ডেঃ মাঃ মৌলবী সৈয়দ [illegible] আলি কটকের সদরে বদলী হইলেন। [illegible] আই সি এস ২য় শ্রেণীর জঃ মাঃ হই- [illegible] পাটনার প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ শঙ্কর [illegible] ৬ সপ্তাহের, সিয়ালদহের ডেঃ মাঃ [illegible] ঘোষ ৬ মাসের, ২৪ পরগণার ডিঃ [illegible] জজ মিঃ রো ৪০ দিনের, মুরসিদাবাদের [illegible] ফাক্স ৩৯ দিনের, ত্রিহুত বিভাগের [illegible]রার সি এস আই ১ মাসের, মুঙ্গে- [illegible] ডেঃ মাঃ মিঃ আলফ্রেড বসু ১ মাসের, মান- [illegible] প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ স্কুপ ১ বৎসরের, মিঃ [illegible] আই সি এস ৭ মাস ১৬ দিনের ছুটী [illegible]

বিচার—হুগলীর প্রোটেম মুঃ বাবু শিশির [illegible] সম্বলপুর মুঃ হইয়া আপাততঃ [illegible] কার্য্য করিবেন। হুগলীর সবজজ বাবু [illegible]নাথ মিত্র ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী পাই- [illegible]ন।

[illegible]দহের প্রোটেম সব ডেঃ কঃ বাবু রাজেন্দ্র [illegible] যশোহরের সদরে বদলী হইলেন। [illegible] ডেঃ কঃ মিঃ পাটুয়েল ৫ম শ্রেণীর সব [illegible] হাওড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন।

[illegible]—বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের সহ- [illegible] বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ৬ মাসের [illegible]ন।

[illegible]ধর বিএ জঙ্গলপুর জেলা স্কুলের [illegible] শিক্ষক হইলেন। বাবু ইন্দুভূষণ রায় [illegible] জেলা স্কুলের শিক্ষক এবং বাবু [illegible]দানন্দ পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের শিক্ষক [illegible] মজঃফরপুর জেলা স্কুলের শিঃ বাবু [illegible] ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী পাই- [illegible] সুরেশ নারায়ণ বিএ মজঃফরপুর জেলা স্কুলের শিঃ হইলেন; বাবু নন্দকিশোর লাল পাটনার সব ইনঃ পাকা হইলেন। বাঁকুড়ার সব ইনঃ বাবু পরেশনাথ বসু হুগলীর সব ইনঃ হইলেন। মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব বিএ এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে বাঁকুড়ার সব ইনঃ হইলেন। উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিঃ বাবু মনোমোহন চৌধুরী মেদিনীপুরের সব ইনঃ হইলেন। বাবু গোপালচন্দ্র আচার্য্য ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। হুগলী মাদ্রাসার শিঃ মৌঃ আবুল ফজলে অধস্তন শিক্ষা সার্ভিসের অন্তর্গত হইলেন। হাওড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। হিন্দু কলের শিক্ষানবীশ শিঃ বাবু বিপিনবিহারী রায় এম এ ৬ মাসের ছুটী পাইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

বিচার—মুন্সীগঞ্জের মুঃ বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দত্ত বিএ ৬ মাসের শিক্ষানবীশীতে সেরপুর হাই স্কুলের শিক্ষক হইলেন। বাবু রমণীমোহনচন্দ্র বিএ ফরিদপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক হইলেন। মুং খাতেমন্নেশা ৬ মাসের শিক্ষানবীশীতে ঢাকা মুসলমান জেনানা হোমের গবর্ণেশ হইলেন। বরিশাল জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু জানকীনাথ দাস বিএ ১ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু কুলদাচরণ রায় চৌধুরী বিএ বরিশাল জেলা স্কুলের শিঃ হইলেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিঃ বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বিএ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু মাখন লাল গাঙ্গুলী বিএ ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিঃ হইলেন। ঢাকা মাদ্রাসার সহকারী হেঃ মাঃ মৌঃ কাজি ইমদাদুল হক বিএ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

প্রিলিমিনারি আইন পরীক্ষার ফল ১৯০৯ সাল।

[বর্ত্তমান বর্ষের জুলাই মাসে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়।]

১ম বিভাগ—বর্ণমালানুসারে

আবদুল মাজিদ সিটি কঃ, বন্দ্যো কৃষ্ণমোহন রিপণ বিশ্বাস চারুচন্দ্র ঐ, চন্দ্র প্রবোধ ঐ, চট্টো অমিয়রঞ্জন মেট্রো, দে প্রভাস রিপণ, মজুমদার যোগেন্দ্র ঐ, মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম ঐ, রায় মৃগাঙ্ক মেট্রো, রবীন্দ্রনাথ রিপণ, সেনগুপ্ত প্রতাপ ঐ,

২য় বিভাগ—বর্ণমালানুসারে

অধিকারী—বসন্ত সিটি, হেমাঙ্গ রিপণ,
আদিত্য উমেশ রিপণ,
আখোরী হালধস্ত সহায় ঐ,
আনন্দ গণেশ কার্ণিক মরিস,
বাগচি নিনরেন্দ্র রিপণ, রমেশ মেট্রো

বন্দ্যোপাধ্যায়—অঘোর রিপণ, অমূল্য ঐ, অনন্ত দাস মেট্রো, অনন্তনাথ রিপন, অনুপম সিটি, অতুল কৃষ্ণ রিপণ, অতুলধন ঐ, বামাপদ ঐ, বিশ্বেশ্বর ঐ, গিরীশচন্দ্র সিটি, গোপাল চন্দ্র ঐ, গুরুদাস রিপণ হরিপদ ঐ, যতীন্দ্র ঐ, কৃষ্ণধন ঐ, ললিতমোহন ঐ মৃগেন্দ্র ঐ, ননীগোপাল ঐ, নারায়ণচন্দ্র ঐ, ফণীন্দ্র ভূষণ ঐ, রামতোষ মেট্রো, সুরেন্দ্র ঢাকা, তিনকড়ি মেট্রো;

বর্দ্ধণ সতীশ মেট্রো; বসাক রাধাবিনোদ রিপণ;

বসু—অনিল প্রকাশ রিপণ; অন্নদাকান্ত মেট্রো; অতুলচন্দ্র মেদিনীপুর; বরদাকান্ত রিপণ; গোবিন্দ প্রসাদ রাভেন্স, ইন্দুশেখর রিপণ; যামিনী মোহন ঐ; জিতেন্দ্রিয় নাথ মেট্রো, যোগেশচন্দ্র সিটি; করালীচরণ রিপণ, খগেন্দ্র কৃষ্ণ মেট্রো; কিরণ চন্দ্র রিপণ, নরেশচন্দ্র ঐ, প্রভাত চন্দ্র মেট্রো; প্রমথ নাথ রিপণ, প্রফুল্ল মেট্রো; প্রিয়নাথ ঢাকা; পুলিন চন্দ্র রিপণ, রমাপ্রসাদ মেট্রো; সহায় রাম রিপণ; শরচ্চন্দ্র ঐ; সতীশচন্দ্র ১ ঐ।

ভাদুড়ী বঙ্কবিহারী মেট্রো, পঞ্চানন ঐ.

ভট্টাচার্য্য—বিনয় কুমার রিপণ; হরিহর ঐ; যোগেশ ঢাকা; কামিনী নাথ রিপণ, পঞ্চানন ঐ. উমেশ চন্দ্র সিটি; ভৌমিক সুরেশ মোহন রিপণ,

বিশ্বাস—যতীন্দ্র বঙ্গবাসী, জিতেন্দ্র রিপণ; শরচ্চন্দ্র ঐ. সুরেন্দ্র ঐ, চাকী চন্দ্রমাধব ঐ;

চক্রবর্ত্তী—আশুতোষ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কঃ; দেবেন্দ্রকুমার মেট্রো ইনঃ, যদুলাল রিপণ; জানকী নাথ ঐ; জ্যোতিশ্চন্দ্র মেট্রো, কৈলাস বি এম ইনঃ, কালীকিঙ্কর রিপণ; ক্ষেত্র মোহন ঐ ক্ষীরোদ নাথ মেদিনীপুর; ক্ষিতীশ চন্দ্র ঐ; কুমুদকান্ত রিপণ; প্রকাশ চন্দ্র ঐ, প্রমথ নাথ মেট্রো; প্রফুল্ল চন্দ্র রিপণ, সতীশচন্দ্র বি এম ইনঃ; শ্রীশচন্দ্র রিপণ; সুরেশচন্দ্র ১ ঐ, তুলসীদাস মেট্রো;

চন্দ্র—নগেন্দ্রনাথ মেট্রো; তারিণী মোহন ঐ; চন্দ্র চারুচন্দ্র রিপণ,

চট্টোপাধ্যায়—অরুণ প্রসাদ রিপণ; গিরীন্দ্র কুমার ঐ, গোবিন্দ চন্দ্র বঙ্গবাসী, হরিমোহন মেট্রো; যুগলকিশোর ঐ; কিরণধন রিপণ, কৃষ্ণলাল ঐ, কৃষ্ণনাথ মেট্রো, মণীন্দ্র নাথ সিটি, নগেন্দ্র ঐ, নলিনী মোহন রিপণ, প্যারীমোহন ঐ, শৈলেন্দ্রনাথ ঐ, শরচ্চন্দ্র ঐ সুরেন্দ্র ঐ, সুরেশচন্দ্র

সিটি, তিনকড়ি রিপণ উমাপতি ঐ। চৌধুরী—বগলাচরণ মেট্রো, জলধর বি এস ইনঃ, জ্ঞানেন্দ্র রিপণ, নগেন্দ্র ঐ; রাজেন্দ্র ঐ।

দাস বৈকুণ্ঠ ঢাকা, হরিশ রিপণ, হেমেন্দ্র ঐ, জগবন্ধু সিটি, যুগলকিশোর রিপণ, কৃষ্ণ কিশোর ঐ, মণীন্দ্রনাথ, মেদিনীপুর, মুরলীধর রিপণ, নন্দলাল ঐ, রজনীকান্ত সিটি রসিক লাল ঐ, সতীশ চন্দ্র মেদিনীপুর, সুরেন্দ্র রিপণ,

দাসগুপ্ত অনাথবন্ধু ঢাকা বিনোদ লাল মেট্রো, যতীন্দ্র রিপণ নরেন্দ্র ঐ, প্রমথ ঐ, শচীন্দ্র ঐ, সুরেশ ঐ, উপেন্দ্র বঙ্গবাসী, দত্ত ভোলানাথ রিপণ, বিজয়কৃষ্ণ ঐ, দেবেন্দ্র মেট্রো, ধর্ম্মদাস রিপণ, ধীরেন্দ্র ঐ, দীনেশ ঐ, দ্বারকানাথ ঐ, হেমচন্দ্র সিটি, হৃষীকেশ রিপণ, জিতেন্দ্র ঐ, জ্ঞানেন্দ্র ঐ, যতীন্দ্র সিটি, যতীন্দ্র রিপণ, নন্দলাল মেট্রো, রজনী রিপণ, রেবতী ঐ, শক্তিপদ ঐ, সতীশচন্দ্র মেট্রো, সুরেন্দ্র রিপণ, বিনোদ বিহারী ঐ, চণ্ডীচরণ মেট্রো, দেবেন্দ্র রিপণ, যোগীন্দ্র কুমার ঐ, মোহিনীমোহন ঢাকা, ননীলাল রিপণ, রজনীকান্ত ঐ, শৈলেশ্বর মেট্রো, সন্তোষ রিপণ।

দেব অনিল মেট্রো, রবীন্দ্র রিপণ, দেব গোপাল রামচন্দ্র মেদিনীপুর, দুর্গাপ্রসাদ রিপণ, দুর্গাপ্রসাদ বি এল কঃ।

গঙ্গোপাধ্যায় অভিলাষ রিপণ, হীরেন্দ্র ঐ, ক্ষিতীশ ঐ, মদন মোহন ঐ নগেন্দ্র ঐ, ফণীন্দ্র বঙ্গবাসী সনৎকুমার রিপণ।

ঘটক নিশানাথ রিপণ, সত্যপ্রসাদ ঐ।

ঘোষ অক্ষয়কুমার ১, বৈকুণ্ঠনাথ কুচবেহার ভিক্ট, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বঙ্গবাসী, ভূপেন্দ্র কুমার রিপণ, দেবেন্দ্রনাথ মেট্রো; হরিদাস রিপণ, হেমাঙ্গ ঐ, যামিনীজীবন ঐ, যতীনাথ ঐ, যতীন্দ্রমোহন ১ ঐ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ রিপণ জ্যোতিশ্চন্দ্র রাভেন্স, করুণাময় রিপণ, খড়্গসিংহ ঐ; মহাতাপচন্দ্র ঐ, মণীন্দ্র ভূষণ মেট্রো, নলিনীনাথ রিপণ, নির্ম্মলচন্দ্র বি এল কঃ, পান্নালাল রিপণ, প্যারীচন্দ্র ঐ প্রকাশচন্দ্র ১ ঐ, রমণীমোহন টি এন জুবি, সতীশচন্দ্র সিটি, সতীশচন্দ্র ১ রিপণ, সতীশচন্দ্র ২ ঐ, সন্তোষনাথ ঐ, শিশিরকুমার ঐ, শ্রীমন্তলাল বঙ্গবাসী।

ঘোষাল শরচ্চন্দ্র মেট্রো, ঘোষ লস্কর শ্রীশ সিটী, গোহাইন মহেন্দ্র মেট্রো, গোস্বামী বৃন্দাবন রিপণ, রমণীমোহন ঐ,

গুহ অমূল্য কুমার মেট্রো, বীরেন্দ্রনাথ রিপণ, ব্রজেন্দ্র ঢাকা, করুণা ঐ, কিরণচন্দ্র বি এম ইনঃ, শচীন্দ্র সিটি, গুহ ঠাকুরতা চন্দ্রকান্ত ঢাকা, গুই হেমচন্দ্র মেট্রো।

গুপ্ত অমৃতলাল রিপণ, গিরিজাশঙ্কর ঐ, হরিপ্রসাদ ঐ, যামিনীকুমার সিটি, মুরহর ঢাকা, সৌরীন্দ্রকুমার রিপণ।

হাজরা জানকীরাম ঐ, হালদার তিনকড়ি মেট্রো, হর্ষ নারায়ণ বি এল কঃ। বহুনাথ সহায় রিপণ, জগন্নাথ প্রসাদ ঐ।

কর নলিনীকান্ত ঐ, সীতেশচন্দ্র ঐ।

কেশব বলবন্ত বিদবাই মল্লিক, খলিলুর রহমন পাটনা, কুমার দেবেন্দ্র রিপণ, কুণ্ডু পদ্মানন্দ ঐ, লাহিড়ী ভবতারণ ঐ, শরচ্চন্দ্র ঐ, সুরেশচন্দ্র ঐ, তারাচরণ রাজসাহী।

লস্কর ভবসিন্ধু সিটি, বিপিনচন্দ্র রিপণ।

মহম্মদ সেলামুল হক বি এম কঃ

মৈত্র যোগেন্দ্র লাল রিপণ, ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ।

মজুমদার ভুবন মোহন ঐ, হরিরঞ্জন ঐ, জিতেন্দ্রচন্দ্র মেট্রো, পরেশনাথ ঢাকা, সুরেশ মেট্রো।

মল্লিক—বঙ্কিম চরণ রিপণ, পঙ্কজকুমার ঐ।

মণ্ডল—ভূতনাথ ঐ, দেবেন্দ্রনাথ হুগলী

মিত্র—অবিনাশ রিপণ, গিরীন্দ্র বি এল কঃ অমূল্য মেট্রো, আশুতোষ রিপণ, দেবেন্দ্র ঐ, দেবেন্দ্র মেট্রো, দ্বিজেন্দ্র ঐ, হরলাল রিপণ; জ্যোতিশ্চন্দ্র মেট্রো, কালীপদ রিপণ, কল্যাণকুমার ঢাকা, লক্ষ্মীনারায়ণ মেট্রো, মণীন্দ্রনাথ রিপণ, মন্মথনাথ মেদিনীপুর, মন্মথনাথ রিপণ, মনোমোহন ঢাকা, নলিনচন্দ্র রিপণ, ফণিভূষণ মেট্রো, প্রকাশচন্দ্র রিপণ রাজেন্দ্রলাল মেট্রো সুরেন্দ্র রিপণ, তারিণী প্রসাদ ঐ।

মোদক তারকনাথ মেট্রো। মহম্মদ আবুল আহসান সিটি, মহম্মদ আবদুল ঘনি বি এল কঃ।

মুখোপাধ্যায়—অমরেন্দ্র রিপণ, অনুকূল মেদিনীপুর, অর্দ্ধেন্দু রিপণ, চিন্তাহরণ বি এম ইনঃ দেবেন্দ্র রিপণ, যদুনাথ টি এন জুবিলি, যতীন্দ্রনাথ রিপণ, জ্ঞানচন্দ্র ঐ, কালীপদ ঐ, কেশবচন্দ্র ১ ঐ, কিরণ চন্দ্র ঐ, লাবণ্য লাল ঐ, লালমোহন মেট্রো, নরেন্দ্রনাথ ঐ, নীরদচন্দ্র রিপণ, নির্ম্মলাকান্ত টি এন জুবিঃ, পঞ্চানন রিপণ, পরেশনাথ ঐ, প্রবোধ গোপাল ঐ, রামচন্দ্র ঐ, রামদেব বি এল কঃ, শচীন্দ্রনাথ রিপণ, সমরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর, সতীন্দ্র নাথ রিপণ, উমানাথন মেট্রো।

নাগ রমণীকান্ত রিপণ, নাহা রাজেন্দ্রকুমার ঢাকা, নন্দকুমার লাল পাটনা।

নন্দী—ভবানীপ্রসাদ মেট্রো, সতীশচন্দ্র টি এন জুবি।

নিয়োগী—ক্ষিতীশ রিপণ,

পাইন মহেন্দ্র নাথ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ,

পাল—ক্ষিতীশচন্দ্র রিপণ, নারাণচন্দ্র ঐ, প্রভাসচন্দ্র ঐ, রাধারমণ ঢাকা, রজনীকুমার রিপণ, রাখালদাস মেট্রো।

পালিত সুরেন্দ্রনাথ রিপণ, পাণ্ডা বামদেবেন্দ্র নাথ ঐ, পট্টনায়ক রামকৃষ্ণ রাভেন্স, পরমেশ্বরী দয়াল বি এল কঃ, কেরামৎ তাহিদ ঐ; রাধিকা প্রসাদ টি এন জুবিঃ, রঘুনন্দন প্রসাদ ১ বি এল কঃ; রাজেশ্বরী প্রসাদ রিপণ, রামচন্দ্র বি এল কঃ।

রায়—অমূল্য মোহন ঢাকা, অন্নদাকান্ত সিটি, অরুণকুমার রিপণ; অতুলকৃষ্ণ ঐ, ভবেশচন্দ্র ঐ, দুর্গাপদ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ গৌরহরি মেট্রো, গিরিজাপ্রসন্ন ঐ, গোবিন্দ প্রসাদ রিপণ, হেমন্তকুমার ১ ঐ, হেমচন্দ্র ২ ঐ, যদুনাথ ঐ কেদার নাথ কুচবেহার ভিক্ট, লাবণ্য মোহন ঢাকা কঃ ললিতমোহন রিপণ কঃ, নগেন্দ্র কিশোর মেট্রো ইনঃ নেপালচন্দ্র সিটি, নীরদবন্ধু রিপণ নীরদ চন্দ্র ঐ নিরঞ্জন মেট্রো, পূর্ণচন্দ্র রিপণ রামানন্দ ঐ শরচ্চন্দ্র ঐ শশিলাল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, সুবোধ চন্দ্র রিপণ, সুধীরচন্দ্র ঐ সুরেন্দ্র টি এন জুবি, তুলসীদাস মেট্রো, ইনঃ, উপেন্দ্রকুমার রিপণ, উপেন্দ্র নাথ ঐ।

রায় চৌধুরী অনুকূল মাধব ঐ যতীন্দ্র ঐ জয়হরি ঐ যোগেশচন্দ্র মেট্রো জ্যোতির্ম্ময় রিপণ, মৃত্যুঞ্জয় ঐ, ফণীন্দ্রনাথ ঐ, সর্ব্ববিজয় ঐ রায়-মৌলিক নিবারণচন্দ্র রিপণ

সাহা গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা

সামন্ত ত্রিকনচন্দ্র সিটি, হরিকিঙ্কর রিপণ, ননীগোপাল ঐ।

সান্যাল নীরদভূষণ রিপণ

সরকার—অবিনাশ রিপণ আশুতোষ মেট্রো, ভূদেব চন্দ্র বঙ্গবাসী, যামিনী মোহন মেট্রো, কালিদাস রিপণ, রবীন্দ্র সিটি

শর্ম্মা—রামকুমার মেট্রো ইনঃ, সাতলাপ্র রিপণ

সেন অবিনাশচন্দ্র রিপণ, বিজয়ানন্দ ঐ, চারুচন্দ্র ঐ ধীরেন্দ্রনাথ ঐ, জিতেন্দ্রনাথ ১ ঐ, মনিমোহন ঐ, নগেন্দ্রলাল ঢাকা কঃ, নরেন্দ্রনাথ মেট্রো ইনঃ নেপালচন্দ্র রিপণ পরেশচন্দ্র ঐ, পূর্ণচন্দ্র সিটি, শরচ্চন্দ্র রিপণ সতীশচন্দ্র ঐ সীতেশচন্দ্র ঐ, সুরেশ চন্দ্র ঐ, তারকমোহন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ

সেনগুপ্ত—বিনোদবিহারী রিপণ ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ ঐ, হেমেন্দ্রনাথ ঐ, রমেশচন্দ্র ঐ।

শিরোমর দয়াল মেট্রো ইনঃ শীল নিমাইচাঁদ রিপণ, সিংহ পশুপতিকুমার বি এল কঃ সোম হরিমোহন রিপণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মেট্রো ইনঃ, স্বামীনাথ বাসুদেব রেঙ্গুন সৈয়দ মেশিম আলি রিপণ, সৈয়দ রফিক আহম্মদ সিটি, তালুকদার রমেশচন্দ্র রাজসাহী বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা বি এল কঃ, বিধুকান্ত ঝা ঐ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বি ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৯০৯

১ম বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে

...চার্য্য শ্রীচরণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কং ক,
রম্ব ...ঙ্কনাথ ঐ।

২য় বিভাগ—পারদর্শিতানুসারে:

বসু বীরেন্দ্রনাথ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং ক ...
দে হরিপদ ঐ. লাহিড়ী জ্যোতিষচন্দ্র ঐ, ...
সতীশচন্দ্র অ।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এম এ পরীক্ষায় উ র্ণ

হইয়াছেন ১৯০৯

ইংরাজী গ্রুপ (২য় শ্রেণী)

দে বীরেন্দ্রকুমার নন-কলিজিয়েট ষ্টুডেণ্ট

৩য় শ্রেণী

বাড়া অন্নদাচরণ নন-কলিজিয়েট ষ্টুডেণ্ট

ইংরাজী (গ্রুপ বি)—২য় শ্রেণী

চট্টোপাধ্যায় প্রিয়নাথ ননকলিজিয়েটষ্টুডে ট

৩য় শ্রেণী

রায় কিরণনাথ ননকলিজিয়েটষ্টুডেণ্ট

মিশ্র গণিত

১ম শ্রেণী—পারদর্শিতানুসারে

মুখোপাধ্যায় কান্তিচন্দ্র স্কটিস্ চর্চ্চ

দাস বসন্তকুমার ঐ

মিশ্রগণিত—২য় শ্রেণী

বাগ্‌চি হরিদাস ননকলিজিয়েটষ্টুডেণ্ট

রসায়ন—২য় শ্রেণী

সেন সূর্য্যনারায়ণ ননকলিজিয়েটষ্টুডেণ্ট

শিক্ষাসংক্রান্ত।

সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের ১৯০৯ সালের ২৫এ জুলাই তারিখের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আগামী ইং ১৯১০ সাল হইতে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা নিম্নলিখিত চারিটী কেন্দ্রে মাত্র গৃহীত হইবে। অন্যত্র গৃহীত হইবে না ইতি—১। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। ২। ঢাকা ট্রেণিং স্কুল। ৩। জগন্নাথ সমিতি পুরী। ৪ বিহার সংস্কৃত সঞ্জীবন, বাঁকীপুর।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই ...বেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা ...বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে ...শ্রেণী পর্য্যন্ত কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে স্ত্রিণ ক্লাইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বোর্ড খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা স্লিপ ক্লাইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

Two graduates, one strong in English and the other in Mathematics on Rs 50 to 60 per month according to qualifications for the Routhbhog H E school. Must stick to their respective posts at least for a year.

A graduate Asst. Hd master for the Kotalpore H E school strong in English and Mathematics, on Rs 40—per month, according to qualification. Apply to the Hd master. Kotalpore H E school, Dt. Baukura.

An F A Hd master for the Panit r M E school on Rs 16 per mensem with future prospect. Boarding and lodging free. Preference to those who are by caste, Brahmins or Kayasthas. Apply to K B Mukerjee. Itiuda p. Sub Dn. Basirhat Dt. (24 Pargs).

An additional English teacher for the Itachona Sreenarayan Institution on a salary of Rs 15 rising to Rs 2. per month. He will get an allowance of Rupees 5 per month provided he takes charge of the Boarding house. Apply sharp stating age caste and Educational qualification in detail, to Babu Promotho Nath Sen, Secretary po Itachona, Hugli.

An A course B A, Hd master, an B course B A, second master, for the Rowile High school, Dacca, on Rs 50 and 40 respectively. Board and lodge free on tuition. One year's undertaking required.

For the Khardaha M E school Dt. 24 Prergs an F A Hd master, Pay Rs 25 per month.

An F A teacher for a Mofussil H E school in 24 Pergs, (not far from Calcutta) on Rs 22 to 25 a month with free lodging and medical treatment. Apply personally or by letter with testimonials to the Superintendent. Town school 62 Shampooker st. Calcutta.

An F A English teacher for the Chatra M E school (Serampore po) Rs 20 per month to begin with (private tuition available). The pay is likely to be increased after three months.

A B course graduate on Rs 60 rising to Rs 60 on approved service for the Sahebganj E I R aided H E school. There is a Boarding attached to the school.

An F A senior teacher for the Dasghara High school, Dt Hooghly on Rs 25 per month, with free board and free quarters on the condition ...

po.

A Hd Pandit Normal strong in Bengali for the Rayerkaty M E school on Rs 16 per month. Lodging and Boarding free. Po. Rayerkaty Backergung.

An F A Hd master for the Sukanpooker M E school on 30 per month increasing to 35. Lodging free Boarding free on private tuition p Sukanpooker, Dt Bogra.

A B course B A for the Rowil High school on Rs 45 besides free board and lodging on tuition. P Royail, Dt Dacca.

A B course graduate or B Sc. 2nd master for the Maulvi-Bzar aided High school, Dt Sythet on Rs 65 a month. The selected candidate shall have to join at once, and must stick to post at least for two years. B L candidates need not apply. Apply before 15th September.

On a monthly salary of Rs 50 a graduate strong in Mathematics with teaching experience to serve as 2nd master for the Saktipur Kumar Mohim Chandra Institution (patronised by His Highness the Maharaja of Cossimbazar). The school is just on the Bhagirathi three miles from the Rajinagor Station E B S (Murshidabad Line). The place is healthy and has a subpost office and a grand bazar. Living cheap. Apply to the Hd

An F A Hd master for the Dariapur M E school (Nadia) on Rs 25 per-mensem. Board and lodging free on private tuition. Must stick to the post for at least two years. Dariapur po. Dt. Nadia E B S R.

A graduate assistant Hd master strong in English and Mathematics, for the Sonargaon G R Institution (po. Aminpur, Dacca) on Rs 50 a month with prospect of increment on approved service

For the Amta H E school, po Amta Dt Howrah, a graduate either strong in English or in Mathematics, on Rs 45 per month. 2. A plucked B A either strong in English or in Mathematics on of Rs 27 per month rising to Rs 30 from November 1909.

A English knowing Kavyathirtha Hd Pandit on Rs 25 a month for the Narina Bagbati H E school, po. Baghati via Serajgange.

A graduate for the Chapra Collegiate school. Terms Rs 40 to 50 according to qualifications.

For the Kotechandpur H E school a plucked F A teacher on Rs 20. Apply to the Hd master.

An Entrance passed teacher except Brahmin for Patdaha Gangadhor Institution on Rs 10 per mensem with free board and lodging. Apply to Babu Dwarka Nath Burmon Patdaha Sorisha po Dt. 24 pergs.

An F A Hd master for Kamalpur M E School, on Rs 22 a month. Boarding, and monthly Rs 4 on tuition. S B Chatterjee, Khamargachi po (Hughli) 17.9.09.

A B course graduate or a graduate competent to teach Mathematics up to the Matriculation standard and an under graduate strong in English for the Mahamuni A P Institution on Rs 50 and Rs 25 respectively. Must stick to the post for two years. Apply to the Hd master, Mahamuni A P Inst, po Mahamuni, Dt. Chittagong.

A B course or an A course graduate competent to teach Matriculation Mathematics for the post of the Asst. Hd master, Nasigram H E school, po. Nasigram Burdwan, on Rs 40—45 according to qualifications. Boarding house attached and tuition availble Apply to Babu Prabodh Chandra De, Hd master.

Notice

The Inspector General of Police, lower provinces, is prepared to receive applications for appointmante as Sub Inspectors of Police from young men of respectable parentage who have passed the Entrance or Matriculation Examination of an Indian University or the Final "B" or "C" class examination of a Zillah or High school. He must have a fluent knowledge of English. Preference will be given to graduates and under-graduates and to natives of a Commissioner's Division in filling up the appointments alloted to each. A limited number of applicants who have obtained the B L degree will be appointed to a higher grade, and, if they subsequently give proof of special aptitude for conducting prosecutions, may look for special promotion to the post of Court Inspector.

No person will be deemed qualified who does not satisfy the following conditions:—

I—That he has no disease, constitutional affection or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him, for Police duties, and that he is not less than 3 feet 8 inches round the chest.

II—(Note—"Stuttering or stammering" is a constitutinoal defect, and reprcsents a physical disqualification).

II—That he is of good moral character.

III—That he belongs to a respectable family and is of good social standing.

IV. That he will be over 21 and under 25 years of age on Ist January 1910.

Printed forms of applications are obtainable in the office of the Superintendent of Police, Hooghly. Applications must reach the office of the Superintendent of Police, Hooghly, not later than the 20th September, 1909.

Selected candidates will undergo a 42 week's course of instruction commencing from 2nd January, 1910, at the Police Training College. This course will include drill, riding, gymnastics, instruction in taking finger prints and Police Portraits, elementary surveying and training in conducting prosecutions in Magistrates' Courts and in other practical duties of an investigating officer,

At the end of 42 weeks, candidates obtaining a certificate of proficiency will be posted to districts as probationars for two years. If at the end of that period, they are pronounced competent and fit, they will be confirmed as Sub Inspectors. During the period of instruction they will be subject to the rules and regulations of the Training College, and will receive Rs 25 a month as salary. On being passed out of the Training College, they will receive the full salary of the grade to which they are appointed. The position of selected candidates in the Range lists from which promotions are made will be determined by the places obtained at the Final Examination held at the conclusion of the training College term.

The nomination rolls of candidates rejected by the District committee, the Deputy Inspector General, or the Inspector General, will not be returned to them.

Sd. John. V. Ryan B. A. Bar-at-law, L. L. D. Superintendent of Police, Hooghly.

দেবীনগর মইং স্কুলে একজন সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১০৲ টাকা ও খাওয়া। পোঃ দেবীনগর জেলা ঢাকা।

২নং রহিমাপুর উঃপ্রাঃ স্কুলে মধ্য পাশ প্রধান শিক্ষক ও উঃপ্রাঃ পাশ দ্বিতীয় শিক্ষক বেতন যথাক্রমে ৮৲ ও ৬৲ এবং খাওয়া। [illegible] সরকার পোঃ [illegible] রহিমাপুর. রংপুর।

মালদহ জিলার অধীন মথুরাপুর মইং স্কুলে নর্ম্যাল পাশ হিন্দু, [illegible] জানা হেঃ পঃ বেতন ১৬৲ টাকা ও খাওয়া পোঃ মথুরাপুর, জেলা মালদহ।

রুদ্রপুর উঃ ইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ট্রেণিং পণ্ডিত। বেতন ১২ ও ১৫৲ টাকা ও আবা।

একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ও নূতন শিক্ষা- তে উত্তীর্ণ হেঃ পঃ। ও এফ, এ, ফেল ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন যথাক্রমে ২০ টাকা ও বাসস্থান পাইবেন। কৰ্ম্মালী এব ...। পোঃ যাদবপুর জেলা যশোহর।

আমতা উইং বিদ্যালয়ে একজন ড্রিল ড্রয়িং ও বাঙ্গালা রচনাদিতে পারদর্শী নর্ম্মাল ...বিক পণ্ডিত। বেতন আপাততঃ ১৫৲।

মাসিক ২৪৲ টাকা বেতনে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। উচ্চারণ ও জীভরম পরীক্ষায় পাশ ...কলে ভাল হয় শ্রীমহাতাপচন্দ্র সামন্ত, সাং ...শপুর আমড়দহ পোঃ হাওড়া জেলা ভায়া ...নান।

নর্ম্যাল হেড পণ্ডিত, বসন্তপুর মইং স্কুল। বেতন ১৭৲ টাকা ও আবা। জেলা হাওড়া পোঃ ...নকারা।

বান্দরবান মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ ...। বেতন ৩০৲ আপাততঃ চার মাসের জন্য, পোঃ বন্দরবন, চট্টগ্রাম।

জেলা বগুড়া মোকামতলা মইং স্কুলে একজন ...ক এ শিক্ষক। বেতন ২৫ টাকা ও বাসা পাই ...ন; প্রাইভেট পাওয়া যাইবে। পোঃ মোকাম ...লা, বগুড়া।

ছোট বৈনাম মইং স্কুলে জনৈক এফ এ হেঃ ...। বেতন আবা বাদে মাসিক ১৬ টাকা। প্রাইভেট টিউশন মিলবে। কাইতি পোঃ, জেলা ...মান।

ঘোণাপাড়া মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। ...ক্ষক কায়স্থ জাতীয় মাসিক বেতন ২৫ টাকা ...ং আবা। শ্রীজলধর বিশ্বাস ঘোণাপাড়াস্কুল পোঃ পাশ্চরপাড়া, জেলা ফরিদ পুর।

থানাবাড়ী মইং স্কুলে একজন ইংরাজী জানা ...পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। প্রাইভেট ...ইলে মাসিক ৩।৪ টাকা। পোঃ মীরগঞ্জহাট ...নীলফামারী, রংপুর।

...দীপুর মিডল মাদ্রাসার জন্য এণ্ট্রান্স পাশ ... টাকা বেতনে একজন মাষ্টার ও ১০ টাকা ...একজন মৌলবী। মাহিনা ছাড়া চাই। ...আবা পাইবেন : শ্রীঃ পলাশবাড়ী, গ্রাম ..., জেলা রংপুর।

...ক ডুল জানা নূতন নর্ম্মাল। মাসিক ...তন ১০ টাকা। আপাততঃ তিন মাসের জন্য। ...ভূষণ। ভট্টাচার্য্য ৩নং অ্যালবার্ট রোড, ...পুর, মুঙ্গের।

জিঃ ময়মনসিংহ, পোঃ নকলির এলাকাধীন চরপাড়া মধ্য উঃ প্রাঃ পাঠশালার জন্য মইং ও মধ্য পাশ গুরু ট্রেণিং পাশ বা পড়া জনৈক মুসল মান পণ্ডিত। বেতন ৮ টাকা ও আবা। শ্রীমুন্সী মহম্মদ কাশেম আলী সরকার পোঃ নকলি, গ্রাম চরপাড়াবাড়ী।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতে সক্ষম জনৈক অধ্যাপক। মাসিক বৃত্তি বার টাকা ও আবা, নিমন্ত্রণে আয় আছে। শ্রীকালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য গ্রাম খড়ামারা, পোঃ গুড়কুলি, জেলা হাওড়া।

পোঃ মিরগঞ্জহাট ভায়া নিলফামারী রঙ্গপুর; লক্ষ্মীমাড়াই মধ্য স্কুলে একজন ইংরাজী জানা নর্ম্যাল পাশ হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ টাকা ও আবা। প্রাইভেট পড়াইলে মাসিক ৩।৪ টাকা হইবে।

হরিশ্চন্দ্রপুর নিঃ প্রাঃ স্কুলে জনৈক পণ্ডিত বেতন ১২৲ টাকা আপ্রা ও আরও কিছু পাইবার সম্ভাবনা। পোঃ হাকীমপুর জেলা দিনাজপুর ভায়া সৈয়দপুর।

দগরবাড়ী উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন মাইনর বা এণ্ট্রান্স সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া একজন পণ্ডিত বেতন ১২৲ হইতে ১৪৲ টাকা ও আবা। পোঃ হাশিমপুর ভায়া সৈয়দপুর গ্রাম দগড়বাড়ী রংপুর।

SUPPLEMENTARY ENTRANCE EXAMINATION.

A TEST Examination of private students for admission to the ensuing Supp ementary Entrance Examination will be held from the 22nd to the 25th Sepetember 1909, in the Patna Collegiate School.

2. Candidates who were registered for the las Entrance Examination and who have not passed will be treated as private students and admitted to the Test Examination, if they have not read in any school recognised or unrecognised or since thethe date of the last Entrance Examination.

3. Applications for permission to appear at the Test Examination should reach this office not later than the 1oth September next. The information to be given and the documents to be appended are the following:—

(*a*) The name of the school in which the candidate last studied.

(*b*) The name age, father's name and address of the candidate.

(*c*) The Registrar's receipt for the fee paid for the last Entrance Examination.

(*d*) A certificate that the candidate has not read in any school since the date of the last Entrance Examination, from the Head Master of the school in which he last read or from other reliable authorities.

(*e*) A certificate of good conduct.

4. Each private student will have to pay a fee of Rs 4 to the Inspector of schools, Patna Division. No private students will be admitted to the Test Examination, unless he is accompanied for the purpose of identification, by some person known to the Head Master of the Patna Collegiate School.

5. The application forms of the candidates, who satisfy the test, should be forwarded to this office by the Head Master, duly filled in and signed. They will then be sent to the candidates direct by this office after counter signature of the Inspector.

6. The fee for admission to the Supplementary Entrance Examination is Rs. 15. It should be sent to the Registrar by the candidates themselves together with the countersigned application.

7. The Supplementary Examination will be held in or about the 2nd week of December 1909. The applications and fees for admission should reach the office of the Registrar on or before the 12th October 1909.

E. L. PRESTON, *Inspector of Schools, Patna Division.* BANKIPORE.

উদ্ধৃত

ভারতের শিষ্টাচার।

বিদ্যা, বয়স অথবা সম্পর্কে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত ভক্তি ও গৌরব প্রদর্শন করা; বিশিষ্টবিত্ত এবং পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোকদিগের যথাযোগ্য সম্মান করা; আপনার সমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সখ্যভাব ও সমাদর সূচক ব্যবহার করা; বিদ্যা, বিত্ত ও বয়সে যাঁহারা আপন অপেক্ষা ন্যূন তাঁহাদিগের প্রতি

মিষ্টবাক্য প্রয়োগ ও সস্নেহ ব্যবহার করাকে শিষ্টাচার বলা যায়। শিষ্টাচারপরায়ণ লোকদিগের প্রতি সকলে অনুরক্ত এবং অশিষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে। পাছে যথোচিত আদর ও সম্মান না পাইয়া কিংবা দুই চারিটা কর্কশ বাক্য শুনিয়া অবমানিত এবং দুঃখিত হইতে হয় এজন্য শিষ্টাচারহীন লোকের নিকট কেহ সহজে যাইতে চাহে না।

যে সকল ব্যক্তি ভক্তি গৌরব এবং সম্মানের পাত্র তাঁহাদিগের প্রতি যুবকগণের যে প্রকার আচরণ করা উচিত, তাহা মনুসংহিতায় বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে. এজন্য মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার প্রধান অবলম্বন। মনু বলিয়াছেন,—

"লৌকিকং বৈদিকংবাপি তথাধ্যাত্মিকমেবচ।
আদদীত যতোজ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ ॥"

"অনেক পূজনীয় ব্যক্তি একস্থানে বিদ্যমান থাকিলে যাঁহার নিকট লৌকিক, বৈদিক কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায় তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিতে হয়।" শিক্ষক মাত্রেই পূজনীয়, তন্মধ্যে সরহস্য বেদার্থ জ্ঞানদাতা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতা সমধিক ভক্তি ও গৌরবের আস্পদ।

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্মহি বিপ্রস্য প্রেত্যচেহচ শাশ্বতং ॥"

"জনক এবং সমগ্র বেদার্থের উপদেষ্টা আচার্য্য উভয়েই পিতৃপদবাচ্য, এই উভয়ের মধ্যে আচার্য্য পিতাই বিপ্রদিগের পক্ষে গুরুতর যেহেতু আচার্য্য পিতা হইতে যে জন্ম তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল দ্বারা ইহলোক এবং পরলোকে নিত্য হয়।"

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন, আচার্য্য অপেক্ষা পিতার এবং তাঁহা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক।

"উপাধ্যায়ান দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥"

"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশ গুণ অধিক গৌরবান্বিত, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ মাননীয় এবং মাতা পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ মাননীয়া।" আবার রামায়ণে কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন 'আমি তোমার গুরু, তোমাকে আদেশ করিতেছি বনে যাইও না অযোধ্যাতেই থাক' তদুত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন 'আপনি আমার গুরু, কিন্তু পিতা আপনারও গুরু ও আমাদের উভয়েরই মান্য এবং উভয়েরই তাঁহার আজ্ঞা পালন ও সত্য রক্ষা জন্য যত্ন করা উচিত।'

ফলতঃ ব্রহ্মচারী, আচার্য্যকে ব্রহ্মের মূর্ত্তি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি ও শুশ্রূষা করিবেন ইহাই অভিপ্রেত। গৃহস্থের পক্ষে মাতা পিতা ও আচার্য্য তিনই সমান মান্য; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পিতৃবৎ মাননীয়।

"আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতাচ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥"

'আচার্য্য, পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পীড়িত হইলেও মনুষ্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কখন অবমাননা করিবেন না।'

পূর্ব্বোক্ত গুরুজনত্রয়ের পর বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মাতুল শ্বশুর প্রভৃতিকে প্রত্যুত্থান ও পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে হয়। কিন্তু ঐ সকল সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিবাদক অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিবে, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে যে পুরাকালে এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইত না ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। স্ত্রীলোকদিগের কি প্রকার সমাদর করিতে হয় তাহাও মনু উপদেশ দিয়াছেন।

'পর পত্নীচযাস্ত্রীস্যাদসম্বন্ধাচ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতিচ ॥'

"পরপত্নী অথবা যে নারী মাতৃপিতৃবংশীয়া নহেন তাঁহাদিগকে ভবতি, সুভগে, ভগিনি! বলিয়া সম্বোধন করিবে।"

'মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তাগুরুভার্য্যয়া ॥'

মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ এবং পিতৃষ্বসা ইঁহারা গুরুপত্নীসমা এবং গুরুপত্নী তুল্য পূজনীয়া অর্থাৎ সমাগত হইলে ইঁহাদিগের পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করা উচিত।

"ভ্রাতৃভার্য্যোপসংগ্রাহ্য সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্যতূপসংগ্রাহ্যাজ্ঞাতি সম্বন্ধিযোষিতঃ ॥"

"জ্যেষ্ঠ সহোদরের সবর্ণাপত্নী অভিবাদকের বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে প্রত্যহ চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে। জ্ঞাতি ও অন্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগকে প্রবাস হইতে সমাগত হইয়া পাদ গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিবে।"

"পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥"

পিতৃভগিনী মাতৃভগিনী ও জ্যেষ্ঠ সহোদরার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে এবং মাতাকে ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা জানিবে

মনু আত্মীয় স্ত্রীলোক মাত্রের সমাদর করার বিশেষ ফলশ্রুতি এবং না করার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন

"পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥
যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥
শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশুতৎকুলং।
ন শোচন্তিতু যত্রৈতাবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥'

'বহুকল্যাণার্থী পিতা ভ্রাতা, পতি ও দেবর প্রভৃতি সকল সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে ভোজন ও বসন ভূষণাদি দ্বারা সমাদর করিবেন। যে কুলে স্ত্রীগণ পূজিত হন সেখানে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিরাজ করেন, আর যে কুলে তাঁহাদিগের অনাদর হয় সে বংশে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। যে কুলে স্ত্রীগণ দুঃখিনী থাকেন, সে কুল শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে তাঁহারা আহ্লাদিতা থাকেন সে কুল সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।'

মনু সাধারণতঃ মান্যত্বের কারণ পাঁচটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বিত্তং বন্ধুর্ব্বয়ঃ কর্ম্মবিদ্যাভবতি পঞ্চমী।
এতানিমান্যস্থানানি গরীয়োযদ্যদুত্তরং ॥"

বিত্ত অর্থাৎ ন্যায়ার্জ্জিত ধন, বন্ধু অর্থাৎ পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ, কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বিদ্যা এই পাঁচটী সম্মানের কারণ, ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পর পরটী অধিক সম্মানের কারণ এইটী সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে সাধারণ সূত্র। সর্ব্বদেশেই ইহা একরূপ প্রচলিত আছে। সকল দেশে বিত্তশালী লোকের অধিক বা অল্প সমাদর হইয়া থাকে। এ দেশ অপেক্ষা অন্যান্য দেশে ধন সমৃদ্ধিশালী লোকের সম্মান কিছু অধিক। মনু ধন সম্পত্তি মান্যত্বের সর্ব্বনিম্ন কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিত্তশালী লোক অপেক্ষা পিতৃব্য মাতুল শ্বশুর প্রভৃতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিক সম্মানের পাত্র। ঐ সকল স্বসম্বন্ধীয় ব্যক্তির বয়স অল্প হইলে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক বয়স্কের সম্মান অধিক। বয়োবৃদ্ধের সম্মান সর্ব্বদেশে আছে। (Gray hairs should be respected,) 'ধবল কেশ সম্মানের আস্পদ' ইহা ইংরাজিতে একটী প্রচলিত কথা। আমাদের দেশে পুরাকালে যুবকগণ বৃদ্ধের কি প্রকার সমাদর করিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

[illegible]ৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
[illegible]ত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে' ॥

[illegible]ব্যক্তি সমাগত হইলে যুবকের প্রাণ [illegible]দে দেহ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য [illegible] এবং উপস্থিত বৃদ্ধকে প্রত্যুত্থান অভি-[illegible]দ্বারা সম্মান করিলে তাঁহার প্রাণ পুন-[illegible] হয়।

[illegible]দনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
[illegible] বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশোবলং ॥

[illegible] বৃদ্ধ সমাগত হইলে তাঁহাকে প্রণাম [illegible] সর্ব্বদা বৃদ্ধ জনের সেবা করেন [illegible], যশ এবং বল এই চারিটী তাঁহার [illegible] হয়।

[illegible]উক্ত শ্লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমটীতে [illegible] কর্ম্মের বিধি অথবা অবর্ত্তব্য কর্ম্মের [illegible] বলা হয় নাই। পূর্ব্বকালে যুবক-[illegible]প্রতি গৌরব প্রদর্শন বিষয়ে কিরূপ সাধারণ বাগ্রতা ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন [illegible] কিঞ্চিৎ কবিত্ব সহকারে বর্ণন করা হই-[illegible]। দ্বিতীয়টীতে বৃদ্ধ সেবার ফলশ্রুতি বর্ণিত

[illegible] অপেক্ষা কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্মানের [illegible] কারণ। অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতে ধর্ম্মপরা[illegible] ব্যক্তির সম্মান ও সমাদর অধিক।

[illegible] সাধারণ সূত্রে সম্মান ও গৌরবের [illegible] কারণ বিদ্যা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে [illegible]নান্তরে মনু বলিয়াছেন, 'কোন দ্বিজ [illegible]গায়ত্রী মাত্র পরিজ্ঞাত হইয়া বিধি নিষেধ [illegible]বিশেষ সাবধান এবং সর্ব্বথা সুনিয়ন্ত্রিত [illegible]যেমন মাননীয়, ত্রিবেদজ্ঞ হইয়াও শাস্ত্রোক্ত নিষেধের অবাধ্য হইলে তাদৃশ মাননীয় [illegible] ভারতে ধর্ম্মহীন বিদ্বানের সমাদর হইত [illegible]ধর্ম্মশীল বিদ্বানের সম্মান ও গৌরব সকলের [illegible] ধর্ম্মই এদেশের সার সর্ব্বস্ব এবং ধর্ম্মই [illegible]দের চরম লক্ষ্য ছিল। ধর্ম্মের প্রধান [illegible]বলিয়াই ভারতবাসী শরীরের স্বাস্থ্য ও বল [illegible] চেষ্টা করিতেন; ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান হইবে [illegible] বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করিতেন; ধর্ম্মা-[illegible]ষ্ঠানের সুবিধা হইবে বলিয়াই অর্থোপার্জ্জনে [illegible] করিতেন। শত শত গুণ থাকিলেও ধর্ম্ম-হীনজনের ভারতে আদর হইত না। এখনও এক[illegible] জন [illegible] বাক্যণ পণ্ডিত এবং প্রচুর বিত্ত[illegible] [illegible] কোন প্রাচীন হিন্দুর নিকট সমাগত [illegible] পাদুকাহীন ব্রাহ্মণের গৌরব অধিক হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সম্মান করা হইত। অল্প বয়স হইতেই ব্রাহ্মণ সন্তানকে সদা-চারী ধর্ম্মশিক্ষানুরক্ত করা হইত। মনু বলিয়াছেন 'দশ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ শত বর্ষীয় ক্ষত্রিয়ের নিকট পিতৃতুল্য।' পুরাণ ইতিহাসেও ব্রাহ্মণগণের সম-ধিক সম্মানের বর্ণনা দেখা যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যার ভার নিজ হস্তে রাখিয়া তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু মনু ওদিকে আবার ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করিতে এবং তাহাতে প্রীত হইতে একেবারেই নিষেধ করিয়াছেন।' এখন ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষা হওয়া-তেই সে সম্মান আর পাইতেছেন না। যিনি সম্মা নের দাবি ছাড়েন সেরূপ বিনয়ী ব্রাহ্মণ এখনও সম্মান পাইয়া থাকেন।

'সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥'

'ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রীত হইবেন না। অমৃত তুল্য জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা অবমাননার আকাঙ্ক্ষা করিবেন। ব্রাহ্ম-ণের এই উপদেশ যেন না ভুলেন। মানাপমান সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাই প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

হে ব্রাহ্মণগণ! আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিদ্যা, ধর্ম্ম, আত্মসংযম এবং ক্ষমা প্রভৃতি সদ্-গুণের জন্য সকলের নিকট সম্মান পাইয়া আসিতে ছিলেন। আমাদিগের এখন সেই সকল গুণ নাই, তথাপি সেই মহানুভবদিগের বংশীয় বলিয়া প্রসাদ পাইতেছি। এক্ষণে যদি কেহ সম্মান না করেন তাহাতে দুঃখিত বা রুষ্ট হওয়া উচিত নহে, বরং মনুর উপদেশ অনুসারে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই ভাল।

পুরাকালে হিন্দুগণ রাজার প্রতি কিরূপ গৌরব প্রদর্শন করিতেন তদ্বিষয়ে মনুসংহিতার বহু শ্লোকের মধ্যে একটী মাত্র উদ্ধৃত করিলেই পাঠক-গণ বুঝিতে পারিবেন।

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥"

"রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিবে না তিনি মহান্ দেব নর-রূপে ভূলোকে বিরাজ করেন"। রাজাকে পূর্ব্বে মনুষ্য জ্ঞান করাই তাঁহার অপমান করার ন্যায় [illegible] হইত।

পিতা মাতা আচার্য্য এবং রাজার সম্মান দেবতার শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় মান করিয়া সমুচিত সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিবার বিধি আছে। কিন্তু রাজা যথাবিধি প্রজাপালন বিষয়ে অমনোযোগী হইলে অথবা কোন অনুচিত কার্য্য করিলে প্রধান প্রধান প্রজাগণ রাজসমীপে যাইয়া আবেদন ও প্রতিবাদ করিতেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজাও তদ্রূপ স্থলে আপন কার্য্য সংশোধন করিয়াছেন অথবা প্রজাদিগকে আপনার কার্য্যের ঔচিত্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রজাগণ কখনই রাজার অসম্মান, অনাদর বা বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তাদৃশ কার্য্য দেবদ্বেষণের ন্যায় গণ্য ছিল।

রাজার অধিকৃত পুরুষ অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারি-দিগকে বিশেষ সম্মান করা উচিত, কারণ রাজার আজ্ঞায় তাঁহারা রাজার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করেন; তাহা না মনে করিলেও পূর্ব্বোক্ত সম্মা-নের সাধারণ সূত্রানুসারে তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান করা বিহিত।

এ পর্য্যন্ত মনুসংহিতা অবলম্বন করিয়া ভারত-বর্ষে পুরাকালে কিরূপ শিষ্টাচার প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই শিষ্টাচারের অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে। ভারতীয় বালক ও যুবকগণ স্বভাবতঃ নম্র ও শান্তপ্রকৃতি তথাপি পূর্ব্বতন শিষ্টাচার পদ্ধতির যে কিছু কিছু অন্যথাভাব দেখা যাই-তেছে, তাহাতে তাহাদিগের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। পিতা মাতা অথবা আত্মীয় স্বজন বাল্য কাল হইতে প্রাচীন আচার ব্যবহারের শিক্ষা দিলে পুরুষানুক্রমিক সদাচার [illegible] থাকিত মৌখিক উপদেশ বা যুক্তি প্রদর্শনের কোন প্রয়ো-জন হয় না। সন্তানদিগকে শিশুকাল হইতে গুরুজন ও বৃদ্ধদিগের প্রতি ভক্তি ও সম্মান করিতে শিক্ষা দিলে [illegible] পুনঃ অভ্যাস বশতঃ প্রণামাদি শিষ্টাচার স্বাভাবিক কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া যায়। সন্তানগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে [illegible] আচার ব্যবহারের আদেশ বা উপদেশ তত ফলো-পধায়ক হয় না। তবে যদি শিক্ষক বা কোন অভিভাবক বলেন [illegible] বয়োজ্যেষ্ঠ [illegible]দিগকে [illegible] পূর্ব্বক প্রণাম কর [illegible]

[illegible]

যুবকগণের এক প্রকার লজ্জা লজ্জা, বাধ বাধ বোধ হওয়ায় তাহারা ইচ্ছাসত্বেও তাদৃশ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বিরত হয়।° অথবা শিক্ষক ও অভিভাবকের উপদেশের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে গুরুজনের প্রতি মনে ভক্তি ও তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিলেই ত যথেষ্ট সম্মান করা হইল। মাটীতে পড়িয়া প্রণাম না করিলে কি হয় না? যুবকগণ অভিভাবকের আদেশ বলিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিলে তাহা অভিবাদ্য ও অভিবাদক কাহারও মনোরম ও প্রীতিপ্রদ হয় না। তাদৃশ প্রণামাদি করা ও না করা প্রায় সমান। সরল ও অকৃত্রিম আচরণই আহ্লাদকর হইয়া থাকে।

৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে দুই একটী পরিবারের মধ্যে যে প্রকার শিষ্টাচার দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আনন্দের উদয় হয়। তন্মধ্যে একটীর অন্তর্গত দুইজনের আচরণের কিঞ্চিৎ এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। আমাদিগের পূজ্যপাদ অধ্যাপক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে দুই ভ্রাতা কয়টী পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্য ছাত্র কয়েকজন থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগের শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। কাহারও সদাচারের ত্রুটি দেখিলে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু সৌম্যমূর্ত্তি মধুরভাষী গুরুদেবের তিরস্কার কাহার নিকট কর্কশ বোধ হইত না। কখনও ২।৪ দিন অধ্যাপক মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহার ভ্রাতা রামময় চট্টোপাধ্যায় অথবা রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন। তাঁহাদিগকে আমরা খুড়া মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতাম, তাঁহারাও আমাদিগের প্রতি এক গুরুর ছাত্রবোধে সখাভাব মিশ্রিত এক প্রকার বাৎসল্য ভাব প্রদর্শন করিতেন। খুড়া মহাশয়েরা সমবেত ছাত্রদিগের নিকট আসিয়া একখানি টুল আনাইয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন, কদাচ গুরুর আসনে বসিতেন না। তাঁহাদিগের অকপট গুরুভক্তি সূচক নম্র ব্যবহার দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিতাম। "গুরুজন যে শয্যায় নিদ্রা শয়ন করেন বা যে আসনে নিত্য উপবেশন করেন তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিতে নাই" মনুর এই নিষেধের বিষয় ভাবিয়াই তাঁহারা পৃথক আসনে বসিতেন, কাহাকে দেখাইবার জন্য নহে। ঐ প্রকার আচরণ বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের অভ্যস্ত ছিল বলিয়াই করিতেন। আমাদিগের অন্যতম পূজনীয় অধ্যাপকের এক প্রিয় ছাত্র ২।৪ দিনের জন্য স্বীয় অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে আসিয়া গুরুর আসনেই উপবেশন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তিনি যে পূর্ব্বোক্ত মনুর নিষেধের কথা জানিতেন না তাহা নহে, তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কেবল বাল্যকাল হইতে অভ্যাস না থাকায় সে বিষয়ে অবধান করিতেন না।

সাধারণতঃ শিষ্টাচার বিষয়ে অধিক শিক্ষা কিম্বা উপদেশ দিবার আবশ্যকতা কিছু নাই, কার্য্য অথবা বাক্য দ্বারা গর্ব্ব, অহঙ্কার কিম্বা রুক্ষভাব প্রকাশ না পায় এরূপ সাবধান হইয়া চলিলে লোকে শিষ্ট মনে করে। গুরুজনদিগের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়, অন্য মাননীয় ব্যক্তিদিগকে করশিরঃসংযোগে নমস্কার করিতে হয়, ব্যক্তি বিশেষকে মিষ্টবাক্যে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কাহাকে বা ঈষৎ হাস্য ও শিরঃকম্পনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিতে হয়, তাহা হইলেই শিষ্টতা প্রদর্শিত হয়। তবে যে মনুর কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পুরাতন শিষ্টাচার প্রণালী বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইলাম, তাহার কারণ পাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে গুডমরনিং (সুপ্রভাত) গুডইভনিং (সুবৈকাল) বেগ ইওর পার্ডন (আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করি অপরাধ লইবেন না!) থ্যাঙ্ক ইউ (আপনাকে ধন্যবাদ) প্রভৃতি কথাগুলির তর্জ্জমা করিয়া অভিনব ধরণের শিষ্টাচার আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য পুরাতন পদ্ধতির আলোচনা করা ভাল মনে করিয়াই করিলাম।

পরন্তু যথোচিত বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করাই শিষ্টাচারের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্থল বিশেষে সেই নম্রতা অতি মাত্র হইলে নিজের ক্ষুদ্রতা বা নীচাশয়তা প্রকাশ পাইতে পারে, সে বিষয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত। বৃদ্ধ গুরুজনদিগের সম্বন্ধে সে প্রকার সতর্কতার আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগের সমাদর ও সম্মান যত অধিক হইবে ততই ভাল।

বৈশাখ সংখ্যেয় শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাইলে দিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৪২২ বাবু সতীশ চন্দ্র দত্ত, নবগ্রাম,
সরস্বতী পুস্তকালয় ৩১।৭।১০

৭৬২ „ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
হেঃ মাঃ গোপালপুর ঐ

১৪২৩ „ গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য,
হেঃ মাঃ হাইস্কুল গোয়ালপাড়া ঐ

৬৫১ „ কালীচরণ মিত্র,
দাওয়াট সাঃ পঃ ঐ

৬৭৩ „ তারিণী চরণ মণ্ডল,
আশাপুর এল, পিঃ স্কুল ঐ

১৪২৪ „ নরেন্দ্র নারায়ণ বসু,
বানরিপাড়া ঐ

৬৬৭ „ হরিপদ রায়,
আঁকুই মইঃস্কুল ঐ

৬৫৬ „ বোর্ডস্কুল এড়ুয়ার ঐ

৭০২ „ ফুলপাকড়াশী স্কুল ঐ

১৪২৫ „ মহম্মদ শখাবত হোসেন,
দেবীগঞ্জ গ্রাম

১৪২৬ „ দাশরথি সামন্ত, বৈচী, বি, এল, স্কুল ঐ

১৪২৭ „ পুণ্ডরীকাক্ষ ঘোষ,
হেঃ পঃ মাতো মইঃ স্কুল ঐ

৫০২ „ হেঃ পঃ মাহিপুর মধ্য স্কুল ঐ

৩০৬ „ হুইসউদ্দিন সাহেব,
বর্দ্ধমানপুর [illegible] স্কুল ঐ

১৪২৮ „ বনমালী ঘোষ,
সব ইঃ অব স্কুল আলিপুর দুয়ার ঐ

১৪২৯ „ সেঃ মহিয়াড়ি মধ্য স্কুল ৩১।৮।১০

১৪৩০ „ জগেশ্বর দাস,
মেনানগর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ

১৪৩১ „ রসিক লাল পাল,
হেঃ মাঃ মদনমোহনচক একাডেমী ঐ

৪২৫ মহেন্দ্র নাথ গিরি, কাঁথী ঐ

৭৬৮ „ হেঃ পঃ গোড়া মোড় [illegible] ঐ

৩২৬ „ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী,
[illegible]গ্রাম স্কুল ৩০।৬।১১

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Educatioan Gazette Chinsurah

নাথ এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৫।২৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট কলিকাতা।

অঙ্কচালনা গীতিকার (গীতিহার) বেঙ্গলগভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত), বি ভারগাটের কবিতাবলি সমেত সাধারণ সংস্করণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল প্রণীত মূল্য——/১০

উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তি শ্রেণীসমূহের নিমিত্ত এই পুস্তকে মানসাঙ্কের ১১টি সঙ্কেত ও প্রায় ৬০০টি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কেতগুলি অভ্যস্ত থাকিলে যে কোন মৌখিক অঙ্কের উত্তর সহজে বাহির করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই এরূপ একখানি করিয়া পুস্তক রাখা একান্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পাল প্রণীত, মূল্য—৵০ আনা।

২। সরল অভিধান। (প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষ্য বিশেষণাদি, স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ও ধাতুর অর্থ সহিত সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সুসংস্কৃত) কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।

এস, আর, দে এণ্ড ব্রাদার্স ২১ (এ) রাধাবাজার কলিকাতা

ড্রইংশিক্ষার যন্ত্রাদিবিক্রেতা

ইনষ্ট্রুমেণ্ট ও রঙের বাকস, তুলি, স্কেল, কম্পাস, সেট স্কোয়ার, ড্রইং খাতা, পেন্সিল কাগজ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

নং ১৪০ ৩১।১২।০৯

ঔষধ।

এল, ভি, মিত্র, এবং কোং

সর্ব্বপ্রথম ও কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু চিকিৎসকদিগের একমাত্র বিশ্বস্ত

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তকালয়

৫৭ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হোমিওপেথিক মতের গৃহচিকিৎসার নিমিত্ত ঔষধের বাক্স সমেত ব্যবস্থাপুস্তক (প্রতি গৃহে রাখ উচিত) মূল্য ৩, ৫, ১০, টাকা। ওলাউঠার প্রতিষেধক কবিধি ক্যাম্ফার ১১, সাধারণ রোগ চিকিৎসার বাক্স ১০, ১৫ ও ২০ ঔষধের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসাতত্ত্ব পুস্তক ২।০, জ্বর পরীক্ষার থার্ম্মোমিটার ৩, ও ৭ চিকিৎসা ২।০, বালা চিকিৎসা ২, জ্বর চিকিৎসা ৷০ ও ১৷০ ওলাউঠা, উদরাময় ও আমাশয়ের চিকিৎসা ৷০ অন্যান্য ঔষধ ও ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির মূল্যের তালিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

আমাদের ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে আমরা কলিকাতা মহানগরীর এক শ্রেণীতে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং এতদ্দেশীয় ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকগণের নিকট অতি আদরণীয় প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

সচিত্র শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা।

(বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত)—

শ্রীগোপালচন্দ্র হক প্রণীত —মূল্য ৵০

সচিত্র সহজ ড্রিল শিক্ষা।

ড্রিল শিক্ষা—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—

ভেংপং শ্রীযুক্তবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৵০

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা

(বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত) কিণ্ডারগার্টেনের প্রথা অনুসারে শিশুগণের প্রথম শিক্ষার নিমিত্ত—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা। পি সি দাস—ম্যানেজার।

নং ৯৫০ ৩১।১২।০৯

অতি সুন্দর রেশমের চাদর, সর্ব্ববিধ সাড়ি, ধুতি, কোট কামিজের থান, রুমাল

প্রভৃতি সুলভে সরবরাহ করি। ঠিকানা:—এম, ব্যানার্জ্জি; ভদ্রপুর, পোঃ ভদ্রপুর, জেলা বীরভূম।

আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীর অবশ্য পাঠ্য।

কবিরাজ গঙ্গাধরের "জল্প কল্পতরু" টীকাসহ চরক সংহিতা। সূত্র, নিদান ও বিমান স্থান ছাপা চলিতেছে। অগ্রিম এককালীন দেয় মূল্য ১০ টাকা। পশ্চাদেয় মূল্য ২০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে প্রথমে ৮ টাকা পাঠাইলে প্রকাশিত সংখ্যা প্রেরিত হয়। অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইলে বাকী টাকার ভিঃ পিঃ করা যাইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ভাস্করোদয়—রোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের প্রধান সহায়। মূল্য ।০ আনা। পথ্যাপথ্যম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) মূল্য ৵০ পরিভাষা মূল্য ।০ আনা। নাড়ীবিজ্ঞানম্ মূল্য ।০ আনা। প্রকাশক কবিরাজ শ্রীতারকেশ্বর রায়। ৩২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫।১১।০৯

লিখিবার কালী: প্যাকে ২ দোয়াত; ১ কৌটায় /১ সের

প্রস্তুত হয়। ব্লুব্লাক ১৪৪ প্যাক ১৷০; ১২ কৌটা ১।০ লাল ৭২ প্যাক ১৲; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৵০ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ তেরপাখিয়া মেদিনীপুর।

উজ্জ্বল রস চিন্তামণি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব।

পণ্ডিত শ্রীযুগল কিশোর কুণ্ডু বিরচিত।

ভক্তি শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া এই অমূল্য রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তগণ ইহা স্ব স্ব কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হউন। বঙ্গ ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ নূতন; এরূপ গুহ্যতত্ত্বপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে কেবল বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের হৃদয়ের মর্ম্ম এবং সাধকদিগের কাজের কথাই আছে। এই গ্রন্থে শৃঙ্গার রসাত্মক ভক্তিসাধক রসিক ভক্তদিগের অনুপম ধর্ম্মতত্ত্ব সুদৃঢ় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের গুহ্যতম সাধন প্রণালীও অখণ্ডনীয় শাস্ত্রযুক্তির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজবাস, কামানুগা ভক্তি, মদনমোহনের উপাসনা, কলিযুগে শুদ্ধমার্গ, ভক্তি শাস্ত্র সম্মত কুলাচার, নাড়ীচক্রসংস্থান, শৃঙ্গারসাধন, নায়িকাভেদ, চণ্ডীদাসাদি রসিক ভক্তের সাধন, সাধন রহস্য ইত্যাদি ১৯টী বিষয় ইহার ১৬টী পরিচ্ছেদে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে পরিশিষ্ট ভাগে চণ্ডীদাসাদি কৃত ৭৫টী রাগাত্মক পদ ও তাহার গুহ্য অর্থও দেওয়া হইয়াছে। প্রায় চারি শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ২৲ টাকা কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে ১৷০ টাকা; ডাক মাঃ ৵০ আনা। নাম ও ঠিকানা পাঠাইলেই ভিঃ পিঃ পোষ্টে পুস্তক পাঠাই। শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, মুক্তিগঞ্জ পোঃ, নদীয়া।

নং ৮০ ১০।৯।০৯

——:*:——

A English knowing Kavyathirtha Hd Pandit on Rs 25 a month for the Harina Bagbati H E school, po. Baghati via Serajgange.

A graduate for the Chapra Collegiate school. Terms Rs 40 to 50 according to qualifications.

For the Kotechandpur H E school a plucked F A teacher on Rs 20. Apply to the Hd master.

An Entrance passed teacher except Brahmin for Patdaha Gangadhor Institution on Rs 10 per mensem with free board and lodging. Apply to Babu Dwarka Nath Burmon Patdaha Sorisha po Dt. 24 perga.

An F A Hd master for Kamalpur M E School, on Rs 22 a month. Boarding, and monthly Rs 4 on tuition. S B Chatterjee, Khamargachi po (Hughli) 17.9.09.

A B course graduate or a graduate competent to teach Mathematics up to the Matriculation standard and an under graduate strong in English for the Mahamuni A P Institution on Rs 50 and Rs 25 respectively. Must stick to the post for two years. Apply to the Hd master, Mahamuni A P Inst, po Mahamuni, Dt. Chittagong.

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামতের জন্য

রাজতরঙ্গিণী।

তিনি ত্রিপুরেশ্বর ভূতেশ্বর ও বিজয়েশ্বরের নকটে ঐ স্থাপিত দেবতাদের স্নানের নিমিত্ত ..., স্নানাধারের সঙ্গে সঙ্গে তিনখানি রূপার ... নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

মন্ত্রী শূরবর্ম্মা আবার প্রভু অবন্তি বর্ম্মাকে ...দ্রের অধিষ্ঠাতা দেবতার মতই ভাবিতেন। তাঁহার ... সাধন করিতে আপনার ধর্ম্ম, প্রাণ, এমন কি ...াধিক পুত্রের প্রতিও তাচ্ছিল্য করিতে কুণ্ঠিত ...তেন না।

অবান্তবর্ম্মা একদিন ভূতেশ্বর মহাদেবের পূজা ... যান, তথাকার পূজারিরা রাজার সম্পদের ...রূপ পূজার সামগ্রী সম্মুখে দিলে তাহার মধ্যে ...খানি পীড়িতে উৎপল শাক নামে কএক মুঠা ...তেতো শাক ভিন্ন আর কোন নৈবেদ্য ...তে পাইলেন না।

তখন কাশ্মীরনাথ পূজারিদের ওরূপ অযত্ন ... নিবেদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ...তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় ...কারে জানাইল।

...রাজ! লহর দেশে ধন্বনামে এক দুর্দ্দান্ত ... বাস করে, সে আপনার মন্ত্রী শূরবর্ম্মার ... অনুগত, এমন কি তাহার প্রতি মন্ত্রীর পুত্রের ... স্নেহ আছে। সুতরাং তাহার সামর্থ্যের ...রোধ করিবার কেহই নাই। সেই দুষ্ট নিকট ... অনেকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়া লইয়াছে ...য়া সে সকল স্থান হইতে কিছুই পাওয়া যায় ...তা। এই অযত্ন বস্তুই ভগবান ভূতেশকে ...দন করিতে হয়।

রাজা ইহা শুনিয়াও যেন ভাল করিয়া শুনি ...না, এই ভাবে হঠাৎ শূল বেদনায় বড় কাতরা ..., আর বসিতে পারিতেছিনা বলিয়া পূজা ... চলিয়া গেলেন।

...র শূরবর্ম্মার কাণে সেকথা উঠিলে ...র পূজা ছাড়িয়া চলিয়া আসা ও অকস্মাৎ ... ইহার ভিতর নিশ্চয় কোন কারণ ..., তিনি ইহা ধারণা করিয়া ব্যাপার কি তাহা ... করিলেন এবং ভূতেশের সেবকদের প্রমুখাৎ অতি সত্বরই সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াই তাহাদের উপর কুপিত হইয়া বঙ্কাণী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির সহিত বিরাজমান শ্রীভৈরবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

তথায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া অতি-দূরে সামান্যমাত্র রক্ষক রাখিয়া দিলেন এবং ধন্বকে আনিবার জন্য উপর্য্যুপরি দূত পাঠাই-লেন।

সেই হিংস্রক ডামর ধন্ব দূতমুখে আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে বহুল পদাতি সৈন্যের অসংখ্য চরণতলের তাড়নে বসুন্ধরাকে কাঁপাইতে থাকিয়া অসম সাহসেই প্রভু শূরবর্ম্মার সম্মুখে আগমন করিল।

সে যেমনি মন্দিরে ঢুকিবে অমনি শূরবর্ম্মার ইঙ্গিতানুসারে সন্নিহিত অস্ত্রধারী রক্ষকেরা ভৈর-বের সম্মুখেই তাহার মুণ্ডটী কাটিয়া ফেলিল।

তখন সুধীর শূরবর্ম্মা নিকটবর্ত্তী সরোবরে ধন্বের সেই রক্তস্রাবী শরীরটী ফেলিয়া রাজার ক্রোধকারণ উন্মূলিত করিয়াই তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

উড়িষ্যার পর্ব্বতময় প্রদেশের বিবরণ (৩)

(মহানদী)

নদী ত মাতা। তজ্জন্য যে দেশ নদীজলে বঞ্চিত নহে তাহাকে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নদীমাতৃক দেশ কহিয়া থাকেন। কটককে আমরা নদী মাতৃক বলিতে পারি। এই মহানদীতে একপ্রকার সুন্দর ডোঙ্গা দেখা যায়। উহার উপর খড়ের চাল দিয়া ঘর প্রস্তুত করা হয় এবং সেই ঘর উত্তম রূপে সজ্জিত হয়। এই নদীর উভয় পার্শ্বে অরণ্য ও পাহাড়। এই সকল অরণ্যে ময়ূরের সংখ্যা অধিক। এক এক স্থানে ৪।৫টী ময়ূর ও ১টী করিয়া ময়ূরী দলবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে। টিকা-পাড়া নামক স্থানে মহানদী যেন অরণ্য ও পর্ব্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বুজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। টিকাপাড়া হইতে বারমুন পাস পর্য্যন্ত মহানদী পাহাড়ের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানের শোভা অত্যন্ত মনোহর। স্কটলণ্ডের সুদৃশ্য হ্রদ ও রাইন নদীর সুষমাও ইহার সৌন্দর্য্যের নিকট বিশিষ্টরূপে পরাজিত।

বারমুন পাস

ইহার নিকট মহানদীর বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক এবং স্রোতও অত্যন্ত প্রবল। "খল খল" নামক একখানি বাষ্পীয়পোত মহানদীর দক্ষিণ অংশ হইতে এখানে আসিয়া থাকে। এবং উহা পদ্মতলা পর্য্যন্ত গমন করে। এই পদ্মতলায় মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যা হারাইবার পর উহা পুনরধি-কারের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে (১৮০৪ খৃঃ ২রা নবেম্বর) এবং মেজর ফরবেস্‌ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মধ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দাশপালা ষ্টেট

এই স্থানের অন্তর্গত বেনপালা নামক একটী গ্রাম আছে। দাশপালার রাজার নাম রাজা চৈতন্যদেও ভান। তিনি আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত করেন এবং রাজপুতের মত পরি-চ্ছদ পরিধান করেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ রাজ্য একজন প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ইহার ক্ষেত্রফল ৫৬৮ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৫ সহস্রের উপর।

নরসিংহপুর ষ্টেট

ইহা মহানদীতীরে এবং দাশপালা রাজ্যের অপর পারে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ১৯৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩৪ হাজার। ইহার রাজা অদ্যাপি নাবালক এবং স্কুলে শিক্ষার্থী, সুতরাং আমাদের ইংরাজরাজই ইহার বন্দোবস্ত করেন। মৃতরাজা নিম্নের একটী ঘরে বাস করিতেন এবং উপরের ঘর পূজার জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও উপরের ঘর পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই নিম্ন ঘরের সান্নিধ্যে দাসীগণের থাকিবার জন্য অনেক খড়ের ঘর আছে। প্রত্যেক রাণীই তাঁহার বিবাহের সময় পিত্রালয় হইতে মনোমত দাসীগণকে শ্বশুরালয়ে আনয়ন করেন, সময় সময় রাজা ইচ্ছামত কোন রাণীকে অধিকতর স্নেহ করেন। তখন তিনি "ফুল বাই" অর্থাৎ রাজার পুষ্পরাণী বলিয়া কথিত হন এবং সকলেই তাঁহাকে অধিকতর মান্য করে।

পাকা কমলালেবু

নরসিংহপুরের গ্রাম সকল সুবৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রত্যেক বর্ত্মই রাজদ্বারে গিয়া মিশিয়াছে। গ্রামবাসিগণের সমস্ত গৃহই খড় দ্বারা প্রস্তুত। গ্রামদেবতা পূর্ব্বাবধি একটী প্রধান রাস্তার মধ্যস্থলে অনাবৃত ভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি যেন ঝড়বৃষ্টি ও রৌদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তাঁহার দেহের বর্ণ সিন্দূরের মত এবং মূর্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত। অনেক দিন হইতে এইরূপ কল্পনা হইতেছে যে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে অন্য কোনও সুবিধা জনক স্থানে লইয়া গিয়া, তাঁহার জন্য একখানি গৃহ প্রস্তুত করাইয়া দেওয়া হইবে। কারাগৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, পুলিসচৌকী

এবং পোষ্টাফিস্ প্রভৃতি গবর্ণমেন্টের সমস্ত অফিস গুলিই সুন্দর অট্টালিকায় অবস্থিত। রাজবাটীর নিকট একটী সুন্দর বাগান আছে। তথায় যখন কমলালেবু সকল পাকিয়া গাছে ঝুলিতে থাকে তখন সেই দৃশ্য বাস্তবিকই আনন্দপ্রদ হয়। চন্দ্রেশ্বর নামক এখানে আর একটী প্রধান স্থান আছে।

খোন্দপাড়া ষ্টেট্

ইহার ক্ষেত্রফল ২৪৪ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৬১ হাজার। ইহার রাজার নাম নটবর মুরুরাজ। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ৭১ বৎসর। ইনি যৌবনে উত্তম শিকারী ছিলেন। তাঁহার শিকারের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে একদিন অরণ্য মধ্যে তিনি এইরূপ ভাবে হিংস্র জন্তুগণের কবলে পতিত হন যে তাঁহার উদ্ধারের আশা ছিল না। তখনি ভগবানের অনুগ্রহে কোথা হইতে অলক্ষিতে দুইটী তীর আসিয়া একটী জন্তুকে মারিয়া ফেলে এবং পরে নিজের অসামান্য কৌশলে সেই বিপদ হইতে মুক্ত হন। ইঁহার একটী পুত্র আছে। তিনি সুন্দর সংস্কৃত বলিতে পারেন।

বারম্বা ষ্টেট

ইহা মহানদীর উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহা একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার ক্ষেত্রফল ১৩৪ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩২ হাজার। ইহারও রাজা নাবালক। সুতরাং ইংরাজ শাসনে রাজ্য চলিতেছে। এখানে বাঁকি নামক স্থানে অনেক দেবমন্দির আছে।

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ, চতুর্থ শিক্ষক বাবুলিয়া জে, এস, হাইস্কুল, খুলনা জেলা।

তীর্থযাত্রা। (১৬৭)

সন্ধ্যার সময় শিবিরে প্রত্যাগত হইলে, বিশ্রামান্তর মৃগয়ার কথা উত্থাপন করিয়া সিংহ শার্দ্দূলের বলদর্পের, মৃগযূথের ত্রাস ও প্রস্থানেই উল্লম্ফন কালসার ও বরাহগণের ক্ষিপ্রগতির কথার উল্লেখ করিয়া কিরূপে কুমার তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বীরের বীরত্বের সাধুবাদ করত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তাহাতে কুমার প্রভূত প্রীত হইয়া আনন্দে গীত গাহিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই প্রমোদিতচিত্ত কুমারকে নিকটে বসাইয়া গল্পচ্ছলে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইতিহাস বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিতে লাগিলেন। নেমাজ নিযুক্ত করিয়া সমাধান কালে ঈশ্বরের অসীম শক্তি ও অপার করুণার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া কুমার ক্রমে ক্রমে বিনম্র ও বিনীত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রাজার কর্ত্তব্য কি, প্রজার স্বত্ব কি, বুঝাইয়া দিবার সময় শলোমন দাউদ প্রভৃতি নরপতিগণের মতামতের ভাব সর্ব্বা ভাক্তিগণের প্রস্তাব ২ পন্থা বাৎসল্যভাবের ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার মৃগয়াস্পৃহা তাঁহার পক্ষে [illegible] স্বরূপ হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যে কুমার সেই উদ্ধত যুবা, পশুত্ব ধারণ যেমন কাদায় পড়িয়া শান্ত হয় জ্ঞান ধ্যানই (Contemplation) ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তখন মন্ত্রী ভাবিলেন যেন রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

একদিন প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া সসজ্জ হওত কুমার মৃগয়ার জন্য যাত্রা করিলে মন্ত্রী তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুমার নরপতিগণ কেবল মৃগয়ার্থেই মহীতলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য বুদ্ধিরও উন্মেষ হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রসাদে তুমি এখন যুবরাজ, আজি না হউক দুই দিন পরে তোমাকে সমস্ত পারস্য রাজ্য শাসন করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করাও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মহারাজ এই বৃদ্ধ বয়সে একা রাজ্যভার পরিচালনা করিতেছেন, আমার ন্যায় চিরভক্ত সামান্য ভৃত্যও তাঁহার নিকট উপস্থিত নাই। সুতরাং তাঁহার কষ্টের অবধি নাই। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার অবসরের সময় উপস্থিত না দেখিয়া আমিও বিস্ময় হইতেছি। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। তাহাতে মহারাজার এবং প্রজাপুঞ্জের সুখ শান্তি বিধান হইবে।

ধীর এবং প্রকার মন্ত্রণাকর হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, বহুদিন হইতে আমরা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ঘোরারণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, না জানি পিতা মাতা তাহার জন্য কত ভাবিতেছেন এতদিন পিতা মাতার চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া যাহা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? অতএব মন্ত্রিবর! কল্যই প্রাতে আমরা রাজধানীতে প্রত্যাগত হইব, তদর্থ আয়োজন করুন।

অর্শ রোগের সোজা ঔষধ।

স্বভাবমূলক গাছ গাছড়া থাকিতে আমরা অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে যাই। এমন দিন ছিল যখন ঠাকুরমার এ সকল মুষ্টিযোগে কঠিন পীড়ার হাত হইতে আমরা উদ্ধার পাইয়াছি। এখন গাছ গাছড়া খোঁজ করিতে আমাদের অকর্ম্মণ্য হাতে বাধা লাগে।

শুনিয়াছি এক সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুত্রের বাহ্যে বন্ধ হইয়া পেট ফুলিতে থাকে, তখন তিনি কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনাইয়া পুত্রের চিকিৎসা করিতে থাকেন, কিন্তু উপকার বোধ হইতেছিল না। সেই সময়ে কোন পাঠশালার গুরু মহাশয় পাঠশালার সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আসেন। গুরু মহাশয় ভূদেব বাবুর পুত্রের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া কতকগুলি পাতা আনিয়া বলিলেন যে এই পাতার রস নাভির চারিদিকে একবার প্রলেপ দিলে সহজ দাস্ত হইবে। তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে যত বার নাভির চারিদিকে প্রলেপ দেওয়া যাইবে ততবার বাহ্যে হইবে। একবার প্রলেপ দিতেই পরিষ্কার দাস্ত হইয়া পুত্র নিরাময় হইয়া উঠিলেন

দুঃখের বিষয় সেই পাতাটীর নাম, গুরুমহাশয় কোন রূপে বলিয়া দেন নাই।

ইউরোপীয় হইলে গুরু মহাশয় উহার মনে এরূপ ঔষধ কোন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রে অবশ্যই ছাপাইয়া দিতেন। অপরের উপকার হইয়া বিদ্যা বাড়িয়া যাইত। আমাদের অধঃপতিত দশায় আমরা বিদ্যা গোপনেই বদ্ধপরিকর। সেজন্য আমাদের বিদ্যা লোপ হইয়া যাইতেছে। আবার অন্য ও অশ্রদ্ধা জন্য অনেক জানা টোটকাও ব্যবহৃত হইতেছে না। টোটকার প্রচার ও ব্যবহার হওয়া উচিত। এজন্য অর্শসম্বন্ধে কয়েকটী টোট্কার কথা লিখিতেছি।

অসংযত আহার অজীর্ণের মূল এবং অজীর্ণ সকল রোগ আনে।

"অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি।"

... ২৩ ... শুক্ত যে সকল ব্যক্তি ... আহার করে, তাহারাই ... রোগের ... অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে ... কথায় বলে ভুঁড়ি ও মুড়ি—পেট—পরিষ্কার থাকিলে কোন রোগ হইতেই পারে না।

আহারের দোষেই অর্শ রোগ হইয়া থাকে। ... অর্শরোগ দুই প্রকারের দেখা গিয়া থাকে, এক প্রকারে বাহ্য বলি থাকে, আর এক প্রকারে অন্তর্বলি থাকে। এক প্রকার রক্ত পড়াদি বিশিষ্ট আর এক প্রকার শুষ্ক।

অর্শ রোগে দাস্ত পরিষ্কার হয় না। প্রথমে দাস্ত পরিষ্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ খাওয়া ভাল।

(১) কচি ডালিমের পাতা এক মুঠা লইয়া তাহাতে দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ মাখাইয়া গাওয়া ঘৃতে ভাজিয়া এক সপ্তাহ খাইয়া অর্শ ভাল হইতে দেখা গিয়াছে।

(২) মাখন, মিশ্রী ও খবা তিল সমভাগ মিলাইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে অর্শ রোগ সারে।

৩। টেলিগ্রাফের ব্যাটারির তামার সরু তার আংটি করিয়া বামহাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলে পরিলে অর্শের যন্ত্রণা বিদূরিত হয়। যাহারা টেলিগ্রাফের তার না পান, তাঁহারা লৌহ পাত্রে তুঁতিয়া রাখিয়া তাহাতে পাতি লেবুর রস দিয়া দুই তিন দিবস ভিজাইয়া রাখিলে ঐ তুঁতিয়া হইতে তামা বাহির হইবে। সেই তামার আংটী করিয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে পরিয়া জলশৌচকালে উক্ত আংটী মলদ্বারে ঠেকাইলে অর্শ ভাল হয়। যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।

৪। উলট কম্বলের শিকড় আধ তোলা, গোল মরিচ ২১ টার সহিত বাটিয়া তাহাতে সম পরিমাণে ছাঁচি চিনি (আকের চিনি) মিশাইয়া প্রত্যহ সকালে খাইলে অর্শরোগ—সারিয়া যায়।

৫। ওল অর্শ রোগের ভাল ঔষধ। যে ওল খাইলে গাল কুট কুট করে সেই ওলেরই দালনা কিম্বা তাহা ভাতে খাইলে উপকার হয়। বুনো ওল যদি কেহ খাইতে পারেন এস তবে বুনো ওলকে চুণের জলে ভিজাইয়া তৎপরে তেঁতুল গোলা জলে ভিজাইলে সেই ওল গাঁয়া পাছির ওলের মত সুস্বাদু হইবে।

যোয়ান ও বিটলবণ প্রত্যেকে /০ লইয়া ঘোলের সহিত খাইলে অর্শ রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

৭। পুরাতন গুড় ও হরীতকী একত্র করিয়া খাইলে অর্শ রোগের শান্তি হয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি, পাঁটুয়া পোঃ অঃ ২৪ পরগণা—

সদালাপ। (৮)

(৩৬) সৎকার্য্যে উদ্যম।—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে জল কষ্টের সময়ে মাতাকে বহুদূর হইতে জল আনিতে হয় দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেন। কিছুদিন পরে মাতৃ বিয়োগ হইলে মাতৃশ্রাদ্ধের দিন সংকল্প করিলেন যে মাতার নামে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিবেন। আহার জুটে না তথাপি কোদাল ও ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া নিজের বাস্তু ও উদ্বাস্তু জমি সহস্তে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কঙ্কালসার ব্রাহ্মণকে সকলে ক্ষেপা বামুন আখ্যা দিল। তাঁহার মহৎ উদ্যমে গ্রামস্থ কেহই সহায় হইল না। ব্রাহ্মণ শুনিল যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে যথেষ্ট দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ কিছু অর্থের প্রত্যাশায় তথায় গিয়া জানিলেন যে, শ্রাদ্ধ দানাদি হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ সকলের মুখেই ঐ বৃহৎ কার্য্যের প্রশংসা শুনিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিলেন যে, দেওয়ানজির সহিত দেখা হওয়ার সম্ভব নাই, তখন দূর হইতে আগত মনঃক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমার মাতৃশ্রাদ্ধ ইহার অপেক্ষাও বৃহত্তর ব্যাপার, আজ তিন বৎসরেও শেষ হয় নাই!" ক্রমে দেওয়ানজির কর্ণগোচর হইল যে কেবল এক পাগলা ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের প্রশংসা করিতেছে না, অপর সকলেই করিতেছে। দেওয়ানজি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ উত্তর দিল যে বাড়ী ঘর, হাতী পাল্‌কী, জমি জমা, আহার বিহার সমস্তই ঠিক রাখিয়া সঞ্চিত অর্থের দান বহুলক্ষ টাকার হইলেও কঠিন কার্য্য নয়। বাসগৃহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া বিবাহাদি না করিয়া, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, কায়ক্লেশে, লোকোপকার দ্বারা স্বর্গগতা জননীর তৃপ্তিসাধন জন্য বহুবর্ষ মাতৃশ্রাদ্ধের কার্য্যে লিপ্ত থাকায়, ধনীর ধন ব্যয়কে আর বড় মনে হয় না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি, করিয়া পারিষদদিগের দ্বারা অজ্ঞাত কঙ্কালসার ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা ও যত্ন করিয়া নিজগৃহে কয়েকদিন রাখিলেন, ব্রাহ্মণ একাকী কত বড় ডোবা খুঁড়িয়াছেন তাহার সন্ধান লইলেন এবং নিজ ব্যয়ে উহাকে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকায় পরিণত করিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া তাঁহার মাতার নামে উৎসর্গ করাইয়া ধন্য হইলেন। কার্য্য সিদ্ধিতে আনন্দিত ব্রাহ্মণ নিজের জন্য দেওয়ানজির নিকট হইতে কিছুই লইতে রাজি হন নাই।

(৩৭) ভক্তি।—আত্মজ্ঞানেই মুক্তি এই কথা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন

"মোক্ষসাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

মুক্তির উপাদানের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্ব প্রধান। দেবর্ষি নারদ হরিগুণ গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ কালে একদিন দেখিলেন যে একজন জীর্ণশীর্ণ-শরীর তপস্বী একটী অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ করিতেছেন। অদূরে একজন মাতাল অপর একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে। নারদকে দেখিয়া তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যখন ভগবানের কাছে যাইবেন তখন জিজ্ঞাসা করিবেন আর কতদিন আমাকে তপ করিতে হইবে?" এই শুনিয়া মাতালটাও জিজ্ঞাসা করিল "আমার কথাও জিজ্ঞাসা করিও।" নারদ ভগবানের নিকট গিয়া এই দুই প্রশ্ন করিলে উত্তর পাইলেন যে ঐ মাতাল দীক্ষা লইয়া অল্প সাধন মাত্রেই মুক্তি পাইবে। আর ঐ তপস্বী যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া জপ করিতেছেন তাহাতে যত পাতা আছে তত বৎসর তপস্যা জন্ম জন্মান্তরে করিলে তবে মুক্ত হইবেন। নারদ বিস্ময় প্রকাশ করিলে উত্তর পাইলেন "ফিরিয়া গিয়া নিজেই উহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ। বল, যে আমি বলিয়াছি সূচীর গর্ত্তের ভিতর দিয়া একটী হস্তী পার করিয়া তাহার পর উহাদের বিষয়ে ব্যবস্থা ঠিক করিব।" নারদ উহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবান এখন সূচীর ছিদ্রে হস্তী পার করিবেন তারপর তোমাদের কথা ভাবিবেন।" ইহাতে তপস্বী বলিলেন "তবেই বলুন যে আমার মুক্তি কখনই হইবে না। অসম্ভব কার্য্যত কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না!" তপস্বী জপ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

মাতাল বলিল "ঠাকুর! যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অণুরচেয়ে ছোট অণু পলকমাত্রে করিতে পারেন তাঁহার কাছে এ আর একটা কি কাজ। আপনি একটু অপেক্ষা করিয়া হাতিটা পার হওয়া দেখিয়া আমার কথাটা জানিয়া আসিতে পারিলেন না?" নারদ দেখিলেন যে মাতাল ভক্তিতে এখনই মুক্তপ্রায়। তিনি মহানন্দে মাতালকে কোল দিয়া দীক্ষা ও সাধনের উপদেশ প্রদান করিলেন।

ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলম্।

অর্থাৎ সাধকের হরি কথায় রতি নাই তাহার
অনুষ্ঠিত ধর্ম কেবল শ্রমের নিমিত্তই হয়।

(৩৮) সাধুসঙ্গ। ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।—কোন গ্রামে একজন বণিক্ হাটে জিনিস খরিদ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল সেই গ্রামে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহারও তাগাদা ছিল। খরিদ বিক্রয় করিয়া মোট লইয়া খাতকের বাটীতে জানিল যে খাতক ভাগবত শ্রবণ করিতে গিয়াছেন। বণিক সেখানে গেল এবং ভিড়ের পশ্চাতে বসিয়া ভাগবত কথা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইল। কথা অন্তে খাতক বণিককে টাকা দিলেন। তখন অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। বণিকের একজন মজুর প্রয়োজন বোধ হইল। বলিল যে এই মোটটী যে লইয়া যাইবে তাহাকে মজুরি দিব। ভাগবত-শ্রোতাদিগের মধ্যে কোন মজুর পাওয়া গেল না। একজন মলিন ও ছিন্নবসনধারী ব্যক্তি শ্রোতাদিগের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর তাঁহাকেই বলিলেন ইঁহার মোটটী লইয়া যাও। মজুরি পাইবে। মলিন বেশধারী, উদাসীনের চিহ্ন বিহীন, ঐ মহাপুরুষ ভাবিলেন "লোকের উপকার করা উচিত। এবং হরিকথা যিনি শুনাইলেন তাঁহার কথা রাখা উচিত। গৃহীদের ন্যায় উঁহাকেত কিছু দিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন আমিও ঐ দিকে যাইব। মজুরি দিতে হইবে না। মহাত্মা মোট উঠাইয়া চলিতে লাগিলেন। "ঐ দিকে ত লোকটা যাইতেই সুতরাং খুব কম মজুরি দিলেই চলিবে" ভাবিয়া বণিক হৃষ্টচিত্তে মৌখিক বলিল "মজুরি দিব বই কি!" সঙ্গে চলিতে চলিতে মহাপুরুষ বণিকের কঠিন হৃদয়ে অর্থলোভ ভিন্ন অন্য কোন ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার জন্য একান্ত ব্যথিত হইলেন। উঁহাকে বলিলেন "এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ করিলে যমরাজ সহস্র ঘণ্টা স্বর্গবাস করিতে দেন অতএব যেরূপে যখনই পারিবে সাধুসঙ্গ করিও।" অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে মহাপুরুষ এই কথা পুনঃ পুনঃ বলায় বণিকের মন ভিজিল, সে মনে স্থির করিল সৎকর্ম ও সাধুসঙ্গ সময়ে সময়ে করিবে। কিন্তু মহাপুরুষ মোট পৌছাইয়া মজুরি না লইয়া চলিয়া গেলে পয়সা বাঁচাইয়া মহাহৃষ্ট বণিক পূর্ব্ববৎই জীবনযাত্রা অর্থ সঞ্চয়েই অতিবাহিত করিল বহুকাল পরে কোন প্রকার সাধুসঙ্গ বা সৎকার্য্য না করিয়াই বণিকের মৃত্যু হইল। চিরজীবন বণিক যে শুধু টাকার জিনিসে ও ক্রমে সঞ্চয় ভিন্ন অন্য কোন কাজ করে নাই। বিষয় সম্পত্তি অনেক হইয়াছিল। মৃত্যুর পর যমরাজ উঁহাকে বলিলেন "এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ সেই মুটের সহিত করিয়াছিলে তাহার ফলে এক সহস্র ঘণ্টা তোমার স্বর্গবাস হইবে। তাহার পর যম তাড়না।" বণিকের তখন সেই মহাপুরুষের সনির্ব্বন্ধ উপদেশের সার্থকতা বোধ হইল। বণিক কাতরভাবে মহাপুরুষের দর্শন আকাঙ্খায় বলিল সহস্র ঘণ্টা স্বর্গবাসের পরিবর্ত্তে আমাকে একঘণ্টা পুণ্যময় লোকে সাধুসঙ্গে রাখা হউক। স্বেচ্ছায় যিনি ভার বহনে নিযুক্ত হইয়া সুধু তাহারই প্রকৃত মঙ্গলের জন্য অত যত্ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে আর একবার দেখিয়া যম যন্ত্রণা ভোগ আরম্ভ করিবে এই ইচ্ছা বণিকের বড়ই প্রবল হইয়াছিল। যমরাজ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বণিক সেই পূর্ব্ব পরিচিত মহাপুরুষ এবং অপর কয়েকজন উজ্জল শরীরী মহাত্মাকে ব্রহ্ম চিন্তায় হরি কথায় নিমগ্ন দেখিলেন। উঁহাদের সান্নিধ্যে এবং কথা শ্রবণে বণিকের অন্তরে অন্তরে বিবেকের উদয় হইল এবং নিজের ও মহাপুরুষের অবস্থার তুলনায় অনিত্য পদার্থে বৈরাগ্য এবং জ্ঞানলাভের ইচ্ছা অতি সত্বরেই ঘটিল। উঁহার শম, দম, তিতিক্ষা উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ সাধনের ষট্ সম্পত্তি লাভ হইল এবং মুমুক্ষতাও আসিল। অনন্যচিত্ত হইয়া বণিক ইহাতে প্রবৃত্ত থাকায় যমরাজের নিকট ফিরিবার কথা মনে আসিল না। নির্ম্মলচিত্ত ঋষিরা যে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র আত্মা শরীরে দর্শন করেন, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বণিক তাঁহাকে তপস্যা, সত্য, নিত্য-ব্রহ্মচর্য্য এবং জ্ঞান দ্বারা লাভ করিলেন।

পুণ্য লোকে এইরূপে বণিক ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নাম রূপ হইতে—যমের শাসন হইতে—মুক্তি প্রাপ্ত হইল। যমদূতগণ সে পুণ্য লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। সাধুকে একঘণ্টা পরেই বাহিরে আনায় চেষ্টা করিতে যম রাজার দ্বারাই দূতেরা নিয়োজিত হইয়াছিল। যেখানে সাধুসঙ্গ, হরি কথা ও পরব্রহ্মের চিন্তা সে স্থানে যথার্থ অনুতপ্ত লোক শান্তির আশায় আশ্রয় লইলে যমদূতদিগের আক্রমণ করিতে যাওয়া নিয়ম বহির্ভূত।

যোগাশ্রমে জন্মোৎসব।

মহাশয়! গত ১২ই ভাদ্র শনিবার ঝুলন যাত্রার দিন বঙ্গের সুসন্তান ও ভারতের সুবিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের জন্মোৎসব ৺ কাশী যোগাশ্রমে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও সন্ন্যাসিগণ এবং স্থানীয় অনেক স্বধর্ম্মপরায়ণ ভদ্র মহোদয়গণ এই উপরোক্ত যোগাশ্রমে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর কল্যাণকামনায় মা যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণার পূজা হইয়া গেলে সাধু ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান হইয়াছিল। দীনার্ত্তদিগকে দান, সদালাপ ও ধর্ম্মসঙ্গীতাদিতে উৎসবের দিন অতিবাহিত হয়।

ভারতীয় আচার ব্যবহারাদিতে যখন শিক্ষিত সমাজ বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভারতীয় ভাব ও ভাষা পর্য্যন্তও যখন লোকের নিকট অশ্রদ্ধার সামগ্রী হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথমে সকলকে ধর্ম্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ক্রমে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তিনি লোকের মনে স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের (ইং ১৮৯১) সেই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান জাতীয় আন্দোলনের নেতা রূপে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দই সকলকে কার্য্য ক্ষেত্রে একত্রিত করিয়াছিলেন। দেশের শুভদিনের উষাকালেই তিনি শান্তি ধামে চলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দেশানুরাগ স্থাপিত হইলেই উহা সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের সেবায় যিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতি চিরদিন ভারত হৃদয়ে জাগরুক থাকিবার যোগ্য।

পরিব্রাজক মহোদয়ের জন্মোৎসবের উপহার রূপে ইংরাজী অনুবাদ সহ 'আরতভক্তি সূত্র' ও "ম্যালেরিয়ার মহৌষধ" নামে সংযম ও সুশিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক খানি সর্ব্বসাধারণকে বিতরিত হইতেছে। পুস্তক দুইখানি ভক্তিভাব লাভের ও মানব চরিত্র শিক্ষায় বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ডাকব্যয় জন্য ১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ ৺ কাশী যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়কে পত্র লিখিলে সকলেই উহা পাইতে পারেন। শ্রীঃ

নীতিশ্লোকাঃ।

অজ্ঞানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
স মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃত বড়িশ মশ্নাতি পিশিতং।
বিজানন্তো হপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জাল জটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥

যেমন শলভ অর্থাৎ ফড়িং দাহের যন্ত্রণা না জানিয়া দীপশিখায় পতিত হয় এবং মৎস্যও যেমন মাংসাবৃত বড়িশ জানিতে না পারিয়া অর্থাৎ মাংসের ভিতর যে বড়িশ আছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মাত্র মাংস খণ্ড জ্ঞানে মাংসাচ্ছাদিত বড়িশ গ্রাস করে সেইরূপ আমরাও বিষয় সমূহকে বিপজ্জালে আচ্ছন্ন ইহা বিশেষরূপ জানিয়াও মোহবশতঃ পরিত্যাগ করিতে পারি না। অহো মোহের কি অসাধারণ মহিমা!

আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্ত
মম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টং।
জন্মান্তরার্জ্জিত শুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধি॥

মনুষ্য আকাশে উত্থিত হউক বা দিগন্তে গমন করুক কিম্বা সমুদ্রে প্রবেশ করুক অথবা কোন স্থানে অবস্থান করুক পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত ভাল মন্দ কার্য্য ছায়ার মত তাহার সঙ্গ কখনও পরিত্যাগ করে না সে যথা সময়ে তাহার শুভ কিম্বা অশুভ ফল উৎপাদন করিবেই করিবে। কোনও প্রকারেই তাহার হস্ত হইতে নিস্তারের উপায় নাই।

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥

মূর্খব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু না বলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দূরে দীর্ঘ বস্ত্র ও উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পায়।

জাতি বিদ্যামহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেবচ
যত্নেন পরিবর্জ্জেত পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ

জাতি, বিদ্যা, মহত্ত্ব, রূপ এবং যৌবন অর্থাৎ যৌবনের গর্ব্ব যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, কারণ এই পাঁচটী ভক্তির কণ্টক স্বরূপ।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরু স্তত্র শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

জগতে শিষ্যের ধন হরণ অর্থাৎ গ্রহণ করেন এমন অনেক গুরু আছেন কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ অর্থাৎ দূর করেন এমন গুরু পাওয়া দুর্ল্লভ।

সমাপ্য বিষয়োৎকণ্ঠাং সেবয়ামি হরেঃ পদং।
সমুদ্রং স্তিমিতং কর্ত্তুং স্নাতুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ॥

বর্ব্বর অর্থাৎ নিতান্ত মূর্খব্যক্তিরা যেমন মনে করে সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হইলে সমুদ্রে স্নান করিবে কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ কোনও কালে স্থির ও হয় না তাহাদের স্নানও হয় না সেইরূপ। যাহারা মনে করে যে বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিব সেই মূর্খদিগের আর ভগবদারাধনা হয় না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে কি কখনও অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়? বরং বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে সেইরূপ বিষয় বাসনা উপভোগে কখনও নিবৃত্ত হয় না কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।

এডুকেশন গেজেট

২৫শে ভাদ্র ১৩১৩ সাল ইং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সাল

ফ্রিবেল সোসাইটি।

কলিকাতায় এই সোসাইটীর অধিবেশন বিগত ২৭শে আগষ্ট ওভারটুন হলে হইয়াছিল। স্কটিস চর্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভঃ জে ওয়াট এম এ বি ডি সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ডাঃ গণনাথ সেন শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটীর মর্ম্ম এইরূপ—

শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়টি সকল দেশেরই পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়। স্কুলে শিক্ষকগণ এবং বাড়ীতে ছেলের অভিভাবকগণ এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। শিশুকে লালন পালন করা, তাহাকে খাওয়ান, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তাহার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ব্যায়াম —এগুলির দিকে লক্ষ্য রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্কুলের ছেলেদের ডাক্তারেরা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিবেন, এ সম্বন্ধে বিলাত অঞ্চলে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আছে; ওরূপ ব্যবস্থা এদেশেও করা আবশ্যক। ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিলে তবে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। ছেলের খাওয়া দাওয়া বিধিমত না হইলে, পোষাক পরিচ্ছদ নিয়মমত না হইলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পাইলে, নিয়মিত ব্যায়াম না করিলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া যায়। একথা স্কুলে শিক্ষক মহাশয় এবং বাড়ীতে ছেলের অভিভাবক যেন জানিয়া রাখেন। প্রথম হইতেই ছেলেকে একেবারে কেতাবের সহিত সম্পর্কিত করিয়া দিলে তাহার অনিষ্ট করা হয়। ঐরূপ করাকে পাপ বলিতে পারা যায়। খেলনা, পোষা-পাখী, গোরু বাছুর বিড়াল প্রভৃতি, কলকৌশল বিশিষ্ট ক্রীড়নক, ছেলেরা শৈশবে এই সকল দেখিয়া আমোদ করিবে। এইরূপ করায় উহাদের যেরূপ শিক্ষা হইবে, পুস্তক পড়াইলে তাহা হইবে না।

আজকাল অধিকাংশ লোককেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করিতে হয়। বাড়ীর কর্ত্তা চাকরী বা নিজের কারবার লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, বাড়ীর ছেলেদের দিকে লক্ষ্য রাখিবার সময়ই পান না। অনেকস্থলে প্রাইভেট শিক্ষক রাখিয়া ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। প্রাইভেট শিক্ষক আসিয়া ছেলেকে পড়াইয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতে ছেলের সম্বন্ধে আর বড় একটা কিছুই দেখা হয় না। ছেলের শরীর, বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের দেশে মায়েদের দ্বারা তেমন কিছু হয় না। সেরূপ ভাবে এখানকার মায়েরা সাধারণতঃ শিক্ষিতা নহেন। "ভাল করে পড়া শুনা কর্‌লে বড় হ'য়ে অনেক টাকা রোজগার ক'রতে পার্‌বে" ইত্যাদিরূপ কথা এদেশের মায়ের মুখে শৈশবে ছেলেদের অনেক শুনিতে হয়। ইহার পরিণাম ফল কিন্তু ভাল হয় না। জ্ঞান লাভের জন্য যে বিদ্যাশিক্ষা, এ ধারণা মনে দাঁড়াইতে না পাইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্যই যে বিদ্যাশিক্ষা এই ধারণাই অধিকাংশেরই মনে, এবং এই ধারণার মূল অনেকটা ছেলেবেলার সেই সংস্কার—মায়েদের, "লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই" প্রভৃতি ধরণের কথা।

শিশুদের বাল্যের শিক্ষার দোষ বুঝিয়া প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ শিক্ষক ফ্রিবেল কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ইহা শিশুদের উপযোগী শিক্ষা। ইহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয়, বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ হয় এবং নীতিশিক্ষা হইয়া থাকে। কোন বিষয় ছেলেদের বেশ হৃদ্গত না হইলেও কেবল পাখী পড়াইবার মত করিয়া তাহাদিগকে পড়ান খুবই অনিষ্টকর। এইরূপ পাঠে ছেলেদের মস্তিষ্ক এবং মানসিক শক্তি স্বাভাবিক ও স্বাধীন ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে না. সুতরাং এইরূপ পড়ান (Ciammiug) যাহাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুকে প্রকৃতির সংস্রবে রাখিয়া দেও, সে নিজের চেষ্টায়, নিজের স্বচক্ষুদর্শনে আপনা হইতে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতেপারিবে। তাহার শরীরও পুষ্ট হইবে নীতিশিক্ষাও হইবে, বুদ্ধিবৃত্তিও সতেজ হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

মৃণ্ময়ী। ১ম ভাগ, ভাদ্র ১৩১৬। ৫ম সংখ্যা, সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী। "চৈতন্যদেব সম্বন্ধে ভাগবত ও মহাভারতের উক্তি"—উল্লেখে বলা হইয়াছে—

শ্রীচৈতন্যের অনেক পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছিল। অথচ ভাগবতে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়.

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ
শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

ভাগবত ১০।৮।০৯।

গর্গাচার্য্য নন্দকে বলিতেছেন, হে নন্দ! তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর ধারণ করাতে ইহার তিনটী বর্ণ হইয়া থাকে, যথা শুক্ল, রক্ত ও পীত। সত্য যুগে হংসাবতারে ইনি শুক্ল বর্ণ হইয়াছিলেন, ত্রেতাযুগে হয়গ্রীবাবতারে রক্তবর্ণ, ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণবর্ণ এবং ভবিষ্যতে গৌরবর্ণ হইবেন। * * *

কেহ বলিতে পারেন শ্রীমদ্ভাগবতকার এই ভবিষ্যদ্বাণী মহাভারতে পাইয়াছিলেন।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী

* * * * *

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥
মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব। ১৪৯ অধ্যায় ৭৫।৯২।

স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার গৌরবর্ণ, অঙ্গ গলিত স্বর্ণের ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতি শ্রেষ্ঠ এবং চন্দন ভূষায় ভূষিত; তিনি সন্ন্যাসকারী, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, শান্ত, এবং নিষ্ঠা ও শান্তিগুণযুক্ত।

এটী যে শ্রীচৈতন্যের চেহারা কে অস্বীকার করিবে? রূপ ও বর্ণ, আকার ও ভূষা, প্রকৃতি ও চরিত্র, কার্য্য ও কল্পনা, সকলই শ্রীচৈতন্যের।

ভারতকার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ণে বর্ণে শ্রীচৈতন্যের ফটোগ্রাফ কি করিয়া তুলিলেন? * * * *

শত শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদান্তিকেরা মায়াবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ লইয়া বিচার করিয়াছিলেন।

"মায়াবাদ পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

আমাদের বোধ ছিল, শ্রীচৈতন্য "ইভোলিউসনিষ্ট" বা বিবর্ত্তবাদী ছিলেন। শঙ্কর মায়াবাদ স্থাপন করিয়া জগৎ শূন্যতাময় প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশূন্যতা বাদে তিনি ভক্তা যোগ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পরমাত্মা স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য স্থাপন করিয়া পূজা প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিলেন। অথচ ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে নির্ব্বিকারের বিকার সম্ভাবনা হয়। এই বিকার সম্ভাবনাভয়ে শঙ্কর মায়াবাদ অবলম্বন করেন। শ্রীচৈতন্য বিবর্ত্তবাদ প্রতিপন্ন করিয়া মায়াবাদ ও নির্ব্বিকারের বিকার সম্ভাবনা উভয়ই অপ্রমাণ করেন। * *

আনন্দবাজার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ একই। একথা কি সত্য? চরিতামৃতে এই পদটী আছে :—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ।
পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥

আদিলীলা ২৪১ পৃঃ!

বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত এই পদ কয়েকটীর এই রূপ অর্থ করিয়াছেন :-

শ্রীযুক্ত শঙ্করাচার্য্য পরিণাম বাদে এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যে ঈশ্বর বিকার বা মায়া যুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু পরিণাম বাদে বলে যে তিনি বিকারযুক্ত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ দোষারোপ করত তিনি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিলেন। 'করি'—অর্থাৎ করিলেন। যেমতে এক বস্তু এরূপ ভাবে অন্য বস্তুতে পরিণত হইয়া যায় যে তাহা আর পূর্ব্বাবস্থা হইতে পারে না তাহা পরিণামবাদ। কিন্তু যেমতে এক বস্তুর বিবর্ত্তনে অন্যবস্তুতে পরিণত হইয়াও তাহার পূর্ব্বভাব ধ্বংশ হয় না, তাহার নাম বিবর্ত্তবাদ। যেমন মৃত্তিকা বিবর্ত্তনে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেও মৃত্তিকার স্বভাব ধ্বংশ হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই বলিয়া পরিণাম বাদে দোষ দিলেন যে যদি ঈশ্বর বিকারী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশী সত্বা লোপ হইয়া যায়। যখন তাহা অসম্ভব তখন পরিণামবাদের মতও অসম্ভব; সুতরাং ঈশ্বর জগদাদিরূপে পরিণত হন নাই। বরং জগদাদি মিথ্যা, কেবল পারমেশ্বরী মায়ার বিবর্ত্তনে তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে; ইহাই বলা যুক্তিযুক্ত। চৈতন্য প্রভু তাহার উত্তরে এই বলিতেছেন যে পরমেশ্বরের শক্তি অচিন্তনীয়। তাঁহার ইচ্ছার পরিণামে জগদাদি উৎপন্ন হইলেও তাঁহার সত্তা জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রহিয়াছে। ইচ্ছা বা শক্তির পরিণামে সত্তার পরিণাম হয় না। এই কথায় লোককে চিন্তামণি বা স্পর্শমণির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চিন্তামণি সংযোগে অন্যবস্তু স্বর্ণ হইয়া গেলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম জন্মায় না।

সংযমের উপদেশ সুলিখিত। "দ্বিজেন্দ্র লালের সীতা"র সমালোচনা বড়ই প্রীতিকর বোধ হইল—

"সূর্য্য বংশে "রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ" নিত্য বাক্য। কুলগুরু বশিষ্ঠ নূতন রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে অষ্টাবক্র মুখে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেনঃ—

যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনে স্তাস্তস্মাদ্‌যশো যৎ পরমং
ধনং বঃ

এবং রামচন্দ্র এই বলিয়া সে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেনঃ—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদিবা জানকীমপি
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।

প্রজালোক রাজার দেবতা। লোক আরাধনায় সর্ব্বস্ব—সর্ব্বস্বের শ্রেষ্ঠ—জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে দুঃখ হইবে না। জানকীও "অতএব রাঘব ধুরন্ধর আমার আর্য্য পুত্র" বলিয়া সে কথার অনুমোদন করিলেন। রাজ কর্ত্তব্যের মহত্ব, প্রজার উচ্চ পদ, রামচন্দ্রের রাজধর্ম্মের মহান্ আদর্শ এবং জানকীর সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ততা—এত কথা এই কয়টী কথায় বুঝা গেল। "আরাধনায় লোকস্য"—কেবল হিন্দু রাজা বলিয়াছেন—কোন দেশের কোন রাজাকে আর কখন এমনটী বলিতে শুনা যায় নাই। রামচন্দ্র রাজ-ঋষি। যেমন প্রেম তেমনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

অচিরেই শ্রীরামের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরীক্ষা হইল। রাজা হইয়াই রামচন্দ্র পুর ও জনপদবাসীদিগের মনোভাব জানিবার জন্য দুর্ম্মুখকে প্রণিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুর্ম্মুখ আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিল যে সকলে জানকীর অপবাদ করিতেছে।

ভালবাসা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সংগ্রাম অনেক গৃহেই ঘটিয়া থাকে। কেহ এক প্রকারে কেহ অন্য প্রকারে তাহার মীমাংসা করেন। দশরথ কর্ত্তব্যের

প্রতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পরশুরামও র্দ্ধবে স্বআদেশ পালন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রম বিকার জনিত মোহের তিরোভাব হইলে. ম কর্ত্তব্য পালন করিলেন। ঝটিকার প্রথম প্রকোপে মহাদ্রুম কাঁপিয়া উঠে; অচিরে আপন ...ত্তর দিয়া অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহে। ...হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ... করিলেন। সীতাকে বনবাস দিয়া প্রজা ...কারী ধার্ম্মিক আদর্শ রাজার ব্রত পূর্ণ করি-লেন। মহাপুরুষের মহত্ত্ব এইখানে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত "পাষাণী" ...কের সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম :— ...অন্ধকার গহ্বরে. একখানি ছবি দেখিলাম। পূর্ণ, সুন্দর মহান; ক্লিওপ্যাসের ভাস্কর কর্ম, ...কেলের চিত্র। অতি সুন্দর অতি সুন্দর। ...ণের শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা দর্শন বিজ্ঞান বক্তৃতায় বুঝি ...ই, আজি চিত্র পটে তাহা বুঝাইল। সুকুমার ...লিকার আঘাতে চিত্রকর যাহা বুঝাইল, দার্শনিক শাস্ত্রকারের তাহা বুঝাইবার শক্তি নাই। ...র্ষি গৌতমের চিত্রপট গেটে ও সেক্সপিয়ারের ...ও বিষয় নহে।

এই অপূর্ব্ব চিত্র, এই অপূর্ব্ব কবিতা, বাসী ...ের ও বাসী ফুলের রচনা। পুরাণ জিনিসকে ...তন করিয়া সাজাইতে একটু বেশী রকম ওস্তাদির ...য়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাসী ফুলে মনোহর ...লা গাঁথিয়াছেন।'

সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। দশ ...বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" পড়িয়া দুঃখিত ...হইলাম। আশা করিয়াছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল ...রাম চরিত্রে আমাদের আদর্শের উচ্চে স্থাপন ...করিবেন। কিন্তু এবার বাসী ফুলের মালা ...মনোহর হয় নাই। রাম চরিত্রের অবমাননা ...হয় না।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর রামচন্দ্র যেন কয়েক বৎসর ...র্ব্বে একজন পাড়াগাঁয়ের বাঙ্গালী জমিদার। ...হার ভাব, তাঁহার ভাষা, তাঁহার বুদ্ধি, অশিষ্ট ...সংযত ও অপ্রশংসনীয়। প্রস্তাবে তিনি নিন্দার ...কে গঙ্গা স্নান করেন (অপূর্ব্ব তুলনা!) তাঁহার ...কাই প্রজাগুলো কৃতঘ্ন ও লোভী।

এতই অধম—যত পাও তত চায়,
যেন থাকে উদরটা থাকে ওৎ হায়।

...শালা নাট্যশালার প্রসাদে দ্বিজেন্দ্রলাল ...রূপ সুরুচি লাভ করিয়াছেন? দুর্ম্মুখ ...বাসী ভৃত্য। দুর্ম্মুখকে রাম এইরূপ ...ত ভাষায় সম্বোধন করিতেছেন—ভাষাটা একটু ভদ্র রকমের না হইলে থিয়েটার গামী আমোদপ্রিয় যুবকেরা করতালি দেয় না।

"দুর্ম্মুখ! এখনো পাপ দাঁড়াবে? দূর দূর,
দূর হ, প্রভুর অন্নে বর্দ্ধিত কুক্কুর
কৃতঘ্ন! না আমি বুঝি হতেছি উন্মত্ত,
কি করিবে ভৃত্য, শুদ্ধ কহিয়াছে সত্য।
কেন সত্য কথা আজ কহিলি দুর্ম্মুখ!
মিথ্যা কহিলি না কেন?"

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই গ্রন্থখানিকে ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিবনা। কাব্যকলা হিসাবেই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি, এই বায়ুরোগ গ্রস্ত ক্ষীণদেহ হীনবল ব্যক্তিটী কি "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি" হইবার উপযুক্ত?

তাঁহার রাম কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া গোপনে দৌড়িয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত। বশিষ্ঠ যে কি বুঝাইলেন—রাম বুঝিয়া থাকিবেন, আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না। এক দিন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছিলেন যে, যে মরে সে মরে না ইত্যাদি। সে ব্যাসকূট বরং বুঝা যায়—এ বশিষ্ঠকূট বুঝা যায় না। রাম বোধ হয় বুঝিলেন যে গুরুর আজ্ঞা সীতাকে বনবাস দিতে হইবে। যে আজ্ঞা বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

কবি বলেন বাল্মীকির রাম স্ত্রীকে গোরু বাছুরের মত সম্পত্তি বিবেচনা করিতেন, তাই কিছু রোজগারের লোভে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এখন স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে লোকের উচ্চ ধারণা। রামায়ণী কথা, এখন খাটিবে না। অত এব বশিষ্ঠের ঘাড়ে একটা গজকচ্ছপী বোঝা চাপাইয়া দিয়া রামকে নির্দ্দোষী করা যাক।"

সম্রাট অরেঙ্গজেবের পত্রাবলী, ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা, উড়িয়া কাহিনী প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল প্রবন্ধ এবং ক্ষুদ্র গল্প আছে। মৃণ্ময়ী অনেক মাসিক পত্রিকার অপেক্ষাই আজকাল ভাল চলিতেছে এবং সময়ে প্রকাশিত হইতেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[স্থানীয়] গত রবিবার চুঁচুড়া গৌরাঙ্গ নাট্য সমাজ প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিদিগের সমাগম হইয়াছিল। সমিতিতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে—(১) লর্ড রিপনের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ (২) ব্রিটিস উপনিবেশের স্বায়ত্ত শাসন ভারতেও প্রচলিত হওয়া উচিত। (৩) বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে থাকুক, উহার প্রতিষেধ অথবা পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয়। (৪) বিদেশীয় পণ্যের বর্জ্জন দেশের পক্ষে শুভজনক। শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ, ঘোষ বিদেশীয় পণ্যের একান্ত পরিহারের স্বপক্ষে বলেন, তাহাতে সভাপতি মহাশয় বলেন, উহা কাল্পনিক কথা এবং অসম্ভব। উপস্থিত সভাগণ বিদেশীয় পণ্যের একান্ত পরিহারের পক্ষপাতী কি না সভাপতি প্রশ্ন করিলে, সকলে বলেন, "না"। (৫) স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে দেশের সমৃদ্ধি হইবে। উহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলেও তাহা করা উচিত। (৬) হত্যা প্রভৃতি যে সকল অত্যাচার অর্ব্বাচীনেরা করিতেছে, উহা অতীব দোষাবহ, উহা আমাদের দেশের উন্নতির ব্যাঘাতক। [৭] দেশের শাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কঠোর নীতি অবলম্বন করেন ইহা সমিতির অনুমোদিত নয়; নবজন দেশীয় সম্রান্ত লোককে যে গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে স্থানান্তরিত করিয়াছেন ইহা সমিতির বিবেচনায় বিশেষ আপত্তিজনক। সমিতির প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের মুক্তি দিন এবং ১৮১১ সালের ৩ আইনটি উঠিয়া যায়। [৮] কলেরা, ম্যালেরিয়া বসন্তে অনেক লোক মরে, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে তাহাই দেখা যায়। এজন্য সমিতির প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করেন :—[ক] বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কূপখনন এবং পুষ্করিণী খনন বা উহার পঙ্কোদ্ধার; [খ] গ্রাম্য অঞ্চলে জলনিকাশের ব্যবস্থা; [গ] গ্রামপল্লীর জঙ্গল পরিষ্কার করণ। [ঘ] সেপটিক ট্যাঙ্কের জল হুগলী নদীতে পড়িয়া নদীর উভয় পার্শ্বের গ্রাম পল্লীতে কলেরার আধিক্যের প্রধান কারণ হইয়াছে। উহার নিবারণ আবশ্যক। [৯] অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে সমিতি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন এবং জানাইতেছেন যে, শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহা দেশের প্রয়োজন বিবেচনায় যথেষ্ট নয়। উচ্চশিক্ষার খাতিরে কোনরূপ অর্থ হানি না করিয়া হুগলী ও কৃষ্ণনগর কলেজকে গবর্ণমেণ্ট যেন সাবেক ধরণেই পোষণ করেন। দেশের উপাস্থিত প্রয়োজন বোধে এই সমিতির ইচ্ছা যে, জাতীয় আয়ত্তাধীনে জাতীয় ধরণে স্ত্রী পুরুষের জন্য সাহিত্য বিজ্ঞান রসায়ন ও শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। এবং দেশের লোকে যেন

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি জন্য মনোনিবেশ করেন। [১০] কলিকাতা পুলিস বিল আপত্তিজনক, উহাতে কোন উপকার নাই। [১১] বিচার ও কার্যকারী সর্ভিসের স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন বুঝিয়াও গবর্ণমেণ্ট উহার সম্বন্ধে যে আজও কিছু করিলেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। এই দুইয়ের পৃথক্করণ হইলেই পুলিসের সংস্কার হইবে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের বিচারক কর্মচারিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হাইকোর্টের তত্বাবধানে না আসিলে ঐ পৃথক্করণ সম্বন্ধীয় কোন ব্যবস্থাই সফল হইবে না। ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ ব্যবহারাজীব দল হইতেই লওয়া উচিত। [১২] আদালতে মামলা মোকদ্দমা ব্যয়সাধ্য বলিয়া দেশের মধ্যে সালিশ আদালতের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। [১৩] চাউল প্রভৃতির মূল্য খুব চড়া বলিয়া সমিতির ইচ্ছা সমগ্র দেশের মধ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ষ্টোরস্ এবং ধর্মগোলা সমূহ সংস্থাপিত হয়। [১৪] অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি কমাইয়া দেওয়া হউক এবং অস্ত্রাদি রক্ষা সম্বন্ধে ভারতবাসী ইউরোপীয় ইউরেশীয়গণকে সমান অধিকার দেওয়া হউক। [১৫] দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ। [১৬] গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণ বিশেষতঃ জমিদারগণ গোচারণের মাঠ এবং গোরক্ষণ সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখুন। [১৭] জলনিকাশ এবং পয়ঃপ্রণালী জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ সাহায্য দেন তাহা যথেষ্ট নয়। [১৮] কষ্টপ্রাপ্ত লোকদিগের কষ্ট দূর করিবার জন্য ব্যবহারিক ভাবের উপায় করা উচিত।

[কলিকাতা] আগামী ২৭শে ভাদ্র ১৩১৬ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টিকার সময় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভারত সঙ্গীত সমাজের হলে, ফরিদপুর সুহৃৎ সভার ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে। ভোটিং পেপার ছাপা হইয়াছে, যাঁহারা তাহা পান নাই তাঁহারা দয়া করিয়া কার্যালয় হইতে তাহা লইবেন।

[যুক্তপ্রদেশ] ৺ বারাণসী ধামে মৎস্যের দাম ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছিল। গত শুক্রবারে বাজার বসিলে মৎস্যের দাম ৸০ আনা হওয়ায় বাঙ্গালীরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে মাছ ৵০ আনা ৶০ আনা সের না হইলে খরিদ করা হইবে না। শুনা যায়, বাঙ্গালীগণের বাড়ীতে মৎস্য লইয়া গিয়াও কোথাও ।০ কি ।৵০ আনা সের দরে মৎস্য বিক্রয় করিতে পারে নাই। কেবল একজন লোক আপনাকে "সরকার বাহাদুরের চাকর" এই পরিচয় দিয়া মৎস্য ক্রয় করেন। তাহাতে কাশীর ভদ্রলোকগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার কল্পনা করেন ও তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খাইবেন না ইহা স্থির করেন। তিনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ খাওয়াইবেন এইরূপ কথা বলায় পর নাকি কোন কোন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত, যিনি একদিনের জন্যও মৎস্য পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ এরূপ ব্যক্তির বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইবেন না এরূপ বলিয়াছেন। এরূপ শুনা কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্ট্রীটফিল্ড এরূপ ধর্ম ঘটকে 'পিকেটিং' বলিতে অসম্মত হইয়াছেন।

[বোম্বাই] কে ভি ভোসিকার নামক একটি ছাত্রের টুঙ্কের মধ্যে বিস্ফুরক পদার্থ পাওয়া যায়। উহা অসদভিপ্রায়ে রাখা হইয়াছে সন্দেহে উহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের দায়রায় মিঃ জষ্টিস বীমানের নিকট মোকদ্দমার বিচার হয়। জজ জুরীদের চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবার সময়ে বলেন যে, জুরীদিগকে তিনটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।—(১) টুঙ্কে যে জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ফুরক পদার্থ নির্মাণের জন্য কি না। (২) ঐ জিনিস আসামীর অধিকারেই ছিল কি না। (৩) যদি থাকিয়া থাকে তবে উহা সদভিপ্রায়ে ছিল না এরূপ সন্দেহ করিবার মত অবস্থা কি না। নয়জন জুরীর মধ্যে ৫জন আসামীকে নির্দোষ এবং ৪জন দোষী বলেন। পুনরায় বিবেচনা করিতে বলায় দুই ঘণ্টার পরে জুরীদের মধ্যে ছয়জন আসামীকে নির্দোষ এবং তিনজন দোষী বলেন। বিচারক মহাশয় অধিকাংশ জুরীর মতগ্রহণ করিয়া আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন; বলিয়াছেন, "জুরীরা একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু আমি পুনরায় বিচারের ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না। আমি আশা করি, ইহাতে তোমার শিক্ষা হইবে। তোমার কৌন্সেল বলিয়াছেন, বিস্ফুরক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ বিষয়ে তোমার মনে ঘৃণা আছে। আমি সেইরূপ মনে করিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। আশা করি, যাহাতে তোমার অমঙ্গল হইতে পারে ভবিষ্যতে এমন সকলের সংস্রবে তুমি আর থাকিবে না।"

[সাধারণ] গোয়ালিয়রের মহারাজ লর্ড কিচেনারের স্মৃতিচিহ্নকল্পে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শিক্ষকদের উচ্চারণাদির পরীক্ষা—ভাগলপুর বিভাগের উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুল সমূহে যে সকল শিক্ষক ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ইংরাজী সাহিত্য বা অপরাপর বিষয় পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের ইংরাজী উচ্চারণ ও প্রণালীশুদ্ধরূপে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারার পরীক্ষা আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার মুঙ্গের জেলায় জামুই উচ্চ ইংরাজী স্কুলে হইবে। যাঁহারা এণ্ট্রান্স অথবা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর কোন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। পরীক্ষার্থীদিগের আবেদন পত্র ২০শে সেপ্টেম্বর বা তৎপূর্ব্বে যাইয়া উক্ত বিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ প্রথেরোর নিকট পৌঁছান চাই। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে;—(১) পরীক্ষার্থীর নাম, (২) পিতার নাম, (৩) বাসস্থান (গ্রাম, থানা ও জেলা) (৪) পড়াশুনা কি পর্যন্ত, (৫) যে স্কুলে একণে তিনি কাজ করিতেছেন। তিনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া আবেদনে লিখিবেন সেই পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে আসিবার সময় সঙ্গে আনিতে হইবে।

মিঃ দাদাভাই নৌরোজীর পঞ্চাশীতি সাংবৎসরিক জন্মদিনোৎসব উপলক্ষে বোম্বাইয়ে হিন্দু মুসলমানদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সকলেই তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। একটি রজতাধারে আবদ্ধ করিয়া একখানি অভিনন্দন পত্র তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ব্যারাকপুর ও দমদমার প্রতিনিধি ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন সি পি উডওয়ার্ড ভারতগবর্ণমেণ্টের আর্মি বিভাগে স্থাপিত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ রায় চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মৌঃ আমীনউল ইসলাম ২৪ পরগণায় সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ ম্যাক আলপিন ১৮ মাসের ছুটী পাইলেন। মিঃ এইচ জি কেরি আই সি এস ৬ মাসের ফর্লো পাইলেন।

বাবু গিরীন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৫ম শ্রেণীর সব ডেঃ কঃ হইয়া ২৪ পরগণায় সদরে স্থাপিত হইবেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। কাটোয়ার সব ডেঃ কঃ বাবু উমেশচন্দ্র শীল ১ মাসের ছুটী পাইলেন। ২৪ পরগণার সব ডেঃ কঃ বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখার্জ্জি বসিরহাট মহকুমায় বদলী হইলেন।

শিক্ষা—বাবু হরবংশলাল বি এ ১ বৎসরের শিক্ষানবীশীতে হাজারিবাগ সদর সার্কেলের সব ইনঃ হইলেন। মৌলবী নাদির আলি বর্দ্ধমানের সব ইনঃ পাকা হইলেন। মিঃ ডি সিলভা ৩ মাসের ছুটী পাইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। বাবু অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। পাটনা রাঙ্গের সব ইনঃ বাবু [illegible] প্রসাদ পাটনা [illegible] স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হই-

…ন। বর্দ্ধা বাবেশ্বর প্রসাদ সিংহ পাটনা ট্রেনিং …লের শিক্ষক হইলেন (অবস্তুন শিক্ষাসমিতির ৮ম …ণী) । বাবু শ্রীশচন্দ্র সেন বি এ পূর্ণিয়া জেলা …লের শিঃ হইলেন। বাবু তক্তিভূষণ সেন বি এ …ড়দাড়া গবর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষক হইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট।

…সাহীর সবডেপ্রাটেন সব ডেঃ কঃ মৌঃ … কৈয়ুম ময়মনসিংহের সদরে বদলী হইলেন … এ সব ডেঃ কঃ মৌঃ মঃ আজিজ মিসির …মনসিংহের সহকারী বন্দোবস্ত কর্মচারী হই…ন ময়মনসিংহের সবডেপ্রাটেন সব ডেঃ কঃ … সুকুমার সেন রাজসাহীর সহকারী কর্মচারী …লেন দিনাজপুরের সব ডেঃ কঃ মৌঃ …জামেল হক ঠাকুরগাঁ মহকুমায় বদলী হইলেন। …হাটির ইনকম ট্যাক্স সব ডেঃ কঃ বাবু আনন্দ …ন গাঙ্গুলী ধুবড়ী মহকুমায় বদলী হইলেন। …বিভাগের সব ডেঃ কঃ মৌঃ আবদুল রহমন …রগঞ্জের সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা- –মালদহের ডেঃ ইনঃ বাবু গোবিন্দচন্দ্র …র্ত্তী বি এ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটা… নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই …বেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা …ন জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে …টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই…

• ডিঃ অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন …লী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা …চ বা না "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও …স্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার …বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালীমতে …ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An Entrance passed 2nd master, …ng in Mathematics for the Demra …kal …inarayan M E school. Must …le to teach Arithmetic in the 2nd …ss of M E school. Free board and …ging in lieu of private tuition. Adi…th Sanyal Head master Demra E… …oll. Po Demra Dt Pabna.

An F A Hd master for the Kalpore … school on Rs 20 per mensem. Lodging and boarding free fish and milk available in abundance. Apply Mirja Ma…kbull Rahaman Mollahat Po, Khulna.

A graduate strong in Mathematics, one graduate strong in English and history & one undergraduate strong in Sanskrit for the Dubalhati H N H E school on Rs 45—50, Rs 40—45 and Rs 25—30 per mensem respectively. Applications will be received up to the 15th, September 1909. Sasibhushan Roy Dubalhati po. (Rajshahi).

A Hd master for Afzalpur M E school in Southal Pergana on Rs 25 per month private tuition available lodging free. 3miles from Churulia station (Oudul Loop). Barhra po via Dudrajpur (Birbhum).

An Entrance passed teacher for a M E school at Shanchadanga Dt Jessore Bongong pay Rs 10 per month board and lodging free. 22/1 Durpo Narain Tagore's Street Callcutta.

A graduate additional 2nd master on Rs 40 per mensem or an undergraduate on Rs 30—33 according to qualifications, for the Kalia H E school po Kalia Dt Jessore. Free board and lodging available on undertaking private tuition of two 6th class boys in the house of the Secretary if no objection to taking food in a Baidya family.

An F A Hd master for the Rajpur Nandi M E school on Rs 25 per month. Boarding and lodging on private tuition. Apply to Babu Sudha Krishna Nayak Managing Member Nandi M E school po Nandi.

Two teachers, one strong in Mathematics and the other in English for the Dumkal H E school (Murshidabad) on Rs 55 and Rs 30—40 respectively. Apply to Babu Ramtaran Bhattacharjya, Assistant Secretary.

An undergraduate Hd master on Rs 35 a month for the Azimgunj, M E school po Azimgunj Sylhet.

A plucked B A Khoksa-Janipur H E school on an initial pay of Rs 25. There is a boarding Dt. Nadia.

A graduate Ass. Hd master on Rs 45 and an undergraduate strong in Mathematics on Rs 30 for the Pandra H E school, po Fodderdihi quarters free. The place is very healthy.

A graduate, strong in History, as Asst. teacher to the Chapra Collegiate school, Dt. Saran. Must stick to the post for at least 2years. Climate good living cheap, handsome tuitions available, within half a mile of the Chapra station (B N W R) salary Rs 45—50 Apply to Babu Purna Chandra Karmakor, B A Hd master.

A B A 2nd master strong in Mathematics on Rs 50 rising to Rs 60, a B A plucked 4th master on Rs 30 rising to 35, an F A 6th master on Rs 20 rising to 25 a Hd Pandit Sanskrit Examination passed and possessing some knowledge of English, and a Drawing and Drill master A… school Examination passed will special certificate in drawing on Rs 15 rising to 20 board and lodging to all free for the Karakdi H E school Dt Faridpore.

A Drawing master for the Dasghara H E school, Dt Hooghly, on Rs 16 per month. Private tuition available. One who has passed the Vernacular master ship Examination with be preferred Apply to the Hd master.

A whole time Entrance passed private tutor to coach young children of the lower classes on Rs 10 to Rs 12 according to competency, with free board and lodging. Preference to a Brahmin or Kayestha candidate. Apply to Babu Srinath Ch Chackravarty, Neamuthpore, po Sitarampur, Burdwan.

For the Amta H E school, po Amta Dt Howrah, a graduate either strong in English or in Mathematics, on Rs 45 per month. 2. A plucked B A either strong in English or in Mathematics on of Rs 27 per month rising to Rs 30 from November 1909.

খোকসা জানিপুর হাই স্কুলের জন্ত নূ নর্ম্মাল পঃ বেতন ২০৲ বোর্ডিং আছে হেঃ মাঃ নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। জেলা নদীয়া।

আপাততঃ ৮ আট মাসের জন্ত নূ নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত। বেতন ২০ টাকা ও আবা। শ্রীআনোয়ার উদ্দিন আহম্মদ হেড পণ্ডিত গনপদী মইং স্কুল পোঃ চন্দ্রকোণা, ময়মনসিংহ।

বাদ্দিপুর (২৪ পরগণা) মইঃ স্কুলে একজন এক এ হেঃ মাঃ এর্গাস পাশ হেঃ পঃ এবং একজন মইঃ পাশ ৪র্থ শিক্ষক বেতন যোগ্যতানুসারে। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট শীঘ্র আবেদন করুন। আশুতোষ ঘোষ বদ্দিপুর জেলা ২৪ পরগণা খড়দহ পোঃ ই, বি. এস. আর

সাবাজপুরস্থ সরস্বতী বিদ্যালয়ের জন্য হার্মোনিয়ম সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র শিক্ষা দিতে পারদর্শী একজন শিক্ষক। বেতন ৮ টাকা ও আবা। শ্রীগদাধর বরাট সাবাজপুর, পোঃ লাহিড়ী, জেলা দিনাজপুর।

উপুরী মইঃ স্কুলে বিশ টাকা বেতনে হেঃ মাঃ। প্রাইভেট পড়াইলে আয়। পোঃ গফরগাঁও ময়মনসিংহ

বসন্তপুর মইঃ স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৭ টাকা। জেলা হাওড়া, পোঃ মানিকাবা।

পরদেশীপাড়া মবা স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ নূ হেঃ পঃ। বেতন ১৭ টাকা এবং বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৪ টাকা হইতে পারে। শ্রীভবানী কুমার চৌধুরী, জমিদার সাবাজপুর, পোঃ লাহিড়ী, জেলা, দিনাজপুর।

সহবারহাট পোঃ জেলা ২৪ পরগণা। ডায়মণ্ড হারবারের এলাকাধীন বরদা মইঃ স্কুলে ট্রেণিং স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস একজন হেঃ পঃ মাসিক বেতন ১৬ টাকা। কিম্বা আহার ও বাসস্থান বাদে ১৩ টাকা মাসিক পাইবেন। শীঘ্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করুন। সহবারহাট পোঃ ২৪ পঃ

চাঁদতাসা মইঃ মাদ্রাসার জন্য এক এ পাশ বা ফেল, মইঃ স্কুলে ৭।৮ বৎসর যাবৎ কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ ব্রাহ্মণ বা মাহিষ্য হেঃ মাঃ বেতন ১৫৲ টাকা ও আবা। পোঃ অঃ মথুরাপুর জেলা ২৪ পরগণা

পূর্ণিয়া জেলায়, বারসোই মইঃ স্কুলে ২৫ টাকা বেতনে হেঃ মাঃ। বাসস্থান বিনাব্যয়ে। আহারের উপযুক্ত প্রাইভেট টিউশন মিলিবে। অন্ততঃ এক বৎসর স্থায়ী থাকা চাই। শ্রীভৈরব চন্দ্র চৌধুরী হেড পণ্ডিত, বারসোই পোঃ, পূর্ণিয়া।

জেলা বীরভূম সবডিভিসন রামপুরহাট অন্তর্গত মাড়গ্রাম এ ও মইঃ স্কুলে একজন ড্রিল জ্ঞ ইং জানা নূ নর্ম্মাল পণ্ডিত বেতন ১৫ টাকা। গ্রামটী রামপুর হাট ই আই রেল ষ্টেশনের ৫ মাইল পূর্ব্বে ষ্টেশন হইতে গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তা।

একজন প্রাইভেট শিক্ষক এণ্ট্রেন্স পাশ কিম্বা ফেল অথবা এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়া, অঙ্ক ও সাহিত্যে বুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন। বেতন গুণানুসারে ৮৲ হইতে ১০ টাকা। বাসা এবং খোরাকী সরকার হইতে পাইবেন। শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ পোঃ ভিমলা জেলা রঙ্গপুর

রামভদ্রপুর মইঃ স্কুলে মাসিক ১৬ টাকা বেতনে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ আবা দেওয়া যাইবে। সেক্রেটরীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ১০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পোঃ ভেদের গঞ্জ রামভদ্রপুর মইঃ স্কুল জেলা ফরিদপুর।

জেলা মুর্শিদাবাদ, সুন্দরপুর সার্কেল বঃ বাঃ স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা। ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ২৫৲ টাকা হইবে। পেন্‌সন আছে। এই পদের সহিত যদি কেহ পরস্পর বদলী হইতে ইচ্ছা করেন তবে নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিবেন। শ্রীচন্দ্র মোহন মণ্ডল সাঃ পঃ। পোঃ পাঁচথুপী; সুন্দরপুর সার্কেল স্কুল; জেলা মুর্শিদাবাদ।"

সেচরবাটী উঃ প্রাঃ স্কুলে দুই জন হিন্দু শিক্ষক এণ্ট্রান্স পাশ ও মবা কিম্বা মইঃ পাশ চাই। বেতন যথাক্রমে ১০৲ ৭ টাকা ও আবা। প্রাইভেট টিউশন মিলিবে ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে আবেদন গ্রাহ্য) শ্রীরামচরণ সাধু খাঁ সেচরবাটী উঃ প্রাঃ স্কুল পোঃ হিঙ্গলগঞ্জ ভায়া টাকী ২৪ পরগণা।

লছমনপুর স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ বাসস্থান পাইবেন। চেষ্টা করিলে প্রাইভেটে আহার চলা সম্ভব। বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা। শ্রীকরালী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পোষ্ট মাষ্টার রসা, বীরভূম।

কাঁকো মইঃ স্কুলে ট্রেণিং স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নূতন নিয়মে শিক্ষা দিতে সক্ষম একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ টাকা ও আবা। প্রাইভেট পড়াইতে পাইবেন। বিনপুর পোঃ জেলা মেদিনীপুর। শ্রীরামকিশোর মহাপাত্র হেড মাষ্টার।

Notice

The Inspector General of Police, lower provinces, is prepared to receive applications for appointmante as Sub Inspectors of Police from young men

A B course or an A course graduate competent to teach Matriculation Mathematics for the post of the Asst of respectable parentage who have passed the Entrance or Matriculation Examination of an Indian University or the Final "B" or "C" class examination of a Zillah or High school. He must have a fluent knowledge of English. Preference will be given to graduates and under-graduates and to natives of a Commissioner's Division in filling up the appointments alloted to each. A limited number of applicants who have obtained the B L degree will be appointed to a higher grade, and, if they subsequently give proof of special aptitude for conducting prosecutions, may look for special promotion to the post of Court Inspector.

No person will be deemed qualified who does not satisfy the following conditions:—

I—That he has no disease, constitutional affection or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him, for Police duties, and that he is not less than 3 feet 8 inches round the chest.

II—(Note— "Stuttering or stammering" is a constitutional defect and represents a physical disqualification),

II—That he is of good moral character.

III—That he belongs to a respectable family and is of good social standing.

IV. That he will be over 21 and under 25 years of age on Ist January I9l0.

Printed forms of applications are obtainable in the office of the Superintendent of Police, Hooghly. Applications must reach the office of the Superintendent of Police, Hooghly not later than the 30th September, I909.

Selected candidates will undergo a 42 week's course of instruction commencing from 2nd January, 19l0, at the Police Training College. This course will include drill, riding, gymnastics, instruction in taking finger prints and Police Portraits, elementary surveying- and training in conducting prosecutions in Magistrates' Courts and in other practical duties of an investigating officer.

At the end of 42 weeks, candidates obtaining a certificate of proficiency will be posted to districts as probationers for two years. If at the that period, they are pronounced compe

and fit, they will be confirmed ... Inspectors. During the period of ... they will be subject to the ... of the Training ... will receive Rs ... On being passed of the Training College, they will ... the ... salary of the grade to ... they are appointed. The ... select ... candidates in the ... which promotions are ... determined by the places ... the Final Examination ... the conclusion of the training College term.

The nomination rolls of candidates ... by the District committee, the Deputy Inspector General, or the Inspector General, will not be returned to them.

Sd. John V. Ryan B. A. Barat-la ... L. D. Superintendent of Police, Hooghly.

SUPPLEMENTARY ENTRANCE EXAMINATION.

A TEST Examination of private students for admission to the ensuing Supplementary Entrance Examination will be held from the 22nd to the 25th Sepetember 1909, in the Patna Collegiate School.

2. Candidates who were registered for the last Entrance Examination and who have not passed will be treated as private students and admitted to the Test Examination, if they have not read in any school recognised or unrecognised or since the date of the last Entrance Examination.

3. Applications for permission to appear at the Test Examination should reach this office not later than the 10th September next. The information to be given and the documents to be appended are the following:—

(a) The name of the school in which the candidate last studied.

(b) The name, age, father's name and address of the candidate.

(c) The Registrar's receipt for the fee paid for the last Entrance Examination.

(d) A certificate that the candidate has not read in any school since the date of the last Entrance Examination, from the Head Master of the school in which he last read or from other reliable authorities.

(e) A certificate of good conduct.

4. Each private student will have to pay a fee of Rs 4 to the Inspector of schools, Patna Division. No private students will be admitted to the Test Examination, unless he is accompanied for the purpose of identification, by some person known to the Head Master of the Patna Collegiate School.

5 The application forms of the candidates, who satisfy the test, should be forwarded to this office by the Head Master, duly filled in and signed. They will then be sent to the candidates direct by this office after counter signature of the Inspector.

6. The fee for admission to the Supplementary Entrance Examination is Rs. 15. It should be sent to the Registrar by the candidates themselves together with the countersigned application.

7. The Supplementary Examination will be held in or about the 2nd week of December 1909. The applications and fees for admission should reach the office of the Registrar on or before the 12th October 1909.

E. L. PRESTON, *Inspector of Schools*
Patna Division, BANKIPORE

কৌতুক-কণা।

... [illegible] নাই যে আমি তোমায় পুনর্ব্বার এখানে দেখিতে চাহি না?

আসামী—হঃ হুজুর বল্‌ছিলেন বটে।—কিন্তু মুই পুলিশ্‌দিগের ওহিকথা কিছুতেই বিশ্বেস করাইবার পারলাম না।

শিক্ষক—নবীন! "ভক্তি" এবং ভালবাসার মধ্যে কি প্রভেদ জান?

নবীন—"হাঁ, মাষ্টার মশাই আমি বাবা এবং মাকে ভক্তি করি ... [illegible]

...—"আমার বাবা ... বাবা কি করেন?"

প্রথম দর্জ্জি—"আচ্ছা, ভাই, তুমি আমার চা... কি ক'রে সস্তায় জামা বিক্রী ক... আমি ত চোরাই থান কিনে জামা তৈ... ক'রে বেচি।"

দ্বিতীয়দর্জ্জি—"আমি যে ভাই তৈরী জামা।

একটী ছোট বালক স্কুল ... বিদ্যায় প্রাইজ লইয়া বাড়ী আসিল।

মাতা (আশ্চর্য্যে)—কিরে হ'রে তুই প্রাই... পেলি কি ক'রে?

... -মাষ্টার মশাই ... [illegible] ... ক'টা পা।

মাতা—তুই কত বলেছিলি?

পুত্র—আমি বলেছিলুম্‌ পাঁচটা।

মাতা—কিন্তু হাতীর ত পাঁচটা পা নয়।

পুত্র—তা জানি, কিন্তু, অন্য সকলে ছটা বলে ছিল যে।

মাতা—হাঁরে গুপে, কাল রাত্তিরে দেরাজে দুটো নাসপাতি রাখলুম, আজ একটা রয়েছে যে।

গুপীনাথ—"রাত্রে অন্ধকারে আমি এটা দেখ্‌তে ...

উদ্ভট কবিতা।

"কে যূয়ন্? রঘুনাথ নাথ কিমিদং ত্বত্তোহস্মি তে লক্ষ্মণঃ

কোঽহং? বৎস বয় ত্ব দেব ভগবানার্য্যো ভবান্‌ প্রভবঃ।

কিং কৃত্যো বিজনে বনে? তত ইতো দেবী সমন্বেষ্যতে,

কা দেবী? জনকাধিরাজতনয়া, হাহা প্রিয়ে জানকি॥"

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছেন। অসহায়

অমনো সীতাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় লক্ষ্মণ পাছে পাছে। সহসা বনভূমে কি দেখিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, হা প্রিয়ে! হা জানকি! এই বলিয়া রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইলেন।

নিজের মনোভাব যথাযত সংযত করিয়া রামগত প্রাণ শ্রীলক্ষ্মণ রামচন্দ্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে রামের কিঞ্চিৎ চৈতন্য উদয় হইলে তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, কিন্তু বিষম বিরহজনিত স্মৃতিবিভ্রমে, অনুগামী অনুজ লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলেন না। তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবা তুমি কে?" তখন লক্ষ্মণের মনের ভাব অনুমান করুন। কিন্তু তখন শোকের সময় নহে, ভাইকে কোন প্রকারে সন্তর্পণ করিতে হইবে। তাই হৃদয়ভাব প্রশমিত করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন "প্রভো! আমাকে কি চিনিতেছেন না? আমি আপনার ভৃত্য লক্ষ্মণ।"

লক্ষ্মণ তাঁহার অনুজ। এ কথাটী স্মৃতিপথে যেন একটু একটু উদয় হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন;—

তবে বৎস! বল দেখি আমি কে?

লক্ষ্মণ। হে দেব, হে আর্য্য, আপনি অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্র।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! তবে আমরা এ বিজন বনে কেন ফিরিতেছি?

লক্ষ্মণ। আমরা শ্রীদেবীকে অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমিতেছি

রাম। সে দেবী কে?

লক্ষ্মণ। তিনি জানকী দেবী।

লক্ষ্মণের উত্তরে সীতার নাম শুনিয়া "হা প্রিয়ে হা জানকি! কোথায় তুমি" এই বলিয়া রামচন্দ্র আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। জিতেন্দ্রিয় মহাযোগী শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মাচরণের সহায় জানকী বিরহে এমনি অধীর হইয়াছিলেন। (মৃণ্ময়ীহইতে)

(উদ্ধৃত)

কল্যাণী।

(আনুপ্রাসিক গল্প)

কল্যাণী—কোন্নগরের কৃষ্ণকিশোর করের কনিষ্ঠা কন্যা। কল্যাণী কামিনী কুলের কোহিনুর। কিন্তু কি কুক্ষণেই, কৃষ্ণকিশোর কৌলিন্যের কুহকে, কুমারটুলির কায়স্থকুলের কুলাঙ্গার কালাচাঁদকে 'কন্যাদান" করিয়াছিলেন।

কালাচাঁদ—কুক্রেমীতে "কুম্ভকর্ণ"। কার্ত্তেনীতে "কার্ত্তিক।" কুঞ্চিত কেশ কলাপে—"কুন্তল কৌমুদী"। কোঁচানো কালাপেড়ে কাপড়, কল্মা জুতে—কণকাঙ্গুরী, কোমলাঙ্গে ক'ানাসুর কামিজ, কালামুখে—"কালী সিগার"। কি কায়দায়—কি কের্দ্দানিতে, কালাচাঁদ কিসে কম? কারে ষ্টারে কালাচাঁদ, কাছাকাছি।

কলিকালের কামদেব "কালাচাঁদ", কলিকাতার "কিং কোম্পানীর" "ক্লাসিক প্রেসে" কুড়ি টাকায় কম্পোজিটারী করিত। "করণ কস্তিতে" কোনরূপে কাল কাটিত। কিন্তু, কল্যাণীর কেমন কুগ্রহ কলিকায় কুলটা "কুসুম" কলুনী—কুটিল কটাক্ষে কিস্তৃত কিমাকার কালাচাঁদের কাছে কুদৃষ্টি করিল! কাজেই—কুন্দদন্তী কম্বুকণ্ঠী কল্যাণীর কপালে "কদলী"!!

কোথায় কসিত-কণক-কান্তি কুললক্ষ্মী কল্যাণী,—কোথায় কুম্ভিপাক কুণ্ডের কৃমি কলুষিতা কলঙ্কিনী কুরূপা কুসুম। কৌশলী কন্দর্পের কঠিন কষাঘাতে, কামুকের কাছে কুৎসিতাও "কিন্নরী"! ক্লান্তিক্লিষ্ট—কর্ম্মক্ষেত্রাগত কালাচাঁদকে, কলু কুমারী কুসুম, কুহকে করায়ত্ত করিল। কল্যাণী কি করিবে? কান্তের কুব্যবহারে কেবল কাঁদিত। কালাচাঁদের কাছে কোনও কথা কহিলে, কল্যাণীর করুণ ক্রন্দনে—কুলাঙ্গার কালাচাঁদ কর্ণপাতও করিত না।

কেহ কালাচাঁদের কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া, কুৎসা কি কাণাকাণি করিলে, কল্যাণী কেবল কাতরে কষ্টহারী কৃতান্তকেই কামনা করিত।

কুসুমের কপালে—"কেলনার কোম্পানীর" কুক কৃত কবোষ্ণ কুক্কুটকারি, কাচ-পাত্রে ক্লারেট [illegible] কত কেক, কাটলেট, কল্যাণী—কদন্নেরও কাঙ্গালিনী! কুলটার কক্ষ—কৌচ কেদারা কার্পেট ক্যাবিনেটে কণ্টকিত,—কল্যাণীর কপালে কুটীর! কালাচাঁদের কার্য্যে কথা কহিবার কল্যাণীকে কে? কান্ত কুলটার ক্রীড়নক কুলবালা [illegible]টের কাহিনী কাহার কাছে কহিবে;

কুলটারা—ক্রোড়পতি কুবেরকেও কাঙ্গাল করে, কালাচাঁদ কোন কীটাণুকীট! কুসুমের কৃপা লাভ করা—কুড়ি-টাকায় কাজ কি? কাজে কাজেই কালাচাঁদ কর্জ্জ করিত। কুলটা-কক্ষে কালাচাঁদ কল্পতরু কি-না! কুসুমের কাছে কৃপণতা করিবে কেন?

কালাচাঁদের কদর্য্য কাণ্ড কারখানায়, কল্যাণীর কোমল কুসুম-কলেবর, কাশরোগে ক্রমশঃ কঙ্কাল সার। কৃষ্ণকিশোর, কন্যার কাসের কথা—কাঁচড়াপাড়ার কৃতবিদ্য কবিরাজ—কৈলাস কণ্ঠাভরণ কাব্যতীর্থকে কহিলেন। কত "কাঞ্চনাভ্র", "কুষ্মাণ্ড-খণ্ড" কত "কাসকুঠার" "কারবালিকবাস"কত "কণ্টকারি কাঁকড়াশৃঙ্গীর" কাথ, কত কেপ্ লাকের কড্‌লিভার, কত কোটকেনা—কিছুতেই কিন্তু কাসি কমিল না। করাল কাল—কৈশোরেই কল্যাণীকে কঠোর কবলে কবলিত করিল।

ক্রমে কালাচাঁদ কাজ কর্ম্মে কামাই করিয়া, কুসুমের "কোকিলকূজিত কুঞ্জ কুটীরে" কাল কাটায়। কালাচাঁদের কীর্ত্তিকাহিনীতে "কিং কোম্পানীর' কার্য্যাধ্যক্ষ—কৃত্তিবাস—কালাচাঁদকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কুহকিনীর কুচক্রে, কালাচাঁদ—কলত্রহীন, কপর্দ্দকের কাঙ্গাল।

কুসুমের কথায়, কদাচিৎ কুসীদজীবীর কাছে, কিস্তির কড়ারে কিছু কর্জ্জ করিয়া, কালী কাহাড়ী কোলিইয়ারীর কোক কোল কিনিয়া, কালাচাঁদ কয়লার কারখানা করিল। কিন্তু কদাচারীকে কেশবপ্রিয়া কমলা কৃপা করিবেন কেন . . .
তায়—কালাচাঁদের কারবার কাঁচিল, কুসুমের কাছেও কদর কমিল। কুসুমের কেলিকুঞ্জে কেবল কলহ কচ্‌কচি। কিন্নরকণ্ঠীর কণ্ঠস্বরে—কনসার্ট ক্লাবের ক্লারিওনেট কুহরিত, কিন্তু কমলার কুদৃষ্টিতে কালাচাঁদে কেবল কড়াকড়া কথা। কান্তা কল্যাণীর কারণে কৃতানুতাপে কতই কাঁদিল।

কসবীর কারসাজিতে ক্রিষ্ট কোপোন্মত্ত কালাচাঁদ কাটারী কর্ত্তৃক কুলটার কণ্ঠচ্ছেদ করিল

কোর্ট কৃত-কসুর কবুল করায় কালাচাঁদের কারাব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কপালক্রমে, কারাবাস কালেই কাস-কিঙ্কর কালাচাঁদ কলেরায় কুপোকাৎ করিল।

(কাব্যকণ্ঠ কৃত) বসুধা শ্রাবণ ১৩১৬

কাব্যেনীতি।

দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।

কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই।

...তে মাতা নাই ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। ... আর নায়িকা। বঙ্কিমবাবুর ...টি নায়ক আর যুবতী নায়িকা হই- ...হয়। নায়িকা ততোধিক হইলেও

...ও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া ...ন, তাহাও সহ্য হয়। ইঁহাদের চাই ...তি কোর্টশিপ, নয় ত উদ্দাম প্রেম। ...প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও ...ই-ই। এখন, আমাদের দেশে অবি- ...পুরুষ ও নারীর প্রেম অবৈধ প্রেম। ...সমাজে ১২ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক ...দের অনূঢ়া কন্যা একরূপ পাওয়াই যায় ...আর ১২ বৎসরের পূর্ব্বে প্রেম হয় না। ...দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি ...এর আমাদের দেশে অস্বাভাবিক,) না ...দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উক্ত- ...উচ্ছেদ আবশ্যক।

...ইংরাজতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক ...বটে, "দাম্পত্য প্রেমে"র গানেরও অভাব ...। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে "দাম্পত্য ...ম" ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই সেখানে ...পত্য প্রেমে"র গান নাই বলিলেই হয়। ...অদৃষ্ট!

...উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্র বাবুর ...মের গানগুলি নিন। 'সে আসে ধীরে' ...'কেন চুরী করে চায়", "দু'জনে দেখা হ'লে" ...প্রভৃতির বহুতর খ্যাত গান—সবই ইংরাজ ...কোর্টশিপের গান। তাঁহার "তুমি যেও না এখ- ...", "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না", ...প্রভৃতি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান। ...তাঁর যে কয়টি গানকে "দাম্পত্য প্রেমে"র গান ...নামে অভিহিত করা যাইতে পারে,—তাহারা ...রূপ খ্যাতি লাভ করে নাই।

...আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানের মৌলি- ...কতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, ...পত্রলেখা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের ...নিকট হইতে অপহরণ! স্থানে স্থানে পংক্তিকে ...কিঞ্চিৎ রূপান্তরে গৃহীত। তবে রবি বাবুর সঙ্গে ...বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবি ...বাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, ...লাম্পট্য বেশ আছে।

... বাবুর খণ্ডকবিতায়ও ঐ একই রূপ পদ্ধতি ...দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী ...জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলি লেই হয়। নারীজাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের মনুষ্যত্বের কথা মনে পড়ে না। নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার 'মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।"

যোধ পাঠক ও শ্রোতারই অধিক, স্বীকার করি। তাহাদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর এই ভক্তদের এই লালসা. সম্ভোগটুকু যেমন মধুর লাগে, নারীর সেবা, করুণা, সহিষ্ণুতা তেমন মধুর লাগে না। কিন্তু বড় কবিদের উচিত নয়— পাঠক যাহা চায়, তাহাই দেওয়া। তাঁহাদের উচিত—পাঠক তৈরি করা।

এই সম্বন্ধে একটি বড় রকমের উদাহরণ না দিলে চলে না।

রবীন্দ্র বাবুর "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যটী লউন। এটি রবীন্দ্র বাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কি না!? তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম।

মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই :—

অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ। চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এই গল্পটি রবীন্দ্র বাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল, কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা—এ ত সকলেই করে। রবীন্দ্র বাবু যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে ব্যাস- দেবের ধাপে তাঁহাকে নামিয়া যাইতে হইবে। রবীন্দ্র বাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। হউক না অস্বাভাবিক, নূতন রকম ত হইল। "ডুবেবে না হয় ডুব্‌ব—একটা নতুন হবে খুব" কোর্টশিপ নহিলে কখন প্রেম হয়?

রবীন্দ্র বাবুর "কাব্যে"র গল্পাংশ এই :— বনমধ্যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন! অর্জ্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জ্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জ্জুন সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাঁহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়।

অদ্ভুত কোর্টশিপ। এ কোর্টশিপে এক জন সামান্যা ইংরাজ নারী সম্মত হইত না। কিন্তু তাহা এক জন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন; চমৎকার!

রবীন্দ্র বাবু অর্জ্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। এক জন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জ্জুন এক জন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্র- মহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে, সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জ্জুন—রাজপুত্র, পঞ্চ পাণ্ডবের এক জন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করি- তেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে, উর্ব্বশীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করেন, তিনি রবীন্দ্র বাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্ম্ম নাশ করিলেন।

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয়, তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। এক জন যে সে হিন্দু কুলবধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে! আর বলিব কি—বর্ষকাল—দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ। কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি! দুঃখ তাহা নহে যে, "কল্য রাত্রিকালে কি করিলাম!" দুঃখ এইমাত্র—"হায়, আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করি- তাম।" বর্ষকালের ভিতর, কি তাহার পরেও ব্যভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না।

তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য দুর্নীতিমূলক হউক, ইহা মনুষ্য স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি, এক জন কুলাঙ্গনাকে এরূপ নির্লজ্জা কুলটা করিতে হইলে একটা আয়োজন চাই। অর্থাৎ, কেন সে কুলটা হইল, তাহা দেখানো চাই। যদি একজন নাসিকাহীনা নারী আঁকে, তাহা হইলে কেন সে নাসিকাহীনা হইল, এ কথা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও কাব্যে বোঝানো চাই। নহিলে এরূপ চিত্র কাব্যে অস্বাভাবিক। রবি বাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্র বাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর রবি বাবুকে 'chaste' কবি বলেন। কিন্তু ভারত- চন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ

—indecent, কিন্তু immoral নয়! রবীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ. হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোনও সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।

"অশ্লীলতা" ঘৃণার্হ বটে। কিন্তু "অধর্ম্ম" ভয়ানক; ঘরে ঘরে "বিদ্যা" হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য্য। আর রবীন্দ্র বাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

আমি "চিত্রাঙ্গদা"র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।

কোনও "ভক্ত" বলিবেন (এক জন সে দিন বলিয়াছিলেন) যে, এ দুর্নীতি হউক, কিন্তু এ চমৎকার কাব্য। তাঁহারা জন রস্কিনের বাণী মনে রাখেন যে, যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা কাব্য হয় না। আর, যে কাব্য পড়িয়া কোন উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয়। দুর্নীতি সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না। সূর্য্য না হইলে দিবা হয় না।

এই দুর্নীতি বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা কাব্য খুলিলেই "দু জনে দেখা হোল", "প্রতি অঙ্গ কাঁদে", "সে চারু বদন"; "রচেছি শয়ন"—এইই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যে এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনার অভাব, অন্য দিকে তেমনই মানুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার অভাব। বাইরন, শেলি, কীট, ইত্যাদি কবিগণ প্রকৃতির নামে উন্মাদ। তাঁহাদের প্রাণ কাটিয়া স্বভাবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাহির হইতেছে। আর আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া আর কিছুই জানিলেন না, বুঝিলেন না। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্ব্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে নির্ঝরে, সৌরভে, ঝঙ্কারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না; আর ধূমাচ্ছন্ন মেঘাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুকু সৌন্দর্য্য লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

তাহার উপরে মানুষের অন্তর্জগৎ। জননীর স্নেহ স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার সেবা, বন্ধুর সৌহার্দ্য ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা—এই সকল মহিমময়ী কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, "সে কেন চুরী করে চায়" আর "আধি পোহাল বিভাবরী", এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্র বাবু ত সহস্রাধিক খণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম—যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূল স্বার্থত্যাগ—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতারও আছে?

কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্র বাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা না করিয়া কি হরিঘোষকে আক্রমণ করিব!" তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারকমাত্র। সে রবিবাবু—বাদ তাঁহার প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্দ্ধেক তাহারা, অর্দ্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্র বাবু। শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু দুর্নীতি শক্তিসংযুক্ত থাকিলে বড় ভয়ঙ্কর। তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। বাজীরাও পেশোয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন,—"বৃক্ষকাণ্ড কর্ত্তন কর, শাখাগুলি আপনিই শুকাইয়া যাইবে।"

রবি বাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। সে দিন "প্রবাসী"র সম্পাদক এই প্রেমের পদ্য রচয়িতাদের সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলি, সে বেচারাদের দোষ কি? তাঁহারা ভাবেন যে, যেই "জলভরে"র সঙ্গে "ছলভরে" মিলাইতে শিখিলেন অমনই কবি হইলেন! তাঁহাদের যেমন লেখাও তেমনই ত তাঁহারা শিখিবেন! রবি বাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন।

(সাহিত্যে—শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।)

[কথাগুলি সবই ঠিক এবং সেইজন্যই উদ্ধৃত করা হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবারে উদ্ধৃত করা গেল (৩৪৫ পৃঃ)। আমরা কি হতভাগ্য! জন্মভূমির দুইজন শক্তিশালী সন্তানের মধ্যে একজন রামায়ণের এবং একজন মহাভারতের প্রধান চরিত্রের মলিনত্ব সাধনের ভার সানন্দে লইয়াছেন। আর সেই রামায়ণ মহাভারতের উচ্চ আদর্শ সুপ্রচারিত থাকার জন্যই যে এখনও হিন্দুর লোপ হয় নাই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা কি কোন ইউরোপীয় কলোনিজেশন সোসাইটীর অনুচর!! এঃ সঃ]

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৫৫৭ শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত মজুমদার,		
	কুণ্ডলী	৩১।৭।১০
১৭৯ " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী,		
	শ্রীগ্রাম বোঃ স্কুল,	ঐ
১৪৩২ " বাসুদেব চক্রবর্ত্তী,		
	মোহনপুর জি,টী,স্কুল	ঐ
৩৪৬ " সেঃ কুতবপুর মাইং স্কুল		ঐ
৬৬২ " শশধর মজুমদার,		
	প্রতাপগঞ্জ,জি,টী,স্কুল	৩১।৩।১১
১৪৩৩ " রাইচরণ রায়,		
	হেঃ পঃ রায়খণ্ড মধ্যঃ স্কুল	৩১।৮।১০
৫৫৯ " আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ, গ্রাম সাবিত্র		
৭১৬ " কৃষ্ণচন্দ্র রায়, হেঃ মাঃ রাজবাড়ী		ঐ
৭৩১ " গোবিন্দ চন্দ্র মান্না, হেঃপঃ আনন্দপুর		ঐ
১৪৩৪ " গঙ্গাচরণ দাস সাঃ পঃ গণেশপুর		ঐ
১৪৩৫ " হেঃ পঃ কেন্দোয়াল বোর্ড স্কুল		ঐ
৬৮৭ " নলিনাক্ষ মুখোঃ কমলনগর মধ্যঃ স্কুল		ঐ
১৪৩৬ " দ্বারকানাথ দাস, কয়ালিদুহ		ঐ
৬৬৯ " হেঃ মাঃ মাজেরগাছা, হাই স্কুল		ঐ
১৪৩৭ " বলাই চাঁদ পাঠক, কাপেলতলা		ঐ
৭১২ " কালীপদ নন্দী, হেঃ মাঃ পাণ্ডুয়া		ঐ

* চুঁচুড়া এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি গুক্রবারে প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsura

সাপ্তাহিক বার্তাবহ

নূতন সম্বত। ৪৪শ খণ্ড ১১শ সংখ্যা

১লা আশ্বিন শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ১৭ইসেপ্টেম্বর ১৯০৯ খৃঃ অব্দ।

এডুকেশন গেজেটের "বিশ্বনাথ ফণ্ড" উৎসর্গীকৃত।

ভূদেব বৃত্তি।

[illegible] ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি [illegible] [illegible] পণ্ডিতমণ্ডলীর [illegible] [illegible] যে কোন উপলক্ষে "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" [illegible] করেন তাহা আমার নিকট পাঠাইবে [illegible] এইরূপে প্রাপ্ত [illegible] টাকা [illegible] [illegible] এবং উহার আয় হইতে ক্রমশঃ [illegible] "ভূদেব বৃত্তি" নামে স্থাপিত [illegible] হিন্দুর আচারাদি [illegible] বটে, বিবাহাদি [illegible] বটে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে কিছু কিছু দেওয়া [illegible] আছে। সমগ্র ভারতের অধ্যাপক [illegible] এ সকল সময়ে একেবারে [illegible] একটি [illegible] কিছু কিছু দিলেই [illegible] [illegible] যুবকগণ উজ্জ্বল [illegible] এবং একটি অতি সুখ ও পবিত্রকার্য্যের [illegible] হইতে পারেন।

[illegible] মোট টাকা ৬১৩৩০।০

৩।০

এডুকেশন গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী :—

১। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রত্যেক পুরস্কারের পরিমাণ ২ টাকা। প্রত্যেক মাসে তিনটী করিয়া পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক মাত্রেই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পুরস্কারের কুপন থাকিবে।

২। একজন গ্রাহক তিনটী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার একমাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। "এডুকেশন গেজেট-পুরস্কার" [illegible], এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ মাসের প্রশ্নের উত্তর গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরদাতাগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে [illegible] হইবে।

৫। উত্তরগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকা চাই। একাধিক ব্যক্তির উত্তর ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন।

আশ্বিনের প্রশ্ন——

১। নিম্নলিখিত স্থলটি হইতে মাঝে মাঝে কথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কথাগুলি বসাইয়া বিষয়টি অর্থসঙ্গত কর—

ইংরাজের ভারত-শাসন রোমীয়দিগের প্রদেশ শাসন × ×বত × অপর × জাতির বৈদেশিক × শাসনের সহিত × মিলে না। মুসলমান × স্পেনীয় × পোর্ত্তুগীজদিগের × × ত × নাই—তাহারা অধিকৃতদেশবাসীদিগের ধর্ম্ম × × চেষ্টা করিত। ওলন্দাজদিগের যবদ্বীপ × এবং রুশীয়দিগের [illegible] × আর ফরাসীয়দিগের আলজিরিয়া × [illegible] ইংরাজের ভারত বর্ষ × হইতে [illegible] × । ওলন্দাজেরা [illegible] × আপনাদিগের সাধারণ সৈন্য × [illegible] × এবং গোরা × মিলাইয়া পল্টন × উহাদিগের × অধিক × করেন না। ওলন্দাজেরা আদিম × কতকটা উন্নত × দিয়া থাকেন। কিন্তু × যবদ্বীপের অনেক ভূসম্পত্তি × গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া × রাখিয়াছেন। অর্থাৎ × এক অহিফেন × গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি, দারুচিনি প্রভৃতি × পণ্য দ্রব্য সেই × এবং তাহার × কঠিনতর × খাটাইবার × × হইয়া আছে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিতে হইবে। এবং উহার সঙ্গের আর

এডুকেশন গেজেট পুরস্কার।

কুপন নং ৬

প্রশ্নের উত্তর সহ লেখক এই অংশ কাটিয়া পাঠাইবে।

দুই এক পংক্তিও (যাহাতে অর্থ সঙ্গতি হয়) সেই সঙ্গে তুলিতে হইবে—

[ক] কিছু নাহি রক্ষা আর্মি মোর হাতে।

[খ] পরদুঃখে দুঃখী হ'তে কর উপদেশ
চাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ।

[গ] বাপের বচন রাখ লজ্ঘ মাতৃবাণী,
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি।

[ঘ] দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার

২। নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর——

[ক] — ড়ি — — ক্ষী — ত্তা —

[খ] মা — র মা — র — ত্র — ক

[গ] — দা — তে — না — প — লো — ন

[ঘ] — ব — প — ষু —

[ঙ] — ম — ম — — ম — থ —

[চ] — শ ক — র — টা — রা — শ — ম্মা

[ছ] — লা — উ — — খো — কা —

[জ] — তে — — পে — — ছ

[ঝ] — জা — পা — রা — ন —

[ঞ] — ভো — ম — পে — রো —

৩। নিম্নলিখিত শব্দ কয়টির মূল্য নির্ণয় কর—

[ক] পাঁচালী

[খ] দেবনাগরী

[গ] হাউ হাউ কোরে ক'চ্ছে

[ঘ] কেউ হয়ত ভুক কোরেচে।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সরকারী কার্য্যে দেশীয় শিল্পজাতের সম্বন্ধে ব্যবহার।

বহুকাল হইতে (প্রথম রিজোলিউসনের নং ও তারিখ যিনি জানেন তিনি যেন সে সম্বাদ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন) ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়া আসিতেছেন যেন এদেশী দ্রব্যজাত ভাল ও সস্তা পাইলে বিদেশীয় দ্রব্যজাত সরকারী-কার্য্যের জন্য বিদেশ হইতে আনয়ন করা না হয়। কিন্তু এখনও ভারত গবর্ণমেণ্টের অভিলাষ কার্য্যতঃ পূর্ণ হইতেছে না এরূপ সন্দেহ হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান সমিতি বা কমিশন বসান (১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)। ঐ কমিশনের রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট রিজোলিউসন (১৪ই জুলাই ১৯০৯) দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।—

কমিশন বলেন "এদেশে উৎপন্ন দ্রব্যজাত হইতে এদেশে প্রস্তুত শিল্পজাত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিয়মাবলী যেরূপ সুস্পষ্ট থাকা উচিত ছিল তাহা নাই। এদেশী শিল্পজাতকে "অধিকতর আদর" করিতে হইবে (প্রেফারেন্স) এরূপ ভাবে না লিখিয়া নিয়মাবলীতে "ক্রয় করা যাইতে পারিবে" এইরূপ মাত্র আছে। সুতরাং ঐরূপ সম্পূর্ণ এদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার না করিলেও দোষ পড়ে না। ফলে ১৯০৪-৫ অব্দে ৪৬৭, ৩১৯ পাউণ্ড বা ৭০, ১১, ৭৮৫ টাকার দ্রব্য যাহা এদেশে প্রস্তুত হইতে পারিত তাহা প্রকৃত পক্ষে বিলাত হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। লোহালক্কড় বা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কীয় দ্রব্যজাত এদেশী কারখানা সকল হইতে সাধারণ লোকে এবং মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি স্থানীয় সমিতিগুলি হইতে যেরূপ খরিদ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সেরূপ উৎসাহ পায় না।" কমিশনের উপদেশ মত গবর্ণমেণ্ট শিল্পজাত ক্রয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। (নং ৪০১—২২৬৮—১০২—১৪২ ১৪ই জুলাই ১৯০৯)।

১ম নিয়ম। ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে ভারতে প্রস্তুত শিল্পজাত যদি কাজ চলনের উপযুক্ত রূপ ভাল হয় এবং দামে অসুবিধা না হয় তাহা হইলে বিদেশী দ্রব্যজাত হইতে আদরণীয় হইয়া এদেশেই ক্রীত হইবে।

Should by preference be purchased locally, provided that the quality is sufficiently good for the purpose and price not unfavourable.

[এই নিয়মটীর উদারতা এবং ন্যায়পরতা সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে বসিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের স্তুতি, ভক্তি-বুদ্ধি এবং স্বকীয় কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা-বৃদ্ধি করিতে [illegible] এই যে, যদি প্রকৃত ও সম্পূর্ণ জিনিস কাজ চলার মত মাত্রও হয় এবং দরে অসুবিধা না পড়ে তাহা হইলে সেইরূপ জিনিস বিদেশী শিল্পালয় হইতে খরিদ করা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সরকারী কার্য্যে একেবারেই নিষিদ্ধ হইল। একটু মোটামুটি জিনিসে অবশ্যই "কাজ চলিবে"। এবং মোটামুটি লইলে—সৌখিনের জন্য একান্ত ব্যগ্র না হইলে—দরেও অবশ্য সুবিধা হইবে।

সরল স্বদেশী ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই বলে না। মোটামুটি ও সস্তা দেশীয় দ্রব্যেই কাজ চালাও। সৌখিন সূক্ষ্ম বিদেশী দ্রব্যজাতের জন্য পাগল হইও না। যখন এদেশের লোক "স্বদেশীয়" কথা ভাবেও নাই তখন হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি, বালি মিলের কাগজ প্রভৃতি খরিদ আরম্ভ করিয়া শিল্পে উৎসাহ দিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টই ভারতবাসীর বর্ত্তমান যুগের জন্য বিধি প্রেরিত নেতা।]

২য় নিয়ম। বিদেশে উৎপন্ন দ্রব্য ভারতে আনীত হইয়া যে সকল শিল্পজাত প্রস্তুত হয় তাহাও যদি দামে অসুবিধা না হয় তাহা হইলে উহা এদেশেই খরিদ সম্বন্ধে অধিকতর আদরণীয় হইবে (প্রিফারেন্স) ভাবে

(ক) ঐ সকল দ্রব্যজাত প্রস্তুত করণের অধিকাংশ কার্য্য এদেশে আসিয়াই হওয়া চাই।

[এ কথা এদেশের সকলেরই মনঃপূত। ফরাসী ইস্পিরিট ও ফরাসী গন্ধ এদেশে আসিয়া বিলাতী শিশিতে ঐ দুই দ্রব্য মিশাইয়া বিলাতী লাবেল আঁটিয়া স্বদেশী হাতে শুধু একটু নাড়িয়াই উহাকে স্বদেশী এসেন্স বলিলে তাহা সত্য সত্য স্বদেশী হয় না। বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কসে যদি স্পিরিট প্রস্তুত হয় এবং গাজিপুরে যদি আতর প্রস্তুত হয় তাহা হইলেই সে দুইএর মিলে প্রস্তুত এসেন্স দেশী শিল্পজাত। থাল প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশী আমদানী হইলেও বহরমপুর খাগড়া, ৺পুরী, বালি দেওয়ান গঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানের কাঁসার জিনিস এদেশী। লৌহ বিদেশ হইতে আসিলেও এদেশে ঢালাই করা কড়া, বোলং প্রভৃতি এবং কাটারি ফুলুল প্রভৃতি এদেশী জিনিস। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম প্রচার দ্বারা এদেশীয় অনেকের ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রকৃত দৃষ্টি প্রদান করিলেন। আমরাই হীন, অনুদ্যম, অক্ষম। ভারত গবর্ণমেণ্টের একটা উৎসাহে কি একটীও দেশীয় মূলধনে ও পরিচালনায় কাগজের কল হইল? সলফিউরিক য়াসিড ভাল হইতেছে দেখিয়া বেঙ্গল কেমিকালকে ভারতীয় টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট যথেষ্ট কাজ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এদেশে ইংরাজের মূলধনে স্থাপিত এবং ইংরাজ দ্বারা পরিচালিত কল কারখানায় বিস্তর এদেশী লোক প্রতিপালন হয়। উহার জিনিসও স্বদেশী। কিন্তু আমাদের উদ্যম থাকিলে বঙ্গলক্ষ্মী তার তুলা সুতা কাপড়, মূলধনের মত সমস্তই দেশীয় অন্তত্তও হইতে পারিত! গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতে পারেন। সততা, একাগ্রতা, কার্য্যে সম্মিলন ক্ষমতা আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া দিবেন? উহা নিজেদেরই উদ্রেক করিয়া লইতে হইবে।

(খ) বিলাতে ঐ দ্রব্য যেরূপ দরে ও যেরূপ গুণ বিশিষ্ট পাওয়া যায় সেইরূপ হওয়া চাই।

ইংলণ্ডীয় "ফ্রিট্রেড" বা অবাধ বাণিজ্য মত অনুযায়ী থাকিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিতে বাধ্য হইলেও সাধারণ এদেশী প্রজা দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে ১ম নিয়মেই অনুপ্রাণিত হইয়া এদেশে প্রস্তুত দ্রব্য সম্বন্ধে সর্ব্বস্থলেই টান রাখিতে ইচ্ছুক থাকা সঙ্গত। বিদেশী আমদানী জর্ম্মানিতে নির্ম্মিত পালিশ করা পিতলের গেলাস এবং বিদেশী পিতলের চাদরে প্রস্তুত হইলেও ৺কাশীতে নকসা কাটা গেলাস এ দুইয়ের মধ্যে এদেশীয়া শেষোক্তেরই প্রিফারেন্স বা আদর দিবেন। সে সম্বন্ধে শুধু দামের দিকে দেখিয়া তুলামূল্য করা সঙ্গত হইবে না।]

(গ) যে সকল দ্রব্যজাত হইতে ঐ সকল শিল্প প্রস্তুত তাহা গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

[অর্থাৎ খারাপ লোহা বা ইস্পাত দিয়া এদেশে বসিয়া পুলের গার্ডার প্রস্তুত করিলে চলিবে না। ইহাও সুসঙ্গত ব্যবস্থা]

(৩) হইতে (১১) পর্য্যন্ত নিয়ম সরকারী আফিসের সম্বন্ধেই খাটে। উহা হইতে সাধারণের শিক্ষণীয় বিশেষ কিছু নাই। যে সকল দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত হয় না তাহা বিলাতে সেক্রেটারি অফ ষ্টেটের ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টের মারফত খরিদ করিতে হইবে।

তবে উহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় তাহা এদেশের দোকানে খরিদ হইতে পারিবে। অষ্ট্রেলিয় বাহাদুরি কাঠ ইটালীর মার্ব্বেল পাথর [জয়পুরী পাথর দিয়া কাজ সারিয়া ইটালীর মার্ব্বেলকে অপ্রয়োজনীয় করিলেই যেন ভাল হইত! "ইটালী" আমাদের কে ?] কেরোসিন তেল বিস্ফোরক দ্রব্য (এক্সপ্লোসিভস) এদেশে আমদানী হওয়ার পর খরিদ করা চলিবে। যখন বিলাত হইতে আনায় দেরীতে ক্ষতি হইবে তখন এদেশেই বিদেশী দ্রব্য খরিদ হইতে পারিবে ইত্যাদি।

এদেশীয় দিগের সম্বন্ধে চিন্তাপ্রয়োজনীয় সর্ব্ব প্রধান কথা—প্রথম নিয়মে। কাজ চলন সই সস্তা জিনিস স্বদেশী পাইলে "তাহাই" গ্রহণ করা উচিত। সৌখিন খুঁজিতে নাই। ইহাই ভারত গবর্ণমেন্টের নূতন নিয়মে এবং আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব প্রধান উপদেশ। তবে কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন, সৎকার্য্যে বামকুণ্ঠ এবং অপকর্ম্মে বায়শীল ব্যক্তিগণ বিদেশী সৌখিন জিনিসই খুঁজিবে। তাহারা স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, সৎকার্য্য, পবিত্র জীবন, এ সকল কিছুরই ধার ধারে না।

যে সকল নামজাদা কারখানা হইতে লৌহ এবং ষ্টীল বঙ্গদেশে খরিদ হইতে পারে গবর্ণমেন্টের তালিকায় তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে :—

(১) বরাকরের আইরন ষ্টীল কোম্পানি
(২) কলিকাতার জনকান আইরন ওয়ার্কস
(৩) „ বর্ণ কোং
(৪) „ জেসপে কোং
(৫) „ আর্‌ থুটি কোং
(৬) „ বাউন কোং
(৭) „ কিশোরী লাল মুখার্জ্জি কোং
(৮) হীটলী গ্রোসার কোং
(৯) এ জে মেন কোং

আমাদের দেশে আরও লোহার কারখানা স্থাপিত হওয়া কি উচিত নয় ? রাজা, মহারাজা, জমিদারেরা পর পীড়নের মোকদ্দমা খরচ, বিলাসের খরচ, বাড়ী গাড়ীর খরচ এবং বাজে কাজে মোটা চাঁদার খরচ কমাইয়া কাগজের ও সূতার ও চটের ও লোহার কারখানা খুলিতে অগ্রসর হউন। মধ্য বিত্তেরা তাঁহাদের তখন প্রকৃত নেতা বুঝিয়া তাহাদের অনুকরণ করিবেন। তবে এ সব কাজে দু একজন খ্যাতনামা বণিক্ বৃত্তি পরায়ণ হিসাবী লোকের নামও প্রাণ মনের আনুকূল্য প্রয়োজন। নচেৎ ডাইরেক্টরেদের কার্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকেরও বিশ্বাস হইবে না আর কাজও ভাল চলিবে না। ভারত গবর্ণমেন্টের উৎসাহে আমরা ইংরাজী পড়িয়াছি। এইবার শিল্পজাতও যেন ভারতগবর্ণমেন্টের উৎসাহে স্বদেশী প্রেম মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে থাকি। সাবান এবং গন্ধ দ্রব্য সারাৎসার নহে। শুধু উহারই এত কারখানা কেন ?

শ্রীঃ

(প্রাপ্ত পত্র)

ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল চেষ্টা হইতেছে। ইং ১৮৫০ সনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় প্রধানতম মন্ত্রী সভার ব্যবস্থাপক জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন সাহেব কলিকাতার কয়েক মহোদয়ের সাহায্যে আর্য্যবালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। অনতিপরেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় গভর্ণমেন্ট উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতেছিলেন ; গত বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার কয়েকজন ভদ্রলোকের উপর অর্পিত ছিল। এক্ষণে গভর্ণমেন্ট উহা সম্পূর্ণরূপে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়াছেন ; কলিকাতায় অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয় আছে, এবং কলিকাতার বাহিরে ও বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় আছে ; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলেও ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষা আদৌ প্রচলিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চেষ্টা ও গবর্ণমেন্টের যত্ন ও অর্থ সাহায্য প্রায়ই বিফল হইতেছে। গবর্ণমেন্টের চেষ্টার ক্রটি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা উপযুক্ত পরিমাণে ফললাভ করিতে পারিতেছি না। এবং পাদ্‌রী মহোদয়গণের প্রবল চেষ্টায় ভারতবর্ষময় উঁহাদের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচার দ্বারা ভারত মহিলাগণের কিরূপ হিত বা অহিত হইতেছে তাহা বুদ্ধিমান ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। এইরূপ নানা সত্বেও গত সেনসাস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে কেবল স্বল্পমাত্র স্ত্রীলোক শিক্ষিতা। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ কি ?

স্বর্গীয়া মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া গিয়াছেন। তিনি, কলিকাতা সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটে মহাকালী পাঠশালা এবং স্থানে স্থানে তাহার শাখা পাঠশালা স্থাপন করাইয়া এবং সনাতন ধর্ম্মানুগত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশিষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট প্রচারিত শিক্ষাপ্রণালী আর্য্য বালিকা ও মহিলাদিগের উপযোগী নয়। সনাতন ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষিত হয়, যাহাতে সনাতন ধর্ম্মানুগত উপায়ে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাই ভারত দুহিতৃগণের শিক্ষার প্রকৃত উপায়। মাতাজী তপস্বিনীর প্রদর্শিত রীতির সামান্য সামান্য বিষয়ে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিবেচনায় পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষার নিয়ম যে আর্য্য-সন্তানমাত্রেরই আদৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক সুকীয়াস্ ষ্ট্রীটস্থ মহাকালী পাঠশালায় প্রায় ৫০০ পাঁচশত সংখ্যক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। শাখা পাঠশালায়ও প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র বালিকা পাঠ করিতেছে। অথচ মহাকালী শিক্ষাপদ্ধতির নিয়ম কয়েক বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে যেরূপ সফলতা হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশবাসী সকলেই অবগত আছেন। এখন ভারতবর্ষময় এ শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তার করিবার জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। উহার নাম "শ্রীভারত দুহিতৃ-শিক্ষা পরিষৎ"। এই পরিষৎ গভর্ণমেন্ট আইনানুসারে রেজেষ্টরী করা হইয়াছে।

এই সংসারে ধর্ম্মই ইহলোক ও পরলোক সাধনের মূল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। এবং 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্'। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। ধর্ম্মই ভারতবর্ষবাসীদিগের মুখ্য পথ। সকল দেশের ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের অধীন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে'—"দশ পুত্র সমা কন্যা শিক্ষণীয়া প্রযত্নতঃ"। এক কন্যা দশ পুত্র সমা অতএব ইহাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে। কারণ এক কন্যা একবিংশতি পুরুষকে অর্থাৎ পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরকুল, প্রত্যেক কুলের সপ্ত পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধারের কারণ। নারীগণই সন্তানকে গর্ভে ধারণ, তাহার পালন পোষণ, কুলবৃদ্ধি ও পাতপুত্র প্রতিবাসীবর্গকে সন্মার্গে প্রবৃত্ত করেন।

আবেদন।

বৈদিক এবং পৌরাণিক শাস্ত্র সম্মত কার্য্যে ঐ ব্যবহারে যত্নাতে আর্য্য স্ত্রীলোকগণের আস্থা হয়, যাহাতে তাঁহারা বাল্যে সুশিক্ষা নিবন্ধন যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় কার্য্যে সুদক্ষা হইয়া সুচারুরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা থাকিতে পারেন, যাহাতে শাস্ত্র-

...রনিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপিয়া [illegible] মনো-
...সমূহের [illegible], সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া
...দের উদ্দেশ্য।

এইরূপ অনুষ্ঠানের [illegible] বিশেষ আবশ্যকতা
...। উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না হইলে অনুষ্ঠিত
এবং উপযুক্তরূপে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে।
...প্রকারান্তরে স্ত্রীশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাব
...করিতেছে। কেবল শিক্ষা দেওয়া নহে,
...স্ত্রী [illegible] তাহার পরিষৎকে গ্রহণ
...হইবে। স্ত্রীলোকই বালিকাদিগকে ভাল
...শিক্ষা দিতে পারেন। বিশেষতঃ যে সকল মহিলা
...সাধারণ বিদ্যালয়ে দেশাচার মত যাইতে পড়িতে
...পারেন না, তাঁহাদের জন্য শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক।
...রূপ শিক্ষয়িত্রী [illegible] নিতান্ত অভাব।

এরূপ শিক্ষয়িত্রী আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া
...ত হইবে, সুতরাং এই বিরাট কার্য্যে কত
...র্থের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। কতিপয়
... সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহের ভার
...গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণ সম্পাদক
মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত প্রাপ্তি পত্র প্রদান করিয়া অর্থ
...গ্রহণ করিবেন। আশা করি, এই মহদনুষ্ঠানে
কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।
...এই সাহায্য প্রদান বিষয়ে কেহ যেন প্রাদে-
শিকতার ভাব পোষণ না করেন, কারণ উক্ত সং-
গৃহীত অর্থ দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্রই সনাতন ধর্ম্মানু-
মোদিত বালিকা বিদ্যালয় একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের
...ভুক্ত হইবে। যাহারা কোন বিশেষ কার্য্যের
...বিশেষ অর্থ দান করিবেন ঐ কার্য্য তাঁহাদের
...নামেই অভিহিত হইবে। এবং যাঁহারা "শ্রীমহা-
...লী পাঠশালা" এবং শ্রীভারত দুহিতৃ শিক্ষা
পরিষদে"র কলিকাতাস্থ প্রধান কার্য্যালয়ের কোন
...শ নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন তাঁহাদের
নাম ঐ অংশে খোদিত করিয়া দেওয়া হইবে।
...বেদন ইতি।—

শ্রীসরোজাচরণ মিত্র।

রাজ তরঙ্গিণী—৩য় তরঙ্গ।

...শ্রী নিজের ছেলের মত্তই যাহাকে ভাল
...তেন সেই ধর্ম্মের শিরচ্ছেদ করিয়াছেন জানিয়া
...ন্তিবর্ম্মার যেমন ক্রোধ শান্তি হইল, তেমনি
...এই কারণে রক্তপাত ঘটিল দেখিয়া বড়ই
...ত হইলেন।

[illegible] স্বীকার করিয়া [illegible] তিনি ক্রুদ্ধ
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবলি বলিলেন যে এখন
আর আমার যন্ত্রণা অনুভব হইতেছে না অমনি
মন্ত্রী তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অবশিষ্ট পূজা
প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।

শূরবর্ম্মা এই প্রকারে প্রভিভাবলে নরপতির
সকল কার্য্যেই আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে
পারিতেন ও মুখে কোন কথা না বলিয়া প্রাণ
বিনিময়ে ও প্রভুর হিতসাধন করিতে কুণ্ঠিত
হইতেন না। তাঁহাদের পরস্পরের কাহারও প্রতি
কাহারও কখন ক্রোধ হইত না বলিয়া কেহ
কাহারও প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন নাই কেহ
কাহারও দোষ দেখিতে পাইতেন না সুতরাং
এরূপ রাজা ও মন্ত্রী কেহ কখন দেখে নাই কেহ
কোথায় শুনেও নাই।

পূর্ব্বতন পুণ্যশীল রাজা মেঘবাহনদেবের রাজ্য
কালের ন্যায়ই সেই অবন্তি বর্ম্মার সময়েও কাশ্মীর
রাজ্যে একসময় দশবৎসর ধরিয়া সমুদয় জীবের
মৃত্যুযোগ হয় নাই অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি কোন
জীবই কোনরূপেই ধ্বংস পায় নাই।

অধিক কি সে সময়ে বোল্ মাছেরা পর্য্যন্ত
শীতল খাতসলিল ছাড়িয়া তটদেশে আসিত ও
নির্ভয়ে পৃষ্ঠদেশে শরতের রৌদ্র সেবন করিয়া
সুখী হইত।

সেই কাশ্মীরনাথ অবন্তিবর্ম্মার সময়েই
জনসাধারণের প্রতি কৃপাময় হইয়া শ্রীকণ্ঠ ভট্ট
প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের সকলের চরিত্র বর্ণিতে গেলে অনেক
কথা হয় তবে এখন তাঁহাদের মধ্যে একজনের
বৃত্তান্ত প্রসঙ্গাধীন বলিতে হইলে ইহার ঘটনাও
অতি পবিত্র বলিয়াই বর্ণনা করিতেছি।

সেই পূর্ব্ববর্ণিত মহাপদ্মে নাগের অধিষ্ঠান
হেতুক তাঁহার আশ্রয় ভূত সরোবরের সলিলে এই
কাশ্মীর দেশ একান্ত জলপ্লাবিতই থাকিত
তাহাতে কাশ্মীরের স্থলভূম অতি কম পরিমাণেই
মিলিত।

তবে ললিতাদিত্য নরপতির বিস্তর চেষ্টায়
স্থানেস্থানের কিছু কিছু জল সরিয়া যাওয়াতে
ক্রমে একটু একটু স্থলভূমি মিলিতে লাগিল
পরে রাজা জয়াপীড়ের স্বর্গগমনের পর যেমনি
পরবর্ত্তী রাজাদের শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল
অমনি [illegible] কাশ্মীর ভূমি পুনরায় অগাধ
সলিলের উপদ্রবে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ কাশ্মীর এত দারুণ দুর্ভিক্ষ পীড়িত
হইল যে দেশে শস্য মেলা ভার একখারী পরিমিত
শস্যের মূল্য [illegible] বোলযোন্ ধান্যের মূল্য এক হাজার
পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দাঁড়াইল অনাহারে জীব মরিতে
লাগিল।

এই সময়ে অবন্তিবর্ম্মারই পুণ্যের বলে জীব-
নকে বাঁচাইবার জন্য সাক্ষাৎ অন্নাধিপতি শ্রীমান্
সুখ্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইলেন।

যে মহাপুরুষের বিস্ময়কর অলৌকিক চরিত্র
দেখিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধানে ও কিরূপে কোথায়
জন্মিয়াছেন জানিতে না পারিয়া সাধারণ এই
ঘোর কলিকালে ও যাঁহাকে অযোনিজ বলিয়া
নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

প্রথমে একদিন পূয়ানাম্নী এক চাণ্ডালী রাজ
পথের ধূলা ঝাড় দিতে থাকিয়া একটী নূতন
অথচ মুখ ঢাকা মাটীর ভাঁড় কুড়িয়া পাইলে তার
পর ভাঁড়টীর ঢাকুনি খুলিয়া সে দেখিতে পাইল
যে তাহার ভিতর একটী সুন্দর শিশু শুইয়া আছে
ও পদ্মের মত চোকদুটী চাহিয়া নিজের হাতের
আঙ্গুল চুষিতেছে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল কোম্পানি

বাৎসরিক রিপোর্ট জুলাই ১৯০৮ হইতে
জুন ১৯০৯ শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলাম
যে বৎসর শেষে লাভ হয় নাই। সুতরাং
কলের সময় খারাপ যাইতেছে। কোথাও সুবিধ
নাই। আণ্ড্রু ইয়ুল কোং তাঁহাদের বেশী কৃথ মিল
একবারও লাভ দিতে পারেন নাই।

আমাদের মনে হয় যে আরও দুই লক্ষ টাকা
মূলধন বাড়াইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর [illegible] লক্ষ টাকা মূলধন
করা উচিত, হিসাবে একস্থানে প্রায় দুই লক্ষ টাকা
দেনা এবং কতক সুদ হিসাবে ব্যয় দেখিলাম।
ধার করিয়া সুদ দিয়া প্রথমবারের শেয়ার হোল্
ডারগণ মারা গিয়াছেন। "[illegible]" আরও দুই লক্ষ
টাকা তুলিতে চাহিলেই উঠিবে। এবারে যে ঐ
কলটীর উপর দেশের লোকের বেশ আনাস্থা
পড়িয়াছে। কোন কারবার ধারে চালাইবার চেষ্টা
করা ক্ষতিকর ও ভুল। মনে যদি হয় যে "[illegible]
দারদের লাভ আগামী বৎসর দিব তাহার পর
আবার নূতন টাকা চাহিব"—সে কথা মন হইতে
দূর করা ভাল। আরও ক্ষতি হউক পরে শুধরা
ইবে এ কল্পনা কখনই সুসঙ্গত নহে। দেশের
লোককে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়াই এখন নূতন
দুই লক্ষ শেয়ার বাহির করা হউক। আর
এক কথা:—১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাপ
গুদামে জমা রহিয়াছে। এদিকে মফঃস্বলে ৫০

লক্ষ্মীর কাপড় খুঁজিয়া লোকে বাজারে পায় না। ইহার বন্দোবস্ত ভালরূপে করা উচিত। কলিকাতায় ঢাকায় পাটনায়, কটকে ভাগলপুরে ও ৺ কাশীতে আড়ত রাখা উচিত। আণ্ড্রু ইয়ুল কোং যেমন ৮নং ক্লাইবষ্ট্রীটে তাঁহাদের বড় আফিসের সন্নিকটে দেশী মিলের এবং বেঙ্গল মিলের কাপড় বিক্রয়ার্থ রাখেন বঙ্গলক্ষ্মীর হেড আফিসেরও তাহা করা কর্ত্তব্য। এবং বড় বড় সহরের বাছাই করা ধনী মাড়োয়ারি দিগের নিকট কামশন পেলে বা অন্য ভাবে কাপড় রাখা উচিত। বঙ্গলক্ষ্মী খুঁজিয়া না পাইয়া অন্য কাপড় কিনিতে ক্রেতারা বাধ্য হয়। বাহিরে নিজেদের কার্য্যাও দেখিব এবং কলের কাজ ও দেখিব এরূপ চেষ্টা করা ভুল। ইংরাজেরা বেনিয়ান রাখিয়া চারি দিকে বিক্রয়ের ভার অন্যকে দিয়া থাকেন। এখানেও কোন ব্যাঙ্ককে বা বেনিয়ানকে অল্প লাভ দিয়া সর্ব্বত্র বিক্রয়ের ভার দেওয়া উচিত বঙ্গলক্ষ্মীর ৫০ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপজিট; ১ লক্ষ ৯৯ হাজার দেনা; এবং ১ লক্ষ ৮০ হাজারের কাপড় ও ১ লক্ষ ৬৬ হাজারের সূতা গুদামে জমা এই কয়েকটী কথাই সকল শেয়ার হোলডার দিগের এবং সুযোগ্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মহাশয়ের বিবেচ্য। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বঙ্গের সুসন্তান। এই কলের জন্য উহা দেশের কাজ ভাবিয়াই তিনি অপরিমিত খাটিতেছেন। তিনি যেন আমাদের কথাগুলি বিরুদ্ধ ভাবে না লয়েন। একা মানুষ প্রাণান্ত খাটিয়াও কেহ বৃহৎ কার্য্যে স[illegible]তালাভ[illegible] করিতে পারেন এবং পুরা না ও[illegible] কলের জন্য রাখিতে পারেন না। মধ্যবর্ত্তী লোককে কিছু দিয়া বৃহৎ ব্যাপার চালাইতেই হয় আমাদের এইমাত্র বক্তব্য। নিকটস্থ এক বন্ধু বলিলেন, যে বিদ্যা সাগর পেড়ে কাপড় হইয়াছিল তেমনি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথা তুলে নেরে ভাই।" এই কয়েকটী কথা পাড়ে। তাহাতে খরচ বেশী হইলে পাকা কালীর ছাপ প্রতি কাপড়ের কোনে দিলে মন্দ হয় না।

শ্রী :—

——:০:——

সদালাপ।

(৩৯) প্রাচীন কালের ছাত্র।—পূর্ব্বকালে ঋষিগণ পরীক্ষার দ্বারা যখন জানিতে পারিতেন যে গুরুতে ও [illegible]কা ছাত্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও শাস্ত্রীর রহস্য জানিবার জন্য তাহার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে তখন তাঁহারা ছাত্রের অধিকারানুযায়ী অধ্যাপনা দ্বারা শাস্ত্রীয় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করাইতেন। তাহারা তপঃ প্রভাবে বিশুদ্ধান্তঃকরণ ছিলেন, সুতরাং শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া তাহার প্রতি প্রসন্নতা লাভ করিলে অল্প প্রয়াসেই শিষ্যকে শিক্ষিত করিতেন। আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন, তিনি পঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে একদিন আদেশ করেন— "ক্ষেত্রে যাইয়া চাষের উপযুক্ত ভূমি খণ্ডে যাহাতে জল নির্গম না হয়, এই প্রকার আলিবন্ধন করিয়া গৃহে উপস্থিত হও।" উপাধ্যায়ের এই আদেশ ক্রমে আরুণি ক্ষেত্রে গমন করতঃ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যখন আলি বাঁধিতে সমর্থ হইলেন না তখন উপাধ্যায়ের আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, গত্যন্তর না থাকায় নিজেই তথায় শয়ন করতঃ জলনির্গম রোধ করিলেন। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলেও আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া আয়োদ ধৌম্য অপর শিষ্য সমভিব্যাহারে ক্ষেত্রে গমন করিয়া সেখানেও আরুণিকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং উচ্চরবে "হে বৎস আরুণি! সত্বর আমার নিকটস্থ হও।" এই প্রকার আহ্বান করিলে গুরুদেবের সস্নেহ অভিভাষণ শুনিবামাত্র সহসা কেদার খণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া আরুণি গুরু সন্নিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাত্মন! ক্ষেত্রের যে জল নিঃসরণ হইতেছিল; আমি তাহার রোধ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের এই স্থূল দেহকে ক্ষেত্রজল নিরোধের উপায় মনে করিয়া তথায় শয়ান ছিলাম। এক্ষণে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।" আরুণির এই প্রকার আচরণে সুপ্রসন্ন হইয়া ধৌম্য বলিলেন, "বৎস! তুমি যখন কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আমার নিকট উপনীত হইয়াছ, তখন অদ্য হইতে তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। আর যখন সরলহৃদয়ে কঠোর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, তন্নিবন্ধন বিশেষ শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদবেদান্তাদি সকল বিদ্যা সহজেই তোমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইবে।" উপাধ্যায়ের সন্তোষভাজন হইয়া তদীয় শক্তি প্রভাবে উদ্দালক কালে মহাতপা ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

(৪০) আয়োদ ধৌম্যের বাক্যানুসারে উপমন্যু নামক এক শিষ্য গোচারণে নিযুক্ত হন। উপমন্যু প্রত্যহ দিনমান গোচারণে অতিবাহিত করিয়া সায়ংকাল উপস্থিত হইলে গৃহে আসিয়া গুরু সন্নিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিতেন গুরু কিছুই খাইতে দিতেন না। তথাপি উপমন্যু হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া উপাধ্যায় একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমাকে যে পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিতেছি? তুমি কি আহার করিয়া থাক?" শিষ্য উত্তর করিল, "আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিবাতে অন্নাহার করিয়া থাকি।" ইহাতে গুরু বলিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত তোমার ভিক্ষা করা অবৈধ, ভিক্ষালব্ধ সমস্তই গুরুকে অর্পণ করিবার বিধি আছে। অতএব অদ্য হইতে সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে।" শিষ্য উপমন্যু তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্য জাত গুরুকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যকে তাহা হইতে আহারার্থ কিছুই দিতেন না। এ অবস্থাতেও শিষ্যকে স্থূলকায় দেখিয়া উপাধ্যায় পুনরায় একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি আহার কর?" শিষ্য উত্তর করিল, "একবারের ভিক্ষায় আপনাকে প্রদান করি, পুনর্ব্বার ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "এ কার্য্য তোমার বড়ই অন্যায় হইতেছে। ইহা সমুচিত কর্ম্ম নহে। যেহেতু এপ্রকার আচরণে অন্যের বৃত্তি নিরোধ হয়। গৃহস্থেরা কত বার ভিক্ষা দিবে? অতএব ভিক্ষা বিহিত হইলেও একবারের আহারের উপযুক্ত ভিক্ষাই শাস্ত্রাভিপ্রেত। ভিক্ষায় অতিশয় আসক্ত হইলে ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে।" [illegible] গুরুর বাক্যে ভীত হইয়া উপমন্যু দ্বিতীয় বার ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ধৌম্য তথাপি পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন [illegible] কি আহার করিয়া থাক? শিষ্য উত্তর করিলেন—"ক্ষুধা অসহ্য বিধায় বৎস পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া থাকি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত ধেনু দুগ্ধ পান নিতান্ত অন্যায় হইতেছে।" তখন শিষ্য ঐরূপ দুগ্ধ পানও পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দিন গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছ?" শিষ্য উত্তর করিল, "বৎসগণ দুগ্ধ পান করতঃ ফেণ উদ্গমন করে, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "ইহাও অন্যায়, যেহেতু বৎসগণ তোমাকে স্নেহ প্রযুক্ত অধিক পরিমাণে ফেণ উদ্গমন করে। তন্নিবন্ধন তাহাদের হানি হয়।" এইরূপে সকল প্রকার আহার নিষিদ্ধ হইলে, এক দিবস শিষ্য ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কায়ুক্ক, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও বিপাক [illegible] অর্কপত্র উদরস্থ

...রা চক্ষুর জ্যোতি হারাইলে উপমন্যু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য; স্বীয় শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উপমন্যু এখনও আসিতেছে না, তজ্জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম। উহাকে আমি সকল প্রকার আহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। বোধ হয় তন্নিবন্ধন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াই প্রত্যাগমন করিতেছে না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।" এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, 'উপমন্যু! কোথায় গিয়াছ?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর অনুমানে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"আমি কূপে পতিত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "তুমি কি কারণে কূপে পতিত হইয়াছ?" উপমন্যু উত্তর করিলেন, 'আমি ক্ষুধায় বশবর্ত্তী হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়াই কূপে পতিত হইয়াছি।' উপাধ্যায় বলিলেন "তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর। তাহা হইলেই তুমি পুনঃ চক্ষুষ্মান হইবে।" তদনন্তর উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তিনি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়কে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় একান্ত গুরুভক্ত উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন ও, "আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে একটী পিষ্টক দিতেছি, তাহা ভক্ষণ করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।" তখন উপমন্যু বলিলেন, "আপনাদের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালনীয়, কিন্তু আমি গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় বলিলেন "পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিলে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকেও পিষ্টক দিয়াছিলাম। তিনি গুরুকে নিবেদন না করিয়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তুমিও সেইরূপ আচরণ কর!" উপমন্যু বলিলেন, "আপনাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অনুগ্রহ লব্ধ পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, "তোমার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি যে তুমি চক্ষুরত্ন লাভ করিবে এবং অন্যান্য সকল প্রকার শ্রেয়োলাভে চরিতার্থ হইবে।" এই প্রকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরদান প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া উপমন্যু, গুরু সন্নিধানে উপনীত হইলেন। গুরু অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, "সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদা তোমার স্মৃতির বিষয় হইয়া অধ্যাপনাদি কার্য্যেও তুমি নৈপুণ্য লাভ করিবে।" উপমন্যু গুরু সন্তোষ প্রভাবে নানা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

—

এডুকেশন গেজেট

১লা আশ্বিন ১৩১৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সাল

বাঙ্গালার পুলিস বিভাগ।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার পুলিস বিভাগের কার্য্য বিবরণী বিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুরের প্রকাশিত মন্তব্যের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—

বৎসর কাল মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর রকমের রাজনৈতিক অপরাধের উদ্ভব হয়, ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উহার সূত্রপাত। সেই সময়ে ছোটলাট বাহাদুরের স্পেসিয়াল ট্রেন নষ্ট করিবার চেষ্টা হয়। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুরের সরকারী উকিল বাবু আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়। একে একে খুন জখম করিবার জন্য আক্রমণ ব্যতিরিক্ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটী গুরুতর ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। ঐ ষড়যন্ত্রের প্রধান আড্ডা কলিকাতার মাণিকতলা এবং মেদিনীপুর, মাণিকতলা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে মোকদ্দমার আপীল হাইকোর্টে বিচারাধীন, মেদিনীপুরের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনর বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন। সুতরাং ও সম্বন্ধে এখন অত্র মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। ঐ সকল অপরাধ সম্বন্ধে অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার এবং আসামীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য সাধারণ জনগণ অনিচ্ছা প্রকাশ করায় পুলিশকে খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। জনসাধারণে পুলিসকে যে সাহায্য করে নাই তাহার কারণ হইতে পারে কতকটা আশঙ্কার জন্য কিন্তু তাহা ছাড়া দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশের লোকদের মধ্যে যে মনের তেজের আবশ্যক মত অভাব আছে তাহাও অন্যতম কারণ। শিক্ষিত লোকেরা যাঁহাদের নিজেদের বুদ্ধিপ্রভাবে ঠিক পথে কাজ করা উচিত তাঁহারাও কষ্টকর বোধে অথবা পথে নিজের উপর কোন জখম আসে এই আশঙ্কায় এমন একটা সাধারণের কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ থাকিয়াছেন। এইরূপ মনের ভাব যতদিন এদেশের লোকের মনে থাকিবে ততদিন পুলিসের কাজ অন্যান্য দেশে যেরূপ সফল হইয়াছে এদেশে সেরূপ সফল হইতে পারা অসম্ভব। পুলিসের এই বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও এবং উহাদের কার্য্যে মনের বাধা বিঘ্ন জন্মাইলেও, ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায় বাঙ্গালার পুলিস রাজনৈতিক অপরাধের আবিষ্কারে বড় কম কৃতকার্য্যতা দেখায় নাই। অধিকাংশ পুলিস কর্ম্মচারী এবং পুলিসের লোক যেরূপ সাহস এবং ক্লেশ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ফৌজদারী, তদন্ত বিভাগের উপর দাগী বদমায়েসদিগের সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে, ঐ কাজ উক্ত বৎসর এই বিভাগ অতিশয় সফলতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। চোর ডাকাতের অনেকগুলি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দল এই বিভাগ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিঃ নিবেট এবং মিঃ প্লাউডেন এই বিভাগ গঠন করিয়া সর্ব্বপ্রথম এই বিভাগীয় পুলিসের উপর এই ধরণের অপরাধ তদন্তের ভার দিন। বৎসর কাল মধ্যে এই বিভাগের পুলিস ৪০৫ জন লোককে অপরাধী করেন। তন্মধ্যে অন্যূন ৩৮২ জন, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৪ জন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

ছোটলাট বাহাদুরের ইচ্ছা যে রাজনৈতিক অপরাধে এবং দাগী অপরাধীদিগের একটি সূচী থাকে। প্রত্যেক 'অপরাধীর' হুলিয়া থাকিবে এবং যে ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে বা করিয়াছে বলিয়া বেশ সন্দেহ হয় সেই অপরাধের উল্লেখ থাকিবে এবং তাহার জীবনের ইতিহাস ও বিবৃত হইবে। এইরূপ ক্যাটালগ যদি বরাবর করিয়া রাখা যায় এবং অপরাধীর যে জেলায় বাস অথবা যে জেলায় সে অপরাধ করিয়াছে সেই জেলার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত যদি লেখালেখি বজায় রাখা যায় তাহা হইলে অপরাধী গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে পুলিসের উহাতে খুবই সুবিধা হয়। "ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স গেজেট" হইতে পুলিশ এ সম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত আঙ্গুলের টীপ হইতেও দাগী অপরাধীদিগের সনাক্ত সম্বন্ধে পুলিস উত্তরোত্তর ভালরূপ সুবিধা পাইতেছেন।

পুলিস চালানি মোকদ্দমার সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় শতকরা ৮টীর হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সমস্ত মোকদ্দমাই চুরি ডাকাতির অন্তর্গত। এবং শস্যের মূল্য বৃদ্ধি উহার কারণ।

১৯০৮ সালে ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয় বাঙ্গালার পুলিসের সংস্কার মঞ্জুর করেন। তাহাতে পুলিসের

লোকজনের জন্য অতিরিক্ত ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় নিরূপিত হয়। সেই টাকার মধ্যে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা পুলিসের উদ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের বেতনাদি বৃদ্ধিতে ব্যয় করার ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু ১৯০৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহার জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। অধস্তন পুলিস কর্ম্মচারী-দিগের জন্য সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা কিরূপে বৃদ্ধি করা হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৯০৮।৯ সালে যে পুলিস সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে ৭৩ [illegible] লক্ষ টাকার খরচ হইয়াছে। মোটের উপর [illegible] টাকা এপর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে তদনুসারে বলিতে হইবে যে পুলিস সংস্কারে প্রায় ১এর ৩ অংশ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা এখন করিবার আছে টাকায় কুলাইলে যতদূর সম্ভব শীঘ্র তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

ইন্সপেক্টর জেনারল বলিয়াছেন যে হেড কনেষ্টবলদিগের মধ্য হইতে যে অনুপাতে সব ইন্সপেক্টরের পদে পোমশন দেওয়া হয় আগামী কয়েক বৎসর যাবৎ সে অনুপাত দ্বিগুণ হওয়া উচিত। একটা কথা এই, এখন বাহিরের লোক যাঁহারা সবইন্সপেক্টার হইতেছেন তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক তবে অনেকে অল্পবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক যে অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির প্রভাবে এ ত্রুটি তাঁহারা সারিয়া লইতে পারেন। উঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত।

চৌকিদারদের ভাল কাজ করার জন্য যথোচিত পুরস্কার দেওয়া হয় না, এ বিষয়ে ছোটলাট বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পলিসকে লক্ষ করিতে বলিয়াছেন। এই পুরস্কারের [illegible] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যদি এই টাকার উচিত মত ব্যবহার করিয়া পুলিসকে ও ভাল কাজ করিতে উৎসাহ না দেন তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃই বলা হইয়া থাকে, অথচ ফণ্ডের টাকাও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ছোট লাট বাহাদুরের ইচ্ছা ভবিষ্যতে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণ এই তহবিলের টাকার সম্পূর্ণরূপ ব্যবহার করিবেন। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যখন দেখিবেন যে চৌকিদারেরা আসামী গ্রেপ্তার করার পক্ষে কিংবা কোন শান্তি ভঙ্গের খবর পূর্ব্বে যথা সময়ে থানায় দেওয়া পক্ষে [illegible] তখন তিনি তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দেখিবেন যে সেই পুরস্কার যতদূর সম্ভব সাধারণের সমক্ষে যেন দেওয়া হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

১। ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। বিগত আট বৎসরের জুলাই ১৯০০ হইতে জুন ১৯০৮] সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী ও সহৃদয় জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

৮ বৎসরে ৯২০১ জন চিকিৎসিত ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসিত ৮৫৬ জন। ঔষধ সেবা ও সাহায্য প্রাপ্ত ৯৬৭ জন। কেবল ঔষধপ্রাপ্ত ৬২৬২। বিবরণী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

আশ্রমের উদ্দেশ্য :—স্ত্রী পুরুষ জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়াদি বিচার না করিয়া সকল নিঃসহায় পীড়িত মুমূর্ষু, জরাগ্রস্ত এবং অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের অবস্থা বুঝিয়া সেবার ব্যবস্থা করা।

(ক) রাস্তাঘাট এবং বাড়ি বাড়ি অন্বেষণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে বাহির করিয়া আশ্রয় ঔষধ পথ্য খাদ্য বস্ত্রাদি দানে অবস্থানুযায়ী সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) যাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালে যাইতে রাজী, তাহাদের তথায় আশ্রমের খরচায় প্রেরণ—অবশ্য ঐ হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি তাহাদের আশ্রয় দানে সম্মত হন; নতুবা আশ্রমেই স্থানদান; অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহাদের থাকিবার স্থান বা সম্বল আছে, তাহাদের যে বিষয়ের অভাব (যথা—ডাক্তার; ঔষধ, পথ্য বা সেবা) সেই অভাবগুলি পূরণের চেষ্টা, নিঃসম্বল ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হইলে জাতি ও ধর্ম্ম প্রথানুযায়ী ঐ সকল মৃত শরীরের অগ্নিক্রিয়া, জল সমাধি বা গোরখনাদি সংকারের ব্যবস্থা আশ্রমের খরচায় নির্ব্বাহ করা।

(গ) মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে যাঁহারা অবস্থার পরিবর্ত্তনে এককালে নিঃস্ব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন অথচ জাতি বা কুলমর্য্যাদায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারিয়া দিন দিন অর্দ্ধাশন বা অনশনের ক্লেশ নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সহ্য করিতে থাকেন, তাঁহাদের সন্ধান করিয়া প্রাণধারণোপযোগী চাউল ও কয়েকটী পয়সা সপ্তাহে সপ্তাহে প্রেরণ।

আশ্রম কার্য্যের স্থায়িত্বের সহায়তাকল্পে নিম্নলিখিত সহৃদয় মহোদয়গণের বদান্যতা ও দান সংখ্যা আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে এস্থানে প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা, ইণ্টালি নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনী ৺দেবনারায়ণ দেবের সহৃদয় পৌত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় আশ্রমবাটী নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী জমী কিনিবার জন্য ৪০০০৲ আশ্রম পরিচালক সমিতির অন্যতম অঙ্গ. কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাল মহাশয়, জমী কিনিবার জন্য ২০০০৲ আশ্রম পরিচালক সমিতির সহকারী অধ্যক্ষ কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত মতিচাঁদ সাহেব নিজ ভ্রাতৃস্পুত্রী ৺শ্রীমতী কেশব বিবির স্মরণার্থে উক্ত জমীতে ঔষধালয় নির্ম্মাণের জন্য ৬০০০৲ উড়িষ্যা নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বসু মহাশয়েরা দেবপ্রতিম ৺রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের স্মরণার্থ ছয় জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটী বাটী নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ভার লইতে স্বীকৃত হইয়া আংশিক দান ১০০০৲ ৺যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুর স্মরণার্থ, ঐরূপ ছয় জন রোগী থাকিবার আর একটী বাটী নির্ম্মাণের সাহায্যকল্পে আংশিক দান ১০০০৲, কলিকাতা নিবাসী সহৃদয় উকীল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ৺নন্দলাল ঘোষের স্মরণার্থ, চারি জন সংক্রামক ব্যক্তি থাকিবার উপযোগী বাটী নির্ম্মাণের জন্য আংশিক দান ১০০০৲ পুরীধামের ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় মাতা ৺শ্যামাসুন্দরী দেবীর স্মরণার্থ ঐরূপ চারিজন সংক্রামক রোগীর থাকিবার জন্য বাটী নির্ম্মাণার্থ দান ৮০০৲ রাণিগঞ্জ প্রদেশস্থ সিয়ারসোল নিবাসিনী রাণী শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী মহাশয়া তাঁহার দেবপ্রতিম স্বর্গীয় স্বামী ৺কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের স্মরণার্থ ঐরূপ চারি জন সংক্রামক রোগীর থাকিবার অন্যতম বাটী নির্ম্মাণার্থ আংশিক দান ১০০০৲ চব্বিশ পরগণার বসিরহাট নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিজ নামে নামিত রোগিগৃহ নির্ম্মাণকল্পে এককালীন দান ১০০০৲

বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে যে বড় রাস্তা সিকরোলাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহারই উপরে সহরের প্রান্তভাগে লাক্সা নামক পল্লীতে চারিবিঘা জমী খরিদ হইয়া, বিগত আশ্বিন মাস হইতে সেবাশ্রমের বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এবং অসংক্রামক রোগগ্রস্ত ৩৫ জ
যাহাতে স্বচ্ছন্দে স্থান দেওয়া যাই
রূপ স্থানবিশিষ্ট গৃহসমূহ বর্ত্তমান বিজ্ঞান
প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে
মশনভুক্ত প্রভাস্পদ স্বামী বিজ্ঞানানন
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পূর্ব্বে সরকা
ছিলেন, ঐ নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করি
ইতিপূর্ব্বে যে যে রোগিগৃহ নির্ম্মাণকরে
কৃত হইয়াছে সে সকল রোগিগৃহের ছা
এখনি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল গৃহ
সম্পূর্ণ হইলে উহাতে ২৩ জন মাত্র রোগী
স্থান হইবে।

অভাব—আরও ১২ জন রোগীর থাকি
সমূহ এবং আশ্রমসেবক ও চাকর বাক
বাসোপযোগী গৃহ, রন্ধনশালা পাইখানা
ঐসকল নির্ম্মাণকার্য্যে কমবেশী আর
সহস্র (২০০০) মুদ্রার প্রয়োজন।
নির্ম্মপ্রাণ ভারতে এরূপ কার্য্যের জন্য বি
টাকা উঠা কিছু অধিক কথা নহে। সাদ
টী ভারত সন্তানের ভিতর পাঁচ সহস্র
যদি ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া প্রত্যেকে দান
—এবং উহা করিতে কাহার গায়েও লাগিবে
তাহা হইলেই উহা এখনি উঠিয়া যায় এব
৬ একটা মহৎকার্য্য চিরকালের নিমিত্ত স্থায়ী
কালেতে দানই ধর্ম্ম। দান [illegible] যুগে

নীতিশ্লোকাঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥ ৭৭
ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াসক্তি প্রযুক্ত, মানবগণ
দূষিত হইয়া থাকেন। আর যদি তাহা-
সংযত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে,
সিদ্ধিলাভ করেন। ৭৭॥

[illegible] সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
[illegible] ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥
৭৮।

যেমন চর্ম্ম পাত্র বহুরন্ধ্র যুক্ত না হইলেও
রন্ধ্রদোষে জল পরিপূর্ণ হইয়া—মগ্ন হয়।
ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও
হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যে তাহার
নষ্ট হয়। ৭৮

কস্যচিদ্ ব্রূয়াদচাস্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ॥ ৭৯
সা না করিলে কাহাকেও কিছু বলিবে
অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর
দিবে না। মেধাবী জানিয়া শুনিয়া ও জড়বৎ
ব্যবহার করিবেক। ৭৯

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তংপূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥ ৮০
কি লৌকিক, কি বৈদিক, কি আধ্যাত্মিক
ইহার যে কোন জ্ঞানের কোন একটি যাহা
নিকট লাভ করা যায়, তাঁহাকে অগ্রেই অভিবাদন
করিতে হয়। ৮০

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবেনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥ ৮১
জ্ঞানে কিম্বা বয়সে প্রাচীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক
শয্যাসন গৃহীত হইয়াছে, কল্যাণ কামী তাহাতে
কদাচ উপবেশনাদি করিবে না। আর স্বয়
শয্যাসনস্থ হইলে, প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক তাদৃশ গুরু
জনকে অভিবাদন করিবে। ৮

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশোবলম্॥ ৮৩
সর্ব্বদা বৃদ্ধজন সেবা নিরত অভিবাদনপ্রি
পুরুষের আয়ু, বিদ্যা, যশঃ, বল, এই চারিটি
সম্যক বর্দ্ধিত হয়। ৮৩

"ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্য মেবচ॥" ৮৪
পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইলে অভিবাদন কারী
কনিষ্ঠ ও অনভিবাদক সমবয়স্ক ব্রাহ্মণকে "কুশল"
এই শব্দটির দ্বারা ক্ষত্রিয়কে "অনাময়" এই শব্দ
টিদ্বারা বৈশ্যকে "ক্ষেম" এই শব্দটিদ্বারা শূদ্রকে
"আরোগ্য" এই শব্দটিদ্বারা মঙ্গল সমাচার
জিজ্ঞাসা করিবে। ৮৪

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধাচ যোনিতঃ।
তাংব্রূয়াদ্ ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥ ৮৫
পরস্ত্রী অথবা যে স্ত্রীলোকের সহিত কোন
প্রকারে রক্তের সংস্রব নাই, তাঁহাকে "ভবতি
অথবা সুভগে! কিম্বা ভগিনি!" বলিয়া
সম্বোধন করিতে হয়। ৮৫

কৌতুক-কণা।

শিক্ষক। রাম। যদি তোমার সহপাঠী
শ্যামকে তুমি ২০ টাকা ধারদাও, আর করার থাকে
যে শ্যাম মাসে ২৷৷০ করিয়া শোধ দিবে তাহা
হইলে চার মাস বাদে শ্যামের নিকট তোমার কত
টাকা বাকী থাকিবে।

রাম। ২০ টাকা।

শিক্ষক। রাম। এই সামান্য অঙ্কটা জান
না?

রাম। অঙ্কে অঙ্কটা জানি। কিন্তু আপনি
শ্যামকে ঠিক চেনেন না। অঙ্কের সম্বন্ধে উহ
অজ্ঞরূপ হইত।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি

সাধারণ—ভগলপুরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত
সেঃ জজ মিঃ পেরুট স্বারবঙ্গের মঃ হইলেন। যশো
হরের ডেঃ মাঃ বাবু অনাদি নাথ সেন ঝিনিদহ
মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ছুটিপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু
নগেন্দ্র নাথ মিত্র হাজারিবাগের সদরে স্থাপিত হই
লেন। ২৪ পরগণাও হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও
সেঃ জজ মিঃ প্যাণ্টন ২৪ পরগণার ডিঃ ও সেঃ
জজ হইলেন। মিঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক ২৪ পর-
গণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডেঃ ও সেঃ জজ হই-
লেন। পাটনার ডেঃ মাঃ বাবু হরসহায় লাল পাট-
নায় সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ
এবং ডেঃ কঃ মিঃ কালিস বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের
রাজস্ব রাজনীতি ও নিয়োগ বিভাগের অস্থায়
সেক্রেটরী হইলেন। রাঁচির ডেঃ মাঃ বাবু
যোগেন্দ্র কুমার সিংহ মানভূমের সদরে বদলী হই-
লেন। ২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডি ও সেঃ জজ
মিঃ ভিন্সেণ্ট ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। মাঃ মিঃ
এপাণ্টন ১মাসের ঝিনিদহের ডেঃ মাঃ বাবু জ্ঞানেন্দ্র
নাথ চৌধুরী ১মাসের, বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু
নগেন্দ্র নাথ রায় আর ১মাস ১৪ দিনের ছুটী পাই-
লেন। প্রতিনিধি লিগাল রিমেমব্রান্সার অনারে-
বল মিঃ চ্যাপম্যান ৬মাসের ছুটী পাইলেন।
রাঁচির প্রোবেঃ ডেঃ কঃ বাবু সুরেন্দ্র নাথ বসু
১মাস ১৪ দিনের ছুটী পাইলেন। অস্থায় সেক্রে
টরী মিঃ কলিন্স ১মাসের ছুটী পাইলেন। খুলনার
ডেঃ মাঃ বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ১মাসের, রাজমহ-
লের ডেঃ মাঃ মিঃ স্যামুয়েল চন্দ্র ৪৫ দিনের এবং
সাঁওতাল পরগণার প্রোটেম ডেঃ মাঃ মিঃ ম্যাক-
ক্লাভিন ১মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—ভগলপুরের মুঃ বাবু পরেশ চন্দ্র
বন্দ্যো ভগলপুরের সবজজ হইলেন। মৌলবী
আবদুল শাকুর বি এল ভগলপুর সদরের মুঃ হই-
লেন। বাবু দৈবকী লাল সেনগুপ্ত এম এ বি এল
কাঁথির মুঃ হইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু পুলিনবিহারী বসু আর
১মাস ১৯ দিনের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা—জামতাড়ার সব ইনঃ বাবু মতিলাল
গাঙ্গুলী ৩৫ দিনের ছুটী পাইলেন। মিহিজামের

ইন: পণ্ডিত জামতাড়ার সব ইন: হইলেন। হাও- ড়ার ডে: ইন: বাবু কিরণ চন্দ্র বন্দ্যো ৩মাসের ছুটী পাইলেন। হাওড়ার অতিরিক্ত ডে: ইন: বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যো হাওড়ার ডে: ইন: হইলেন। বর্দ্ধমানের সব ইন: বাবু হরমোহন রায় ১মাসের ছুটী পাইলেন। সহকারী সব ইন: মৌ: মৈজুর রহমন হরমোহন বাবুর স্থানে কার্য্য করিবেন। বাবু সুরেশ্বরী প্রসাদ সাহাবাদের সব ইন: পাকা হইলেন। বর্দ্মা রামেশ্বর প্রসাদ সিংহ পাটনা ট্রেণিং স্কুলের সহকারী হে: মা: হইলেন। বাবু বলদেব প্রসাদ পাটনা ট্রেণিং স্কুলের সহকারী শিক্ষক হইলেন। সব ইন: বাবু হরিচরণ মুখো ২মাসের ছুটি পাইলেন। বাবু প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ বি এ নদীয়ার সব ইন: হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিকেল ল্যাবরেটরীর আসিষ্টান্ট বাবু চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৭ দিনের ছুটি পাইলেন। বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস এম এ চারু বাবুর স্থানে কার্য্য করিবেন। মি: জে এন মুখার্জ্জি এম এ হাওড়া জেলা স্কুলের হে: মা: হইলেন। বাবু রজনী নাথ ঘোষ এম এ হাওড়া জেলা স্কুলের সহকারী হে: মা হইলেন। বাবু বিষ্ণুপদ গাঙ্গুলী বিএ হাওড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক হইলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিএ চাইবাসা জেলা স্কুলের শিক্ষক হই- লেন। বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[সাধারণ] অস্থিসার। অস্থির সার জমিতে দিলে অনেক ফসল জন্মে, এই লোভে এখন অনেক দেশে বিশেষতঃ য়ুরোপে হাড়ের সার দিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু অস্থির সার হইতে যে ফসল জন্মে তাহা হইতে নানা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, সম্প্রতি এরূপ সন্দেহ করিবার হেতু জন্মিতেছে। বিলাতে এক গোচারণের মাঠে দশ বৎসর ধরিয়া পশু মরে নাই। কিছু দিনপূর্ব্বে এইমাঠে হাড়ের সার দেওয়া হয়। সারের জোরে নব দূর্ব্বাদল হু হু গজাইয়া উঠে। নয়টি গাভী এ মাঠে ঘাস খাইত। তন্মধ্যে তিনটি দুষ্ট ক্ষত (anthraz) রোগে প্রাণ হারাইয়াছে। বিলাতের কৃষি ও মৎস্যধরণ-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯০৮ অব্দের পশুরোগ-সম্পর্কিত রিপোর্টে এই সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে।

ডাঃ আবদুল্লা সুহরবর্দী এমএ প্রদত্ত বৃত্তি— গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের দ্বিবার্ষিক পাঠ্য পাঠার্থী মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগের জন্য ডাঃ আবদুল্লা সুহরবর্দী এমএ মিঃ গোলামহোসেন অরি- ফের নামে বর্ত্তমান বর্ষে দুইটি ছাত্রবৃত্তি দিয়াছেন। বৃত্তি দুইটি দুই বৎসর স্থায়ী হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি ৫০ টাকার একটি পুরস্কার দিয়াছেন। আগামী কমার্শিয়াল কোর্স শেষ পরীক্ষায় যে মুসলমান ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে সান্ধ্য শ্রেণীতে পড়িবার সুবিধার জন্য ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কয়লার খনির ম্যানেজারী পরীক্ষা—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার খনির ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ততা সম্বন্ধীয় সর্টিফিকেটের জন্য একটি পরীক্ষা আগামী ৩রা ৪ঠা ও ৫ই নবেম্বর আসেনসোলে গৃহীত হইবে। কয়লার খনি সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারেই কার্য্য হইবে। কয়লার খনির কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান যাঁহাদের আছে তাঁহারাই এই পরীক্ষা দিতে পাইবেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাইয়া পরীক্ষাদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ, ভারতের খনি সমূহের চীফ ইনস্পেক্টর মিঃ জে আর আর উইলসনের নিকট আবেদন করিলে পরীক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে আবশ্যকমত উপ- দেশ তাঁহাদিগকে লিখিয়া পাঠান হইবে। ৭ই অক্টোবরের পর যে সকল দরখাস্ত যাইবে, সে সকলের সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করা হইবে না।

প্রশ্নকর্ত্তা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- লয়ের নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অতিরিক্ত এনট্রান্স পরীক্ষা

(ডিসেম্বর—১৯০৯)

ইংরেজি,—জে এন দাস গুপ্ত, এ টমরি, ডাক্তার জি থিবট। (যোগেন্দ্রনাথ বসু ইংরেজি অনুবাদের জন্য বাঙ্গালা অংশ মনোনীত করিবেন।

গণিত,—ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখো- পাধ্যায় কালীপদ বসু, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত,—কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা রচনা,—যোগেন্দ্রনাথ বসু দীনেশচন্দ্র সেন।

ইতিহাস,—অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্র নাথ সেন।

ভূগোল,—রেভারেণ্ড ফাদার পি কারবেরী, বিরাজমোহন মজুমদার

অঙ্কন,—বি জে পাইটার

ম্যাট্রিকুলেশন [১৯১০]

ইংরেজি,—ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখো- পাধ্যায় এ টমরি জে এন দাস গুপ্ত, জি থিবট (ইংরেজি অনুবাদের জন্য বাঙ্গালা অংশ মনোনীত করিবেন ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।)

গণিত,—ভাইস চ্যান্সেলার, কালীপদ বসু, শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত,—মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী হরিনাথ দে [ভাইস চ্যান্সেলারের এবং ডাক্তার জি থিব- টের পরামর্শক্রমে]।

বাঙ্গালা রচনা,—শিবনাথ শাস্ত্রী; দীনেশচন্দ্র সেন (ভাইস চ্যান্সেলারের পরামর্শ ক্রমে)।

ইতিহাস,—অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্র নাথ সেন।

ভূগোল,—বিরাজমোহন মজুমদার, রেভারেণ্ড ব্রকওয়ে।

মেকানিক্স—হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ টমসন, ডবলিউ এইচ এভারেট।

ইণ্টারমিডিয়েট (১৯১০]

ইংরাজী—ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখো- পাধ্যায়, এ টমরি; জে এন দাস গুপ্ত।

Advanaed paper—ভাইস চ্যান্সেলার, এ টমরি।

বাঙ্গালা রচনা, —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন [ভাইস চ্যান্সেলারের পরামর্শ- ক্রমে]।

সংস্কৃত, —আশুতোষ শাস্ত্রী; কালীপ্রসন্ন ভটাচার্য; রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ [ভাইস চ্যান্সে- লারের এবং ডাক্তার জি থিবটের পরামর্শক্রমে]।

ইতিহাস.—জে এন দাস গুপ্ত, বিপিনবিহারী সেন বিনয়েন্দ্র নাথ সেন।

লজিক,—এইচ ষ্টিফেন, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যো- পাধ্যায়। অধরচন্দ্র মুখো

গণিত,—ভাইস চ্যান্সেলর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত।

ফিজিক্স—পি জে ব্রুল, ই পি হ্যারিসন, কুমু- দিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেমিষ্ট্রী—জে এ কনিংহাম, ডবলিউ ডবলিউ স্মিথ এস সি মহলানবীশ।

বি-এ এবং বি-এস্‌ সি [১৯১০]

ইংরেজি [পাশ]—এইচ আর জেমস, এইচ ষ্টিফেন, রেভারেণ্ড আর এইচ ষ্ট।

ইংরেজি (অনার)—এইচ আর জেমস এবং ষ্টিফেন রেভারেণ্ড আর এইচ ষ্ট এ জে - সি এইচ টনি আই মোলার।

Advanced paper,—এইচ আর জেমস এ টমরি।

। রচনা—অক্ষয়চন্দ্র সরকার যোগেন্দ্র-
ভাইস চান্সেলারের পরামর্শ ক্রমে

(পাশ)—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মুরলীধর
য়।

[অনার]. —গোলাপচন্দ্র সরকার
মুখোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নৃসিংহ-
পাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য হরিনাথ দে
পবট (ভাইস চান্সেলারের পরামর্শ অনু-

চাস—ডবলিউ এ জে আর্চ্চাবোল্ড
জে এন দাস গুপ্ত।

ical Economy (পাশ)—মনো-
ডাক্তার জেভি বায়াল, জে এন দাস
অনর) —ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি।

ন [পাশ]—বিনয়েন্দ্রনাথ সেন জি কে সেন
কালন কার।

ন [অনার]—ডাক্তার পি কে রায়,
জি থিবট রেভারেণ্ড ই এম হুইলার
।

ত—ভাইস চান্সেলার আশুতোষ মুখো-
র আর পি সি পারস্থপে ডি এন মল্লিক।

অঙ্ক—ডবলিউ এইচ এডারেট, পি ক্রস
কানিংহাম।

সায়ন—জে এ কানিংহাম, ডবলিউ টেট,
র ডবলিউ এ কে কাইট।

উদ্ভিদবিদ্যা [পাশ]—জে এইচ বরকিল
ই স্মিথ, এস সি মহলানবীশ।

পদার্থবিদ্যা (অনার),— Theoretical
er—গ্রীন, এ ইয়ার্ট, এস সি মহলানবীশ।
ctical Paper—ডবলিউ ডবলিউ স্মিথ, জে
বরকিল।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটা-
নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই
দনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা
জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্যাল স্কুলে
টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই-
• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন
ণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা
রচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও
স্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার
ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে
শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

For the Rajoram Institution, Khalia a graduate Hd master strong in English on Rs 60 rising to Rs 70, and an undergraduate Asst. master strong in Mathematics on Rs 40 with lodging free. Free board may be had on coaching a boy or two.

A B A on Rs 30 to Rs 40 and a plucked B A on Rs 25 to Rs 30 for the Gustia K N H E school, according to experience and ability with boarding and lodging free on tuition. Apply to Babu Khetter Nath Chatterjee Gustia High school via Barasat.

A passed F A Hd master for the Raipur Sitikantha M E school on Rs 20 to 25 a month Lodging free and have some chances of private tuition. The place is healthy Must stick to the post for at least 2 years. Po Raipur, via Bolpur E I Ry, Loop line.

An F A for the H E school, Mankor (Burdwan) on Rs 25 to 30 per mensem. A plucked B A or a Sanskrit College F A preferred.

A competent passed Compounder for Chapra Medical Hall salary Rs 20 to 25 according to qualification lodging and boarding free. Lukhynarain Neogy Dhurmpore Chinsurah po Hooghly.

An Entrance passed or plucked candidate for the 2nd mastership of Shaghata M E school with free board and lodging. Shaghata po (Rangpur).

A graduate (B course or A course strong in Mathematics) for the Jaidebpur R B M High school on Rs 45 with free board and lodging. The selected candidate may get a tuition on Rs 10 if he takes over the charge of a boy of lower class. Apply to the Hd master po Jaidebpur (Dacca).

An A course plucked B A for the Nakipur H E school on Rs 25 per month besides free board and lodging. None need apply who is a P L candidate and is not willing to stick to the post at least for two years. Apply to the Hd master, Nakipur H E school, (Khulna) po Nakipur.

An F A Hd master for the Rajarampur Govt aided M E school in the Malda Dt. on Rs 20 per month. Mahomedan or Kayasthya will get free board and lodging.

Two graduates for the Bajhari H E school one as Hd master and another as 2nd master on Rs 50 and Rs 45 respectively with free board and lodging.

আমার বাটীর সদর সেরেস্তার জন্য জনৈক হিন্দু কায়স্থের অন্নভোজী তহশিল দারের আবশ্যক বেতন মাসিক আপাততঃ ৫৲ টাকা ও :আবা। বাঙ্গালা ও ইংরাজি হস্তাক্ষর পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। ২০০৲ টাকা ডিপজিট অথবা ৫০০৲ শত টাকার উপযুক্ত সম্পত্তি জামীন দিতে হইবে। নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন করুন। শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ ধূলি হর পোঃ খুলনা

শিকারপুর নদীয়া উঃ ইঃ স্কুলে একজন নর্ম্যাল দ্বিতীয় শিক্ষক। মাসিক বেতন ১৮৲ ২০৲।

মুসলমান হেঃ পঃ, বেতন ১২৲ ও আবা, খাজুরা মইঃ স্কুল, পোঃ গৌরনগর, বালেশ্বর।

চৌবাড়ী মইং স্কুলে এফ এ পাশ হেঃ মাষ্টার দরকার বেতন ২০৲ ও আবা, জাতীতে বৈদ্য শীল ও সদ্গোপের অন্নভোজী হওয়া দরকার অন্ততঃ ১ বৎসর কাল টিকিতে হইবে। আবদুল ওয়াহেদ সরকার চৌবাড়ী মইং স্কুল পোঃ আঃ রায় দৌলতপুর।

পাঁচুপুর মইং স্কুলে :১৮৲ বেতনে একজন নূঃ নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত। পাঁচুপুর পোঃ অঃ রাজ-[illegible]।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত পাইকরহাটী এম ভি স্কুলে মাসিক ১৯৲ টাকা বেতনে নূতন নিয়মে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এণ্ট্রান্স পাশ জনৈক ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ। আবা দেওয়া যাইবে। পোঃ পাইকরহাটী পাবনা।

একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ পঃ ইটানেড়িয়া মইং স্কুলে বেতন ১২ টাকা ও আবা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। মুগবেড়িয়া মেদিনীপুর।

বড়যোড়া মইং স্কুলে একজন এফ এ পাশ হেঃ মাঃ বেতন ২০ টাকা। বড়যোড়া নিবাসী ডাক্তার চন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করুন। পোঃ বড়যোড়া জেলা বাঁকুড়া

কোন এণ্ট্রেন্স স্কুলে ইংরাজী জানা একজন বি এ হেঃ মাঃ বেতন ৬০ হইতে প্রতিবর্ষ বর্দ্ধিত

হইয়া ৮০ হইবে। আর অভিজ্ঞ বি কোর্স বি এ অথবা আর অপসন্তান একজন বিএ বেতন ৫০ হইতে প্রত্যবর্ষে বর্দ্ধিত হইয়া ৭০ হইবে। বিএ ফেল ইংরাজী ও হিষ্টিরীতে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক বেতন ৩০৲ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ৪০৲ হইবে। রেল ষ্টেশনের সংবাদ নিয়োগ পত্র পাইয়া কত দিনের মধ্যে কার্য্যে যোগদিতে হয় সে আবেদনের সহ লিখিবেন। আইন পরীক্ষার্থী হেড মাষ্টারের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। শ্রীসতীশচন্দ্র নন্দর পোঃ চাঁদহাট

একজন এণ্ট্রান্স পাশ প্রাইভেট মাষ্টার। মাসিক আপাততঃ ১০ টাকা এবং খোরাকি পাইবেন। শ্রীভূতনাথ প্রামাণিক গ্রাম পার্ব্বতিপুর পোঃ গোলাপচক্ জেলা মেদিনীপুর।

জেলা বর্দ্ধমনে, দেবীপুর পোঃ দেবীপুর গ্রামের মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পং বেতন পনর টাকা। হেড মাষ্টারের আবেদন করিতে হইবে।

জেলা নদীয়া ভেড়ামারা ই বি, এস, রেলওয়ের এক মাইল দক্ষিণে চণ্ডীপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক, হেঃ পঃ।। সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। বেতন ১৮৲ টাকা এবং আগা ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। চণ্ডীপুর পোঃ নদীয়া।

কোন মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য এক এ পাশ হেঃ মাঃ বেতন আপাততঃ ২০ টাকা। অন্যান্য বাদে ৩০ টাকা পাইবেন। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধি হইবে। আবা বিনাব্যয়ে। মাহিষ্যের আবেদন আদরনীয়। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ হালদার এ্যাসিষ্টাণ্ট স্কুল সবইনস্পেক্টর বাহুড়িয়া সার্কেল বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

হুগলীর অন্তর্গত আদিপাকা কৃষ্ণনগর গ্রামে আমার দোকানের পাকা খাতা লিখা ও রেওয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ বা সংশূদ্র মুহুরী। হস্তলিপি সুন্দর হওয়া চাই। বেতন আবা বাদে ১৩ ১৪ টাকা। শ্রীগোপীজীবন দত্ত ভায়া হরিপাল জেলা হুগলী

জেলা হাওড়া থানা আমতার অধীন দেবীপুর মধ্য স্কুলে দ্বি.নর্ম্মাল শিক্ষক। বেতন ১৪৲ টাকা ও আবা। শ্রীবিজয় কেশব ভট্টাচার্য্য চিত্রসেন তার পোঃ আঃ দেবীপুর জেলা হাওড়া।

"বড়ুল মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ ফেল সেকেণ্ড পণ্ডিত বেতন আবা বাদে আপাততঃ যথাক্রমে ১৭৲ ও ১০ টাকা। ১৫ই অক্টোবর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ বড়ুল জেলা ২৪ পরগণা ভায়া বজ বজ।

ময়মনসিংহ উঃ পোঃ টাউন পাঠশালার জন্য দুইজন শিক্ষক প্রয়োজন। একজন মইং উত্তীর্ণ ও গুরুট্রেনিং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। বেতন ১০৲ অপরজন নূতন প্রণালীতে দক্ষ অথবা মইং উত্তীর্ণ মাসিক বেতন ৮৲ টাকা

হাওড়া জেলা বসন্তপুর মইং বিদ্যালয়ে ড্রিল ড্রইং জানা একজন নর্ম্মাল পাশ হেঃপঃ। বেতন ১৫৲ ও আবা। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ২৪নং জোড়া বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা

সাতনালা উঃপ্রা স্কুলে জনৈক পণ্ডিত আবা বেতন ৮৲ ১২ টাকা ইংরাজী মইনার কিম্বা এণ্ট্রান্স সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়া চাই; হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের প্রার্থী. বাসস্থান আহার পাইবেন। পোঃ হাসিমপুর ভায়া সৈয়দ পুর, গ্রাম সাতনালা জেলা রংপুর।

এড়োয়ালী মইং স্কুলে গুরুট্রেনিং স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন সহকারী শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ৬ টাকা। নিম্নলিখিত ঠিকানায় হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। প্রাইভেট পড়াইলে আবা। শ্রীরাম তারণ চট্টোপাধ্যায় হেড মাষ্টার, পোঃ এড়োয়ালী ভায়া কান্দি জেলা মুর্শিদাবাদ।

"নলচিরা মইং স্কুলে ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্যাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। কায়স্থ কি বৈদ্য হওয়া চাই আব পাইবেন। পোঃ বাসুদেবপাড়া জেলা বরিশাল শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

প্রাইভেট পড়াইবার জন্য ছাত্রবৃত্তি অথবা মাইনার পর্য্যন্ত পড়া জনৈক শিক্ষক। বেতন ৭ টাকা ও আবা। শ্রীক্ষীরধর দাস সরকার গ্রাম মেনানগর পোঃ হরিদেবপুর জেলা রঙ্গপুর।

কতজাংপুর উঃপ্রা স্কুলে একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৬৲ ১৮ টাকা ইংরাজী মাইনর পাশ ও নর্ম্মাল দ্বিতীয় বার্ষিক পর্য্যন্ত পড়া চাই হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রার্থী ও আপ্রাও বাসস্থান। পোঃ সৈয়দপুর গ্রাম কতজাংপুর জেলা দিনাজপুর।

আমার কতগুলি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সকলের জন্য একটী বাঙ্গালা শিক্ষিত লোক বেতন গুণানুসারে সংস্কৃত ও ইংরাজী জানিলে সুবিধা হইবে। ইচ্ছা করিলে ফুরনের চুক্তি করা যাইতে পারে। এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন। শ্রীমহেন্দ্র মোহন ঠাকুর, কাহার দেবমন্দির গোমপাড়া পোঃ মুরশিদাবাদ।

—

রতলামের মহারাজা বাহাদুরের দান পত্রের অনুবাদ।

[ধর্ম্ম প্রচারক হইতে]

[illegible] হিজ হাইনেস শ্রীমান মহারাজা সজ্জন সিংহ বাহাদুর রতলাম রাজ্যাধিপতির ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে ১২ মও নিম্নলিখিত [illegible] যাইতেছে। শ্রীদরবার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। এবং সহর্ষ হইয়া উহার সংরক্ষক পদ স্বীকার করিতেছেন যাহার প্রমাণস্বরূপ এই দান পত্র লিখিবার আজ্ঞা দিতেছেন। এই রাজ্যে ধর্ম্ম ও বিদ্যার উন্নতির জন্য যে যে উত্তম কার্য্য করিতে শ্রীদরবার বিচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মেম্বরগণের বিদিতার্থ নিম্নে লিখা যাইতেছে :—

[ক] শ্রীদরবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল, পাঠশালা ও সেণ্ট্রাল কলেজে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার আজ্ঞা দিতেছেন। ধর্ম্ম শিক্ষার উপযোগী পুস্তক শ্রীমহামণ্ডল হইতে আনান হইবে।

[খ] এখানকার ক্ষত্রিয় বালকগণের সদাচার ও সুশিক্ষার অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি বোর্ডিং হাউস খুলিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

[গ] রতলাম সেণ্ট্রাল কলেজে সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপনার আজ্ঞা দিয়াছেন ও শ্রীদরবারের আজ্ঞায় শ্রীমহামণ্ডলের শাখা সভা স্বরূপ এক ধর্ম্ম সভা স্থাপিত করা হইয়াছে।

সভার চাঁদা হইতে অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত একজন স্থায়ী ধর্ম্মবক্তা নিযুক্ত রাখা হইবে, যিনি এই প্রান্তের প্রজাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ভারতবর্ষব্যাপী ধর্ম্মকার্য্য দেখিয়া শ্রীদরবার অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উহার সাহায্যরূপ [illegible] নিম্নলিখিত রূপ মঞ্জুরী দিলেন—

[ক] শ্রীমহামণ্ডল কাশী বিদ্যাপীঠ সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুযায়ী ৮ কাশী ধামে ছাত্র নিবাস ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে পর উহার সাহায্য জন্য এই রাজকোষ হইতে শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় শ্রীধাম কাশীর দরবারের নিকট এক কালীন দানরূপে ২০০০৲ টাকা প্রেরিত হইবে।

মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে পর ...ত্তি স্বরূপে মাসে ২৫ টাকা সাহায্য দেওয়া যাইবে। তবে ঐ বৃত্তিতে ছাত্রগণের অগ্রে রতলামের বিদ্যার্থি- থাকিবে। ঐ ছাত্রবৃত্তির নাম হইবে।

...নর নিকট প্রার্থনা করি যে, এই ...ার উত্তরোত্তর উন্নতি হউক। ও ...জা, প্রজা সকলে দেহ, মন ও ধন কার্য্যের সহায়ক হউক। ইতি কৃষ্ণৈকাদশী রবিবার তাং ২০।৯।০৮

সই ব্রজমোহন নাথজ্যোতিষী
...ত্রী হিজ হাইনেস দি রাজা সাহেব
রতলাম।

...রোধ-ভঞ্জনের উপায়।

[স্বামী শুদ্ধানন্দ]

...ধর্ম্মই আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ...ত এবং অপর ধর্ম্মের নিন্দা করিতে এ যেন একটা বিরাট বাজার— ...পন আপন পসরা লইয়া খদ্দেরকে ...মার মাল সব চেয়ে ভাল—এই ...—ওখানে যাবেন না—ওর জিনিস ঠকাবে আর বেশী দাম নেবে।

...া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টাও দেখা যায় দাবী করেন, আমার ধর্ম্মই সত্য ...গুলি মিথ্যা। সুতরাং এই ধর্ম্ম ...ন করিলেই জগতে শান্তি স্থাপিত ...র ধর্ম্মে আর বিবাদ থাকিবে না— ...তাই উঠিয়া যাইবে। কেহ কেহ ... একটু উদারতর হইয়া বলেন, ...ভগবানের বিধান বটে, তবে অতি ...সে অসভ্যাবস্থায় মানব যতটুকু করিতে পারিয়াছিল, ততটুকুই তিনি ...কট প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমা- ...গবানে সাক্ষাৎ আবিষ্ট ও পূর্ণ ধর্ম্ম। সকলকে অবলম্বন করিতে হইবে। ...দল লোক, সকল ধর্ম্মের ভিতরেই ...অনুষ্ঠানের বিভর পার্থক্য দেখিয়া ...দিয়া, প্রধান প্রধান যে কয়েকটী ধর্ম্মই প্রচারে নিযুক্ত তাহা লইয়া অসাম্প্রদায়িক এক নূতনতর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ আবার নীতিকেই সকল ধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্ব ও সার জানে উহাকে ভিত্তি করিয়া অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তৎসহায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর মিল আনিবার আশা করিতেছেন।

কেহ কেহ বিভিন্ন ধর্ম্মের মিলের চেষ্টা করেন —কারণ, তাঁহাদের কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, ধর্ম্ম জিনিষটাকেই তাঁহারা বিশ্বাস করেন না—কাজেকাজেই তাঁহারা যতটা পারেন বাদ সাদ দিয়া ধর্ম্মটাকে নেড়া করিয়া একটা অসাম্প্রদায়িক ভাব আনিবার চেষ্টা করেন—কেহ কেহ আবার বিভিন্ন ধর্ম্মের মিল হইলে তাহাতে রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির সহায়তা হইতে পারে বলিয়া উহার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের ভাব এই—যদি আমরা পরস্পরের ধর্ম্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা একটা শক্তিশালী জাতি হইবার আশা করিতে পারি। আমার বিশ্বাস—ঐগুলি ধর্ম্মবিরোধ ভঞ্জনের অবান্তর ফল হইলেও মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম লাভ করিয়া ধার্ম্মিক হওয়া। মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রকৃত ধর্ম্মকে জানিয়া মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করা। আমার বিশ্বাস—যথার্থ ধর্ম্মসমন্বয়ে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই বর্ত্তমান থাকিবে—কেবল তাহারা প্রত্যেকেই আপনাকে এক সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ জানে অপরকে স্বমতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া বা তাহাকে নিন্দাবাদ বা গালাগালি না দিয়া তাহার যথাসাধ্য সহায়তা করিবে এবং তাহার নিকট যথাসাধ্য সহায়তা লইয়া নিজ ভাবের পুষ্টি সাধন করিবে; সম্প্রদায় থাকিবে—বরং আরো বাড়িবে, কিন্তু "সাম্প্রদায়িকতা" খুব কমিয়া যাইবে।

কোন ধর্ম্মে ঈশ্বর মানে না, কোন ধর্ম্মে আগাগোড়া ঈশ্বর ছাড়া অন্য কথা নাই। কোন ধর্ম্ম যাহাকে মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া মানে, অপর ধর্ম্ম তাহাকেই হয়ত শয়তানের অবতার বা অসুর সম্মোহনার্থ আগত বলিয়া মানেন। ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে আবার মতভেদ—কেহ বলেন ঈশ্বর নিরাকার, কেহ আবার তাঁহাকে সাকার বলেন। নিরাকার বাদীদের মধ্যে আবার সগুণনির্গুণভেদে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। সাকার-বাদীদের মত বিরোধের ত কথাই নাই। কেহ বলিতেছেন, ভগবতী আদ্যাশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আবার কেহ শিব, কেহ বা বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানিতেছেন। পরলোক সম্বন্ধেও মতভেদ। কেহ পুনর্জ্জন্মবাদেরই সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন—কেহ বলেন—দেহান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক। কাহারও কাহারও মতে বা অনন্ত উন্নতি—Ever approaching, but never nearing (সর্ব্বদা সমীপে অগ্রসর, অথচ কখনই সন্নিহিত নহে)। অনুষ্ঠান প্রণালীর ত কথাই নাই। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানাবিধ দার্শনিক বিভিন্নবাদ ধর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া ভেদকে বিশেষ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠে ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় করিবে।

যে ভাবে বিরোধভঞ্জনের চেষ্টার কথা বলিব, তাহাতে সকলের সমান সন্তোষ হইবে না। কিন্তু কালের লক্ষণ দেখিয়া এটা আশা করা খুব বেশী মনে করি না যে, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যথার্থ ধার্ম্মিক শিক্ষিত ও উদারহৃদয় ব্যক্তিগণ এইগুলির সত্যতা ও উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। আর যদি তাহাই হয়, তবে মনে করিলে ও চেষ্টা করিলে আপনাপন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদারভাব আনয়নের চেষ্টা ক্রমশঃ করিতে পারেন না কি? আর এইরূপ চেষ্টা চলিতে থাকিলে কোন না কোন কালে ইহা সফল হইবার সম্ভাবনা। ইহাই সকলেরই সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ইহার স্মরণে এবং প্রকৃত রূপ অববোধে সকল ঝগড়া ছাড়াইয়াই উঠা যায়।

এখন ধর্ম্মবিরোধ ভঞ্জনের উপায়গুলি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ধর্ম্ম জিনিষটা কি, ইহা আমাদিগকে বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম—কতকগুলি মতবাদ বা বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানমাত্র নহে, অথবা শুদ্ধ নীতি বা (ethics) নহে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—যথা—বৈদিক ঋষিগণ বা বিভিন্ন অবতারগণ, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধ, খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক খ্রীষ্ট, মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ প্রভৃতি সকলেরই জীবনালোচনায় দেখা যায়, ইঁহারা সকলেই এক একটা বিশেষ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। উহাকে কেহবা ধর্ম্মসাক্ষাৎকার, কেহ বা সমাধি, কেহ অলৌকিক দর্শন, কেহ বা ঈশ্বরের প্রেরণা (inspiration) নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহারা সকলে ইহাও বলিয়া গিয়াছেন বা আভাস দিয়াছেন যে, ইহা তাঁহাদের কিছু বিশেষত্ব নহে—সকল মানবই ইচ্ছা করিলে ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এই অতীন্দ্রিয় অবস্থাগত হওয়াই—প্রকৃত—ধর্ম্ম। অন্যান্য সমুদয়ই উহার আনুষঙ্গিক। আমরা এখন যে অবস্থায় রহিয়াছি,

ধর্মলাভ করিলে তাহা হইতে বিভিন্ন অবস্থাগত হইব - নবজীবন লাভ করিব—এখনকার মত আর থাকিব না। তবে কি নীতিবাদীরা যাহা বলেন, কেবল চরিত্রগঠন কর, ইহা তাহাই? শুধু তাহাই নহে, ইহা নীতির চরম অবস্থা—কিন্তু তাহা হইতেও অধিক। কারণ, ঐ অবস্থা হইতেই সমুদয় নীতি ও ধর্ম্ম প্রসূত হয়। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকেই ধর্ম্মমেঘ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ অবস্থা লাভের পক্ষে যাহা যাহা সাহায্যকারী, গৌণভাবে তাহাকেই ধর্ম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন অধিকারি বিশেষে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস ঐ অবস্থালাভের সহায়ক হইতে পারে, তেমনি আবার অধিকারী বিশেষে উঁহার নাস্তিত্ব এবং আত্মার বিশ্বাসও সহায়ক এই কারণেই মত অনুষ্ঠান বিশ্বাসাদি বিভিন্ন। নানা অবস্থা ভেদে নানা ব্যক্তির নানা রুচি এবং নানা ব্যক্তিতে বিভিন্ন শক্তি প্রকাশ—এই কারণেই নানা প্রকার বিভিন্ন ও আপাতবিরোধী উপদেশ বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। আরো নূতন নূতন মত ঐরূপ হইবে।

এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম্মমত উপস্থিত হয়। তাহার যতই দেহমনের বিকাশ হয়, ততই তাহাকে নূতন নূতন ভাব আশ্রয় করিতে হয়। পুরাতন ভাব আর চলে না। এই বহুত্বের ভিতর একত্ব ও একত্বের ভিতর বহুত্ব দর্শন যিনি করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করিয়াছেন।

তবেই ধর্ম্মবিরোধভঞ্জনের প্রথম উপায়—ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা। যখনই আমরা ধর্ম্মসাধনে অবহেলা করিয়া কেবল প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হই, তখনই বিরোধের সূত্রপাত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য এখন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। খ্রীষ্টিয়ান এখন গিয়া কিছুদিন তাঁহার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া সেই Father-in Heaven এর (স্বর্গস্থ পিতার) নিকট prayer (প্রার্থনা) করিতে থাকুন—খ্রীষ্ট যেমন মরুভূমিতে অনেক দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া সাধনবলে শয়তানের প্রলোভন জয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া তবে প্রচারকার্য্যে রত হইয়াছিলেন—খ্রীষ্টিয়ান তাহাই করিতে থাকুন। একেবারে না পারেন, কিছু কিছু করিয়া ঐরূপ ঈশ্বরসাধনা অভ্যাস করুন, প্রার্থনার সময় বাড়াইতে থাকুন। বৌদ্ধ আবার বোধিদ্রুম-তলে বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলুন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ং সমুচ্চলিষ্যতে।

—এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্ অস্থি মাংস নষ্ট হউক। যাহা বহুকল্পেও লাভ হয় না, সেই বোধিজ্ঞান লাভ না করিয়া এই আসন হইতে শরীর বিচলিত হইবে না।

মুসলমান তাঁহার সম্মানিত প্যাগম্বর মহম্মদের ন্যায় হারাপর্ব্বতের গহ্বরে যাইয়া ঈশ্বরবিরহে ক্রন্দন ও মুখরক্ত করুন।

হিন্দু তাঁহাদের ঋষিগণের ন্যায় যোগধ্যাননিরত হউন—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রারম্ভেই আছে—

ঋষিদের মনে সন্দেহ হইল—এই জগৎ-কারণ কি? তখন তাঁহারা ধ্যানযোগমগ্ন হইলেন—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্—তাঁহারা ধ্যানযোগমগ্ন হইয়া দেখিলেন; অথবা কঠোপনিষদের সেই নির্ভীক বালক নচিকেতার ন্যায় সর্ব্বরহস্যময় মৃত্যুর অধিপতির সম্মুখীন হইয়া সত্যের জন্য সমুদয় প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়স্বরে বলুন—

নান্যং তস্মাৎ নচিকেতা বৃণীতে—

নচিকেতা এই পরম তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই চায় না। যমরাজকে বলুন—যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ—যাহা দেখিতেছেন, তাহা বলুন। শোনা কথা নহে—যাহা দেখিতেছেন। শোনা কথায় বিশ্বাস কি? যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বলুন তার পর তপস্যায় রত হউন—স তপোঽতপ্যত—তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে গেলেন না—তর্ক করিতে গেলেন না—অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিন্দা করিতে গেলেন না—তপস্যা করিতে গেলেন—ক্রমে এক একটী অজ্ঞানের আবরণ খসিয়া যাইতে লাগিল—শেষে আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন—তখন উচ্চৈঃস্বরে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
* * *
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

—হে অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরাও শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—তিনি জ্যোতির্ম্ময়, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়, মুক্তির আর অন্য পথ নাই। সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির কথা কি? প্রকাশশীল তাঁহারই পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার প্রকাশেই সমুদয় প্রকাশিত।

"প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য সাধন কর" যে যাহা জান, সেই সকলই কর—কিন্তু কিছু কর—যথেষ্ট বক্তৃতা হইয়াছে, যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছে, যথেষ্ট তর্ক হইয়াছে। ইহাও ধ্রুব সত্য যে, আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছি, সবই অনিত্য। অতএব মৃত্যুর পারে গিয়া অমৃতকে জানিবার চেষ্টা কর—অনিত্যকে দূরে ফেলিয়া নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান কর। এখনই অন্বেষণ কর।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি—
এখানে জানিতে পারিলেই মঙ্গল।

এই মুহূর্ত্তেই সত্যসাক্ষাৎকারের চেষ্টা কর। প্রস্ফুটিত পদ্ম সম্মুখে—আমরা চারিদিকে মধুকরবৎ গুঞ্জন করিয়া ঘুরিতেছি—কমলের মধুপানে কেন আগ্রহ হইল না? কেন ঘুরিয়া মরিলাম? সার সত্য বস্তু ছাড়িয়া কেন অসারে লইয়া গৌণ বিষয় লইয়াই জীবন কাটাইলাম?

কত তীর্থে স্নান করিলাম, কত মন্দিরে প্রণাম করিলাম, কত ফুল, বিল্বপত্র, কত নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলাম—কই, সত্য কই? কই—সে অমৃত কোথায় সেই সুখস্বরূপ—প্রেমস্বরূপ? জীবনের সার্থকতা তো হইল না!

তাই বলি ভাই, সত্যের জন্য উন্মাদ হও। প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য প্রাণ পণ কর। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে চাই।

আমি দেখিতে চাই—শুধু শুনিয়া শুধু বিশ্বাসে তৃপ্তি হইতেছে না! দেখিব—দেখিয়া আত্মহারা হইব।

ধর্ম্মবিরোধভঞ্জনের এই পূর্ব্বর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ য়। হয়ত এতক্ষণে অনেকে ভাবিতেছেন, বেশ কথা বলিলে। এ কি সোজা কথা? কেবল বড় বড় পীর, প্যাগম্বর প্রফেট বা তারদের হইয়াছে শুনা যায়, তুমি কি আমা- সকলকেই তাহাই করিতে ব্যবস্থা দাও? নিজে কতটা করিলে? সত্য কথা— নানাদের সমস্ত কথাই মানিলাম। কিন্তু বলুন খি, পারুন না পারুন, এইটাই শ্রেষ্ঠ উপায় লয়া বোধ হইতেছে কি না? যদি তাই বোধ কে, তবে একেবারে না পারুন; চেষ্টা আরম্ভ রিয়া দিন না। তাহাতে দোষ কি? একে- রে পারিব না বলিয়া যতটা পারি, করিলে বাধা কি? যখন প্রত্যক্ষ না হইলে ধর্ম্মই হইল না, তখন আর মিলনের প্রয়োজন কি? আর উহা- কেই এত শক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার কথাটাকেই এত সহজ ঠাওরাইয়াছেন কেন বলুন দেখি? এই প্রচারকার্য্য অনেক সময়েই অভিমানপ্রসূত. আর তজ্জন্যই ইহাতে বিশেষ উপকার না হইয়া অনেক সময়ে অপকারই হইয়াথাকে। কেবল উন্নতমনা প্রত্যক্ষানুভূতি বিশিষ্ট মহাপুরুষগণের দ্বারাই ঠিক ঠিক প্রচার কার্য্য হইয়া থাকে।

(২] নিজের ধর্ম্মের এবং অপর ধর্ম্মের কথা ভাল করিয়া জানিতে হইবে। এখন উভয় পক্ষের কিছুই না জানিয়াই ঝগড়া। জানিবার চেষ্টা সমালোচকের মত নহে, দোষদর্শীর মত নহে— যীশুখ্রীষ্টকে যীশু খ্রীষ্ট না বলিয়া ঋষি খ্রীষ্ট বলিয়া আমাদের আপনার লোক ভাবিয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে—বুদ্ধদেব অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, শুধু এই কথা বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান না লাভ করিয়া বৌদ্ধদেব পালিগ্রন্থে ত্রিপিটকে কি বলে, তাহার চর্চ্চা করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, পালিভাষায় এত অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, তাহার শিক্ষা অনুবাদ ও সংগ্রহ দ্বারা সর্ব্বসাধারণে বিস্তার করিলে আমাদের অনেক গুরুতর অভাব দূর হইতে পারে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকেও ঐরূপে অপরাপর ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। নিজের ধর্ম্ম জানিবার সময় মত ও অনুষ্ঠানকে যুক্তি তর্ক সহ বুঝিয়া লইতে হইবে। নচেৎ উহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত ভাবগ্রহ হইবে না। শঙ্করাচার্য্য বেদের অবিরোধী তর্কের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন।

এইরূপ চর্চ্চায় প্রবল তরঙ্গ উঠুক দেখি—দেখি ধর্ম্মবিরোধ কতটা সমাজে স্থান পায়।

ধর্ম্মবিরোধনিবারণের সর্ব্বপ্রধান দুইটী উপায়ের আভাসমাত্র দিলাম। এক্ষণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মূলীভূত কয়েকটী তত্ত্বের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

[১] প্রকৃত ধর্ম্মের সার কথা বিনাশ নহে, গঠন। প্রকৃত ধর্ম্ম অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাইবার দাবী করে না, সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে লইয়া যাইতে চায়।

[২] উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর নির্ভর করিবে না; অথচ উহাতে অনন্ত ব্যক্তির স্থান থাকিবে। অনুষ্ঠানাদি দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইবে।

[৩ [কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ মার্গ সমুদ্রবৎ গভীর হইবে। উহা প্রবল নিষ্ঠা অথচ প্রবল উদারতার পোষকতা করিবে।

নিশ্চলদাস বলিয়াছেন,—

> যো ব্রহ্মবিৎ ওই ব্রহ্ম তাকু বাণী বেদ
> সংস্কৃত ঔর ভাষামে করত ভ্রম কি ছেদ।

—যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার বাক্যই বেদ; সংস্কৃত অথবা লৌকিক ভাষা—যাহাতেই তাঁহার উপদেশ কথিত হউক না, তাহাতেই ভ্রম দূর করিয়া দেয়।

আমরা যদি এইটুকু মাত্র স্বীকার করি যে, যেমন আমাদের প্রফেট বা অবতারের দ্বারা সত্য প্রকাশিত হইল, অন্যান্য প্রফেট বা অবতারের দ্বারাও তদ্রূপ দেশকালভেদে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আবার হইবে, তবেই সব বিবাদ মিটিয়া যায়। তার উপর, আর এক কথা —সেই প্রফেট বা অবতারই যে কেবল সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে; তুমি আমি চেষ্টা ক'রলে আমরা সকলেই সেই অবস্থা পাইতে পারি ও সত্য-সাক্ষাৎকার আমাদের সকলেরই হইতে পারে। প্রকৃত ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী কেহ নাই —সত্যের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধ। তবে যত দিন না সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতেছে, ততদিন মুখে যাহাই বলা হউক না বাধ্য হইয়াই তোমার মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সাহায্যকারী গুরু, প্রফেট বা অবতার স্বীকার করিতেই হয়। উহা হইতে পলাইবার পথ নাই।

সকল মহাপুরুষই এক সত্য দর্শন ও প্রচার করিলেও অনুষ্ঠান ও মতাদির পার্থক্য হয়, কেবল তদানীন্তন লোকের ধারণা-শক্তির তারতম্যে। সকল অনুষ্ঠান ও মতই পরিবর্ত্তনশীল এবং ধর্ম্মেতিহাস নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোটামুটি মানবকে ৪ প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ধরা যাইতে পারে—অবশ্য কোন কোন প্রবৃত্তির আধিক্য হিসাবেই আমরা এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি কল্পনা করিতেছি। ১ম—কর্ম্মপ্রবণ, ২য় ভাবুক ৩য়—শক্তিপ্রিয়, ৪র্থ—বিচারপরায়ণ। এই চতুর্ব্বিধ প্রবৃত্তির তারতম্য-ভেদে ধর্ম্মও বিভিন্নাকার ধারণ করে। কর্ম্মী অহরহ কর্ম্ম করিতে চায় সে দার্শনিক বিচার বা ভাবুকতাকে স্বপ্নরাজ্য বলিয়া উপহাস করে। যাহা কিছু হাতে হেতড়ে করিতে পারে, তাহাতেই তাহার প্রীতি, তাহাতেই তাহার সন্তোষ। সে মানবজাতির সেবা করিতে চায়, তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে চায়, ধরাতে দুঃখ-দৈন্য দেখিতে পারে না, উহাকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে সে বদ্ধপরিকর। ভাবুক এক মনোহর মূর্ত্তি বা সুন্দর গুণবিশিষ্ট পুরুষ বা আদর্শ বা ভাবকে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত; সে দিবারাত্র ভাবে বিভোর হইতে হাসিতে কাঁদিতে নাচিতে গাহিতে চায়। তাহার প্রাণ দিবানিশি ভাবসাগরে সন্তরণ করিতে চায়—সে তর্কযুক্তির বড় ধার ধারে না— ভালবাসিয়াই তৃপ্ত। ৩য়—অর্থাৎ শক্তিপ্রিয় ব্যক্তি প্রকৃতিকে জয় করিতে চায়। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়াই সে তৃপ্ত নহে—এক ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ চলিতে পারিলেই বা তারের দ্বারা দূরদূরান্তরের সংবাদ মুহূর্ত্তেকে আনিতে পারিলেই সে তৃপ্ত নহে —সে চায়—অন্তঃপ্রকৃতিকে পর্য্যন্ত জয় করিতে— যাহাতে মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করিতে পারে, উহাকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে, ইহাই তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। দার্শনিক বলেন, আমি সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিব—প্রত্যেক তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রকৃত সত্যকে দেখিব—বিচার— বিচার—ইহাই তাঁহার মূল কথা! প্রকৃত ধর্ম্মে এই 'সকল' বিভিন্ন ভাবগুলিরই বিকাশের অবকাশ থাকা চাই।

(৪) প্রকৃতধর্ম্ম আকাশের ন্যায় প্রশস্ত, অথচ সমুদ্রবৎ গভীর হওয়ার প্রয়োজন। উদারতার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; এক্ষণে গভীরতার কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। অনেকে ধর্ম্মে অভ্যুদয়তা দেখাইতে গিয়া ধর্ম্মভাবের গভীরতা হারাইয়া ফেলেন। যাহাকে আমরা গোঁড়ামী বলিয়া উপেক্ষা করি, সেই ভাবটী বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার ভিতর

একটী গূঢ় শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। প্রথমাবস্থায় গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতার এই আকার দেখা যায় যে, উহা অন্যান্য ভাবসমূদয়ের খণ্ডনেই আপনার অধিকাংশ শক্তি নিয়োজিত করে, নিজ ভাব প্রতিষ্ঠার তাদৃশ যত্ন করে না। কিন্তু যখন গোঁড়ামী একটু উন্নত হয়, তখন দেখিতে পায়, আমরা যে অপরাপর মতের বা বাদের নিন্দাবাদ করিতেছিলাম, তাহার উদ্দেশ্য কেবল নিজ ভাব প্রতিষ্ঠা, সুতরাং তখন তীব্র নিন্দাবাদের স্থলে উপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। অপরের নিন্দা বন্দন কিছুই করিব না, নিজ ভাব লইয়া থাকিব—ইহাই নিষ্ঠার প্রারম্ভ। যেমন চারাগাছকে কিছুদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, নতুবা গরু বাছুর উহা খাইয়া ফেলিতে পারে, তদ্রূপ ধর্ম্মসাধকের নিজ ভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য এই নিষ্ঠার অতীব প্রয়োজন। এমন কি, যখন জ্ঞানের প্রসার হইয়া সে দেখিতে পায়, অপরের ভাবও সত্য, তখনও তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া থাকিতে হয়। তখন তিনি হনুমানের মত বলেন,—

> শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
> তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

—জানি জানি, পরমাত্মা স্বরূপে লক্ষ্মীপতি নারায়ণে ও সীতাপতি রামচন্দ্রে কোন প্রভেদ নাই তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।

অথবা ভর্তৃহরির মত বলেন,—

> মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে, জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
> ন বস্তুভেদ প্রতিপত্তিরস্তি মে তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥

—মহেশ্বর বা জগতের অধীশ্বর, জনার্দ্দন বা জগতের অন্তরাত্মা ইহাতে আমার বিভিন্নবস্তুজ্ঞান নাই, তথাপি তরুণেন্দুশেখর মহাদেবেই আমার স্বাভাবিক ভক্তি। কিম্বা তুলসীদাসের মত বলেন,—

> সবসে রসিয়ে সবসে বসিয়ে সবকা লিজিয়ে নাম॥
> হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাঁও॥

—সকলের সহিত বস, সকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নাম লও, সকলকেই হাঁজী হাঁজী (ঠিক বলছেন, ঠিক বল্‌ছে বলিবে বিরোধ করিবে না যে হেতু সকলেই সত্য আছে) কিন্তু আপনি ভাবে থাকিবে (যেহেতু তাহাতেই তোমার নিজের সাধনে সুবিধা)॥

তাই বলি, ধর্ম্মসমন্বয় অর্থে—নিজ নিজ ভাব ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়া কেবল সার ভাগটী ধরিয়া থাকা নহে। ধানের মধ্যে চালটুকু সার বটে, কিন্তু যেমন চাল পুতিলে গাছ হয় না, ধান পুতিতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের মধ্যে তথাকথিত অসার বা গৌণ অংশকেও ছাড়িলে চলিবে না। যাঁহারা সকল অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়া বা সকল মত ছাড়িয়া দিয়া একটী অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম খাড়া করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা "কার্য্যতঃ" কয়েকটী নূতন অনুষ্ঠান বা নূতন মতেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন মাত্র, কারণ, মানুষ যত দিন জড়দেহে আবদ্ধ যত দিন না সে দেহভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছে, তত দিন তাহার ভাব কতকগুলি মত ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবেই হইবে। তবে অবশ্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে হইবে, যেন আমরা উহাদের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যাই, যেন উহারা কেবল একটা লোকদেখান ব্যাপারে পরিণত না হয়, যেন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভাব জাগিয়া উঠে আর চেষ্টা থাকে, যেন ক্রমে অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভাবটী লইয়া থাকিতে পারি, নিজ ভাব বিস্মৃত না হইয়া, নিজ ভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরের সদ্ভাবকে জ্ঞানপূর্ব্বক ভিতরে গ্রহণ করিতে পারি। হিন্দু হিন্দুভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টানের ভাব গ্রহণ করুন ও সাধনা করুন—তদ্রূপ অপরেও ঐরূপ ভাবে অপরের ভাব গ্রহণ করুন। হিন্দুকে মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হইতে হইবে না, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানকেও হিন্দু হইতে হইবে না তবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাব শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ ভাবে অগ্রসর হইবে। যদি আমরা এইরূপ ভাবে অগ্রসর হইতে পারি, তবেই এক দিন ধর্ম্মবিরোধভঞ্জনের ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার আশা করিতে পারিব।

বিগত গুড্‌ফ্রাইডের সময় টাউন হলে যে ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা আপাততঃ খুব সামান্য হইলেও এবং প্রথমাধিবেশনে নানাপ্রকার অনিবার্য্য ত্রুটি থাকিলেও, উহা একটী সময়ের শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। উহার প্রসার আরো বাড়াইতে হইবে এবং যাহাতে উহার মূল উদ্দেশ্য—ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মবিরোধ ভঞ্জন প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার জন্য নানা ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তি ও অধিকার মত চেষ্টা করিতে হইবে। এই সবে মাত্র সমন্বয়ের সূচনা হইয়াছে। কালে ইহা অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মহা মহীরুহে যাহাতে পরিণত হয়, তাহার জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের এখন আর পরস্পর বিরোধের সময় নাই। এখন আমাদের বিবাদ পরস্পরে নহে—আমরা এখন আমাদের সাধারণ শত্রু "অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিব। আমরা ধর্ম্মবাদিগণ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া সমস্বরে বলিব—জয় বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণের জয়, জয় রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদের জয়; জয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সকল সাধুর, সকল পবিত্রাত্মা নরনারীর জয়। উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩১৬।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৪৩৮ শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাত চন্দ্র পণ্ডিত শিঃ বাগুটীয়া স্কুল ৩১।৮।১০
২৪৩৯ „ প্রতাপ চন্দ্র কর্ম্মকার হেঃ পঃ চেকো মইং স্কুল ঐ
২৪৪০ „ সতীশ চন্দ্র বসু হেঃ মা মাহীপুর ঐ
১৬৫ „ মুন্সি কদর আলি বাঁশড়া উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৪১৭ „ বসন্ত কুমার নাগ হেঃ পঃ উলাসিয়া মইং স্কুল ঐ
৬৯৯ „ বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস গোবিন্দপুর কাছারি ঐ
৭১০ „ মহেন্দ্র নাথ সরকার হেঃ মাঃ শ্রীনিবাসদিয়া স্কুল ঐ
১৩৪১ „ ভুবন মোহন আচার্য্য বাথান
১৩৪২ „ এস, এন, রায় শেলিনা ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয় Education Gazette Chinsurah

নূতন সম্বর্ত। ৬৪শ খণ্ড ২৪শ সংখ্যা

৮ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩১৬ সাল। ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খৃঃ অব্দ।

এডুকেশন গেজেটের "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" উৎসর্গীকৃত।

এডুকেশন গেজেটের

প্রচার এবং উপকারিতা, বুদ্ধিমত্তে সকলেরই উপদেশ ...রে বিবেচনা করা হয়। ইহাতে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ প্রাপ্তপত্র উদ্ধৃত করায় কাহারও কোন প্রকার আপত্তি ই

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত উৎকৃষ্ট কাগজে ৩ টাকা। সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। দুই টাকায় কম ...াইলে সাধারণ সংস্করণের প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি ...না হিসাবে ধরিয়া যে কয় সংখ্যা হয়, তাহাই দেওয়া হয় ...াপনের প্রত্যেকপংক্তি ১ম ও ২য় বার প্রকাশে ৶০, ...বা তদোধিকবার প্রকাশে /০, ছয় মাসের অধিক সম... ...র জন্য এবং পেটেণ্ট ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্য ...ের বিশেষ নিয়ম করা যাইবে এবং ভারত সাম্রাজ্যান্ত...ের বিজ্ঞাপন একবার মাত্র বিনামূল্যে ছাপা যায়।

এডুকেশন গেজেটের ও বিজ্ঞাপনের মূল্য

অগ্রিম দিতে এবং চুঁচুড়া (Chinsurah) পোষ্টাফিসে ...মার নামে মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইতে হয়। কুপনে স্পষ্ট ...রিয়া নাম ঠিকানা ও পোষ্টাফিসের নাম লেখা আবশ্যক

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে

ইংরাজী বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষরে সর্ব্ব প্রকার ...পার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রের আয়ও ...বিশ্বনাথ ফণ্ডের" সাহায্য কার্য্যে উৎসর্গীকৃত।

ভূদেব বৃত্তি।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কার্য্যত ...৳ অর্পণ করিয়া অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থ ...ল্প জন্য যিনি যাহা যে কোন উপলক্ষে "বিশ্বনাথ ফণ্ডে" ...করিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার নিকট পাঠাইবেন ...বেন। এইরূপে প্রদত্ত টাকায় টাকা পবিত্র বিশ্বনাথ ...ও ফণ্ডের মধ্যে নিহিত এবং উহার আয় হইতে ক্রমশঃ ...বর্ষের বিভিন্ন স্থানে "ভূদেব বৃত্তি" সকল স্থাপি... থাকিবে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক কার্য্যও বটে, বিষয়াদি ...ও বটে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গকে কিছু কিছু দেওয় ...াচার আছে। সমগ্র ভারতের অধ্যাপক পণ্ডিত ...ক ঐ সকল সময়ে এক্ষণকার পূজা উৎসবাদিতে ...এই দ্বারা তবে কিছু কিছু দিলেই হয় বলিয়া সে ...সম্পন্ন সৎ গৃহস্থের উদ্ভব আদের আর কৌলিক ...কেলিতে এবং একটী অতি গুরুত ও পবিত্র কার্য্যে ...সহায় হইতে পারেন।

সপ্তাহ শীকৃত মোট টাকা	৬১৩৸০
	১৷০
	৬১৩০

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত পুস্তক গুলি আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২০নং (মজুমদার লাইব্রেরী) এবং ৩০ নং (সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী) এবং (বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী) ভবনে ও সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাক
পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০	৵০
পারিবারিক প্রবন্ধ (ষষ্ঠ সংস্করণ)	১৲	/০
সামাজিক প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲	/১০
আচারপ্রবন্ধ ২য় সংস্করণ	১	/০
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ	।০	৫০
ঐ ২য় ভাগ (তন্ত্রের কথা প্রভৃতি)	।০	৵০
স্বপ্নলব্ধভারতবর্ষের ইতিহাস	।০	৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	।০	০
ঐতিহাসিকউপন্যাস (পঞ্চম সংস্করণ)	।০	৵০
পুরাবৃত্তসার	।৵০	১৫
গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস	।৵০	৵০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	॥০	৵০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব	১৲	৵০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও খণ্ড বিজ্ঞান	১	/৫

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রালয়ে এবং ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাশুল
উনবিংশপুরাণ	৸০	১০
সরল বেদান্তদর্শন	১৫	/১০
পদ্য ব্যাকরণ	/০	৵০
পুরাণরহস্য	।০	৵০
একাদশীতত্ত্ব (দেবনাগর অক্ষরে)	১৲	৶০
বর্ণবোধ ১ম ভাগ	/০	৵০
২য় ভাগ	৵০	৵০
অনাথবন্ধু (উপন্যাস)	১।০	৵০
শ্রীরামচরিত্রের আলোচনা	।৫	৵০
গুরুগোবিন্দ সিং	১৲	৵১
শিশুরামায়ণ	৶০	১০
শিশুমহাভারত	।০	৵০

শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য চুঁচুড়া।

এডুকেশনগেজেটের ও বুধোদয়যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং

বিশ্বনাথ ফণ্ড সমিতির কর্ম্মচারী

লিখন পঠন প্রণালী।

(টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির মনোনীত এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত) শ্রীবসন্ত কুমার বসু প্রণীত মূল্য ।০ আনা বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণকে ১ম মান হইতে ৬ষ্ঠ মান পর্য্যন্ত কিরূপে নানাবিধ দলিল পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে হয়, তাহা এই পুস্তক খানিতে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ডাকঘরের অত্যাবশ্যক এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দেওয়াতে পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার মূল্য ও অতি সুলভ। এই একখানি পুস্তক কিনিয়া পড়িলে পরীক্ষার্থিগণ যে কখনই নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মধ্য ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় ফেল হইবে না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পুস্তক খানি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ৯৪১ —— ১০।৯।১৯০৯

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী।

এই পুস্তকালয়ে লোয়ার ও অপার প্রাইমারি, এণ্ট্রেন্স স্কুল ও কালেজের সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক, ব্যাখ্যা, মানচিত্র, এটলাস, অভিধান, নাটক, নভেল প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কমিশনে বিক্রয় হয়। বটতলার যাবতীয় পুস্তকও অতি সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। অবিক্রীত বইগুলি ফেরৎ ল... ...কেশনের শিক্ষক পণ্ডিত ও গ্রাহকগণকে শতকরা ... মাত্র লাভ লইয়া দিয়া থাকি। একবার পরীক্ষা ক... দেখুন ইহাই প্রার্থনা। ডাকে, ষ্টিমারে, রেলে যাহাতে সুবিধা হয় পুস্তক প্রেরিত হয়। ম্যানেজার ২০।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা পোঃ, কলিকাতা।

নং৮৪০ —— ৩।১।১২।০০

যে শিক্ষক ২ দুই টাকা বা ১০০০ বেতন আদায় রসিদ (ইং বা বাংলা) লইবেন তিনি একটী **রবার ষ্টাম্প বিনামূল্যে** পাইবেন। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ১০০ পাতা ১ ৳০ শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ন্যাথ এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৫।২৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট কলিকাতা।

অক্ষচাঞ্জলি গীতিচয়ন (গীতিহার) বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত) (কিণ্ডারগার্টেন কবিতাবলি সমেত সাধারণ সংস্করণ। শ্রীকুঞ্জপ্রসন্ন পাল প্রণীত মূল্য—/১০

উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্যছাত্রবৃত্তি শ্রেণীসমূহের নিমিত্ত এই পত্রকে মানসাঙ্কের ৭৭টি সঙ্কেত ও প্রায় ৬০০টি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কেতগুলি অভ্যাস থাকিলে যে কোন মৌখিক অঙ্কের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছাত্রের এইরূপ একখানি করিয়া পুস্তক রাখা একান্ত আবশ্যক। শ্রীকুঞ্জ প্রসন্ন পাল প্রণীত, মূল্য—/০ আনা।

২। সরল অভিধান। (প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষ্য বিশেষণাদি, স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ও ধাতুর অর্থ সহিত সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সুসংস্কৃত) কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ।৴০ দশ আনা মাত্র।

এম, আর, দে এণ্ড ব্রাদার্স ২৯ (এ) বারাণসী কলিকাতা

ড্রইংশিক্ষার যন্ত্রাদিবিক্রেতা

ইনষ্ট্রুমেণ্ট ও রঙের বাক্স, তুলি, স্কেল, কম্পাস, সেট স্কোয়ার, ড্রইং খাতা, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

নং ৯৪০ ২৪.৯.১৯০৯

ঔষধ।

এল. ভি. মিত্র, এবং কোং।

লণ্ডনস্থিত ও কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু চিকিৎসকদিগের একমাত্র বিশ্বস্ত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকালয়

৫৭,নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক মতের গৃহচিকিৎসার নিমিত্ত ঔষধাদি আবশ্যকীয় ঔষধপূর্ণ বাক্স সমেত ব্যবহারপুস্তক (প্রতি গৃহে রাখা উচিত) মূল্য ৩, ৫, ১০, টাকা। ওলাউঠার প্রতিষেধক ক্যাম্ফর ৷৷, সাধারণ রোগ চিকিৎসার বাক্স ১০, ১৫ ও ২০, তাহার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসাতত্ত্ব পুস্তক ২৷০, জ্বর পরীক্ষার তাপমান যন্ত্র ৩, ও ৭ চিকিৎসা ২৷০, বাধা চাকতা ২, জ্বর চিকিৎসা ৷৷০ ও ১৷০ ওলাউঠা, উদরাময়। আমাদের চিকিৎসা ৷৷০ অন্যান্য ঔষধ ও ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির মূল্যের তালিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

আমাদের ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে আমরা কলিকাতা মহানগরীর এক শ্রেণীতে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং এখানকার ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকগণের নিকট অতি আদরণীয় প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

সচিত্র শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা।

(বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট)—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত—মূল্য /০

সচিত্র সহজ ড্রিল শিক্ষা।

ড্রিল শিক্ষা—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—

রেগঃ শ্রীযুটবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৵০

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা

(বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত) কিণ্ডারগার্টেন প্রথানুসারে শিশুগণের প্রথম শিক্ষার নিমিত্ত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা পি সি নাথ—ম্যানেজার।

নং ৯৫০ ৩১।১২।০৯

অতি সুন্দর

রেশমের চাদর, সর্ব্ববিধ সাড়ি, ধুতি, কোট কামিজের থান, রুমাল প্রভৃতি সুলভে সরবরাহ করি। ঠিকানা:—এম, ব্যানার্জ্জি; ভদ্রপুর, পোঃ ভদ্রপুর, জেলা বীরভূম।

আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীর অবশ্য পাঠ্য

কবিরাজ গঙ্গাধরের "জল্প কল্পতরু" টীকাসহ চরক সংহিতা। সূত্র, নিদান ও বিমান স্থান ছাপা চলিতেছে। অগ্রিম একত্রকালীন দেয় মূল্য ১০ টাকা। পঞ্চাধের মূল্য ২০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে প্রথমে ৮ টাকা পাঠাইলে প্রকাশিত সংখ্যা প্রেরিত হয়। অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইলে বাকী টাকার ভিঃ পিঃ করা যাইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ভাস্করোদয়—রোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের প্রধান সহায়। মূল্য।০ আনা। পথ্যাপথ্যম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) মূল্য ৯ পরিভাষা মূল্য ।০ আনা। নাড়ীবিজ্ঞানম্ মূল্য।০ আনা প্রকাশক কবিরাজ শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়। ৩২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫।১১।০৯

লিখিবার কালী

: প্যাকে ২ দোয়াত; ১ কৌটায় /১ সের প্রস্তুত হয়। গ্রোস ১৪৪ প্যাক ১৷৫; ১২ কৌটা ১৷০ লাল ৭২ প্যাক ১৲; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৵০ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ তেরপাখিয়া মেদিনীপুর।

বিজ্ঞাপন।

"বুড়ুল মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ ও ফেল সেকেণ্ড পণ্ডিত। বেতন আবা বাদে আপাততঃ যথাক্রমে ১৭৲ ও ১০৲ টাকা। পোঃ বুড়ুল ভায়া বজ বজ ২৪ পরগণা।

আপাততঃ ৬ মাসের জন্য ভেওতা হাইস্কুল জনৈক এফ এ চতুর্থ শিক্ষক। বেতন ২২৲ টাকা প্রাইভেট টিউশনী পাওয়া যায়। বোর্ডিং এ থাকিলে ৮৲ টাকা মাত্র দিতে হয়। কালীগঞ্জ ষ্টীমার ষ্টেশনের ধারে অবস্থিত। শ্রীবৈদ্যনাথ চক্র চতুর্থ শিক্ষক পোঃ ভেওতা জেলা ঢাকা এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

যাহারা প্রাপ্ত বাড় রাজনগর মধ্য স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া একজন অতিরিক্ত ইংরাজি শিক্ষক। আবা বাদে আপাততঃ ৯৲ টাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ খাটুয়া হেড পণ্ডিত বাড়রাজনগর স্কুল পোঃ মহিষাদল জেলা মেদিনীপুর।

যেউল উপ্রা স্কুলে এণ্ট্রান্স সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়া হেঃ পঃ। বেতন ১৫—১৭৲ টাকা ও আবা। পোঃ হাসিমপুর, ভায়া সৈয়দপুর, জেলা দিনাজপুর।

জেলা হাওড়া, দ্বারকানাথ আগুনসী মইঃ স্কুলে ড্রিল ও ড্রইং জানা নর্ম্মাল পাশ একজন হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ একটী বা দুইটী ছোট ছেলে পড়াইলে আবা পাইবেন। মৌলবী সওনাথ আলি বি এল সেক্রেটারী, ৩নং ইলিয়টলেন, কলিকাতা।

বামনিয়া ম ইং স্কুলে ২৫৲ বেতনে একজন এফ এ পাশ হেঃ মাঃ আহার বাসস্থান আদি খরচ জন্য ১০৲ ও নগদ ১৫৲ এমতে দেওয়া হইবে। শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পোঃ গঙ্গারামপুর বামনিয়া গ্রাম বামনিয়া জেলা বাঁকুড়া।

গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ এবং একজন এফ এ—কাজিরপাগলা হাই স্কুল বেতন ৪০৲—৩৫৲ এবং ২০৲—২৫৲। আপ্রা হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ কুমারভোগ জেলা ঢাকা।

হোড়খালী মধ্য স্কুলে মু নর্ম্মাল ভাল গণিত জানা একজন হেঃ পঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ একজন মাষ্টার যথাক্রমে ১৫৲, ১০৲ টাকা বেতন আবা পাইবেন গোলাপচক পোষ্ট মেদিনীপুর।

দিনাজপুর জেলা বালুরঘাট পোঃ আত্রাভুক্ত স্কুলে নূ ট্রেণিং পাশ একজন মুসলমান শিক্ষক বেতন ২০৲ ও আবা।

২য় শিঃ মাটো হাই স্কুল, জেলা হাওড়া। জগন্নাথপুর ষ্টেশন হইতে তিন মাইল। বেতন ১৩ টাকা ও আবা এণ্ট্রান্সপাশ চাই মাটো পোঃ জেলা হাওড়া।

একজন গ্রাজুয়েট সেকেণ্ড মাষ্টার। ইংরাজী ও অঙ্ক ভাল জানা চাই পাতা হাই স্কুল ৪৫ হইতে ৫০ টাকা আবা পাইবেন। বি কোর্স হইলে ভাল হয়। পোঃ বানরীপাড়া বাখরগঞ্জ।

একজন গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। টালা বিন্দে ইনঃ। জেলা খুলনা ৫০৲।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৬৮)

পরদিন প্রাতে মৃগয়া বিহার পরিত্যাগ করিয়া নগর রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একদিন প্রাতে মরুভূমির এক মহীরুহের তলায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে শ্রবণ করিলেন বৃক্ষের শাখায় বসিয়া দুইটী পেচক কিচিমিচি করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কলহ করিতেছে, তলায় উপবিষ্ট রাজকুমার তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন শুনিয়াছি আপনি পশুপক্ষীর কথাও বুঝিতে পারেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বলুন ইহারা এত কলহ কচকচি কেন করিতেছে। তাহাদের কলরবের জ্বালায় আমরা যে এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।" মন্ত্রীবর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন। যুবরাজ সত্য বটে আমি পশু পক্ষীর কথা বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, অতএব উহারা কি কহিতেছে তাহা শুনিবার জন্য আপনি এত উতলা হইবেন না! "মন্ত্রীবরের এই সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতে পক্ষী যুগল আবার উৎকণ্ঠিত চিত্তে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল. তাহাতে কুমার অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ইহারা কি কহিতেছে কেন তাহা আপনি বলিবেন না? আপনাকে ইহাদের কথা অবশ্যই বলিতে হইবে" কুমারের এবংপ্রকার বিরক্তিভাব দর্শন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন, "যুবরাজ, তাহা শুনিয়া আপনার কি হইবে? অরণ্য মধ্যে কতজাতীয় কত পশুপক্ষী প্রতিক্ষণে কত কথা কহিতেছে, তাহার কি কেহ ঠিকানা করিতে পারে? ইহারাও আপনা আপনি তেমনি কথা কহিতেছে তাহা শুনিয়া আপনার কি ফল? আমরা বিশ্রামার্থ এই ত্রিপ্রান্তর মাঠের মধ্যে তরুতলে বসিয়া আছি এখনি এস্থান পরিত্যাগ করিব, তখন ইহাদের কথা কে শুনিবে? আপনি অশ্বারোহণ করুন এখনও বহুদূর গমন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া কুমার অধিকতর বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন "আমি উহাদের কলহ কচকচির অর্থ না শুনিয়া একপদও এস্থান হইতে অগ্রসর হইব না, আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাউন, আমি এই স্থানেই বসিয়া উহাদিগের কথার অর্থ বুঝিতে চাহি।" তখন মন্ত্রীবর সম্মুখে সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন যুবরাজ ক্রোধ সম্বরণ করুন, এখনি আমি এই বিহঙ্গযুগলের কথার অর্থ জ্ঞাত করিতেছি।"

বিহঙ্গ যুগলের বিবরণ।

তাহা শুনিয়া কুমার আশ্বস্ত হইয়া উপবিষ্ট হইলে, মন্ত্রীবর পেচকদিগের কলহের কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই জাতীয় পেচক অত্যন্ত অমঙ্গল কারী, ইহারা যে স্থানে বাস করে সে স্থান অচিরাৎ উজাড় হইয়া যায়। যে স্থানে ইহাদের কলহ কচকচি হয় সে স্থান শীঘ্রই নিরানন্দময় হয়, ইহাদিগের পক্ষের বাতাসও অশুভকর। এই জন্য ইহাদিগকে কেহ স্থান দান করে না, দিলে আর তাহাদের রক্ষা নাই। বহুকাল পূর্ব্বে এই ত্রিপ্রান্তর মাঠ বনরাজীতে পূর্ণ ছিল, নানা জাতীয় পশুপক্ষী তাহা অবলম্বন করিয়া এইস্থানে পরম সুখে বাস করিতেছিল। ইহাদের এইস্থানে আগমন হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে ইহা উজাড় হইয়া গিয়াছে এই বৃক্ষটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাদের অমঙ্গল কর আবাসে ইহাও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অচির কাল মধ্যে ইহাও ধরাতলশায়ী হইবে, তখন ইহারা কোথায় যাইবে তাহারই জন্য এত কথা কহিতেছে। কহিতেছে, এই বন ত উজাড় হইয়া গিয়াছে খাল বিল সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ভূমিতে তৃণ মাত্র জন্মিতেছে না, পানাহার বিনা আমরাও ক্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব এখন স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে, পেচকী তাহা শুনিয়া কহিতেছে, ইতঃপূর্ব্বে তাহা চিন্তা করা উচিত ছিল, এখন আমি পূর্ণ গর্ভা, এমন অবস্থায় অন্যত্র গমন করা যুক্তিযুক্ত নহে। পেচক তাহার উত্তরে কহিতেছে, আমিত ভাবিতেছি, আমরাও এই বৃক্ষের যৎসামান্য পত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি তোমার প্রসবান্তে সেই শাবক দিগের উপায় কি হইবে? এখানেও একটী ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত দেখিতে পাই না, তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রতিপালন করিব, আমি তাহাই ভাবিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি। তুমি যদি এখানে প্রসব কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে, রক্ষা করিতে পারিব না, তখন অনাহারে সকলেরই প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব চল আমরা স্থানান্তরে গমন করি।

মহাশয়!

"ডন" ম্যাগাজিনে "স্বদেশী" সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সঙ্কলিত হয়। "ডন" বা "ঊষা" আমাদের জাতীয় শিল্প জীবনে সামান্য উন্নতির সূচনাতেই প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ছাত্রদিগের জন্য ইহার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ঐ পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি।

১৯০৫ অব্দের শেষার্দ্ধে যখন বাঙ্গালায় স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়, সেই সময় হইতে বঙ্গীয় কতিপয় যুবকের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাপড়ের কলে কাজ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্য করিবার আগ্রহ [illegible] হয়।

ইহার ফলে বোম্বায়ের দেশীয় সূতার ও কাপড়ের কলের কোন কোন সহৃদয় স্বত্বাধিকারী, অধ্যক্ষ এবং ইঞ্জিনিয়ার তাঁহাদের নিজ নিজ কলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বাঙ্গালী ছাত্রকে স্থান দিয়া কাপড়ের কল পরিচালন করিবার যাবতীয় বিষয় বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯০৬ অব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্পূর্ণ স্বদেশীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত উক্ত দুই বিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় শিল্পবিদ্যালয়ে উচ্চতর শিল্পবিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহাও সুলক্ষণ।

সূতা ও কাপড় প্রস্তুত করিতে বিবিধ প্রক্রিয়া আছে।

১। সূতা প্রস্তুত করণে—

(ক) বিবিধ প্রকারের তুলা সঙ্গতরূপে মিশ্রিত করা।

(খ) তুলার বীজ পিজিয়া বাহির করা।

(গ) তুলাকে কার্ডিং (ধোনাই-এর), ড্রসিং (টানার) এবং রোভিং (পাজ প্রস্তুতের) কলে যথাক্রমে দিয়া রোভ বা পাজ প্রস্তুত করা।

(ঘ) স্পিনিং-কলে রোভ হইতে প্রস্তুত করা।

(ঙ) কলের কার্ডিং এবং স্পিনিং বিভাগ পরিচালনের যাবতীয় বন্দোবস্ত করা।

(চ) এই সকল কার্য্যের সম্বন্ধে কলগুলির উপযোগিতা ও কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করা।

২। বস্ত্র বয়ন করণে—

(ক) সূতা বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপযু

করিয়া নির্দ্ধারণ (টেষ্ট) করা।

(খ) সূতাকে কাপড় প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া অর্থাৎ ওয়াইণ্ডিং ওয়ারপিং ও সাইজিং কলে ফেলিয়া উহাতে পাকরূপ মাড়দিয়া মাকুতে পুরিয়া লওয়া। পাড়ের জন্য সূতা রং করা।

(গ) কলের তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করা।

(ঘ) কোরা কাপড়কে ফরসা করা, ভাঁজ করা, কলে ঘসিয়া পরিষ্কার করা।

(ঙ) বয়ন বিভাগ পরিচালনে যাবতীয় বন্দোবস্ত করা।

এই সকল কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষাকরিতে হয়। কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকও পড়িতে হয়।

সন্ধ্যার সময় ক্লাশে তুলাপেঁজা, সূতা এবং এবং বস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় হিসাব এবং ভাল কাপড়ের নক্সা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এই ক্লাস অ য কিম্বা শিক্ষকদিগের বাঙ্গালায় বসে।

সচরাচর দুই বৎসরেই সমুদায় কাগজ "হাতে কলমে" শেখান হইয়া থাকে। ১ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্র দিগকে কলে কাজ করিতে দেওয়া হয়।

বোম্বায়ের কল সমূহে একণে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা ৩০।৩৫ জন।

১। কার্ডিং এবং সূতা প্রস্তুত করণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭জন।

২। বস্ত্র বয়ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ জন।

৩। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ জন।

বস্ত্রবয়ন শিক্ষার্থীরা ইচ্ছাকরিলে অনুমতি লইয়া কার্ডিং এবং সূতা প্রস্তুত করণ, কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিংও শিখিতে পারেন।

কলের ওয়াকসপে (কারখানায়) ছাত্রেরা কাপড়ের কলের উপযোগী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (মেরামত কার্য্য জন্য) শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

আমেদাবাদ নিউ কটন মিলস্, গুজরাট স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোংর মিল্‌স, শ্রীরামকৃষ্ণ মিলস্ প্রভৃতি অনেকানেক কলে বাঙ্গালা ছাত্রদিগকে সূতা এবং বস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

যে সকল ছাত্রেরা ভালরূপে কাজ শিখিয়াছে তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞদিগের সহকারীরূপে কল বসাইতে, মেরামত প্রভৃতি করিতে হয়। এই প্রকারে ছাত্রেরা কাজ ভালরূপেই শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়।

গড়পড়তায়, ছেলেদের প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হয় এবং ২ ঘণ্টা পড়িতে হয়। কখন কখন ১৪ ঘণ্টা কাজ করিতে হয় এবং ৪ ঘণ্টা পড়িতে হয়।

আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের কার্পাসের কলে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে শিল্পবিদ্যা শিখান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কে এম মেটা এবং সি এল ভট্ট অগ্রণী ইঁহারা উভয়েই গুজরাটী ব্রাহ্মণ। ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রতিভায় ইঁহারা উচ্চস্থানে অবস্থিত। মিঃ মেটা আমেদাবাদের নিউস্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্টারিং কোংর মিল্‌সের মেনেজার এবং বস্ত্র বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষ। মিঃ ভট্ট আমেদাবাদের গুজরাট স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং মিলসের বস্ত্র বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষ। পশ্চিম ভারত বাঙ্গালীর এবাবৎ কলের শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধীয় ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য নিজের বহুদর্শনের সম্পূর্ণ ফলই ভ্রাতৃভাবে সযত্নে দান করিতেছেন দেখিয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার না হয়?

১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে কোন্নগরের বাবু ললিত মোহন ঘোষাল সর্ব্ব প্রথম আমেদাবাদে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিতে যান। তিনি পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার নিকট সর্ব্ব বিষয়ে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছিলেন।

আহামদাবাদের নিম্নলিখিত স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ কলে বাঙ্গালী ছাত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১। মিঃ এস, ভি কারাকার। জাতিতে পার্শি। বয়স ৪৫ বৎসর, ইনিই ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অমৃতবাজার পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে তাঁহার নিজের কলে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। একণে আহমদাবাদে তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত দি হিট্‌ওয়ার ঢাক, কটন মিল্‌স এবং দে ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোংর মিল্‌সে অনেক বাঙ্গালী ছাত্র কাজ শিখিতেছেন।

২, শেঠ চিনাভাই রানছোর লাল সি, আই, ই। গুজরাটী ব্রাহ্মণ। বয়স ৫০ বৎসর। ইনি একজন খুব বড় লোক এবং বিখ্যাত দাতা। ইনি আমেদাবাদে বিজ্ঞান কলেজের জন্য ৪ লাখটাকা দান করিয়াছেন। ইঁহার কলে তিন জন বাঙ্গালী ছাত্র কাজ শিখিতেছেন।

৩, দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সকর লাল দেশাই এম, এ এল এল বি। গুজরাটী ক্ষত্রিয়। ৬০ বৎসর বয়স। ইঁহার একটী কলে অনেক বাঙ্গালী এবং অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র কাজ শিখিতেছেন।

৪, শেঠ লালু ভাই রাইচাঁদ। জৈন. ৫৫ বৎসর বয়স। বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষায় বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। কখনও তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন না। তাঁহার তিনটী কলে ৮।১০জন বাঙ্গালী ছাত্র পূর্ব্বেই কাজ শিখিয়াছে। একণে আরও ৮ জন কাজ শিখিতেছেন।

৫ শেঠ চিমন লাল মাণিক লাল। গুজরাটি বৈশ্য; বয়স ৩০ বৎসর, বাঙ্গালী ছাত্রের প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার কলে ১৫ জন ছাত্র কার্য্য শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

নিম্নলিখিত মেনেজার এবং ইঞ্জিনিয়ারেরা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে শিল্পবিদ্যা শিখাইতে সবিশেষ যত্ন করিতেছেন।

১, মিঃ এস, এইচ সত্যাভদী জৈন। বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। মেনেজার এবং স্পিনিং মাষ্টার, গুজরাট স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোংর মিলস্।

২, মিঃ এফ ডি কাম্পাড়িয়া। পার্শি বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। বোম্বায়ের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ইনি পূর্ব্বে দুইটী স্বদেশী কলে কাজ করিয়াছেন।

৩, মিঃ ডি ডবলিউ পেটেল এল, এম, ই। গুজরাটি হিন্দু। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। আমেদাবাদ পুরুষোত্তম স্পিনিং এবং ম্যানু কোংর মিল্‌সের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার।

৪, মিঃ এম জি রাকেল, গুজরাটী ব্রাহ্মণ। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। আমেদাবাদের দি হরিপুর স্পিনিং এবং ম্যানুঃ কোংর মিলসের মেনেজার এবং উইভিং মাষ্টার।

৫, মিঃ ডি মগন লাল। গুজরাটি বৈশ্য। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। আমেদাবাদ কটন মিলসের উইভিং মাষ্টার।

৬, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র মিত্র, বাঙ্গালী হিন্দু। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। আমেদাবাদের শ্রীরামকৃষ্ণ মিলসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

৭, মিঃ গোকুল দাস। গুজরাটি হিন্দু। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোংর মিল্‌সের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার।

৮, মিঃটি মুদলী। আহ্মদী হিন্দু। বয়স প্রায় ৪২ বৎসর। আমেদাবাদের আর্কোদয় স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানির একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার।

৯, মিঃ বি রসটম খাঁ। আমেদাবাদ নিউ স্পিনিং এণ্ড মেনুঃ কোম্পানির একজন পার্শি ইঞ্জিনিয়ার।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকে বাঙ্গালীদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

আমেদাবাদের ইনডাষ্ট্রীয়াল ক্লাবও তাঁহাদের লাইব্রেরীর পুস্তক পড়িবার জন্য অনুমতি দিয়া বাঙ্গালীদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ কার্য্য শিক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন।

১, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী আটগ্রাম মৈমনসিংহ কার্ডিং এবং স্পিনিং বিভাগের অধ্যক্ষতা করিবার উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন। কার্ডিং এবং সূতার কল ফিট্ করিয়া বসাইতে পারেন।

২, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, কেয়ার অফ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় তালুকদার কিশোরগঞ্জ মৈমনসিং। কার্ডিং এবং বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষতা করিবার উপযুক্ত। ভাল কাপড়ের নক্সাও প্রস্তুত করিতে পারেন।

৩, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু কেয়ার অফ শ্রীযুক্ত ... পি বসু টিটাগড় ২৪ পরগণা।

বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষতা করিবার উপযুক্ত। ভাল কাপড়ের নক্সাও প্রস্তুত করিতে পারেন।

৪, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কিশোর রক্ষিত কেয়ার অফ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত তাঁতিবাজার ঢাকা।

বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষতা করিবার উপযুক্ত। ভাল কাপড়ের নক্সা প্রস্তুত করিতে পারেন। কল বসাইবার প্ল্যান ও এষ্টিমেট্ করিতে পারেন।

৫, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১১৭নং বো বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৬, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার কেয়ার অফ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার উকিল কিশোরগঞ্জ মৈমন...।

৭, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উইভিং ... মোহিনী মিলস্ লিমিটেড্ কুষ্টিয়া নদীয়া।

৮, শ্রীযুক্ত সচিন্দ্র গাঙ্গুলী এলি উইভিং মাষ্টার ... বেরার।

(৬) (৭), (৮)নং এর ছাত্রগণ এবং ... বৎসর বয়স সমান উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন। যদি কোন বাঙ্গালী ছাত্র আমেদাবাদে কলে কার্য্য শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর জানিতে চান, তাহা হইলে তিনি মিঃ কে এম, মেটা মেনেজার আমেদাবাদ নিউ স্পিনিং এণ্ড ম্যানুঃ কোঃ লিমিটেড্ বোলাই ষ্ট্রীট্ আমিয়া আমেদাবাদ এই ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন।

কোন বাঙ্গালী ছাত্রকে কিছু লিখিতে হইলে, ইউনাইটেড্ বেঙ্গল হোম আমেদাবাদ—এই ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন। শ্রী—...

সদালাপ। (৯)

[৪০] স্বদেশ প্রেম—[জাপানী শ্রমজীবির জননী]—রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন দলে দলে জাপানী সৈন্য কোরিয়ায় প্রেরিত হইতেছিল তখন একজন জাপানী শ্রমজীবি সৈন্যদলের সহিত প্রেরিত হওয়ার জন্য আবেদন করে। জাপানের নিয়ম এই যে দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণের উপায় একমাত্র পুত্রকে, অপর লোকের অভাব না হইলে, যুদ্ধে পাঠান হয় না। ঐ শ্রমজীবির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া যখন সৈন্যসংগ্রহকারী কাপ্তেন জানিতে পারিলেন যে উহার সঞ্চিত ধন বা জমি জমা কিছুই নাই, সে দিন আনে ও দিন খায়, এবং উহার বৃদ্ধা মাতারও আর খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই, তখন প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি উহাকে ফিরাইয়া দিলেন—রেজিমেন্টে ভর্ত্তি করিলেন না। শ্রমজীবির মাতাই পুত্রের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "দেশের জন্য পবিত্র সমর ক্ষেত্রে তোমার যদি প্রাণ যায় তাহা হইলে না হয় ঘরে আমার ও অনাহারেই যাইবে—তাতে এমন ক্ষতিই বা কি?" পুত্র ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা সমস্ত শুনিয়া বলিল "আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য তুমি দেশের ও সম্রাটের জন্য প্রাণ দান করিতে পারিবে না এ বড় ঘৃণার কথা। আমি তোমার যশের ও ধর্ম্মের পথে কণ্টক হইয়া থাকিব না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ সহ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাও"—এই বলিয়া বৃদ্ধা পেটে ছুরি বিঁধিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রও মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যুদ্ধে গেল। যেখানের কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই দেশের প্রতি "এরূপ" প্রগাঢ় ভালবাসা সম্পন্ন ধন্য সেই দেশ!

[৪১] গুরুভক্তি [শিখ-শকট চালকের আত্মত্যাগ]—যখন সম্রাট আরঙ্গজেবের আদেশে গুরু তেগ বাহাদুরের দিল্লিতে শিরশ্ছেদন হয় তখন আদেশ হয় যে ঐ মৃত দেহের কোন প্রকার সৎকার করা হইবে না—উহা যেখানে কাটা হইয়াছিল সেই প্রকাশ্য রাজপথে পড়িয়া থাকিয়া পচিয়া গলিয়া শেষ হইবে! গুরু গোবিন্দ সিংহ তখন ষোড়শ বর্ষীয় বালক। তিনি পিতৃদেহ উদ্ধার জন্য পঞ্জাব হইতে দিল্লী যাইতেছিলেন এমন সময় একজন দরিদ্র শিখ শকট চালক ও তাহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গুরু উহাদেরই প্রতি পিতৃদেহ উদ্ধারের ভার দিলেন। উহারা কিছুতেই শিখের একমাত্র ভরসা গুরুগোবিন্দকে বিপৎসঙ্কুল দিল্লির ভিতর যাইতে দিল না। উহাকে বাহিরে রাখিয়া উহারা দিল্লীতে ঢুকিয়া দেখিল যে গভীর রাত্রে প্রহরীরা পূতিগন্ধ জন্য কিছু দূরে আছে এবং তখন সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে—বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ চৌরাস্তায় পড়িয়া আছে। পিতা পুত্রে নিঃশব্দে গুরুর শবের নিকট গিয়া দেহ উঠাইয়া লওয়ার সময় স্থির করিল যে তখনি উহাদের একজনের স্বেচ্ছা-মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন। অপর একটী মৃতদেহ কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিয়া না দিলে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে যখন তাহারা দেখিবে যে গুরুর মৃতদেহ কেহ সরাইয়াছে তখনই সম্রাটের ক্রোধের ভয়ে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিবে এবং গুরুর শববাহী নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। পুত্র মরিতে চাহিল। পিতা বলিল "তুমি সবল শরীর ও গুরুর দেহবহনে অধিকতর সক্ষম; পরে নূতন ... গুরুর অধীনে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেও আমার অপেক্ষা অনেক দিন ধরিয়া পারিবে সুতরাং তোমারই জীবিত থাকা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া শকট চালক নিঃশব্দে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলে তাহার পুত্র গুরুর পিতৃদেহ বস্ত্রাদিতে ঢাকিয়া এবং তাহার উপর চাদরখানি পূর্ব্ববৎ ভাবেই রাখিয়া গুরুর দেহ বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।—প্রকৃত মহাপুরুষ-দিগের সংস্রবে জাতীয় অভ্যুদয়কালে সমগ্র সমাজই মহৎ হয়!

[৪২] কর্ত্তব্যপরায়ণতা (ইংরাজ আফিসের আত্মত্যাগ)।—মিউটিনির সময় যখন মিরট হইতে বিদ্রোহী সিপাহী দলে দলে দিল্লী প্রবেশ করিতে লাগিল তখন ইংরাজ কর্মচারিগণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ অশ্বারোহণে সহরের অপর এক ফটক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন! আধমাইল পথ গিয়া লেফ্টেনেন্ট উইলোবির মনে হইল—'আমরা একি করিতেছি! দিল্লীর ম্যাগা-

জন বিদ্রোহীরা পাইবে এবং উহার তোপ, গোলা গুলি, বারুদের বলে গবর্ণমেণ্টের সহিত সতেজে যুদ্ধ করিতে পারিবে। উহারা আমাদেরই দ্বারা যুদ্ধ-বিদ্যায় সুশিক্ষিত। অবশেষে ইংরাজের জয় হইবে বটে, কিন্তু দিল্লীর ম্যাগাজিন পাওয়ার সুবিধায় উহাদের হাতে বহু হাজার ইংরাজ বেশী মারা যাইবে সন্দেহ নাই।” এই কথা মনে হইতেই তিনি বলিলেন “বন্ধুগণ! আমার পত্নী ও পুত্র সহ তোমরা অগ্রসর হও। আমার একটা ভুল হইয়াছে—আমি একবার ফিরিব।” লেফটেনেণ্ট উইলোবি ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া দৌড়াইয়া ম্যাগাজিনের দিকে ফিরিলেন। অল্প পরেই মহা শব্দে দিল্লীর ম্যাগাজিন ইংরাজ বীরের দেহসহ উড়িয়া গেল।

[৪৩] মহত্ত্ব [নিষ্কাম যোদ্ধা হজরত আলি] —মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা মহাবীর আলি ইসলামের মধ্যে সর্ব্বোচ্চাধিকারীদিগের জন্য গূঢ় যোগ সাধনার এবং সুফি বা ফকীরী বা বৈদান্তিক মতের প্রবর্ত্তক। কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা সদা সংযত ঐ মহাবীর একদিন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদলের একজনের সহিত বহুক্ষণ ব্যাপী অসিযুদ্ধে শত্রুকে ভূমি পাতিত করিয়া তাহার বুকে হাঁটু দিয়া শিরশ্ছেদনে উদ্যত এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি তাহার বিজেতার প্রতি ঘৃণা এবং নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভয়হীনতা দেখাইবার জন্য মহাবীর আলির মুখে থুঃথুঃ করিয়া থুথু দিল। মহাবীর তখনি শত্রুকে ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অসি নামাইয়া লইলেন। বিপক্ষ এই ব্যাপারে চমৎকৃত হইয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা আলি বলিলেন “সত্য ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলাম। তাহাতে তোমার প্রাণই যায় আর আমার প্রাণই যায় ক্ষতি নাই। ইহাতে আমার মনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ একটুও ছিল না। তুমি মুখে থুথু দেওয়ায় তোমার উপর আমার তখন হঠাৎ একটু ব্যক্তিগত ক্রোধোদয় হইয়াছিল। সে অবস্থায় তোমার শিরশ্ছেদন করিলে নিষ্কাম কর্ত্তব্য পালন না হইয়া নিজের শত্রুকে খুন করা হইত। পড়িত। এখন মনের সে ভাব দমন করিয়াছি। তুমি তোমার তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া আবার আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পার।” শত্রু এই বাক্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া ভাবিল “এ কি ধর্ম্ম যাহাতে মানুষ দেব তুল্য হয়! তিনি কিরূপ মহাপুরুষ যাঁহার সংস্রবে মানুষ এত মহৎ হইতে পারে।” সে তখন পরাজয় স্বীকার ও পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাবীরের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হইল।

[৪৪] স্বর্ণালঙ্কারের অনিষ্টকারিতা।—এ দেশে হিন্দুদের মধ্যে মাজির নিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ধারণে অনেক স্ত্রীলোকের আপত্তি আছে। সোনার মল মুসলমানেরা ব্যবহার করেন। হিন্দুরা করেন না। কলিকাতা অঞ্চলে সোনার গোট এবং চন্দ্রহার কোমরে ধারণ কিছু কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্বর্ণালঙ্কারের গালাইয়ে এবং পুনর্ব্বার গড়ানয় বৎসর বৎসর বাঙ্গালা দেশে কত লক্ষ টাকা যে নষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। প্রস্তুত গহনা গালাই করিলে অন্ততঃ টাকায় ।৵০ আনা পানে ও মজুরিতে নষ্ট হয়। আর ফেশানের পরিবর্ত্তন জন্য নিত্য গালাই! সকল বাড়ীতেই স্বর্ণালঙ্কার ধারণ সম্বন্ধে সঙ্কোচ হউক। উহাতে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অনেক ক্ষতিকর নিবারণ হইবে। উঁহাদের মনে পরস্পরের অলঙ্কারদর্শনে “তাপ উদয়” কমিবে। মোটা দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার সহিত মিল রক্ষার্থ রৌপ্যের ও শঙ্খের অলঙ্কার এবং লোহা ও সিন্দুর ধারণ করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আবার উঁহারা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করুন। সঞ্চিত অর্থ এখন হইতে লাভকর ব্যবসায়ের শেয়ারে বা কোম্পানির কাগজে নিবদ্ধ হইয়া আয় বৃদ্ধির সাহায্য করিতে থাকুক। চাকর চাকরাণীর চুরির ভয় ও যাউক। ডাকাতি, খানা তালাসী, প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার খোয়া যাইবার কতই উপায় আছে। বাড়ীতে এক একটা মৃত্যু ঘটনা বা অন্য দুর্ব্বিপাকে কত চুরিই হইয়া যায়। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের অসাবধানতায় কত অলঙ্কার খোয়া গিয়া নিমন্ত্রণকারীর লজ্জার কারণ হয়। অনেকে গহনা পত্রের বাক্স ব্যাঙ্কে বা অন্য নিরাপদ স্থানে শিলমোহর করিয়া রাখিয়া দেন। টাকাটা ওরূপে অকার্য্যকরী রাখায় গৃহস্থ ভদ্র পরিবারের লাভ কি? অনেক স্থলে সঞ্চিত গহনাও মারা গিয়া দেশে অনর্থ বৃদ্ধির কারণ হয়।

সম্প্রতি ভবানীপুরের মল্লিক পরিবারের এক বধূ স্নানাগারে পাঁচ শত টাকা মূল্যের সোনার গোট খুলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার পর অপর এক বধূ তথায় যান। ঐ গহনা চুরি হওয়ায় উপলক্ষে রচনা আরম্ভ হইলে তাহা দুই ভাইয়ে সংক্রামিত হইয়া উঁহাদের মধ্যে মারামারি এবং মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছায়। দুই ভাইই কৃতবিদ্য এবং অটর্নি সলিসিটার ওকালতি ব্যবসায়ী। আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিয়া এবং অনর্থের মূল পত্নীদিগের স্বর্ণ অলঙ্কার গুলি বেচিয়া ফেলিয়া টাকাটা সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখিতে বাধ্য করিয়াছেন।

(৪৫) সম্মিলনের একমাত্র উপায় সহানুভূতি—ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সদ্ভাব সংবর্দ্ধন ও সামাজিক ঘনিষ্ঠতাসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী ক্লাব বা মজলিস সংস্থাপিত হয়। বিলাত প্রত্যাগত বা ইংরাজ ঘেঁসা অনেক বাঙ্গালী এই মজলিসের সভ্য হইয়াছিলেন। এই মজলিসে আহারে ও পানে সামাজিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকে কিন্তু ভারতবাসীকে এই ঘনিষ্ঠতার প্রথম সোপানে উঠিবার জন্য দেশীয় খাদ্য ও পানীয় বর্জ্জন করিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হয়। আবার দেশীয় বেশে এ মজলিসে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই।

অল্প দিন হইল একজন সুইস ভদ্রলোক ধুতি পরিয়া মজলিসে গিয়াছিলেন। ইহাতে আর এক জন ইয়ুরোপীয় ভদ্রলোকটিকে বলেন, “মজলিসের নিয়ম অনুসারে ধুতি পরিয়া মজলিসে আগমন নিষিদ্ধ।” সুইস ভদ্র লোকটি উত্তর করেন, “তিনি বাঙ্গালী নহেন; কেবল সখ করিয়া ধুতি পরিয়াছেন; বিশেষ বাঙ্গালায় এই পচা গরমে ধুতি পরা বড় সুখদ।”

এই কথা শুনিয়া ইয়ুরোপীয় উচ্চকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন “সে যাহা হউক এখানে ‘নিগারের’ মত (অর্থাৎ ঘৃণা কেলে ভূতের মত) আসা চলিবে না।” তাঁহার সহজ ভাবেই বলা উচিত ছিল “মহাশয়! ক্লবের নিয়ম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ধুতি পরা চলিবে না।”

যাহা হউক এই কথা যখন হয় তখন যে অনেক গুলি দেশীয় লোক ঐ মজলিসে উপস্থিত— এবং এদেশীয়দিগকে সাধারণভাবে “নিগার” বলিয়া উল্লেখ করায় তাঁহাদের মনে কষ্ট হইবে এবং এরূপে সমস্ত কোন জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ যে সর্ব্বদেশেই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ তাহা ঐ ক্রোধান্ধ ও গর্ব্বিত ইউরোপীয়ের মনেই পড়িল না! “নিগার” শব্দ তাচ্ছিল্য বোধক, উহার ব্যবহারের প্রতিবাদ উপস্থিত সকল ইয়ুরোপীয় সভ্যেরই করা উচিত ছিল। তাঁহারা তাহা না করায় উঁহাদের সকলেরই ঐ জাতীয় অবমাননায় সহকারিতা করা হইয়াছিল। পরস্পরে শ্রদ্ধা হইতেই সহানুভূতি হয় এবং তাহা ব্যতীত সম্মিলন হয় না। একদিকে তোষামোদ ও অপরদিকে

অবস্থায় মজলিস কিরূপে হইবে? এই প্রকৃত কথা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম হইলে এরূপ সকল মজলিসের প্রথম নিয়ম হইবে যে জাতীয় অহঙ্কার প্রকাশ বা জাতীয় অবমাননার কথা বলিলেই সভ্যকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

দেশীয় মোটা কাপড় সম্বন্ধে ভদ্র বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য।

কয়েক বৎসর বোম্বাই হইতে জাহাজে করিয়া যত কাপড় কলিকাতায় আসিতেছিল এ বৎসর তাহার অপেক্ষা কম আসিয়াছে। "বাঙ্গালী মোটা কাপড় পরিতে কষ্ট বোধ করে এজন্য মোটা দেশী কাপড় কেনা ছাড়িয়া বিদেশী সরু সুতার কাপড় পরিতেছে" এই সন্দেহ কেহ কেহ করিতেছেন। আমাদের মনে হয় যে এদেশী দোকানদারগণ বিদেশী কাপড়কে তিলকমূর্ত্তি, সুরেন্দ্রনাথ মূর্ত্তি, বন্দে মাতরং প্রভৃতি ছাপ দিয়া এবং দেশী এখন বেশ মিহি হইতেছে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া বিক্রয় করাতে খাঁটি দেশী সুতার দেশী মোটা কাপড়ের কাটতি কম হইয়াছে। কতক লোক দেশী মনে করিয়া বিদেশী কাপড় লইতেছে। আর সব লোকেও দেশী তেমন আগ্রহ পূর্ব্বক খুঁজিয়া লয় না। ভারত গবর্ণমেন্টের নিয়ম যে চলন সই এদেশী পাইলে বিদেশী লওয়া হইবে না—ইহা যদি এদেশের সকল লোকে পালন করেন তাহা হইলেই শিল্পোন্নতির আর কোন বাধা থাকে না। বিপুল উৎসাহে সর্ব্বপ্রকার দেশীয় শিল্প স্থাপিত ও উন্নত হইতে পারে। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" আমরা দরিদ্র আমরা বিলাসী হইতে অধিকারী নহি। মোটা কাপড় পরিলেই সব বিষয়ে মোটাচাল ঘটে—কাঙ্গালের ঘোড়া রোগরূপ অসাধ্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি থাকে।

পঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্র দেশে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে সৌখিন বিদেশী শিল্পের ব্যবহার যেরূপ লজ্জাকর বলিয়া বোধ জন্মিয়া গিয়াছে বাঙ্গালায় এখনও তাহা হয় নাই। ইহার কারণ এদেশীয় নেতা নামধেয় ব্যক্তিগণ বয়কটের লেকচার দেন কিন্তু "আলপাকা" পরেন। যেদিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সপুত্র শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় (দেশী তুলার, দেশী সুতার প্রস্তুত) জামা ও চাদর পরিয়া মজলিশে বসিবেন সেই দিন হইতেই আরও দুই তিনটা দেশী কল বসানর প্রয়োজন ঘটিবে। যদি রাজা প্যারীমোহনের পুত্র গরদের কাপড়, জামা, চাদর ও মোজা পরিয়া মজলিসে আসিয়া স্বদেশী শিল্পের উৎসাহ দান করিতেছেন বলিয়া মনে করেন তবে আমরা বলিব ইহা তাঁহার একান্ত ভুল। তিনি মজলিশে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড়,খুব মোটা ছিটের জামা ও ফরিদপুরী মোটা চাদরে সজ্জিত হইয়া আসিয়া লোককে উৎসাহ দিয়া যদি নিজের বাড়ীতে অধিকতর পরিমাণে গরদ ব্যবহার করেন ও উৎকৃষ্ট ফরাশডাঙ্গার বা পাবনার বা শান্তিপুরের ধুতি ব্যবহার করেন তাহা হইলেই সঙ্গত হয়। বহরমপুর ফরাশডাঙ্গা, পাবনা, শান্তিপুর ও উৎসাহ চায় এবং উঁহাদের ন্যায় লোক হইতেই তাহারা সে উৎসাহ পাইতে পারে। কিন্তু সৌখিন দ্রব্য সম্বন্ধে উৎসাহ মজলিশে দিলে—তথায় গরদ পরিলে—সাধারণের আদর্শ স্বরূপে দেশীয় শিল্পের গৌরব করায় একান্তই ত্রুটী ঘটে। "মোটা দেশীই মজলিসে গৌরবের এবং সৌখিন অগৌরবের সজ্জা"—এই ফ্যাশান পূর্ণ মাত্রায় তুলিয়া দিয়া উঁহারা ধন্য হউন। সাধারণের মধ্যে মোটা দেশী শিল্পের ব্যবহার খুব বাড়িয়া যাইবে। ঐরূপ বড় ঘরের মেয়েরাও যেন দেশীয় মিলের মোটা কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণে যান। তাহাতে স্বল্পবিত্ত পরিবারের মধ্যে দেশীয় শিল্পের উৎসাহ দানে সুবিধা জন্মিবে। বাড়ীতে ব্রত পূজার সময় গরদ বেনারসী ব্যবহার করুন না। ধনে যাঁহারা বড় তাঁহারাই কাজেও বড় হউন। আমার দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। জাপানী জমিদার দেশের জন্য জমিদারী ছাড়িয়া অর্থই মাত্র হইয়াছেন। ইংরাজ লর্ডেরা সকল যুদ্ধেই স্বীয় বংশীয়দিগকে জাহাজে ও রণক্ষেত্রে অকাতরে দান করিতেছেন। আমাদের ধনীরা শুধু দেশী মোটা পরায় নেতৃত্বের গৌরব লাভ করুন। ইহা কি এতই কঠিন!

শ্রীঃ [illegible]

ইংলণ্ডে শিল্পে ও বাণিজ্যে উন্নতির কারণ।

স্যাক্সনদিগের এবং প্রথম নর্ম্মান রাজাদিগের সময়ে ইংলণ্ডে শিল্প বাণিজ্য কিছুই ছিল না বলা যায়। ইংলণ্ডের পশম প্রধানতঃ হলণ্ড ও ফ্রান্সে গিয়া বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ফিরিত। ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় এডোয়ার্ড আইন করিলেন যে যদি সাধারণ লোকে কেহ বৈদেশিক বস্ত্র ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার হাত পা কাটা যাইবে। ইংলণ্ডের তাঁত খুব চলিতে লাগিল। বৈদেশিকেরা দু দশজন তথায় গিয়া বাস করিয়া পশম শিল্পের উন্নতি করিলেন। পশমের রপ্তানি থামিয়া গেল। রাজার এতটা সাহায্যে ইংলণ্ডে শিল্পোন্নতির এবং স্বদেশী ভক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে! ইহার কাছে বয়কট, পিকেটিং, স্বদেশী প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কোথায় লাগে!

জাহাজ প্রস্তুত ও নাবিক প্রস্তুত দ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য রাণী এলিজাবেথ হুকুম দিয়াছিলেন যে এসিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার কোন দ্রব্য ইংলণ্ডে ঢুকিতেই দেওয়া হইবে না, যদি যে জাহাজে করিয়া ঐ দ্রব্য আমদানী হইয়াছে সেই জাহাজ ইংলণ্ডে প্রস্তুত, ইংরাজ কাপ্তেনের অধীন এবং অন্ততঃ উহার বার আনা সংখ্যা নাবিক ইংরাজ না হয়। ইংলণ্ডে জাহাজ প্রস্তুত,নাবিক প্রস্তুত এবং কাপ্তেন প্রস্তুত হওয়ার পক্ষে এই বিদেশী জাহাজ বর্জ্জনের ব্যবস্থা কতটাই সাহায্য করিল! এদেশে শিল্প যায় যায়; বৈদেশিক বাণিজ্য বহুকাল গিয়াছে।

এখন আমরা যখন দেশের অবস্থা ও অভাব বুঝিতে পারিতেছি এবং ইংরাজ সংস্রবে স্বদেশ প্রেমের অণু বা কণা পাইয়াছি তখন অন্ততঃ একটী জাহাজ কোম্পানি স্থাপিত করিয়া বিদেশ হইতে যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য (কল কবজা পুস্তক যন্ত্রাদি) আসিবার প্রয়োজন আছে তাহা আনায় ব্যবস্থা করা উচিত। বাণিজ্যের সুরুওত ইংরাজের শান্তিপূর্ণ রাজ্যে ইংরাজের অনুকরণে ঘটা চাই। উহাতে ইংরাজেরই জাহাজে শিক্ষিত দেশীয় নাবিক প্রথম হইতেই এবং দেশীয় কাপ্তেন শিক্ষিত করিয়া লইয়া পরে বসান সঙ্গত। বোম্বাই-এর মহাজন এবং বাঙ্গালার জমিদারগণ বিলাস ত্যাগ করিলে এই কোম্পানির মূল ধন সহজেই দিতে পারেন। বাঙ্গালার জমিদারী গুলি যদি বিক্রয় হইয়া পরহস্তগত হওয়া প্রার্থনীয় না হয় তবে বাঙ্গালী জমিদারগণ চাটুকারকুল ও বিলাস ব্যসন দূরে পরিহার করিয়া এখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন। এমন সুযোগ পরে আর কখন হইবে?

'যথা রাজা তথা প্রজা।' ইংরাজরাজাদিগের স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের জন্য যত্নে, ইংরাজ জাতিও শিল্প বাণিজ্যে উদ্যমশীল হইয়া গঠিত হইয়াছেন।

জর্ম্মানীর শিল্পোন্নতি দেখিবা মাত্র ইংরাজেরা 'মার্চেণ্ডাইস মার্কস্ অ্যাক্ট' শিল্প জাতের উৎপত্তিস্থান ছাপিয়া দেওয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। কোন দেশের কোন জিনিস তাহার মার্কা থাকিলে স্বদেশ ভক্ত ইংরাজ নীরবে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তাহা বর্জ্জন করিতে পারেন। উহাদের দৃঢ় স্বদেশ ভক্তি। ঐ ভক্তি ইংরেজকে সহায়তার জন্য বয়কট উৎসব প্রভৃতির কোন প্রয়োজনহ

নাই। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যে কাজ হয় তাহাতে কোন রূপ অপ্রীতিকর উচ্চ বাচ্য হয় না এবং তাহাই ধর্ম্মবৃদ্ধিকর ও স্থায়ী ভাবের কর্ম্ম।

একজন সিংহলের সিভিলিয়ান কয়াশি তাহাকে উদ্যোগে গিয়াছিলেন বলিয়া পার্লিয়ামেন্টে প্রশ্ন হইয়াছিল যে রাজ কর্ম্মচারী হইয়া বৈদেশিক ষ্টীমার লাইনে ভাড়া দেন কেন? প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন আদেশ করিতে পারেন না। তবে কর্ম্মচারীরা স্বজাতীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ স্বজাতীয় ইচ্ছা অনাদর সম্ভবতঃ করিতে চাহিবেন না। মহাত্মা সার্ সিসিল রোডস ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপে ঘর হইতে কনট্রাক্টারকে দিয়া রোডিশিয়ার রেলওয়েতে সস্তা বেলজিয়াম রেল লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ঐ ২৫ লক্ষ টাকা সার্থক হইল যে বহু কোটি টাকার রেল ইংলণ্ড হইতে লওয়ায় তথাকার লোক প্রতিপালিত হইতে পারিল! দেশী কাপড় একটু আক্রায় খরিদ করাতে দেশীয় কল ও তাঁত চলে ও এদেশের কত লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। স্বদেশী শিল্পের জন্য একটু বেশী দাম দেওয়া বাউন্টি বা প্রিফারেন্স দেওয়া মাত্র। স্বদেশী জিনিস মোটা হইলেও উহাতে কাজ চালান উচিত। এই উপলক্ষে মনে হয় আমাদের মধ্যে কয়জন ৮ তারকেশ্বর যাওয়ার সময় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল রেলওয়ের ব্যবহার করেন? আমরা ইংরাজ হইলে ঐ রেলে যে যাত্রী অনেক হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এদেশের গবর্ণর জেনেরেল হইতে রেলওয়ের বাবু পর্য্যন্ত কত লোকেই সরকারী বাড়ীতে বাস করেন। কিন্তু কেহ কি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছেন যে ঐ সকল বাড়ীতে যে কোন জিনিস বিক্রয়ার্থ যায় তদ্বিষয়ে কোনরূপ মতামত প্রকাশের কাহারও অধিকার আছে? কেহ কি কখন মনে করিয়াছেন যে "কাপড়া ওয়ালা মেম সাহেব" বলিয়া জাপানী, জর্ম্মণ আমেরিকা বা ইংরাজী শিল্পজাত দেখাইতে পৌঁছিতে গেলে বা অনেক রকম বিদেশী জিনিস দেখাইলে কোনরূপ আপত্তি করিবার অধিকার কখন কাহার হইতে পারে?

কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আসকুইথের মেম এইরূপ একটী ঘটনার জন্য সমস্ত ইংরাজ জাতির নিকট দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী সরকারী বাড়ীতে থাকিতে পান। সেই বাড়ীতে কোন ফরাসী পরিচ্ছদ বিক্রেতা পোষাক পরিদর্শন করান। তখন অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর ও ইয়র্ক চেম্বর অফ কমার্সের সভাপতি মিঃ এ রিচার্ডসন আসকুইথ সাহেবের মেমকে পত্র লিখিয়াছেন "পার্লিয়ামেন্ট সভায় এ প্রশ্ন উত্থাপনের নিয়ম না থাকায় বাধ্য হইয়া আপনাকেই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে বৈদেশিক শিল্পজাত প্রচারে সাহায্য এবং দেশীয় শিল্পীর ক্ষতিকর হইতে পারে এমন বৈদেশিক শিল্পজাতের প্রদর্শনী ঘটিয়াছে কি না? এ বিষয়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

মেম সাহেবকে স্বীকার করিতে হয় যে ২০।২৫ জন ভদ্র লোকের সাক্ষাতে ফরাসী বিক্রেতার আনীত কতকগুলি পরিচ্ছদ দেখান হইয়াছে!

চেম্বার অফ কমার্সের রিজোলিউসান এবং সম্বাদ পত্রসমূহ ইংরাজ করদাতাদিগের প্রদত্ত অর্থে প্রস্তুত এবং সংস্কৃত, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর থাকিবার জন্য সরকারী বাড়ীতে ইংরাজ শিল্পীর এবং কারবারের প্রতিযোগী বৈদেশিক বণিকের সহায়তা করার জন্য বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে!

ইংরাজের সংসর্গে নিরাপদে শত শত বৎসর ধরিয়া যেন উহাঁর দৃঢ় স্বদেশী ভাব, অদম্য উদ্যম, ও সুচারু কার্য্য শৃঙ্খলা, আমরা "ভক্তি ভাবে" শিখিতে থাকি। তিনি আমাদের বিধাতৃ প্রেরিত শিক্ষক। স্বদেশী প্রেমে ইংরাজ চিরকাল এবং জাপানী ও আজকাল ভূমণ্ডলে অতুলা। শ্রীঃ [illegible]

—

এডুকেশন গেজেট

৮ই আশ্বিন ১৩১৬ সাল ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সাল

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল।

কলিকাতা ২৮ নং চৌরঙ্গীরোড—ঠিকানায় এই স্কুল এক্ষণে অবস্থিত আছে। মিঃ পার্সি ব্রাউন এ আর সি এ ইহার অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরনারায়ণ বসু

১৮৬৪ সালে এই স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয়ভার বহন করেন এবং দেখা শুনা তত্ত্বাবধানাদির ভার বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের উপর

১লা জুলাই এই স্কুলের সেশন আরম্ভ হয়।

এই স্কুলের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ আছে—[১] এলিমেণ্টারী বিভাগ [২ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল আর্টস বিভাগ ৩ ড্রাফ্‌টসম্যান বিভাগ, ৪ শিক্ষক বিভাগ; ৫ সূক্ষ্ম শিল্প বিভাগ।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ছাত্রগণকে দুই বৎসর পড়িতে হইবে। এই বিভাগে পাঠ্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছে এরূপ ধারণা স্কুলের অধ্যক্ষের মনে জন্মিলে তবে তিনি ঐ সকল ছেলেদের অন্য বিভাগের পড়া পড়িতে অনুমতি দিবেন। অপর অপর বিভাগে প্রায় তিন বৎসর কাল পড়িতে হইবে।

এই স্কুলে যে সকল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল আর্টস শিখান হয়, তন্মধ্যে কোন একটিতে কৃতিত্ব লাভ করিতে যে সকল ছাত্র ইচ্ছা করে তাহাদের সুবিধার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বিভাগের পাঠ্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকল বিভাগেরই পাঠ্য সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করিলে বিগত ২২শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট দেখিয়া অথবা স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিয়া জানা যাইবে।

যে সকল ছেলে মেকানিক্যাল ড্রাফ্‌টসম্যান হইতে ইচ্ছা করে অথবা ট্রেসার অথবা আর্কিটেক্টের সহকারী প্রভৃতি হইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষাদানের জন্যই ঐ ড্রাফ্‌টসম্যান বিভাগ।

শিক্ষক বিভাগ। আর্ট স্কুলের শিক্ষক হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক. এই বিভাগে পড়িয়া ছাত্রদের সাধারণতঃ আর্টস সম্বন্ধে সেইরূপ জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় যদি মনে করেন তাহা হইলে সেই সকল ছাত্র আর্ট স্কুলের শিক্ষক বলিয়া গণ্য হইবে।

সূক্ষ্ম শিল্প বিভাগ। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে যাহাতে উচ্চ অঙ্গের শিল্প শিখান যাইতে পারে তদনুযায়ী এই বিভাগের পাঠ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এলিমেণ্টারী বিভাগ এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল আর্টস বিভাগ—এই দুই বিভাগের মাসিক বেতন এবং প্রবেশ ফী তিন টাকা। যাহারা শিল্পীর ছেলে তাহাদিগকে মাসিক একটাকা করিয়া বেতন দিতে হইবে। এবং তাহাদিগের প্রবেশ ফিও একটাকা। অবশিষ্ট তিনটি বিভাগের মাসিক বেতন পাঁচটাকা এবং প্রবেশ ফী ৫৲। মাসপাড়তেই প্রথম দিনেই সেই মাসের বেতন দিতে হয়। মাসের ১০ দিনের ভিতর বেতন না দিলে নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় ভর্ত্তি হইতে হইলে নূতন করিয়া আবার দরখাস্ত করিতে হইবে। এবং প্রবেশ ফী দিতে হইবে।

... হইবার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ... শিক্ষা নবীশ বলিয়া মনে করিতে হইবে ... অতীত হইলে যদি দেখা যায় যে ঐ ... বিষয়ে শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইয়াছে সেই ... শিখিবার উপযুক্ত যোগ্যতা তাহার নাই ... তাহার অভিভাবককে এই মর্ম্মে ... হইবে যে ঐ ছাত্র অপর যে বিষয়ে শিখি- ... উপযুক্ত সেইরূপ কোন বিষয়ের শিক্ষায় ... নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হউক।

... সংখ্যক উপযুক্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে ... করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। যাহারা ... ছেলে তাহাদিগেরই দাবী বেশী। গবর্ণ- ... মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন। ... পরীক্ষার ফল অনুসারে এই বৃত্তি ... দেওয়া হয়। এলিমেণ্টারী এবং ইণ্ডষ্ট্রি- ... আর্টস বিভাগেরই ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ এবং ... বৃত্তি প্রধানতঃ দিবার ব্যবস্থা আছে। অন্য ... বিভাগে বিশেষ বিশেষ স্থলে গরীবের খুব ভাল ছেলেদের বৃত্তি দেওয়া হইবে।

বৎসর বৎসর সকল বিভাগেই পরীক্ষা লওয়া হইবে। যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় ভাল হইবে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। যে ছাত্র কোন বিভাগের সমগ্র পাঠ শেষ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে বিশেষ ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

সুপভাত। ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ভাদ্র ১৩১৬। শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বিএ সম্পাদিকা। শ্রীযুক্ত ... ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ...। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২।৵০ ... কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার হইতে ... শিত।

"শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের একটু ... ত করা যাইতেছে।—

"স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মৌলিকতার ও ... তার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। রবীন্দ্র বাবু ...— "তিনি যা কিছু লিখে গেছেন, ... বার আলোচনা করবার, ঢের জিনিস ...

ভূদেব বাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ... প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক সুখ্যাতি করিলেন। বলিলেন—"ভূদেব বাবুর লেখার ধরণ (style) একটু নীরস, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে কেমন একটা তেজের, একটা দৃঢ়তার ভাব আছে, যা বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কোথাও বড় পাওয়া যায় না। 'আমার যা বল্‌বার আছে আমি সেটা স্পষ্ট ক'রে সাদা কথায় ব'লে যাব'— এই ভাবটা তাঁর লেখায় সর্ব্বত্র।" আধুনিক লেখকগণের মধ্যে রামেন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন। বলিলেন— "রামেন্দ্র বাবুর লেখা যেন একেবারে হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে এসে পড়ে। খুব (briskness) ক্ষিপ্রতা আর (animation) সজীবতা আছে। বড় দুঃখের বিষয় তিনি এত কম লেখেন।" কয় দিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিখিত "প্রত্যাবর্তন" নামক একটি ছোট গল্পের খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"অনেক দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন ছোট গল্প পড়ি নি। এ গল্পে বাস্তবিকই একটা ভাবের ক্রম-বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এটা শুধু গল্প লিখিতে হইবে বলিয়া লেখা হয় নাই।"

"নন্দকুমার" প্রবন্ধ সুলিখিত। মহারাজা নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার তখন সিরাজ-উদ্দৌলা তাঁহাকে আদেশ করেন যে ইংরাজেরা যেন ফরাসির চন্দননগর নষ্ট করিয়া নিষ্কণ্টক হইতে না পারেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে শত্রুর শত্রু মিত্র হইয়া থাকে। এজন্য ফরাসি-দিগের সহিতই সিরাজদ্দৌলার মিত্র সম্বন্ধ ছিল। নন্দকুমার ১২ হাজার টাকা ঘুষ লইয়া দুই হাজার নবাবী সৈন্য হুগলীতে আটকাইয়া রাখিলেন। ক্লাইভ চন্দননগর দখল করিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। নন্দকুমার মিরজাফরের দলের লোক। তিনি হুগলীতে পলাশী যুদ্ধের প্রথম অভিনয় করিলেন। তাঁহার সুসজ্জিত সৈন্য দাঁড়াইয়া মিত্র সৈন্যের সমূলে ধ্বংস অবলোকন করিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছেন যে নন্দকুমার ধনী ছিলেন ঘুষ লওয়া মিথ্যা। কাজটা স্বদেশদ্রোহ এবং প্রভুবিদ্রোহ! নগদ টাকা পাইয়াই কর আর মীরজাফরের ন্যায় ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর করিয়াই তাহা কর জিনিস এক। মীরজাফর নবাব হইলে যোগ্যের সহিত যোগ্যের সম্মিলন হয়। নন্দকুমার মীরজাফরের দেওয়ান হন। মিরজাফর বিতাড়িত হইলে তাহার চাকরী যায় তখন মিরকাসিমের বিরুদ্ধে তিনি লাগেন। শেষে নবাবদল শেষ হইলে তাঁহাদের দলাদিদিক্ত হেষ্টিংসের উপর লাগিতে যান কিন্তু হেষ্টিংসের বিরুদ্ধ দলের সহিত মিলিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। নিজে ফাঁসিতে পড়েন। "প্রভুদ্রোহ" ও অর্থপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রের প্রধানতম ভাব। তিনি স্বদেশের জন্য কখন কিছুই করেন নাই।

২। শ্রীরাধিকার জন্মকথা। ৺ দ্বিজ জনার্দ্দন বিরচিত। মূল্য /০ আনা, শ্রীরাসমোহন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, নগেন্দ্র ষ্টিম প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। বিভিন্ন স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

আগ্যাশক্তিময়ী রাধা গোলোকাঙ্ক নিবাসিনী।
কৃষ্ণপ্রাণ-ময়ী রাধা বৃন্দাবন বিলাসিনী।
বন্দেরাধা কৃষ্ণপ্রাণ ত্রিজগত মোহিনী।
যার অংশরূপে জন্ম হরের ঘরণী।
সাবিত্রী, কমলা শচী সুরনারীগণ।
রাধারাংশে জনমিয়া করে বিহরণ॥
কৃষ্ণ অংশে জন্ম দেখ যত দেবগণ।
সেইমতে রাধারাংশে যত দেবীগণ॥
নিত্য নিত্য কালীজলে রাধা করে স্নান।
রাধাপদ পরশনে অমৃত সমান॥
আর একদিন স্নান করে ঠাকুরাণী।
শ্রীঅঙ্গে বিদ্যুৎ ছটা দেখিলেক মুনি॥
দেখিয়া অঙ্গের শোভা মুনি স্থর ভঙ্গ।
কুপিত সফরি মুনি অনল তরঙ্গ॥
মর্ম্ম না জানিয়া মুনি শাপ দিল তারে।
কমল হইয়া থাক এহি কালী-জলে॥
সেই ক্ষণে নীলপদ্ম জন্মিলেক জলে।
ভিন্নের আকৃতি রাধা রহিল কমলে॥
ভকত মুনির বাক্য করিতে পালন।
মধ্যামধ্যি কালীজলে পদ্ম করে টল মল॥
এহি মতে কত দিন ছিলা ঠাকুরাণী।
রাখিলা মুনির বাক্য কমল বাসিনী॥
বৃকভানু নামে রাজা ছিল মহাজন।
কনকা তাহার নারী পতিব্রতা জন॥
কালিন্দীর তীরে যাইয়া কৈল দণ্ডবতে।
শিরে তুলি দিল জল রাণী নিজ হাতে॥
হরিদ্রা তৈলেতে অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া।
আনন্দে করেন স্নান জলেতে মার্জ্জিয়া॥
হেন কালে নীলপদ্ম দেখে মধ্যজলে।
বিকল হইল রাণী কমল কারণে॥
আনিতে কহেন পদ্ম নিজ জন তরে।
সাঁতার দিয়া পদ্ম আনি দিল তারে॥

কমল পাইয়া রাণী হরষিত মন।
আনন্দ হৃদয়ে গৃহে করিলা গমন॥
আসিয়া পুনঃ তবে করিলা জলপান।
পদ্ম লইয়া গেল রাজার সন্নিধান॥
যত্ন করি পদ্ম লইয়া রাখিল মন্দিরে।
ভাস্কর উদয় যেন মন্দির ভিতরে॥
রাণীর সহিত রাজা নিদ্রাতে অচেতন।
কৃপা করি কহে রাধা পূর্ব্ব বিবরণ॥
শুন শুন রাজা তুমি পূর্ব্বের কাহিনী।
ছিলেক তোমার নাম কৌণ্ডিন্য মহামুনি॥
শীলা নামে ছিলা এই তোমার বনিতা।
মহাতপস্বিনী এই বড় ধর্ম্মভীতা॥
করিলে দুষ্কর তপ সিন্ধু নীরে বসি।
আহার বঞ্চিত তাহে নিত্য উপবাসী॥
আদ্যাশক্তি রূপ ধ্যান করিলা আপনে।
বিকল হইলা বড় না দেখি নয়নে॥
সেই দিন স্নান আমি করিনু সাগরে।
দেখিয়া আমার রূপ বিকল অন্তরে॥
তুমি বল এইরূপ সদা দেখি বসি।
শীলা বলে হেন কন্যা কোলে রাখ পুষি॥
আপন দুহিতা বলি স্তন দেই মুখে।
নয়ন ভরিয়া রূপ সদা দেখি সুখে॥
তোমাদের তপে আমি হইয়া সন্তুষ্ট।
তব ঘরে হইলাম এবে ত ভূমিষ্ঠ॥
স্বপন দেখিয়া রাজা উঠিয়া বসিল।
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে রাণীকে তুলিল॥
রাজা বলে শুন রাণী স্বপ্নের কাহিনী।
'আদ্যাশক্তি' মম ঘরে তোমার নন্দিনী॥
ভাণ্ডারের পদ্ম মধ্যে করিছে বসতি।
তুলিয়া আনহ কোলে তুমি ভাগ্যবতী॥
আলুথালুবেশে দোঁহে গেলেন ভাণ্ডারে।
কমলের পরে বসি দেখিলা কন্যারে॥
পুলকে প্রফুল্লভাব হইলেন দোঁহে।
কোলেতে লইয়া রাণী ভুলিলেন মোহে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎ ঈশ্বরী।
হেন কন্যা কোলে পায় বৃকভানু নারী॥

—:•:—

সাপ্তাহিক সংবাদ।

বর্দ্ধমান।—ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ভূপালের দেওয়ান শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল জব্বার সাহেব সি, আই, মহাশয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন ইনি অতীব সদাচারী এবং হিন্দু মুসলমান সকলেরই প্রীতির পাত্র। নৌকা ছাড়িবার সময় বাঙ্গালী মাঝিরা যে "দরিয়ার পীর বদোরের" নাম করে ইনি সেই পীর বদোর সাহেবের গোষ্ঠীয়।

সদয়ালার বিরুদ্ধে অশিষ্টাচার সম্বন্ধে অনুযোগ।—হুগলীর সবজজ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটর্ণির চিঠি দেওয়া হয়। অভিযোগ এই যে তিনি কোন মোকদ্দমার বাদী শ্রীআশুতোষ ঘোষকে অনর্থক অপমান করিয়াছেন এবং 'চাপরাশী। শালাকে শিগ্‌গির কাঠগড়ায় ঢুকিয়ে দে, এবং "তোর মাথা খাইতেছি' ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। হুগলীর সরকারী উকীল সবজজের পক্ষে জবাব দিয়াছেন যে, সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠিতে বলায় অপমান হয় না এবং বাদীর এজাহার হইবে এরূপ কথাই ছিল। ফলতঃ কোন রাগারাগি গালাগালি হয় নাই। সমস্তই বুঝিবার ভুল। বাদীর দ্বারা মোকদ্দমা সহজেই উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

যশোহরে স্বদেশী শিল্প।—যশোরে চিরুণী, বোতাম, এবং মাদুর প্রস্তুতের কোম্পানি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। নলডাঙ্গার রাজা শ্রীপ্রমথভূষণ দেব রায় প্রেসিডেণ্ট; রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সেক্রেটারী; জাপানে তিন বৎসর শিক্ষিত মিঃ এম, এন ঘোষ সুপারিণ্টেণ্ডিং ডাইরেকটর। মিঃ ম্যাকলাউড ডাইরেকটার। কারখানার যন্ত্রাদি জাপান হইতে আনীত হইয়াছে। জাপানী ধরণে কারখানার কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবিদিগকেও কিছু কিছু শেয়ার দেওয়া হইয়াছে।

বিবাহ সম্বন্ধীয়।—"বেঙ্গলীতে" আবেদন করিলে [১] ত্রিশ বৎসর বয়স্কা অনূঢ়া বা বিধবার ব্রাহ্মমতে ৫৩ বৎসর বয়স্ক অবস্থাপন্ন পাত্রের সহিত [২] আঠার বৎসরের অনধিক বয়স্কা বিধবার বি, এল পাঠী ২৫ বৎসর বয়স্ক কায়স্থ পাত্রের সহিত [৩] আঠার বৎসরের অনধিক বয়স্কা বিধবার চব্বিশ বৎসর বয়স্ক ও চল্লিশ টাকার চাকরী সংযুক্ত কায়স্থ পাত্রের সহিত বিবাহ ঘটিতে পারে—সেজন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে।

আইরিসদিগের দুর্ব্বৃত্ততা। হত্যাকারী ঢিংড়াকে প্রশংসা করিয়া আয়লণ্ডের নানাস্থানে বিজ্ঞাপন লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিস সেগুলি ছিঁড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু যাহারা ঐ সকল কাগজ ছাপাইয়াছিল এবং আঁটিয়াছিল তাহাদের এখনও ধরিতে পারে নাই।

মথুরা।—৮ রবার্ট ফিশার চব্বিশ বৎসর ধরিয়া মথুরা মিউনিসিপালিটীর মেম্বর ছিলেন এবং দশ বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণ, শিষ্টাচার এবং সহৃদয়তায় সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই মুগ্ধ ছিল। সম্প্রতি তাঁহার একখানি তৈলচিত্র সাধারণের চাঁদায় প্রস্তুত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে। সেদিন বৃষ্টি বাদলের দুর্য্যোগ সত্ত্বেও তাঁহার উদারতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ জন্য বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

রেঙ্গুন।—বায়স্কোপ দেখাইতে গিয়া গ্যাস প্রস্তুত করার সময় নল ফাটিয়া চাটুজো ও সান মুগাম্ নামক দুই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কি চাটুজো বা কোথায় নিবাস তাহার প্রকাশ নাই।

চীন।—ইয়াংসি নদীতে যে সকল ব্রিটিশ ষ্টীমার চলে উহাদের ব্যবহার বর্জ্জন সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি স্থানীয় চীন কর্ম্মচারীগণ করিতেছেন না, কিন্তু চীনীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জাপানী ষ্টীমার সম্বন্ধে ঐরূপ বর্জ্জন ব্যবস্থা করিলে; জাপানের কথায় চীনীয় রাজ কর্ম্মচারীগণ চেষ্টা করিয়া ও সাজার ভয় দেখাইয়া সে বিষয়ে হাঙ্গামাকারীদের নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছেন।

তুর্কিস্থান।—রুশীয়েরা পঞ্চাকেশ্বর নামক স্থানে [সেখানে দেব মন্দির আছে, না পূর্ব্বকালে ছিল? না নাম অন্যরূপ অপভ্রংশে সংস্কৃত [?] হইয়া পড়িয়াছে!] অক্‌সস নদীর উপর পুল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতেছেন।

—

পাঠ্য পুস্তক

ভার্ণাকুলার শিক্ষার নূতন প্রণালী যে সকল স্কুলে অবলম্বিত হইয়াছে সেই সকল স্কুলের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্য স্বরূপে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ মান

বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক মূল্য ।৶০

সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ সংশোধিত [৫ম সংস্করণ] শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত; মধ্যবাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক নীলমণি মুখোপাধ্যায় কৃত শিক্ষা ২য় ভাগ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ হেমেন্দ্র নাথ মিত্র সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ বীরেশ্বর পাণ্ডে ভাষাশিক্ষা ২য় ভাগ চারুশীলা দেবী সাহিত্য পুস্তক মধ্য বাঙ্গালা প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন সন্দর্ভমালা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যপাঠ ১ম ভাগ রাধাগোবিন্দ গাঙ্গুলী বিবিধপাঠ নকড়ি ঘোষ নীতিপাঠ ২য় ভাগ জগৎচন্দ্র মোদক, জ্ঞানমালা ৩য় ভাগ সংশোধিত শশধর সেন কীর্ত্তিকলাপ এস কে দেবী, সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ [কালিদাস ও কুমারদাস বাদ] যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুসন্দর্ভ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সাহিত্য দর্পণ ২য় ভাগ [সংশোধিত] এন আর মুখার্জ্জি সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ [সংশোধিত] এস সি মিত্র প্রবন্ধ কুসুম রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সন্দীপন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ কুসুম ৩য় ভাগ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যশিক্ষা ২য় ভাগ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপদেশ ও শিক্ষা ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

হিন্দী সাহিত্য পুস্তক মূল্য ।৶০

ভাষাবোধ ৪র্থ ভাগ বিহারীলাল চৌবে কৃত প্রবন্ধমঞ্জরী ব্যাস রামশঙ্কর শর্ম্মা হিন্দী ৩য় পুস্তক হরিশ্চন্দ্র মধ্য বাঙ্গালা হিন্দীরীডার [সংশোধিত] ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উর্দ্দু—মোয়ালিমুৎ তাজিব ৩য় ভাগ [পরিশিষ্ট সহ] মহম্মদ হবিবুল্লাকৃত ।৶০

উড়িয়া—সাহিত্য তরঙ্গ, মধুসূদনরাও কৃত ।৶০

পাটীগণিত—বাঙ্গালা

শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ৩য় ৪র্থ ভাগ কে পি বসু কৃত ।০, পাটীগণিত ১ম ভাগ ভারিণীকান্ত মজুমদার ।০ পাটীগণিত লক ও লুইস কৃত ।০ পাটীগণিত সার সারদা প্রসন্নদাস ।৵০ সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০ ঐ গৌরীশঙ্কর দে কৃত ।০ গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখো কৃত ।৵০ সরল পাটীগণিত প্রসন্ন নারায়ণ কাশী কৃত ।০

হিন্দী—এলিমেণ্ট্‌স অফ এরিথমেটিক ৩য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত ।০ পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সি লুইস কৃত ।/০

উর্দ্দু—পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সি লুইস কৃত ।৵০

উড়িয়া—অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদনরাও এবং মধুসূদনদাস কৃত ।০ উৎকল পাটীগণিত ২য় ভাগ উমেশচন্দ্র বসু কৃত ।০

ইউক্লিড—বাঙ্গালা ।০

ইউক্লিডের জ্যামিতি ব্রজমোহন মল্লিক কৃত ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম অধ্যায় হল এণ্ড ষ্টীভেন্স জ্যামিতি ১ম পুস্তক সারদারঞ্জন রায় ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম পুস্তক নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জ্যামিতিসার ১ম পুস্তক কুঞ্জবিহারী দাস শুভঙ্কর জ্যামিতি বিকাশ মোহনচন্দ্র বসাক ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম ভাগ ইউ এন বক্সি ঐ এস পি দাস ঐ গৌরীশঙ্কর দে।

হিন্দী—ইউক্লিডের এলিমেণ্ট্‌স অফ জিওমেট্রি পেমান পাণ্ডে ।০ ইউক্লিড মধ্যশ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ।০

উর্দ্দু—ইউক্লিড ১ম পুস্তক ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।/০ ইউক্লিডের এলিমেণ্টস্ অফ জিওমেট্রি বি আত্মারাম কৃত ।৵০

উড়িয়া—জ্যামিতি ১ম পুস্তক সীতানাথ রায় কৃত।০

ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি—মূল্য।০

বাঙ্গালা—ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উচ্চ এবং মধ্য) ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশিত, সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উচ্চ এবং মধ্য ইউ এন বক্সি কৃত, এস ডি মেনস্থরেশন সংযোগে প্রীণ প্রকাশিত, সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (সংশোধিত উচ্চ এবং মধ্য এস পি দাস কৃত, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উচ্চ এবং মধ্য) নৃসিংহচন্দ্র মুখো কৃত ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উচ্চ এবং মধ্য, গৌরীশঙ্কর দে কৃত।

হিন্দী—উচ্চ এবং মধ্য ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উর্দ্দু—ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উচ্চ এবং মধ্য) ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উড়িয়া—ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উচ্চ এবং মধ্য) ম্যাকমিলান [কোং প্রকাশিত সহজ পরিমিতি এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি মধ্য বাঙ্গালার জন্য।

ইতিহাস

বাঙ্গালা—ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস সি আর উইলসন কৃত ।/০, ঐ মধ্য বাঙ্গালা ই মার্সডেন ।০, ভারতবর্ষের ইতিহাস আবদুল করিম ৵০ ভারতবর্ষের ইতিহাস [সংশোধিত] ঈশান চন্দ্র ঘোষ ।/০ ভারতবর্ষের ইতিহাস [সংশোধিত] হেমলতা দেবী ।০, প্রথম শিক্ষা ভারত ইতিহাস [সংশোধিত] বি ধর ।০, ভারত বর্ষের ইতিহাস সতীশ চন্দ্র মিত্র ।০, সংক্ষিপ্ত ভারত বৃত্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স প্রকাশিত ।০, সচিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্কেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০

হিন্দী—হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া মৌলবী আবদুল করিম ।৵০, মার্সডেনের হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া [হিন্দী এবং নাগরী] ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০, হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া গোকর্ণ সিংহ কৃত ।০, ঐ মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত ।০

উর্দ্দু—হিষ্টরী অফইণ্ডিয়া মধ্যশ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া সার ডবলিউ লী ওয়ার্ণর কৃত ।০

উড়িয়া—হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০ হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া আবদুলকরিম কৃত ।০

ভূগোল

বাঙ্গালা—মধ্য বাঙ্গালা জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।১০ ভূগোল পাঠ ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য (সংশোধিত) বাক্‌চি এণ্ড সন কৃত ।০ ভূগোলপাঠ ২য় ভাগ সংশোধিত এস বি চট্টোপাধ্যায় কৃত ।১০

হিন্দী—ভূগোলরীডার মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশিত।০ জিওগ্রাফি রীডার ২য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত ।০

উর্দ্দু—জিওগ্রাফি রীডার মধ্য শ্রেণী স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০

উড়িয়া—মধ্য বাঙ্গালা জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত ।০

বিজ্ঞান

বাঙ্গালা—মধ্য বাঙ্গালা বিজ্ঞান পাঠ ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৵০, মধ্য বাঙ্গালা বিজ্ঞান রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) গিরিশ চন্দ্র বসু কৃত ।৵০, মধ্য বাঙ্গালা বিজ্ঞান রীডার ঐ ।৵০

হিন্দী—বিজ্ঞান রীডার মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৵০ মিডল সায়েন্স রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) বি সি বসু কৃত ।৵০

উর্দ্দু—মধ্য ভার্ণাকুলার সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৵০

উড়িয়া—মধ্য ভার্ণাকুলার সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৵০,

ENGLISH.—OPTIONAL SUBJECT.

For Standards V and VI.

A Reader for Middle Classes,—revised (A Middle Reader)—(Anglo-Bengali). E Marsden and M M Bose As 8

Indian Standard Readers, Book II (Anglo-Bengali). Blackie & Son 1s.

Model Lessons [Anglo Bengali.] G Bhattacharrya As 6

The New Standard Readers, No II (Anglo Bengali). T D Mukherjee As 6

Third Book of Reading (Anglo-Bengali). Sir R Lethbridge, P C Sirkar and I C Ghose. As 7

A Reader for Middle Classes, revised (A Middle Reader)—(Anglo-Hindi). E Marsden and M M Bose As 8

A General Reader for Middle Classes (Anglo-Hindi). C De la-Fosse As 8

Indian Standard Readers, Book II (Anglo-Hindi). Blackie&Son As 8

A Reader for Middle Classes (A Middle Reader)—(Anglo-Urdu). E Marsden and M M Bose As 8

A General Reader for Middle Classes (Anglo-Urdu). C De-la-Fosse As 8

A Middle Reader (Anglo-Uriya . E Marsden and M M Bose As 8

The Fifth Standard Reader,—revised (anglo Bengali) P C Majumdar As 8

For Teachers only.

Senior Teacher's Manual (English) M. DuS. Prothero

Bengali, Hindi, Urdu and Uriya.

Senior Teachers' Manual. Dwijendra Nath Neogi

The Oriental School Drawing Books, Parts III and IV. E B Havell

৩য় ও ৪র্থ মান সাহিত্য—৵০

বাঙ্গালা নীতিশিক্ষা টী এন মুখার্জি এবং প্রিয়লাল দে কৃত, সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ রাধা গোবিন্দ গাঙ্গুলী, মুকুল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালা বিনোদ স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানবিকাশ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য, শিক্ষা ১ম ভাগ গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত, সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ সংশোধিত [৬ষ্ঠ সংস্করণ] শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, মনোহর পাঠ হরনাথ বসু কৃত, উচ্চ-প্রাথমিক সাহিত্য পুস্তক নীলমণি মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পুস্তক [উচ্চপ্রাথমিক] প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চারু প্রসঙ্গ পরেশনাথ মহলানবীশ, সংগ্রহ কুসুম ২য় ভাগ ঈশ্বর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত, নীতি মুকুল আর ডি চাটার্জি কৃত, শিক্ষাপ্রবেশ কে এন সরকার কৃত, পাঠমালা বিধুভূষণ মুখার্জি কৃত; ঐ রমণীমোহন ঘোষ কৃত, সাহিত্য কুসুম তারিণীচরণ বসু চৌধুরী নবশিক্ষা চিরঞ্জীব শর্ম্মা, নীতিপাঠ ১ম ভাগ জগবন্ধু মোদক, আদর্শপাঠ কে এন বসু, সাহিত্য মঞ্জরী হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নবপাঠ ২য় ভাগ [সংশোধিত] কে কে ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য কুসুম ২য় ভাগ [সংশোধিত] মতিলাল চক্রবর্ত্তী, জ্ঞান প্রবেশ প্রমোদপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, বস্তুপাঠ [সংশোধিত সংস্করণ] এম সি বিদ্যারত্ন, আশাও আলো [সংশোধিত] এস এন গোস্বামী, সাহিত্য শিক্ষা ১ম ভাগ [সংশোধিত] নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুনীতিশিক্ষা [সংশোধিত] এস কে মিত্র সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ পি এন কালী, কল্যাণমালা রসিক চন্দ্র বসু, সুনীতিমালা ১ম ভাগ সি কে বিদ্যালঙ্কার, বোধসোপান [সংশোধিত] কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশিক্ষা [সংশোধিত] কে সি ব্যানার্জি, আদর্শনীতি ১ম ভাগ সংশোধিত এস দেবী, নীতিমঞ্জরী ২য় ভাগ (সংশোধিত] এন এন চাটার্জি, শিক্ষা সোপান ২য় ভাগ [সংশোধিত] লাল মোহন বিদ্যানিধি, সাহিত্যশিক্ষা ১ম ভাগ [সংশোধিত] মোজাম্মেল হক, সাহিত্য সোপান [সংশোধিত] ভুবন মোহন ঘোষ, সাহিত্য মুকুল ১ম ভাগ সংশোধিত হরিচরণ বন্দ্যো, নীতিপথ গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য মঞ্জরী যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী উপক্র সাহিত্য বোধ গণপতি চক্রবর্ত্তী রঘুবর আকবলরেখা থাকুন

হিন্দী—ভাষাবোধ ৩য় ভাগ বিহারী লাল চৌবে কৃত, বালবোধ রামদীন সিংহ উপক্র সাহিত্য পুস্তক ম্যাকমিলান কোঃ প্রকাশিত।

উর্দ্দু—তালিমউল আংকল জামির ১ম ভাগ মহম্মদ হবিবুল্লা, উর্দ্দু রীডার ১ম ভাগ [উর্দ্দু বানান শিক্ষাসহ] হাফিজ জালালুদীন আহম্মদ।

উড়িয়া—সাহিত্য মঞ্জরী শ্রীমতী অবন্তি দেবী মধুসূদন রাও

পাটীগণিত

হিন্দী—এলিমেন্টস অফ এরিথমেটিক ২য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত ।০; পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস এম এ ৷৵০

উর্দ্দু—আতালিকি হিসবান ১ম ভাগ আহমদ আলি খাঁ ।০, পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস এম এ ৷৹০

ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি

বাঙ্গালা—৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের যে সকল পুস্তক তাহাই। এতদ্ভিন্ন ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি উপক্র জ্ঞ কেদার নাথ দত্ত ৵০ সহজ পরিমিতি উপক্র জ্ঞ নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জি ।০, উপক্র পরিমিতি লংম্যান গ্রীন প্রকাশিত ।০, শিশুরঞ্জন ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সুখরঞ্জন বসু ৵০।

উড়িয়া—৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের তায়; তদ্ব্যতীত সহজ পরিমিতি ও ব্যবহারিক জ্যামিতি উপক্র জ্ঞ উমেশচন্দ্র বসু কৃত ৵০

ইতিহাস—৵০

বাঙ্গালা—শিশুপাঠ্য বঙ্গদেশের ইতিহাস ঈশান চন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক পাঠ ম্যাকমিলান কোঃ প্রকাশিত, বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] রজনীকান্ত গুপ্ত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] রাজকৃষ্ণ মুখার্জি কৃত, শিশুরঞ্জন বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] শশধর সেন; বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ হরনাথ বসু, সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার ইতিহাস সংশোধিত নীলমণি মুখার্জি, বঙ্গদেশের ইতিহাস বি ধর, শিশুবোধ বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো, বঙ্গের ইতিহাস প্রাচীন ও নূতন মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং মতিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত।

হিন্দী—হিষ্টরী রীডার উপক্র, বাঙ্গালার ইতিহাস ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ঐ গোকর্ণ সিংহ উপক্র হিষ্টরী রীডার [কাবেরী] ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উর্দ্দু—উপক্র হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত

উড়িয়া—উপক্র হিষ্টরী রীডার অভিরাম ভঞ্জ

ভূগোল

বাঙ্গালা—ভূগোলপাঠ ১ম ভাগ [সংশোধিত], এস বি চাটার্জি ৵১০, ভূগোল বিবরণ উপক্র ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৵১০, শিশুপাঠ্য ভূগোল বিবরণ ঈশানচন্দ্র ঘোষ ।০, ভূগোলপ্রসঙ্গ [সংশোধিত] হরনাথ বসু ৵১০; উপক্র ভূগোল রীডার আর এন ঘোষ ৵০, ভূগোলপাঠ ১ম ভাগ [সংশোধিত] বি কি এণ্ড সন ৵০, ভৌগোলিক পাঠ ১ম ভাগ [সংশোধিত] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০, ভূগোল বিবরণ [সংশোধিত] শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০

হিন্দী—ভৌগোলিক রীডার উপক্র ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৵০, ঐ ঐ ৵০, এলেমেন্টারী ভৌগোলিক রীডার ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৵০, জিওগ্রাফিক্যাল রীডার আর এন ঘোষ ৵০

উর্দ্দু—উপক্র জিওগ্রাফিক্যাল রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৵০

উড়িয়া—উপক্র জিওগ্রাফিক্যাল রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৵০ উপক্র জিওগ্রাফি অভিরাম ভঞ্জ কৃত ৵০।

বিজ্ঞান

বাঙ্গালা—বিজ্ঞানপাঠ উপক্র ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০ উপক্র বিজ্ঞানরীডার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ গিরীশচন্দ্র বসু কৃত ।৵০ উপক্র বিজ্ঞানরীডার ঐ কৃত ।০ বিজ্ঞানমালা (সংশোধিত) শশধর সেন কৃত ।০ উপক্র বিজ্ঞান পাঠ সারদাপ্রসন্ন দাস কৃত ।০

হিন্দী—বিজ্ঞানরীডার উপক্র ম্যাকমিলান কোং ।৵০ ঐ (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) জি সি বসু কৃত ।৵০

উর্দ্দু—উপক্র বিজ্ঞান রীডার ৵০

উড়িয়া—উপক্র বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত

English (optional subject).

For Class VII (A) of High Schools and III of Middle Schools.

Anglo-Bengali King Reader, No Macmillan & Co. As 4

Indian Standard Readers, Book No I. Blackie & Son 6d.

Second Book of Reading (revised). Lethbr and Saiogue. As 5

The New Indian Reader, Ist Book (Anglo-Bengali). S C Auddy & Co. As 4

King Reader No. I, (Anglo-Uriya), Macmillan & Co. As 4

Anglo-Hindi King Reader I. Ditto As 4

Anglo Urdu King Reader I. Ditto As 4

For Class VII B of High Schools & IV of Middle Schools.

Child's English Primer. [revised]. C Ghose As 3

Anglo-Bengali King Primer Macmillan & Co. As 3

Anglo-Bengali Primer Blackie & Son 3d

King Primer, [Anglo-Hindi] Macmillan & Co. As 3

English Primer P N Mahalanobis As 3

Anglo-Bengali Primer "Oriel" As 3

English Reader for United Provinces of Agra and Oudh. Primer: English—Urdu-Hindi. Macmillan & Co As 3

First Book of Reading revised. Lethbridge and Sircar As 3

New English Primer, revised [Anglo-Bengali]. K B Basu and G D Banerjee. As 3

King Primer [Anglo-Uriya] Macmillan & Co. As 3

Anglo-Urdu King Primer Macmillan & Co. As 3

English Primer for Indian School revised, [Anglo Bengali.] Charu Chandra Mitra. As 2

১ম ও ২য় মান

১৯০৯-৩ ১৯১০ সালের ২য় মানের জন্য (কেবল ১৯১০ সালের ১ম মানের জন্য)

বিজ্ঞান

বাঙ্গালা ৶০—নিম্ন প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পাঠ ম্যাকমিলান প্রকাশিত, নিম্ন প্রাইমারী রীডার জি সি বসু কৃত, বিজ্ঞান পাঠ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ... চন্দ্র ঘোষ, বিজ্ঞান শিক্ষা নিম্ন অম্বিকা ... মুখার্জ্জি কৃত, শিশুবিজ্ঞান নিম্নাঙ্গ ... কৃত, বিজ্ঞান শিক্ষা [সংশোধিত] সুরেন্দ্র ... গাপাধ্যায়, বিজ্ঞান প্রবেশ কর্ণেল কে পি ... টি এন মুখো, বিজ্ঞান পাঠ আর বি

হিন্দী—সায়েন্স রীডার এল পি ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৴০, ঐ [নাগরী] জি সি বসু ।৴০, ঐ [কায়েতি] জি সি বসু ।৶০, এল পি সায়েন্স রীডার ত্রিবেদী এবং ঘোষ ।৴০.

উর্দ্দু—এল পি সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৴০

উড়িয়া—এল পি সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৶০, নিম্ন প্রাথমিক বিজ্ঞানপাঠ জি সি বসু কৃত ৶০

পাটীগণিত

বাঙ্গালা—সংক্ষিপ্ত শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় ভাগ কে পি বসু ।০, গণিত পাঠ ১ম ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জ্জি ৶০, শিশুগণিত কে সি ব্যানার্জ্জি ৶০, গণিত প্রবেশ রামদয়াল চাটার্জ্জি ৶০, গণিত বিনোদ (সংশোধিত) এস পি দাস ।০. পাটীগণিত ১ম ভাগ টি কে মজুমদার ৶০, সরল পাটীগণিত ১ম ভাগ জে সি চক্রবর্ত্তী ৶০, অঙ্ক শিক্ষা এম এন গুহ ।০, শিশুশিক্ষা পাটীগণিত নিম্ন অঙ্ক এন ডি ব্যানার্জ্জি ।০, শিশুবোধ পাটীগণিত ১ম ভাগ কেদারনাথ দত্ত ৶০, প্রথম শিক্ষা পাটীগণিত বসন্তকুমার বসু ।০, গণিতাঙ্কুর এম এন চক্রবর্ত্তী ।০, শিশু পাটীগণিত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ৶০; শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় ভাগ কে পি বসু ॥, নিম্নগণিত শিক্ষা টি সি বসু চৌধুরী ৶০ নবগণিতপাঠ (সংশোধিত) এম এন গুহ ।০, প্রথম শিক্ষা পাটীগণিত গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ৶০, সচিত্র পাটীগণিত (সংশোধিত) কে পি চটরাজ ৶০, শিশুগণিত সোপান, (সংশোধিত) ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী প্রকাশিত ৶০. নিম্ন পাটীগণিত আশুতোষ বন্দ্যো কৃত ৶০, সংক্ষিপ্ত গণিতসার (সংশোধিত) পদ্মলোচন ঘোষ এবং দুর্গানাথ ঘোষ ।০ গণিত প্রকাশ ১মভাগ অম্বিকাচরণ বসু কৃত।

হিন্দী—নিম্ন পাটীগণিত ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৴০, অঙ্ক গণিত ১ম ভাগ খড়গবিলাস প্রেস ।৴০, এলিমেণ্টস অফ এরিথমেটিক রামানন্দ সিংহ ।৴০, পাটীগণিত ১ম ভাগ টি সি লুইস ।০, মানস গণিতমালা ইন্দ্রলাল ৶০, সংক্ষিপ্ত শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় ভাগ কে পি বসু ।৴০

উর্দ্দু—নিম্ন পাটীগণিত ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৶০,

উড়িয়া—অঙ্কপুস্তক মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত ৶০, প্রাথমিক অঙ্কশিক্ষা সেখ মা ... ৶০,

কেবল শিক্ষক দিগের জন্য

জুনিয়র টীচার্স ম্যানুয়েল, বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ডাইরেক্টার স্কুল ডু ইং ১ম পুস্তক ই বি হ্যাভেল, বঙ্গীয় কিণ্ডার গার্টেন কে পি বসু ॥০ পত্র ও দলিলাদির আদর্শ ১ম ভাগ পি এন কালী ৴১০,

[১৯০৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত]

তৃতীয় বার্ষিক শিশু শ্রেণী

বাঙ্গালা (মূল্য ৶০)—সোপান গঙ্গাধর সেন, গদ্যপদ্য ২য় ভাগ (সংশোধিত) রাম মোহন রায় বাদে এস কে দেবী, সরল নীতি পি কে গুহ, প্রবেশিকা এস এন গোস্বামী, নবপাঠ ১ম ভাগ কে কে ভট্টাচার্য্য, গদ্যপদ্য ১ম ভাগ (সংশোধিত) এস কে দেবী, নবশিক্ষা এস বি চাটার্জ্জি, পরিমল পাঠ ১ম ভাগ এ সি দত্ত, হিতোপদেশ ঈশান চন্দ্র ঘোষ, সচিত্র শিশুপাঠ চন্দ্রনাথ বসু, সরল পাঠ ৩য় ভাগ জগবন্ধু মোদক, সরল শিশুপাঠ (সংশোধিত) এস এন ব্যানার্জ্জি, সরল পাঠ এন সি মুখার্জ্জি. সুনীতি পাঠ গঙ্গাচরণ ব্যানার্জ্জি, শৈশব বিনোদ জি সি ভট্টাচার্য্য, সরল পাঠ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দী—হিন্দী রীডার নং ২ সাহেব প্রসাদ সিংহ ৶০,

উর্দ্দু—উর্দ্দু আমোজ ১ম ভাগ হাকিজ মহম্মদ ওয়ালি হয়দার ৴০,

উড়িয়া—শিশুবোধ আর্ত্তবল্লভ ঘোষ ৵০,

শিশু শ্রেণীর জন্য

বাঙ্গালা (মূল্য ৴০)—বাল্যপাঠ গোপাল চন্দ্র বন্দ্যো, বর্ণ শিক্ষা নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জ্জি, প্রথম শিক্ষা টি এন মুখার্জ্জি, সচিত্র বর্ণবোধ ১ম ও ২য় ভাগ স্বর্ণকুমারী দেবী, বর্ণমালা ও বানান শিক্ষা দুর্গাকুমার অধিকারী; সচিত্র বর্ণ ও বানান শিক্ষা শশধর সেন, বর্ণপরিচয় নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাল্য শিক্ষা রামসুন্দর বসাক বালক পাঠ জি সি ব্যানার্জ্জি, সরল বর্ণ শিক্ষা মতিলাল দত্ত, লেখা পড়া এন সি চক্রবর্ত্তী, প্রথম পাঠ সিরাজ ভাই বাদ প্রফুল চন্দ্র বন্দ্যো কিণ্ডার গার্টেন প্রাইমারী এস বি চাটার্জ্জি, সরলপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ জগবন্ধু মোদক, বর্ণবোধ [সংশোধিত] রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা [সংশোধিত] মোজাম্মেল হক, নূতনবাল্যপাঠ [সংশোধিত] ১৮ পৃষ্ঠায় "পঞ্চানন" শব্দ বাদ মতিলাল চক্রবর্ত্তী, বর্ণবোধ [সংশোধিত] নীলমণি মুখার্জ্জি, প্রথম শিক্ষা-রাধিকামোহন বসাক; সরল শিক্ষা ২য় সংস্করণ পদ্মলোচন ঘোষ, সচিত্র প্রথমপাঠ [সংশোধিত] চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষর পরিচয় [সংশোধিত] রামদয়াল চাটার্জ্জি সচিত্র শিশুপাঠ পি এন কালি, শিশুতোষ

মনোমোহন সেন, বানান শিক্ষা [সংশোধিত] এস কে মিত্র, বালবোধ [সংশোধিত] এইচ কে গাঙ্গুলী, বাল্য শিক্ষা করুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, নবশিশু শিক্ষা আর এম সেন, সচিত্র বর্ণ-পরিচয় [সংশোধিত] এস পি দাস, সচিত্র ভিক্টোরিয়া বর্ণ শিক্ষা কে এন গাঙ্গুলী, বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় ও বানান পুস্তক আর এন ঘোষ নূতন বাল্য শিক্ষা [সংশোধিত] এস সি বসু।

হিন্দী মূল্য /০—সচিত্র বর্ণপরিচয় মথুরানাথসিংহ বর্ণ শিক্ষা গোকর্ণ সিংহ, সচিত্র বর্ণ ও শব্দ নির্ম্মাণ শিক্ষা শশধর সেন, সচিত্র বর্ণ পরিচয় পেমান পাণ্ডে বর্ণবোধ ১ম ভাগ হরনাথ প্রসাদ ক্ষেত্রি, ভালোকার পণ্ডিত বিহারী লাল চৌবে, শিশুবোধ দেবকীনন্দন সহায়, বর্ণমালা ও বাক্যবিন্যাস ম্যাকমিলান প্রকাশিত বর্ণ ও বানান শিক্ষা যশোদা নন্দন চৌবে, স্ত্রীশিক্ষা ১ম ভাগ সাহেব প্রসাদ সিংহ পহরাপ্রকাশ শুমরান লাল, বালকেলি বেণীমাধব ত্রিপাঠী, বর্ণ পরিচয় প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র।

উর্দ্দু—তালিম ই আজিব মহম্মদ হবিবুল্লা /১০

উড়িয়া—বর্ণবোধ মধুসূদন রাও /০

কেবল শিক্ষকদিগের জন্য

আদর্শ চিত্রাবলী ১ম ও ২য় ভাগ শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৵১০, প্রাথমিক অঙ্ক শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ সন্তোষ কুমার দাস।০ কিণ্ডার গার্টেন ম্যানুয়েল [বাঙ্গালা] এস বি চাটার্জ্জি /০ হিন্দী কিণ্ডারগার্টেন ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ রামদিন সিংহ /০ কিণ্ডার গার্টেন ও বস্তু বিজ্ঞান ১ম ভাগ [সংশোধিত] সোম এবং দাস।০ সচিত্র সহজ বালিকা ড্রিল ও ব্যায়াম [সংশোধিত] জি সি কারফরমা ৵০ ড্রইং শিক্ষক [সংশোধিত] যতীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ।০ ওরিয়েণ্টাল স্কুল ড্রইং বুক ২য় ভাগ ই বি হ্যাভেল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ইংরাজী সন ১৯১১ সাল হইতে সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের অধীনে গৃহীত সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার প্রথম দিবসীয় প্রশ্নপত্র সমূহ মাত্র দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক।

আগামী ১৩১৬ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার (ইংরাজি ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯১০) হইতে ৪ দিবস (বৃহস্পতিবার হইতে সোমবার পর্য্যন্ত) সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

২০শে অগ্রহায়ণ ইংরাজি ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ২৲ টাকা শুল্কের সহিত আবেদন করিতে হইবে। ইহার পর মাঘ মাসের ১লা তারিখ ইংরাজি ১৪ই জানুয়ারি ১৯১০ পর্য্যন্ত ২॥০ টাকা পরীক্ষার শুল্ক দিতে হইবে। তাহার পর আর আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

আবেদনপত্রের ফরমের জন্য ৭ই নবেম্বরের মধ্যে আমার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

আগামী ১৩১৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন [ইংরাজি ১৯১০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি] বুধবার ও তৎপর দিবস সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

১৮ই অগ্রহায়ণ ইংরাজি ১৯০৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যে ছাত্রগণ যে সভায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন সেই সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইহার পর আর আবেদন গৃহীত হইবে না।

যে অধ্যাপকের যত আবেদনপত্রের প্রয়োজন হইবে তাঁহাকে, যে সভার অধীনে তিনি ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, সেই সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ১৪ই আশ্বিন ইংরাজি ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে তত খানা ফরমের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এবং সম্পাদক মহাশয় যথাসময়ে ফরম গুলিও তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম এ,
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত
পরীক্ষার সম্পাদক।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই-

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

F A fourth master for the Somra D C H E school pay Rs 25 per month. Apply sha p Somrh po. Hooghly

A private tutor F A for four children at Barrackpur on Rs 15 per month and free lodging and boarding Apply to Babu Mahendra Nath Mukherji N J valetta and Co 5 Garstins place, Hare street Calcutta

An F A passed IId master for the Lakshmipur M E school on the salary of Rs 25 a month, the IId master should be a Kaisthya or a Mahisya or a Mahomedan. He should get free board and lodging. The place is very healthy close to the Railway station Kamarpara [E B S R]. Apply copies of testimonials Secretary Lakshmipur M po Kamarpara [Rungpur]

একজন বি কোর্স গ্রাজুয়েট। শ্রীখণ্ড হাই স্কুল। ৪০৲ টাকা কাটোয়ার নিকট, জেলা বৰ্দ্ধমান।

(উদ্ধৃত)

৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক বাবু যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ্য রূপে তাঁহার শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না দেহ স্বভাবতঃ সবল ও ও সুস্থ ছিল। উক্ত শুক্রবার রজনীযোগে তাঁহার ভবনে মিত্র-ভোজন হইবার কথা। বৈকালে আয়োজন হইতেছিল, যোগেন্দ্র নাথ স্বয়ং একটি লোক সঙ্গে করিয়া উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন খাদ্য কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় হ্যারিসন রোডের এক খানি দোকানে বসিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার একবার মাথা ঘুরিয়া পড়ে, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন তৎক্ষণাৎ গাড়ি ডাকাইয়া গাড়িতে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে আসিতে থাকেন। কৃষ্ণদাস পালের প্রতিমূর্ত্তির কাছে গাড়ি পৌঁছিলে, তাঁহার বক্ষে একটা বেদনা অনুভূত হয়, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। চাঁপাতলার দীঘির নিকটে গাড়ি পৌঁছিলে, আবার তাঁহার মাথা ঘুরিয়া পড়ে

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের রামহরি ঘোষের লেনের মধ্যে তাঁহার বাড়ী; গাড়ি সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে উচ্চকণ্ঠে "দীনেশ নামুন" বলিয়া ঃ

... ডাকেন, ধীরেন্দ্র নাথ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র; পুত্রের গলা জড়াইয়া ক্ষণকাল তিনি নীরব হইয়া থাকেন, তাঁহার নেত্র যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আইসে, দুই বিন্দু অশ্রু ধীরেন্দ্রের মস্তকে পতিত হয়; তাহার পরেই যোগেন্দ্রনাথের শেষ নিশ্বাস বহির্গত!

বাবু যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিশুর যখন ছয় মাস বয়ঃক্রম, তৎকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। নয় বৎসর বয়সের সময় তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতৃব্য ৺প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের চাঁপাতলার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন, ১২৮২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসম্বিলিজ কলেজে এফ্. এ. শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন, পঠদ্দশা হইতেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ জন্মিয়া ছিল; ১৯ বৎসর বয়সের সময় সুধাকর নামে তিনি এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন, ১২৮৫ সালে কল্পনা নামে তিনি আর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন, জাতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে তিনি ক্রমান্বয়ে ২৪ খানি উপন্যাস পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সকল গুলিই সুপাঠ্য তন্মধ্যে "কোণে বৌ" ও "খুড়িমা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সাহিত্যের সেবা ব্যতিরেকে যোগেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে অনেকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল। পর দুঃখ কাতরতা ও পর উপকার ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কেহ বিপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দৈহিক সামর্থ্যে তিনি যথাসাধ্য উপকার করিতেন। যাঁহাদেরই মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন। বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ বন্ধুলোকের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি আত-কম দুই হাজার শবদাহ করিয়াছেন সে বিষয়ে তিনি জাতি-বিচার করিতেন না। প্লেগ ও বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে যাঁহাদের মৃত্যু হয়, অনেকে তাহাদের দেহ স্পর্শ করিতে ভয় করে কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে সেই সকল শবদেহ স্কন্ধে লইয়া নিমতলার শ্মশান ঘাটে আসিয়া সৎকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যত্নে বেওয়ারিশ ভিখারী ফকিরেরও সদগতি হইয়াছে। তাদৃশ উদার প্রকৃতি সহৃদয় বন্ধু বৎসল পরউপকারী নির্ম্মল স্বভাব সজ্জন বন্ধু অধুনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়াযায়।

৫০ বৎসর বয়সে গৃহস্থজীবনে তিনি সমধিক সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা কায়মন বাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। তদীয়সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যশের সহিত বিবিধ রোগের সুচিকিৎসা করিতেছেন, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতৃ নামের গৌরব রক্ষা করেন ইহাও আমাদের একান্ত প্রার্থনা। (জন্মভূমি ১৬ শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা)

নদের চাঁদ ঘাট।

যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা উপবিভাগে "নদের চাঁদ ঘাট" একটী ক্ষুদ্র পল্লী। পূর্ব্বে গ্রামের অন্য নাম ছিল। শুনা যায় যে অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে নদেরচাঁদ নামক একজন নমঃশূদ্র যুবক বাস করিত। তাহার সংসারে থাকার মধ্যে ছিল বৃদ্ধমাতা ও একমাত্র নবপরিণীতা তরুণী ভার্য্যা—আর কয়েক বিঘা খামার জমী।

ভিন্ন গ্রামে নদের চাঁদের এক বন্ধু ছিল—তার নাম রামতনু—সেও নমঃশূদ্র জাতীয় এবং তার অবস্থাও ভাল ছিল। ফসল উঠিয়া গেলে দুই বন্ধুতে মিলিয়া বৎসরের অবশিষ্ট সময় নানা রূপ আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিত।

একবার ফসল উঠিয়া গেলে দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইল।

মাসের পর মাস; বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, কিন্তু বন্ধুদ্বয় ফিরিয়াও আসিল না কিম্বা তাদের কোন খোঁজ খবরও পাওয়া গেল না।

বন্ধুদ্বয় বাটী হইতে বহির্গত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক কামরূপ কামাখ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কামরূপের মিশমী জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের তুকতাক্ মন্ত্র তন্ত্রে অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তাহারা সুন্দর মানুষ পাইলেই ভেড়া করিয়া রাখিত, আর কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞায় ইচ্ছামত যে কোন জীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিত। নদের চাঁদ ও রামতনু তিন বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ এই অসাধারণ স্ত্রীলোকদিগের সাহচর্য্যে থাকিয়া অনেক তন্ত্র মন্ত্র গুণ জ্ঞান শিখিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নদের চাঁদ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে জানিতে পারিয়া পাড়াপড়সী বন্ধুবান্ধবগণ দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। নদেরচাঁদ ও নানা দেশের নানাকথা সত্য মিথ্যা রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া দিল। সে যে কামরূপ গিয়া ইচ্ছানুরূপ জীবজন্তুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছে কথায় কথায় সে কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। উপস্থিত সকলে এক বাক্যে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহাকে কোন একটী জন্তুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের বিস্ময় দূর করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু—তার গুরুর আজ্ঞা—'বিনা কারণে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিও না—তাহাতে অমঙ্গল হইবে।' অতৃপ্ত কৌতুহল প্রতিবেশিবর্গ যে যার বাড়ী চলিয়া গেল।

নদের চাঁদের ভার্য্যা রাত্রে ধরিয়া বসিল—'তোমাকে কাল কুম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিতেই হইবে' নদের চাঁদ প্রথমে ওজর আপত্তি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আপত্তি কতক্ষণ? আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের উপরোধে যা' হয় নাই তরুণী ভার্য্যার এক জিদেই তাহা হইয়া গেল। স্থির হইল, রজনী প্রভাতেই নদের চাঁদ কুম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইতে না হইতেই বিদ্যুৎ বেগে এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, আর দলে দলে কৌতুহলী পল্লীবাসী আসিয়া নদের চাঁদের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই বার নদের চাঁদ স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে একটী জলপূর্ণ ঘট হস্তে লইয়া প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া ঠিক মধ্যস্থলে সেই জলঘট রাখিয়া দিল এবং সেই ঘটের জল মন্ত্রপূত করিয়া উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কামাখ্যাদেবীর আজ্ঞায় মন্ত্র জপিয়া আমি এখনই প্রকাণ্ড কুম্ভীর দেহ ধারণ করিব—তোমাদের দেখার সাধ মিটিলে এই ঘটের পড়াজল সেই কুম্ভীরের গায় ছিটাইয়া দিও—তাহা হইলে আমি আবার মানুষ হইব। কিন্তু সাবধান দেখিও যেন এই জল কোন রূপে মাটিতে না পড়ে। জল মাটিতে পড়িলে কিন্তু এ জীবন আমার কুম্ভীর দেহ লইয়াই কাটাইতে হইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে জল নষ্ট হইয়া যায় তবে আমার বন্ধুকে সংবাদ দিও। সাত দিনের মধ্যে আমার বন্ধু আসিলেও আমি মুক্ত হইব—নচেৎ এই শেষ।" মুখের কথা মুখে থাকিতে না থাকিতেই মানুষ নদের চাঁদ প্রকাণ্ড দেহ কুম্ভীর হইয়া পড়িল। অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী বিস্ময় স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলেই সেই বিস্ময় স্থলে বিষম ভীতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভয়ঙ্কর

কুম্ভীর দেখিয়া—যে যে দিক দিয়া পারিল পলাইতে লাগিল—আর নিয়তি চক্রের অদৃশ্য আবর্ত্তনে কোন পলায়মান ব্যক্তি বিশেষের ভীত ত্রস্ত পাদতাড়নে সেই মন্ত্রপূত জলঘট দূরে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সমস্ত জল মাটীতে পড়িয়া গেল। নদের চাঁদের মাতা ও স্ত্রী হাহাকার করিয়া উঠিল, কিন্তু আর উপায় নাই!

পাড়াপড়সী যাহারা আমোদ দেখিতে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল এ বিপদের সময় তাহারা মুহূর্ত্ত মাত্র সেখানে দাঁড়াইল না। সে দিন এ ভাবেই কাটিল। পরদিন রামতনুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্য—রামতনু তিন দিনের পথ শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল—তাহার দেখা পাওয়া গেল না। বন্ধুর আশাপথ চাহিয়া কুম্ভীর নদেরচাঁদ কয়েক দিন পর্য্যন্ত নিজ প্রাঙ্গনেই পড়িয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তম দিনের রাত্রিকাল অতীত হইল—গভীর বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অভিশপ্ত নদেরচাঁদ অষ্টম দিনের প্রারম্ভ হইতে না হইতেই গ্রামপ্রান্তবাহিনী বারশিয়া নদীতে গিয়া পড়িল। মাতার স্নেহ, স্ত্রীর সোহাগ—সব ফুরাইল। গুরু বাক্যলঙ্ঘন মহাপাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত।

রজনী প্রভাতে বন্ধুর অমঙ্গল আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত রামতনু আসিয়া উপস্থিত হইল—কিন্তু আর আসিয়া কি হইবে? সপ্তম দিন ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নদেরচাঁদের দশা দেখিয়া বন্ধুগত প্রাণ রামতনু কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু বৃথা সে কান্না!

ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় মর্ম্মপীড়িতা নদের চাঁদের হতভাগিনী স্ত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইল। আর নদের চাঁদের মাতা অন্ধের নড়ি, প্রাণ পুত্তলি একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া তার যা' অবস্থা হইল তা" বাস্তবিকই অবর্ণনীয়। নিশি দিন জ্ঞানে অজ্ঞানে, শয়নে স্বপনে একতান—"ও নদে আয়, ও নদে বাড়ী আয়।" বলিয়া অতি করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। সে আর বাড়ী আসিল না। তখন বৃদ্ধা তাহার পুত্র নদের চাঁদ নদীর যে ঘাটে থাকিত সেই ঘাটের উপরে এক বৃহৎ বট বৃক্ষতলে ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। বৃদ্ধার যে জমি জমা ছিল তাহা গ্রামের কোন সহৃদয় কৃষককে দান করিল। কৃষক তদ্বিনিময়ে বৃদ্ধার সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার কুলাইত। বৃদ্ধা এই কুটীর হইতে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লইয়া ঘাটে গিয়া 'ও নদে আয় আয়—বলিয়া ডাকিতেই প্রকাণ্ড দেহ, কুম্ভীর ভুস করিয়া ভাসিয়া উঠিয়া একেবারে ঘাটে আসিয়া সেই অন্ন ব্যঞ্জন পরম পরিতোষসহকারে ভোজন করিয়া আবার জলে চলিয়া যাইত। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা এইরূপ চলিতে লাগিল।

মাতৃ-হস্ত প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভিন্ন নদের চাঁদ জলের সামান্য পোকা মাকড়টা পর্য্যন্তও স্পর্শ করিত না। সে ঘাটে সর্ব্বদা বহু লোক ও পশু পাল স্নান ও জল পানাদি করিতে আসিত কিন্তু সে কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট করা দূরে থাকুক বরং নদীর সেই বাঁক্ হইতে ভীষণ জল জন্তুদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়া পল্লীর মনুষ্যাদির মহোপকার সাধন করিত। পল্লীর লোক নদের চাঁদ ও তাহার বৃদ্ধামাতাকে বড়ই ভালবাসিত ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিত।

সময়ে কুম্ভীর নদের চাঁদের অশ্রুতপূর্ব্ব উপাখ্যানের সহিত তাহার সদ্ভাবের কথা পল্লী হইতে পল্লীতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। আর দলে দলে দেশবিদেশের লোক তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। লোকসমাগম হেতু ক্রমে বারাশিয়া নদীর সেই নগণ্য ঘাট 'নদের চাঁদ ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। ঘাটের নাম প্রাধান্যে গ্রামের নাম ডুবিয়া গেল। লোকে গ্রামের পূর্ব্বনাম ভুলিয়া গিয়া সমগ্র গ্রাম খানিকে "নদের চাঁদ ঘাট" নামে অভিহিত করিয়া ফেলিল, এইরূপে মানবী মাতা ও জল-জীব পুত্রের সংসার সুখে দুঃখে একরূপ চলিয়া যাইতে ছিল।

বৃদ্ধার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ তাই বুঝি ভগবানের চক্রে কোথা হইতে কয়েকখানি মেড়ুয়াবাদীর নৌকা আসিয়া নদের চাঁদ ঘাটে নঙ্গর করিল। অভ্যাস বশতঃ নদের চাঁদ সে দিন অপরাহ্নে নদীর তীরের উপর যদৃচ্ছা বেড়াইতে ছিল। মেড়ুয়াবাদীরা দেখিল প্রকাণ্ড কুম্ভীর; তাহারা বর্শা ও টাঙ্গী প্রহারে নিরীহ কুম্ভীরের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। ঘাটের লোক চীৎকার করিয়া নিষেধ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা গ্রাহ্যই করিল না। সে চীৎকারধ্বনি নদের চাঁদের মায়ের কর্ণে পৌঁছিবামাত্রই সে কুটীর হইতে বাহির হইয়া দেখিল তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষত নদের চাঁদকে তীরে আনা হইলে মাতৃ চরণে মস্তক রাখিয়া সে সজ্ঞানে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। বৃদ্ধাও অল্পকাল মধ্যে দেহত্যাগ করিল।

নদের চাঁদের কুম্ভীরদেহ অণুপরমাণুতে লয় হইয়াছে। তাহার গৃহাদি কালের তীব্র প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানে না, কিন্তু তাহার স্মৃতি এখনও গ্রাম্য বালক বালিকা পল্লী যুবতী ও বয়োবৃদ্ধাদিগের হৃদয়ে সমাহিত রহিয়াছে। নদের দুরদৃষ্ট কাহিনী শুনিতে শুনিতে এখনও তাহাদের নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া আইসে।

ঝোড়ের মানসীতে শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৬৯২	শ্রীযুক্ত বাবু হেঃ মাঃ বড় বেলুন মইং স্কুল	৩১।৮।১০
৫৮০	„ জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, হেঃ পঃ সুখপুকুরিয়া মইং স্কুল	ঐ
১৪৪৩	„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পঃ গোপালপুর	ঐ
১৪৪৪	„ মহেন্দ্র নারায়ণ মোহন্ত, ভোটমারী	ঐ
৩৬৯	„ কালীপদ চৌধুরী হেঃ মাঃ শুশুনদিঘী মইং স্কুল	ঐ
৬৬৮	„ রসরাজ মজুমদার, হেঃ পঃ পতিরাম স্কুল	ঐ
৫১৮	„ উপেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ, রাঘবাশ্রম	ঐ
৭০৫	„ অর্জ্জুন চন্দ্র দাস, হেঃ পঃ সুবিল মইং স্কুল	ঐ
১৪৪৫	„ মোহিনী মোহন নন্দী, সাদীয়া চাঁদপুর	ঐ
১৪৪৬	„ শিশির কুমার গঙ্গোপাধ্যায় খালিয়া	ঐ
৭১৭	„ এইচ, সি, মজুমদার. কলিকাতা	ঐ
১৪৪৭	„ ছাত্রবৃন্দ, বিভীষণপুর মইং স্কুল	ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*,

জেলা হাওড়া, খালনা মইং স্কুলে ট্রেনিং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নু হেঃ পঃ। বেতন ১৪৲ টাকা আপ্রা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ খাল্‌না, হাওড়া।

মোকামতলা মইং স্কুলে একজন নু দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ও এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন যথাক্রমে ১৫৲ ও ২০৲ টাকা। হেড পণ্ডিত বাসা ও খোরাক পাইবেন। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন পোঃ মোকামতলা।

জেলা ঢাকা শেলিরবাগ এণ্ট্রান্স স্কুলে যোগ্যতা অনুসারে মাসিক ১৫,—২০ টাকা বেতনে এক জন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিকপণ্ডিত। দুই বৎসর টিকিয়া থাকিতে হইবে। পোঃ বহর জেলা ঢাকা।

দ[illegible]গ্রাম মইঃ স্কুলে মাসিক ২২ টাকা বেতনে [illegible]

জেলা পাবনা নাটুয়ার পাড়া মইঃ স্কুলে এফ এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫৲ টাকা ব্রাহ্মণ কিম্বা মুসলমান চাই। মুসলমান হইলে আবা। এবং ব্রাহ্মণ হইলে কেবল বাসস্থান। পোঃ কাজীপুর সিরাজগঞ্জ।"

জেলা হুগলী, বাঁশবাসিনী মইঃ স্কুলে একজন নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা প্রাইভেট পড়ান মিলিতে পারে। মাহিষ্য হইলে ভাল হয়। হেঃ মাঃ নিকট আবেদন করুন।

জুহুহার মইঃ স্কুলে হেঃ মাঃ। এফ এ পড়া মাইনার স্কুলে হেড মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছি এরূপ একজন কায়স্থ শিক্ষক বেতন মাসিক ১৮৲ হইতে ২৫ টাকা। পোঃ মৈশানী গ্রাম জুহুহার জেলা বরিশাল।

এফ এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২০৲ হইতে ২৫৲। ২২শে আশ্বিনের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। ভাদ্রা পোঃ, ময়মনসিংহ।

ফরিদপুর জিলাস্থ ইশিবপুর মইং স্কুলে (সমাজ ইশিবপুর পোঃ) জন্য জনৈক এফ এ পাশ হেঃ মাঃ বেতন আহারীয় বাদে মাসিক ২৫৲ টাকা।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা হাতের লেখা ভাল একজন ক্লার্ক বেতন ২৫৲ বাঙ্গালা লেখা ভাল একজন ক্লার্ক ১৮৲ বাজার সরকার একজন মোটামুটী সামান্য লেখা পড়া জানা চাই বেতন ১০৲। মিত্র এণ্ড কোঃ সিমলা কলিকাতা।

জেলা ২৪ পরগণা থানা ডায়মণ্ড হারবার সহরার হাট পোঃ বয়দা মইঃ স্কুলে ট্রেনিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৬ টাকা। আবা বাদে ১১ টাকা পাইবেন। পোঃ সহরারহাট ২৪ পরগণা।

জেলা বর্দ্ধমান দাঁইহাট উইঃ স্কুলে নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ড্রইং শিক্ষক। বেতন আপাততঃ পনর টাকা, প্রাইভেট টিউশন মিলে।

শাখাটা মইঃ স্কুলে একজন সেকেণ্ড মাষ্টার। এণ্ট্রান্স ফেল বা পাশ চাই, বেতন ১০ টাকা ও আবা। পোঃ শাখাটা, রংপুর,

তে টারপাড়া উপ্রাঃ স্কুলে মাইনর পাশ, জানকীপুর বোর্ড নি প্রা স্কুলের জন্য মাইনর ও ট্রেনিং পাশ ও নারায়ণপুর নিঃপ্রাঃ স্কুলে ছাত্রবৃত্তিঃ পাশ বা ফেল শিঃ। আরবী পারশী জানা চাই। মুসলমান শিক্ষক বেতন যথাক্রমে ১০৲, ১০৲ ও ৭৲ টাকা [illegible] আবা শ্রী[illegible] [illegible] উপ্রা স্কুল পোঃ নবাবগঞ্জ [illegible]

জেলা ঢাকা ভাটারা সার্কেল স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক এণ্ট্রান্স পাশ অথবা মইঃ উত্তীর্ণ হইয়া এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন এইরূপ একজন শিক্ষক, বেতন ৮ টাকা ও খোরাক। প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৫।৬৲ অতিরিক্ত পাওয়া যাইতে পারিবে। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ গণও আবেদন করিতে পারেন। শ্রীসতীশ চন্দ্র আচার্য্য সার্কেল পণ্ডিত ভাটারা, পোঃ চৌহাট, জেলা ঢাকা।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত খালবোয়ালিয়া মইঃ স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২৫৲ টাকা, পোঃ খালবোয়ালিয়া, জেলা নদীয়া।

গঙ্গাধর দাতব্য ডিসপেন্সরীর জন্য একজন পাশ করা কম্পাউণ্ডার আবাও বেতন মাসিক ৭৲ টাকা অথবা মাসিক বেতন ১১৲ টাকা। শ্রীগঙ্গাধর নন্দ জমিদার পোঃ মুগবেড়িয়া জেলা মেদিনীপুর।

An F A Hd master for Kaunia E N R school (Rangpur) on Rs 25, lodging free, boarding available on tuition.

A Hd Pandit having passed the Normal final Exm and competent to teach boys in the new system on Rs 16 per mensem with free board and lodging Khandarpara po., Faridpur.

A graduate (B course) as a private tutor on Rs 10 besides free board and lodging. Apply to Babu Ramlal Mukerjee Salkia po., Howrah.

A Government passed native Doctor on Rs 20—25 according to qualifications for the Kalia charitable Dispensary po. Kalia, Dt Jessore.

An additional teacher for P J K H E school Ramgopalpur on Rs 10 per month. Quarters free tuition available. Apply to the Hd master.

An F A 4th teacher on Rs 2[illegible] per month for the Dainhat H E school Dt Burdwan.

An F A Hd master for the Dhunat aided M E school on Rs 25 per month besides free board and lodging Kayestha preferred po. Dhunat (Bogra).

A graduate on Rs 50 and a plucked B A on Rs 40 a month strong in Mathematics for the Bezbarua High school D Sibsagar, Assam. Apply [illegible] Bezbarua

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৬৯)

পেচকী তাহা শুনিয়া ভীতা হওত কহিল, তবে এখন আমরা কোথায় গিয়া নির্ব্বিঘ্ন হইব? আমি ত আর অধিক দূর গমন করিতে পারিব না, ভারে আমার শরীর অবনত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভারাক্রান্ত দেহ লইয়া কোন্ পথে কতদূর গমন করিতে হইবে? তাহা শুনিয়া পেচক কহিল, সেজন্য চিন্তা নাই, ভগবান তাহার সদুপায় অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছেন। পারস্যের রাজধানী অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ, শস্যক্ষেত্র ধনধান্যে পূর্ণ বৃক্ষরাজী ফলভরে অবনত, জলপ্রবাহ সকল সসলিলা, সেখানকার কোন একটী উপবনে অবস্থিতি করিয়া আমরা পরম সুখে বহুকাল যাপন করিতে পারিব। আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বৃদ্ধ সুলতান যারপর নাই স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন, বহুকষ্টে তাঁহার রাজ্য রক্ষিত হইতেছে, তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র নবী নৌয়া যৌবনমদে মত্ত হইয়া বাসনাসক্ত হইয়া বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য তাহাদের প্রধান মন্ত্রী বজুর চেমেহার, তাহার অনুগমন করিয়া রাজ্যমধ্যে অরাজকতা আনিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং অচিরাৎ সেই রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, যে রাজ্যে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, তথায় প্রজাবিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, বিরোধ ক্ষেত্রে সকল প্রকার অনিষ্টই সহজে সাধিত হয়, কৃষকগণ রাজকর্মচারীদিগের পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে, তখন কৃষিক্ষেত্র শূন্য পড়িয়া থাকে, শস্যের অভাব জনিত আহারাভাবে জনমানব হাহাকার করিতে থাকে, তাহার পর যদৃচ্ছালব্ধ যৎসামান্য আহারে অতৃপ্ত থাকিয়া জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন মহামারী অবসর পাইয়া সমস্ত রাজ্য আক্রমণ করে, কাল তাহার অগ্রে অগ্রে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনাকীর্ণ গ্রাম নগর শ্মশানে পরিণত করিয়া তুলে, তখন তাহা দেখিয়া পালে পালে শকুনি গৃধিনী শৃগাল, কুকুর সমাগত হইয়া, মৃতদেহ সকলের উপর পড়িয়া টানাটানী করিতে থাকে, সেই ভবিষ্যৎ বীভৎস দৃশ্য আমার নেত্রপথে প্রকাশমান দেখিতেছি, তখন ভয় কি, যখন সে স্থিব শত শত অট্টালিকা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে তখন উপবন পরিত্যাগ করিয়া তাহার কোন একটীতে অবস্থিতি করিয়া নিরাপদে শাবকদিগকে লইয়া দীর্ঘকাল পরমসুখে তথায় বাস করিব। অতএব প্রস্তুত হও, সেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। মন্ত্রিবর এই পর্য্যন্ত কহিয়া কহিলেন যুবরাজ, এই বিহঙ্গমদম্পতি ইহাই কহিয়া ঐ দেখ গমনোদ্যত হইয়াছে।

রাজকুমার পক্ষীদিগের এই ভয়ানক মন্ত্রণার কথা অবগত হইয়া, ভয়ে, দুঃখে, শোকে এবং ক্রোধে অধীর হইয়া চপলার ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাহার পর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া কটিতটস্থ তূণ হইতে শর আকর্ষণ করিয়া, পক্ষী যুগলকে বিদ্ধ করত ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর চিন্তান্বিত অন্তরে কহিলেন, মন্ত্রিবর! আর এই মরুভূমি ছাড়িয়া যাইতে চাহি না, আমার শিবির এই স্থলেই সন্নিবেশিত হউক, আপনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার রাজ্য রক্ষা করুন এবং করজোড়ে আমার হইয়া জনক জননীর পদচুম্বন করিয়া আমূল এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করুন। যে দুর্বৃত্ত পক্ষীদ্বয় আমাদের রাজধানীর এত নিকটে থাকিয়া এই মহারণ্য ধ্বংস করত এখন রাজধানী আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছিল তাহারা আমার হস্তে নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে। তাহার জন্য আর চিন্তা নাই, এখন আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে এই মরুভূমিকে আবার পূর্ব্ববৎ জনসঙ্গমে, বনকাননে এবং জলাশয়ে পূর্ণ করিয়া পিতৃলোকের পুরাতন কীর্ত্তি পুনঃস্থাপন করিব। যদি তাহা করিতে পারি তবেই এ জীবন সার্থক নচেৎ এই মরুভূমিতে জীবনপাত করিব।

রাজ তরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

অতঃপর সে যেমনি শিশুর মুখপানে চাহিয়া ভাবিল আহা না জানি এমন সুন্দর সন্তানকে কোন অভাগিনী জননী ছাড়িয়াছে। অমনি স্নেহের বশে তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিতে লাগিল।

কিন্তু সে আপনাকে নীচজাতি জানিয়া অজ্ঞাত কুল শিশুকে স্তন পানাদি করাইয়া দূষিত করিতে ইচ্ছা করিল না। প্রত্যুত বিশেষ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া একটী শূদ্র পত্নীর গৃহে রাখিয়া আসিল, তথায় শিশু বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে সেই বুদ্ধিমান বালকই সুয্য নামে খ্যাত হইয়া তথায় বিদ্যা শিক্ষা করিল। শেষে কোন গৃহস্থের বাড়ী বালকদিগকে পড়াইবার জন্য শিক্ষকতা কার্য্য পাইল।

তদবধি প্রভৃতি সদাচারের অনুষ্ঠায়ী হওয়ায় সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতে লাগিল, এমন কি চতুর জনেরাও তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যের সঙ্গে শিষ্টতা দেখিয়া আপনাদের সভায় অন্তরঙ্গ করিয়া ফেলিল।

একদিন সকলে বসিয়া নানা কথা আলোচনা হইতে হইতে যেমনি দেশের জল প্লাবনের নিন্দা করিয়া উঠিলেন অমনি সুয্য বলিয়া উঠিল দেখুন আমার বুদ্ধি আছে কিন্তু অর্থ নাই নচেৎ আমি ইহার প্রতিকার করিতে পারিতাম।

এইরূপে পাগলের মত বৃথা বকিল বলিয়া সভ্যেরা কথা কানেই করিল না। কিন্তু রাজা দূত মুখে তাহার সেই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন এবং তাহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বলি, তুমি জলপ্লাবনের সম্বন্ধে কি কথা বলিয়াছ? তাহাতে সে রাজার সম্মুখেও পূর্ব্বের মত ভীত না হইয়াই সেই উত্তরই করিল মহারাজ! আমার বুদ্ধি আছে কিন্তু আমি দরিদ্র কিরূপে প্রতীকার করিব।

এই কথা শুনিয়া সভাজনেরা এ ব্যক্তি পাগল হইয়াছে বলিয়া রাজাকে জানাইলেও তিনি উহার বুদ্ধির কৌশল দেখিবার নিমিত্ত নিজের যাবৎ ঐশ্বর্য্য উহার যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য অধীন করিয়া দিলেন।

তখন সেই সুয্য রাজার ধনাগার হইতে যদৃচ্ছাক্রমে সুবর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ অনেকগুলি ভাণ্ড লইয়া নৌকায় চড়িয়া অতিদ্রুত বাহিয়া মাড়োয়ার রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এবং তথায় নন্দক গ্রামটী বর্দ্ধিত জল রাশিতে ডুবিয়া রহিয়াছে জানিয়া তাহার মধ্যে একটী মুদ্রা ভাণ্ড ফেলিয়া দিলেন ও অতিসত্বর ফিরিয়া আসিলেন। সত্যই এ ব্যক্তি পাগল বটে এই কথা রাজসভার লোকেরা বলিতে থাকিলেও রাজা কিন্তু বৃত্তান্তটী শুনিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তারপর আবার সেই সুয্য যক্ষদের দেশে ক্রমে রাজ্যে পৌঁছিয়া তথাকার জলরাশির মধ্যে অঞ্জলি পুরিয়া পুরিয়া সোণার মুদ্রারাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বিতস্তা নদীর দুই পার্শ্বে যে পাহাড় উঠিয়াছিল সেই পাহাড় হইতে জলের তোড়ে বড় বড় পাহাড় গড়াইয়া বিতস্তাকে বিশেষ রূপে ব্যাকুল করিতেছিল, এমন কি অসংখ্য পাথর বিতস্তার প্রবাহে আটকাইয়া উহার জলের স্রোত পর্য্যন্ত প্রতিকূলে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

তখন নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ঐস্থানে স্বর্ণ মুদ্রা নিক্ষেপ বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র দলে দলে আসিয়া মুদ্রা কুড়াইবার জন্য প্রবাহের মধ্য হইতে পাথর উঠাইয়া বিতস্তাকে পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিল, নদীজল অনুকূল স্রোতে চলিতে লাগিল।

এইরূপ উপায় দ্বারা দুই তিন দিন বিতস্তার সংগম ছাড়িয়া দিয়া আবার আর এক স্থানে অসংখ্য ভৃত্যের সাহায্যে পাথর দিয়া বিতস্তার প্রবাহ বাঁধিয়া ফেলিলেন।

সেই আশ্চর্যকারী সূয্য পাথরের তেড়ী দিয়া নীলাদ্রি সম্ভূতা নদী বিতস্তাকে সাত দিন কাল বাঁধিয়া রাখিলেন।

তাহার পর প্রবাহের অধোভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইলেন এবং দুই পাশের পাথরগুলি দৃঢ়রূপে গাঁথনি হওয়ায় পাথর ভাসিয়া নদীতে পড়াও বন্ধ হইল। শেষ সেতুটী ভাঙ্গিয়া দিলেন।

তখন সেই সাগরগামিনী বিতস্তা অনেক দিন আটকাইয়া থাকাতে উৎকণ্ঠিতা হইয়াই নায়ক সমুদ্রের অভিমুখে সবেগে যাইতে আরম্ভ করিল, ক্রমে এত জল সরিয়া গেল যে তাহাতে সাওলা বাহির হইল, অন্তর্গত কর্দ্দমে মাছ সকল লাফাইতে লাগিল তখন সেই ভূমিভাগ মেঘশূন্য ও নক্ষত্র বিরাজিত সুনীল অম্বর তলের মত শোভা পাইতে লাগিল।

সূয্য সেই সলিল প্লাবনের যে যে স্থানেই বিতস্তার স্রোত বাঁধিয়া আবার ছাড়িয়া দিল সেই সেই স্থানেই বিতস্তার প্রবাহ সমুদ্র নূতন আকারে পরিণত হইতে লাগিল।

রক্ত আমাশয়ে কুড়চি

রক্ত আমাশা বড় সাংঘাতিক পীড়া। অজীর্ণ হইতে যে সকল পীড়া উপস্থিত হয় তন্মধ্যে আমাশা একটী। প্রথমে অজীর্ণ, পরে আমাশা তৎপরে রক্ত আমাশা দেখা দেয়। অজীর্ণের সূচনা হইতে যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা না যায় তবে আমাশা দেখা দেয়। সময় মত এই আমাশার চিকিৎসা না করিলে রক্ত আমাশা দেখা দেয়। প্রায় লোভী ব্যক্তিরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্রূপে পরিপাক হইলে আর কোন পীড়া জন্মিতে পারে না; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। আমাশার পীড়ার কয়েকটী কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ,

২। ঘৃত তৈলাদি অতিশয় স্নিগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ,

৩। তৈলাদি বিহীন রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ,

৪। হঠাৎ শৈত্য বা হঠাৎ শরীরে শীতল অবস্থায় উষ্ণতা প্রয়োগ.

৫। দুগ্ধ, মৎস্য, মাংসাদি একত্র ভক্ষণ অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজন;

৬। আহারের তারতম্যে অর্থাৎ কোন দিন অল্প আহার, কোন দিন অধিক আহার, আবার কখন বা সকালে ও কখন বা বৈকালে আহার;

৭। বিষ ভক্ষণ করিলে;

৮। ভয় পাইলে;

৯। আত্মীয় স্বজন বা অর্থাদির ক্ষয় জন্য শোক পাইলে

১০। দূষিত জল পান করিলে,

১১। অতিরিক্ত মদ্য পান করিলে;

১২। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে;

১৩। কৃমি দোষ থাকিলে;

১৪। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ে;

রক্ত আমাশায়ে বেশী দিন ভুগিলে রোগী ক্রমশ: শীর্ণ হইতে থাকে। আহারে রুচি থাকে না। স্বভাব অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়।

যে রূপ রক্ত আমাশা হউক না কেন কুড়চির ছালের ঘন কাথ নিয়মিত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই রক্ত আমাশা সারিয়া যাইবে।

কুড়চি গাছ পাড়া গাঁয়ের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার বীজকে ইন্দ্রযব কহে। এই গাছের ছাল এক পোয়া আন্দাজ লইয়া পাঁচসের জল দ্বারা মৃদু জালে সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে। এই ঘন কাথ প্রত্যহ প্রাতে এক ছটাক খাইলে শীঘ্রই পীড়ার উপশম হইতে থাকে। এই পীড়া যত দিন থাকিবে তত দিন আহারের বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহা চিবাইয়া খাইতে হয় তাহা দেওয়া কোন রূপে উচিত নহে।

ইউরোপীয় আহার—বার্লি, এরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য—

দেশীয় আহার—

(ক) সিঙ্গুড় বা পানী ফলের গুড়া সিদ্ধ,

(খ) কাঁচকলার গুঁড় (পাউডার) ইহা উত্তম খাদ্য,

[গ] গেঁড়ির [শম্বুক জাতীয়] ঝোল; সাবধান যেন মাংস দেওয়া না হয়;

[ঘ] গেঁদালির [গন্ধ ভেদালি] ঝোল;

কুড়চি ছাড়া আরও কয়েকটি ঔষধ আছে, নিম্নে লিখিত হইল —

১। আমাশায়ের প্রথম অবস্থায় কচি বেলের কাথ ও বেলপোড়া [চিনির সহিত] উৎকৃষ্ট ঔষধ;

২। দাড়িমের কুঁড়ি মধুর সহিত খাইলে;

৩। সময়ে সময়ে আফিং দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে যদি হঠাৎ বাহ্যে বন্ধ হয় তবে পা ফুলিতে পারে।

৪। আমন ধান কিম্বা ইহার চাউল কাট খোলায় ভাজিয়া ছাই করিয়া অল্প জলে ফেলিয়া তাহাতে অল্প চিনি কিম্বা মধু দিয়া খাইলে আমরক্ত ভাল হয়।

৫। বটের পাতা বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে রক্ত আমাশা ভাল হয়।

৬। ছোট চারা তেঁতুলের শিকড় ও ৬টা গোল মরিচ একত্র বাটিয়া প্রাতে খাইলে রক্ত আমাশা নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা আমরা অনেক ফল পাইয়াছি।

ইহা মনে রাখা উচিত যে কুড়চির কাথের অপেক্ষা রক্ত আমাশার ভাল কোন ঔষধ নাই। এমন কি ইহার গুণ দেখিয়া ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত ইহার ব্যবহার করিতেছেন।

কবিরাজ শ্রী আশুতোষ ধন্বন্তরি, খাঁটুরা পোঃ ২৪ পরগণা।

নীতিশ্লোকাঃ

মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবাহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ॥ ৮৬

মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত, গুরুজন ইহাঁরা যদি বয়সেও কনিষ্ঠ হন তথাপি প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক "আমি অমুক" এই কথাটির দ্বারা অভিবাদন করিতে হইবে। ৮৬

ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি,
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতি সম্বন্ধি যোষিতম্॥ ৮৭

প্রতিদিন পাদ গ্রহণপূর্ব্বক সবর্ণা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। এবং প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি পিতৃব্যপত্নী ও শ্বশুরপত্নী প্রভৃতিকে পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবেন। ৮৭

আশা বৈরাগ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে
ম্লানে বক্ত্র মিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি॥৮৮

যেরূপ মলিন দর্পণে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না সেইরূপ আশা ও বৈরাগ্য দ্বারা নীরস ও সন্তোষ হীন, চিত্তে জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় না অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান হয় না। ৮৮

নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরং
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ। ৮৯

সত্য হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই এবং মিথ্যা অপেক্ষা অধিক পাপ নাই অতএব সকল মনুষ্যেরই অন্তঃকরণের সহিত এক সত্যকেই আশ্রয় করা উচিত। ৮৯

নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষু নাস্তি সত্য সমং তপঃ
নাস্তি রাগ সমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং। ৯০

বিদ্যার সমান চক্ষুঃ নাই, সত্যের সমান তপস্যা নাই, বিষয়াসক্তির সমান দুঃখ নাই এবং স্বার্থত্যাগের সমান সুখ নাই। ৯০

কুতো হি ভীতিঃ সততং বিধেয়া?
লোকাপবাদাদ্ভব কাননাচ্চ।
কোবাস্তি বন্ধুঃ? পিতরৌ চ কৌবা?
বিপৎ সহায়ঃ, পরিপালকৌ যৌ। ৯১

এ জগতে কোথা হইতে সতত ভয় করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর—লোকাপবাদ ও সংসাররূপ অরণ্য হইতে। কে প্রকৃত বন্ধু এবং কে পিতা মাতা? এই প্রশ্নের উত্তর—যিনি বিপদে সহায় হন এবং যাঁহারা প্রতিপালন করেন। ৯১

স্বকার্য্যেঽলসস্ত্যাজ্যো রক্ষঃ কার্য্যাস্থ পালকঃ
তত্র নৈপুণ্যং দৃষ্ট্বা তু বর্দ্ধনীয়ঃ শনৈঃ শনৈঃ। ৯২

ভৃত্য যদি নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে অলস হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কার্য্য তৎপর হইলে রাখিবে এবং যদি কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য থাকে তাহা হইলে সে ভৃত্যকে পুরস্কৃত করা উচিত। ৯২

শিক্ষাদানং সকৃদ্দোষে দণ্ডোরোধাদিনা মতং
পৌনঃপুন্যে পরিত্যাগস্ত্যাগ এব বহোর্ম্মতঃ। ৯৩

ভৃত্য যদি একবার মাত্র অপরাধ করে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য না করে তাহা হইলে তাহাকে অর্থ দণ্ড বা রোধাদিদ্বারা দণ্ডিত করিবে এবং পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিলে সে ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৯৩

ন তথা কৃপণো ভূয়ান্নাতি দাতা ভবেজ্জনঃ
স্বমেব নিরেবেত কার্য্যানামনুরোধতঃ। ৯৪

লোকের নিতান্ত কৃপণ হওয়াও উচিত নয় অথবা অত্যন্ত দাতা হওয়াও উচিত নয় নিজের কার্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিবেচনা করিয়া দাতা ও কৃপণ হওয়া উচিত। ৯৪

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥ ৯৫

সদাচার হইতেই আয়ুঃ লাভ করা যায়, সদাচার হইতেই বংশে সুসন্তানের উৎপত্তি হয়, সদাচার হইতেই অক্ষয় ধন লাভ এবং সদাচার হইতেই অলক্ষণের নাশ হইয়া থাকে। ৯৫

দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ॥ ৯৬

যে ব্যক্তি দুরাচার সে জনসমাজে নিন্দিত হয়, সে ব্যক্তি নিয়তই দুঃখভাগী, পীড়াগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে। ৯৬

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ ভবেৎ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥" ৯৭

যে ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান্ এবং লোকের নিন্দা করিয়া বেড়ায় না সে সমস্ত লক্ষণ বিহীন হইলেও শতায়ু হয়। ৯৭

নিত্যং হিতাহার-বিহারসেবী সমীক্ষ্যকারী,
বিষয়েষ্বসক্তঃ
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী চ
ভবত্যরোগঃ॥ ৯৮

যে ব্যক্তি নিত্যই হিতকর আহার, হিতকর বিহার এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, এবং বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিরহিত, দাতা, জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, এবং সজ্জনের সেবাকারী হয়, তাহার রোগ হইবে না। ৯৮

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥" ৯৯

মানবজাতির ইহাই স্বভাব যে, তাহারা পুণ্যের ফল সুখভোগ করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে, কিন্তু পুণ্য করিতে চাহে না, তাহাতে বড়ই নারাজ; আবার পাপের ফল দুঃখটুকু আদৌ চাহে না, কিন্তু পাপ করিতে বেশ নিপুণ! ৯৯

সদালাপ। (১৭)

৪৬। উচ্চ হইতে দৃষ্টি বা উদার দৃষ্টি।—হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া নিবাসী ভূতপূর্ব ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত মহম্মদ উজনাব সাহেব আয়ার কাজ করিবার সময় একজন ফকীরের দর্শন পাইয়াছিলেন। ফকির পদব্রজে আরব, মিসর ইরান, তুর্কিস্থান, ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডেপুটী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রকৃত সাধু দেখিয়াছেন। ফকীর সাহেব উত্তর করিলেন "হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়। তবে সকল দেশেই অল্প বিস্তর প্রকৃত সাধু আছেন, নচেৎ লোকের পাপাচারের জন্য জন সমাজ সকল উৎসন্ন হইয়া যাইত।" প্রশ্ন "আপনি মুসলমানের ফকীর, হিন্দুর তীর্থ হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় কেন গিয়াছিলেন?" উত্তর "ভাই! জেরা চড়ক রকে দেখো সবই বরোবর"—"ভাই! একটু উচ্চে চড়িয়া দেখ সবই সমান। অর্থাৎ যেমন উচ্চ পর্ব্বতের উপর চড়িয়া নিম্নে মাঠের দিকে দেখিলে ঘাস, ঝোপ এবং গাছ সবই একই রূপ মাপের দেখায়—সবুজ মাত্র বুঝা যায়—সেইরূপ মনকে উচ্চ এবং উদার করিয়া লইতে পারিলে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যে দৃষ্টি থাকে না, সকলের মধ্যে যেটা প্রধান এবং সাধারণ বিষয় তাহাই সুস্পষ্ট হয়। তখন ভাল লোক যে সম্প্রদায়েরই হউন তাঁহাকে "প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত" এবং ভাল বোধ হইতে পারে। ফকীর সাহেব অপরের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সন্ন্যাসী ফকীর প্রভৃতির মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহাদিগের এক নিত্যবস্তুর উপরই দৃঢ়লক্ষ্য এবং সেগুই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্ব। কল্পনায় মনকে শূন্যমণ্ডলে লইয়া গিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র জগৎ দর্শন চেষ্টার অভ্যাসের উপদেশ আচার্য্যগণ দিয়াছেন।

(৪৭) বাহ্য উপাসনা।—কাবুলে এখনও নিয়ম আছে যে মুসলমানগণ নমাজ না করিলে তাঁহাদের সাজা হয়। আরঙ্গজেব বাদশাহও নমাজ না করিলে মুসলমানের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একজন ফকীর নমাজ রোজ করেন না বলিয়া ঐ বাদশাহের নিকট সম্বাদ পৌঁছিলে তিনি উঁহাকে ডাকাইয়া আনাইলে এবার বলিলেন আমার সহিত জুমা মসজিদে নমাজ করিবে চল। ফকীর স্বীকার করিয়া সঙ্গে গেলেন। বাদসাহের পার্শ্বেই উঁহাকে দাঁড় করান হইল। নমাজ আরম্ভে যখন পেশনমাজ [যিনি সমাজের পুরোহিত বা মন্ত্রোচ্চারণে অগ্রবর্ত্তী] "আল্লা" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিলেন তৎক্ষণাৎ ফকীর বলিয়া উঠিলেন "তোর আল্লা তোর পায়ের নীচের!" এবং সেস্থান হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন। নমাজ শেষে ক্রোধান্ধ সম্রাট ফকীরকে ধরাইয়া আনিলেন এবং তাহার ইসলামধর্ম্মের অবমাননাকর ব্যবহারের জন্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ফকীর বলিল "আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম। তোমার পেশ নমাজকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না।" সম্রাটের গর্জ্জন সহ আদেশে সেই স্থলেই এবং সেই ক্ষণেই ফকীরের শিরশ্ছেদন হইল।

পেশনমাজ সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে উজ্জ্বল শরীরী ঈশ্বরের দূত তাঁহার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন "তুমি সত্য কথা বলিয়া কেন সাধুর প্রাণ রক্ষা করিলে না?

সে সময় তোমার মুখে যাহাই বাহির হউক তোমার [illegible] কি হইতেছিল তাহা কেন বলিলে না? এবং যেখানে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াইতেছিলে সেই পায়ের নিচের পাথরের টালিখানি খুলিয়া কেন দেখিলে না যে ফকীরের কথা সত্য কি না? [illegible] যে আল্লাকে ভিন্ন কিছুই জানিত না, সে সে প্রতি নিশ্বাসের সহিতই "আল্লা আল্লা" বলিত আর অনুক্ষণ তাঁহাকেই ভাবিত—আর তাহার হইল কপটীদের দ্বারা পরামুক্ত সম্বন্ধ!!"

নিদ্রাভঙ্গে ধর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্রুত স্পন্দিত হৃদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া পেশনমাজ একটী শাবল ও লণ্ঠন হস্তে একাকী জুমা মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াইতে ছিলেন তাহা অনেক চেষ্টায় উঠাইয়া ফেলিলেন। দেখিলেন যে একটী ছোট ভাঁড়ে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। ফকীর তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া পলায়ন করার সময়ে যাহা মনে পড়িয়া চট্‌কা ভাঙ্গিয়া ছিল তখন তাহা আবার সুস্পষ্ট মনে হইল! তিনি নমাজ পড়াইবার সময় মুখে আল্লা বলিলেও তাঁহার মনে হইতেছিল যে কন্যার বিবাহের জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থার প্রয়োজন! কিরূপ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পবিত্রাত্মা অকপট সাধুর কথা তাঁহার দোষে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত পেশনমাজ, আর বাড়ী ফিরিলেন না। বিরাগী হইয়া প্রকৃত মানসজপে মনোনিবেশ করিলেন।

৪৮। হিন্দু সন্ন্যাসী ও সিকন্দর শাহ।— পঞ্জাব জয় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সিকন্দর সাহ [মাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার] যখন বিজয় উল্লাস করিতেছিলেন তখন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সিকন্দর সাহের কর্ম্মচারী সাধুর নিকট যাইয়া সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন "সেই বিজয়ী পুরুষকে দেখিতে চলুন।" সাধু উত্তরে বলেন "তোমার মনিবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি নিজেকে জয় করিয়াছেন কিনা—যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই দেখিতে যাইব।" সাধুর উত্তরে চমৎকৃত হইয়া সিকন্দরসাহ নিজেই সাধুর নিকট গেলেন এবং বলিলেন যে তিনি সাধুর যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। [সাধু মহাত্মারা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বস্থানে যাহার পক্ষে যে উপদেশটী প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহাই দিয়া আসিতেছেন] সাধু উত্তর করিলেন "যাহা দিতে পার না [illegible] [illegible] সিকন্দর সাহা বুঝিতেই পারিলেন না যে এমন কি আছে যে তিনি দিতে পারেন না অথচ লইয়াছেন. তখন সাধু বলিলেন "প্রাণ দিতে পার না, লোকের প্রাণ লইও না। আমাকে তুমি রৌদ্র দিতে পার না তাহা ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার নিকট হইতে [illegible]

[illegible] কোন বাহাদুরী নাই তাহা আর করিও না। আর তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রকৃত কথা যখন শুনিতে পাইলে, এইবারে চলিয়া যাও।

৪৯। আত্মদোষানুসন্ধানে অভ্যাস।— বিহারে মখদুম শাহের কবর আছে। তিনি রাজগৃহে পাহাড়ের গুহায় তপস্যা করিতেন। তথা হইতে বিহারে আসিবার সময় একদিন পথ হইতে একটু নামিয়া প্রস্রাব করিতেছিলেন। সামনেই ফুটির ক্ষেত। চাষা মনে করিল পথিক ফুটি চুরি করিতে বসিয়াছে। সে কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়াই ফকীরের মাথায় এক লাঠি মারিল। ফকির প্রহারকারীকে কিছুই বলিলেন না—আপনাকে বলিলেন "কাহে সারফা (উহাঁর ডাক নাম ছিল সারফুদ্দিন) চলে তো কু রাহ্ কি লাঠি খায়া। কেন সারফা কুপথে গিয়ে লাঠি খেলে! যেন দোষটা সবই তাঁহার নিজের। আর কাহারও কোন দোষ নাই।

৫০। নেতার সহানুভূতি।—মহাত্মা আলি যখন মুসলমানদিগের খলিফা তখন একদিন নমাজের পর ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় একজন আরব তাঁহাকে অকথা গালি গালাজ করিয়া পদত্যাগ করিতে বলিল। উপস্থিত ভক্ত মুসলমানগণ তাঁহাদের গুরু মহাপুরুষের প্রিয় জামাতা এবং তাঁহাদের সম্মানিত সর্দ্দার ও ধর্ম্মশাস্তাকে অকারণে গালি দেওয়ায় একান্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে মহাত্মা আলি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া করুণার্দ্র স্বরে ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন "উহাঁকে জিজ্ঞাসা কর যে উহাঁর কোন প্রিয়জন বিয়োগ হইয়াছে, কি দেনার দায় পড়িয়াছে, কি খাওয়া হয় নাই।" জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে দেনার জন্য মহাজন উহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। মহাত্মা আলি নিজের ঘরের টাকা হইতে উহার দেনাশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। লোকটা চিরদিনের জন্য তাঁহার একান্ত কৃতজ্ঞ, অনুগত ও ধার্ম্মিক শিষ্য হইয়া পড়িল। মহাত্মা আলি ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন "সাধারণ প্রজা যখন সামাজিক সম্মান ছাড়িয়া উচ্চপদস্থকে অবমাননা করিতে যায় তখন উহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। তখন উহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় নেতৃ ধর্ম্ম পালন হয় না।" সকল দেশে এবং সকল সময়ে পরিবার মধ্যে জমিদারীতে আফিসে, কারখানায় বা রাজ্যে সর্ব্বপ্রকারের উচ্চপদস্থদিগের এই [illegible]

এডুকেশন গেজেট

১৫ই আশ্বিন ১৩১৬ সাল ইং ১লা অক্টোবর ১৯০৯ সাল

হস্ত ও চক্ষু পরিচালনায় শিক্ষা।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রণালীর অনুসরণে হস্ত ও চক্ষুর পরিচালনায় শিশুদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে লিভারপুল স্কুল বোর্ডের বিজ্ঞান শিক্ষক মিঃ হিউয়েট বলেন, হস্ত ও চক্ষুর পরিচালনা হয় এমন ভাবের অনুশীলনী ছেলেদের অভ্যাস করাইলে উহাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি ও বৃত্তির স্ফুরণ হইয়া প্রকৃত শিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দেয়। কিন্তু সেই অনুশীলনীগুলি এমন ধারা. বাহিকভাবে হওয়া চাই যেন একটি ছেলেদের অভ্যস্ত হইলে তাহার পরেরটি অতি সহজেই অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং ছেলেদের উত্তরোত্তর উহাতে আমোদ ও যত্ন বৃদ্ধি পায়।

মনে কর ছেলেদের একটা অনুশীলনী দেওয়া হইল,—কাগজ ভাঁজ করিয়া. সেই ভাঁজ মত টুকরা করা এবং সেই টুকরাগুলি একটির উপর আর একটি নানা ভাবে বসান। এই অনুশীলনীটি অভ্যস্ত হইলে তাহাদের আর একটি অনুশীলনী দেওয়া হইল—ছয়টা কাঠি নানারূপ প্রকারে সাজান. তারপর একটি দেওয়া হইল— কাগজ ভাঁজ করিয়া বর্গক্ষেত্র এবং ত্রিভুজের আকারে ছিঁড়িয়া ফেলা। ইত্যাদি। এই সকল অনুশীলনী ছেলেরা যে যথোচিত সুন্দরভাবে করিতে পারিবে তাহা নহে। তাহা না করিতে পারিলে ক্ষতি নাই। শিক্ষক মহাশয় প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবেন, শিশু যখন উল্লিখিতরূপ কাগজ কাঠি লইয়া কাজ করিতেছে তখন তাহার মনের ও হাতের ক্রিয়া কিরূপ হইতেছে। যে কাজ সে করিতেছে তাহার উপর তাহার মন বেশ বসিয়াছে কি না এবং হাতের পরিচালনা বেশ যত্ন ও সাবধানতার সহিত করিতেছে কি না। এইটুকু হইতেছে দেখিলেই শিক্ষক মহাশয় পরে দেখিতে পাইবেন ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি যেন একটু একটু করিয়া তীক্ষ্ণ হই-

...তে, তাহার মধ্যে ক্রমশঃ ঠিক হইয়া আসিতে, কোন একটা কাগজ ভাঁজ করিতে বা ছিঁড়তে কোথাও বাঁকিয়া চুরিয়া গেলে বা অন্য কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার যেন মনঃপূত হয় না। তাহার আঙ্গুলের পরিচালনায় [illegible] ভাব করিয়া যেন ক্রমশঃই সংযত হইয়া আসিতেছে।

সতর্কতা, মনঃসংযোগ, সূক্ষ্মদর্শন, নজর ঠিক, ওজন বোধ, চেষ্টার অনুরূপ যাহা করিতেছে তাহা ঠিক তদনুরূপ হইতেছে কি না—এইটুকু বুঝিবার শক্তি, হাত ও আঙ্গুলের সংযতভাবে সুপরিচালনা, কোন একটা জিনিসের আকার অবয়ব অবস্থান সম্বন্ধে মনে যেরূপ ধারণা আছে, বস্তু উপলক্ষে সেইরূপ আকার অবয়ব অবস্থান হস্ত ও চক্ষুর সাহায্যে করিয়া উহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভাবন অর্থাৎ মনে চৌকা জিনিসের আকার সম্বন্ধে যে ধারণা আছে সেইরূপ জিনিস নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়া ঐ চৌকা আকার সম্বন্ধে একটা চাক্ষুষ জ্ঞান, কার্য্যের শৃঙ্খলা বোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষার সুবিধা উল্লিখিত ধরণের অনুশীলনীর সাহায্যে শিশুদের সহজে হইয়া থাকে। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রণালীর ইহা একটি বিশেষত্ব।

জ্যামিতিতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, যথা বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ, সমান্তররেখা ইত্যাদি। ছেলেরা যখন জ্যামিতি পড়িবে তখন এই সকল সংজ্ঞা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে,—বর্গক্ষেত্র কাহাকে বলে, ত্রিভুজ কাহাকে বলে ইত্যাদি। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর অনুসরণে শিশুদিগকে উল্লিখিতরূপে হস্ত ও চক্ষুর সাহায্যে শিক্ষার অনুশীলন করাইলে এই সকল পারিভাষিক শব্দ এই সময় হইতেই ছেলেদের মনে এমন সুন্দর ভাবে গাঁথিয়া যাইবে যে তেমনটি আর কিছুতেই হইবে না। এইরূপ ভাবে শিক্ষিত শিশুদের জ্যামিতি শিখাইবার পথ অনেকটা সহজ হয়। শিশুকে একটা কাদার [illegible] দিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে বিবিধ আকারের জিনিস গড়িতে অভ্যস্ত করাইলে উহারা অতিশয় আমোদের সহিত সেকার্য্য সম্পন্ন করে, কিন্তু এই [illegible] তে যদপেক্ষা তাহাদের [illegible] করিয়া শিখাইবার সুবিধা হয়। সেইরূপ সুবিধা মুখে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া শিখাইলেও তেমন হয় না, কিংবা রীতিমত আঁকিয়া দেখাইয়াও তত সহজে তেমন ভাল শিখান যায় না।

শিক্ষকমহাশয় লক্ষ্য রাখিবেন যেন এই প্রাথমিক শিক্ষা হইতে ছেলেদের ভবিষ্যতের উপকারী অনেক বিষয় শেখা হইয়া যায়। যে কোন বর্গক্ষেত্রের সকল বাহুগুলিই সরলরেখা এবং সকলগুলিই পরস্পর সমান; সকল বর্গক্ষেত্রের কোণগুলি পরস্পর সমান; কোন বৃত্তের কেন্দ্রস্থল হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যতগুলি রেখা টানা যায় সকলগুলিই পরস্পর সমান ইত্যাদি। এই হস্ত ও চক্ষু পরিচালনামূলক শিক্ষা হইতে এই সকল বিষয় শিশুরা অতি সুন্দররূপেই শিখিতে পারিবে। ইহার মধ্যে একটা কথা এই যে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার এই সময়ে শিশুদের নিকট যত কম করিতে পারা যায় ততই ভাল। বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ব্যতিরেকে পারিভাষিক শব্দ এই সময়ে উহাদের শিখান ঠিক নয়। এবং বর্গক্ষেত্র কাহাকে বলে ইত্যাদি সংজ্ঞাও উহাদের মুখস্থ করান অনুচিত। বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজ ইত্যাদি কথা ছেলেদের অগ্রে শিখাইতে নাই, বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজ জিনিসটা কি সেই সম্বন্ধে জ্ঞান সর্ব্বাগে তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া চাই। অনেক পারিভাষিক কথা বা সংজ্ঞা ছেলেদের এই সময়ে মুখস্থ করাইয়া উহাদের স্মৃতিশক্তির উপর বোঝা চাপাইয়া দিলে তাহার ফল ভাল হইবে না।

এই হস্ত ও চক্ষুর পরিচালনায় শিক্ষাদান উপলক্ষে ছেলেদের জিনিসের পরিমাপ দূরত্ব সম্বন্ধে একটু একটু জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া চাই। একইঞ্চি, আধইঞ্চি, তিনইঞ্চি, একবিঘত, একহাত প্রভৃতি মাপ কতটা তাহা উহাদের যেন সম্ভবমত এই সময়ে কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হয়। চক্ষুর পরিচালনায় দূরত্ব বোধও এই সময়ে একটু জন্মাইয়া দেওয়া চাই। কোন্ জিনিসটা দূরে কোন্ জিনিসটা অপেক্ষাকৃত নিকটে এটা বেশী উঁচু কি ওটা বেশী উঁচু, অমুক জিনিসটা, কতহাত লম্বা, আধইঞ্চি বা একইঞ্চি চওড়া কাগজ কতটা ইত্যাদি ভাবের শিক্ষা এই সময়ে কিছু কিছু হওয়া আবশ্যক।

হস্ত ও চক্ষুর পরিচালনামূলক কোন কাজ ছেলেদের করিতে দিবার পূর্ব্বে শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের সহিত ঐ বিষয়ে কথা কহিবেন। কিরূপে সেই কাজটা করিতে হইবে ছেলেদের তাহা দেখাইয়া দিবেন। তাহাতে সেই কাজটি কিরূপ করিয়া করিতে হইবে পূর্ব্ব হইতেই তাহার একটা ধারণা ছেলেদের মনে জন্মিয়া যাইবে এবং তাহারা আমোদের সহিত সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখিবেন কোন একটি কাজ করিবার সময় তাহাতে পর পর যে কয়টি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন সকল প্রক্রিয়াগুলি ছেলেদের ঠিক হইতেছে কি না। একটি প্রক্রিয়া যেমন হইবে শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন তন্মধ্যে কোন দোষ হইয়াছে কি না, যদি দোষ হইয়াছে দেখেন তবে নিজে তৎক্ষণাৎ না বলিয়া দিয়া ছেলেকে বলিতে বলিবেন। ছেলে যে জিনিসটির অনুকরণে কাজ করিতেছে সেই জিনিসটির সহিত মিলাইয়া দেখিয়া কোথায় দোষ হইয়াছে ঠিক করিবে। আবশ্যক হইলে শিক্ষকমহাশয় সেই দোষ সেই ছেলে এবং অন্যান্য ছেলের সমক্ষে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবেন।

কোন একটা অনুশীলনী লইয়া সাধারণতঃ ত্রিশ চল্লিশ মিনিটের অধিক ছেলেদের আবদ্ধ রাখিতে নাই। তবে তেমন বিশেষ আবশ্যকস্থলে আরও কিছু বেশীক্ষণ রাখা যাইতে পারে। অনুশীলনীটির জন্য যতটা সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে সেই সময়ের মধ্যে উহা যদি হইয়া না উঠে, তবে তখনকার মত কাজ বন্ধ থাকিবে। ছেলেরা যতটা যাহা করিয়াছে সমস্ত এবং তাহাদের আসবাব ও যন্ত্রাদি একটা মজবুত খাম বা বগলের মধ্যে পুরিয়া রাখিবে। সেই বগলের গায়ে সেই ছেলের নাম লেখা থাকিবে। শিক্ষক মহাশয় সেই কাজটা শেষ করিবার জন্য পুনরায় যখন ছেলেদের দিবেন তখন বগলের উপরে ছেলেদের নাম দেখিয়া যাহার যেটা তাহাকে সেইটা দিবেন। ইহাতে কাজের সুবিধা হইবে এবং ক্লাসে কোনরূপ গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা হইবে না। প্রথম প্রথম অনুশীলনী দিবার সময় একই অনুশীলনী দুইবার তিনবার করিয়া দিতে হইবে। ক্লাসের অধিকাংশ ছেলে সেইটি বেশ সন্তোষজনক রূপে করিয়াছে এমনটী যতবারে না হইবে ততবার সেই একই অনুশীলনীর অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট হইবে শিক্ষক মহাশয়েরা যেন মনে না করেন। উহার ফলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন পরবর্ত্তী অনুশীলনী সমূহ ছেলেরা সন্তোষজনক রূপে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারিতেছে। গোড়ায় পাকা হইয়া গেলে পরে সকল কাজই সহজ সাধ্য হইবে।

শিক্ষক মহাশয় এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন, ছেলেরা যেন তাড়াতাড়ি অসাবধানতার সহিত কাজ না করে। কাজ তাহাদের পক্ষে যতই সহজ সাধ্য হউক না কেন ধীরভাবে যত সুন্দর এবং

...করিলে সেইটি করিতে পারে শিশুরা তাহারই চেষ্টা করিবে। ছেলেদের উৎসাহ দিবার জন্য যাহার কাজ ভাল হইবে তাহাকে প্রশংসা করিয়া তাহার তৈয়ারী জিনিসে তাহার নাম লিখিয়া শিক্ষক মহাশয় রাখিয়া দিবেন। যে ছেলের কাজ তেমন ভাল হয় নাই তাহার কাজও যে খুব ভাল হইতে পারিবে শিক্ষক মহাশয় তাহাকে তাহা বেশ করিয়া বুঝাইবেন, যাহাতে তাহার মনে কোনরূপ উৎসাহের অভাব জন্মিতে পারিবে না।

অনেকগুলা অনুশীলনী হইয়া গেলে সময়মত ছেলেদের শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন কোন্ কোন্ অনুশীলনী তাহারা করিয়াছে। ছেলেরা তাহা স্মরণ করিয়া বলিবে। ছেলেরা যেখানে কোন কাজ স্মরণ হইতেছে না সেখানে সেই কাজটা শিক্ষক মহাশয় তাহার সম্মুখে ধরিবেন, তাহা দেখিয়া ছেলেরা মনে করিয়া কার্য্যের বিবরণ বলিতে পারিবে।

শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের যে অনুশীলনীটি দিবেন তাহার সকল প্রক্রিয়াগুলি তিনি যেন নিজে সহজে করিয়া ঠিক হইয়া থাকেন। ইহার ফল হইবে এই যে, কিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ায় ঐ অনুশীলনীটি করা যাইতে পারিবে শিক্ষক মহাশয়ের তাহার ঠিকানা হইয়া থাকিবে এবং কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া ছেলেদের কঠিন বোধ হইবে, কোথায় কোথায় তাহাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে, নিজের মনে পূর্ব্ব হইতেই তাহার একটা ঠিকানা হইয়া থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবেই শিক্ষাদান সুন্দর হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

১। শিশু কণ্ঠহার। অর্থাৎ নবশিক্ষা বিধির নির্দ্দেশানুসারে শিশুদিগের জন্য অঙ্গ চালনা, নীতি ও ব্যবহারিক শিক্ষা বিষয়িণী কবিতাবলী। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন :—

শিশুগণে সদালাপে তোষে যেই জন।
দয়াময় করে তার মঙ্গল সাধন॥

আবু সোলায়মান মোহম্মদ এস্রাইল সিদ্দিকী রচিত; মূল্য /০ আনা। ছাপা মলাট ভাল।

নমুনা স্বরূপ দুটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

দেখ এই দাঁড়পাল্লা   [illegible]

বাণিজ্যরা যদি এক   দাঁড় এর এক ভাগে।
পয়সা ইহার নাম   এর বাম [illegible] হয়।
এক টাকা নাম তার   ইংরেজী ভাষায় কয়।
কাঠির উপরে এই   পয়সা আঁটিয়া দাও।
এক দাগে রেখে সব   শেষভাগে কেটে দাও।
এই কাঠি এক হাত   চা'র কাঠি মাপিলায়।
চারি হাতে কাঠা হয়   এক কাঠা এর নাম।

কুকুর। লম্বা লম্বা লেজ তোমাদের
নাচ্ছে উঁকি ঝুঁকি।
মুখ পুড়িয়ে ভূত সেজেছ
নাম তোমাদের কি?
বানর। বটে বটে ওহে ভোম্বা
শুন্‌বে পরিচয়।
নাম আমাদের হনুমান
সর্ব্বলোকে কয়
কুকুর। ব'লেছিল গোপাল ভাঁড়
কৃষ্ণচন্দ্র আগে।
জান নাই কি? পোড়ামুখে
সব মিষ্টি লাগে।
পা মেলে রে ব'সে আছ
সরু ডালটা ধ'রে
লাফ্‌রে বেড়াও দেখি কভু
এডাল ওডাল করে
বানর। লোক দেখ্‌লে তামসা দেখাই
পড়ি ঝুপ্ ঝাপ্।
ডালের উপর লাফ্‌রে বেড়াই
করি হুঁপ্ হাঁপ্।
খেঁকর খেঁকর খেঁক্ করে
চম্‌কে উঠে পিলে।
দাঁত কড় মড় কর্‌বো যখন
পলায় ছেলে পিলে।
কুকুর। কেমন দৌড়িয়া মোরা তাড়াই শৃগাল
রক্ষা করি মুনিবের ছাগ ভেড়া পাল।
বানর। মানুষে খাইতে দিলে তবে পাও খেতে।
দুয়ারেতে পড়ে থেকে জেগে মর রেতে।
কুকুর। দুয়ারেতে থাকি জেগে বটে হে বানর।
পারে না ঢুকিতে চোর মুনিবের ঘর॥
আমাদের কাজ সদা পর উপকার
তোমাদের কাজ সদা পর অপকার।
বানর। আমাদিগে পালে যদি তোমাদের মত।
আমরাও উপকার   করি তবে কত।

২। [illegible] পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২৮।

"চরিত্র বল" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"স্বদেশের জন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা প্রকাশ্যরূপে এবং সৌম্যভাবে করাই কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ বা রাজদ্রোহবুদ্ধি প্রভৃতি মলিন ভাব অন্তরে প্রবেশ করিলে, হিতে বিপরীত ঘটে। ইহার দৃষ্টান্ত আজি সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সদ্ভাবের সহিত বিনা আড়ম্বরে, শনৈঃ শনৈঃ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই সিদ্ধিলাভের উপায়। জাতীয় একতাই মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সোপান।

হে আর্য্যসন্তানগণ! তোমাদের সেই ভুবন পাবন পিতৃকুলকে স্মরণ কর! সেই জ্ঞানকল্পতরু জগদ্গুরু ভারতীয় আচার্য্যগণকে স্মরণ কর! তাঁহাদের প্রভাবে এ দেশ একদা অমরগণেরও লোভনীয় হইয়াছিল। কথিত আছে, সুরগণও স্বর্গ ছাড়িয়া এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে আসিয়া বাস করিতে কামনা করিতেন, কেননা, এই আর্য্যভূমি সাধনার ও সিদ্ধিলাভের অদ্বিতীয় ক্ষেত্র। মহাভারতে লিখিত আছে,—

'সুদুর্লভতরং প্রাপ্য মানুষ্যমপি যো নরঃ।
ধর্ম্মাবমন্তা কামাত্মা ভবেৎ স খলু বঞ্চিতঃ॥
ইহৈব নরকব্যাধিশ্চিকিৎস্যং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং স্থানং স রুজঃ কিং করিষ্যতি॥"

—এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষই পুণ্যসঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান। জীবগণ সহস্র জন্ম বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, সেই পুণ্যফলে ভারতে নরজন্ম লাভ করে।

ভারতের ঈদৃশ মাহাত্ম্য শুধু ইহার ব্রহ্মবলের প্রভাবে, ভারতের মণি-কাঞ্চনের প্রভাবে নহে। ক্ষত্রিয় বল দ্বারা অভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া, মহাতপা বিশ্বামিত্র যে সাধনার বলে অক্ষয় ও অপরাজেয় ব্রহ্মশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, একান্ত ভাবে সেই ব্রহ্মবলের সাধনায় নিযুক্ত হও। ব্রহ্মবলকেই নিজ নিজ স্বর্গ-ধর্ম্ম ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও গতি-মুক্তি রূপে আশ্রয় করিয়া, অদম্য তেজে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে ত্রিলোকীর প্রভুত্ব তোমাদের করতলস্থ হইবে;

"শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
নহি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ॥"
[মহাভারত]

একমাত্র চরিত্রবলেই ত্রিভুবন জয় করা যায়। যিনি চরিত্রবলে বলীয়ান্, এ সংসারে তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই;

সাপ্তাহিক সংবাদ।

কলিকাতা] আলিপুর বোমার মোকদ্দমার ...দের শুনানি প্রধান বিচারপতি মহাশয় ...ত হওয়ায় কয়েকদিন বন্ধ ছিল। এক্ষণে তিনি আরোগ্য লাভ করায় পুনরায় শুনানি আরম্ভ ...ছে। সরকার পক্ষের কৌন্সেল মিঃ নর্টন ব...তা করিতেছেন।

গত মঙ্গলবার হিতবাদী আফিস খানাতালাসী হইয়া গিয়াছে। পুলিস কর্তৃক কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছেন। হিতবাদীর মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত নীরদ বরণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। জামিনে ছাড়া হয় নাই। গত বুধবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মুদ্রাকরকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক ধারা অনুসারে। ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকের ২৫০০ টাকার করিয়া দুইজন লোকের জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

[প্রেসিডেন্সী] মুরসিদাবাদ জেলার লালগোলার রাজা রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর বহরমপুর ঔষধালয়ে চক্ষুরোগের চিকিৎসার্থ একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য আঠার হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও চব্বিশ হাজার টাকা এতদর্থে দান করিয়াছেন। এই চব্বিশহাজার টাকার সুদ হইতে হাসপাতালের নিয়মিত খরচ চালান হইবে। রাজা বাহাদুর ইতঃপূর্ব্বে ১৯০৮ সালের মে মাসে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই হাসপাতালটি "রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় আই হস্পিটাল" নামে অভিহিত হইবে। ছোটলাটবাহাদুর রাজা বাহাদুরের এই সৎকার্য্যে বিস্তর অর্থদান জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

[সাধারণ] ১৭শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্রই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। কুচবেহার, খুলনা, ...পুর, এবং বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, ...য়া, বালেশ্বর, এবং রাঁচির স্থানে স্থানে বৃষ্টি বেশী হইয়াছে। পাটনা, গয়া ও ভাগলপুরে সাধারণ রকম এবং অন্যত্র অল্প পরিমাণে হইয়াছে। বৃষ্টিতে রাজমহল এবং পূর্ণিয়ার উচ্চ ভূমিতে ...র ধানের খুব উপকার হইয়াছে। ভাগলপুর এবং জঙ্গলের স্থানে স্থানে এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। শারদ ফসল সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমন ধানের অবস্থা এবারে ভাল বলিয়াই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

টেপালির বোমার মোকর্দ্দমা—চেঙ্গুগন্থু নামক একজন মালাকে বোমা দিয়া হত্যা করার অভিযোগে তিন জন ব্যক্তি আদালতে অভিযুক্ত হয়। দায়রায় সোপরদ্দ হওয়ায়, গণ্টুরের এডিসন্যাল সেসন্ জজের নিকট এই মোকর্দ্দমার বিচার হইয়াগিয়াছে সরকারি অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামির নিকট পিক্‌রিক্ অ্যাসিড পাওয়া গিয়াছিল। সে বোমা প্রস্তুত করিয়া তাহার সংহারিণী শক্তির পরীক্ষার মানসে লোক গমনাগমনের পথে বোমা রাখিয়াছিল; [যেই মরুক না কেন বোমার শক্তির পরীক্ষা ত হইবে! অপরের জীবন সম্বন্ধে কি অমানুষিক ঔদাসীন্য!] সেই বোমা ফাটিয়াই চেঙ্গুগন্থুর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় আসামী ১৯০৮ সালের নবেম্বর মাসে রাজদ্রোহজনক যে বহুবিধ পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিল তাহারই একটীতে লিখিত হইয়াছিল যে বোমার দ্বারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড করায় দোষ নাই!! সে এই বোমা প্রস্তুতে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া জজ সাহেব এক জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন এবং অপর দুই জনকে খালাস দিয়াছেন। জজ সাহেবের রায়ের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আপীল হইয়াছে।

তুরস্কের রাজনীতি ও ভারতের মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে তুরস্কের চেম্বার অব ডেপুটির সভাপতি আহমেদ রেজা মহোদয় কলিকাতার ব্যারিষ্টার ডাক্তার এ সুহ্‌রাওয়ার্দ্দিকে লিখিয়াছেন।—

"তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তুরস্কের রাজপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তুমি যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ, তাহার জন্য আমি তোমাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। তুর্কীয় যুবকদের এই অবলাকে ন্যায়বিচার স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করিয়াছে বলা যায়। আবদুল হামিদ তাহার হস্তে ন্যস্ত প্রজাদিগের সর্ব্ব স্বত্ব লোপ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশ্যে অনেক টাকা খরচ করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে লোক জন পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, সুলতান সেরিয়াৎ লাভ করেন। কার্য্যতঃ সুলতান সেই সময়েই পবিত্র কোরাণের সমস্ত নিয়ম পদদলিত করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ, সে সময়ে তোমাদের দেশের লোকেরা ভূতপূর্ব্ব সুলতানের প্রচারিত মিথ্যা কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত এবং তাঁহার গুণ গাহিত। কিন্তু এক্ষণে বোধ হয় সুলতানের স্বেচ্ছাচারিতার সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ নাই। সমস্ত তুরস্কবাসী এবং অন্যান্য প্রদেশের বিজ্ঞ এবং সাধু মুসলমান ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আবদুল হামিদ ইসলামধর্ম্মানুমোদিত প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার এবং আমাদের জাতীয়ত্বের উচ্ছেদ নিমিত্ত এবং (সেই পথের একমাত্র শেষ ত ঐখানে) আমাদিগের দেশ বৈদেশিকদিগের হস্তে যেন তুলিয়া দিবার সকল প্রকার জঘন্য প্রহসনের অবতারণা করিয়াছিল। প্রত্যেক রাজভক্ত মুসলমান প্রজার কর্ত্তব্য সুদূর প্রবাসবাসী অজ্ঞ লোকদিগের ভিতর (অর্থাৎ ভারতের মুসলমানদিগের মধ্যে) এই সব সার সত্য অবিলম্বে প্রচার করা। কারণ রাজ্যচ্যুত সুলতানের দলের লোকেরা মিথ্যা কথা প্রচারে দেশ বিদেশে অর্থ ও লোকসংগ্রহ পূর্ব্বক দল গঠন করিয়া পুনরায় এদেশে অশান্তি এবং উপদ্রবের সৃষ্টির চেষ্টা করিবে। তোমার বন্ধু বান্ধব এবং দেশের লোকের নিকট প্রজাতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করিও।"—আমরা তুরস্কের ও পারস্যের পূর্ণ উন্নতি কামনা করি; কিন্তু এ দেশস্থ মুসলমানগণ বৈদেশিক রাজনীতির সংস্রবে কোনরূপে পড়েন ইহা প্রার্থনীয় মনে করি না। ব্রিটিশ ভারতবাসী হিন্দু যেমন নেপালের রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্রিটীশ ভারতবাসী মুসলমান তুরস্কাদি সম্বন্ধে সেইরূপই উদাসীন থাকায় এদেশের উপকার। নচেৎ "অল ইণ্ডিয়া মসলেম লীগ" প্রভৃতি দলবদ্ধ মুসলমান সমাজকে কোথায় লইয়া যাইতে পারেন তাহার ঠিকানা নাই। বাহিরের সম্পর্কে পড়িলে এদেশী মুসলমান দিগের দেশভক্তি রাজ ভক্তি প্রতিবাসীর সহিত সম্মিলন প্রভৃতি সকলই ভাসিয়া যাইবে।

বিদেশী টুপিতে স্বদেশী ছাপ!—বোম্বাইএর গিরগাঁও মহল্লার একজন দোকানদার বাজার হইতে বিলাতী টুপি কিনিয়া মহারাজ শিবাজীর মূর্ত্তি যুক্ত লাইনিং মাত্র লাগাইয়া প্রকৃত "স্বদেশী উপকরণে প্রস্তুত টুপি" বলিয়া বিক্রয় করিত। তাহার নামে একজন ক্রেতা প্রবঞ্চনার মোকদ্দমা আনায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ তাহার ৩৫০৲ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। যাহারা অন্যায় পথে অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাদের সেই অপরাধের জন্য সুধু জরিমানার ভয় হয় না। এই জন্যই আফিমের মোক-

দণ্ডার কারাদণ্ডেরই বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এরূপ প্রবঞ্চনার কারবারে লাভ যথেষ্ট। চিনি সম্বন্ধে কি প্রবঞ্চনা প্রমাণ করিবার, সাজা দেওয়াইবার কোন উপায় আবিষ্কার করা যায় না? দেশী বলিয়া অধিক দরে বিদেশী চিনি দেওয়া গভীর প্রতারণা।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—অনারেবল স্যর চর্লস এলেন নাইট ৬ মাসের ছুটী পাইলেন। মিঃ টি ডবলিউ রিচার্ডসন আই সি এস ১ম শ্রেণীর ডিঃ ও সেঃ জজ এবং লিগাল রিমেমব্রান্সার হইলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের বিচার ও সাধারণ বিভাগের প্রতিনিধি সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ জে জি কমিং উক্ত পদে পাকা হইলেন। সারণের ডেঃ মাঃ মৌঃ আকির হোসেন সারণের মাঃ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু বৈদ্যনাথ মিশ্র পুরীর সদরে স্থাপিত হইলেন। যশোহরের ডেঃ মাঃ বাবু সুরেশচন্দ্র সেন নং ২ ঝিনিদহ মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। যশোহরের ডেঃ মাঃ বাবু অনাদিনাথ সেন ঝিনিদহ মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। সুপালের ডেঃ মাঃ মিঃ মাকদিরত সিংহ ভগলপুরের সদরে বদলী হইলেন। দ্বারবঙ্গের ডেঃ মাঃ মৌঃ আবুল মহঃ রশদ সমস্তিপুর মহকুমায় বদলী হইলেন। কটকের প্রোটেস ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ আডামী স্বকার্য্য ব্যতিরিক্ত মেদিনীপুর ও ছোটনাগপুরের অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। বীরভূমের ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ শশিভূষণ চৌধুরী স্বকার্য্য ব্যতিরিক্ত পূজার বন্ধে হুগলী ও বাঁকুড়ার অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। পূর্ণিয়ার ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ হামিল্টন ভগলপুরের, যশোহরের মিঃ লোকেন্দ্র নাথ পালিত খুলনা, নদীয়া এবং মুরসিদাবাদের, সাহাবাদের মিঃ স্মিটার পাটনা ও গয়ার, সারণের মিঃ কট্টার মজঃফরপুরের মিঃ, মজঃফরপুরের ওয়ার্ড দ্বারবঙ্গের অতি সেঃ জজ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত জঃ মাঃ মিঃ রোস সারণের অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত মাঃ মিঃ হামিল্টন খুলনায় মাঃ হইলেন। জঃ মাঃ মিঃ ব্রাডলে বার্ট খুলনার সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ গর্ডন ২৪ পরগণার ডি ও সেঃ জজ হইলেন। মিঃ প্যান্টন আই সি এস ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ সেঃ জজ হইলেন। মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আই সি এস্ ২৪ পরগণার ৩য় অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন।

বিচার—যশোহরের মুঃ বাবু দেবেন্দ্র বিজয় বসু বর্দ্ধমানের সবজজ হইলেন বাবু শরৎপ্রসন্ন মজুমদার এম এ বি এল যশোহর সদরের মুঃ হইলেন। মজঃফরপুরের সবজজ বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাঁকুড়ার সবজজ হইলেন। মুরশিদাবাদের বাবু নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ২৪ পরগণার, বর্দ্ধমানের বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মুরসিদাবাদের, সাহাবাদের বাবু নীললোহিত মুখো মজঃফরপুরের সবজজ হইলেন। সাহাবাদের সবজজ বাবু লালসিংহ সারণের সবজজ হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। যশোহরের সবজজ বাবু পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় হুগলায় অতিরিক্ত সবজজ হইলেন। গয়ার মুঃ মিঃ ইব্রাহিম আহমেদ ছাপরার মুঃ হই দ্বারবঙ্গের বাবু সরোজমোহন দাস গুপ্ত মুঙ্গেরের, মুঙ্গেরের মুঃ মিঃ সৈয়দ হাসান গয়া সদরের, ছুটীপ্রাপ্ত বাবু বিনোদবিহারী মিশ্র শ্রীরামপুরের, সমস্তিপুরের মিঃ মহম্মদ হাসান পূর্ণিয়া সদরের, কাটীহারের মৌঃ ওয়ালি মহঃ সমস্তিপুরের, পূর্ণিয়ার মুঃ মিঃ মহঃ জহুর কাটীহারের, কুষ্টিয়া ও রাণাঘাটের লালা আয়কনাথ মজঃফরপুর সদরের, মজঃফরপুরের বাবু রাজেশ্বর প্রসাদ দ্বারবঙ্গ সদরের, কিষণগঞ্জের বাবু কমলাপ্রসাদ পাটনা সদরের, সিউড়ীর মিঃ সাহ মহঃ খলিলুর রহমন বক্সারের রামপুরহাটের বাবু হরনাথ মজুমদার গয়া সদরের বাঁকুড়ার বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখো রামপুরহাটের, পাটনার বাবু হেমন্তকুমার হালদার সিউড়ীর, বিষ্ণুপুরের বাবু ফণীন্দ্র লাল সেন বহরমপুরের, হাওড়ার বাবু কুঞ্জবিহারী বসু বিষ্ণুপুরের, ঝিনিদহের বাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য হাওড়ার, সাতক্ষীরার বাবু শিবচরণ শীল মেদিনীপুর সদরের, তমলুকের বাবু কিরণচন্দ্র মিত্র শ্রীরামপুরের, বক্সারের বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র তমলুকের, কাঁথির বাবু গোপালচন্দ্র বসু তমলুকের, আলিপুরের বাবু মোহনলাল দে কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণনগরের বাবু তারাপদ চট্টোপাধ্যায় আলিপুরের, বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার বাঁকুড়া সদরের মুঃ হইলেন। ছাপরার মুঃ বাবু বনোয়ারী লাল বন্দ্যো নং ১; কাঁথির মুঃ বাবু আশুতোষ গুপ্ত, হুগলীর মুঃ বাবু সতীশচন্দ্র বিশ্বাস এবং মেদিনীপুরের মুঃ বাবু লালবিহারী চট্টোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্টের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। হাওড়া, হুগলী ও শ্রীরামপুরের ছোট-আদালতের জজ বাবু রামলাল দত্ত ভগলপুরের সবজজ হইলেন। দ্বারবঙ্গের সবজজ বাবু কড়িকৃষ্ণ মুখো ঐ তিন স্থানের ছোট আদালতের জজ হইলেন। উলুবেড়িয়া ও শ্রীরামপুরের অতিরিক্ত মুঃ বাবু চারুচন্দ্র মুখো দ্বারবঙ্গের সবজজ হইলেন

শিক্ষা—বাবু শরৎকুমার বসু কটক সর্ভে স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। বাবু ভবদেব সোজাকর বি এ বারাসত গবর্ণ স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক হইলেন। ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ মৌঃ মবারক হোসেন বি এ ৬ সপ্তাহের ছুটী পাইলেন। মৌঃ আবুল মুনিফ মহঃ লাহিক রাজেন্দ কলিঃ স্কুলের হেড মৌলবী হইলেন। আরা জেলা স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু বসন্ত কুমার মিত্র বি এ ভগলপুর জেলা স্কুলের হেঃ মাঃ হইলেন। ভগলপুরের হেঃ মাঃ বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ বি এ সংস্কৃত কলিঃ স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। উক্ত সহকারী হেঃ মাঃ বাবু কালীপ্রসন্ন দাস বি এ বেথুন কলিঃ স্কুলের হেঃ মাঃ হইলেন। উক্ত হেঃ মাঃ বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত বি এ আরা জেলা স্কুলের হেঃ মাঃ হইলেন।

উদ্ভট কবিতা।

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুখণ্ডম্
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধম্।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তমূর্ত্তিং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাম্

মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রাণান্তেও স্বভাবের বিকৃতি ঘটে না ইক্ষুদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিলেও তাহার মধুরতা নষ্ট হয় না, চন্দনকে যত ঘসিবে উহার ততই মনোহর গন্ধ বাহির হইবে। পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিলেও কাঞ্চনের কমনীয়তা কমে না (বররুচেঃ)। ১।

সংসার বিরক্ত কোন মুমুক্ষুর উক্তি,—

রাগিণ্যপি বিরাগিণ্যাঃ স্ত্রিয়স্তাসু রমেত কঃ।
অহন্তু কলয়ে মুক্তিং যা বিরাগিণি রাগিণী॥ ২॥

যাহারা অনুরাগীতেও বিরাগিণী (বিরক্তা) হয়, সেই স্ত্রী সকলে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? যে বিরাগীতে (সংসার বৈরাগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিতে) রাগিণী (অনুরক্তা) আমি সেই মুক্তির প্রতি অনুরাগী হইতেছি।২।

গৌরবং প্রাপ্যতে দানাৎ ন তু বিত্তস্য সঞ্চয়াৎ।
স্থিতিরুচ্চৈঃ পয়োদানাং পয়োধীনামধঃস্থিতিঃ।৩।

দানেই গৌরব পাওয়া যায়, ধন সঞ্চয়ে নহে; তাহার দৃষ্টান্ত জলধরগণ উচ্চে অবস্থিতি করে,

...নিধি। অধোদেশে অবস্থিত জলদ জলদান করে এই কারণে উহার উচ্চে স্থান। জলধি জল জমাইয়া রাখে দান করে না, এই কারণে উহার অধঃ দেশে স্থান।

পরাধীনতাই ক্লেশকর—ইহা দেখাইতেছেন—

...॥ ধার্ম্মাদোহপি সোমঃ সৌম্যেন শম্ভুনা।
...পি কৃশতাং ধত্তে কষ্টঃ খলু পরাশ্রয়ঃ॥ ৫।

সাধু প্রকৃতি মহাদেব অতিযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিলেও চন্দ্র কৃশ হইয়া রহিয়াছেন—হইয়া থাকাই কষ্টকর। ৫।

(উদ্ধৃত)

মনুষ্যের আয়ুঃ

শাস্ত্রালোচনায় দেখিলাম, মানবদেহে তিন প্রকারে রোগ জন্মিয়া থাকে, যথা—দোষজ রোগ, কর্ম্মজ রোগ এবং কর্ম্ম দোষজ রোগ

অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে :অর্থাৎ অনভ্যস্ত শীত, অত্যুষ্ণ, অতি কটু ও অত্যম্লাদি বস্তুর অতি সেবন প্রযুক্ত বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত রোগকে "দোষজ" রোগ কহে। বিনা কারণে অর্থাৎ অতি শীত, উষ্ণ, কটু, অম্লাদি সেবন না করিলেও যে রোগ জন্মে তাহাকে "কর্ম্মজ" রোগ বলা যায়। অর্থাৎ প্রাক্তন দুষ্কৃত কর্ম্মজনিতই সেই রোগ ইহা বুঝিতে হইবে। এবং অল্পমাত্র কারণে অর্থাৎ অত্যল্প শীতোষ্ণাদি সেবনে বাতপিত্ত শ্লেষ্মাদির বৈষম্য জনিত অতি ভীষণ অসাধ্য রোগকে "কর্ম্মদোষজ" বলা যায় অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের অর্জিত কর্ম্ম ফলে অল্প কারণেও যে উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মদোষজ অনুমান করা যায়। মহর্ষি শাতাতপ এই কথা বলিয়াছেন—

যথা নিদানং রোগোত্থঃ কর্ম্মজো
হেতুভির্ব্বিনা।
...তদারম্ভোহল্পকেহেতোবক্রিয়ো দোষকর্ম্মজঃ॥"

অর্থ—কারণ ক্রমে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম 'দোষজ' বিনা কারণে যে রোগ জন্মে, তাহা "কর্ম্মজ" এবং সামান্য একটুকু কারণে মারাত্মক যে রোগ জন্মে, তাহা "দোষ কর্ম্মজ"।

কেবল দোষজ (বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত) রোগ, ঔষধ সেবনেই নিবৃত্ত হয়, * কর্ম্মজ রোগ দান, দয়া, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গো, গুরুসেবা ও জপ তপস্যা (প্রাণায়ামাদি) দ্বারা প্রশমিত হয়। আর দোষকর্ম্মজ রোগ প্রায়শ্চিত্তাত্মক দান, দয়া ও জপ তপস্যা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে এবং ঔষধ দ্বারা দোষ ক্ষয় অর্থাৎ বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য অপনীত হইলেই চিকিৎসিত হয়। †

বৈদ্যশাস্ত্র বলেন—

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং
এবংবিধানামিদমায়ুরত্র
চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ॥"

যাহারা শরীরের হিতকর বস্তু আহার করে, যাহারা সচ্চরিত্র এবং নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বী, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, তাহাদেরই এই ১২০ বৎসর আয়ু নিরূপিত হইল, ইহাই বৃদ্ধ মুনিগণের প্রবাদ।

এই ১২০ বৎসর আয়ু সম্বন্ধে একটুকু বুঝিবার আছে, তাহা এই—মানবের আয়ুটা নিয়ত কি অনিয়ত? এবং মৃত্যুটা কাল মৃত্যু, না অকাল মৃত্যু? এ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রেই অনেকানেক যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চরকের বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত আছে, সে সকল বিচার এস্থলে অনাবশ্যক। এস্থলে সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তত্ত্ব এইমাত্র বক্তব্য যে, আয়ুর একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, আয়ু কারণবশে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়, যেমন পাশাপাশি দুইটী গাছ জলাভাবে মরিতেছিল, কিন্তু যেটাতে কেহ জল দিল, সেটি বাঁচিল, যেটা জল পাইল না সেইটা মরিল, যেমন গৃহশোভার জন্য যে চিত্রিত ঘটটা তুলিয়া রাখা হয়, সেইটা শতবৎসর তথায় রহিল, আর যেটা সর্ব্বদা ব্যবহার করা গেল, সেইটা ঘা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তোলা চিত্রিত ঘটটাও ক্রমে ক্রমে নোনা ধরিয়া কালে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ঐ ভাঙ্গিবার কারণ একমাত্র কালকেই বুঝিতে হইবে। এরূপ কাল কর্ত্তৃক ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ মনুষ্যাদিও একদিন মরিবে ইহারই নাম কালমৃত্যু। এই কালমৃত্যু অপরিহার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও কালমৃত্যুর অধীন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা জানিয়াছিলেন যে, কোনরূপ অত্যাচার না ঘটিলেও কলিযুগে মানব শরীর ১০৮ বা ১২০ বৎসরের অধিক টিকিতে পারে না, ইহারই নাম ইদানীং কালমৃত্যু। এই কালমৃত্যু ঘটান যায় না, অকাল মৃত্যু ঘটান যায়, অকাল মৃত্যু অর্থাৎ একশত বৎসরের এইদিকে ২৫।৫০।৭৫ ইত্যাদিতে যাহারা মৃত্যুকালে পতনোন্মুখ; তাহাদিগের মৃত্যু দূর করিবার জন্যই যত কিছু প্রাণায়াম, জপ, হোম, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন মণিমন্ত্র ও ঔষধাদি সেবনের উপদেশ শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন।

"ন জাতঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে।
অতো মৃত্যুরবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগো নিবার্য্যতে॥
একোত্তরং মৃত্যুশতং অথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞঃ স্যাৎ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোম প্রদানৈশ্চ কালমৃত্যু র্ন শাম্যতি॥"

এই পৃথিবীতে কেহই অমর নহে, এ হেতু মৃত্যু অনিবার্য্য কিন্তু রোগ নিবারণ করা যায়। একশত এক প্রকার মৃত্যু, ইহা অথর্ব্ব ঋষি সম্প্রদায়ের মত, তন্মধ্যে একটা মাত্র কাল মৃত্যু, তা ছাড়া অপর একশতটাই আগন্তু মৃত্যু অর্থাৎ অকাল মৃত্যু। যে সমস্ত আগন্তু অর্থাৎ ২৫।৫০।৭৫ ইত্যাদি বয়সের মৃত্যু তাহা ঔষধ, জপ, হোম, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি উপায়ে প্রশমিত হয়, কিন্তু কালমৃত্যু প্রশমিত হয় না।

চরক বলেন—

তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং অতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ।"

এখন ইংরাজীধরণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা বেলা ৭।৮ টার সময় জাগিয়া বাসী মুখে "চা বিস্কুট" খান, এবং "চুরুট" টানিতে টানিতে খবরের কাগজ লইয়া পায়খানায় বসিয়া তাহা পড়িয়া থাকেন এই তাঁহাদের ভদ্রতার লক্ষণ। কিন্তু দেখিতে পাই প্রায়ই তাঁহারা রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ৪০।৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই হতভাগ্য জন্মভূমি ছাড়িয়া মহাপ্রস্থানে যান।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন বিধানার্থ শাস্ত্রের আদেশ উহার বিপরীত। যথা—

সুস্থ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভার্থ অতি প্রত্যূষে জাগিয়া শয্যায় পদ্মাসনে বসিয়া মস্তকে গুরুর উপদেশ অনুসারে আভির্ব্ভূত গুরুবর্গ জপ ক্র...

* যস্মাৎ দুষ্টৈরনিলাদিদোষৈরুপদ্রুতৈঃ স্বেষু পরিস্খলদ্ভিঃ।
উৎপত্তিরেব প্রাণভৃতাং বিকারাস্তে দোষজা
ভেষজভাজনধ্যাঃ॥

† "দানৈর্দয়াভিরপি দ্বিজদেবতা গো
গুর্ব্বর্চ্চন প্রণতিভিশ্চ তপোভিরুগ্রৈঃ।
এভিশ্চ পুণ্যনিচয়ৈরুপচীয়মানাঃ
প্রাক্‌পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্রয়ান্তি॥

† "স্নানাদিভিঃ কর্ম্মভিরোষধীভিঃ কর্ম্মক্ষয়ে দোষপরিক্ষয়ে চ।
সিদ্ধিং প্রযান্তি যে যমুনাতাং কর্ম্মজাস্তে কর্ম্মদোষজন্যা প্রকারঃ॥"

সহস্রদল পদ্মাদি চিন্তা করিবে। * তৎপরে পায়খানায় যাইবে। ইহাতে মন স্থির হয়, বুদ্ধি কর্ত্তব্য পথের অনুসরণ করে, ইন্দ্রিয়বর্গ সবল এবং মস্তিষ্ক শীতল হয় ও মস্তকস্থ যাবতীয় রোগ ও কেশরোগ বিদূরিত হয়. এমন কি গাঢ় চিন্তা করিতে করিতে কিছু দিন পরে সুস্পষ্টরূপে পদ্মের গন্ধ পাওয়া যায়। পায়খানায় গুরুর উপদেশানুসারে "অশ্বিনী" শৌচক্রিয়া করিবে, তাহাতে উদরাময় থাকে না, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। †

বেদের আদেশ এই যে—প্রত্যূষকালের সমীরণ মধুময়, জল মধুপ্লুত, পৃথিবীর ধূলি মধুসিক্ত, বৃক্ষাদি মধুযুক্ত,* সুতরাং মধু যেমন ত্রিদোষঘ্ন বল পুষ্টি আয়ুবৃদ্ধিকর, উষাকালের বায়ু জল মাটি ও বৃক্ষাদিও তেমনি ত্রিদোষ নষ্ট করে সেই হেতু প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচাদি করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে পুষ্পচয়নচ্ছলে বৃক্ষাদি হইতে মধুময় বাতিত সংগ্রহ এবং ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে চিত্তের বৈরাগ্য ও একাগ্রতা সাধন করিতে পারে। ইহার ফলে মানব অনায়াসে বিনা ব্যয়ে বিনা শ্রমে আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ভালরূপে উপর্যুক্ত নিয়মগুলির অনুষ্ঠান করিলে নিজেই ইহার গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, ইহা তর্ক দ্বারা বুঝান নিষ্প্রয়োজন।

প্রাণায়ামের মত শারীরিক ও মানসিক দোষনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক নাড়ীপরিষ্কারক হৃৎপিণ্ড-সংশোধক আয়ুর্বর্দ্ধক অসদিচ্ছানিবারক ক্রিয়া আর দ্বিতীয় নাই।

"প্রাণায়ামান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু॥"

সকল পাপবিনাশের জন্য দ্বিজগণ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে। যেহেতু ব্রাহ্মণের সকল পাপই একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা দূরীভূত হয়।

সাহিত্য সংহিতা ১ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা

---

* "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ॥"

† "নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অশ্বিনী এষা শৌচয়োগিনাং প্রাণদায়িনী॥
উদরাময়কং হন্তা জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ।"

(প্রবোধমল)

* মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" ইত্যাদি।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ট্রেনিং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ট্রেনিং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A Hd master for tha Kamarpara M E school Dt Rangpur, on Rs 25 for 3 months with free board and lodging.

A Hd master, strong in English for the Nabinagor H E school (Tippera) on Rs 85—100 according to qualifications.

A final Normal passed Hd Pandit and an Entrance passed 2nd master for the Raikali M E school Dt Bogra on Rs 20 each. Po Raikali, Bogra.

An Entrance passed asst teacher for the Telirbag K M D M Institution Dt Dacca, on Rs 15—1—20. Must stick to the post at least for two years. Apply to Babu N K Sengupta Hd master.

A graduate (B course) 2nd master strong in Mathematics for the Joypur Fakirdas High school, Dt. Howrah, on Rs 45 a month with free lodging in an exceptionally healthy place. Joypur, Kundule po, Howrah Dt.

A graduate strong in Mathematics for Rol C M Tayyib Institution Rol po. (Bankura) on Rs 45 to Rs 50 a month.

A graduate Asst Hd master for the Kalikisore H E school, Hasra on Rs 60 a month at present.

A Gymnastic master for the Garhbeta H E school, Dt Midnapur, on Rs 15 per mensem. Preference to one who can teach Persian, for which he will get free board. Apply to the President of the Managing committee.

For the Kalia H E school a H. master on Rs 75 a Normal 3rd year passed Paudit on Rs 2[illegible], also an undergraduate teacher on Rs 30 to Rs 3[illegible] according to qualifications. The latter may get lodging boarding free on his taking the tuition of two 6th class boys and having no objection to live with a Vaidya family, po Kalia, Dt. Jessore.

পাঠ্য পুস্তক

ভার্ণাকুলার শিক্ষার নূতন প্রণালী যে সকল স্কুলে অবলম্বিত হইয়াছে সেই সকল স্কুলের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্য স্বরূপে গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হইয়াছে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ মান

বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক মূল্য ।৴৹

সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ সংশোধিত [৪র্থ সংস্করণ] শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত; মধ্যবাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক নীলমণি মুখোপাধ্যায় কৃত শিক্ষা ২য় ভাগ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ হেমেন্দ্র নাথ মিত্র সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ বীরেশ্বর পাণ্ডে ভাষাশিক্ষা ২য় ভাগ চারুশীলা দেবী সাহিত্য পুস্তক মধ্য বাঙ্গালা প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন সন্দর্ভমালা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যপাঠ ২য় ভাগ রাধাগোবিন্দ গাঙ্গুলী বিবিধপাঠ নকড়ি ঘোষ নীতিপাঠ ২য় ভাগ জগবন্ধু মোদক, জ্ঞানমালা ৩য় ভাগ সংশোধিত শশধর সেন কীর্ত্তিকলাপ এন কে দেবী, সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ [কালিদাস ও কুমারদাস খাঁ] যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুসন্দর্ভ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সাহিত্য দর্পণ ২য় ভাগ [সংশোধিত] এন আর মুখার্জ্জি সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ [সংশোধিত] এস সি মিত্র প্রবন্ধ কুসুম রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সন্দীপন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ কুসুম ৩য় ভাগ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যশিক্ষা ২য় ভাগ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপদেশ ও শিক্ষা ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

হিন্দী সাহিত্য পুস্তক মূল্য ।৶৹

ভাষাবোধ ৪র্থ ভাগ বিহারীলাল চৌবে কৃত প্রবন্ধমঞ্জরী বাস রামশঙ্কর শর্ম্মা হিন্দী ৩য় পুস্তক হরিশ্চন্দ্র মধ্য বাঙ্গালা হিন্দীরীডার [সংশোধিত] ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উর্দ্দু—খোয়ানিমুৎ আজিব ৩য় ভাগ [পরিশিষ্ট সহ] মহম্মদ হবিবুল্লাকৃত ৵৹

উড়িয়া—সাহিত্য তরঙ্গ মধুসূদনরাও কৃত ।৵৹

পাটীগণিত—বাঙ্গালা

রঞ্জন পাটীগণিত ৩য় ৪র্থ ভাগ কে পি বসু কৃত ৷৷০, পাটীগণিত ২য় ভাগ তারিণীকান্ত মজুমদার ৷৷০ পাটীগণিত লক ও লুইস কৃত ৷৷০ পাটীগণিত সার সারদা প্রসন্নদাস ৷৷৵০ সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৷৷০ ঐ গৌরীশঙ্কর দে কৃত ৷৷০ গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখো কৃত ৷৷৵০ সরল পাটীগণিত প্রসন্ন কালী কৃত ৷৷০

হিন্দী—এলিমেণ্ট্স অফ এরিথমেটিক ৩য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত ৷০ পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সি লুইস কৃত ।/০

উর্দ্দু—পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সি লুইস কৃত ।৶০

উড়িয়া—অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদনরাও এবং মধুসূদনদাস কৃত ৷৷০ উৎকল পাটীগণিত ২য় ভাগ উমেশচন্দ্র বসু কৃত ৷৷০

ইউক্লিড—বাঙ্গালা ।০

ইউক্লিডের জ্যামিতি ব্রজমোহন মল্লিক কৃত ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম অধ্যায় হল এণ্ড নাইট্ জ্যামিতি ১ম পুস্তক সারদারঞ্জন রায় ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম পুস্তক নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জ্যামিতিসার ১ম পুস্তক কুঞ্জবিহারী দাস গুপ্ত জ্যামিতি বিকাশ মোহনচন্দ্র বসাক ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম ভাগ ইউ এন বক্সি ঐ এস পি দাস ঐ গৌরীশঙ্কর দে।

হিন্দী—ইউক্লিডের এলিমেণ্ট্স অফ জিওমেট্রি পেমান পাণ্ডে ।০ ইউক্লিড মধ্যশ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ।০

উর্দ্দু—ইউক্লিড ১মপুস্তক ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।/০ ইউক্লিডের এলিমেণ্টস্ অফ জিওমেট্রি বি আত্মারাম কৃত ।৵০

উড়িয়া—জ্যামিতি ১ম পুস্তক সীতানাথ রায় কৃত।০

ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি—মূল্য ।০

বাঙ্গালা—ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপ্রা এবং মধ্য) ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশিত, সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপ্রা এবং মধ্য) ইউ এন বক্সি কৃত, এম ভি নেসফিল্ড লংম্যান গ্রীণ প্রকাশিত, সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (সংশোধিত) উপ্রা এবং মধ্য এস পি দাস কৃত, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপ্রা এবং মধ্য) নৃসিংহচন্দ্র মুখো কৃত ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপ্রা এবং মধ্য) গৌরীশঙ্কর দে কৃত।

হিন্দী—উপ্রা এবং মধ্য ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত

উর্দ্দু—ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপ্রা এবং মধ্য) ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উড়িয়া—ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপ্রা এবং মধ্য) ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত সহজ পরিমিতি এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি মধ্য বাঙ্গালার জন্য।

ইতিহাস

বাঙ্গালা—ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস সি আর উইলসন কৃত ।/০, ঐ মধ্য বাঙ্গালা ই মার্সডেন ।০, ভারতবর্ষের ইতিহাস আবদুল করিম ।৵০ ভারতবর্ষের ইতিহাস [সংশোধিত] ঈশান চন্দ্র ঘোষ ।/০ ভারতবর্ষের ইতিহাস [সংশোধিত] হেম লতা দেবী ।০, প্রথম শিক্ষা ভারত ইতিহাস [সংশোধিত] বি ধর ।০, ভারত বর্ষের ইতিহাস সতীশ চন্দ্র মিত্র ।০, সংক্ষিপ্ত ভারত বৃত্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স প্রকাশিত ।০, সচিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৶

হিন্দী—হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া মৌলবী আবদুল করিম ।৵০, মার্সডেনের হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া [হিন্দী এবং নাগরী] ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০, হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া গোকর্ণ সিংহ কৃত ।০, ঐ মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত ।০

উর্দ্দু—হিষ্টরী অফইণ্ডিয়া মধ্যশ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া স্যর ডবলিউ লী ওয়ার্ণার কৃত ৷৷০

উড়িয়া—হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০ হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়া আবদুলকরিম কৃত

ভূগোল

বাঙ্গালা—মধ্য বাঙ্গালা জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।১০ ভূগোল পাঠ ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য (সংশোধিত) ব্লাকি এণ্ড সন কৃত ।০ ভূগোলপাঠ ২য় ভাগ সংশোধিত এস বি চাটার্জ্জি কৃত ।১০

হিন্দী—ভূগোলরীডার মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশিত।০ জিওগ্রাফিকাল রীডার ২য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত।০

উর্দ্দু—জিওগ্রাফি রীডার মধ্য শ্রেণী স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।০

উড়িয়া—মধ্য বাঙ্গালা জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত ।০

বিজ্ঞান

বাঙ্গালা—মধ্য বাঙ্গালা বিজ্ঞান পাঠ ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৶০, মধ্য বাঙ্গালা বিজ্ঞান রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) গিরীশ চন্দ্র বসু কৃত ৷৷/০, মধ্য বাঙ্গালা বিজ্ঞান রীডার ঐ ।৶০

হিন্দী—বিজ্ঞান রীডার মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৶০ মিডল সায়েন্স রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) জি সি বসু কৃত ।৶০

উর্দ্দু—মধ্য ভার্ণাকুলার সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৷৷৵০

উড়িয়া—মধ্য ভার্ণাকুলার সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৶০,

English.—Optional Subject

For Standards V and VI.

A Reader for Middle Classes,—revised (A Middle Reader)—(Anglo-Bengali). E Marsden and M M Bose As 8

Indian Standard Readers, Book II (Anglo-Bengali). Blackie & Son 1s.

Model Lessons (Anglo Bengali) G Bhattacharyya As 6

The New Standard Readers, No II (Anglo Bengali). T D Mukherjee As 6

Third Book of Reading (Anglo Bengali). Sir R Lethbridge, P C Sirkar and I C Ghose. As 7

A Reader for Middle Classes, revised (A Middle Reader)—(Anglo-Hindi). E Marsden and M M Bose As 8

A General Reader for Middle Classes (Anglo-Hindi). C De la-Fosse As 8

Indian Standard Readers, Book II (Anglo-Hindi). Blackie&Son As 8

A Reader for Middle Classes (A Middle Reader)—(Anglo-Urdu). E Marsden and M M Bose As 8

A General Reader for Middle Classes (Anglo-Urdu). C De-la-Fosse As 8

A Middle Reader (Anglo-Uriya). E Marsden and M M Bose As 8

The Fifth Standard Reader,—revised (anglo Bengali). P C Majumdar As

FOR TEACHERS ONLY.

Senior Teacher's Manual (English) M. DeS. Prothero

Bengali, Hindi, Urdu and Uriya.

Senior Teachers' Manual. Dwijendra Nath Neogi

The Oriental School Drawing Books, Parts III and IV. E B Havell

৩য় ও ৪র্থ মান সাহিত্য—৶৹

বাঙ্গালা নীতিশিক্ষা টী এন মুখার্জি এবং প্রিয়লাল দে কৃত, সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ রাধা গোবিন্দ গাঙ্গুলী, মুকুল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালা বিনোদ স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানবিকাশ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শিক্ষা ১ম ভাগ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত, সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ সংশোধিত [৬ষ্ঠ সংস্করণ] শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, মনোহর পাঠ হরনাথ বসু কৃত, উচ্চপ্রাথমিক সাহিত্য পুস্তক নীলমণি মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পুস্তক [উচ্চপ্রাথমিক] প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন চারু প্রসঙ্গ পরেশনাথ মহলানবীশ, সংগ্রহ কুসুম ২য় ভাগ ঈশ্বর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত, নীতি মুকুল আর ডি চাটার্জ্জি কৃত, শিক্ষাপ্রবেশ জে এন সরকার কৃত, পাঠমালা বিধুভূষণ মুখার্জ্জি কৃত ঐ রমণীমোহন ঘোষ কৃত, সাহিত্য কুসুম তারিণীচরণ বসু চৌধুরী নবশিক্ষা চিরঞ্জীব শর্ম্মা, নীতিপাঠ ১ম ভাগ জগবন্ধু মোদক, আদর্শপাঠ জে এন বসু, সাহিত্য মঞ্জরী হরিপ্রসাদ চটোপাধ্যায়, নবপাঠ ২য় ভাগ [সংশোধিত] কে কে ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য কুসুম ২য় ভাগ [সংশোধিত] মতিলাল চক্রবর্ত্তী, জ্ঞান প্রবেশ প্রমোদপ্রকাশ চটোপাধ্যায়, খণ্ডপাঠ [সংশোধিত সংস্করণ] এন সি বিদ্যারত্ন, আশাও আলো [সংশোধিত] এস এন গোস্বামী, সাহিত্য শিক্ষা ১ম ভাগ [সংশোধিত] নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুনীতিশিক্ষা [সংশোধিত] এন কে মিত্র সাহিত্য পাঠ ১ম ভাগ পি এন কালী, কল্যাণমালা রসিক চন্দ্র বসু, সুনীতিমালা ১ম ভাগ সি কে বিদ্যালঙ্কার, বোধসোপান [সংশোধিত] কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশিক্ষা [সংশোধিত] কে সি ব্যানার্জ্জি, আদর্শনীতি ১ম ভাগ সংশোধিত এন দেবী নীতিমঞ্জরী ২য় ভাগ (সংশোধিত) এন এন চাটার্জ্জি, শিক্ষা সোপান ২য় ভাগ [সংশোধিত] লাল মোহন বিদ্যানিধি, সাহিত্যশিক্ষা ১ম ভাগ [সংশোধিত] মোজাম্মেল হক, সাহিত্য সোপান [সংশোধিত] ভুবন মোহন ঘোষ, সাহিত্য মুকুল ১ম ভাগ সংশোধিত হরিচরণ বন্দ্যো, নীতিপথ গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য মঞ্জরী যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী উপ্রা সাহিত্য বোধ গণপতি চক্রবর্ত্তী রত্নহার আকজনদেশা খাতুন

হিন্দী—ভাষাবোধ ৩য় ভাগ বিহারী লাল চৌবে কৃত, বালবোধ রামদিন সিং উপ্রা সাহিত্য পুস্তক ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উর্দ্দু—তালিমউল আকল জাদিদ ১ম ভাগ মহম্মদ হবিবুল্লা, উর্দ্দু রীডার ১ম ভাগ [উর্দ্দু বানাদ শিক্ষাসহ] হাফিজ জালালুদ্দীন আহম্মদ।

উড়িয়া—সাহিত্য মঞ্জরী শ্রীমতী অবন্তি দেবী মধুসূদন রাও

পাটীগণিত

হিন্দী—এলিমেন্টস অফ এরিথমেটিক ২য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত।০; পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস এম এ ॥৶৹

উর্দ্দু—আতালিকি নিসবান ১ম ভাগ আহমদ আলি খাঁ।০, পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস এম এ ৸৹

ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি

বাঙ্গালা—৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের যে সকল পুস্তক তাহাই। এতদ্ব্যতীত ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি উপ্রা জন্য কেদার নাথ দত্ত ৶৹ সহজ পরিমিতি উপ্রা জন্য নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জ্জি।০, উপ্রা পরিমিতি লংম্যান গ্রীন প্রকাশিত।০, শিশুরঞ্জন ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সুখরঞ্জন বসু ৶৹।

উড়িয়া—৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের ন্যায়; তদ্ব্যতীত সহজ পরিমিতি ও ব্যবহারিক জ্যামিতি উপ্রা জন্য উমেশচন্দ্র বসু কৃত ৶৹

ইতিহাস—৶৹

বাঙ্গালা—শিশুপাঠ্য বঙ্গদেশের ইতিহাস ঈশান চন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক পাঠ ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত, বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] রজনীকান্ত গুপ্ত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] রাজকৃষ্ণ মুখার্জ্জি কৃত, শিশুরঞ্জন বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] শশধর সেন; বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ হরনাথ বসু, সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার ইতিহাস সংশোধিত নীলমণি মুখার্জ্জি, বঙ্গদেশের ইতিহাস বি ধর, শিশুবোধ বাঙ্গালার ইতিহাস [সংশোধিত] কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো, বঙ্গের ইতিহাস প্রাচীন ও নূতন মহেন্দ্রচন্দ্র সোম এবং বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত।

হিন্দী—হিষ্টরী রীডার উপ্রা, বাঙ্গালার ইতিহাস ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ঐ গোকর্ণ সিংহ উপ্রা হিষ্টরী রীডার [কায়েথী] ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

উর্দ্দু—উপ্রা হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত

ত্রা—উপ্রা হিষ্টরী রীডার অভিরাম ভঞ্জ

ভূগোল

বাঙ্গালা—ভূগোলপাঠ ১ম ভাগ [সংশোধিত]. এস বি চাটার্জ্জি ৶১০, ভূগোল বিবরণ উপ্রা ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৶১০, শিশুপাঠ্য ভূগোল বিবরণ ঈশানচন্দ্র ঘোষ।০, ভূগোলপ্রসঙ্গ [সংশোধিত] হরনাথ বসু ৶১০; উপ্রা ভূগোল রীডার আর এন ঘোষ ৶০, ভূগোলপাঠ ১ম ভাগ [সংশোধিত] ব্লাকি এণ্ড সন ৶০, ভৌগোলিক পাঠ ১ম ভাগ [সংশোধিত] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৶০. ভূগোল বিবরণ [সংশোধিত] শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৶৹

হিন্দী—ভৌগোলিক রীডার উপ্রা ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৶০. ঐ ঐ ৶১০, এলেমেন্টারী ভৌগোলিক রীডার ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৶০, জিওগ্রাফিকাল রীডার আর এন ঘোষ ৶৹

উর্দ্দু—উপ্রা জিওগ্রাফিকাল রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৶৹

উড়িয়া—উ প্রা জিওগ্রাফিকাল রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৶০ উ প্রা জিওগ্রাফি অভিরাম ভঞ্জ কৃত ৶০।

বিজ্ঞান

বাঙ্গালা—বিজ্ঞানপাঠ উ প্রা ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।০ উ প্রা বিজ্ঞানরীডার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিত সহ গিরীশচন্দ্র বসু কৃত।৶০ উ প্রা বিজ্ঞানরীডার ঐ কৃত।০ বিজ্ঞানমালা (সংশোধিত) শশধর সেন কৃত।০ উ প্রা বিজ্ঞান পাঠ সারদাপ্রসন্ন দাস কৃত।০

হিন্দী—বিজ্ঞানরীডার উ প্রা ম্যাকমিলান কোং।৶০ ঐ (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) জি সি বসু কৃত।৶০

উর্দ্দু—উপ্রা বিজ্ঞান রীডার ৶০

উড়িয়া—উপ্রা বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত

ENGLISH (OPTIONAL SUBJECT)

For Class VII (A) of High Schools and III of Middle Schools.

Anglo-Bengali King Reader, No Macmillan & Co. As 4

Indian Standard Readers, Book No I. Blackie & Son 6d.

Second Book of Reading (revised). Lethbr and Saiogrice. As 5

The New Indian Reader, Ist Book (Anglo-Bengali). S C Auddy & Co. As 4

King Reader No. I, (Anglo-Uriya), Macmillan & Co. As 4

Anglo-Hindi King Reader I. Ditto As 4

Anglo Urdu King Reader I. Ditto As 4

... Class VII B of High Schools ... V of Middle Schools.

...ld's English Primer. [revised]. Ghose As 3

...nglo-Bengali King Primer Mac... & Co. As 3

...glo Bengali Primer Blackie & Son 3d

King Primer, [Anglo-Hindi] Mac...millan & Co. As 3

English Primer P N Mahalanabis As 3

Anglo-Bengali Primer "Oriel" As 3

English Reader for United Provinces of Agra and Oudh. Primer: Eng...sh—Urdu Hindi. Macmillan & Co As 3

First Book of Reading revised. ...ethbridge and Sircar As 3

New English Primer, revised (Anglo-Bengali]. K B Basu and G D Banerjee. As 3

King Primer [Anglo-Uriya] Macmillan & Co. As 3

Anglo.Urdu King Primer Macmillan & Co. As 3

English Primer for Indian School ...ed, [Anglo Bengali.] Charu Chandra Mitra. As 2

১ম ও ২য় মান

১৯০৯ ও ১৯১০ সালের ২য় মানের জন্য ... কেবল ১৯১০ সালের ১ম মানের জন্য)

বিজ্ঞান

...লা ৵০—নিম্ন প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পাঠ ... প্রকাশিত, নিম্ন প্রাইমারী রীডার জি সি ... কৃত বিজ্ঞান পাঠ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ... চন্দ্র ঘোষ, বিজ্ঞান শিক্ষা নিম্ন অঙ্ক: ... মুখার্জি কৃত, শিশুবিজ্ঞান নিম্নাঙ্গ ... কৃত, বিজ্ঞান শিক্ষা [সংশোধিত] সুরেন্দ্র ... পাধ্যায়, বিজ্ঞান প্রবেশ করেল ... পি ... বিজ্ঞান পাঠ ... বি

হিন্দী—সায়েন্স রীডার এল পি ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।/০, ঐ [নাগরী] জি সি বসু ।/০, ঐ [কায়েথি] জি সি বসু ।৵০, এল পি সায়েন্স রীডার ত্রিবেদী এবং ঘোষ ।/০

উর্দ্দু—এল পি সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।/০

উড়িয়া—এল পি সায়েন্স রীডার ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ৵০, নিম্ন প্রাথমিক বিজ্ঞানপাঠ জি সি বসু কৃত ৵০

পাটীগণিত

বাঙ্গালা—সংক্ষিপ্ত শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় ভাগ কে পি বসু ।০, গণিত পাঠ ১ম ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জি ৵০, শিশুগণিত কে সি ব্যানার্জি ৵০, গণিত প্রবেশ রামদয়াল চাটার্জি ৵০, গণিত বিনোদ (সংশোধিত) এস পি দাস ।০, পাটীগণিত ১ম ভাগ টি কে মজুমদার ৵ সরল পাটীগণিত ১ম ভাগ জে সি চক্রবর্ত্তী ৵০, অঙ্ক শিক্ষা এস এন গুহ ।০, শিশুশিক্ষা পাটীগণিত নি প্রা অঙ্ক এন ডি ব্যানার্জি ।০, শিশুবোধ পাটীগণিত ১ম ভাগ কেদারনাথ দত্ত ৵০, প্রথম শিক্ষা পাটীগণিত বসন্তকুমার বসু ।০, গণিতাঙ্কুর এস এন চক্রবর্ত্তী ।০, শিশু পাটীগণিত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি ৵০; শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় ভাগ কে পি বসু ॥, নিম্নগণিত শিক্ষা টি সি বসু চৌধুরী ৵০ নবগণিতপাঠ (সংশোধিত) এস এন গুহ ।০, প্রথম শিক্ষা পাটীগণিত গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ৵০, সচিত্র পাটীগণিত (সংশোধিত) কে পি চটরাজ ৵০, শিশুগণিত সোপান, (সংশোধিত) ষ্টুডেণ্ট লাইব্রেরী প্রকাশিত ৵০, নিম্ন পাটীগণিত আশুতোষ বন্দ্যো কৃত ৵০, সংক্ষিপ্ত গণিতসার (সংশোধিত) পদ্মলোচন ঘোষ এবং দুর্গানাথ ঘোষ ।০ গণিত প্রকাশ ১মভাগ অম্বিকাচরণ বসু কৃত।

হিন্দী—নিম্ন পাটীগণিত ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।/০, অঙ্ক গণিত ১ম ভাগ খড়গবিলাস প্রেস ।/০, এলিমেণ্টস অফ এরিথমেটিক রামায়ণ সিংহ ।/০, পাটীগণিত ১ম ভাগ টি সি লুইস ।০, মানস গণিতমালা ইন্দুলাল ৵০, সংক্ষিপ্ত শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় ভাগ কে পি বসু ।৵০

উর্দ্দু—নিম্ন পাটীগণিত ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত ।৵০,

উড়িয়া—অঙ্কপুস্তক মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত ৵০, প্রাথমিক অঙ্কশিক্ষা সেখ মনিরুদ্দিন ৵০,

ড্রইং ১ম পুস্তক ই বি হ্যাভেল, বঙ্গীয় কিণ্ডার গার্টেন কে পি বসু ॥০ পত্র ও দলিলাদির আদর্শ ১ম ভাগ পি এন কালী /১০,

[১৯০৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত]

তৃতীয় বার্ষিক শিশু শ্রেণী

বাঙ্গালা (মূল ৵০)—সোপান গঙ্গাধর সেন, গদ্যপদ্য ২য় ভাগ (সংশোধিত) রাম মোহন রায় বাদে এস কে দেবী, সরল নীতি পি কে গুহ, প্রবেশিকা এস এন গোস্বামী, নবপাঠ ১ম ভাগ কে কে ভট্টাচা, গদ্যপদ্য ১ম ভাগ (অসংশোধিত) এস কে দেবী, নবশিক্ষা এস বি চাটার্জি, পরিমল পাঠ ১ম ভাগ এ সি দত্ত, হিতোপদেশ ঈশান চন্দ্র ঘোষ, সচিত্র শিশুপাঠ চন্দ্রনাথ বসু, সরল পাঠ ৩য় ভাগ জগবন্ধু মোদক, সরল শিশুপাঠ (সংশোধিত) এস এন ব্যানার্জি, সরল পাঠ এন সি মুখার্জি, সুনীতি পাঠ গঙ্গাচরণ ব্যানার্জি, শৈশব বিনোদ জি সি ভট্টাচার্য্য, সরল পাঠ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দী—হিন্দী রীডার নং ২ সাহেব প্রসাদ সিংহ ৵০

উর্দ্দু—উর্দ্দু আমোজ ১ম ভাগ হাকিম মহম্মদ ওয়ালি হয়দার /০,

উড়িয়া—শিশুবোধ অর্জ্জুনরত্ন ঘোষ ৵০,

শিশু শ্রেণীর জন্য

বাঙ্গালা (মূল /০)—বাল্যপাঠ গোপাল চন্দ্র বন্দ্যো, বর্ণ শিক্ষা নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জি, প্রথম শিক্ষা টি এন মুখার্জি, সচিত্র বর্ণবোধ ১ম ও ২য় ভাগ স্বর্ণকুমারী দেবী, ... ও বানান শিক্ষা সুর্য্যকুমার অধিকারী; সচিত্র বর্ণ ও বানান শিক্ষা গঙ্গাধর সেন, বর্ণপরিচয় নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাল্য শিক্ষা রামসুন্দর বসাক বালক পাঠ জি সি ব্যানার্জি, সরল বর্ণ শিক্ষা মতিলাল দত্ত, লেখা পড়া এস সি চক্রবর্ত্তী, প্রথম পাঠ সিয়াল ভাই বাদ ...তুল চন্দ্র বন্দ্যো, কিণ্ডার গার্টেন প্রাইমারী এস বি চাটার্জি, সরলপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ জগবন্ধু মোদক, বর্ণবোধ [সংশোধিত] রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা [সংশোধিত] মোজাম্মেল হক, নূতন বাল্যপাঠ [সংশোধিত] ১৮ পৃষ্ঠায় "পঙ্কজিনী" শব্দ বাদ মতিলাল চক্রবর্ত্তী, বর্ণবোধ [সংশোধিত] নীলমণি মুখার্জি, প্রথম শিক্ষা-রাধিকামোহন বসাক; সরল শিক্ষা ২য় সংস্করণ ...লোচন ঘোষ, সচিত্র ... [সংশোধিত] চন্দ্রনাথ বসু ...

মনোমোহন সেন, বানান শিক্ষা [সংশোধিত] এস কে মিত্র, বালবোধ [সংশোধিত] এইচ কে গাঙ্গুলী, বাল শিক্ষা করুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, নবশিশু শিক্ষা আর এম সেন, সচিত্র বর্ণ পরিচয় [সংশোধিত] এস পি দাস, সচিত্র ভিক্টোরিয়া বর্ণ শিক্ষা কে এন গাঙ্গুলী, বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় ও বানান পুস্তক আর এন ঘোষ নূতন বাল শিক্ষা [সংশোধিত] এস সি বসু।

হিন্দী মূল্য /০—সচিত্র বর্ণপরিচয় মথুরানাথসিংহ বর্ণ শিক্ষা গোকর্ণ সিং, সচিত্র বর্ণ ও শব্দ নির্ম্মাণ শিক্ষা শশধর সেন, সচিত্র বর্ণ পরিচয় পেমান পাণ্ডে বর্ণবোধ ১ম ভাগ হরনাথ প্রসাদ ক্ষেত্রি, আলোকার পণ্ডিত বিহারী লাল চৌবে, শিশুবোধ দেবকীনন্দন সহায়, বর্ণমালা ও বাক্যবিন্যাস ম্যাকমিলান প্রকাশিত বর্ণ ও বানান শিক্ষা যশোদা নন্দন চৌবে, স্ত্রীশিক্ষা ১ম ভাগ সাহেব প্রসাদ সিংহ পত্রাপ্রকাশ শুমরান লাল, বালকেলি বেণীমাধব ত্রিপাঠী, বর্ণ পরিচয় প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র।

উর্দ্দু—তালিম-ই-আজিব মহম্মদ হবিবুল্লা /১০

উড়িয়া—বর্ণবোধ মধুসূদন রাও /০

কেবল শিক্ষকদিগের জন্য

আদর্শ চিত্রাবলী ১ম ও ২য় ভাগ শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৶১০, প্রাথমিক অঙ্ক শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ সন্তোষ কুমার দাস।০ কিণ্ডার গার্টেন ম্যানুয়েল [বাঙ্গালা] এস বি চাটার্জ্জি /০ হিন্দী কিণ্ডারগার্টেন ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ রামদিন সিংহ /০ কিণ্ডার গার্টেন ও বস্তু বিজ্ঞান ১ম ভাগ [সংশোধিত] সোম এবং দাস।০ সচিত্র সহজ বালিকা ড্রিল ও ব্যায়াম [সংশোধিত] জি সি এক্কারকরমা ৶০ ড্রইং শিক্ষক [সংশোধিত] যতীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ।০ ওরিয়েণ্টাল স্কুল ড্রইং বুক ২য় ভাগ ই বি হ্যাভেল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ইংরাজী সন ১৯১১ সাল হইতে সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের অধীনে গৃহীত সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার প্রথম দিবসীয় প্রশ্নপত্র সমূহ মাত্র দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক।

আগামী ১৩১৬ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার (ইংরাজি ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯১০) হইতে ৪ দিবস (বৃহস্পতিবার হইতে সোমবার পর্য্যন্ত) সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

২০শে অগ্রহায়ণ ইংরাজি ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ২৲ টাকা শুল্কের সহিত আবেদন করিতে হইবে। ইহার পর মাঘ মাসের ১লা তারিখ ইংরাজি ১৪ই জানুয়ারি ১৯১০ পর্য্যন্ত ২॥০ টাকা পরীক্ষার শুল্ক দিতে হইবে। তাহার পর আর আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

আবেদনপত্রের ফরমের জন্য ৭ই নবেম্বরের মধ্যে আমার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

আগামী ১৩১৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন [ইংরাজি ১৯১০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি] বুধবার ও তৎপর দিবস সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

১৮ই অগ্রহায়ণ ইংরাজি ১৯০৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যে ছাত্রগণ যে সভায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন সেই সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইহার পর আর আবেদন গৃহীত হইবে না।

যে অধ্যাপকের যত আবেদনপত্রের প্রয়োজন হইবে তাঁহাকে, যে সভার অধীনে তিনি ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, সেই সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ১৪ই আশ্বিন ইংরাজি ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে তত খানা ফরমের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এবং সম্পাদক মহাশয় যথাসময়ে ফরম গুলিও তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম এ,
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত
পরীক্ষার সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীর অবশ্য পাঠ্য।

কবিরাজ গঙ্গাধরের "জল্প কল্পতরু" টীকাসহ চরক সংহিতা। সূত্র, নিদান ও বিমান স্থান ছাপা চলিতেছে। অগ্রিম এককালীন দেয় মূল্য ১৬ টাকা। পশ্চাদেয় মূল্য ২০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে প্রথমে ৮ টাকা পাঠাইলে প্রকাশিত সংখ্যা প্রেরিত হয়। অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইলে বাকী টাকার ভিঃ পিঃ করা যাইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ভাস্করোদয়—রোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের প্রধান সহায়। মূল্য ।০ আনা। পথ্যাপথ্যম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) মূল্য ৶ পরিভাষা মূল্য ।০ আনা। নাড়ীবিজ্ঞানম্ মূল্য ।০ আনা। প্রকাশক কবিরাজ শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়। ৩২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫,১১ ০৯

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৪৪৮ শ্রীযুক্ত সেঃ তানু, বি, ও আই স্কুল ৩১।৮।১০
১৪৪৯ " এস, সি ঘোষ মল্লিক, পাঁচথুপি ঐ
১৫০ " শ্রীশচন্দ্র দে; সাতিরাজুড়ি ঐ
১৪৫১ " নলিনীকান্ত বসু, হেঃ মাঃ সাতক্ষিরা ঐ
১৪৫২ " মহম্মদ বাঁকা উল্যা মিয়া হাটবজরোরা ঐ
৬৬৪ " সতীশচন্দ্র নন্দি, হেঃ মাঃ বেগুণকোদার, ঐ
১৪৫৩ " শিক্ষকগণ, ইথোড়া ঐ
৭০১ " বসন্তকুমার সরকার, আমতলা ঐ
৬৬২ " বিনবন্ধু সরকার, হেঃ পঃ ঘোয়াইল ঐ
৬৩৯ " বিধুভূষণ ঘোষ, হেঃ মাঃ বাসুলিয়া ঐ
১৪৫৪ " ড্রইং মাঃ নওগাঁ স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয়-যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। *Education Gazette Chinsurah,*

সচিত্র [illegible]।

(বেঙ্গল [illegible] কর্তৃক অনুমোদিত ও [illegible] নির্বাচিত)।

শ্রী[illegible] এক পয়সা—মূল্য ।০

সচিত্র সহজ ড্রিল শিক্ষা।

ড্রিল শিক্ষা—শ্রীরমনীমোহন ঘোষ—

হেঃ পঃ শ্রীতুর্ণিবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৵০

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত) কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদের প্রথম শিক্ষার্থীদিগের—শ্রীঅক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা পি সি নাথ—ম্যানেজার।

১০০ ৩।১১।১০৯

তাঁতি স্বন্দর রেশমের চাদর, সর্ব্ববিধ সাড়ি, ধুতি, কোট কামিজের থান, রুমাল প্রভৃতি সুলভে সরবরাহ করি। ঠিকানা:—এম, ব্যানার্জ্জি; ভদ্রপুর, পোঃ ভদ্রপুর, জেলা বীরভূম।

লিখিবার কালী : পাউডার : দোয়াত ১ কৌটায় ১/ সের প্রস্তুত হয়। ব্লুব্লাক ১৪৪ প্যাক ১॥০ ; ১২ কৌটা ১।০ লাল ৭২ প্যাক ১৲ ; ৬ কৌটা ১৲ কাল ৬ কৌ ১৲ মাশুলাদি ৵০ শ্রীগোবিন্দদাস, পোঃ তেরপাখরা মেদিনীপুর।

বিজ্ঞাপন।

তমরালা ও সরবেড়িয়া মইঃ স্কুলে কলিকাতা [নর্ম্মাল] ট্রেনিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ড্রিল ও ড্রইং জানা হেঃ পঃ। বেতন ১২৲ ও আবা। গোচারণ পোঃ ২৪ পরগণা।

পাঁজরডাঙ্গা উপ্রা স্কুলে খোরাকী ও দশ টাকা বেতনে একজন এণ্ট্রেন্স পড়া শিক্ষক। পোঃ পাঁজরডাঙ্গা, রাজসাহী। শ্রীখাগেন্দ্র কুমার সাহা, নায়েব।

সাভা বেলীশ্বর মইঃ স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ নূতন শিক্ষাপ্রণালী জানাচাই বেতন ১৫৲ টাকা ও আবা। পোঃ সাভা বেলীশ্বর, ঢাকা

জেলা মুর্শিদাবাদ, সুপারিগোলা সার্কেল মধ্য স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা, ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ২৫৲ টাকা হইবে, পেন্সন আছে। এই পদের সহিত যদি কেহ পরস্পর বদলী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিবেন। শ্রীচন্দ্র মোহন মণ্ডল সাঃ পঃ, পোঃ তমলুক, গ্রাম বেলুন, জেলা মেদিনীপুর।"

জেলা বাঁকুড়া ইন্দাস সার্কেল অধীন বীজপুর মধ্য স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিণ্ডার গার্টেন এবং ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ, বেতন আপাততঃ ১৫ টাকা প্রাইভেট পড়াইলে কিছু কিছু পাইবেন, শ্রীউদ্ধব চন্দ্র পাত্র বীজপুর মধ্য স্কুল পোঃ বীজপুর জেলা বাঁকুড়া

গোকুলপুর মধ্য স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ, বেতন ১২ টাকা ও আবা। প্রাইভেট টিউসনিতে কিছু পাওয়া যাইবে। পোঃ গোকুলপুর ২৪ পরগণা।

পঙ্গাপুর দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য একজন সুদক্ষ পাশ করা কম্পাউণ্ডার, বেতন ৭৲ টাকা ও আবা। অথবা মাসিক ১১ টাকা বেতন। শ্রীগঙ্গাধর নন্দ জমিদার পোঃ মুগবেড়িয়া সবডিভিজন কাঁথি জেলা মেদিনীপুর

চন্দনপুর মইঃ স্কুলে একজন নর্ম্মাল উত্তীর্ণ নূঃ হেঃ পঃ। বেতন ১৪ টাকা, প্রাইভেট টিউশনের সুবিধা আছে, আবা উত্তম। শ্রীভূপতি নাথ পাণ্ডে সহকারী সম্পাদক চন্দনপুর মধ্য ইংরাজী স্কুল চন্দনপুর পোঃ কায়রা গ্রাম, ভায়া গোবরডাঙ্গা, খুলনা।

রাজা কুচবেহারের অন্তর্গত মেখলিগঞ্জ উইং স্কুলে একজন ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ সুদক্ষ মৌলবী। বেতন গুণানুসারে ২০ হইতে ২৫ টাকা। আহার ও বাসস্থানের ব্যয় লাগিবে না।

রংপুর পোঃ বাগডুয়ার, কুমেদপুর মইঃ স্কুলে এফ এ ফেল, বহুদর্শী একজন হেঃ মাঃ ও এণ্ট্রান্স পাশ একজন সেকেণ্ড মাষ্টার, বেতন আহারাদি সহ ২০ ও ১০ টাকা।

An F A Hd master for the Nakasipara M E school on Rs 30.

A graduate Hd master and a graduate Asst. Hd master on Rs 60 and Rs 45 respectively with free quarters for Pingla K K Institution District Midnapore.

A B course graduate or one who took up Mathematics as optional subject at the B A examination for Small H E school on Rs 50 per month Apply to Babu Mahim Chandra Bhattacharyya.

An F A Hd master for the Raipur Sit kanto M E school On Rs 25 a month. Lodging free and have some chances of private tuition. Raipur po, via Bolpur E I Ry.

A Hd Pandit for this Board's M V Model school at Durgapur Susung on Rs 20 a month. None need apply who has not passed the Vernacular Mastership Examination of the Dacca Training school in the new system. Selected candidate will have to join his post just after the Puja Vacation. Applications will be received by the vice chairman up to the 14th October.

A Normal passed drawing master holding Drill and Drawing certificates for the Kuchiyakol R B Institution (Bankura) on Rs 12 to 15 according to qualifications. He shall also have to take charge of the Boarding Accounts for free board and Rs 2.

A B A or a plucked B A 3rd master for the Dighapatiya P N H school Rajshahye on Rs 25 and Rs 5 for clerk's duties. The selected candidate will have to take charge of the school Boarding for which he will get free board and an allowance of Rs 5 a month. Apply to the Head master.

An F A Hd master for the Arra Kumed T S M E school (post Bhadra Dt Mymensingh) on Rs 25 a month Preference to a Brahmin or a Kaistha who has passed the Examination in English Idioms and Pronunciation. Board and lodging may be free on private tuition. Apply to the Assistant Secretary within the 20th October 1909.

An Entrance passed 2nd master strong in Geography, on Rs 15 per month, for the Iswarganj M E school. Candidates are required to apply stating age and caste on or before the 31st October, 09. Po Iswarganj, Mymensingh.

An Assistant teacher FA for the H E school at Kishorganj, Mymensingh on Rs 25 rising to Rs 30 on approved service.

A Vernacular Teacher for the H E school at Kishorganj, Mymensingh on Rs 15 rising to Rs 20 on approved service. None need apply who has not passed the Vernacular teachersh Examination in its present curriculum

প্রেরিত পত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৭০)

যুবরাজের এই সকল অর্থকর জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর কৃতকৃতার্থ হইয়া আহ্লাদ সহকারে কুমারের কর গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করত বৃদ্ধ সুলতানের সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, যুবরাজের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তাহার পর তাহার অভিলাষ পূর্ণ করণার্থ, রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। যুবরাজ প্রথমে নিকটস্থ শৈলমালা হইতে প্রণালী কাটিয়া, জলস্রোতে মরুভূমি প্লাবিত করিয়া, স্থানে স্থানে তাহা ধারণ করিবার জন্য কূপ তড়াগ ও অন্তর প্রণালী (রাজবাহা) খনন করিয়া দিলেন, তাহার পর ভূমি সিক্ত হইয়া উঠিলে স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ নানাজাতীয় বৃক্ষ সকল রোপণ করিলেন, প্রাসাদের পরিমাণ স্থান রক্ষা করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে গভীর খাদ খনন করাইলেন, এবং তাহার অনতিদূরে নগর সংস্থাপন করিবার বিপুল প্রশস্ত স্থান প্রদান করিয়া পিতার রাজধানীর বণিক সমাজকে তথায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা রাজড়া, আমির উমরাহ এবং রাজ সভাসদগণ যুবরাজের প্রীতি সম্পাদনার্থ তথায় আসিয়া বাস ভবন প্রমোদ কানন নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। গৃহশূন্য, দুঃস্থ প্রজাগণ দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত হইয়া তথায় আশ্রয়স্থান লাভ করিতে লাগিল শিল্প শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ আহূত হইয়া নানাবিধ শিল্প কলার কারখানা খুলিয়া দিলেন, বিবিধ বিদ্যা বিশারদ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ, তথায় আসিয়া রাজ প্রসাদে সম্মানিত ও উৎসাহিত হইয়া, বিবিধ বিদ্যার বিবিধ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। ধার্ম্মিক মন্ত্রগণ সমাগত হইয়া জগদন্ত দেবের সুন্দর সুন্দর মন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। প্রবাসী পথিকদিগের বিশ্রাম জন্য বিস্তৃত সরাই সেরাই নির্ম্মাণ হইতে লাগিল, নগরের শত শত প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইল, রাজবর্ত্ম, পথ, প্রশাখা, জলস্থলীয় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়ায়, গমনাগমনের অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবিত হইল, এই সকল পথের পার্শ্বে বিচিত্র চিত্রাবলী পূর্ণ, পণ্যবীথিকা সকল, নানাবিধ উপভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ থাকিয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, নগর জনমানব সমাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিলে, পরিখার চতুর্দ্দিকে পরিকীর্ণ ময়দান সেনা সন্নিবেশ সংস্থান স্থান সকল যেন গর্ব্ব করিয়া পররাজ্যের সৌভাগ্যকে পরিহাস করিতেছে, আর বলিতেছে, এস দেখ, এই মরুভূমি আদিল নশীরেঁয়ার অপরিমিত শৌর্য্যবীর্য্যবলে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!

যুবরাজ, নগর এইরূপে সংস্থাপিত করিয়া, পশ্চাৎ নিজ প্রাসাদের ভিত্তি পত্তন করত তদুপরি সুবিস্তৃত হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার পর নগর প্রতিষ্ঠার জন্য, পিতা মাতা, রাজমন্ত্রী ও রাজ সভাসদগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, সে উৎসবের বর্ণন পারস্য উপন্যাস লেখকই করিতে পারেন, ব্রটিশ রাজার প্রসাদে আমরা অনেক রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহ দেখিয়াছি, মহামতি ফিরদৌষী নিজ লিখিত সাহা নামায় অনেক সম্রাটের রাজ ঐশ্বর্য্যের বর্ণন শুনিয়াছি, বাল্মীকি বেদব্যাস ভারতবর্ষের রাজসূয়যজ্ঞের অনেক বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু আদিল নশীরেঁয়ার নগর প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ স্বতন্ত্র বা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর। সুলতান, পুত্রের নির্ম্মিত নগরে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার প্রজাগণ নামমাত্র কর প্রদান করিয়া সংসারের সকল প্রকার সুখের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বিন্দুমাত্র নাই, তাহারা প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে জানে না; রাজাকে পিতার ন্যায় প্রতিপালকের ন্যায় ভাবিয়া প্রজার মধ্যে একসূত্রে ভ্রাতৃভাব সংবর্দ্ধিত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী মূর্ত্তিমতী থাকিয়া সর্ব্বত্র সুধাবর্ষণ করিতেছেন, তাই জল, স্থল পাহাড় পর্ব্বত সকল সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, নানাজাতীয় পক্ষী সকল নির্ব্বিঘ্নে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মধুর গীত গান করিতেছে। সকলের অভাব মোচন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত, সুতরাং অভাব অভিযোগের কোথাও নাম মাত্রও শুনিতে পাওয়া যায় না, সুলতান তাহা দেখিয়াই অবাক্, স্বর্গরাজ্য; কুমার নশীরেঁয়া মর্ত্ত্যে তাহা কেমন করিয়া আনিল?

ঘাটাল অঞ্চলে বন্যা।

সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এবার নানাস্থানে ভীষণ বন্যা হইয়া অনেক গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকের শস্যাদি ভাসিয়া যাওয়ায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রে এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাদের দুইজন ব্রহ্মচারীকে অবস্থা দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা প্রথমে খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্তের বাটী সাহানপুরে গমন করেন এবং উক্ত সমাজের অনেক সেবকের সাহায্যে উক্ত সমাজের অধিকারভুক্ত সাহানপুর, সোনাভিড়ি, অযোধ্যা, কোটরা, রাধানাথ, নতিবপুর, রাজহাটী, মমকপুর, উবিদপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া ৪৬টী অসহায় ও উপায়হীন (অধিকাংশই গৃহহীন) পরিবারকে সাময়িক অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ৩০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করেন। এই সকল স্থানে নিম্নশ্রেণী যথা ডোম, বাগদি, হাড়ি, দুলে, জেলে, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় লোক, যাহারা দৈনিক মজুরি পাইত, তাহাদের বিশেষ কষ্ট, কারণ, তাহাদের কোনরূপ কর্ম্ম জুটিতেছে না। আর অন্ধ, আতুর, উপার্জ্জনক্ষম, বৃদ্ধ বিধবা প্রভৃতির উপবাস ভিন্ন গতি নাই। অনেক স্থানেই শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘাটালের অবস্থা অতি শোচনীয় জানিতে পারিয়া আমাদের ব্রহ্মচারীরা; বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর ঘাটালে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে এখানে মাঠে ঘাটে অনেক বেশী জল আছে। পথে আসিবার সময় গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয় দেখিলাম। অনেকেরই বাড়ীঘর দুয়ারের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শস্য সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। গতকল্য এখানে যে সভা হয়, তাহাতে সকলে এই অনুমান করেন যে, ঘাটাল মহকুমায় ১৮ লক্ষ টাকার শস্য নষ্ট হইয়াছে। এ অঞ্চলে বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। অন্নকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শীঘ্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথমতঃ অন্ন সাহায্য, তারপর একেবারে গৃহশূন্য লোকদের কোনমতে মাথা রাখিবার জন্য কুটীর সম্পাদনের উপায় করিতে হইবে। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, ইহাদিগকে যথাযথ সাহায্য করিতে হইলে দুচার টাকায় কিছুই হইবে না। সহস্র সহস্র টাকার প্রয়োজন। আরও আমাদের যাহা

রাস্তাও গাম পরিদর্শনে অতিরিক্ত খরচ হইতেছে। কারণ সর্ব্বত্রই জল। নৌকা ব্যতীত এক পাও চলিবার যো নাই। অনেক স্থানে ছক্রোশ পথ চলিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমরা স্থানীয় সম্পন্ন লোকের নিকট কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেছি বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্প। অতএব সাধারণের অর্থসাহায্য ব্যতীত উপায় নাই। শীঘ্র ৪০০৲ টাকা পাঠাইবেন।

বিগত উড়িষ্যা ও মুর্শিদাবাদ দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্যের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে যে অর্থ আসে, কার্য্য শেষ হইলে তাহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। তাহা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণের নিকট ২০০৲ প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ বৃহৎ স্থানব্যাপী অভাব তাহাতে সাধারণের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য চলিতে পারে না। রামকৃষ্ণ মিশন প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদের দরিদ্র ও দুঃস্থ সেবাব্রতে সহৃদয় সাধারণের সহায়তা লাভ করিয়াছেন, এবারও সেই ভরসায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আশা করি; দেশবাসী দুঃস্থ সেবাব্রতে সহৃদয় সাধারণের সহায়তা লাভ করিয়াছেন। এবারও সেই ভরসায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আশা করি, দেশবাসী দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে যিনি যাহা দিতে পারেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানাদ্বয়ের যে কোন ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে এই সেবাব্রতে সহায়তা করিবেন এবং দরিদ্র, 'নারায়ণ' গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন,
মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)

অথবা

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২।১৩, গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

৺ মদন গোস্বামী।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন আলুগ্রাম একটি ব্রাহ্মণবহুল গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের অতি প্রাচীন গোস্বামী বংশে ৺মদন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার পিতার নাম ৺গোকুল কৃষ্ণ গোস্বামী; অনুমান ১২৫৬ সালে ইঁহার জন্ম হয়।

মদন গোস্বামী গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করেন; একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা তাঁহার উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিলে তিনি এই আলুগ্রাম নিবাসী তাঁহার মাতামহ ৺দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এক বৎসর পরে কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মুরুন্দী গ্রাম নিবাসী ৺ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের টোলে অধ্যয়নার্থ গমন করেন। ব্যাকরণে সাধারণ জ্ঞান লাভ হইলে ইনি তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কনিষ্ঠ গৌর মোহন তখন নিতান্ত শিশু, সুতরাং সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর পড়ে। কাজেই টোল ছাড়িয়া বাটী আসিতে হয়। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর মাত্র।

আলুগ্রামের গোস্বামীগণ শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর শাখা সন্তান, এই বংশীয়গণ পরম বৈষ্ণব ও অতি শুদ্ধাচারী। শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজি বিগ্রহ এবং আরও অনেকগুলি বিগ্রহ মূর্ত্তি অদ্যাপি ইঁহাদের বাটীতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বংশে জন্মিয়াও মদন গোস্বামী কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী হইলেন। ইঁহার মাতামহ ৺দিগম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তিনি তন্ত্র শাস্ত্রে একজন বিশেষ অধিকারী এবং বামাচারী শক্তি সাধক ছিলেন। তাঁহার গৃহে অনেক গুলি হস্তলিখিত তন্ত্রগ্রন্থ পাইয়া মদন গোস্বামীর অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হয়। এই সময় তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ও সকল কর্ম্মে ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত যেন তাঁহার চিত্ত সদা সর্ব্বদা কোন বিশেষ চিন্তায় জড়ীভূত।

বাঙ্গালা ১২৭৭ সালে ২০ বৎসর বয়সে এই গ্রামের ৺ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা ভবসুন্দরী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ নাম মাত্র, ইনি কখনও পত্নীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। বিবাহের কয়েক দিন পরে একদিন শিষ্যবাটী গমন ছলে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত তারাপুরের অনতিদূরে তাবুকেশ্বর আশ্রমে মহাত্মা কৈলাসানন্দ গোস্বামীর নিকট গমন করেন এবং তাঁহারই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। (পরে ইঁহারই নিকট শক্তি সাধন ক্রমের বীরভাবের বামাচার মতে পূর্ণাভিষিক্ত হন।)

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইঁহার বাটীতে পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি বিগ্রহ মূর্ত্তি আছেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজি মূর্ত্তিই অতি প্রাচীন এবং এই বংশীয় সকল শরিকেরই উপাস্য দেবতা। মদন গোস্বামীকেও তাঁহার অংশ মত পালায় দিন অনুসারে উক্তবিগ্রহের সেবা পূজা করিতে হইত। একদিন তিনি স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন পুষ্করিণীর ধারে নবোদ্গত শ্রীফলদল বিকসিত হওয়ায় শীতাপগমে কাণ্ডমাত্রে অবশিষ্ট বিল্বতরু গুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ময়রার দোকানে থরে থরে সাজান মিষ্টান্নস্তূপ দেখিয়া তল্লাভ লোলুপ বালকের ন্যায় অভীষ্ট দেবী চরণ ধ্যান পরায়ণ মদন গোস্বামী আর থাকিতে পারিলেন না। অতি সত্বরে কতকগুলি নব কিশলয় দল চয়ন করিয়া স্নানান্তে গৃহে আসিয়া ৺গোবিন্দজি বিগ্রহের পূজায় বসিলেন, এবং মনের সাধে বিগ্রহ মূর্ত্তিকে বিল্বদলে সজ্জিত করিলেন। এই বংশের ৺বাউল গোস্বামী মহাশয় এই সময় জীবিত ছিলেন, তিনি পরম বৈষ্ণব ও মহাজ্ঞানী ছিলেন। ঠাকুর ঘরে আহ্নিক পূজা করিতে গিয়া তিনি শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, অনেক তিরস্কার করিয়া মদনকে কহিলেন "তুই তুলসীর পরিবর্ত্তে কি কারণে বিল্বদলে বিগ্রহ পূজা করিলি?" মদন কেবল হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "অশাস্ত্রীয় বা অবৈধ কার্য্য করি নাই জানিবেন" বলিয়াই "সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।" উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎকালে মদন গোস্বামীর হৃদয়ে যে শ্যাম শ্যামার পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত ও অভেদ জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, এই ঘটনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যৎকালে শক্তি সাধনায় বীরভাবের সোপান অতিক্রম করিয়া সাধক দিব্যভাবে উপনীত হন, বোধ হয় মদন গোস্বামী এই কালে সাধনায় সেই স্তরেই পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তন্ত্রসারের প্রকীর্ণকাংশে বিহিতাবিহিত দ্রব্যনির্ণয়কালে রাঘব ভট্টধৃত নিম্নলিখিত বচনে দেখা যায় ইষ্টদেব দেবীর চরণে সাধকের দেয় অদেয় কিছুই নাই। কেবল দিবার সময় প্রাণের প্রাণে বিজড়িত অন্তরের অন্ত নিহিত ভক্তিবিন্দুটুকু টানিয়া আনিয়া দেয় বস্তুতে মিশাইয়া কাতর কণ্ঠে 'নাও মা' বলিয়া দিতে পারিলে সকল বস্তুই তাঁহাকে লইতে হয়।

রাঘব ভট্ট ধৃত বচন যথা—

সর্ব্ব পুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতা বিহিতৈরপি।
কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ভক্তি যোগোহত্র কারণম্।

এই সময় হইতে মদনের বৈরাগ্য পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এখন তিনি মদ্য মাংসাদি পঞ্চ তত্ত্ব লইয়া শক্তি সাধনার ক্রমোন্নত সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন। সংসারে বৃদ্ধা জননী, শিশু ভ্রাতা ও পৈতৃক দেবসেবা থাকায় যদিও একেবারে সংসার বন্ধন ত্যাগ করিতে পারেন নাই কিন্তু গৃহ বাস প্রায় করিতেন না। কখনও শিষ্য বাটীতে কখনও ৺তারাপুরে কখনও ডাবুকেশ্বরে এই রূপেই সাধনায় জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে।

একদিন কান্দী মহকুমার অন্তর্গত আগুযোড়া গ্রামে শিষ্যবাটী গিয়া শুনিলেন যে তাহাদের একটী গুড়ের জালায় একটী বিষধর খরিস সাপ পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে এবং সেই গুড় কুকুরকে খাওয়াইলে কুকুরটী মরিয়াছে। গুড়ও বিবর্ণ হইয়া আছে। শুনিয়াই তিনি সেই গুড় খাইতে চাহিলেন। বিশেষ জেদ করাতেও শিষ্যেরা না দেওয়ায় নিজে জালা হইতে সেই গুড় তুলিয়া লইয়া ৪।৫ জন লোকে খাইতে পারে এই পরিমাণ গুড় খাইয়া ফেলিলেন এবং শিষ্যদিগকে বলিলেন তোমরা ইহা ব্যবহার করিও না, ফেলিয়া দাও, খাইলেই মরিবে। তাঁহার কিন্তু মাথাটীও ধরিল না। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিল। (এই শিষ্য অদ্যাপি জীবিত আছে, তাহার মুখেই এ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়)।

সন ১২৮০ কি ৮১ সালে এ অঞ্চলে অত্যন্ত বন্যা হয়। আগুযোড়া হইতে পাঁচতোপীর রাস্তা সমস্ত বন্যার জলে ডুবিয়া যায় এমন কি স্থানে স্থানে সাঁতার জল। মদন গোস্বামীর নিয়ম ছিল তিনি কখনও কাহারও দ্বারা মদ্য আনাইয়া ব্যবহার করিতেন না, নিজে দোকানে যাইয়া উহা খরিদ করিতেন। এই বন্যার দিনে আগুযোড়ায় আছেন কিন্তু তাঁহার পঞ্চতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব মদ্যের অভাব হইয়াছে। অমনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই জলপ্লাবিত পথে প্রায় এক ক্রোশ দূরে পাঁচতোপীর দোকানে মদ্য আনিতে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে সকলে দেখিল তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত আর্দ্র হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—আমার হাঁটু উপরে কি জল হইয়াছে তাই কাপড় ভিজিবে? বর্ষা বহুলা যে সে রাস্তায় বন্যার দিন চলাচল বা পারাপারের কোন সুবিধাই ছিল না।

অনেকে তাঁহাকে গম্ভীরতোলা পুষ্করিণীর মাঝখানে জলের উপর বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক ও জপ তপ করিতে দেখিয়াছেন শুনিতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবিত না থাকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অনেকে বলেন ইঁহার মাথায় বড় বড় চুলের মধ্যে বিষধর সর্প সদা সর্ব্বদা থাকিত।

ক্রমে মদন গোঁসাই যে একজন মহাপুরুষ এ সংবাদ আমাদের এ অঞ্চলে রাষ্ট্র হইল। এখন হইতে তিনি লোকালয়ে আসা প্রায় বন্ধ করিলেন এবং তারাপুরে বামা ক্ষেপার সহিত মিলিত হইয়া একত্রে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে একবার পত্নীকে স্বপথে লইয়া যাইবার জন্য বাটী আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত না হওয়ায় জীবনের মত ঘর বাড়ীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়।

ইহার পর অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া অনুমান ১৩১১ কি ১২ সালে মদন গোস্বামী ৺তারাপুরেই দেহ রক্ষা করেন। সস্ত্রীক তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় পত্নীকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীর বিধিলিপি সেরূপ নয়, তিনি কি করিবেন।

ইঁহার অবশিষ্ট জীবনের অনেক কথা পাওয়া যায় না। মহাত্মা বামাচরণ গোস্বামীর যদিও অনেক জানা সম্ভব কিন্তু তিনি প্রকৃতিস্থ নহেন। অনেক কথায় খাপছাড়া গোছ উত্তর পাওয়া যায় মাত্র।

ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা বামাচরণ গোস্বামী বলেন একদিন কি অভিপ্রায়ে জানিনা মদন গ্রামান্তরে গমন করে। আসিয়া বলে "আমার খুব অসুখ আর বাঁচিব না। তুমি শীঘ্র একবার অভীষ্টদেব কৈলাসানন্দ গোস্বামীকে লইয়া আইস।" এই সময় তাঁহার অবিরাম বাহ্যে ও জ্বর। এখানে এক মাতাজি ছিলেন তাঁহার উপর মদনের শুশ্রূষার ভার দিয়া কৈলাস গোস্বামীকে আনিতে চলিলাম পথিমধ্যে একটী পাঠশালার গুরুমশাই আমাকে বলে "বাবা একটু দাঁড়ান, একবস্ত্র কারণ ও কিঞ্চিৎ সিদ্ধি যোগাড় করিয়াছি মায়ের ভোগ দিতে হইবে।" মায়ের ভোগ দিতে হইবে শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু তাহাকে কার্য্যের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারিলাম না। গুরু মহাশয়ও একজন সাধক, সে বলিল, বাবা বসুন, মদন গোঁসাই বাঁচিয়া আছে কিনা দেখি। বলিয়া সে মাটীতে একটী ঘর আঁকিয়া আমাকে একটী গুটী চালিতে বলিল। যেমন চালিলাম অমনই বলিল বাবা মদন ফট্ (মরিয়াছে) আমারও মন খারাপ হইল, কৈলাস গোস্বামীর নিকট না গিয়া মায়ের ভোগ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি মাতাজির কোলে মদন চিরশান্তিলাভ করিতেছে। মাতাজি বলিলেন কিছু পূর্ব্বে মদন যেন গুরুচরণরেণু লইতেছে এরূপ ভাবে হস্ত প্রসারিত করিল এবং সেই হাত মাথায় বুলাইতে বুলাইতে দুই বার "তারা, তারা" বলিয়া মদনের প্রাণ দেহচ্যুত হইল। গুরুগত প্রাণ মদন যে অন্তিমে অন্তিমের আশ্রয় গুরুচরণে স্থান প্রাপ্ত করিয়াছে ইহা বুঝিতে আমার আর বাকী রহিল না। তখন তাহার দেহ লইয়া আমরা এই স্থানে সমাহিত করিয়া রাখিলাম। বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সেই স্থানটী দেখাইলেন।

বামাচরণ গোস্বামী আবার কখনও হাসিতে হাসিতে বলেন "সে শালাও কটরে।" কখনও দরবিগলিত ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলেন "গোঁসাই ছিল মদনা, আর সব শালা ভণ্ড।" শুনিয়া মনে হয় "তোমাদের ঠাট মাগো তোমরাই জান।" মহাত্মা বামাচরণ গোস্বামী ও সাধক মদন গোস্বামী উভয়েই সাধন শৈলের উচ্চতম শিখর লক্ষ্য করিয়া পদবিক্ষেপে প্রবৃত্ত হন। জন্মান্তরীয় কোন কর্ম্মফলে মদন গোস্বামী অকালে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মায়ের কৃপাসিদ্ধ মহাত্মা বামাচরণ গোস্বামী অদ্যাপি ৺তারাপুর ধাম উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলে কিম্বা তাঁহার অমানুষিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলে ৺মদন গোস্বামীর বিষয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত গল্পগুলি কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

৺মদন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গৌরমোহন গোস্বামী কয়েক বৎসর হইল তাঁহার সমাধি স্থানটী ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন।

দীনাধম—শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়,

আলুগ্রাম ম ইং স্কুল পোঃ সিজগ্রাম মুর্শিদাবাদ।

সদালাপ।

[৫১] সহনতা।—ইটালী স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অপরাধীদিগকে [illegible]

কয়েদী মাথার উপর দিল এবং উহাদিগকে "গ্যালি" নামক ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজে দাঁড় টানিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দাঁড়ের নিকট বসান হইত। একদিন নেপল্‌সের রাজপ্রতিনিধি কোন গ্যালিতে চড়িয়া কৌতুহল বশতঃ কয়েদীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা কে কোন্ অপরাধে তথায় আসিয়াছে। সকলেই আপনাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রকাশ করিল। কেহ বলিল মিথ্যা সাক্ষীর বলে শত্রুরা তাহাদের কয়েদ করাইয়াছে; কেহ বলিল বিচারক ঘুষ খাইয়া সাজা দিয়াছেন। কেবল একজন বলিল যে সে অভাবে উত্ত্যক্ত হইয়া চুরি করিয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা তাহার স্কন্ধে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "এমন সব ভদ্রলোকেদের মধ্যে তুই বেটা এখানে চোর কি করিতেছিস্। এখান এখান হইতে চলিয়া যা।" সত্যবাদী চোর মুক্তিলাভ করিল!

[৫২] শিষ্টাচার।—একদিন ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইসের নিকট ইংলণ্ডীয় রাজদূত লর্ড ষ্টেয়ার আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন পারিষদ বলিলেন "লর্ড ষ্টেয়ার শিষ্টাচারে অদ্বিতীয়". রাজা বলিলেন "অবিলম্বেই তাহা পরীক্ষিত হইবে।" লর্ড ষ্টেয়ার আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়েই রাজার বেড়াইতে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসিলে তিনি লর্ড ষ্টেয়ারকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। রাজাকে বিনীতভাবে সেলাম করিয়া লর্ড ষ্টেয়ার তৎক্ষণাৎ রাজার আগেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে রাজা বলিলেন "যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। আপনার শিষ্টাচার প্রকৃতই উচ্চদরের। অন্য লোক হইলে "আপনি আগে উঠুন" "আমি আগে কি করিয়া উঠিব" ইত্যাদি শিষ্টাচারের ভাণে আমাকে বিরক্ত করিত এবং সেজন্য আমার গাড়ি উঠিতে একটু দেরীও হইয়া যাইত।"

[৫৩] তুর্ক সুলতান সলিমান বেলগ্রেড নগর দখল করার কিছুদিন পরে একজন বৃদ্ধা দুঃখিনী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকট নালিশ করে যে চোরে তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুলতান বলিলেন "তুমি জাগ্রত থাক নাই কেন? তুমি হাঁক ডাক করিলে চোরে কিছুই লইয়া যাইতে পারিত না।" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "আপনি আমাদের জন্য আপনা ও কর্ম্মচারীদের জাগাইয়া রহিয়াছেন এইভরসাতেই আমি গভীর নিদ্রায় ছিলাম।" কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুলতান উত্তরে তুষ্ট হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াই স্ত্রীলোকটীর হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করাইয়া দিয়াছিলেন।

(৫৪) দানধর্ম্ম।—মহর্ষি ইব্রাহিম অতিথি সেবা না করিয়া ভোজন করিতেন না। একদিন কোন অতিথি না আসায় তিনি নিজেই কোন দরিদ্র ব্যক্তির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে বৃদ্ধ শীর্ণকায় এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সমাদরে ভোজন করাইতে বসাইলেন। কিন্তু অতিথি ভোজনারম্ভে ঈশ্বরের প্রার্থনা না করায় সে বিষয়ে অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল "আমি অগ্নিপূজক। তোমাদের সমাজভুক্ত বা মতাবলম্বী নহি।" তখন ইব্রাহিম উহাকে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেন—খাইতে দিলেন না। সেদিন উপাসনা সময়ে তাঁহার অন্তরে দৈববাণী হইল—"হে ইব্রাহিম! যাহাকে আমি স্নেহপূর্ব্বক শতবর্ষ অন্নদান করিয়া আসিতেছি তাহার "অন্ন-পরিবেশক" একবারের জন্যও হইতে পারিলে না—এতটা ঘৃণা করিলে! সে আমার নিকট প্রণত হয় সত্য। কিন্তু তুমি আমার সৃষ্ট জীবে দানহস্ত কেন সঙ্কুচিত করিলে?"

স্বদেশী সঙ্গীত।

মহাশয়!

এবারে শুধু "আমার দেশ" সঙ্গীতটী পাঠাইতেছি। ঐ সঙ্গীতটী সম্বন্ধে কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। তথায় পুলিশ কমিশনার থিয়েটারে ও রাজপথে ঐ সঙ্গীত গান হওয়া বা উহার কলোগ্রাফ প্রস্তুত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। রাজপথে গাড়ি ঘোড়ার পথ আটকাইয়া অনেকে চীৎকার করিলে লাভ কি হয় তাহা বুঝি না এবং রাজপথে পুলিশের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বে অল্প মাত্র আপত্তি করিলে চলিবে কেন? সে জন্য রাজপথ সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। কিন্তু ঘরে বসিয়া কলোগ্রাফে বা মানুষের মুখে যদি ভাল গান শোনা যায় তাহাতে দোষ কি? থিয়েটার ওয়ালারাও যদি ঐ গান ভাল গাহিতে পারে এবং সে জন্য দুপয়সা পায় এবং থিয়েটার যাত্রীগণের মধ্যে পবিত্র স্বদেশ ভক্তি বৃদ্ধি করে তাহাতেই বা আপত্তি কি?

গানটী প্রকৃত পক্ষে কিছু মাত্রও রাজদ্রোহসূচক বা রাজভক্তির বিরুদ্ধ নহে। মর্টন সাহেব ইহার তরজমা বোম্বার মকদ্দমায় দাখিল করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে "ইহা রাজদ্রোহেচ্ছায় রচিত না হইলেও সেইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।" গানটীর অর্থ কি দেখাই যাউক না।—"হে বঙ্গমাতা! তোমার খুব ভাল ভাল ছেলে হইয়াছিল। ধর্ম্মে, পাণ্ডিত্যে, যুদ্ধে, বৈদেশিক বাণিজ্যে, উপনিবেশে তোমার পুত্রগণ একদিন তোমার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। এখন তোমার সন্তানদের দোষে তাহাদের অধঃপতনে এবং ঐশ্বর্য্যহীনতায় তোমার ম্লান মুখ, তোমার দৈন্য এবং ক্লেশ এবং লজ্জা। কিন্তু, সাত কোটি সন্তান যদি তোমাকে এক সঙ্গে ডাকে, তবে এতছেলের মাতৃভূমি ইহা দেখিয়া এবং সেই ভাই ঐক্যাইরে মিলের শক্তে কোন দুঃখ দৈন্য লজ্জা বা ক্লেশ তোমার থাকেনা। তোমার মুখে যে দিব্য আলোক [স্বর্গীয় জ্যোতি] ছিল তাহা যদিও এখন ঘোর আঁধারে আবৃত, আমরা মেষ নহি [গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অন্ধ অনুকরণ ছাড়িব, উদ্যম করিব] তোমার সন্তান আমরা মানুষ হইব তোমার মুখের সে কালিমা—সে বিষাদের ছায়া—ঘুচাইব তোমার মুখ আবার নবীনভাবে উজ্জ্বল করিব।" —এই ত গান। ইহা স্বদেশভক্তি, স্বদেশীপ্রেম, পূর্ব্ব পুরুষে ভক্তি ও ভবিষ্যতের জন্য উদ্যমে উৎসাহ দিতেছে। হিন্দু মুসলমান সাতকোটিই যে মাতৃভূমির সন্তান তাহা সূচিত করিতেছে। এ সকলি মনুষ্য মনকে উচ্চ করে, মনুষ্যকে ভাল করে—ইহাতে বিদ্বেষ, উচ্ছৃঙ্খলতা বা আইনঅমান্য আনে না। বাঙ্গালীর ভিতর রোগ ও দৈন্য সকল জাতিরই ন্যায় বর্ত্তমান আছে। যাহার ইচ্ছা তিনি বাঙ্গালীকে "ভীরু, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বাক্যবীর-শক্তিহীন, কেবল কেরাণীগিরীতেই মনুষ্যত্ব"—এই সকল গালি দিতেছেন। বাঙ্গালা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত এবং মধ্যে মধ্যে অজন্মায় ক্লিষ্ট। ইহাতে কি জন্মভূমির মুখে কালিমার ছায়া—বিষাদের আবরণ পড়ে না? আমরাই ইচ্ছা করিলে শিকারে, বিদেশ যাত্রায় ও যৌথ কারবারে সাহসে, উদ্যমে, সম্মিলনে এবং পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য সাধনে, শিল্প বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে, বিদ্যা, বুদ্ধির উন্নতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পুনরায় [illegible] হওয়ায়, কল কারখানা করিয়া দেশের লোকের কৃষি ভিন্ন অন্য প্রকার সংস্থানের চেষ্টায় ইত্যাদি নানাপ্রকারে দেশের উপকার—অর্থাৎ মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয় ব্যাপারে [যাহাতে সকল জাতির

এবং সকল ধর্ম্ম মতের সহিত বিদ্বেষ চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হওয়া উচিত]। শ্রীযুক্ত জে, সি, বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে; ৺ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ব্রেজিলে গিয়া সৈনিক বিভাগের কার্য্যে, ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশী ধর্ম্ম, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল ভাল জিনিস রক্ষার জন্য লেখায় এবং কার্য্যে সরস স্বদেশী ভাবের সুদৃঢ় পত্তন, শ্রীযুক্ত মীর মসারফ হোসেনের মুসলমান সমাজে সাধু বাঙ্গালা চর্চ্চার প্রবর্ত্তন, ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা দেশীয় খৃষ্টীয় সমাজে স্বদেশীভাব সৃজন; শ্রীযুক্ত পি সি রায়ের রাসায়নিক গবেষণায়, ৺ বিবেকানন্দের পৃথিবীময় হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারে এবং তাঁহার দলের সদাচারে যুবকদিগের মধ্যে স্বদেশ প্রীতির উদ্রেক নিবন্ধন, ভদ্রলোকের ছেলেদের কোদালী হস্তে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে বাজিতপুরে পুষ্করিণী খনন সম্ভব হওয়া, দেশীয় শিল্পজাত একটু অধিক মূল্যে লইয়াও দেশীয় নিরন্ন শিল্পীদের অনেকটা দেশব্যাপী উৎসাহ দান, স্বার্থপরতা এবং অনুদারতা কমিয়া মামলা মোকদ্দমা বিবাদ বিসম্বাদ মিটানর জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ইচ্ছা; রাস্তাঘাটে মেলায় রেলে বাঙ্গালী মাত্রেরই বিপন্ন বা আগন্তুকের সুবিধা জন্য স্বল্প অল্প ত্যাগ স্বীকারে স্বার্থপরতার বা পশুত্বের হ্রাস এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি বা মনুষ্যত্বের প্রমাণ দেখাইতেছে না? এ সকলেই মার মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হইতে আরম্ভ করে নাই কি? এই গানটীর রচনাই কি কম জিনিস! এতটা সংযম ও উদ্যমের মিলন অন্য কোন দেশের কোন গানে পাওয়া যায় কি? এ সকলের মধ্যে রাজদ্রোহ বা অপরের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ উপলব্ধি করিতে বড়ই কষ্ট-কল্পনা করিতে হয় না কি?

ইংরাজের অধিনায়কতায় এদেশবাসী যতই উপযুক্ত হইবে ততই ইংরাজের বিপদ না ততই ইংরাজের গৌরব? উন্নতিশীল ইংরাজ এদেশবাসীদের উপযুক্ততা মত প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সমগ্র জাতির সমাদর করিতেছেন না কি? প্রকৃত ক্ষমতাপন্ন এদেশীয় কাহাকে ভারতগবর্ণমেণ্ট সম্মান দান বা পুরস্কৃত করেন নাই? ফলতঃ সকল দেশেরই মুখ উজ্জ্বল তাহার সুসন্তানের জন্যে হইয়া থাকে। নিউটন, বেকন, সেক্সপিয়ার, ক্রমওয়েল, নেলসন প্রভৃতির মায়েই না ইংলণ্ড উজ্জ্বল! যদি ৭ কোটী বঙ্গ সন্তান স্বদেশপ্রেমিক, সংযমী, ধর্ম্মভীরু এবং উদ্যমশীল হন তাহা হইলেই ত মার মুখ উজ্জ্বল হইল! বিষাদের বা লজ্জার কালিমা কাটিল। তাহা হইলেই ত বাঙ্গালাকে শ্রদ্ধার সহিত সকলকেই দেখিতে হইবে। হিন্দুর মতে অশোক বিধর্ম্মী রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু যে অন্য দেশে ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্য প্রধান ছিল এই গানে তাহারি গৌরব। শিখ সিপাহী যে হংকং এ এবং পূর্ব আফ্রিকায় হিন্দু বীরত্বের নমুনা দেখাইতেছে সর্ব্বদাই রাজভক্ত উহাও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে সন্দেহ নাই। "সকল বিষয় এদেশী উন্নতিলাভ করুক" ইহাই এ গানের উদ্দেশ্য। "মানুষ আমরা নহিত মেষ।" আমরাও মানুষ। কোন কাজে অপারগ থাকিব কেন? ইহাতে উপযুক্ততা লাভ করিয়া রাজ্যের সকল কাজেই অধিকার পাওয়ার দাবী থাকিতে পারে, ইহাতে সৈনিক কার্য্যেও আমাদিগকে লওয়ার দাবী আসিতে পারে, কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছাপ্রকাশ বা রাজদ্রোহের অণুমাত্র ইঙ্গিতও নাই।

পুরাতন কোন কোন জমিদার প্রজার ভাল দেখিতে পারেন না; প্রজার খোড়ো চাল ঘুচিয়া খোলার চাল বা পাকা দেওয়াল হইলে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পান; প্রজা লেখাপড়া শিখিলে নালিশ করিয়া কষ্ট দিবে মনে করেন। যদি ঐরূপ মানসিক ভাবাপন্ন কোন একজন বা দুইজন রাজপুরুষ বা ইংরাজ সম্পাদক "ব্যক্তিগতভাবে" মনে করেন যে এদেশ মধ্যে সক্ষম, স্বতন্ত্র, এবং "মানুষের মত মানুষ" জন্মানই রাজদ্রোহের অঙ্কুর তাহা হইলে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আমরা যতদূর শুনিয়াছি; দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি এ দেশের লোকে যাহাতে ভাল হয়, সর্ব্বদিকেই বড় হয়, প্রকৃত পক্ষে মহৎ হইয়া জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে ইহা ভারত গবর্ণমেণ্টের এবং ইংরাজ জাতির অনভিপ্রেত নয়। এত শিক্ষার সরঞ্জাম উঁহারা নচেৎ কেন করিতেছেন? উপযুক্ত পাত্রকে উচ্চপদ কেন দিতেছেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সৈনিক পদও একদিন উঁহারা এদেশীয়দিগকে অবশ্য দিবেন। আমাদের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকল পাঠককে গানটী আমাদের এই সঙ্গত ব্যাখ্যাসহ পড়িতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিবেন যে পুলিশ আফিসের তরজমায় যে Brand ব্রাণ্ড বা "দাগার" কথা আছে তাহা ঠিক নয়। "কালিমা" মুখের সম্বন্ধে বলিলে বুঝিতে হয় রোগের বা শোকের একটা ছায়া।" আমরা ঘুচাব ঘুচাব মা তোর কালিমা wipe thy brand কোন মতেই খাটেনা, গোদাগার দাগ মোছা যায় না। সঙ্গত অর্থ হয় remove the shadow of gloom from your face অর্থাৎ তোমার মুখে যে বিষাদের ছায়া আছে তাহা ঘুচাইব বা প্রফুল্লমুখ করিব। মেষ অর্থে গড্ডলিকা প্রবাহ, বুদ্ধি ও চেষ্টা শূন্য, আপনাদের একটা যে দিকে যায় ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহার পশ্চাতে যাওয়া। সচেষ্ট ও স্বাবলম্বন হীন হওয়া।

এদেশে মানুষ অর্থে সক্ষম, সংযত, নিষ্কামকর্ম্মী বুঝায়; হাঙ্গামা করা এদেশে মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই।

আমরা একথা শুনিয়াছি যে ফনোগ্রাফে নাকি কোন দুষ্টলোকে বদমায়েসি করিয়া, বা গানটার চলন দেখিয়া উহার দ্বারা বিপ্লবনীতি প্রচার ইচ্ছায় গানটা ফনোগ্রাফে লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় "বারীঘোষ", "প্রফুল্ল চাকী", "ক্ষুদিরাম", "কানাইদত্ত" এই সকল নাম বসাইয়া গাওয়াইছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব কি? তাহা হইলে সে লোকটাকে ধরা হইল না কেন? ভগবানের অবতার বুদ্ধদেব, মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত ঘৃণিত বোমার মামলা সংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের নাম মিলাইতে কোন অধমের প্রবৃত্তি হইয়া থাকিলে অবশ্যই তাহার দ্বারা গীত গ্রামোফোন রেকর্ডটী নষ্ট করিবারই যোগ্য এবং ঐ ঘটনা হইতে গানটীরই উপর এরূপ সন্দেহ ঘটিয়া থাকিতে পারে, নচেৎ গানটীতে দোষের কথা কিছুই নাই এবং পার্লিয়ামেণ্ট অবধি সকল ভাল ইংরাজ রাজপুরুষের নিকট হইতেই একবাক্যে "পাস" হইয়া আসিতে পারে। গানটী এই —

আমার দেশ।

বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক আনন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ;
সপ্ত কোটী সন্তান যার ডাকে
উচ্চে আমার দেশ॥
ধুয়া—[কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
—সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে,
ডাকে যখন আমার দেশ॥]

উঠিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার ;
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগত
ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক, যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল
গান্ধার হ'তে জলধি শেষ ;
তুইত মা মাগো তাদের জননী,
তুইত না মাগো তাদের দেশ।
—[কিসের দুঃখ ইত্যাদি ......]
একদা যাঁহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয় ;
একদা যাঁহার অর্ণব পোত,
ভ্রমল ভারত সাগর ময় ,
সন্তান যাঁর তিব্বত চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ ,
তাঁর কি না এই ধূলায় আসন,
তাঁর কিনা এই ছিন্ন বেশ !
—[কিসের দুঃখ ইত্যাদি—]
উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে
নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি,
চণ্ডী দাস গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য,
তুইত না মা সেই ধন্য দেশ ;
ধন্য আমরা যদি এ শিরায়
থাকে তাঁহাদের রক্ত লেশ !
—[কিসের দুঃখ ইত্যাদি—
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর !
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা, নহিত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
—[কিসের দুঃখ ইত্যাদি—]

নীতিশ্লোকাঃ।

অল্পং বা বহুবা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া ॥ ১০০

অল্পই হউক আর অধিকই হউক, যিনি বেদজ্ঞান প্রদানে উপকারক, সেই উপকার হেতু ন্যায়ানুসারে তাঁহাকে গুরু বলিয়া জানিবে। ১০০

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়ানান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধনধান্যতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ ১০১

বিপ্রদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানী তিনিই জ্যেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যিনি বীর্য্যবান্ তিনিই জ্যেষ্ঠ। বৈশ্যদিগের মধ্যে যিনি ধনধান্যযুক্ত তিনিই জ্যেষ্ঠ শূদ্রদিগের মধ্যে কেবল অগ্র পশ্চাৎ জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব নিরূপণ হয়। ১০১

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১০২

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন বেদহীন বিপ্রও তদ্রূপ-ইহারা তিনজনেই কেবল সংজ্ঞামাত্র ধারণ করে। ১০২

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥ ১০৩

অতিশয় পীড়ন করতঃ শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর নহে। ধার্ম্মিক শিক্ষকমহাশয়দিগের শিষ্যের প্রতি মধুর এবং অতি নম্র বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ১০৩

যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥ ১০৪

যাঁহার বাক্য ও মন নিষিদ্ধকর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত এবং পবিত্র। তিনি সমগ্র বেদান্তগত ফললাভ করেন। ১১৪

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ ॥ ১০৫

একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্ম বিদারক কর্ম্ম করা অনুচিত। পরের অনিষ্ট হয় এমন কোন কর্ম্ম চিন্তা করিতে নাই। যে কথাদ্বারা লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোক বিরোধী এমন কথা বলিতে নাই। ১০৫

— —

এডুকেশন গেজেট

২২শে আশ্বিন ১৩১৩ সাল ইং ৮ই অক্টোবর ১৯০৬ সাল

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষানীতি।

আইলওয়ার্থ ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ পি এ বার্ণেট বলেন;—

প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী মূলতঃ যে নীতির অনুসারিণী হওয়া উচিত সংক্ষেপে বলিতে হইলে তাহা এই :—

(১) যেরূপ প্রণালী অবলম্বনে শিশুদের শিক্ষা দিতে হইবে, তদ্দ্বারা যেন প্রত্যেক শিশুর মনে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উদ্রেক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ,—[ক] কোন কিছু হইবার ইচ্ছা ; [২] কোন কিছু করিবার ইচ্ছা ; [গ] কোন কিছু জানিবার ইচ্ছা। যখন দেখিবে প্রত্যেক ছেলের মনে এমন ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারিয়াছ যে, তাহার সহজাত ক্ষমতা এমন আছে যাহার উত্তরোত্তর উন্নতি তাহার নিজের কর্ম্ম কুশলতার উপর নির্ভর করে এবং সেই কর্ম্ম কুশলতা হইতেই সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় তখন বুঝিবে যে শিশুর মনে উল্লিখিত বিষয় কয়টীর উদ্রেক করিয়া দিতে পারিয়াছ।

[২] এই ক্ষমতা তিন প্রকারের—শারীরিক মানসিক ও নৈতিক। এই ত্রিবিধ ক্ষমতা অল্প বিস্তর সকল মানুষেরই কিছু কিছু আছে। মনুষ্যেতর অপরাপর প্রাণীতে এই ত্রিবিধ ক্ষমতার অভাব এবং ইহাই মানুষের বিশেষত্ব। এই ক্ষমতা আবার দুই জন মানুষে পরস্পরে কখন সমান দেখিতে পাইবে না। ইহার প্রভাবে দেখিতে পাইবে একজন মানুষ হয়ত নূতন বিষয়ের আবিষ্কারে এবং মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করিতেছে, আর একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী হইয়াছে, আর একজনের হয়ত স্বদেশ হিতৈষা এবং আত্মোৎসর্গ এত বেশী যে সচরাচর মানুষে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

[৩] এই সকল ক্ষমতার উৎকর্ষ অনেকটা বংশ এবং পরিবৃত্তির উপর নির্ভর করে। যে বংশের লোকেদের মধ্যে এই সকল ক্ষমতায় বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে সেই বংশীয়দের মধ্যে ঐ ক্ষমতার সম্বন্ধে কতকটা বিশেষত্ব থাকে। আর যদি পরিবৃত্তি ভাল হয়, যদি আশ পাশের দুদশ জনের মধ্যে ভাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে নিজেরা ভাল হইবার সম্ভাবনা ও সুবিধা হয়।

(৪) অনেকে এমন ভাবে জীবন কাটায় যে তাহাতে বোধ হয় যে, তাহার জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া সে জানে না ; উপার্জ্জন করে, খায় পরে থাকে এই মাত্র। মানুষ যে কাজ করে তাহার মধ্যে যদি সদুদ্দেশ্য থাকে তবেই সেই কাজে প্রকৃত মনের সুখ জন্মে এবং সেই মনুষ্যের জীবন উদ্দেশ্যহীন না হইয়া সার্থক হয়।

(৫) প্রত্যেক মানুষের জীবনে দুইটি প্রয়োজন সাধন আবশ্যক হয়—একটি স্বার্থে একটি পরার্থে। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, নিজের ক্ষমতা বাড়াইবে, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন

অভিব্যক্তি করিবে। সামাজিক জীবনে যথাসাধ্য পরের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য যত্ন করিবে এবং তাহাদের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে।

প্রকৃত শিক্ষা এই নীতির অনুসারী। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল সমূহে শিক্ষাদান এই নীতির অনুসরণেই হওয়া চাই। প্রাইমারী স্কুলে ছেলেদের শিক্ষাদান স্থলে এই টুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছেলেরা যতশীঘ্র আত্মনির্ভরক্ষম হইতে পারে তাহা তাহাদের করিয়া দেওয়া চাই। বিষয় কর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য সংসারাশ্রমের কাজ কর্ম্ম চালাইতে পটু যতশীঘ্র সম্ভব তাহাদিগকে করিয়া দিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য।

সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষা একটু ভিন্নরূপ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি পরিচালনামূলক ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতি করিয়া লোকে সমাজের মধ্যে যাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে পারে সেই মত শিক্ষার সূচনা সেকেণ্ডারী স্কুলে দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং সেকেণ্ডারী শিক্ষার ফল কার্য্যক্ষেত্রে যে তেমন হইতেছে না একথা স্বীকার্য্য। না হইবার কারণ এই অনুমান হয় যে শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে কোনরূপ দোষ আছে। সেস্থলে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রণালী যে নীতির অনুসারী হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, ঐ শিক্ষা প্রণালী হইতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হইবে। প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের এই প্রণালী অনুসারে ব্যবহারিক ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে উহা খুবই উৎকৃষ্ট। ছেলেদের হস্ত ও চক্ষু পরিচালনা মূলক ব্যবহারিক ভাবের শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এই শিক্ষা প্রণালী মধ্যে আছে। ফ্রিবেলের এই শিক্ষা প্রণালীর একটি প্রধান উদ্দেশ্য, প্রকৃতির উপর ছেলেদের প্রথম হইতেই যেন অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগ এবং সরল ক্রীড়াসমূহ হইতে ছেলেদের এমন স্বভাবটুকু হয় যদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, এবং দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি জীবনের সুখকর গুণ সমূহের লাভ হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন

১। তারা, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৬ দুই সংখ্যা। শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মুষ্টিযোগ এবং ভাদ্র সংখ্যা হইতে নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রবাদ অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "আমার জন্মভূমি" গানটি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

১

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

২

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
ও তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে, উঠি পাখীর ডাকে জেগে।

এমন দেশটি—ইত্যাদি—

৩

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে

এমন দেশটি—ইত্যাদি·

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

৫

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
—ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি'—
আমার, এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতেই মরি।

এমন দেশটি—ইত্যাদি।

এই মাসিক পত্রিকাখানি মণ্ডলাই (ইলছোবা মণ্ডলাই পোঃ, জেলা হুগলী) সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে টাকাকড়ি পাঠাইতে হয়। লেখা ভালই হইতেছে।

১। মহাজন বন্ধু—কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও কলকারখানা বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল সম্পাদিত। এবারের সকল প্রবন্ধই সুলিখিত। তবে চাউলের ও গমের রপ্তানী দেশে অজন্মার জন্য কমিয়াছিল একথা সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন না। অজন্মা জন্যই যে বিহার অঞ্চলের চাষীরা রেঙ্গুনের চাউল কিনিয়া খাইয়াছে এবং উহাদের ঘরে শস্য ছিল না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তর্কে তাহা উল্টান যায় না। ফল, চা, মশলা, পাট, চামড়ার রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়াছিল। চিনির কথা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। "কার্পাস বীজের ঘৃত" এবং "পৃথিবীর স্বর্ণরৌপ্যের হিসাব" সুলিখিত।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

• [কলিকাতা] আলিপুর বোমার মোকদ্দমার আপীলে সরকার পক্ষের কৌন্সেল মিঃ নর্টনের বক্তৃতা শেষ হইয়াছে। আসামীদের পক্ষের কৌন্সেল মিঃ দাস উত্তর দিতেছেন।

• গত বুধবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হিতবাদীর মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনীরদ বরণ দাসের মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষে মিঃ হিউম বলেন যে, দৈনিক হিতবাদীর ৮ই, ১১ই, ও ১৭ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় "ভারতের বজেট," "পুলিস আইন" এবং "কিসের জন্য আসিয়াছ" এই যে তিন প্রবন্ধ বাহির হয় তাহাতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক ধারার অপরাধ হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে গবর্ণমেণ্টকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণা করা হইয়াছে; ২য় প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উৎপীড়ক বলা হইয়াছে এবং ৩য় প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জন সাধারণকে উত্তেজিত করা হইয়াছে। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি পাই। আদেশ পত্রে চীফ সেক্রেটরীর স্বাক্ষর আছে। নীরদ বরণ যে প্রিণ্টারের ডিক্লারেশন দিয়াছে সে পক্ষে ঐ আদালত সংসৃষ্ট হেড কনষ্টেবল শ্রী... চন্দ্র মণ্ডল এবং চীফ ইনস্পেক্টর মিঃ কে বি মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। উভয়েই বলিয়াছেন যে, আসামী তাঁহাদের সমক্ষে স্বাক্ষর করে নাই। মোকদ্দমা মুলতুবী থাকিল। আবার ২রা নবেম্বর আরম্ভ হইবে।

[পঞ্জাব] পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরের কৃষি শিল্প প্রদর্শনী ১৯০১—আগামী নবেম্বর মাসে লাহোরে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হওয়া স্থির হইয়াছে, এযাবৎ ভারতীয় শিল্পাদিসম্বন্ধে অনেক

উন্নতি হইয়াছে এবং ইহার উপকারিতা সাধারণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম এই প্রদর্শনী হইয়াছিল। তাহার পর ১৯০২ সালে আহমদাবাদে হয়, ১৯০৩ সালে মান্দ্রাজে, ১৯০৪ সালে বোম্বাইয়ে ১৯০৫ সালে বারাণসীতে ১৯০৬ সালে কলিকাতায় এবং ১৯০৭৮ সালে নাগপুরে হইয়াছিল।

[সাধারণ] বিলাতের কমন্স সভায় ডাঃ রুথারফোর্ড প্রশ্ন করেন, পুলিস বিভাগ সম্বন্ধে পুলিস কমিশন কর্ত্তৃক তথ্যাবিষ্কারের ফলে ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয় ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে আপন অভিপ্রায় জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় পুলিস আসামীদিগকে শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ যন্ত্রণা যাহাতে না দেয়, ভারতগবর্ণমেণ্ট যেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন একথা কিসত্য? উত্তরে মাঃ এলিবাঙ্ক বলিয়াছেন, "প্রশ্নটি এমন ভাবে করা হইয়াছে যে শুনিলে মনে হয়, ভারতীয় পুলিস যেন আসামীদিগকে নির্য্যাতন করিয়াই থাকে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টেরও উহাতে প্রশ্রয় আছে। প্রশ্নকর্ত্তার মনে যদিও ওরূপ কোন ধারণা থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ ভারতগবর্ণমেণ্ট পুলিসের সম্বন্ধে সকল রকম নিন্দাবাদের যাহাতে উচ্ছেদ হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, পুলিশের মধ্যে শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রবর্ত্তন যাহাতে হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পুলিসের যাহাতে উন্নতি হয় ভারতগবর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা। ভারতীয় পুলিসে ভারতবাসী লোকসাধারণের মধ্য হইতেই লোক লইয়া নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বিখ্যাত কীর্ত্তি-স্তম্ভ সমূহের তালিকা এবং উচ্চতার পরিমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

প্যারিসের—এফেল স্তম্ভ (Eiffel tower) ৬৫৭ হাত। উত্তর আমেরিকার—ওয়াশিংটন স্তম্ভ (Washington Column) ৩৭০ হাত। জর্ম্মনীর—কলোন গির্জ্জা (Cologne Cathedral) ৩৪৮ হাত। ফ্রান্সের—রোঁয়া গির্জ্জা (Rowen Cathedral) ৩৩২ হাত। মিশরের—প্রধান পিরামিড (Great Pyramid) ৩১৯ হাত। জর্ম্মনীর—ষ্ট্রাসবর্গ গির্জ্জা (Strasburgh Cathedral) ৩১০ হাত। রোমের—সেণ্টপিটর্স গির্জ্জা (St. Peter's Church) ২৯৯ হাত। লণ্ডনের—সেণ্টপল গির্জ্জা (St. Paul's Church) ২৬৯ হাত। প্যারিসের—ইনভেলিডস্ (Invalids) ২৩০ হাত। দিল্লীর—কুতব মিনার (Kutub Minar) ১৫৯ হাত। প্যারিসের—নটারডাম গির্জ্জা (Notre Dam) ১৫০ হাত। প্যারিসের—প্যান্থিয়ান (Pantheon) ১১৬ হাত। কলিকাতার—অক্টারলনী মনুমেণ্ট (Octerlony Monument) ১১০ হাত। (অর্চ্চনা)

পেঁপে আমাদের দেশের একটি সুমিষ্ট ফল। অথচ ইহার গাছ এক প্রকার অযত্ন সম্ভূত বলিলেও বলা যায়। পেঁপে গাছ সাধারণতঃ আপনিই অঙ্কুরিত হয় ও বৃদ্ধি পায়, কদাচিৎ কেহ উহা যত্ন করিয়া রোপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু যত্ন করিলে এই গাছ রাশি রাশি ফল প্রদান করিয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে যেরূপ মূল্যে এই ফল বিক্রয় হয় তাহাতে পেঁপের ব্যবসা বড় নগণ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের পেঁপে গাছ সচরাচর দুই বৎসরের কম ফল প্রদান করে না, কিন্তু সিংহল দেশের পেঁপে গাছে এক বৎসরেই ফল ধরে। সিংহলের পেঁপে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। কটকের সরকারি আদর্শ ক্ষেত্রে এই জাতীয় পেঁপে রোপণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কাঠের চৌকা আধারে কিম্বা খালি মদের বাক্সে মাটি দিয়া ভাদ্র মাসে তাহাতে পেঁপের বীজ ছড়াইলে আশ্বিন মাসে তাহা বাগানে বা ক্ষেত্রে তুলিয়া রোপণ করা যাইতে পারে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে গাছ এত বড় হয় যে, তাহাতে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি পাকা পেঁপে পাওয়া যায়। এক বৎসরের মধ্যে ইহার গাছ প্রায় ৮ফুট দীর্ঘ হয়। পুনরায় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এই গাছে অজস্র বড় বড় ফল প্রদান করে। কটকের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে একটা গাছে ১০০টী পর্য্যন্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। ফলগুলি আকারে যেমন বড় বড় তেমনি সুস্বাদু ও সুগন্ধি। ফলগুলি এত বড় হয় যে কলিকাতার বাজারে ঐরূপ একটী পেঁপে চারি পাঁচ আনার কম বিক্রয় হয় না। এইরূপ দশটা গাছ তৈয়ার করিতে পারিলে কিরূপ আয় হইতে পারে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। (কমলা)

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

[সাধারণ]—আসানশোলের ডেঃ মাঃ বাবু নীহার রঞ্জন বন্দ্যো উক্ত মহকুমার ভার পাইলেন। ক্যাপ্টেন ম্যাক্সি ব্যারাকপুর দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। মিঃ রীড আই সি এস অনধিক ছয়মাস কালের জন্য মেদিনীপুরের অতিরিক্ত মাঃ হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেঃ মাঃ বাবু সুধাংশু ভূষণ মিত্র সাহাবাদের সদরে বদলী হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ মন্মথকৃষ্ণ দেব মুরসিদাবাদের সদরে বদলী হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত জঃ মাঃ মিঃ কার্ণিস মেদিনীপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। জঃ মাঃ মিঃ রোস ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। ইনি সারণের সেসন জজ হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

বিচার—মৌঃ আবদুল জব্বর যশোহর সদরের মুঃ হইলেন। বাবু হেমেন্দ্র বসু নং ১ কাঁথির মুঃ হইলেন। বাবু হরিপদ বন্দ্যো হুগলী সদরের মুঃ হইলেন। বাবু জগদীশ চন্দ্র সেন গড়বেতার মুঃ হইলেন। বাবু সত্যচরণ মুখো বি এল হুগলী সদরের মুঃ হইলেন। বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত সবজজ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমানের সবজজ হইলেন। বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সবজজ বাবু দেবেন্দ্র বিজয় বসু মুরসিদাবাদের সবজজ হইলেন। বর্দ্ধমানের সবজজ বাবু অতুলচন্দ্র বটব্যাল ১বৎসর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

কৌতুক-কণা

সুধীর (পঞ্চবর্ষীয় বালক)—হাঁ দাদাবাবু তোমার দাঁত কি শক্ত?

দাদাবাবু—হাঁ। কেন?

সুধীর—না, তাহ'লে আর হোল না!

দাদাবাবু—কি হলো নারে?

সুধীর—মনে কচ্ছিলুম এই মিছিরিটা তোমার কাছে রাখ্‌বো!

ক। "না, আর পারুম না আমাদের কোচম্যানটাকে কাল ছাড়িয়ে দিলুম।

খ। কেন হে? হঠাৎ এমন বেয়াড়া রকম সখ্ হল কেন?"

ক। "বেটা যেন দিন দিন নবাব পুত্তুর হয়ে উঠছিল। বেটা বলে কিনা মাসে মাসে তার মাইনা চুকিয়ে দিতে হবে, আস্পর্দ্ধা দেখ!"

উদ্ভট কবিতা

নীচস্বভাবো ন ভবতি সজ্জনঃ সৎসন্নিধানেঽপ্যনিশং বসন্নপি।
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠে সততং স্থিতোঽপি ন কালতাং মুঞ্চতি কালকূটঃ॥

নীচ প্রকৃতি লোক সাধুসন্নিধানে সতত থাকিলেও কখন সাধু হয় না। কালকূট বিষ শ্রীকণ্ঠের কণ্ঠদেশে সর্ব্বদা স্থিত করিয়াও কালিমা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ধীরোঽপাধীরীকৃত বীরবর্গো
মূর্খাৎ পরাভূতিমবশ্য মেতি।

হীরকোহপি নীর প্রতিরোধ লৌহে।
লৌহস্তু স্ফুলিঙ্গাদপি বাতি ভঙ্গম্ ॥৭॥

পণ্ডিতগণ, বিচারে যাঁহার নিকট পরাভূত হয় এরূপ মহাপণ্ডিতও মূর্খের নিকট পরাভূত হইয়া থাকেন অনপুষ্ক প্রস্তর অর্থাৎ কাচের পক্ষে লৌহ স্বরূপ অর্থাৎ কাচচ্ছেদক হীরাও ভেড়ার শৃঙ্গে পড়িলে ভাঙ্গিয়া যায়। লৌকিক প্রবাদ আছে যে—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

মৌখর্য্যং লাঘবাহৈব মৌন মুন্নতিকারণম্।
মুখরো নূপুরঃপাদে হৃদি হারো বিরাজতে ॥৮॥

বাচালতায় আত্মগৌরব নষ্ট হয় মৌন অর্থাৎ গাম্ভীর্য্য উন্নতির হেতু। নূপুর বাচাল এইকারণে চরণে ইহার স্থান, হারের স্থান বক্ষঃস্থল, হারের মুখরতা নাই।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate strong in English for for the H E school at Chatkhil Noakhali on Rs 45 a month rising to Rs 50 in one year. He must join the post after the Puja vacation.

Head master for the Panchetgarh H E school on Rs 50 rising to Rs 60 of the approved seevice Guarantee for one year lodging free.

A Hd master F A for the Sonamukhi M E school on Rs 24. Private tuition available.

A passed Hindu compounder on Rs 30 a month lodging free. Apply in own hand writing K C Das Chapra Saran),

An F A Hd master for the Dhunat aided M E school, Dt. Bogra on Rs 25 besides free board and lodging with prospect of increment to Rs 30 per month. Kaystha preferred.

A B A plucked strong in Mathematics, as 2nd master of Berjbaroa High school of Jorhat in Sibsagar (Assam), on Rs 45. Apply to Sasindra Ch Chakravarty, Jorhat (Assam).

A teacher (B course) for the Rajshahi Bholanath Academy, a high school in the town of Rampore Boalia, on Rs 30 per mensem. The applicant must agree to stick to the post at least for 2 years. Apply to the Hd master.

A B A for the Miksimil H E school on Rs 45 per month besides free board and lodging preference to a Kayastha. Po Miksimil Khulna.

An English knowing Kabyatirtha Hd Pandit for the H E school at Muragacpa on the Murshidabad section on Rs 25 per mensem with prospects.

An F A Hd master for the Forbesgange M E school on Rs 30 with free board and lodging on private tuition. None need apply who is a candidate for the Law examination Dt Purnea.

A senior passed Moulvi on Rs 14 (with free Board and lodging) per month. Moulavi Nasiruddin Ahmed po G bindagong, Dt. Rangpore.

A Normal Traibarshik Bengali Pandit for the Joypur H E school on Rs 25. The selected candidate will have to join on the reopening day after the Puja.

An F A Hd master who shall have to pass the departmental Examination in English Idioms &c. if not already passed before confirmation on Rs 25 a month for Sripur M E school (Taki-Sripur po).

An A course graduate 3rd teacher compable of satisfactorily teaching Matriculation History and Geography on Rs 40 per month also a Pandit final Vernacular mastership Examination passed (newsystem) on Rs 15 per month.

F A 4th master for the Somra D H E school on Rs 25 a month Apply sharp po Somra, Dt. Hooghly.

বাগবাজার এ, ভি স্কুলে একজন নূতন নিয়মানুসারে নর্ম্মাল পাশ শিক্ষক। বয়স ও বেতন উল্লেখে আবেদন করিবেন। ১৮০ নং অপার চিৎপুর রোড শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পত্র লিখুন।

আজিমগঞ্জ ধনপত মইং স্কুলে ১৫৲ বেতনে নূতন ধরণের নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক বা ত্রৈবার্ষিক হেড পণ্ডিত। শ্রীশিবরাম সান্যাল হেড মাষ্টার।

ফুলছড়ি বিদ্যালয়ের জন্য নূতন নিয়মে শিক্ষিত একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ২০৲ বাসস্থান পাইবেন। উপযুক্ততানুসারে খোরাকও দেওয়া যাইতে পারে। স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের ধারে। রেল ও ষ্টিমার ষ্টেষণ ফুলছড়ি। টেলিগ্রাফ আফিস ফুলছড়ি, পোঃ ফুলছড়ি, রংপুর।

অজহ মইং স্কুলে ড্রিল ও ড্রইং জানা নর্ম্মাল স্কুলের পড়া একজন হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১৫ টাকা। পরে বেতন বৃদ্ধি হইবার আশা আছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহাদের আবেদনই অধিক আদরণীয় হইবে। বণকর্ম্ম জানা থাকিলে কিছু অধিক আয় হওয়া সম্ভব। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী ইনফ্যাণ্ট স্কুল, পুষা পোঃ, জেলা দরভাঙ্গা।

একজন রাঢ়ীয় পঞ্চাশ বর্ষ বয়স্ক সাহিত্য ব্যাকরণ পড়াইতে এবং ব্যবস্থা দিতে সক্ষম ও দশকর্ম্মাভিজ্ঞ অভয়া চতুষ্পাঠীর জন্য অধ্যাপক। আহার বাসা বৃত্তি আছে। শ্রীশচীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম গোস্বামীবাজার, জেলা বাঁকুড়া, পোঃ কোতুলপুর।

কাউনিয়া মইং স্কুলে এফ এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আবা। রেলওয়ে জংসন কাউনিয়া ষ্টেসনের ধারের নিকটে তিস্তা নদীর ধারে অবস্থিত। কাউনিয়া, রংপুর।

জিরাবাড়ী মইং স্কুলে একজন এফ এ ফেল হেঃ মাঃ ও একজন নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ *। বেতন যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ টাকা এবং আবা। প্রাইভেটও মিলিতে পারে। পোঃ মীরগঞ্জহাট, জিরাবাড়ী মইং স্কুল।

জেলা রাজসাহী, পোঃ ছোরাড়ী, ছোরাড়ী মইং স্কুলে ড্রিল ড্রইং জানা নূ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা। বাসা খরচ লাগিবে না। শ্রীবনমালী সান্যাল হেড মাষ্টার, ছোরাড়ী এম ই স্কুল পোঃ ছোরাড়ী জেলা রাজসাহী।

জেলা দিনাজপুর পোঃ ফুলবাড়ী. রাজারামপুর মিডিল মাদ্রাসার জন্য মাসিক ২০ টাকা বেতনে

হিন্দু নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ও নূতন নিয়মে ট্রেণ্ড ও জুইং জানা বয়স্ক হেড পণ্ডিত।

মুসলমান অথবা কায়স্থ হেঃ পঃ বেতন ১২৲ এবং আবা। খাজুরা মইং স্কুল, পোঃ গৌরনগর যশোহর।

রাঁচি বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য ১ জন ২য় শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ১২ টাকা। ১৫ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ১ম বার্ষিক উত্তীর্ণ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা চাই। প্রাইভেট পড়াইলে বেতন বাদে আরও ৫ টাকা পাইতে পারেন। আগামী ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দরখাস্ত গৃহীত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল রাঁচি অথবা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে পোঃ রাঁচি।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

এতদ্দ্বারা রংপুরের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা আগামী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়গণ সমীপে আবেদন করিবেন। তাঁহাদিগকে আর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে না। ঐ আবেদন পত্রের সহিত এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষার প্রাপ্ত সার্টিফিকেট অথবা সর্টিফিকেট না পাইয়া থাকিলে নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র। (এই ছাত্রের আগামী এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই ভাবে লিখিত) আবেদন পত্র সহ পাঠাইতে হইবে। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রবেশার্থী প্রত্যেককেই আবেদন পত্র সহিত নিজ নিজ জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের পরিচিত কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হইতে স্বকীয় সচ্চরিত্রতার প্রশংসা পত্র দিতে হইবে।

রংপুর ১৯০৯। ২৪শে সেপ্টেম্বর	শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রংপুর নর্ম্মাল স্কুল।

Two scholarships each at Rs 4 a month tenable for 3 years in the Artisan Department of the Civil Engineering College, Shibpore, will be awarded by the District Board, Howrah. Those who are the bonafide residents within the Jurisdiction of the Howrah District Board may apply for the scholarship to the vice chairman on or before the 8th November 1909, through the—Principal of the Civil Engineering College, Shibpur. First preference will be given to those who are the sons of artizans.

(উদ্ধৃত)

নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রবাদ।

বুদ্ধদত্ত নামে পশ্চিম দেশীয় কোন রাজা সংসার বিরাগী হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক ৺কাশীতে দণ্ডী হইয়া নবদ্বীপপুরের কোন একটী দ্বীপে, নিবিড় জঙ্গল মধ্যে জগন্মাতা দক্ষিণাকালিকার উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হন ও সেইস্থানে দগ্ধ বট শাখা রোপিত করিয়া বটস্থাপন করেন ও নিত্য দেবীর পূজার্চ্চনা করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় ৺পোড়ামাতা বা বিদগ্ধজননী বলে।

সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইনি যখন ৺দক্ষিণা কালিকার সাক্ষাৎ লাভ করেন ও মাকে বলেন, "মা তুমি যেমন আমায় দেখা দিতে বিলম্ব করিয়াছ ও আমায় কষ্ট দিয়াছ তেমনি এই শিলাখণ্ড মস্তকে করিয়া আমার সহিত ভ্রমণ কর। এইরূপে ভক্তের বোঝা মাথায় লইয়া মা বহুদেশ তৎসঙ্গে ভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। তখন উহা সামান্য দ্বীপ, বিজনবনে পূর্ণ ছিল। কিছুদিন থাকিয়া মা বলিলেন, 'বাবা আমায় স্বস্থানে যাইতে দাও"। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, আপনি প্রতিশ্রুত হউন যে "প্রত্যহ দুই দণ্ড এই সংস্থাপিত শিলাখণ্ড ও বটে বিরাজ করিবেন; ও ইহা পীঠস্থান তুল্য হইবে এবং যে যাহা কামনা করিয়া পূজা দিবে, তাহা সিদ্ধ হইবে, তবে ছাড়িয়া দিব"। জগদম্বিকা "তথাস্ত" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

উক্ত বিজনারণ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে চিনেডাঙ্গা নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। তাহাতে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। উক্ত পল্লীর কোন এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নরহরি [ভট্টাচার্য্য] নামে একটী নিরক্ষর ও অসংযতচরিত্র পুত্র ছিল। পল্লীর সকলেই তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহার পিতার নিকট আবেদন করিত; পিতাও কোন উপায়ে পুত্রকে সৎপথে আনিতে পারিলেন না। উত্তরোত্তর তাহার কুস্বভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহা দর্শন করিয়া নরহরির পিতা স্বীয় পত্নীকে পুত্রের আহারের সময় পাত্রের উপর ভস্ম ঢালিয়া দিতে নির্দ্দেশ দিয়া দিয়া চতুষ্পাঠীতে ছাত্রশিক্ষার্থ চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে নরহরি আহারের জন্য বাটী আসিল। সমস্ত দিবস গৃহে যে নরহরির মস্তকের কেশ দেখা যাইত না, সে নরহরি কিন্তু আহারের সময় বুভুক্ষিতের ন্যায় ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইত। অদ্য তাহার জননী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন; বিশেষতঃ স্বামি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন, পুত্রের আহার পাত্রে ভস্ম দিতে হইবে; একারণ দারুণ মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। মাতা পুত্রকে দেখিয়াই অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া বলিলেন, "অভাগীর ছেলে তোর দশায় হবে কি? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলে কোথায় লেখাপড়া করবি না কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াবি। কর্ত্তা আজ কত দুঃখ করছিলেন; লক্ষ্মী বাপ আমার। কর্ত্তার কথা শোন্ বিদ্বান হবি, লোকে ভক্তি করবে তবেত তাঁর মান রক্ষা হবে?" সুবুদ্ধি ছেলে অমনি এক গাল হাঁসিয়া মাকে বলিলেন, "মা! চার্ব্বাক পড়েছ? একটা দিগ্‌গজ মুনি; তাঁর মত কি জান? "যাবজ্জীবং সুখী জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ দুদিনের জন্য পৃথিবীতে এসেছি সুখে কাটিয়ে যাও, ফুর্ত্তি কর খাও দাও, উত্তম পাওয়া দাও খাও।" [নরহরির যেমন বিদ্যা তেমনি চার্ব্বাকের আবৃত্তি করিয়াছিল পড়ে শুনে হবে কি? কেবল মানসিক পরিশ্রম শেষ পরে কি পড়ে পড়ে মাথা খারাপ করে ফেলব? এই দেখ একটু বকেছি কি মাথা ধরেছে। মা শীঘ্র একটু মাথায় জল দিয়ে বাতাস কর। মার প্রাণ তখনি পুত্রের শিরঃপীড়ায় চিন্তিত হইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় জল ঢালিয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু সময় কাটিয়া গেলে পর পুত্র আহারে বসিল। অর্দ্ধেক অন্ন আহার করিয়াছে এমন সময় পাত্রের এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ভস্মাবলোকন করিয়া বলিল, "মা এ কি! পাতে ছাই কেন!" মা নীরব রহিলেন, পুত্রের আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেই অর্দ্ধভুক্ত অন্ন রাখিয়া উঠিল এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দারুণ মনোবেদনায় দেশত্যাগী হইবার বাসনা করিল। ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। নরহরি গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব পথ অতিবাহিত করিয়া ক্রমে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিবর্ণিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পর্ণ কুটীর ও তৎসম্মুখে একটী বট স্থাপিত দেখিল এবং মনে মনে ভাবিল ইহা নিশ্চয়ই কোন সন্ন্যাসী বা যোগীর আশ্রম।

উক্ত কুটীর সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া আহরণ ও পুষ্পচয়ন করিয়া যথাস্থানে নিভৃতে লুকাইয়া রহিল। তখন বেলা র, সূর্য্যদেব মস্তকোপরি প্রখর কিরণধারা দিতেছেন। এমন সময়ে সেই সিদ্ধ মহা- কুটীরে আসিয়া কুটীরাভ্যন্তর বেশ পরিষ্কৃত দি এবং পুষ্পমালা সযত্নে রক্ষিত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও শান্তোচ্চস্বরে কহি- "ভয় নাই কে আছ, নিকটে আইস"। নর- তখন ভয় ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া তৎপদে করিয়া আত্মকাহিনী নিবেদন করিল। সী তাহার এই সত্যবাক্যে প্রীত হইয়া কে নিকটে রাখিলেন। পরে একদিন বলি- "দেখ আজ তোমায় এক মন্ত্র দিব, যাহাতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও যশস্বী হও। যাও ভাগী- তে স্নান করিয়া আইস।" নরহরি সানন্দচিত্তে রথী জলে স্নান করিয়া আসিয়া যোগিপার্শ্বে করে দণ্ডায়মান রহিল। যোগিবর নরহরিকে মন্ত্র দিতে ভুলিয়া গিয়া, আপন সিদ্ধ মন্ত্রই ফেলিলেন। নরহরি সিদ্ধ মন্ত্রধারণে মূর্চ্ছা- হইল, তদ্দর্শনে যোগিবরের জ্ঞান হইল যে ন আপন সিদ্ধ মন্ত্রই দিয়াছেন ও তৎক্ষণাৎ হীন হইলেন। পরে সন্ন্যাসী নরহরিকে বলি- তোমার সমস্ত বিদ্যালাভ হইয়াছে তুমি গৃহে বিদ্যালোচনা কর, এবং প্রত্যহ আসিয়া দক্ষিণাকালিকার পূজা করিও। সেই দিন ত আর সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিল না। নরহরি গিয়া পিতার টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন শীঘ্র শীঘ্র পাঠে উন্নত হইতে লাগিলেন। তাঁহার , মাতা, ও পল্লীবাসী সকলেই ক্রমে ক্রমে র অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে ও সংগুণে মুগ্ধ হই- । তৎপরে পাঠ সমাপ্ত হইলে নরহরি পিতৃ- গণকে লইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। নিক নবদ্বীপস্থ চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণও মহিষ প্রভৃতি বলী দিয়া ৺পোড়ামাতার পূজা দেয় দেবীর প্রাচীন পীঠস্থানও এখন ভাঙ্গিয়া হে, ও তাঁহার ঘট প্রভৃতি উঠাইয়া আনিয়া ঃ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক নবদ্বীপের ন স্থাপিত হইয়াছে।

কোষ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু নবদ্বীপের নামকরণ বিষয়ে বলেন যে নদীয়া বা নবদ্বীপ আবার কেহ নূতন দ্বীপ দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি করেন। যাঁহারা নয়টী দ্বীপ হইতে নব- ম স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, গঙ্গার মধ্যস্থ চরের উপর নদীয়া অবস্থিত। ঐ চরের পশ্চিমদিকের গঙ্গা খরস্রোতা ছিল, সুতরাং পূর্ব্বাংশ ক্রমে স্রোতোহীন হইয়া চর হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে ঐ চরে কৃষিকার্য্যের জন্য অনেক লোক আসিয়া বাস করে। সেই সময় একজন সন্ন্যাসী ঐ চরের কোন নির্জ্জন স্থানে নয়টি দীপ জ্বালিয়া রাত্রিকালে যোগ সাধনা করিতেন। নৌকারোহিগণ সেই দীপ দেখিয়া চলিত তাহার ঐ স্থানকে নদীয়ার চর বলিত। যাঁহারা নয়টী দীপ হইতে নবদ্বীপ নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বৈষ্ণব কবি নরহরি দাসের দোহাই দিয়া থাকেন ইত্যাদি।

অনেক বৈষ্ণব কবি ও ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন যে ঐ সব কিছু নয়। যেখানে নয় রস সাম্য বন্যায় উত্থাপিত হইয়া ভক্তি ও প্রেম নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল তাহাই নদীয়া নামে বিখ্যাত। তারা, ভাদ্র ১৩১৬।

চিনি

কিউবা দ্বীপের চিনি।—আমেরিকার কিউবা দ্বীপ হইতে বিদেশী গ্রাহকদিগকে যে চিনি বিক্রয় হয় তাহা উহাদের ছয়টী বন্দর দিয়া রপ্তানী হয়। ইংরাজ প্রভৃতি এবং আমরা উহাদের বিদেশী গ্রাহক। লণ্ডনবাসীরা এই চিনি খায়। আমাদের দেশে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস চিনি নামে ১৯০৭ সালে ৬ হন্দর এবং গত বর্ষে ১২১ হন্দর চিনি যাহা আমদানী হইয়াছিল, তাহাও কিউবার চিনি। কিউবা হইতে গত বর্ষে মোট ১২,৫০,০০০ টন চিনি রপ্তানী হয়, এবং দেশেও চিনি মজুত থাকে ১,০০,০০০, টন।

আমাদের যে বর্ষ চলিতেছে—সন ১৩১৬ সালে—উক্ত দেশে ১৪ লক্ষ টন চিনি হইবে, অনুমিত হইয়াছে। তারের সংবাদে প্রকাশ, ডিসেম্বর হইতে এপ্রেল (১৩১৬ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত) মাসে তথায় ১১,৯২,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। কিউবায় ১১৯টী চিনির কলের মধ্যে গত এপ্রেলের শেষ পর্য্যন্ত ৭৫টী কলে কাজ চলিয়াছিল, বাকীগুলি চলিবে কি না সন্দেহ ছিল। গত বর্ষে মে, জুন, জুলাই মাসে কিউবা ২ লক্ষ টন চিনি ডেলেভারী দিয়াছিল। ফলে, এ বর্ষে কিউবার চিনি-উৎপন্ন সন্তোষজনক।

অষ্ট্রেলিয়ার বাহির্মিয়া প্রদেশে (গত ৫ই আষাঢ়ের সংবাদ) শুষ্ক এবং শীতল বায়ুর জন্য বিট রোপণ কম হইয়াছে, উহার সংবাদ আসিয়াছে।

জাপানের চিনি।—জাপান দেশ বরাবর বিদেশী চিনি লইয়া থাকে। জাপানে চিনি হইত না। ১৯০১ সালে জাপানে এক সুগার কোম্পানী গঠিত হয়। উক্ত কোম্পানীর নাম "দাইনিপন কোম্পানী"। এই কোম্পানী জাপানের দুইদিকে দুইটী প্রবল কারখানা খুলিয়াছিলেন। এমন কি ১৯০৭ সালেও এই কোম্পানীর একটী কারখানা হইতে ৬,৯০,০০,৫৫০ কাটি এবং অন্য অংশের কারখানা হইতে ১,৫৮,১৬,০০০ কাটি চিনি তৈয়ারী করেন। প্রত্যেক কাটির ওজন বাঙ্গালার প্রায় ৵৷০ সের এবং ইংরাজী ১.৩২ পাউণ্ড। দুঃখের বিষয়, বিদেশী চিনির শস্তার দৌরাত্ম্যে উক্ত কোম্পানীর কারখানাদ্বয় ১৯০৮ সালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে সমগ্র জাপানে ১৩,৮৮,৩৫,৪৯০ কাটি স্বদেশী চিনি জন্মিয়াছিল।

জাপান গত দশ বর্ষে বিদেশী চিনি যাহা লইয়াছে, তাহার হিসাব যথা—১৮৯৮ সালে ২৭,৪৯, ১৫,৬০০, ১৮৯৯ সালে ১১,২৬৬৩৪০০, ১৯০০ সালে ১৯,৫৩,৯৯,৯০০, ১৯০১ সালে ২৬ ৪৬,২৫,-৩০০, ১৯০২ সালে ৮,৫৩,৬৬,২০০, ১৯০৩ সালে ৯,৭৩,৬৩,৩০০, ১৯০৪ সালে ৭,১৫ ৫৩,৯০০, ১৯০৫ সালে ৮১,২২,১০০, ১৯০৬ সালে ৩,৫৪,৪৩,২০০ ও ১৯০৭ সালে ৩,৩১,৫৪,৭০০ কাটি। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ১৯০২ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত যতদিন জাপানী চিনির কোম্পানির কারখানা ছিল, ততদিন বিদেশী চিনির আমদানী কম ছিল, এক্ষণে আবার বৃদ্ধি হইতেছে।

আউদ রোহিলখণ্ডের ইক্ষু।—আউদ রোহিলখণ্ডের বেরিলীতে চিনি তৈয়ারী করা শিক্ষা দিবার জন্য এক স্কুল হইয়াছে। সেই স্কুলে ভারতের নানাস্থানেও ছাত্রেরা চিনি তৈয়ারী করা শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইতেছে। কেবল বাঙ্গালী ছাত্র এ পর্য্যন্ত যায় নাই! মান্দ্রাজ হইতেও উক্ত স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। আউদ রোহিলখণ্ডের চিনির নাম "কাশীর চিনি।" উক্ত স্কুলের জনৈক মান্দ্রাজী ছাত্র শ্রীগজানন পাণ্ডুরাং লিমায়ে জানাইয়াছেন যে, ভারতের আদিম চিনির স্থান আউদ রোহিলখণ্ড। এখানে ৩০ প্রকার ইক্ষু আছে, কিন্তু সবজাতীয় ইক্ষু হইতেই তথায় চিনি হয়। বঙ্গের মত বড় আক্ খাইবার জন্য রোপিত হয়। তথাকার সর-জাতীয় ইক্ষুতে ৭ ভাগ মাত্র জল আছে।

আউদ রোহিলখণ্ডে ইক্ষু চাষে খরচা কম। তথাকার মাটী ইক্ষুচাষের পক্ষে উপযুক্ত। সার কদাচিৎ দিয়া থাকে এবং ইক্ষু চাষের যে জমী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতেই প্রতি বৎসর ইক্ষু চাষ করা হয়। রোহিলখণ্ডে ১০ একরে ৪০০ মণ ইক্ষু জন্মে।

মান্দ্রাজী ইক্ষু।—মান্দ্রাজ অঞ্চলে পাঁচ প্রকার ইক্ষু আছে। তন্মধ্যে তিন প্রকার ইক্ষুর চাষ হয়। উক্ত ত্রিবিধ ইক্ষুর নাম "পুড়া" "কবিয়া" এবং "লাল" ইক্ষু। এখানে ইক্ষু চাষে খরচা অধিক, তাহার কারণ এখানকার ইক্ষুতে শতকরা ৮০ ভাগ জল। এজন্য সার অধিক দিতে হয়, তাহাতেই ব্যয় বাহুল্য হয়, সার না দিলে চিনির ফলন কম হয়। এ অঞ্চলের লোক চিনি করিতে জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত সকল প্রদেশে যদিও ইক্ষুর উপযুক্ত মাটী বা ভূমি পাওয়া যায়, কিন্তু চাষে খরচ অধিক হয় বলিয়া তথায় চিনির কারখানা চালাইবার মত ইক্ষু রোপিত হয় না। যাহা হয়, তাহা গ্রামবাসীরা কাঁচা খায় এবং গুড় করে।

মান্দ্রাজে আধুনিক উৎকৃষ্ট প্রথায় ইক্ষু চাষ করিয়া জানা গিয়াছে যে, তথায় ১ একরে এক হাজার মণ ইক্ষু জন্মে এবং শতকরা ৭০ অংশ রস পাওয়া যায়; তাহা হইলে ১০০০/ মণ ইক্ষুতে ৭০০/ মণ রস হয়। উক্ত এক একরে ইক্ষু চাষের খরচা ৩০০৲ টাকা, উহা হইতে গুড় করিতে খরচা যথা ইক্ষু কাটাই, মাড়াই এবং রস জ্বাল দেওয়া প্রভৃতিতে ১৬৯৲ টাকা; মোট খরচা ৪৬৯৲ টাকা। উহা হইতে ৪০ পাল্লা গুড় হয়। প্রতি পাল্লা ১৮৲ হিসাবে ৭২০৲ টাকা আয় হয়। ব্যয় ৪৬৯ টাকা বাদে ২৫১৲ লাভ থাকে।

শ্রীযুক্ত হাদি সাহেবের মতানুসারে এক একরে ১০০০/ মণ ইক্ষু হইতে ৭০০/ মণ রসে ৬৩/ মণ পরিষ্কৃত চিনি হয়। উহার মণ ১০৲ হিসাবে ৬৩০৲, চিটে গুড় ৮৪/ মণ হয়, দর ২৷০ হিসাবে ২১০৲, মোট আয় ৮৪০৲ টাকা। ব্যয়—প্রতি একর ইক্ষু চাষে ৩৬০৲, কাটা ও মাড়ায় ৬৩৲, জ্বাল দেওয়া ২১৸৵০, চিনি করিতে ৩৬৸০, অন্যান্য খরচা ২৫৲ মোট ৫০৬৷৵০ খরচ হয়। উক্ত খরচা ৮৪০৲ হইতে বাদ দিলে ৩৩৩৵০ লাভ থাকে। এক একর জমী প্রায় ৩ বিঘা আধ কাঠা।

ইক্ষুর ফলন।—বোম্বাইতে ১ একরে ৪০ টন, মান্দ্রাজে এক একরে ৪০ টন, মরিশস্ দ্বীপে এক একরে ৩৫ টন ইক্ষু জন্মে। তবে কেন আমরা মরিশস চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না? মান্দ্রাজে মরিশস দ্বীপের ন্যায় প্রবলভাবে ইক্ষু চাষ হইলে নিশ্চিত মরিশসের সহিত আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীতে জয়লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ভারতের যুক্ত প্রদেশে অর্থাৎ আউধ রোহিলখণ্ড অঞ্চলে এক একরে ১৬ টন ইক্ষু জন্মে; কাজেই কাশীর চিনি উঠিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ চিনি তবু আছে। আমেরিকাবাসী ইক্ষু চাষে আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছেন। তথাকার হাবাই প্রদেশে এক একরে ১০০ টন এবং জাবা প্রদেশে এক একরে ৭০ টন ইক্ষু জন্মে। ১ টন=২০০০ পাউণ্ড।

বাঙ্গালায় চিনির যৌথ কারবার।—৪ লক্ষ টাকার মূলধনে যৌথকারবারে মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়বর্গ কোটচাঁদপুরের সন্নিকটস্থ তারপুরের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের চিনির কলকে পুনর্জীবিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। স্বদেশী হুজুকে এই কল কিছুদিন চলিয়াছিল তাহার পর আবার বন্ধ হইল কেন?

কোটচাঁদপুরে মিষ্টার আলেকজান্দ্রিনা নিউ হাউস সাহেবের সুবৃহৎ চিনির কল বহুদিন হইতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। আশা করি, নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকগুলির উত্তর আমরা পাইব।

(১) উক্ত চারি লক্ষ টাকার চিনির কলে অবশ্য কাঁচা চিনি পরিষ্কৃত করা হইবে; কিন্তু উক্ত চিনি সংগ্রহ হইবে কোথা হইতে? উত্তরে বলা হইবে,—কোটচাঁদপুরের খেজুরে, দলো গৌড় চিনি (Raw Sugar) সংগৃহীত হইয়া কল চলিবে। কিন্তু তাহা কত পরিমাণ হইবে? বিদেশী জাবা চিনি একখানি ষ্টীমারে যাহা আইসে, উক্ত প্রদেশে তাহাই সম্বৎসরে উৎপন্ন হয়। কলিকাতার কাশীপুরের কলের সুবিখ্যাত ধন কুবের মহাজন মিঃ টর্ণার মরিসনেরাও কোটচাঁদপুরের কাঁচা চিনি খরিদের জন্য তথায় মোকাম খুলিয়াছিলেন। কিন্তু বারমাস কল চালাইবার মত চিনি তথায় সংগ্রহ হয় না বলিয়া সে কারবার তুলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে জাবা হইতে চিনি আনিয়া তাঁহারা কলিকাতায় কাশীপুরের কল চালাইতেছেন।

(২) আপনারা কি জাবা হইতে চিনি আনাইয়া কল চালাইবেন? তাহা হইলেও টর্ণার মরিসনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতে পারিবেন না; কেননা উহাদের জাবা চিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া কলে যাইবে, আপনাদের জাবা চিনি রেলযোগে শিবনিবাস ষ্টেশনে যাইবে, তৎপরে গোযান দ্বারা তারপুরে পৌঁছিবে। এই সকল খরচের জন্য কাশীপুরের পড়তা সস্তা হইবে।

(৩) ইক্ষু চাষ করা হইবে কি? তাহা করিলেও বুঝা যায় যে, উক্ত প্রদেশ ইক্ষু চাষের পক্ষেও উপযুক্ত নহে এবং কত বিঘা ইক্ষু চাষ হইবে যে, তদ্দ্বারা বারমাস কল চলিবে?

(৪) যৌথ কারবারে জাতীয় ধনের সৃষ্টি হয়। তাহা যদি গোড়ায় গলদ বশতঃ নষ্ট হয়, তাহা হইলে এ জাতির কাঁচাবস্থায় সর্ব্বনাশ হইবে, আর কেহ অগ্রসর হইবে না। কাঙ্গালদের কথা "বাসী" হইলে খাটিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এরূপ ভাবে উক্ত স্থানে অতিরিক্ত মূলধনে চিনির কল চলিবে না; বরং উহা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে করা এ সময় যুক্তিযুক্ত, তথায় অপর্য্যাপ্ত ইক্ষু পাইবার সুযোগ সুবিধা আছে। মহাজন বন্ধু শ্রাবণ ১৩১৬।

মুষ্টিযোগ

কৃমিরোগে।—সোমরাজী গাছ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র হয় ইহা ৩।৪ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ১০।১২টা বীচি সৈন্ধব লবণ সহ খালি পেটে প্রাতঃকালে ৭৮ দিন সেবনে কৃমি ধ্বংস হয়।

আনারসের কচিপাতা ছেঁচিয়া আধ ছটাক আন্দাজ রস বাহির করিয়া তাহাতে অল্প চুণের জল মিশাইয়া প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবনে কৃমি নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ ও ধনে ভিজা, জল সহ খালি পেটে সেবনে কৃমি মরিয়া যায়।

শুকনা মিশ্রী চিবাইয়া খাইলে কৃমি ভাল হয় (অজীর্ণের কৃমিতে এই ফল দেখা যায়)।

দন্তরোগে।—দাঁতের পোকায় পুকুরের বড় পানার শিকড় ২।৩ দিন চিবাইলে দাঁতের পোকা সারিয়া যায়।

দন্তশূলে। সর্ষপ তৈল হিং মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া লইবে, পরে এই তৈল দাঁতের পোকায় এবং দন্তশূল রোগে একটি তুলি দ্বারা রোগস্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল নিবারিত হয়।

আমপাতায় দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

লবণ ও দারচিনি সমান ওজনে বাটিয়া দন্তশূল স্থানে লাগাইয়া রাখিলে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

তামার পাতে এরণ্ডের আটা গরম করিয়া দন্তের ফুলা ও ব্যথা স্থানে দিলে দন্তের ফুলা ও বেদনা দূরীভূত হয়।——(ভারা) শ্রাবণ ১৩১৬

খুলনা। বৃত্তি ১৩১৬ সাল।

পিতৃদেব ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি আই ই স্থাপিত বিশ্বনাথ ফণ্ডের আয় হইতে কতক বৃত্তি এবং কতকগুলি ছাত্রবৃত্তি বর্ষে বর্ষে দেওয়া হয় এবং সাধারণের প্রদত্ত অর্থের আয় হইতে বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৩১৬ সালের বিশ্বনাথ বৃত্তি ৭৯টা, ভূদেববৃত্তি ৪টি মোট অধ্যাপক ৮৩টি ও ছাত্রবৃত্তি ১৮টি। যে যে অধ্যাপক মহাশয় এবং যে সকল ছাত্র আপাততঃ এ বৎসর অনুগ্রহ পূর্বক ঐ বৃত্তিগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—অধ্যাপককে দেয় বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক ৫০, ছাত্রকে দেয় বৃত্তির পরিমাণ এককালে হইবে বা মাসিক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মাধবদাস ন্যায়রত্ন ৮ কাশীতে ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানে ভার গ্রহণ করিয়া সমিতিকে পরম উপকৃত করিয়াছেন।

অধ্যাপক বৃত্তি।

আসাম।২

দীনেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ভূদেব বৃত্তি) কামাখ্যা টোল
বনাথ স্মৃতিতীর্থ — দতরা রণাকুচ

উড়িষ্যা।২

জগন্নাথ মিশ্র সাংখ্যতীর্থ পুরী রামকৃষ্ণটোল
বিনায়ক বিদ্যাভূষণ — যশোরাজপুর কটক

৮কাশী।২

বংশধর অগ্নিহোত্রী (ভূদেব বৃত্তি) ৮ কাশীধাম
শিবশঙ্কর তর্করত্ন — ঐ — ঐ

খুলনা।৫

আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ — সাংদিয়া
আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ — পিলজঙ্গ
উমানাথ স্মৃতিতীর্থ — ব্রাহ্মণ রাংদিয়া
দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ — দৌলতপুর
বিশ্বেশ্বর স্মৃতিতীর্থ — পাগলা শ্যামনগর

চট্টগ্রাম।১

জগৎপুর আশ্রমটোল — চট্টগ্রাম

চব্বিশ পরগণা।৭

অমরনাথ স্মৃতিরত্ন — ভাটপাড়া
কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ — ঐ
কালীবর বেদান্তবাগীশ — পড়া
নীলকান্ত তর্কবাগীশ — আগড়পাড়া
পঞ্চানন তর্করত্ন — ভাটপাড়া
বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ — ঐ
রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ — ঐ

ঢাকা।৫

কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন — মেদিনীমণ্ডল
গুরুনাথ তর্কতীর্থ — ইছাপুর
রমেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ — ঢাকা
শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন — বজ্রযোগিনী
হরমোহন ন্যায়রত্ন — বসাইল

ত্রিপুরা।১

নবীনচন্দ্র তর্কতীর্থ — ভাদ্যা

নদীয়া।৬

অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন — নবদ্বীপ
শিবপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ — ঐ
সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন — বিল্বপুষ্করিণী
ভারতী চতুষ্পাঠী—বেদান্ত বিভাগ — নবদ্বীপ
চৈতন্য চতুষ্পাঠী — ঐ

নাগপুর।১

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত
[illegible] (গোবিন্দ বৃত্তি) নাগপুর

নোয়াখালি।২

শ্রীযুক্ত [illegible] তর্কচূড়ামণি — নোয়াখালি
অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী — চৌপল্লী

পাটনা।২

সংস্কৃত চতুষ্পাঠী (দর্শন বিভাগ) বাঁকীপুর
ঐ (সাহিত্য বিভাগ—ভূদেব বৃত্তি) বাঁকীপুর

পাবনা।১

শ্রীযুক্ত [illegible] তর্কবাগীশ — পাবনা

[illegible]নপুর।১০

শ্রীযুক্ত [illegible] তর্করত্ন — মদনপাড়
গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন — মহাসার
জানকীনাথ তর্করত্ন — কোড়কদি
নীলকান্ত তর্কবাগীশ — ধুলজুড়ি
[illegible] বেদান্ততীর্থ — হরিণাহাটী
যজ্ঞেশ্বর নাথ স্মৃতিরত্ন — ফুকরা
রজনীকান্ত তর্করত্ন — খালুকা
রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন — পশ্চিমপার
শশধর তর্কচূড়ামণি — পরাণপুর
শ্রীনাথ সাংখ্যরত্ন — বাহিরবাগ

বগুড়া।১

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন — মালতীনগর

বরিশাল।১

শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন — বরিশাল

বর্দ্ধমান।৬

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন — পূর্ব্বস্থলী
" দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ — সমুদ্রগড়
" বীরেশ্বর তর্কতীর্থ — বৈদ্যপুর
" বৈদ্যনাথ স্মৃতিতীর্থ বেদান্তরত্ন — আউসগ্রাম
" ভোলানাথ স্মৃতিতীর্থ — পাড়াতল
যদুনাথ বিদ্যারত্ন — ঐ

বাঁকুড়া।৫

শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ — জয়পুর
তারাপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন — তিলুড়ী
ত্রৈলোক্যনাথ ন্যায়পঞ্চানন — পাকুলিয়া
রঘুরাম শিরোমণি — বিষ্ণুপুর
রামকিঙ্কর তর্করত্ন — পাত্রসায়ের

বীরভূম।১

শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম তর্কতীর্থ — বীরভূম

ভাগলপুর।১

শ্রীযুক্ত আয়ারেবলাল ঝা বেদান্তবাগীশ — বৈনপুর

ময়মনসিংহ।৩

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন — চাম্পুড়
" গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন — ময়মনসিংহ
গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন — কাটিহালি

মেদিনীপুর।২

শ্রীযুক্ত দিবাকর বেদান্ত পঞ্চানন — কাঁথি
রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত — জেমুয়া

যশোহর।৪

শ্রীযুক্ত বারুইখালি চতুষ্পাঠী — বারুইখালি
" ব্রজেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ — মহেশপুর
" মধুসূদন তর্কভূষণ — যোগা
" শ্যামাচরণ তর্কবাচস্পতি — উজিরপুর

শ্রীহট্ট।১

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র গোস্বামী ধর্ম্মশাস্ত্রী — থরিয়া

হুগলী।১২

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন — ত্রিবেণী
" কুলচন্দ্র শিরোমণি — চাঁদড়া
" গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ — বালী
" ধর্ম্মদাস শিরোমণি — পানাকুল কৃষ্ণনগর
" বিপিনবিহারী স্মৃতিরত্ন — ঐ
" মথুরানাথ স্মৃতিরত্ন — চুঁচুড়া প্রতাপপুর
" যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ — কোন্নগর
" রজনীকান্ত বিদ্যাভূষণ — শ্রীরামপুর
" রামরত্ন বেদান্তরত্ন — ("বড় মা" বৃত্তি)
অমর চতুষ্পাঠী — চুঁচুড়া কদমতলা
" শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার — বাঁশবেড়ে
" সীতানাথ সাংখ্যরত্ন — ফরাশি চন্দননগর
" হরিদাস বিদ্যারত্ন — উত্তরপাড়া

ছাত্রবৃত্তি। (কাশীতে ১৮)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাংখ্যতীর্থ — রতনপুর, খুলনা
" অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — পোয়াড়া বাঁকুড়া
" অগ্নিহোত্রী ভট্টাচার্য্য — ৮কাশীধাম
" গুরুবিলাস ভট্টাচার্য্য — রেন্দা যশোহর
" দক্ষিণাচরণ তর্কনিধি — কাঁচাপুর, বর্দ্ধমান
" দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য — কাঁথি সরদা
" প্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ — চিলমারী, রংপুর
" বগলানন্দ ভট্টাচার্য্য — ৮ কাশীধাম
" বৈদ্যনাথ মিশ্র — পণ্ডিতপুর বালিয়া
" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য — ৮ কাশীধাম
" মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য — বজ্রযোগিনী, ঢাকা
" রাধাকান্ত পাণ্ডে — ৮ কাশীধাম
শ্যামাকান্ত কাব্যতীর্থ — কোটালিপাড়া, ফরিদপুর
ষড়ানন ভট্টাচার্য্য — ৮ কাশীধাম
" সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — বাগদ, মানভূম
" হরিদাস কাব্যতীর্থ — ব্রাহ্মণ রাংদিয়া খুলনা
হরিহর ভট্টাচার্য্য — উনাসিয়া, ফরিদপুর।
" হারাণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। — বালুভরা, রাজসাহী

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ফণ্ডসমিতির সভাপতি।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

DACCA DIVISION.

Rules for the admission of Private candidates to the University Matriculation Examination 1910.

1. A student who has not attended any school, recognised or unrecognised, for at least one year previous to March 1st 1910 will be treated as a private candidate.

2. Private candidates desirous of sitting at the ensuing University Matriculation Examination must appear at the Test Examination of one of the undermentioned schools to be held on the 6th December 1909 and the following days:—

1. Dacca Collegiate school.
2. Armanitola Govt. High school, Dacca.
3. Mymensingh Zilla School.
4. Faridpur Zilla School.
5. Barisal Zilla School.

3. Every private candidate must submit his application for admission to the test examination on or before the 15th November 1909 to the Head master of one of the schools named above where he intends to appear, producing satisfactory evidence (1) that he has not attended any school, recognised or unrecognised, for at least one year previous to the examination. (2) that his conduct and character have been good. (3) that he has diligently and regularly prosecuted his studies and has been subject to proper discipline. For the purpose of this rule a certificate from a Deputy Inspector of schools or the Head master of a recognised High school or from any Gazetted officer of Government who has personal knowledge of the candidate will be accepted.

4. He should also forward with his application his transfer certificate from the school (if any) in which he last read, or the Registrar's receipt (if he appeared at any previous Entrance Examination) or a certificate from a respectable person with personal knowledge of the facts of the case that he has never been to any school.

5. No one will be admitted to the test examination unless he shall produce satisfactory evidence that he will have completed the age of sixteen years on the first day of March 1909. For the purpose of this rule the age as recorded in a Transfer Certificate from a recognised school or in the Registrar's receipt (in case of those who appeared at any previous Examination) will be accepted. Those who have never read in any school must produce either their horoscope or an affidavit sworn by their parents or guardians before a competent Magistrate declaring their age.

6. Every private candidate shall state in his application his name, father's name, date of birth, residence, postal address and the following particulars:—

1. Whether he appeared at the Entrance Examination in any previous year.
2. Language in which (besides English) he is to be examined.
3. Vernacular language for composition.
4. Vernacular language from which translation is to be made into English in the 1st English paper.
5. Which of the following subjects taken up.

(a) Additional Mathematics.

(b) Additional paper in classical language.

(c) History.

(d) Geography.

(e) Elementary Mechanics.

7. Every private candidate must pay a fee of Rs 2 to the Head master of the school at which he appears for for examination. After payment of the necessary expenses the balance of the fees will be paid to the examiners as remuneration.

8. On the date of examination, he must be accompanied, for the purpose of identification, by some person known to the officer conducting the examination, otherwise he will not be admitted to the test examination.

9. The Head masters of the schools named above should send to this office for orders a statement in duplicate showing the marks gained by by each private candidate in each subject at the Test Examination within a fortnight from the date of the said examination The application forms of candidates who are declared eligible should be forwarded to this office for countersignature and duly filled in and signed and accompanied by the documentary evidence referred to in paras 3 4 and 5.

10. Private candidates should arrange to remit their examination fees, together with the countersigned application forms, direct to the Registrar, so as to reach him on or before the 17th January 1910. The fee payable by each candidate for the examination is Rs 12.

11. The Matriculation Examination for 1910 will be held on the 1st March and the following day

H. E. STAPLETON. *Inspector of schools Dacca Division.* DACCA *The 15th September, 1909.*

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অঙ্কগুলি গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রত্যেক সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের উল্লেখ করেন বিশেষ কারণ কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে

১৪৫৫ শ্রীযুক্ত নকুল চন্দ্র দত্ত, হেঃ মাঃ
স্বরূপকাটি স্কুল, ৩১।৮।১০
১৪৬৬ „ দ্বিজেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শিবহাটি বৃন্দস্কুল ঐ
১৪৫৭ „ হেঃ পঃ তাজপুর মইং স্কুল, ঐ
৩৭৬ „ পি, কে, দাস, হেঃ মাঃ হাতীশালা ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah,*

POSTS VACANT FOR MISTRSSES.

Dacca town

Mistresses having passed the Upper Primary standard, and having had some training or experience in teaching are required for Lower Primary schools in Dacca town. Free quarters will be provided, and Rs 15 per mouth. Comilla Provincialized Girls' schools—

3 Mistresses are required for this school. 1st Mistress, Rs 75 per month likely to be raised to Rs 100 with free quarters. Qualifications, F A or B A with training and experience.

2nd Mistress, Rs 60 with free quarters. Qualifications, Middle or Entrance examination, with training or experience.

3rd Mistress, Rs 30 with free quarters, must be either trained or have passed the M V examination or Entrance.

Sylhet GirlsM E school.—

Head Mistrees, salary Rs 100 with free quarters, must be trained and a B A with considerable experience.

Chandpur Girls' U P school.

Assistant Mistress required. Upper Primary standard and trained. Salary Rs 20 with free quarters.

Dr. Khastigir's Girls' H E school Chittagong.—

Head Mistress, salary Rs 100 must be trained. A B A with considerable experience will have preference.

Bogra Zenana classes.—

Two posts of Governesses of the Zenana classes here are required: salary of each Rs 60 including one Garry hire.—

Girls' school, Shillong.—

Head Mistress, salary Rs 60 qualifications, Middle or Entrance examination, with training or experience.

Proposed Mahammeden female Madrassa, Dacca.

Four Mahammedan Mistresses needed.

1st Mistress, salary Rs 100 Duties will be to supervise the hostel for teachers under training and for boarders Must be middle aged and have experience in teaching. As high qualiffications as possible including a knowledge of Urdu and Bengali.

2nd mistress, salary Rs 60.

3rd „ salary Rs 50.

4th „ „ Rs 50.

N B In all cases qualifications should be as high as possible, and either training or experience in teaching is necessary.

Several other posts will shortly be created. Applications must be sent to the Inspectress of schools, Eastern Bengal and Assam, Ramna, Dacca.

An Entrance passed 3rd Pandit for the Ariadaha Kalachand H E school. Pay Rs 15 a month. M V passed preferred. Apply to Babu Kedarnath Sinha, Hd master. Ariadaha Kalachand H E school, 24 Parganas, near Belgharia Ry station E B S Ry.

An Entrance passed private tutor for an infant on Rs 15 per month. A Brahmin or a Kayestha preferred. Apply to Babu N N Sinha Zeminder, Sadarpur, Amlasadarpur post, Nadia.

A graduate on Rs 50 for the Upper Assam Institution, Rehabari, Debrugarh.

A B course graduate for the Sutragarh M N H E school on Rs 45 rising to Rs 50 a month.

An undergraduate teacher strong in English and History on Rs 30—3—45. A Junior English teacher, read up to F A on Rs 20. A Junior English teacher, passed Entrance on Rs 15 with free board and lodging. Dt. Chittagong Po Bharadvajhat.

A B course graduate, competent to teach Geography on Rs 50—2—60 a month for the Feni H E school. Apply before 10th November.

A graduate Hd master for the S M Institution, Khankhanapur, on Rs 70 to 100 per month and a B course graduate on Rs 50 per month. Must stick at least for two years. The Hd master must not be a Law candidate. Will have to join their posts on or before the 1st December, 1909. Apply to the Assistant Secretary S M Institution, c/o Babu Sita Nath Mozumdar po Khankhanapur, District Faridpur.

A B A plucked, strong in Mathematics, as 2nd master of Bejbaroa High school of Jorhat, in Sibsagar (Assam), on Rs 45. Apply to Saundra Ch Chakravarty, Jorhat (Assam).

A teacher (B course) for the Rajshahi Bholanath Academy, a high school in the town of Rampore Boalia, on Rs 30 per mensem. The applicant must agree to stick to the post at least for 2 years. Apply to the Hd master.

Head master for the Panchotgarh H E school on Rs 50 rising to Rs 60 of the approved seevice Guarantee for one year lodging free.

A Hd master F A for the Somamukhi M E school on Rs 24. Private tuition available.

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১৭১)

কুমার অগ্রসর হইয়া পিতা মাতার চরণে প্রণত হওত মস্তকে তাহা ধারণ করিয়া তাঁহাদের আলিঙ্গন করত অভ্যাগত সভাসদবর্গকে প্রমালিঙ্গন দান করিয়া উৎসব ক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। সকলে উৎসব ক্ষেত্র দেখিয়া বিমোহিত। সুবৃহৎ প্রাঙ্গন মধ্যে সুবর্ণ-কুণ্ডে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, চন্দন কাষ্ঠের সহিত বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্য তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, যাজকগণ তাহার চতুষ্পার্শে উজ্জ্বল মণিমুক্তা খচিত রত্ন বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া আবেস্তার মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছেন। তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শে উপাসকগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া উপস্থিত উৎসবের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। আমন্ত্রিত দর্শকগণ তাঁহাদের চতুষ্পার্শে উপবিষ্ট থাকিয়া উৎসবের সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নহবতের নবরাগ রঞ্জিত রাগ সকল ধ্বনিত হইয়া, দিগ দিগন্তর তাহার প্রতিধ্বনিতে আমোদিত হইয়া উঠিতেছে, প্রকৃতি দেবী সৌগন্ধপূর্ণ বিবিধবর্ণের পুষ্পভারে অবনত বৃক্ষ সকল চতুর্দিকে থরে থরে সাজাইয়া নিজে তন্মধ্যে উপবিষ্ট হওত, সমানভাবে সকলের নয়ন মন হরণ করিতেছেন। প্রাসাদ তাহাতেই আনন্দময়। এই আনন্দময় উৎসবক্ষেত্রে মহামান্য সুলতান সপরিবারে সমুপস্থিত হইয়া, বিমোহিত হইয়া গেলেন, এবং বিগলিত আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া, কুমারকে ক্রোড়ে ধারণ করত, সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার পর যথাবিধি অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে সুলতান আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া কুমারকে সম্বোধন করত কহিলেন, "আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কুমার নশীরোঁয়া! যে ভগবান কৃপা করিয়া আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তোমা হেন পুত্র রত্নকে প্রদান করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হই, তাহার পর যে মহামতি মন্ত্রিবর বজুর্ কেমেহার, বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া তোমাকে এতদূর শিক্ষাদান করিয়াছেন তাঁহাকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ করি, তাহার পর যে সকল জ্ঞানবান বুদ্ধিমান বিদ্যান শিল্পিগণ তোমাকে সাহায্য করিয়া এই অপূর্ব্ব নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ করি, তাহার পর যে সকল, ধনবান বণিকগণ বিবিধ প্রকার বিপণি সংস্থাপন করিয়া নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি, তাহার পর যাঁহারা দেশ বিদেশ হইতে সমাগত হইয়া প্রজামণ্ডলীতে মিলিত হইয়া এই নগরীতে অধিষ্ঠান করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্নেহের প্রেমের, এত সন্নিকট দেখিয়া মহানন্দ লাভ করিতেছি। কুমার এ সকল তোমারি মহিমা ও জ্ঞানের গরিমা। আমি মৃগয়াকালে কতবার এই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গিয়াছি, এবং কতবার আমার অনুচরগণ বিশ্রাম স্থানাভাবে, পিপাসা শান্তির সলিল অভাবে যারপর নাই কষ্ট পাইয়া এই ভয়াবহ স্থান অতিক্রম করিয়াছে। তৎকালে আমার কোন অভাবই ছিল না। এখনও ভগবানের কৃপায় কোন অভাব অনুভব করিতে হয় না, অথচ এই ত্রিপান্তর মরুভূমি আমারই রাজ্যের অন্তর্গত, কৈ একদিনও ত তাহার জন্য ভাবি নাই, মরুভূমি যে এত অল্পকাল মধ্যে জনপদ উদ্যানে, আরামস্থানে পূর্ণ হইতে পারে, হৃদয় মধ্যে সে জ্ঞানের উদ্রেক একদিনও হয় নাই। তুমি কেবল মরুভূমিকে শস্যশালিনী, জনপদ বিলাসিনী কর নাই, তাহা করিয়া আমার রাজ্য অধিকতর সৌভাগ্যশালিনী করিয়া তুলিয়াছ, অতএব আজি হইতে আমি এই নগরীর "বাগদাদ" (বাগ=উদ্যান দাদ=বিচার, সুশাসন) নামে অভিহিত করিলাম এবং তোমাকে এই অভিনব রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমস্ত পারস্য দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি পরম সুখে রাজ্যসুখ ভোগ কর। এবং তুমি 'ন্যায়পর' বলিয়া আজি হইতে লোকে তোমাকে "আদিল নশীরোঁয়া বলিয়া অভিবাদন করিবে।' ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ইহাঁকে নশীরোঁয়া দি জষ্ট (Nu-shewan the Just) পারসী কবিগণ ইহাঁকে আদিল নসেরোঁয়া নাম দিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তাঁহার নাম রাখিলাম ন্যায়াধীশ নশীরোঁয়া এবং তাঁহার নির্ম্মিত বাগদাদ নগরের নাম রাখিলাম 'মহানগরী বাগদাদ।" *

---

* যুক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কলেক্টর বন্ধুবর শ্রীমান্ গোবিন্দশর্ম্মা বর্ণিত বিবরণ হইতে লিখিত।

দেশীয় ধুতির মূল্য।

মহাশয়!

রাজপুতানার অর্ব্বলী পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে বেওয়ার রেলওয়ে ষ্টেশন। তথায় কয়েক বৎসর হইতে কৃষ্ণমিল নামক একটী কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ঐ কলে সূতা প্রস্তুতের কোন সরঞ্জামই নাই। তথায় বিদেশী সূক্ষ্ম সূতায় কলের তাঁতে ধুতি প্রস্তুত হয়। বেঙ্গলী পত্রে ঐ কলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রন্ধী এক পত্র ছাপাইয়া বলিয়াছেন যে ঐ কলের ধুতি দেশীয় তাঁতীর কাপড়ের ন্যায় স্বদেশী। অর্থাৎ সূতা বিদেশী হইলেও যখন এদেশী তাঁতীর হাতে বোনা কাপড় দেশী বলিয়া ধরা হয় তখন কৃষ্ণমিলের কাপড়ই বা তাহা মনে করা না যাইবে কেন? একথা তলাইয়া বুঝিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় জিনিসের যে বিভাগ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া ধুতির নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ করিতে হয়।—

(১) সম্পূর্ণ দেশী তুলায় দেশী বস্ত্র চরকায় প্রস্তুত দেশী বস্ত্র তাঁতে বয়ন করা কাপড়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বদেশী।

(২) প্রধানতঃ দেশীয় তুলায়, এদেশে পরিচালিত কলের সূতায়, দেশী তাঁতীর কাপড় (কতক মোটা ধুতি ছিট ও ধুতি)।

(৩) প্রধানতঃ দেশীয় তুলায় প্রস্তুত এদেশে পরিচালিত কলের সূতায় কলের তাঁতের কাপড় (দেশীকৃষ্ণমিল, বঙ্গলক্ষ্মী মিল, নাগপুর এম্প্রেশমিল প্রভৃতি)।

(৪) প্রধানতঃ বিদেশী তুলায়, এদেশের কলে প্রস্তুত সূতায় কলের তাঁতের কাপড় (স্বদেশীমিল, আহমেদাবাদ কাইন মিল প্রভৃতি ইহার মধ্যে শেষোক্তে বিদেশী সূতা আছে কি না ঠিক জানিনা)।

(৫) বিদেশী সূতায়, এদেশী তাঁতীর হাতে ঘরের দেশী তাঁতে প্রস্তুত কাপড়। (ফরাশডাঙ্গা শান্তিপুর, পাবনা প্রভৃতি)।

(৬) বিদেশী সূতায়, এদেশে কলের তাঁতের কাপড়। কৃষ্ণমিল প্রভৃতি। ইহা ষষ্ঠ শ্রেণীর অধম স্বদেশী।

স্বদেশী শিল্পরক্ষণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রয়োজন যে এদেশে সূতা প্রস্তুত হয়। বিদেশের কাপড় ত আসিতেছেই। তাহার উপর আবার বিদেশী সূতা বেশী করিয়া আনিয়া স্বদেশী তাঁতীর সহিত মাত্র প্রতিযোগিতা শুভকর নহে।

এপ্রদেশের কলে প্রধানতঃ এ দেশের তুলার সূতা প্রস্তুত করা হউক। তাহা হইতে কাপড় হাতের তাঁতেই হউক আর কলের তাঁতেই হউক। বিদেশী সূতা লইয়া ফ্যাক্টারীতে দশ জন মজুরে একশত জন তাঁতির অন্ন মারিয়া কৃষ্ণমিল প্রভৃতি দেশের কি উপকার করিবে? নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করিয়া যদি দেশে অধিকতর পরিমাণ স্বদেশী সূতা হইল না ত কি হইল? দেশীয় চিনি যেমন মহাজনদের প্রবঞ্চনায় অধিক দামদিয়াও পাওয়া কঠিন, দেশী কলের কাপড়ও সেইরূপ মোটামুটি দাগ দেখিয়া ঠিক করা কঠিন। বঙ্গলক্ষ্মী দেশীরূপ মিল ঢাকাওড মিল স্বদেশীমিল এম্প্রেসমিল প্রভৃতি কতকগুলির বিষয়ে সংশয় নাই। এ অবস্থায় বঙ্গলক্ষ্মীমিলে ছিট তোয়ালে প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের সমস্ত সূতা ধুতি প্রস্তুতে নিযুক্ত করা উচিত। কতক কাপড়ের একটু বহর বড় করার প্রয়োজন আছে। সে জন্য চওড়া তাঁত কয়েকখানা বসান সঙ্গত।

শ্রীঃ

এবর্ষে ভারতে ইক্ষু চাষের অবস্থা।

ভারতের ইক্ষু জমিকে ১০০ ভাগ ধরুন। উহার ৯৫॥০ ভাগ ইক্ষুচাষ নিম্নলিখিত ছয়টী প্রদেশে হয়। যথা, বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, আসাম, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। অবশিষ্ট ৪॥০ ভাগ ভারতময় ছড়াইয়া হয়, অতএব তাহা ধর্তব্য নহে। "১" অংশও যথায় হয়, তাহাও উক্ত ছয়টী প্রদেশের তালিকাভুক্ত করা হইল। নিম্নে আমরা উক্ত প্রদেশগুলির অংশ সহিত এ বর্ষে ইক্ষু চাষের অবস্থা বলিতেছি।

যুক্ত প্রদেশ। (৫২.৭) এই প্রদেশে এবর্ষে ১০৫৫০০০ একার ভূমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। গতবর্ষে ১১১৯৪০০০ একর ভূমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে এবার ইক্ষু চাষ উক্ত প্রদেশে কম হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বলিয়াছেন, ঐ সকল প্রদেশের জমিদারদিগের দ্বারা ইহা সংগৃহীত, অতএব ইহা স্থির নহে। ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক।

বাঙ্গালা (১৮.১) এবর্ষে বাঙ্গালায় ৩৫৩৭০০ একার ভূমে ইক্ষু চাষ হইয়াছে, গতবর্ষে ৩২৫২০০ একার ভূমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়াছিল। চাষের অবস্থা স্থানে স্থানে সুবিধাজনক। উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের অবস্থা ভাল। বাঙ্গালায় ইক্ষুচাষ কিন্তু এ বর্ষে কমিয়া গেল। অথচ চিনিতে আমরা স্বদেশী হইতে যাইতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম। (৯.১) এবার এই প্রদেশে ১০৬০০ একার জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছে। গতবর্ষে হইয়াছিল ১৭৮০০ একার ভূমিতে। ইহাঁরা স্বদেশী চিনির জন্য টাকা বেশী খরচ করেন কিন্তু এদেশী দোকানদারদের দোষে সে টাকায় দেশে ইক্ষুর চাষ উৎসাহ পায় না। সেই জন্যই ইক্ষুর চাষ সাধারণের ইচ্ছার বিপরীতে অন্তবর্ণভুক্ত লোকের বৈশ্যকর্ম ধর্মভীরুভাবে করায় প্রয়োজন হইয়াছে। জগন্মাতা অবশ্যই উপায় করিয়া দিবেন। পরন্তু এ প্রদেশের ফসলের অবস্থাও এবার তত ভাল নয়।

পাঞ্জাব (১২.৩) গতবর্ষে পঞ্জাব প্রদেশে ৩৬৫৭০০ একর ভূমে এবার হইয়াছে ৩৮৭৩০০ একার ভূমিতে ইক্ষু আবাদ। ধন্য পঞ্জাব! স্বদেশী ব্রত তোমাদের সার্থক হউক। চিনির কল বসাইবার উদ্যোগের সহিত ইহাঁরা কেমন চাষও বৃদ্ধি করিয়াছেন। যুক্তবঙ্গে চিনির কল বসাইয়া কলে উপযুক্ত মূল্যে ইক্ষু লইলেই তথায় ইক্ষুর চাষ বাড়িবে। তবে ঐ কলের চিনি বলিয়া বিদেশী চিনি বিক্রয় না হয় সে জন্য বিশ্বস্ত স্থানে বিক্রয়ের ভার দিতে হইবে। পঞ্জাবাঞ্চলে ইক্ষু চাষের অবস্থা খুব ভাল।

বোম্বাই প্রদেশ (২-৩) এই প্রদেশের ইক্ষু চাষের সংবাদ অসম্পূর্ণ। মোটামুটী এইরূপ, বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত জমিতে ইক্ষু চাষ ২৬০০০ একার এবং ইংরাজ অধিকৃত স্থানে ৬৫০০০ একার ভূমে। চাষের অবস্থা ভাল।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১.২) এই প্রদেশে এ বর্ষে ২৭৬০০ একার ভূমে ইক্ষু চাষ হইয়াছে। গত বর্ষে হইয়াছিল ২১৫০০ একার ভূমে। ফসলের অবস্থা ভাল।

আবার গতকল্য হিসাবটী পাড়া যাউক। ভারতে যত ইক্ষু জন্মে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী যুক্ত প্রদেশে হয়। কেন না যুক্ত প্রদেশের চাষ ২.৭ ভাগ। একারণ এই প্রদেশ আদৌ বিদেশী চিনি লয় না। বাঙ্গালায় ইক্ষু চাষ কম। ১৮.১ অংশ মাত্র কাজেই বাঙ্গালা বিদেশী চিনিতে নির্ভর করে, কিন্তু বাঙ্গালার উড়িষ্যা বিভাগ করে না। আবার আমাদের অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ইক্ষু চাষ কম, সবে মাত্র ৯.১ অংশ, ঠিক অর্দ্ধেক, একারণ এই প্রদেশ আমাদের নিকট বিদেশী চিনি গ্রহণ করে। পঞ্জাবে ইক্ষু চাষ ১২-৩ অংশ, পঞ্জাব বিদেশী চিনি বোম্বায়ের নিকট ক্রয় করে। করাচি, বোম্বাই বিদেশী চিনির গ্রাহক বঙ্গের ন্যায়।

ইহাতে দেখা গেল, মান্দ্রাজে ইক্ষু চাষ হয় না বলিলেই হয় কেন না উহা অংশভুক্ত তালিকায় মধ্যে গণ্য নহে। অথচ মান্দ্রাজ বিদেশী চিনি খুব কম লয়। বরং মান্দ্রাজ হইতে জাহাজ জাহাজ চিনি বঙ্গে আসিয়া বিক্রয় হয়। জিজ্ঞাস্য মান্দ্রাজ এত চিনি পায় কোথায়? মান্দ্রাজ প্রদেশে ২টী চিনির কল আছে একটী আস্কায় অন্যটী গোদাবরী তীরে। ইহাঁরা যুক্ত প্রদেশ হইতে ইক্ষু খরিদ করিয়া, রেলভাড়া দিয়া, চিনি করিয়া, সেই চিনি জাহাজ ভাড়া দিয়া ডিউটী দিয়া বঙ্গে আনিয়া বিক্রয় করেন। বাস্তবিক এ চিনি কাশীর চিনির মত দেখিতে কেন? ইহা কাশীর চিনি প্রকৃত। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ যুক্ত প্রদেশের চিনি লইতেন, বিদেশী চিনির মায়ায় ইহা পরিত্যাজ্য হইলেও মান্দ্রাজ দিয়া আসিয়া পুনরায় বঙ্গে যোগাইতেছে। আর আমরা বলি বিদেশী চিনির শস্তার জন্য উহার পড়তা হয় না। যদি তাই হয়, তবে মান্দ্রাজ চিনি লই কেন? তাই বলিতে ইচ্ছা করে, ৪ লক্ষ টাকার যৌথ তারপুর চিনির কলের প্রতিষ্ঠাতারা কলিকাতায় বসিয়া যুক্ত প্রদেশ হইতে ইক্ষু আনিয়া কল তুলুন, অথবা প্রয়াগ সুগার কোম্পানীর সহিত মিলিত হউন বা যুক্ত প্রদেশে গিয়া ঐ টাকা খাটান, এই পথের সন্ধান লউন, কাজ হইবে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।
পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

সদালাপ। (৯)

(৫৫) স্বদেশভক্তি এবং স্মৃতি শক্তি।— মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনের চিন্তামণি নামক চারিখণ্ড অসামান্য টীকা প্রস্তুত করেন। পরে মুরারি মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি মৈথিল পণ্ডিতগণ ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। এক সময়ে মিথিলায় যাওয়া ভিন্ন ন্যায় দর্শন শিক্ষার্থীদের উপায় ছিল না। মৈথিল পণ্ডিতেরা ন্যায় দর্শনের পুস্তক অন্যত্র লইয়া যাইতে দিতেন না।

নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ২৫।৩০ বৎসর বয়সে ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মিথিলায় ন্যায়-

শাস্ত্র পড়িতে গেলেন। একান্ত আকাঙ্ক্ষা স্বদেশে ঐ বিদ্যা আনয়ন করিবেন। মৈথিল পণ্ডিতদিগের একান্ত প্রতিকূলতায় ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তক নকল করিয়া আনা অসাধ্য দেখিয়া চারিখণ্ড চিন্তামণি সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ করিলেন। কুসুমাঞ্জলির শ্লোক ভাগ কণ্ঠস্থ করার পর এবং টীকা ভাগ কণ্ঠস্থ করার পূর্ব্বেই মৈথিল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার চেষ্টার কথা প্রচার হইয়া পড়ায় তাঁহার ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। তাঁহার উপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্র উঁহাকে সার্ব্বভৌম উপাধি দিয়া পাঠ শেষ করাইয়া দিলে বাসুদেব ৺ কাশীধামে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং নবদ্বীপের প্রথম ন্যায়ের টোল খুলিলেন। স্বচেষ্টায় বিশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক স্বদেশে নূতন বিদ্যানয়ন করিয়া বাসুদেব ধন্য হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বলকারী বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহারই ছাত্র ছিলেন।

(৫৬) স্বদেশের গৌরবজন্য ধীশক্তির প্রয়োগ —যাঁহার জন্য সমস্ত ভারতে নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চা আজ পর্য্যন্ত বিখ্যাত রহিয়াছে তাঁহার নাম রঘুনাথ শিরোমণি। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ " আমার দেশ " গানে উঁহাকেই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি।" বাঙ্গালীর গৌরব এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতের কথা সকলেরই জানা উচিত। রঘুনাথের জন্মাবধি এক চক্ষু অন্ধ ছিল। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় পড়েন। যখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স তখন মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া একদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে আগুন আনিতে গিয়াছিলেন। কয়েকবার আগুন চাওয়ার পর বালকের প্রতি বিরক্ত হইয়া টোলের একজন ছাত্র একখানা হাতা করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া বলিল, "কিসে লইবে লও।" বালকের হাতে কিছুই ছিল না। টোলের ছাত্রেরা ঘুঁটের একদিক ধরাইয়া তাহাই উহাকে দিবে বালক এইরূপ মনে করিয়াই তথায় গিয়াছিল। কিন্তু উহাকে অবজ্ঞা করিয়া হাতে অঙ্গার দিতে চাওয়ায় পশ্চাদপদ না হইয়া অসাধারণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি বালক তৎক্ষণাৎ এক অঞ্জলি ধূলা তুলিয়া লইয়া ঐ ধূলার উপর অঙ্গার লইল। কঠিন সমস্যার পূরণ বা তর্কে জয় ঐ বয়সেই আরম্ভ হইল। বাসুদেব বালকের এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্থির করিলেন ইহা দ্বারা কোন অসাধারণ কার্য্য সাধিত হইবে। তিনি বিধবাকে ডাকিয়া আনাইয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজেই রঘুনাথের পাঠনায় ও ভরণপোষণের ভার লইলেন ও উঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। এমন পড়ানও কেহ কখনও দেখে নাই! ক খ শিখাইতেই রঘুনাথ কোট ধরিল ক আগে কেন? খ আগে নয় কেন? বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুইটা "জ (য) কার এবং দুইটা ব কার এবং দুইটা ন (ণ) এবং তিনটা স (শ ষ) এ সমস্তেই বালক রঘুনাথ আপত্তি তুলিল। সংস্কৃত বর্ণমালা উচ্চারণস্থান হিসাবে প্রস্তুত এবং স্বর সব ক্তীর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবস্থিত; এক নামের বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণও বিভিন্ন; ষত্ব ণত্ব বিধি আছে। নচেৎ বালককে লইয়া মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও মহাবিপদে পড়িতে হইত। যাহা হউক বালককে বর্ণমালা শিখাইতেই অর্দ্ধেক ব্যাকরণের সূত্রের উল্লেখ করিতে হয়। বালকের স্মৃতিশক্তিও যেমন বিচারশক্তিও তেমনি। আনন্দোৎফুল্ল অধ্যাপকের যত্নে বালকের শীঘ্র শীঘ্র পাঠোন্নতি হইতে লাগিল। কাব্য ব্যাকরণ. অভিধান এবং স্মৃতি পড়িয়া রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। দিনের বেলা যাহা পাঠ হইত রাত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে কোন তর্ক সম্বন্ধীয় খুঁত পাইলে রঘুনাথ তাহার সামঞ্জস্য করিয়া পরদিন নিজের মত গুরুকে শুনাইতেন। এইরূপে তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বাসুদেব আপনার সমুদায় বিদ্যা রঘুনাথকে অতীব যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রঘুনাথ নিরুক্ত নামক টীকার দোষ গুরুকে দেখাইলে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া পাঠ সাঙ্গ করিবার জন্য রঘুনাথকে মিথিলায় পাঠাইলেন। চরম উদ্দেশ্য যে যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় তাহা হইলে রঘুনাথই মিথিলার পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন। তখন স্বদেশ বলিতে যে যাঁহার আপনার প্রদেশকেই বুঝিতেন। স্বদেশভক্ত বাসুদেবের দুই ছাত্র [রঘুনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু] তর্কশাস্ত্রে এবং ভক্তিমার্গে অতুল্য হইয়া তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সফলতা সাধন করিয়া বঙ্গদেশের মুখ পৃথিবী মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে কোন নূতন বিদ্যা যতই কঠিন হউক স্বদেশে আনিতে দৃঢ় ইচ্ছা করিলেই যে বাঙ্গালী তাহা এক পুরুষে না হয় দুই পুরুষে পারেন তাহা সশিষ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। [জাপানও ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সামরিক বিদ্যা এইরূপে ছাত্র পাঠাইয়াই স্বদেশে আনয়ন এবং স্থাপন করিয়াছেন এবং ইয়ুরোপ অপেক্ষাও উৎকর্ষলাভ জন্য যত্ন করিতেছেন]

পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল যে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া তিনি ছাত্রদের পড়াইতেন। এবং টীকা লিখিতে লিখিতেই ছাত্রদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোন ছাত্র তাঁহাকে তর্কে একটু অসাধারণভাবে তুষ্ট করিলে তবে তিনি মুখ ফিরাইয়া বিচার করিতেন। পক্ষধর মিশ্রের টোলে যে কয়েকজন ভাল ছাত্র ছিল কিছুকালের মধ্যেই তাহাদের তর্কে পরাজয় করিয়া রঘুনাথ গুরুর সহিত তর্ক উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিলেন এবং বরাবরই মুখ ফিরাইয়া পাঠনা করিতে বাধ্য করিলেন। কিছুকাল পরে রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সামান্য লক্ষণা গ্রন্থের দোষ ধরিয়া গুরুর সহিত বিচার আরম্ভ করেন। তর্কশাস্ত্র মানসিক কুস্তি। উহাতে গুরুশিষ্যেও পাছড়াপাছড়ি করায় অসঙ্গতি নাই। পক্ষধর মিশ্রের সহিত ঘোরতর তর্ক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। মিথিলার নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ছাত্র তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তর্কের সংঘর্ষে বিদ্রূপাদি আরম্ভ হইয়াছিল;—

পক্ষধর বলেন—

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটে।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদপলুপ্যতে ॥

অর্থাৎ—তুমি মাতৃস্তন্যপায়ী শিশু (অপরিপক্ক বুদ্ধি) একচক্ষু (শাস্ত্রে সম্যক্ দৃষ্টিবিহীন) সংশয়ের উপর অবস্থিত সামান্যলক্ষণা অকস্মাৎ তুমি কিরূপে লোপ করিতে চাহ?

রঘুনাথ উত্তর করেন

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ ॥

অর্থাৎ—যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করেন, বালককে যিনি প্রবোধিত করেন, আমি তাঁহাকে প্রকৃত অধ্যাপক বলিয়া মনে করি; তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত অধ্যাপক নামধারী মাত্র।

উহার পর তর্ক সংগ্রামে রঘুনাথ সুস্পষ্টরূপেই পক্ষধরের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন কিন্তু পক্ষধর রঘুনাথের মত অকাট্য বুঝিয়াও সরল মনে পরাজয় স্বীকার করিতে পারিলেন না। নির্বোধ নাস্তিক, বেল্লিক প্রভৃতি শব্দে উঁহাকে অবমানিত করিলেন। উপস্থিত মৈথিলপণ্ডিত ও ছাত্রগণ চীৎকারে ও গালিগালাজে পক্ষধরের কটূক্তির সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ছাত্রেরা বলিল

আখণ্ডল সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কোভবান্ একলোচনঃ॥

অর্থাৎ—ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, মহাদেব ত্রিলোচন, আর সকলে দ্বিলোচন, তুমি একলোচন কে হে বাপু?

এইরূপে "কাণা" বলিয়া চীৎকারে প্রকৃতপক্ষে তর্কে জয় হয় না। কিন্তু সে দিন সভাস্থল হইতে রঘুনাথ সমগ্র মিথিলায় "কাণা কাণা" চীৎকারেই হতমান হইয়া বাসায় ফিরিলেন। যখন ধীরভাবে নিজের প্রত্যেক কথাটী স্মরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তিনি শেষ দিনের বিচারে একটীও অযুক্ত বা অশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করেন নাই এবং তাঁহার যুক্তি একান্তই অকাট্য তখন তাঁহার (বয়স ২২।২৪ মাত্র) বড়ই ক্রোধোদয় হইল। স্থির করিলেন পক্ষধরের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত আবার বিচার আরম্ভ করিবেন। বহুসংখ্যক লোকের চীৎকারের বাহিরে যদি বিচারে ঠেকিয়া পক্ষধর সরলভাবে পরাজয় স্বীকার করেন ত ভাল—স্বদেশে গিয়া নিজমত প্রচার করিবেন, নচেৎ পক্ষধরের এবং নিজের প্রাণ তরবারি দ্বারা নষ্ট করিয়া সব শেষ করিয়া দিবেন!

সে দিন শরৎকালের পূর্ণিমা। পক্ষধরের পত্নী বলিতে ছিলেন "এই জোৎস্নার অপেক্ষা নির্ম্মল কিছু আছে কি?" "পক্ষধর তৎক্ষণে নিজের অসরল ও অন্যায় আচরণে লজ্জিত হইয়া রঘুনাথের কথাই ভাবিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন "নবদ্বীপ হইতে একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়াছেন। উঁহার বুদ্ধি এই জোৎস্নার অপেক্ষাও নির্ম্মল!"—"ব্রাহ্মণের কোথ বাঁশ পাতায় আগুন!" তরবারিহস্ত রঘুনাথের তৎক্ষণে রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল। তিনি গুরু গৃহে পৌঁছিয়াই অনুতাপান্বিত হইয়া ফিরিবার উদ্যোগে ছিলেন। এই কথা গুলি শুনিতে পাইয়া তরবারি ফেলিয়া দিয়া সাষ্টাঙ্গে গুরুর চরণতলে গিয়া পড়িলেন এবং স্বীকার করিলেন যে, যে বুদ্ধির তিনি প্রশংসা করিতেছিলেন সেই বুদ্ধি তাঁহাকে তথায় তরবারি সহ গুরুহত্যা জন্য আনিয়াছিল! পক্ষধর তাঁহাকে পাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপযুক্ত শিষ্যের অনুচিত অবমাননা করায় জাত আত্ম গ্লানি সম্ভূত বিষম বাতনার উপশম করিলেন এবং ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ত্তব্যপালনে কৃতজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি পরদিন সকলকে ডাকাইয়া সুস্পষ্টভাবে নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত যে সকল মত অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা রঘুনাথের অসাধারণ ধীশক্তি গুণে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল। রঘুনাথ ভারতবর্ষের শিরোমণি হইলেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া টোল করিলে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের ছাত্র আসিয়া ন্যায় দর্শন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে পাঠদশায় তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর (তখন নিমাই পণ্ডিত) বড়ই মধুর সম্বন্ধ ছিল। একদিন কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসা জন্য তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে শরীরের উপর পক্ষীরা বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছে রঘুনাথের কোন হুঁস নাই। নিমাই আসিয়া রঘুনাথের মাথায় কমণ্ডলু স্থিত জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসে বসে কি ভাবছ?" রঘুনাথ বলিয়াছিলেন "সে কথা তোমায় বলিয়া কি হইবে?" শেষে নিমাই এর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে অবিলম্বেই ঠিক উত্তর পাইলেন। রঘুনাথ তখন বলিলেন "ভাই! যাহা আমি তিনদিন ভাবিয়া ঠিক করিলাম তাহা তুমি এক মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া দিলে। তুমি নিশ্চয়ই এক মহাপুরুষ।" কথিত আছে যে রঘুনাথ তাঁহার ন্যায়ের টীকা দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করার পর নিমাই তাঁহাকে নিজের একটী টীকা দেখাইলে রঘুনাথকে একান্তই হতাশাস ও ম্লানমুখ দেখিলেন। তখন নিমাই বলেন "ভাই এই অকূল শাস্ত্রে তোমার অভিলষিত যশের পথে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহি না এই আমার টীকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলাম।" ফলতঃ তর্কশাস্ত্র মনুষ্যের চরম লক্ষ্য নহে। উহা বুদ্ধি পরিমার্জ্জনা জন্যই প্রয়োজনীয়। তাহার সহিত স্মৃতি প্রমাণে সদাচারলাভ এবং আত্মতত্ত্ব বা নিত্যবস্তুর জ্ঞানলাভ জন্য ভক্তিপূর্ব্বক যোগ সাধনাই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবতী টীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, অদ্বৈতেশ্বরবাদ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রঘুনাথ রাখিয়া গিয়াছেন। হরিঘোষ নামক একব্যক্তি তাঁহার সুবিস্তৃত গোশালায় রঘুনাথের চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিয়া তাঁহার বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ছাত্রের কলরব পূর্ণ স্থানকে লোকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলে। মিথিলায় রঘুনাথ কাণ ভট্ট শিরোমণি নামেই প্রসিদ্ধ। রঘুনাথের কবিত্ব শক্তিও ছিল। কিন্তু তিনি উহাকে বড় বলে করিতেন না। নচেৎ একখানি উপাদেয় মহাকাব্যও লিখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার কবিতার কেহ প্রশংসা করায় তিনি বলেন—

কবিত্বফিমতোতুচ্ছং চিন্তামণি মনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং॥

—মহাদেব সর্প ধারণ করেন তাহা তাঁহার কালকূটপানের নিকট যেমন ক্রীড়ামাত্র তেমনি অতি কঠিন চিন্তামণি বা ন্যায়শাস্ত্রশিক্ষিত দিগের পক্ষে কবিতারচনা তুচ্ছ কার্য্য। এই কবিতাটিই কি সুন্দর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক!

তাঁহার গুরু কোন সময়ে রঘুনাথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে আমরণ ব্রহ্মচারী রঘুনাথ বলেন "দীধিতি আমার পুত্র; লীলাবতী আমার কন্যা। লোকে পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহ করে। আশীর্ব্বাদ করুন আমার ঐ পুত্র কন্যা অমর হউক!" —কতটা একাগ্রতা সহ চেষ্টায় তবে কোন বিষয়ে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয়!

(৫৭) স্বদেশে সদাচার রক্ষা।—যাঁহার অসাধারণ স্বধর্ম—ভক্তিজনিত পরিশ্রমে ও পাণ্ডিত্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে স্মার্ত্তাচার অধিকতর অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে এবং তাঁহার অনুকরণে ব্রাহ্মণেতর সর্ব্ববর্ণভুক্ত বাঙ্গালীকেই সদাচারে উচ্চস্থান দান করিয়াছে সেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সমকালে জন্মিয়াছিলেন। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি খানি স্মৃতির সংগ্রহ ও টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। আহ্নিকতত্ত্ব (দৈনিক কৃত্য সম্বন্ধে) দায়ভাগতত্ত্ব, সংস্কারতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব [মামলা মোকদ্দমার কথা] ব্রততত্ত্ব, বিবাহতত্ত্ব প্রভৃতি ২৮ খানিই "তত্ত্ব"শব্দ সংযুক্ত। সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন নানামুনির নানামতের সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন এবং যুক্তি অবলম্বনে ব্যবস্থা সকল সময়োপযোগী করিয়াছেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দু স্বধর্ম্মের কথা না জানিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজে সদাচার প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং শূদ্রগণও শূদ্রকৃত্যতত্ত্বে নিজেদের জন্য সদাচার বিধিবদ্ধ পাইলে বঙ্গদেশে ঐ হাওয়া ফিরিয়া যায়। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ভক্তিস্রোতও ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া হিন্দু সমাজকে উহার প্রকৃত পথে লইয়া যাওয়ার পক্ষে সহায় হয়। [illegible]

রাজ্যভাবে বয়স্কা কন্যার বিবাহ ও বহুবিবাহ কুলীন দিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দন তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেন।

কথিত আছে যে তিনি ৺ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যখন পাণ্ডাদের অসঙ্গত পীড়ন দেখিলেন তখন ৺ গয়াক্ষেত্রের ক্রোশ পরিমিত বিস্তার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া তিনি মন্দিরের বাহিরে পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হন। তখন পাণ্ডারা উঁহার পরিচয় পাইয়া একান্ত ভীত হন। বুঝিতে পারেন যে উঁহার পদানুসরণে বাঙ্গালী মাত্রেই মন্দিরের বাহিরে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবে এবং মন্দিরের আয় কমিয়া যাইবে। তখন মন্দিরে পিণ্ড দেওয়ার জন্য দক্ষিণার হার সকলের পক্ষেই চিরদিনের জন্য খুবই কমাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পাণ্ডারা উঁহাকে মন্দিরেই লইয়া গিয়াছিলেন। আপ রুক সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অনাচারের দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বী, একান্ত ধর্ম্মভক্ত, শাস্ত্র প্রধান রক্ষক, সংস্কারক রঘুনন্দনের গুণেই সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে আর্য্যাচার আজও অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত। রঘুনন্দন নিজে পরম শুদ্ধাচারী ও একান্ত বিনয়ী ছিলেন। প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন কিন্তু তাহাও বিশেষ বিনয়ের সহিত। মালমতত্ত্বে লিখিয়া গিয়াছেন।

বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাষিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্বং বুভুৎসয়া॥

অর্থাৎ—স্মৃতিতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছায় আমি গুরু বাক্যের বিরুদ্ধ কথা যাহা বলিয়াছি বুধগণ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

নীতিশ্লোকাঃ।

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়নিশ্চয়ং চ,
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ॥

অর্থাৎ "যাহার উৎসাহ আছে, ক্রিয়া বিধির জ্ঞান আছে, শৌর্য্য আছে, কৃতজ্ঞতা আছে ও দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে এবং যে ব্যক্তি অদীর্ঘসূত্রী ও ব্যসনে অনাসক্ত, লক্ষ্মী আপনিই বাস করিবার জন্য তাদৃশ পুরুষের কামনা করেন।"

নিত্যোপি হস্তার্পিত রাজ্যভারা
তিষ্ঠন্তি যে শৈল বিহার মাত্রাঃ।
বিদ্যাল বৃন্দাহিত দত্তকুম্ভাঃ
স্বপন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ॥

যাহারা ভৃত্যের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শৈলবিহারমাত্রপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই সকল মূঢ়বুদ্ধি নরপতি (বা জমিদার) বিদ্যালয়ের নিকট দুগ্ধকুম্ভ স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়। (১০৭)

"দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা
ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোহর্থিষু রাজ্যরক্ষা
পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্॥"

অর্থাৎ নৃপ (জমিদার) গণের এই পাঁচটি যজ্ঞ কথিত আছে—

দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা, ন্যায়পথে ধনবৃদ্ধি, যাচক দিগের সম্বন্ধে অপক্ষপাতিতা এবং রাজ্য-রক্ষা। (১০৮)

এডুকেশন গেজেট

২৯শে আশ্বিন ১৩১৬ সাল ইং ১৫ই অক্টোবর ১৯০৯ সাল

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষানীতি।

মিঃ বার্ণেট বলেন, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে, ছেলেকে প্রথম এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে যেন পরে তাহার বিশেষ উপকার দর্শে, যেন এই শিক্ষা তাহার সংসারে উন্নতির প্রকৃত বনিয়াদ স্বরূপ হয়।

কিন্তু এই শিক্ষাদান কিরূপভাবে করিতে হইবে সে বিষয়ে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকের কর্ত্তৃত্ব চাই। ফ্রিবেল যে উপলক্ষে যেটি শিখাইবার কথা বলিয়া গিয়াছেন ঠিক সেই মতই যে সকল স্থলে করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক ফ্রিবেলের শিক্ষানীতির অনুসারী থাকিয়া অবস্থানুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক তাঁহার নিজের স্কুলে অথবা স্কুলের কোন শ্রেণীতে যে ভাবে শিক্ষা দান উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেই ভাবেই শিক্ষা দিবেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিবেন। তিনি যেমনটি ভাল বুঝিবেন তেমনি করিবেন। শিক্ষা দান প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাকে ফ্রিবেলের শিক্ষা নীতির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে এই মাত্র। অনেক দিন পর্য্যন্তই এইরূপ ধারণা চলিয়া আসিয়াছে যে শিশুশ্রেণীর স্কুলকে খুব ভাল করিতে হইলে খুব কড়াকড় শাসন চাই। ছেলেরা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে, একটু নড়া চড়া করিলেই বা একটি কথা মুখ দিয়া বাহির হইলেই প্রহার। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষানীতি এরূপ নহে। আমরা চাই কোন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করিতে, তাহার ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ছেলেরা স্বভাবতঃই চঞ্চল, নিষ্কর্ম্মা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহাদের স্বভাবের বিরোধী। আমরা চাই তাহাদের সেই কর্ম্মিষ্ঠতা দ্বারা তাহাদের বয়স ও সামর্থ্যের উপযোগী কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা করাইয়া লইতে। ঐরূপ কোন কর্ম্ম তাহাদিগের দ্বারা করাইয়া লইতে হইলে তাহাদের ফরমাস করা ঠিক নয়. ছেলেরা আপনা হইতে পছন্দ করিয়া লইবে এবং যে কর্ম্ম করিয়া তাহারা সন্তোষ লাভ করিবে সেই কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা করাইতে হইবে। যে কাজ ছেলেরা করিল তাহার মূল্য কি সেদিকে দেখিবার আবশ্যক নাই, কাজ করাইবার উদ্দেশ্য তাহাদের শ্রমশীলতা জন্মাইয়া দেওয়া, অধ্যবসায় এবং স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন অভ্যাস জন্মান। ছেলেদের শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া চাই যেন তাহাদের আশপাশে প্রাকৃতিক বিষয় সমূহ দর্শনে ও আলোচনায় অনুরাগ জন্মে। গোরু বাছুর বিড়াল কুকুর প্রভৃতি আশে পাশের জীবজন্তুগণ কেমন প্রথমে ছোট থাকিয়া পরে বড় হইতেছে, গাছপালা সমস্তও ঐরূপ কেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এ সকলে শিশুর লক্ষ্য হইবে। তাহা হইলে তাহাদের মনে একটা কৌতূহল এবং জ্ঞানলিপ্সা জন্মিবে এবং উহা সুপথেই পরিচালিত হইবে।

এইরূপ ভাবে শিক্ষিত ছেলেরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, কোন না কোন কাজ করে। কিন্তু তারা কল চলার মত কাজ করে না। কল যেমন চালাইয়া দিলে তবে চলে. এবং ষ্টীম ফুরাইলে বন্ধ হয়, সেরূপ নয়, তাহারা ইচ্ছার সহিত কাজ করে এবং তাহাদের জ্ঞানপিপাসা—কোন বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ থাকে। চক্ষু-কর্ণ হস্ত সকলেই এই শিক্ষায় শিক্ষার্থী শিশুকে সাহায্য করে। এই গুলি ছেলেদের প্রথম জ্ঞান লাভের যন্ত্র স্বরূপ।

ফল কথা, শিশুর শিক্ষাবিধান এমন মতলব খাটাইয়া করিতে হইবে যেন সেই শিক্ষায় তাহার তিনটী দিক সম্যক্ পরিপুষ্ট হইবার পক্ষে সুবিধা হয়। ছেলেরা ক্রীড়া করিবে, ছুটাছুটী করিবে, বেড়াইবে, গান করিবে, স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করিবে। এই হইতে তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য

রক্ষা হইবে। প্রকৃতি হইতে এবং গল্প শুনিয়া সংবাদভাবের যে শিক্ষা তাহারা করিবে তাহাতে তাহাদের নীতিশিক্ষা হইয়া চরিত্র সংগঠন হইবে ছেলেরা যাহা শিখিবে তাহা যেন মনোযোগপূর্ব্বক শিখে, যে কোন বিষয় দেখিবে তাহা যেন সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে শিখে, সূক্ষ্মভাবে ভাবিতে শিখে, যে কোন একটা কিছু দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে সেইটা বিশদ করিয়া ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করে। কোন একটা বস্তু দেখিয়া থাকিলে তাহার আকারের বর্ণনা যেন এমনভাবে করিতে অভ্যস্ত হয় যাহা শুনিলে অপর একব্যক্তি সেই বস্তু না দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে পারে। এইরূপ অভ্যাসে ছেলের বুদ্ধি বর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে পারিবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

১। তিলি বান্ধব—২য় ও ৩য় সংখ্যা। মাসিক পত্র। মূল্য ১৲ টাকা। রুক্মপাতীর জীবন চরিতে রামপ্রসাদ সেনের একটি গান উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

মাগো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার উপরে, করি দুঃখের ডিক্রীজারী।
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি।
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারী।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তী তারে দি'লে জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিস্‌মিসে তাঁর আশায় ভারি।
করে আসল সন্ধি সওয়ালবন্দী, যেরূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি
ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥

দেশহিতে ভক্তি তিলির অক্ষুন্ন থাকুক এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য উঁহারা আবার দেশে প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হউন।

২। মহাজন বন্ধু—আষাঢ় ১৩১৬। তিনির কথাগুলি অত্যন্ত উদ্ধৃত হইল। "মহাজন বন্ধু" দেশের বন্ধুভাবে ঠিক কথা এবারে বলিয়াছেন দেখিয়াই প্রকৃতই সুখ হইল। এই আশা এবং প্রার্থনা আমরা বরাবর করিয়া আসিয়াছি।

৩। চিকিৎসা প্রকাশ—১।২।৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৬ পর্য্যন্ত। বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। নদীয়া আন্দুলবাড়িয়া মেডিকেল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত।

যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—

ডাক্তার মিঃ স্প্যাংলার Spangler মহোদয় "যক্ষ্মারোগে—ইকথাইওল" প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "ইকথাইওল" টিউবার্কিউলোসিস ঘটিত যাবতীয় পীড়া, বিশেষতঃ থাইসিস পীড়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য যে তরুণ যক্ষ্মা অপেক্ষা পুরাতন যক্ষ্মা (Chronic Phthisis) রোগেই এই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে ইহার বিশেষ উপযোগিতা এই যে, ইহা পাকস্থলীতে বেশ সহ্য হয়, এবং এতদ্দ্বারা শীঘ্র ক্ষুধা বৃদ্ধিকরতঃ শরীরের পোষক পদার্থ গ্রহণ ও অনাবশ্যকীয় পদার্থ বহিষ্করণ ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত করে। সুতরাং শরীর পরিপুষ্ট ও দৈহিক ওজন বৃদ্ধি হয়।

ইকথাইওলের প্রয়োগ সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব বলেন যে, ইহার কদর্য্য আস্বাদবশতঃ কেহ কেহ ইহা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে অথবা ইহার ক্যাপসুল ব্যবহার করিলে, আর কোনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। ইকথাইওল ক্যাপসুল বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ১টী করিয়া ক্যাপসুল প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে এক সপ্তাহ পরে প্রত্যহ দুইবার দুই ক্যাপসুল মাত্রায়, এবং তদপরে তৃতীয় সপ্তাহে তিন ক্যাপসুল মাত্রায় সেবন করাইবে। সহ্য হইলে আরও মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দীর্ঘ সময়ান্তরে প্রত্যেক মাত্রা ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

এই ঔষধ ধৈর্য্য সহকারে কিছু দীর্ঘ দিন ব্যবহার করান কর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয় উপকার হইবার সম্ভাবনা। ঔষধ ব্যবহারের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর হইতে ফুসফুসের লক্ষণ সমুদয়ের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। কাশীর বেগ কম হয়,—গয়েরের পরিমাণ বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তি উন্নত ও দৈহিক পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

এতদ্দেশের জল বায়ুর বিশেষত্বের জন্য পুরাতন পীড়াও মধ্যে মধ্যে তরুণ লক্ষণ বা আনুসঙ্গিক কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে ইক্‌থাইওল প্রয়োগ বন্ধ রাখিয়া লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য চিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উপাধি বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপকদিগের নাম এবং বৃত্তি ও পুরস্কারের বিবরণ ১৯০৯

[প্রথমে ছাত্রের নাম, ছাত্রের প্রাপ্ত বৃত্তি পুরস্কারের বিবরণ, পরে অধ্যাপকের নাম, অধ্যয়ন স্থান এবং অধ্যাপকের প্রাপ্ত পুরস্কারের বিবরণ—এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে]

কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণ কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ স্মৃতিতীর্থ, মীমাংসায় উত্তীর্ণগণ মীমাংসাতীর্থ, ন্যায়ে উত্তীর্ণগণ ন্যায়তীর্থ, জ্যোতিষে উত্তীর্ণগণ জ্যোতিষতীর্থ, সাংখ্যে উত্তীর্ণগণ সাংখ্যতীর্থ এবং পুরাণে উত্তীর্ণগণ পুরাণতীর্থ উপাধি পাইয়াছেন।

পারদর্শিতানুসারে

কাব্য

কালীপদ চক্রবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ৫০৲ জগমোহন মুখার্জ্জির পুরস্কার ৫০৲ হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাযোড় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ৫০ টাকা।

দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ২৫৲ রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের মাসিক ৫ টাকার বৃত্তি গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ৫০৲
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ৫০৲ নারায়ণচন্দ্র কাব্য স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া রাজকুমার রায়ের কাব্যের জন্য দেয় ৫০৲ টাকা পুরস্কার।
রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ২০ গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রাজসাহী।

:কমলাপ্রসাদ মিশ্র দেবীপ্রসাদ পাণ্ডা দুর্গাকুণ্ড বেনারস হিন্দু কলেজ।

বাগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্য পুরাণ ব্যাকরণ সাংখ্য-তীর্থ কুন্ডিগ্রাম, রংপুর।

ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দ শাস্ত্রী শিবরাম শর্ম্মা লস্কর গোয়ালিয়র।

জানকীনাথ সেন কবিরাজ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান।

প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, দেবনাথপুরা বাঙ্গালীটোলা

দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদুনাথ তর্করত্ন রংপুর

কালীবন্ধু ভট্টাচার্য্য রাধারমণ বিদ্যাভূষণ ৪৫ শ্যামবাজার কলিকাতা

গিরীন্দ্রমোহন মিশ্র দেবদত্ত ত্রিপাঠী মুরাদপুর

মণিরাম ত্রিপাঠী শিবধ্যান ত্রিপাঠী নথুরাম পাঠশালা বক্সার

জয়গোপাল ব্যাকরণতীর্থ তারাদাস কবিভূষণ ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা

বলভদ্র মিশ্র গৌরী শ্যাম পুরস্কার ৪০৲ বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী সংস্কৃত বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ২০০৲ ভাগীরথী মিশ্র অনন্ত বিদ্যাভূষণ ঢেনকানাল গুরুজাট

ভুবন মোহন চক্রবর্ত্তী হৃষীকেশ শাস্ত্রী এবং তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ,

সুদর্শন মিশ্র গদাধর ত্রিপাঠী মতিমণ্ডপসাহী পুরী

শিবরাম গোস্বামী ব্রজরাজ ভাগবতভূষণ চৈতন্য চতুঃ নবদ্বীপ

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হরিপদ স্মৃতিতীর্থ দুবাজোড়

শিবদত্ত ত্রিপাঠী শিবরাম শাস্ত্রী আজমীর

গোবিন্দ চন্দ্র সৎপতি দামোদর তর্কপঞ্চানন গড় ইন্দ্রা বস্তা

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রৈলোক্য নাথ ন্যায়পঞ্চানন পাকুলিয়া

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য রামেশ্বর কাব্যতীর্থ ইটাপুর

ধনঞ্জয় দাস লোকনাথ দ্বিবেদী কেন্দ্রাপড়া

শিবরাজ মিশ্র কৃপাসিন্ধু ত্রিপাঠী বৃন্দাবনপুর গঞ্জাম

দ্বারকানাথ মিশ্র মুরারিমোহন কবিরত্ন সরদা

কৈলাসপতি পাঠক রঘুনন্দন ত্রিপাঠী মুরাদপুর

সিমালি বেঙ্কট নারায়ণ সিংহ শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ প্রাইভেট

গদাধর মহাপাত্র বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী

অমৃতলাল দাশগুপ্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর

গোবিন্দ শাস্ত্রিকর চন্দ্রভূষণ চতুর্বেদী বেনারস সংস্কৃত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কাড়াপাড়া খুলনা

নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পুরুলিয়া মুরশিদাবাদ

সুরেন্দ্র কুমার চৌধুরী রমেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ জোহানসন আর ডি আর্য্যবিদ্যালয় ঢাকা

গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাধারমণ বিদ্যাভূষণ ৪৫ শ্যামবাজার কলিকাতা

ললিত মোহন কর প্রাইভেট

শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর

অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান

তারাপদ ভট্টাচার্য্য রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ৫০ টাকা।

কনকচন্দ্রশর্ম্মা প্রাইভেট

জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শশিকুমার বিদ্যাভূষণ শেরপুর

গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ ভুবনহাটী

রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী গোপালনাথ তর্কতীর্থ শেরপুর

দ্বারকানাথ ব্যাকরণতীর্থ গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পুরুলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ৫০৲

গোপালচন্দ্র মিশ্র রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর

রামচন্দ্র সেনগুপ্ত জীবচরণ সেনগুপ্ত জানাযোড়া

কৃপাময় মুখোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ৫০৲

অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য মণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ কাড়াপাড়া খুলনা

শরচ্চন্দ্র বৈদ্য মধুসূদন কাব্যতীর্থ ডায়মণ্ডহার্ব্বার

কালীপদ ব্যাকরণতীর্থ রঘুবীর ত্রিবেদী বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় বড়বাজার কলিকাতা

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কালীচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বড়াপাড়া ঢাকা

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হৃষীকেশ শাস্ত্রী ও তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজ গবর্ণমেণ্ট পুরস্কার ১০০৲

রামলালবন্দ্যোপাধ্যায় প্রাইভেট

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ব্রজেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ব্রজরাজ ভাগবতভূষণ চৈতন্য চতুঃ নবদ্বীপ

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিসাকোটা

রামপ্রতাপ পাণ্ডা জগদীশ দত্ত শর্ম্মা টিকারী

ব্যাকরণ—কলাপ

প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বারদেবের পুরস্কার ১৯ টাকা কালীকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ চুণ্টা, ত্রিপুরা

বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ললিতমোহন দাসগুপ্ত গৈলা

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন কালিহাতী

অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন সাহাপুর ত্রিপুরা

তারাচরণ চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর দেবনাথ পুরা বেনারস

সীতানাথ চক্রবর্ত্তী চন্দ্রমাধব শিরোমণি দীর্ঘনদি

চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য বামাচরণ ন্যায় বৈশেষিকাচার্য্য বেনারস বাঙ্গালীটোলা

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কালীকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন চাকুরিয়া

হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য শিবচরণ সিদ্ধান্ত বাগীশ বাজাপ্তি

রজনীকান্ত অধিকারী চন্দ্রকান্ত তর্করত্ন মচুয়াখাল

বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চৌপল্লী

সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক বর্দ্ধমান পুরস্কার ৪৫৲ টাকা

বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন সাহাপুর

শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী কালীপ্রসন্ন বিদ্যানিধি ৯২ শ্যামবাজারলেন কলিকাতা

সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন সাহাপুর

গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য গোপালদাসশাস্ত্রী দমদমা

জগদীশনাথ ভট্টাচার্য্য আনন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার কাটীহালি

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ কমিল্লা

অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক

নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাঁদুড়া

দেবেন্দ্রনাথ শীল হরনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহীসার

কালীকুমার দাস উপেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ এলেঙ্গা ময়মনসিংহ

হরি মোহন ভট্টাচার্য্য দেবী প্রসন্ন স্মৃতিভূষণ কৃষ্ণনগর

বিষ্ণু চরণ চক্রবর্ত্তী বামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ বরাইল

শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী জানকী নাথ বিদ্যাভূষণ দীপুর

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিসাকোটা

কামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন সাহাপুর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ১০০৲

সংক্ষিপ্তসার

হর গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া

মুগ্ধবোধ

মোহিত মোহন চট্টোপাধ্যায় যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ কোন্নগর

সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দেবনাথ-পুরা বেনারস

অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পুরুলিয়া মুরসিদাবাদ

স্মৃতি

অবনীকান্ত উপাধ্যায় বিজয়নাথ শিরোমণি বারুইখালি

নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য নারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া

প্রয়োগ রত্নমালা

দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২৫৲ আদ্যানাথ ন্যায়ভূষণ গৌরীপুর আসাম

সত্যনাথ ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২৫৲ সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ খাগড়াবাড়ী কুচবেহার গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ৫০৲

প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ঐ খাগড়াবাড়ী

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ চাতরা

করুণা ভট্টাচার্য্য সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ খাগড়াবাড়ী

পাণিনি

মহাদেব ত্রিবেদী রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেনারস সংকঃ

দেবকান্ত মিশ্র হরিশঙ্কর ঝা থরহি

কানাইয়া লাল হরিনারায়ণ ত্রিবেদী বেনারস

ব্রজনন্দন ওঝা যোগী ঝা কলিকাতা

উগ্রানন্দ ঝা হরিশঙ্কর ঝা থরহি

বিদ্যানাথ ঝা মতিনাথ ঝা মণিগাছি

নব্যস্মৃতি

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ৫০৲, পার্ব্বতী দেবীর পুরস্কার ৫০৲, রাজা লোকনাথ রায়ের মাসিক ৬ টাকা বৃত্তি এবং নকাশীপাড়া চঞ্চলাবালা ব্রহ্মণ্য স্বর্ণ মেডেল গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ বালি ক্ষেত্রমণি দেবীর পুরস্কার ৫০৲

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২০৲ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মাসিক ৭৲ টাকা বৃত্তি সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া

অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমানের পুরস্কার ৪০৲ মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী আশু স্মৃতিতীর্থ সোনার কোলা

কনকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য আশুতোষ স্মৃতিরত্ন শিলদহ

রাসবিহারী ভট্টাচার্য্য নিবারণ স্মৃতিতীর্থ তারকেশ্বর

মীমাংসা

রাজেন্দ্র কাব্য স্মৃতিতীর্থ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ১০০৲ বাসবদেব মাসিক ১৬৲ বৃত্তি প্রমথ নাথ তর্কভূষণ সং কঃ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২০০৲

জটেশ্বর ঝা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ১০০৲ রাজা হরনাথ রায়ের মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি প্রমথ নাথ তর্কভূষণ সং কঃ

অন্নদাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ২৫ টাকা দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর মাসিক ৭৲ বৃত্তি প্রমথ নাথ তর্কভূষণ সং কঃ

নব্য ন্যায়

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২৫৲ পার্ব্বতীদেবীর পুরস্কার ৫০৲ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মূলাজোড় হরকুমার ঠাকুরের ৪৫৲ টাকার পুরস্কার

নবকৃষ্ণ তর্করত্ন গোস্বামী মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ

রামচন্দ্র মিশ্র গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২৫৲ জগমোহন মুখার্জির ৫০ টাকা পুরস্কার হরকুমার ঠাকুরের স্বর্ণকেয়ূর নকাশীপাড়া কৃষ্ণনাথ সিংহের বর্দ্ধন স্বর্ণমেডেল এবং বিরাজমোহিনী দেবীর রৌপ্য মেডেল মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ রাজকৃষ্ণ রায়ের পুরস্কার ৫০ টাকা

লক্ষ্মীনাথ ব্যাকরণতীর্থ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ২০ টাকা বর্দ্ধমানের পুরস্কার ৪০৲ স্বামী শিবোগোবিন্দ ভারতী নবদ্বীপ

কুঞ্জবিহারী তর্কতীর্থ প্রাইভেট

যোগেন্দ্র নাথ বাগচি চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর

জ্যোতিষ

বাবুজি মিশ্র মুরলীধর জ্যোতিষাচার্য্য বেনারস

পীতাম্বর ঝা কেশবমিশ্র গছুহা দ্বারভঙ্গ

শ্রীদেব চৌধুরী নিত্যানন্দ মিশ্র বালিয়া

শিবনন্দনঠাকুর পেনালাল চৌধুরী বহেড়া

সাংখ্য

নীরদ রঞ্জন সেনগুপ্ত হরকুমার ঠাকুরের পুরস্কার ২০৲ সীতানাথ বৈদান্ত শাস্ত্রী চুঁচুড়া বর্দ্ধমানের পুরস্কার ৪৫৲

বুদ্ধিনাথ কাব্যতীর্থ বৈকুণ্ঠচরণ বিদ্যাসাগর বারিপদা বালেশ্বর

পুরাণ

সদাশিব দাস বিশ্বনাথ মহাপাত্র হরচণ্ডীসাহী

কাব্যে ২৪ নম্বরে ৬জন, ৩৪—২, ৩৫—২, ৩৮—৩, ৪২—২, ৪৪—৩, ব্যাকরণে ৮—২, ১৯—২, ২০—২, ২২—২

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ব্যারাকপুরের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ ক্রেক স্বকার্য্য ব্যতিরিক্ত বারাসত মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মেদিনীপুরের ডেঃ মাঃ বাবু নরেন্দ্রকুমার ঘোষ তমলুক মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। ২৪ পরগণার ডেঃ মাঃ মৌঃ আমীন উল ইসলাম কুষ্টিয়া মহকুমার ভার পাইলেন। কলিকাতা ছোট আদালতের জজ নবাব আবুল ফজল মুঃ আবদুর রহমান স্বকার্য্য ব্যতিরিক্ত কলিকাতায় করোনার হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ পেরট বাখরগঞ্জের সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ গ্রো ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিঃ সেঃ জজ হইলেন। মিঃ প্যাণ্টন বর্দ্ধমানের ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। মিঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক সারণের অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। মৌঃ ফজলুল করিম বর্দ্ধমানের সদরে বদলী হইলেন। মিঃ ম্যাডক্স মজফরপুরের মাঃ হইলেন, মিঃ জিমার কুর্শিয়ং মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মিঃ শশিভূষণ চৌধুরী পূজার বন্ধে বর্দ্ধমানের সেশন জজের কার্য্যও করিবেন। ছুটিপ্রাপ্ত প্রোবেশন ডেঃ মাঃ বাবু সুশীলকুমার ঘোষ রাঁচির সদরে এবং হুগলীর ডেঃ মাঃ মৌঃ মীর্জ্জা সেখাওত বখ্‌ত কালনায়, সম্বলপুরের বাবু মন্মথনাথ সেন বারগড় মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। কটকের ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ দত্ত সম্বলপুরের সদরে বদলী হইলেন।

বিচার—বাবু নরেন্দ্র কুমার মুখো বি এল মাণ্ডয়ায় মুঃ হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস দেশীয় গাছ গাছড়ার এ যাবৎ অনেকগুলি ফলদায়ক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্প্রতি এই কারখানা হইতে আতর বকুল, চম্পক প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল "কলিকাতার অনুশীলন সমিতি" আইন সঙ্গত নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে।

আলিপুরের বোমার মোকদ্দমায় আপীলের ৮ নামি গত মঙ্গলবার শেষ হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মহাশয় কৌন্সেলদিগের বক্তব্য সমস্ত শেষ হওয়ার পর অতি মিষ্টভাবে সকলকে বলিয়াছিলেন, আপনারা এই মোকদ্দমায় আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন আমি তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

[সাধারণ] পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের কয়েকজন ছাত্রকে মাসিক ৪৫ টাকা বৃত্তি দিয়া জেরাডুনে ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাচন ও মুষ্টিযোগ। শ্বাসকাশ [হাঁপানি] রোগের মহৌষধ—ক্ষুদ্র ভেক, যাহা সচরাচর বর্ষাকালে ঘরের জলভরা কলসী প্রভৃতির নিকট থাকে, তাহার হৃৎপিণ্ডের একটু ক্ষুদ্র অংশ পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া খালিপেটে প্রাতে একবার মাত্র খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। এক দিন সেবনে না সারিলে, ঐরূপে তিন দিন সেবন করিবে।

রক্তপ্রদর রোগে [Dysmenorrhoea] ঋতুকালে প্রথমে অল্প অল্প রক্তস্রাব হয় ও তলপেটে প্রবল ব্যথা হয়। কাহারও কাহারও প্রথমে সামান্য রক্তস্রাব হইয়া পশ্চাৎ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে। ওলটকম্বলের গাছের সরু সরু শিকড়ের ছাল ২০ গ্রেণ [দশ রতি] ২৫টী গোলমরিচের সঙ্গে বাসি জলে পরিষ্কার শিলায় বাটিয়া উহা বাসি জলে গুলিয়া, ঋতুর প্রথম দিন হইতে প্রাতে খালিপেটে সেবন করিবে। এইরূপ তিনদিন সেবনে রোগের শান্তি হয়। (বামাবোধিনী)

তিলি সম্প্রদায় দ্বারা বিদ্যার উৎসাহ।—(১) হুগলীর জাহানাবাদ থানায়, কেলোন গ্রামে স্বর্গীয় রায় ক্ষীরোদপ্রসাদ পাল বাহাদুরের অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখযোগ্য। রায় বাহাদুর জীবদ্দশায় বহু ছাত্রকে তাঁহার ছাত্রাবাসে রাখিয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করিতেন। [২] খাঁটিরা মধুসূদন পাল চৌধুরীর বংশধরগণ তাঁহার নামে খাঁটিরা স্কুলের সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। [৩] আন্দুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় মল্লিকবাড়ীর শ্রীযুক্ত ভবনাথ কুণ্ডু চৌধুরীর বিদ্যোৎসাহিতার স্মৃতি-মন্দির। গত বৎসর এই স্কুল হইতে দশটি ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। [৪] সাঁপিখা মনোহর নগর ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিলি জাতীয় ছাত্রগণ বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। এই সৎকার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু কুণ্ডু, নফরচন্দ্র আঢ্য, যোগীন্দ্রনাথ হাজরা ও অমৃতলাল কুণ্ডু মহাশয়দিগের অনুষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী তাঁহাদের স্বগ্রামে হাটবসন্তপুরে (হুগলী) একটী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। [তিলিবান্ধব]

শ্রীরামপুর।—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কাপড়ের দাম একটু কমানর এবং সম্বাদপত্রে উহার কাপড়ের কাটতি কম হওয়া সম্বন্ধে একটু আন্দোলন হওয়ায় এখন খুব বিক্রয় হইতেছে। দেড় লক্ষ টাকার মজুদ মাল প্রায় সাবাড় হইয়া আসিয়াছে।

বরদারাজ্যে নিম্নলিখিতরূপ কারখানাগুলি বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে :—

জিনিং মিল ৬৮, তুলার গাঁটবাঁধা কল ৮ সূতা ও কাপড়ের কল ২, রঞ্জনের কারখানা ৪ তৈলের কল ৩, ময়দার কল ১, চাউলের কল ১, দড়ি প্রস্তুত করিবার কল ১, গাছ কাটার কল ১, মিঠাইয়ের কারখানা ১, এই কয়েক বৎসরে বরোদা রাজ্যে তত্র শিল্পের ও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯০৭ সনে "কলাভবন" নামক শিল্প বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলে ... ছাত্র সংখ্যা ৮২ জন বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রায় দুইশতাধিক ছাত্র ভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে। বরোদা রাজ্যে দুইটী কৃষিব্যাঙ্ক এবং ২২টী সমবায় সাহায্য সমিতি আছে।

চশমার কাচ পরিষ্কার জন্য অনেকে রেশমি রুমাল ব্যবহার করেন;—কিন্তু ইহা কাচের ধূলা যত দূর করুক না করুক কাচকে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন করে। পরিষ্কার জন্য পাতলা কাগজ ব্যবহার প্রশস্ত।

গত দশ বৎসর বরোদার মহারাজ দাতব্য কার্য্যে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

মাসিক বৃত্তি হিসাব	২,৩৯৪৩৬
এককালীন দান	১১,০৪ ৫১৫
খয়রাত	৩ ৪৮,৫২৯
চাঁদা	২৫৬ ৮৫৩
ধর্ম্মমন্দিরাদি নির্ম্মাণার্থ	২১৮৯৭৭
সাধারণ হিতানুষ্ঠানে	১,৯৬,৭৮২
বিদ্যালয়ের জন্য	৯০১৫৩১
হাঁসপাতাল	৩,৫৭,৬১০
দুর্ভিক্ষ নিবারণে	৪,৪৫,২০৯
মোট	৩২,৫৯,৪৭৩

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত দানগুলি মঞ্জুর হইয়াছে :—

অনাথালয়	১০০,৩০০
ক্রেজার বৃত্তি	৪০ ০০০
বৈদ্যনাথ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণার্থ	৬২,০০০
দুর্ভিক্ষ নিবারণে	৮২৬০০

উদ্ভট কবিতা

স্বভাবমৃদুরপ্যেতি ক্ষেমং দৃঢ় সহায়তঃ।
অশেষরসমাদত্তে রসনা দশনাশ্রয়াৎ॥

লোক স্বয়ং মৃদুস্বভাব (অসমর্থ) হইয়াও দৃঢ় [সমর্থ] ব্যক্তির সাহায্যে মঙ্গল সাধন করিতে পারে, যেমন জিহ্বা [মৃদু হইয়াও] কঠিন দন্তের সাহায্যে সমস্ত খাদ্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ৯

মূর্খসমাজে পণ্ডিতের কোন কথা না কহাই ভাল এই কথা বুঝাইতেছেন—

ভদ্রং ভদ্রং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

বর্ষাকালে কোকিলেরা মৌনাবলম্বন করিয়া ভালই করিয়াছে। ভেকেরা যেখানে বক্তা, সেখানে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। ১০

হরিং হরীতকীঞ্চৈব সাবিত্রীং জাহ্নবীজলম্।
অন্তর্ম্মলবিনাশায় স্মরেদ্ ভক্ষেদ্ জপেৎ পিবেৎ॥

অন্তর্ম্মল বিনাশের নিমিত্ত হরিস্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, সাবিত্রীজপ এবং গঙ্গাজল পান করা কর্ত্তব্য। অন্তর্ম্মল শব্দ শ্লিষ্ট। হরীতকী ভক্ষণপক্ষে অন্তর্ম্মল—উদরের মল, অন্যপক্ষে অন্তর্ম্মল পাপ।

দ্যূতং মাংসং সুরা বেশ্যা খেট চৌর্য্য পরাঙ্গনাঃ।
মহাপাপানি সপ্তৈব ব্যসনানি ত্যজেদ্বুধঃ॥

দ্যূত মাংস, সুরা, বেশ্যা, খেট [মৃগয়া], চৌর্য্য ও পরস্ত্রী এই সাতটী ব্যসন পণ্ডিতেরা ত্যাগ করেন।

"দ্যূতাৎ ধর্ম্মসুতঃ পলাদিহবকো মদ্যাদ্
যদোর্নন্দনাঃ।
চৌরঃ কামবশান্ মৃগাত্ত করণাৎ স
ব্রহ্মাদত্তো নৃপঃ।
চৌর্য্যাৎ শিবভূতিরন্য বনিতা সঙ্গাদশাস্যো
হঠাৎ।
একৈক ব্যসনাহতা ইতি নরাঃ সর্ব্বৈর্ন
কো নশ্যতি॥"

যমপুরে মৃত্যুর জন্য ক্রোড়ায়, বর্দ্ধক মাংস-লোভে, যদুনন্দনগণ মদ্যপানে, চোর [সুন্দর] কামবশে, রাজা ত্রয়োদশ দ্যূতায়, শিবভূতি চৌর্য্যে এবং অন্তঃ বনিতাসহবাসেচ্ছায় সবংশে যথাক্রম। ইঁহারা এই এক একটী মাত্র ব্যসনে বিপন্ন হইয়াছিলেন। সব কয়টী একাধারে বর্ত্তমান থাকিলে কে না বিনষ্ট হয়?

এক ব্যক্তি কোন মাংসলোলুপ ভিক্ষুককে মাংস-ভোজন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে;—

ভিক্ষো! মাংস নিষেবনং প্রকুরুষে?
কিংতেন মদ্যং বিনা মদ্যং চাপি তব প্রিয়ং?
প্রিয় মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
তাসামর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং?
দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা;
চৌর্য্যং দ্যূত পরিগ্রহোঽপি ভবতো?
নষ্টস্য কাঽন্যাগতিঃ?

প্রশ্ন—ভিক্ষো! মাংস ভোজন করিতেছ?
উত্তর—হাঁ, কিন্তু বিনা মদে তাহা বৃথা।
প্রশ্ন—মদও কি তোমার প্রিয়?
উত্তর—অহো! বারাঙ্গনাগণের সহিত প্রিয়।
প্রশ্ন—তাহারা যে অর্থাভিলাষিণী, তোমার ধন কোথায়?
উত্তর—দ্যূত বা চৌর্য্যের দ্বারা।
প্রশ্ন—দ্যূত ও চৌর্য্য তোমার আয়ত্ত নাকি?
উত্তর—আরে ভাই নষ্টের আর অন্য গতি কি?

কৌতুক-কণা।

শ্যাম—হাঁ, মরবার আগে তাঁকে ত
তিন জন ডাক্তার দেখ্ছিলেন—
শশী—তাঁদের মধ্যে কে দোষী তা কি
এখনও সাব্যস্ত হয়নি?

উকীল (সাক্ষীকে)—তুমি বলিতেছ যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়াছিলে, সেখান হইতে বাহিরের রাস্তা দেখিতে পাও নাই, কোন শব্দও শোন নাই, অথচ তুমি শপথ করিয়া বলিতেছ যে সাতটার সময় একটা মটর গাড়ী রাস্তা দিয়া গিয়াছিল।

সাক্ষী—হাঁ আমি ঠিক কথাই বলেছি। আমি গন্ধ ত্‌'কে টের পেয়েছিলুম।

ব্যারিষ্টার (অসন্তুষ্ট মক্কেলকে)—তুমি কি অবশেষে আমার উপদেশ লওয়া এবং আমার বিলের সমস্ত টাকা চুকাইয়া দেওয়াই স্থির করিয়াছ?

মক্কেল (অনিচ্ছার সহিত)—হাঁ—া—া—।

ব্যারিষ্টার—বেশ ভাল কথা। (কেরাণীর প্রতি) —বাবু, আরও উপদেশ দেওয়ার জন্য সুরেশ বাবুর বিলের শেষে পাঁচ টাকা বেশী যোগ করিয়া দাও।

জনৈক ভদ্রলোক একটী খালি বোতল কিনিবার জন্য কোন একটী ঔষধালয়ে প্রবেশানন্তর একটী বোতল পছন্দ করিয়া দোকানদারকে তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

দোকানদার—যদি খালি বোতল নেন্ ত একআনা দাম লাগ্‌বে। যদি এতে কিছু নেন ত বোতল অমনি পাবেন।

ভদ্রলোক—অতি উত্তম কথা। আচ্ছা, এতে একটা ছিপি দিয়ে দিন।

কন্ট্রাক্টার—মিস্ত্রি, আজ আমি তোমার হাতে সব কাজ দিয়ে যাচ্ছি। দেওয়ালের মাঝখানে রাবিশ দিয়ে (ভরাট করে) পুরিয়ে দিও। সামনে সব সমান মাপের ইঁট দিয়ে গেঁথ—নবংসায় যেমন আছে বাহিরটা যেন সেই রকম দেখ্‌তে হয়। ভিতরের কারচুপি যেন বাহির থেকে বুঝতে না পারা যায়।

মিস্ত্রি—যে আজ্ঞা। আপনি কি আজ আবার ফিরে আসবেন?

কন্ট্রাক্টার—না। একটা জোচ্চোর তাঁতীর নামে আমার আজ একটা মোকর্দ্দমা আছে। একটা রেশমের কাপড় তৈরী কর্‌তে দিয়েছিলুম্ তাতে সে খানিকটা তূলার সূতা মিশাইয়া দিয়াছে।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স আর ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ট্রেণ্ড ফুই এ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বিঃ" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ট্রেণ্ড ফুই কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A B A plucked, strong in Sanskrit for the Harina Baghati H E school (Pabna) on Rs 25 a month.

An F A Hd master for the Haludbari H E school on Rs 25. Must be strong in English. * Preference to those who have passed the examination in English Idioms. Apply to the Chairman Haludbari po (Midnapore).

An F A Hd master for Bhandaria M E school Dt Barisal, 25 a month.

An F A Hd master for Chauhali middle Madrasa Dt Pabna on Rs 30 to 35 po Chauhali, Pabna.

For the Bhola National school (a) a graduate strong in English and history on Rs 40 (b) two undergraduates strong in English and Mathematics on Rs 25 and (c) one Drawing master strong in Drawing and painting on Rs 20. Selected candidates will get free board and lodging. Apply at once to the Hd master.

জেলা মালদহ গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত রাজারামপুর ম ইং স্কুলে এফ্ এ পড়া হেঃ মাঃ বেতন কুড়ি টাকা ও আবা।

শিলাতলা মধ্য স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন পনর টাকা ও আবা। ১৫ই নবেম্বর মধ্যে আবেদন করুন। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বল পোঃ মুনিনাথ জিঃ বরিশাল।

বেজওয়ান নগর মাইনর স্কুলে একজন মুসলমান হেঃ মাঃ। এফ এ পাশ ও একজন হেঃ পঃ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস বেতন মাষ্টারের ২০৲ ও পণ্ডিতের ১৬৲ টাকা উভয়েই আবা পাইবেন উভয়ই হিন্দু হইলেও চলে। শ্রীমুন্সীমেজওয়ান উমা পোঃ অরণকোলা সাং বেজওয়ান নগর তারা সাড়া (পাবনা)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মঃ বাঙ্গালা স্কুলে নর্ম্মাল পাশ, ট্রেণ্ড ফুবিং জানা ২য় পণ্ডিত বেতন আপাততঃ ষোল টাকা। প্রাইভেট পড়াইবে [illegible] টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে। নবেম্বরের পর শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইবেন। পোঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ত্রিপুরা।

খোর্দ্দকোমরপুর মঃ ইং স্কুলে ২০৲ টাকা বেতনে আপাততঃ ছয় মাসের জন্য একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ প্রাইভেট পড়াইলে আ বা। শ্রীসুদর্শন চন্দ্র দাস হেডমাষ্টার পোঃ সাদুল্লাপুর জেলা রংপুর।

এক এ পাশ হেঃ মাঃ বেতন ২০৲ টাকা। ২।৩ টী বালককে প্রাইভেট পড়াইলে আ বা। শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন গোস্বামী গ্রাম নোতা পোঃ আঃ জমুনদিঘি জেলা বর্দ্ধমান।

বনগাঁ হাইস্কুলে জনৈক এফ এ পাশ ৪র্থ শিক্ষক। বেতন মাসিক ২০৲ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আ বা ও নগদ প্রাপ্তি আছে।

জেলা রংপুর, পোঃ কাকিনা, মহিমখচা মহিমা রঞ্জন মইং স্কুলে জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ অথবা ফেল সেঃ মাষ্টার। বেতন গুণানুসারে ১২৲ ১৫ টাকা পর্য্যন্ত। হিন্দু অথবা মুসলমান উভয়েরই আহার বাসস্থান, মুসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য।

আকাইপুর স্কুলে এক এ পড়া শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা বাসা খরচ লাগিবে না। ডাক্তার শ্রীসহায়হরি মুখোপাধ্যায় গ্রাম আকাইপুর পোষ্ট গরিবপুর ভায়া রাণাঘাট এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

স্বর্গীয় রাখাল দাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোস্বামী চতুষ্পাঠীতে গবর্ণমেণ্ট সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুগ্ধবোধ জানা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রয়োজন বেতন মাসিক ১৬৲ টাকা ও বাসস্থান শ্রীহরিদাস গোস্বামী চৈপাড়া গ্রাম চৌধুরিয়া পোঃ ভায়া মেমারি জেলা বর্দ্ধমান।

জেলা পাবনা পোঃ দোনাছি চিথোলিয়া উ প্রা স্কুলে নর্ম্মেল প্রথম বার্ষিক অথবা গুরুট্রেনিং পাশ প্রধান শিক্ষক বেতন দশটাকা ও আবা। এবং অল্প ইংরাজী জানা চাই ১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত আবেদন লওয়া হইবে। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ কুণ্ডু সহকারী সম্পাদক।

কনকপুর হরবংশী ম ইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ আপাততঃ ৩ মাসের জন্ম ছুটির মধ্যেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা ও বিনা খরচে চাকর ও বাসস্থান। শ্রীকালী কিঙ্কর সিংহ গ্রাম গড়তা, পোঃ কুমারগ্রাম ভায়া নলহাটী জেলা বীরভূম।

একটী উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক বেতন ১৫৲ ও আবা। শ্রীসেরাজ হক ওর্ফে লাল মিঞা খাবচরবন্দর খোলা উঃ প্রাঃ স্কুল সম্পাদক। পোঃ আবদুলাবাদ জিঃ ফরিদপুর।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

এতদ্দ্বারা রংপুরর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা আগামী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়গণ সমীপে আবেদন করিবেন। তাঁহাদিগকে আর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে না। ঐ আবেদন পত্রের সহিত এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষায় প্রাপ্ত সার্টিফিকেট অথবা সর্টিফিকেট না পাইয়া থাকিলে নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র, (এই ছাত্রের আগামী এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই ভাবে লিখিত) আবেদন পত্র সহ পাঠাইতে হইবে। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রবেশার্থী প্রত্যেককেই আবেদন পত্র সহিত নিজ নিজ জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের পরিচিত কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হইতে স্বকীয় সচ্চরিত্রতার প্রশংসা পত্র দিতে হইবে।

রংপুর
১৯০৯। ২৪শে সেপ্টেম্বর

শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
রংপুর নর্ম্মাল স্কুল।

Two scholarships each at Rs 4 a month tenable for 2 years in the Artizan Department of the Civil Engineering College, Shibpore, will be awarded by the District Board, Howrah. Those who are the bonafide residents within the Jurisdiction of the Howrah District Board may apply for the scholarship to the vice chairman on or before the 8th November 1909, through the—Principal of the Civil Engineering College, Shibpur. First preference will be given to those who are the sons of artizans.

উদ্ধৃত

চিনির কথা

ভারতের চিনির কাজ পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার সুবাতাস উঠিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের সিবিলিয়ন শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার শিল্প ও ব্যবসায় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে বহুতর কৃষি শিল্পের উপদেশ পূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চিনির বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, জমিদার প্রভৃতি ধনবান লোকদিগকে বলা হউক, প্রাচীন প্রথায় চিনি প্রস্তুতের কারখানা তাঁহারা স্ব স্ব অধিকার ভুক্ত স্থান হইতে তুলিয়া দিউন। তাঁহার মতে কাঠের নির্ম্মিত ইক্ষুমাড়া কল অপেক্ষা লোহের নির্ম্মিত ইক্ষুমাড়া কল ভারতে প্রচলন হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ ইহাতে ইক্ষুরস অধিক পাওয়া যাইবে। তিনি বলিতেছেন, যুক্ত প্রদেশে ১টী চিনির কল ইংরাজের মূলধনে ও ২টী চিনির কল দেশীয়দিগের মূলধনে ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ইনি রস হইতে একেবারে চিনি করিবার প্রথা ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়া জানাইয়াছেন; তাঁহার মতে গুড় হইতেই চিনি করা ভারতবর্ষে প্রশস্ত উপায়। পরন্তু উক্ত উপায়ে পূর্ব্বোক্ত চিনির কল ৩টী চলিতেছে এবং এলাহাবাদে আর একটী চিনির কল হইবে, তাহার উদ্যোগ হইতেছে।

আমরা যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে বর্ত্তমান চিনি ব্যবসায়িগণ এখনকার মত বিদেশী চিনির কণ্ট্রাক্ট করিয়া ঘরে বসিয়া শুক পয়সা উপায় করিতেই থাকিবেন, পূর্ব্বে ইহাঁরা সকলেই দোকানে কাজ করিতেন, বঙ্গের বহুস্থানে ইহাঁদের চিনির দোকান ছিল; তাহাতে লাভের আশাই অধিক ছিল, ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায়ই ছিল না। এখন ইহাঁদের বিদেশী চিনির খরিদ বিক্রয়ের কাজে ক্ষতির আশাই অধিক, লাভের আশা খুব কম, তবু ইহাঁদের চৈতন্য হয় না। খাণ্ডার চিনির কারখানা, ভিজিগাপত্তনের চিনির কারখানা, সাকরির চিনির কারখানা প্রভৃতি ভারতের বহুস্থানের চিনির মহাজনগণ অতি অল্প মূল্যে চিনি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রবন্ধাদিও মহাজনবন্ধুতে লিখিয়া চিনিপটীর মহাজনগণকে জানাইয়াছেন। অনায়াসে ইহাঁরা ক্রমে ক্রমে উক্ত সকল স্থানে চিনির দোকান খুলিয়া বঙ্গের চিনির কাজ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যেরূপ সময় আসিতেছে, হইবেও তাই। ইহাঁরা না করেন, অন্য শ্রেণীর ধনীরা তাহা করিবেন, তখন ইহাঁরা বিদেশী চিনির কাজে প্রভূত ক্ষতি দিয়া সরিয়া পড়িবেন! ভারতের বা বঙ্গের গুড়ের দর যাহা, উহাই প্রকৃতপক্ষে এদেশী চিনির দর, উক্ত গুড়ের দরেই ভারতের চিনি পরিণামে হইবেই হইবে। তোমরা না কর, জগতে অনেক ধনী আছেন, তাঁহারা করিবেন।

এই দেখুন, কলিকাতা ও বোম্বায়ের মার্শেল সন্স এণ্ড কোম্পানী এবং গ্লাসগোর জন্ ম্যাক্‌লিন এণ্ড কোম্পানীর কারম হইতে মিষ্টার পিটার এবেল মহোদয়কে বহু টাকা দিয়া ভারতে আনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ইঁহারা ভারতবর্ষে চিনির কল করিবেন এবং সুলভে সুন্দর সুন্দর এ বিষয়ে কল আবিষ্কার করিয়া দিবেন। এবেল সাহেবও ভারতে আসিয়া ইতিমধ্যে বহুস্থানে চিনির কারখানা এবং ইক্ষুচাষ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করিয়াছেন; আমরা তাহা হইতেও এস্থলে কিছু বলিতেছি।

তিনি বলিতেছেন, ইয়ুরোপখণ্ডের লোকের এক্ষণে ধারণা হইয়াছে যে,, ভারতবর্ষ অন্য দেশে চিনি রপ্তানি দিবার দেশ নহে। কিন্তু এক সময় ভারতের চিনি বহুস্থানে রপ্তানী হইত। এখনও সমগ্র ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন গুড় হয়, ইহা তাহারা খাইয়া ফেলে। ভারতে নানা জাতীয় ইক্ষু হয়। ইহার মধ্যে কোন কোন জাতীয় ১০০ মণ ইক্ষুতে ১৬।১৭ মণ গুড় হয়।

তিনি রিপোর্টে বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে এক একর (প্রায় ৩৷৹ বিঘা জমিতে) জমিতে ৫ টন হইতে ৫০ টন পর্য্যন্ত ইক্ষু হইবে।" অর্থাৎ ভারতবর্ষ চিনির দেশ, এ দেশের সকল ভূমিতেই ইক্ষু চাষ হইতে পারে; তবে ইক্ষু বিশেষে যে ক্ষেত্র যে ইক্ষুর উপযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে সেই ইক্ষু বসাইতে হইবে। তিনি এদেশী আক চাষ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন ও লিখিয়াছেন, এক গাছি সমগ্র ইক্ষুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জমিতে বসাইলেও এমন কি তাহার মাথার গাছকে বসাইলেও ইহার গাঁট দিয়া ও সমগ্র দেহ দ্বারা ইক্ষু গাছ জন্মে, ইহা অমর গাছ! কেবল এই চাষে শৃগাল, শূকর এবং উই পোকা শত্রু। পরন্ত এক একর জমিতে ১৬ হইতে ৪০ হাজার খণ্ড ইক্ষু জন্মিতে দেখিয়াছেন এবং কোন কোন ভদ্রের বাগে গিয়া দেখিয়াছেন যে, আকের ছিবড়ে যে ওজনের, উহার রসও সেই ওজনের হইয়াছে। এদেশী কৃষকেরা ৪।৫টী আল্ দিয়া তন্মধ্যে ইক্ষু রোপণ করে এবং উক্ত সকল আলের নিম্নে গর্ত্তমধ্যে ইক্ষু রোপণ করা হয়। ইক্ষুর মূলে জল দিবার জন্যই ইহা করা হয় বটে, কিন্তু এ প্রথাকে তিনি সুখ্যাতি করেন নাই। কখন কখন ইক্ষু পুষ্ট হইলেও উহাকে সরস রাখিবার জন্য জল দেওয়া হয়, তিনি এ প্রথাকেও ভাল বলেন নাই। তৎপরে তিনি ইক্ষু ক্ষেত্রে ইক্ষু জন্মাইবার খরচা যাহা হয়, এবং উহা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার যে খরচা হয়, এদেশী কৃষকেরা তৎবিষয়ে যাহা পড়তা ধরে, তাহা তিনি বুঝেন নাই; এজন্য বলিয়াছেন, উহা ঠিক নহে। তিনি বলিয়াছেন, যদিও ভারতের রেলে ইক্ষুর ভাড়া কম, কিন্তু ইক্ষু বহন করিবার রেলগাড়ী ভারতে আদৌ নাই এবং রেলে ইক্ষু বোঝাই দিলে এত বিলম্বে আসিবে যে, তাহাতে ইক্ষুর রস শুকাইয়া ছিবড়া হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, ১ টন ইক্ষু ভারতের অধিকাংশ স্থানের ক্ষেত্রে ৭৷৹ টাকা খরচায় পাওয়া যাইবে, কোন কোন স্থানে অধিক পড়িবে। এইরূপ অনেক তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিলাতী বড় বড় ধনীরা যে ভারতে ইক্ষু ক্ষেত্রে নামিবেন ভারতে চিনির কাজে মনোযোগী হইবেন তাহা নিশ্চিত। তখন আমরা উঁহাদের গ্রাহক হইব। তখন হইতে আমরা ইংরাজ দ্বারা এদেশে প্রস্তুত চিনির কল্যাণে চিনিতে স্বদেশী হইব। কাজ করিবার ক্ষমতা কৈ? সে উদ্যম কৈ? এই যে মিষ্টার পিটার এবেল সাহেবকে হাজার হাজার টাকা প্রদান করিয়া আনা হইয়াছে,, কেবল ভারতের চিনির কাজের অবস্থা জানিবার জন্য। তিনি আমেরিকার এক চিনির কারখানায় ৪০ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব তিনি এ বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রদান করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে বিলাতী দুইটী মহাজন হ'কার হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন, আর আমরা সাকরিতে কাশীর চিনি ৫৲ টাকা মণ পড়তা হইবে, কেদার বাবু ক্রমাগত তাহা বলিতেছেন, সামান্য ২।১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়া তাহা দেখা কর্ত্তব্য, ইহাও করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, উদ্যম নাই। ব্যাঙ্কে যেমন আমাদের সুদের টাকা ঘরে তুলিয়া দিয়া যায়, বিদেশী চিনির কাজটায় যেন আমাদের সেইরূপ লাভটা ঘরে তুলিয়া দিয়া যাইতেছে, ইহাই মনে করি। বঙ্গের পার্শ্বেই বিহার আছে, বিহারের ক্ষেত্রে প্রচুর ইক্ষু আছে। চল আমরা তথায় গিয়া এই সময় চিনির দোকান খুলি। এখনও যদি এ সকল বিষয়ে উদাসীন থাকি, তৎফলে নিশ্চিত আমাদের অদৃষ্ট এজন্মে আর পরিষ্কার হইবে না।

জাবা ও ফরমজার চিনি

এক সময়ে আমরা কলিকাতায় মরিসস চিনির উপর বাজার দেখিয়াছি, তাহার পর কিছুদিন চীন চিনির উপর বাজার দেখিয়াছি, তৎপরে জর্ম্মণ বিটের্ম্ম চিনির উপর বাজার দেখিয়াছি, এক্ষণে জাবা চিনির উপর কলিকাতার চিনির বাজার নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ এক সময়ে মরিশস চিনির দর তেজ হইলে অন্যান্য সমুদয় চিনির দর তেজ হইত, মরিশস চিনির দর পড়িলে অন্যান্য চিনির দর নরম হইত, ইহাকেই "বাজার দেখা" বলে। এইরূপ চীন, জর্ম্মণ বিট কলিকাতার চিনির বাজারে প্রভুত্ব করিয়াছিল। আমদানী অতিরিক্ত এবং দর সস্তা হইলে তবে এই প্রভুত্ব জন্মে। বঙ্গে এখন সর্ব্বত্রই জাবা চিনি ভারতের সর্ব্বত্রই জাবা চিনি বিদ্যমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৯০৮ সালে জাবায় ২,৮৪,৬০০ একর জমীতে ইক্ষুচাষ হইয়াছিল, এবার অনুমান ২,৯০ ১৩৮ একর ভূমিতে জাবা দ্বীপে ইক্ষুচাষ হইবে অর্থাৎ ৭৮৪৬ একর ভূমিতে চাষ বৃদ্ধি হইয়াছে। যদিও ইক্ষুর জমী তৈয়ারী করিবার সময় একটু কষ্ট ভোগ হইয়াছিল, কিন্তু এবর্ষে শীঘ্রই বর্ষারম্ভ হওয়াতে চাষে সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, চিনি এবার জাবায় অধিক হইবে।

১৯০৭ সালে জাবা হইতে যত চিনি রপ্তানী হইয়াছিল ১৯০৮ সালে তদপেক্ষা ৪৬ হাজার টন চিনি অধিক রপ্তানী হইয়াছে। জাবার চিনি ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই লয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্য গত বর্ষে ১,৪৭,০০০ টন জাবা চিনি অধিক লইয়াছিল। অষ্ট্রীয়া গতবর্ষাপেক্ষা ১২,০০০ টন চিনি অধিক লইয়াছে এবং অন্যান্য দেশ ১৯০৭ সাল অপেক্ষা ৫৭ হাজার টন জাবা চিনি অধিক লইয়াছে। আমেরিকার নিম্নেই ভারতবর্ষ জাবা চিনির গ্রাহক। ভারত গতবর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টন জাবা চিনি লইয়াছে।

জাবা যে কেবল ইক্ষু চাষের জমি বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা নহে, প্রতি একরে ফসল বৃদ্ধিও হইয়াছে। গত বর্ষে জাবা চিনির দর বৃদ্ধি থাকায় তথাকার ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা উচ্চহারে লাভবান হইয়াছে। উচ্চ লাভের টাকায় তাহারা উৎকৃষ্ট কল-বল ক্রয় করিয়া সেই টাকা উহাতেই নিয়োগ করিয়াছে,, তাহাতে উহারা পৃথিবীর চিনি উৎপাদনকারীর সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইয়াছে। এক দিকে জাবার কৃষকেরা নূতন চিনির কারখানায় নূতন বন্দোবস্ত করিয়া রপ্তানীর জন্য রেল প্রস্তুত করিয়া আধুনিক প্রথানুসারে ভাল চিনি করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কল কারখানা বসাইয়া উন্নতি করিয়াছে, অপর দিকে কোন জাতীয় ইক্ষুর চাষে কিরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা করিয়া এবং যে সকল জাতীয় ইক্ষু

চাষ তাহারা করে, সেই সকল ইক্ষুর রোগ কিরূপে নষ্ট করা যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট হইয়া ইক্ষুচাষের বিস্তৃতি করিয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যে জাপানে ৬টী মাত্র চিনির কল ছিল, এক্ষণে তথায় ১৭৭টি চিনির কল হইয়াছে। ফর্ম্মোজা দ্বীপে জাপানীরা চিনির অসাধারণ উন্নতি দুই বর্ষ হইতে করিয়াছে। এবং আমেরিকা ফর্ম্মোজার চিনির গ্রাহক হইয়াছে। আমেরিকাই জাবা চিনির বড় গ্রাহক ছিল, উহারা জাবা চিনি এবার কম লইলে উক্ত চিনি ভারতেই আসিবে। আবার এবর্ষে জাবার ফলন অধিক।

জাপানীদের ফর্ম্মোজা দ্বীপে চিনির কোম্পানী অনেকগুলি হইয়াছে (১ম) "টাইওয়ান সিটোকাইসা" কোম্পানী লিমিটেড "ক্যোবিটো" "ক্যোবিকেন" এবং "আকোর" এই তিনটী প্রদেশে তিনটী সুবৃহৎ চিনির কল স্থাপিত করিয়াছেন। এই তিনটী কল ১৯০৮ সালে নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্তি হইয়া উক্ত সনের ডিসেম্বর হইতে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

ক্যোবিটো জেলার কলটীতে ২৪ ঘণ্টায় ৪৬০ টন ক্যোবিকেন্ প্রদেশের কলে ২৪ ঘণ্টায় ১০৭০০ টন এবং আকোর জেলার কল হইতে ২৩ ঘণ্টায় ১২০০ টন ইক্ষু মাড়াই হইতে পারিবে। এই কোম্পানী দুই শেঠই দ্বীপ লাঙ্গল ক্যোবিকেন প্রদেশের জন্য ক্রয় করিয়া, ইতিমধ্যেই ২০০০ একর ভূমি চাষ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে ৯০ মাইল রেল পাতিয়াছেন; এজন্য কতকগুলি ওয়াগান এবং এঞ্জিন আনা হইতেছে। তিন বৎসর কার্য্য করিবে এই সর্ত্তে ৪০০ শত জাপানী কৃষকও উহাঁরা আনিয়াছেন।

(২য়) "দিয়া নিপ্পন সিটোকাইসা।" কোং ইহাঁরা টাগ্নিযুর জেলার নিকট গোকেন সেকী নামক স্থানে ১৯০৮ সালে এক চিনির কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই কলে প্রত্যহ ১২০০ শত টন ইক্ষু মাড়া হইয়া থাকে।

(৩য়) "টৌয়ো সিটোকাইসা" কোং ইহাদের কল কাগী জেলার নিকট সুইকুট সুটো নামক স্থানে গত ডিসেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কলে ২২ ঘণ্টায় ১০০০ হাজার টন ইক্ষু মাড়া হয়। এ বর্ষে ইহাদের আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, তাঁহাদের চাষে ৮৮০০০ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। এই কোম্পানী নিজেদের ইক্ষু ক্ষেত্রে ৪৭ মাইল রেল বসাইয়াছেন। ৫ খানি এঞ্জিন ৩০০ শত মালগাড়ী আনিয়াছেন এবং আর একখানি এঞ্জিন ও ৫০ খানি ওয়াগান অতি শীঘ্র আসিবে, তাহা স্থির হইয়াছে। এই কারখানার জল "কাত সোকে" নামক নদী হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাদের দুইটী ইলেকট্রিক পম্প কল আছে। প্রত্যেক পম্পে ঘণ্টায় ৩০ হাজার গ্যালন জল তুলা হয়। ৬বোতল—১ গ্যালন।

(৪র্থ) "মিজি সিটোসাইসা" ইহাঁরা ১৯০৮ সালে নবেম্বর মাসে ব্যানসিডেন নামক রেল ষ্টেসনের নিকট এক চিনির কল করিয়াছেন। ইহাঁরা অনুমান করেন, এবর্ষে তাঁহারা ৬৫৪৭ টন চিনি তৈয়ারী করিবেন। ইহাঁদের আর একটী চিনির কল "গুন্‌টো" নামক স্থানে নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী নভেম্বর হইতে উক্ত কলে কার্য্যারম্ভ হইবে। এই কলে প্রত্যহ ৭৫০ টন ইক্ষুমাড়া হইবে।

(৫ম) "এন, সুইকো সিটোকাইসা" নাম। সিটে মানে চিনি। কেইসা মানে কোম্পানী। অর্থাৎ মিজি চিনি কোং এই কোম্পানীও ১৯০৮ চিনির কল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যহ ৮৫০ টন ইক্ষু মাড়া হইতে পারে। ইহাদের আর একটী পুরাতন কল তথায় ছিল, তাহাতে প্রত্যহ ৪০০ টন ইক্ষু মাড়াই হইত; এক্ষণে তাহাকে সংস্কার করিয়া প্রত্যহ ৬০০ টন ইক্ষু মাড়া হইবে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইল।

(৬ষ্ঠ) ইংরাজ বণিক .বণ এণ্ড কোম্পানী তথায় উপস্থিত হইয়া "হোকুটে সুগার মিল" নামক এক চিনির কল করিয়াছিলেন, সুবিধা হয় নাই। তখন সাহেবেরা লণ্ডন হইতে নূতন মূলধন লইতে আসিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে সাহেবেরা "পাততাড়ি" গুটাইয়া বোধ হয় দেশে গেলেন। এবং চিনির কলের জন্য এক ধনবান চীন দেশীয় বণিককে আদেশ পত্র দিয়াছিলেন। সাহেবরা আবার গিয়া উপস্থিত। চীনে ধনীও ছাড়িবার পাত্র নহেন। শেষ মীমাংসা হইয়াছে যে চীনে ধনী সাহেবদের নির্ম্মিত কল ইত্যাদি এবং বাড়ী ঘরের সমুদয় মূল্য ধরিয়া দিবেন এবং সাহেবদিগকে 'টাকাউ" জেলায় গিয়া কল খুলিতে হইবে। সাহেবরা তাহাতেই রাজী হইয়া টাকাউ জেলায় ১৯০৯ সালের শেষ হইতে কল চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, প্রত্যহ ৩০০ টন ইক্ষু মাড়িবার উপযুক্ত কল বসিবে। চীনে ধনী যাহাতে প্রত্যহ ১০০০ টন ইক্ষু পেশাই হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

(৭ম) লণ্ডনে" আর এক ইক্ষু কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা ৮০ হাজার পাউণ্ড মূলধন তুলেন এবং ফর্ম্মোজায় গিয়া চিনির কলের স্বত্ব গ্রহণ করেন। ইহাঁদের কল ১৯০৮ সালের জানুয়ারী হইতে চলিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে সেই কলকে বড় করা হইল। পূর্ব্বে ইহাতে প্রত্যহ ৩৫০ টন মাড়া হইত, এখন হইতে ৭০০ টন মাড় করান হইল। গত বর্ষে ইহাঁরা ৩২৭৩ টন চিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবর্ষে ৫৯-৫২ টন চিনি উৎপন্ন হইবে, তাহার বন্দোবস্ত হইল। ইহাদের ইক্ষু ক্ষেত্রে নদীর জল বাঁধ বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ক্ষেত্রে ২২ মাইল রেল পাতা হইয়াছে। প্রতি গাড়ীতে ২॥০ টন ইক্ষু ধরে, এমন ভাবে ছোট ছোট রেলগাড়ী ২৬৫ খানি করিয়াছেন। ২৪ ইঞ্চি গেজে রেল লাইনটী বসাইয়াছেন। ইহাদের তিনখানি এঞ্জিন আছে। ইহারা আমপিং বন্দর দিয়া উৎপন্ন চিনি বিদেশে রপ্তানী দিয়া থাকেন, এজন্য আমপিঙ্গে নৌকা করিয়া মাল পাঠান, তাহাতে প্রতি বস্তায় ⁄৫ পয়সা ব্যয় হয়। ইহাদের ইক্ষু ক্ষেত্রের পরিমাণে ৩০ হাজার একর। ইহারা বলিতেছেন, তিন বৎসর পরে যাহাতে প্রতি বর্ষে দশ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা করিব। ইহারা সাদা চিনি করেন। লাল চিনির জন্য পরীক্ষা হইতেছে। ইহাঁদের সাদা চিনির দর প্রতি পিকুল (অর্থাৎ বাঙ্গালা ১॥৬৶০ ছটাক) চিনি ১ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৬॥০ পেন্স দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

ফর্ম্মোজার চিনির কাজের ব্যাপার বুঝুন ফর্ম্মোজার অধিকাংশেই পতিত জমী ছিল। জাপানী উদ্যমে সমস্ত আবাদ হইতেছে। একএকখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইক্ষুক্ষেত্রের সংস্রবে নিজেদের প্রকাণ্ড কল কারখানা। ভারতের যেমন জাতি বিভাগ, তেমনি জমী বিভাগ। মাঠময় কেবল "আল" কেবল বখরা। দুই বিঘা ইক্ষুর পার্শ্বেই অন্যের ধান্য ক্ষেত্র। এখানে মূলধন থাকিলেও আল ভাঙ্গার উপায় নাই। তাই বলি ভাই সকল! বহু লক্ষ টাকা মূলধনের যৌথ চিনির কাজ করিবার জন্য ফর্ম্মোজায় ভাসিয়া পড়। যাও তথায় গিয়া কলবল স্থাপিত কর। ন্যাশনাল কলেজের ছেলেরা বাণিজ্য বুঝিবে, বিদেশে গিয়া কলবল খুলিবে এই উদ্দেশ্যে খুবরড় যৌথ কোম্পানীর ব্যবস্থা করিয়া পতিত জমির বন্দোবস্ত ফর্ম্মোজায়, বা ব্রহ্মদেশে লাও। [মহাজনবন্ধু]

শিক্ষাসমাচার।

DACCA DIVISION.

Rules for the admission of Private candidates to the University Matriculation Examination, 1910.

1. A student who has not attended any school, recognised or unrecognised, for at least one year previous to March 1st 1910 will be treated as a private candidate.

2. Private candidates desirous of sitting at the ensuing University Matriculation Examination must appear at the Test Examination of one of the undermentioned schools to be held on the 6th Decmber 1909 and the following days.—

1 Dacca Collegiate school.

2. Armanitola Govt. High school, Dacca.

3. Mymensingh Zilla School.

4. Faridpur Zilla School.

5. Barisal Zilla School.

3. Every private candidate must submit his application for admission to the test examination on or before the 15th November 1909 to the Head master of one of the schools named above where he intends to appear, produ cing satisfactory evidence (1) that he has not attended any school, recognised or unrecognised, for at least one year previous to the examination, (2) that his conduct and character have been good. (3) that he has diligently and regularly prosecuted his studies and has been subject to proper discipline. For the purpose of this rule a certificate from a Deputy Inspector of schools or the Head master of a recognised High school or from any Gazetted officer of Government who has personal knowledge of the candidate will be accepted.

4. He should also forward with his application his transfer certificate from the [illegible] (if any) in which he last read, or the Registrar's receipt (if he appeared at any previous Entrance Examination) or a certificate from a respectable person with personal knowledge of the facts of the case that he has never been to any school.

5. No one shall be admitted to the test examination unless he shall produce satisfactoy evidence that he will have completed the age of sixteen years on the first day of March 1909. For the purpose of this rule the age as recorded in a Transfer Certificate from a recognised school or in the Registrar's receipt (in case of those who appeared at any previous Examination) will be accepted. Those who have never read in any school must produce either their horoscope or an affidavit sworn by their parents or guardians before a competent Magistrate declaring their age.

6. Every private candidate shall state in his application his name, father's name, date of birth, residence, postal address and the following particulars:—

1. Whether he appeared at the Entrance Examination in any previ ous year.

2. Language in which (besides English) he is to be examined.

3. Vernacular language for composition.

4. Vernacular language from which translation is to be made into English in the 1st English paper.

5. Which of the following subjects taken up.

(a) Additional Mathematics.

(b) Additional paper in classical language.

(c) History.

(d) Geography.

(e) Elementary Mechanics.

7. Every private candidate must pay a fee of Rs 2 to the Head master of the school at which he appears for for examination. After payment of the necessary expenses the balance of the fees will be paid to the examiners as remuneration.

8. On the date of examination, he must be accompanied, for the purpose of identification, by some person known to the officer conducting the examination, otherwise he will not be admitted to the test examination.

9. The Head masters of the schools named above should send to this office for orders a statement in duplicate showing the marks gained by by each private candidate in each subject at the Test Examination within a fortnight from the date of the said examination The application forms of candidates who a declared eligible should be forwarded to this office for countersignature and duly filled in and signed and accompanied by the documentary evidence referred to in paras 3, 4 and 5.

10. Private candidates should arrange to remit their examination fees, together with the countersigned application forms, direct to the Registrar, so as to reach him on or before the 17th January 1910. The fee payable by each candidate for the examination is Rs 12.

11. The Matriculation Examination for 1910 will be held on the 1st March and the following day

H. E. STAPLETION. *Inspector of schools, Dacca Division.* DACCA *The 15th September, 1909.*

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও মূল্য প্রাপ্তির [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। [illegible] এই তারিখ তাঁহাদের [illegible] [illegible] মূল্যে থাকিবে। [illegible] এই পত্রিকা আপন আপন নম্বরের [illegible] হিসাব করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে [illegible] [illegible]

৭২৯ শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, কাকুড়িয়া [illegible] ৩০।৯।১০

১৪৫৮ " জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, [illegible]

১৪৫৯ " [illegible] [illegible]

৭৮৮ " [illegible] [illegible] [illegible]

৮০৮ " হেঃ মাঃ [illegible] হাই স্কুল

৭৪৫ " মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য [illegible]

৯০৩ " [illegible] পাল, [illegible]

১৩৮০ " কালীপদ চক্রবর্ত্তী, [illegible]

১৩০১ " [illegible]

[illegible] এই পত্রিকা চুঁচুড়া [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*.